কায়সার ও কিসরা
নসীম হিজাযী

কায়সার ও কিসরা

নসীম হিজাযী

অনুবাদ

আবদুল হক

সম্পাদনা

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন

৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ০১৭১৭৪৩১৩৬০, ০১৭১৭৫২৫৩৩৬

কায়সার ও কিসরা
নসীম.হিজাযী

অনুবাদ : আবদুল হক
সম্পাদনা : আসাদ বিন হাফিজ
প্রকাশক : ৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ০১৭১৭৪৩১৩৬০, ০১৭১৭৫২৫৩৩৬
একাদশ মুদ্রণ : মার্চ ২০১৪, প্রথম মুদ্রণ : ডিসেম্বর ১৯৮৯
প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম
মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্য : ৩২০.০০

Kaisar O Kisra
Writen by : Nasim Hizazi.
Translated by : Abdul Haque.
Edited by : Asad bin Hafiz.
Published by : Preeti Prokashon,
435/ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217.
11th Edition : March 2014.
1st Edition : March 1989.

Price : Taka 320.00

না, এটুকু উপন্যাস নয়

তখনো স্কুলের সীমানা পেরোইনি–সতেজ কিশোর। সাহিত্যের প্রতি প্রবল ঝোঁক। হাতের কাছে যা পাই তাই পড়ে ফেলি। দু'এক কলম লিখিও। সেদিন এক ঢাউস বই হাতে দিয়ে স্যার বললেনঃ 'পড়ে দেখ, খুব ভাল বই।' লজিং বাড়ীতে এসে খেয়েদেয়ে ভাবলাম, দেখিতো বইটা কেমন? সেই শুরু। বিকেল গড়িয়ে রাত এল। ঘুমোতে যাবার আগেই কোন ফাঁকে চলে গেল রাত। পরদিন। টেবিলে পড়ে রইলো নাস্তা। গোসলের সময় গেল পেরিয়ে। যাওয়া হলো না স্কুলে। দুপুরে যখন বই শেষ করে মুখ তোললাম, মনে হল স্বপ্নময় এক জগৎ থেকে এই মাত্র ফিরে এলাম আমি। এ বইটি ছিল নসীম হিজাযীর 'ভেঙ্গে গেল তলোয়ার'।

তারপর।

এক ছুটিতে বাড়ী গেলাম। সঙ্গে নিলাম 'মরণজয়ী'। রাতে খাওয়ার পর পড়তে বসলাম। একটু পর পাশের ঘর থেকে আব্বা শোবার তাড়া দিলেন। একবার, দুবার, বারবার। এক সময় কিছুটা রাগের সঙ্গেই শোয়া থেকে উঠে এসে বললেনঃ 'কি পড়ছিস্ শুনি?' কয়েক লাইন পড়ে শোনালাম। আব্বা বললেনঃ 'তারপর?' আবারো পড়লাম কয়েক লাইন। আব্বা বললেনঃ 'তারপর?' এভাবে যতবার আমি থামি, আব্বা বলেনঃ 'তারপর?'

তারপর এই হোল যে, তার সকল বই বাংলায় বের করার এক দুরূহ চেষ্টায় মেতে উঠলাম আমি। এ এক অদ্ভুত নেশা। এখানো আমার নির্ঘুম রাত কাটে তার পাণ্ডলিপি পড়ে পড়ে। কখনো ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখি, খালিদ, তারিক, মূসা, মুহাম্মদ বিন কাশিম, টিপু সুলতান, তিতুমীরের মত বাংলার টগবগে যুবকেরা ইসলামের ঝান্ডা নিয়ে ছুটে চলেছে ময়দানে। চোখে তাদের শাহাদাতের তামান্না। বুকে প্রদীপ্ত ঈমান।

আমার মত আপনারও কি ভাল লাগে তাঁর বই? স্বপ্ন জাগে– আশা জাগে বুকে? বাংলার প্রতিটি যুবকের বুকে জাগুক এমনি আশার কাঁপন কখনো কি এমন ভাবনা আপনাকে আলোড়িত করে? তাহলে সবার হাতে হাতে এ বই কি করে পৌছে দেবেন– সে কথা কি আমাকে বলে দিতে হবে!

সম্পাদক

জেরুজালেমের পাঁচ মাইল দূরে এক সরাইখানা। চারপাশে তার উঁচু দেয়াল। বাইরে থেকে মনে হয় কিল্লার পাঁচিল। এক বিষণ্ন দুপুরে দ্বিতীয়বারের মত এখানে এসে পৌঁছল আসেম। সাথে শক্ত—সামর্থ চাকর ওবায়েদ। ওরা দামেশক যাবার পথে এখানে এক রাত অবস্থান করেছিল।

আসেম সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ তরুণ। এ ধরনের তরুনদের কাছ থেকে মানুষ প্রাণউচ্ছল মন মাতানো হাসির ঝংকার শুনতেই বেশী পছন্দ করে। সে তুলনায় তাকে একটু বেশী গম্ভীর দেখাচ্ছে। যদিও সে সুদর্শন এবং নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারী তবু তার উপর দিয়ে যে অনেক ঝড় বয়ে গেছে দেখলেই বুঝা যায়। পোশাকে আশাকে সে এক সম্ভ্রান্ত আরবেরই মত। তার ঝলমলে চোখে অহংকার, সাহসিকতা আর ব্যক্তিত্ব খেলা করছে। তার কোমরে তরবারী ঝুলানো। পিঠে তীরে ভরা তুনীর আর ধনু। তেজী এক ঘোড়ার পিঠে বসেছিল আসেম। বসার সে ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, ডানে বাঁয়ে সশস্ত্র দুশমন থাকলেও তার দৃঢ়তায় কোন পার্থক্য আসতনা। অথবা আরবী পোশাক ছাড়া রোমান সৈনিকের ইউনিফর্মে থাকলে এবং পেছনে গোলামের পরিবর্তে সৈন্য বাহিনী হলে তার নির্ভীক দৃষ্টিই ঘোষনা করত বিজয় বার্তা।

লম্বা চওড়া পেটা শরীর ওবায়েদের। আসেমের চাইতে দশ বার বছরের বড়। ও বসেছিল উটের পিঠে। আরেকটা মাল বোঝাই উট তার উটের রশির সাথে বাঁধা।

আসেম এবং ওবায়েদ সরাইখানার ফটকের কাছে নেমে উট এবং ঘোড়া নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। সরাইখানাটি দোতালা। সামনে প্রশস্ত আঙ্গিনা। খেজুর পাতায় ছাওয়া বারান্দা। বারান্দার একদিকে সাধারণ পথিকদের জন্য চাটাই পাতা। অন্যদিকে ক'খানা পুরনো টেবিল বেঞ্চ। আঙ্গিনার একপাশে আঙ্গুর আর জয়তুন গাছের বাগান। বায়ের দেয়াল লাগোয়া ছাপরা আস্তাবল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ওখানে ঘোড়া এবং উট বাঁধা। কাছেই গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিল ক'জন পথিক।

একটা টেবিলের চারপাশে বসে চারজন ইহুদী জুয়া খেলছিল। একটু দূরে এক দীর্ঘদেহী সিরীয় বসে বসে মদ খাচ্ছে। পোশাকে আশাকে তাকে কোন কবিলার সর্দার বলে মনে হয়। পাশে মাথা নুয়ে দাঁড়িয়েছিল তার কাফ্রী ক্রীতদাস। হাতে মদের সোরাহী। তরবারী ছাড়াও সিরিয়টির কোমরে খঞ্জর ঝুলানো। মদের প্রভাবে জানোয়ারের মত দেখাচ্ছে তার চেহারা।

তৃতীয় টেবিলে দুজন খৃষ্টান খানা খাচ্ছিল। জেরুজালেম জেয়ারতে যাচ্ছে ওরা। সরাইখানার মিশরীয় মালিক ফ্রেমস। তাদের সাথে কথা বলছিল।

আসেম আর ওবায়েদ ঘোড়া এবং উট একটা গাছের সাথে বাঁধ ছিল। হঠাৎ ফ্রেমসের দৃষ্টি পড়ল তাদের দিকে। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললঃ 'এখানে থাকতে চাইলে উট না বেঁধে বাইরে ছেড়ে দিন। ঘাস পাতা খেয়ে নিক। ওগুলো দেখাশুনার জন্য চাকর পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ঃ 'না, ওগুলো মালে বোঝাই, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার রওনা হয়ে যাব। আমাদের চারদিন পূর্বে যে আরব ব্যবসায়ী কাফেলা রওয়ানা করেছে তাদের ধরতে হবে। ওরা গাতফান এবং বনু কলব গোত্রের লোক। আশা করি কয়েক মঞ্জিল পরই ওদের নাগাল পাব। আপনি ওদের ব্যাপারে কিছু বলতে পারবেন?'

ঃ 'গতকাল ওরা এপথে গেছে। সম্ভবত দু' এক হপ্তা জেরুজালেমে অবস্থান করবে।'

ঃ 'না' ওরা জেরুজালেমে একদিনের বেশী থাকবেনা। আরবে যুদ্ধ বন্ধের দিনগুলো প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আমার মত ওদেরও তাড়াতাড়ি দেশে পৌঁছা জরুরী। আমি আজ সন্ধ্যার মধ্যে জেরুজালেম পৌঁছতে চাই। আমাদের খাবার ব্যবস্থা করুন। আপনার যে চাকর ঘোড়ার জুতো তৈরী করতে পারে ও যদি অবসর থাকে একটু পাঠিয়ে দেবেন। পথে হয়ত আর সুযোগ পাবনা। তা ছাড়া সবখানে ভাল লোকও পাওয়া যায়না।'

ঃ 'তা হবে। এবার বলুন সফর কেমন হল?'

ঃ 'দামেশকে ঘোড়ার দাম ভালই পেয়েছি। কিন্তু যুদ্ধের কারণে তলোয়ারের দাম বেড়ে যাওয়ায় বেশী আনতে পারিনি কিছু রেশমী কাপড় এনেছি। আশা করি কাপড়ে ভাল মুনাফা হবে। এরপর প্রয়োজন হলে মূতা থেকে কমদামে তরবারীর কিনে নেব।'

ঃ 'প্রার্থনা করি দেশে গিয়ে যেন শুনেন, যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে অস্ত্র কিনতে হবেনা।'

ঃ 'আসলেও যুদ্ধে হাফিয়ে উঠেছি। দু' কবিলার বেশীর ভাগ মানুষই শান্তি চায়। কিন্তু আমরা চাইনা। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এরচে বড় দুঃসংবাদ আমার জন্যে আর কিছুই নেই। তাহলে আমার পিতা এবং ভায়ের রক্তের বদলা নিতে পারব না। আমার কবিলার বিত্তশালীরা লড়াই থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। গরীবদের বিবেক এবং আবেগে এখনো ভাটা পড়েনি। কিন্তু ইহুদীদের কাছ থেকে চড়ামূল্যে অস্ত্র কেনার সংগতি ওদের নেই। আমার বিশ্বাস, এ অস্ত্র পেয়ে কবিলার অল্প কজন ময়দানে নেমে এলে অন্যরা ঘরে বসে থাকতে পারবে না।'

ফ্রেমস আলোচনার মোড় পাল্টানোর জন্য বললঃ 'আপনার ভাল ঘোড়াটাই ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। বিক্রি করতে চাইলে আমি ক্রেতা হতে পারি।'

ঃ 'বিক্রি করার ইচ্ছে থাকলে আগেই করতাম। আপনার মত দামেশকেও অনেকে এর ভাল দাম দিতে চেয়েছে । কিন্তু ও আমার উৎকৃষ্ট বন্ধু।'

ঃ 'ঠিক আছে। আপনার যখন এতই প্রিয় তাহলে জোরাজুরী করছিনে। আমি খাবার ব্যবস্থা করছি। আপনারা আসুন।' আসেম ফ্রেমসের সাথে হাঁটা দিল। কয়েক পা এগিয়ে পেছন ফিরে ওবায়েদকে ডাকলঃ ' এসো ওবায়েদ।'

এই তরুণ মুনীবের সাথে ওবায়েদের সম্পর্ক অনেকটা বন্ধুর। কিন্তু তাই বলে কারো সামনে চাকরের সীমা অতিক্রম করতনা। ও বলল ঃ 'না, আমার খাবার এখানেই পাঠিয়ে দিতে বলুন।'

ঃ 'আপনার এ চাকর কোত্থেকে নিয়েছেন?' ফ্রেমস প্রশ্ন করল।

ঃ 'ওর সাত বছর বয়সে আমার আব্বা ইয়ামেনের এক ইহুদী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ওকে কিনেছিলেন। তখন আমার জন্মও হয়নি।'

এক চাকরকে ঘোড়ার জুতা তৈরী করতে এবং আরেকজনকে খাবার দিতে বলে ফ্রেমস নীচে গিয়ে বসল। আসেম বললঃ 'আপনার কি মনে আছে পূর্বেও একবার এখানে এসেছিলাম?'

ঃ'কবে?'

ঃ 'প্রায় বছর চারেক আগে। আব্বার সাথে ইয়ামেন যাওয়ার সময় এখানে তিনদিন ছিলাম। এরপর এক কাফেলার সাথে গিয়েছিলাম দামেশকে। ফেরার পথেও একদিন ছিলাম।'

ঃ 'মনে পড়ছেনা। তবে এবার যাবার পথে আপনার মুখে পালি ভাষা শুনে অনুমান করেছিলাম, আপনি পূর্বেও এসব এলাকা সফর করেছেন।'

ঃ 'আমি খুব সহজে অন্যের ভাষা আয়ত্বে আনতে পারি। দুমাস দামেশকে থাকার সময় রোমানদের সাথে মেলামেশা করতে গিয়ে তাদের ভাষাও শিখে নিয়েছিলাম।'

পাশের টেবিলের এক জুয়ারী উঠে দাঁড়ালো। কয়েক পা এগিয়ে আসেমকে বললঃ 'আমাদের সাথে ভাগ্য পরীক্ষা করবে?'

ঃ 'না, বাড়ী থেকে বেরুনোর সময় শপথ করেছিলাম, আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মদও ছোবনা, জুয়াও খেলবনা।'

ঃ 'তা হলে তুমি আরব হতে পারবে না।'

ঃ 'তুমি চাইলে আমি যে আরব জুয়া না খেলেও তার প্রমাণ দিতে পারি।'

ইহুদী আবার আগের জায়গায় গিয়ে বসল। সিরীয়টি তখন সোরাহী শূন্য করে ফেলেছে। অকস্মাৎ দাড়িয়ে ইহুদীর কাছে গিয়ে বললঃ 'আমি তোমাদের সাথে ভাগ্য পরীক্ষা করব।'

ইহুদী হতচকিত হয়ে দৈত্যের মত এ লোকটির দিকে চাইতে লাগল। অবশেষে অনেকটা সাহস করে বললঃ 'দেখুন, আমরা গরীব ইহুদী। একজন সম্মানিত লোকের সাথে বাজি ধরার দুঃসাহস করি কিভাবে?'

সিরীয়টি তার ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিল। এরপর গর্জে উঠলঃ 'গরীব ইহুদী হলে আমাদের সমান সমান বসার সাহস হল কেন?'

আরেক ইহুদী বললঃ 'দেখুন, এটা সরাইখানা। এখানে বাড়াবাড়ি করবেননা।'

ঃ 'আমি তোমাদের চামড়া তুলে ফেলব।' বলেই তার মুখে ঘুষি মেরে দিল। সংগীর মত সেও চেয়ার থেকে ছিটকে পড়ল। বাকীরা ভয়ে কয়েকপা পিছিয়ে দাঁড়াল। সিরীয় মাতালটি তখন গালাগালি শুরু করল অশ্লীল ভাষায়।

ঃ 'ও কে? 'অনুচ্চ কণ্ঠে আসেম প্রশ্ন করল।

ঃ 'ও সিরীয়ার এক কবিলার সর্দার। ওকে সরাইখানায় স্থান দেয়াই আমার বোকামী হয়েছে। সকাল থেকে এ পর্যন্ত দুই পিপে মদ গিলেছে। যেসব মুসাফির দূরে বসে আছে তাদেরকে কয়েকবার এর গালি শুনতে হয়েছে। এক জংগী কবিলার সর্দার না হলে ওরা এতক্ষণে এর হাড় গুড়ো করে ফেলত। আমার এক চাকরকে জেরুজালেম পাঠিয়ে দিয়েছি। ওখানকার এক রোমান অফিসার আমার বন্ধু। তিনি কোন সিপাইকে পাঠিয়ে দিলে নেশাটেশা সব ছুটে যাবে।'

পড়ে থাকা ইহুদীকে কয়েকটা লাথি মেরে সে নিজের জায়গায় ফিরে এল। মদের শূণ্য পিপে কতক্ষণ উল্টে পাল্টে দেখে ফ্রেমসকে লক্ষ্য করে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস শরাবদে।'

ঃ 'আজ আপনি অনেক খেয়েছেন।' ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল ফ্রেমস।

ঃ 'কি বাজে বকছিস।' গর্জে উঠল সে।

ঃ 'আমি .....আমি বলছি শরাব আর নেই।'

ঃ 'মিথ্যে কথা। আমি সরাইখানা আর তোর ঘরে তল্লাশী নেব।' সিরীয়টি উঠে ঘরের দিকে পা বাড়াতেই চারজন চাকর তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। সে অকষাৎ তলোয়ার বের করলে। চাকররা ভয়ে একদিকে সরে গেল। ফ্রেমস কয়েক পা এগিয়ে বললঃ 'আপনি বাড়াবাড়ি করছেন। আমি আপনাকে ভেতরে যেতে দেবনা।'

আচম্বিত তরবারি সোজা করল সে। ফ্রেমস হকচকিয়ে উল্টো পায়ে সরে যেতে লাগল। সিরীয়টি তার বুকে তরবারী ধরে ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে। অসহায়ের মত চিৎকার করতে লাগল ফ্রেমসের চাকররা। সিরীয় ব্যক্তির কাফ্রী চাকর তরবারী নিয়ে মুনীবের সাহায্যে ছুটে এল। সে ধমকে ধমকে ফ্রেমসের চাকরদেরকে দূরে রাখার চেষ্টা করছিল।

ফ্রেমস চিৎকার দিয়ে বললঃ 'আমায় দয়া করুন। আমি এক দেশত্যাগী মিসরী। আমি কোন অপরাধ করিনি। আমি কেবল বলতে চাইছিলাম, মাতাল অবস্থায় সফর করা ঠিক নয়। আপনি চাইলে মদের পুরো মটকাই এনে দিতে পারি।'

সিরীয়টি তরবারী তার ঘাড়ে লাগিয়ে বললঃ 'ছোটলোক। চিৎকার বন্ধ কর।' ফ্রেমস নিশ্চুপ হয়ে গেল। সিরীয়টি কখনো হাত পেছনে সরিয়ে নিত। আবার কখনো ফ্রেমসের পেট, ঘাড়, বুক অথবা মুখের সামনে নিয়ে যেত তরবারী। দর্শকরা এতক্ষণ ভাবছিল যে ফ্রেমসের অন্তিম সময় খুব নিকটে। এখন অনুভব করছে, এ দৈত্যের মত লোকটি নিজের বীরত্ব জাহির করছে। হঠাৎ ভেতর থেকে এক বালিকা বেরিয়ে এল। চিৎকার দিতে দিতে দৈত্যটার হাত ধরার চেষ্টা করল সে। কিন্তু দৈত্যের হাতের এক ঝটকায় মেয়েটি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ফ্রেমস চিৎকার দিয়ে বললঃ 'আন্তুনিয়া। এখান থেকে পালিয়ে যাও আন্তুনিয়া।'

মেয়েটি তাড়াতাড়ি উঠতে গেল। কিন্তু সিরীয় ব্যক্তি বাম হাতে তার চুলের মুঠি ধরে ফেলল। চিৎকার [illegible] দিতে একজন মহিলা বেরিয়ে এল। সম্ভবত মেয়েটির মা হবে। সে এসেই আশপাশের লোকদের সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি শুরু করল। সিরীয়টি তরবারী আবার ফ্রেমসের ঘাড়ে রেখে বললঃ 'এ মহিলা যদি চুপ না করে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব।'

নিশ্চুপ হয়ে গেল মহিলা। আসেম আর ধৈর্য্য ধরতে পারলনা। হঠাৎ তরবারী বের করে সিরীয়টির কাছে গিয়ে বললঃ 'তোমার মত কাপুরুষ কোথাও দেখিনি।'

সিরীয়টি ঘাড় ফিরিয়ে আসেমের দিকে তাকাল। বললঃ 'এ কাপুরুষ না হলে প্রথম আঘাতেই এর গর্দান উড়িয়ে দিতাম।'

ঃ 'কাপুরুষ সে নয়– তুমি।'

সিরীয় ব্যক্তি যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারলনা।

: 'তুমি আমায় কাপুরুষ বলছ, জান আমি কে?'

: 'হ্যাঁ, তোমায় আমি চিনি। তুমি একটা জানোয়ার। এক দুর্বল পুরুষ আর এক অসহায় বালিকার গায় হাত তুলতে তোমার লজ্জা করলনা?'

সিরীয়টি আগুন ঝরা চোখে আসেমের দিকে তাকাল। মেয়েটিকে এক দিকে সরিয়ে পরপর কয়েকটা আঘাত করল আসেমকে। আসেম তার আঘাত ঠেকিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। কিন্তু পাল্টা আক্রমণ করতেই তার বীরত্বপনা ভয় আর উৎকণ্ঠায় রূপান্তরিত হল। দর্শকরা এতক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিল। এবার সবাই হাততালি দিতে লাগল। সিরীয় ব্যক্তির কাম্রী চাকর মুনীবকে পিছু সরতে দেখে আসেমকে পেছন থেকে আঘাত করতে চাইল। কিন্তু ওবায়েদ তার ঘাড় ধরে এক পটকান দিয়ে নীচে ফেলে দিল। তার হাত থেকে তরবারী কেড়ে নিয়ে বুকে পা রেখে বলল: 'বাঁচতে চাইলে এভাবেই শুয়ে থাক।'

একটু পর সিরীয় লোকটি ক্লান্ত ঘোড়ার মত হাঁপাতে লাগল। ছ'জন দ্রুতগামী সওয়ার সরাইখানায় প্রবেশ করে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ল। ছুটে এগিয়ে গেল ফ্রেমস। দেখতে অফিসারের মত একজনকে লক্ষ্য করে বলল: 'আপনার খুব দেরী হয়ে গেছে। আমার হেফাজতের জন্য এক ফেরেস্তা আসবে জানলে আপনাকে কষ্ট দিতামনা। এ আরব যুবক না থাকলে এখানে আমার লাশ দেখতে পেতেন।'

রোমান অফিসারের দৃষ্টি ছুটে গেল আসেম এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে। কোন কথা না বলে তিনি এগিয়ে এলেন। যুদ্ধের অবস্থা দেখে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন মনে করলেননা। তার হাতের ইশারায় তার অন্য সাথীরাও দর্শকদের সাথে গিয়ে দাঁড়াল।

একের পর এক আক্রমণ করে আসেম তাকে খুঁটি পর্যন্ত নিয়ে গেল। খানিক পূর্বে এখানেই ফ্রেমস অসহায় দৃষ্টি মেলে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিল। শরীরে কোন আঘাত না করে আসেম ছিন্ন ভিন্ন করতে লাগল তার দামী পোশাক। মাতাল হবার পরও ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে এল সর্দারের শক্তি। আসেম তলোয়ারের মাথা দিয়ে তার পাগড়ী একদিকে ছুঁড়ে ফেলে বলল: 'মদ শিয়ালকে সিংহের সাহস দেয়না। ইচ্ছে করলে তরবারী ফেলে নিজের জীবন বাঁচাতে পার।'

আসেমের কথায় প্রতিদ্বন্দ্বী সচেতন হয়ে উঠল। আহত পশুর মত আসেমের উপর ঝাপিয়ে পড়ল সে। কিন্তু এ ছিল এক অন্ধ আবেগ। কয়েক পা পিছিয়ে গেল আসেম। সিরীয়টির চোখে আঁধার নেমে এল। এলোপাথারী তরবারী ঘুরাল কয়েকবার। হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

রোমান অফিসার এগিয়ে এলেন। আসেমের বাহু ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে বললেন: 'যুবক! তুমি এক ভদ্র লোকের সাহায্য করেছ। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। সময় মত এসে পুরো ঘটনা দেখতে পারিনি বলে আফসোস হচ্ছে। তুমি মস্ত এক হাতীকে পরাজিত করেছ।'

আসেমের হাবভাব দেখে ফ্রেমস রোমান অফিসারের কথার অনুবাদ করে দিল। আসেম পালি ভাষায় বলল: 'ও মাতাল ছিল। এক মাতাল কে পরাজিত করায় কোন বাহাদুরী নেই।'

ফ্রেমস বলল: 'তুমি একে চেননা। এর ব্যাপারে আমি অনেক কিছু শুনেছি। অসি চালনায় সমগ্র এলাকায় তার সমকক্ষ কেউ নেই।'

: 'তবে আমার দুঃখ করা দরকার। কারণ আজ ওর হুশ ছিলনা।'

অফিসার বললেনঃ 'তুমি বাহাদুর এবং ভদ্র। রাজি হলে তোমাকে ফৌজে ভর্তি করে নেব।'

ঃ 'ধন্যবাদ। আমি দেশে যাচ্ছি। ওখানে আমার অনেক প্রয়োজন।'

ঃ 'তোমার বাড়ী কোথায়?'

ঃ 'আমি আরব থেকে এসেছি। আমার বাড়ী ইয়াসরিব।'

ঃ 'আমার নাম পাতইউস। যাবার সময় আমার বাড়ীতে দাওয়াত নিলে খুশী হব।'

ঃ 'শুকরিয়া। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমায় বাড়ী পৌঁছতে হবে। নয়তো আপনার ওখানে বেড়াতে আমার আপত্তি ছিলনা।'

ঃ 'ফ্রেমস আমার বন্ধু। তুমি তাকে বাঁচিয়েছ। এবার বল তোমার কি উপকার করতে পারি।'

অফিসারকে লক্ষ্য করে একজন বললঃ 'স্যার, তিনি আমাদের সকলের জীবন রক্ষা করেছেন। সরকার এ ধরনের জানোয়ারকে এতটা স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে, কল্পণাও করা যায়না। আমাদের মনে হয়েছিল, একটা হিংস্র পশু খাঁচা ভেংগে বেরিয়ে এসেছে।'

এক ইহুদী বললঃ 'এক নিষ্পাপ বালিকার গায়ে হাত তুলতেও এ পশুটার কোন লজ্জা হয়নি। আমি আশংকা করছিলাম, মাতাল অবস্থায় আবার না আমাদের সকলকেই হত্যা করে।'

একে একে সব মুসাফির অফিসারের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগল। সুযোগের সদ্ব্যবহার করল ওবায়েদ। সে পূর্বেই সিরীয় ব্যক্তির তরবারী নিয়ে নিয়েছিল। এবার তরবারীর খাপ এবং খঞ্জরও তুলে নিল। সিরীয়টির কাফ্রী চাকর ভয়ার্ত চোখে মুনীবের অসহায়ত্ব দেখছিল। কিন্তু ওবায়েদ যখন তার মুনীবের পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকার থলে তুলে নিল, কাফ্রী দাঁড়িয়ে থাকতে পারলনা। দৌড়ে এসে ওবায়েদের হাত ধরে ফেলল। এক ঝটকায় নিজের হাত মুক্ত করে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ওবায়েদ। কাফ্রী সামনে বাড়ার সাহস করলনা। বরং হৈ হল্লা করে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করল নিজের দিকে।

ঃ 'এ কে।' রোমান অফিসার ক্রুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করলেন।

ঃ 'এ ওই পশুটার চাকর।' ফ্রেমস বলল।

কাফ্রী ওবায়েদকে দেখিয়ে রোমান অফিসারকে বললঃ 'স্যার, ও আমার মুনীবের তলোয়ার এবং খঞ্জর ছিনিয়ে নিয়েছে। তরবারী আমারটাও তার হাতে। মুনীবের জ্ঞান ফিরে এলে আমার চামড়া তুলে ফেলবেন। তার তরবারী বহু মূল্যবান।'

ঃ'তোমার মুনীবের জ্ঞান ফিরবে কয়েদখানায়। তোমার কিছু হবেনা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলে তাকে মুক্ত করব। তার ঘোড়া এখানে থাকলে তাকে ঘোড়ায় তুলে তুমি সহ চল।'

কাফ্রী নীরব হয়ে গেল। কিন্তু ওবায়েদ তরবারী খাপে পুরার সময় আবার সে চিৎকার দিয়ে বললঃ'জ্ঞান ফিরলেই আমার মুনীব তরবারীর কথা জিজ্ঞেস করবেন। ও আমার তরবারী, মুনীবের খঞ্জর এবং টাকার থলে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।'

রোমান অফিসার এগিয়ে ওবায়েদের হাত থেকে তলোয়ার নিয়ে বললেনঃ 'তুমি কে?'

ঃ 'ও আমার চাকর।' আসেম জবাব দিল। 'আমাদের দেশে মুনীব যাকে পরাস্ত করে, গোলামরা তার তরবারী ছিনিয়ে নেয়াকে কর্তব্য মনে করে। সিরীয়টি যেহেতু আপনার কয়েদী ওর ব্যাপারে আপনিই ফয়সালা দেবেন।'

মৃদু হেসে আসেমের দিকে তাকালেন অফিসার। খাপসহ তরবারী ওবায়েদকে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেনঃ 'চমৎকার তরবারী। এক বিজয়ী বীরকে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করতে চাইনা।'

ঃ 'ওবায়েদ!' আসেম বলল, 'আমাদের শুধু তলোয়ারের প্রয়োজন। টাকার থলে ফিরিয়ে দাও।'

ওবায়েদের মনমরা ভাব দেখে স্ট্রেমস বললঃ 'আমার আস্তাবলে ওদের সুন্দর দুটো ঘোড়া রয়েছে। ওগুলো কি করব?'

ঃ 'ঘোড়ার মালিকতো অজ্ঞান। রোমান সরকার তার ঘোড়ার দায়িত্ব নেবেনা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ও কোনদিন এ সরাইখানায় আসবেনা। আমাদের আসার পূর্বেই কেন ওকে হত্যা করা হলনা এজন্য আমার দুঃখ হচ্ছে।' বলল অফিসার।

কাম্রী বললঃ 'স্যার, মুনীবকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে আপনার সংগে যাবার জন্য বলেছিলেন।'

ঃ 'তোমার মুনীবের মাথায় ঠান্ডা পানি ঢালতে হবে। জ্ঞান ফিরলে ও নিজেই জেরুজালেমের কয়েদখানা পর্যন্ত যেতে পারবে।'

এক ইহুদী চিৎকার দিয়ে বললঃ 'স্যার, ওর জ্ঞান ফিরে আসছে।' দর্শকদের দৃষ্টি ছুটে গেল সিরীয় ব্যক্তির দিকে। সে আড়মোড়া ভেংগে উঠে দাঁড়াল। এরপর দুহাতে মাথা টিপে বসে পড়ল। স্ট্রেমসের চাকর এক কলসী পানি উপুড় করে ঢেলে দিল তার মাথায়। সাথে সাথে দর্শকরা হাসিতে ফেটে পড়ল। অফিসারকে স্ট্রেমস বললঃ 'একটু বসুন। আপনার জন্য শরাবের ব্যবস্থা হচ্ছে।' একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন অফিসার। স্ট্রেমস আসেমের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'আপনিও বসুন। আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

আসেম অফিসারের কাছে বসতে বসতে বললঃ 'আপনাকে ধন্যবাদ। আমার জন্য দুটো তলোয়ার অনেক বড় পুরস্কার।'

ঃ 'দুটো। কিন্তু আমি তো অন্য তলোয়ার দেখিনি।'

ঃ 'আমার চাকর ওটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।'

ঃ 'আমি এই প্রথম এক আরবকে লড়তে দেখলাম। তোমাদের ফৌজ নিশ্চয় ভাল।'

ঃ 'আরবে কোন ফৌজ নেই।'

ঃ 'আরবে ফৌজ নেই তো সরকার কিভাবে চলে?'

ঃ 'ওখানে কোন সরকারও নেই।'

ঃ 'ফৌজ নেই, সরকার নেই, তাহলে রাষ্ট্র চলে কিভাবে?'

ঃ 'আরব কোন রাষ্ট্রের নাম নয়।'

ঃ 'তার মানে তোমাদের কোন সম্রাট নেই?'

ঃ 'না।'

'অফিসার হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন করলেনঃ 'তাহলে ওখানে আছেটা কি?'

ঃ 'ওখানে শুধু কবিলা এবং গোত্র আছে।'

ঃ 'রাষ্ট্র, সরকার এবং সেনাবাহিনী ছাড়া কবিলা গুলো টিকে আছে কিভাবে! তার মানে ওদের মধ্যে কি করে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়?'

ঃ 'শান্তি শব্দ আমাদের কাছে অপরিচিত। মরতে এবং মারতেই আমাদের জন্ম। আরবের বাইরে এক দেশের সাথে আরেক দেশের লড়াই দেখেছি। কিন্তু ওখানে শুধু কবিলার সাথে কবিলার যুদ্ধ হয়। অনারবে জয় অথবা পরাজয়ের পর যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের লড়াই কোনদিনশেষহয়না।'

ঃ 'দু'টো কবিলার লড়াই কেবল কোন শক্তিশালী সরকারই শেষ করতে পারে।'

ঃ লুট ও হত্যার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেবে, এমন সরকাররের কল্পনাও করতে পারিনা।'

ঃ 'কিন্তু তোমায় দেখলেতো ডাকাত মনে হয়না।'

ঃ 'আমার প্রতিদ্বন্দী গোত্রের কোন হত্যাকারী এখানে থাকলে আমায় ভিন্ন রূপে দেখতেন।'

এক বয়স্ক ইহুদী সসংকোচে এগিয়ে এল। সম্মানের সাথে সালাম করে বললঃ 'স্যার। ময়দান থেকে কোন নতুন সংবাদ এসেছে?'

চোখ লাল করে ইহুদীর দিকে তাকিয়ে পাতইউস বললেনঃ 'কি সংবাদ জানতে চাও?'

ভ্যাবাচেকা খেয়ে ইহুদী বললঃ' আমরা আপনাদের বিজয়ের খবর শুনতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আরমেনিয়ার ময়দান ইরানীদের কবরস্থান হবে।'

ঃ 'তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু ময়দানের তাজা খবর হলো, ইরানীরা যে এলাকায় প্রবেশ করে, সেখানকার ইহুদীরা তাদের সংগে যোগ দেয়। ভবিষ্যত নিয়ে আমাদের কোন দুশ্চিন্তা নেই। নিজের শক্তির উপর আমাদের আস্থা রয়েছে। রোম ইরানের যুদ্ধের চিন্তা না করে নিজের চিন্তা কর। বাইরের দুশমন শায়েস্তা করে আমরা যখন ঘরের শত্রুর দিকে নজর দেব, তখন তোমাদের অবস্থা কি হবে ভেবে দেখেছ!'

ঃ 'আরমেনিয়ার ইহুদীরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। পাপের শাস্তি তারা ভোগ করবে। কিন্তু আপনাদের মত মহৎপ্রাণ শাসকের প্রতি আমাদের আনুগত্যে ঘাটতি হবেনা। সিরিয়ার সমস্ত ইহুদীরাআপনাদেরজন্য দোয়াকরছে।'

দ্বিতীয়বার সালাম দিয়ে ইহুদী উল্টো পায়ে সরে গেল।

একটু পর আসেমের খাবার এল। খাওয়া শুরু করল ও। মদের গ্লাস তুলে নিল পাতইউস। পাশে বসেছিল ফ্রেমস। এক গ্লাস শেষ করে টেবিল থেকে সোরাহী হাতে নিল পাতইউস। গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে আসেমকে বললঃ' খুব ভাল মদ। কয়েক ঢোক গিলে দেখ তোমার সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।'

ঃ 'বাড়ী থেকে বেরোবার সময় আব্বা এবং ভায়ের কবরে দাঁড়িয়ে শপথ করেছিলাম, তাদের খুনের বদলা না নেয়া পর্যন্ত মদ ছোঁবনা। আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব। কর্তব্য শেষ করে মদ ভাল কি মন্দ সে প্রশ্নও করবনা।'

কিছুক্ষণ আসেম এবং ফ্রেমসের সাথে কথা বলে উঠে দাঁড়ালেন পাতইউস। বিদায় নিয়ে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়লেন। বেরিয়ে গেলেন তিনি। সিরীয়কে জেরুজালেম পৌঁছানোর দায়িত্ব দেয়া হল তিনজন সিপাইকে। পাতইউস বেরিয়ে যেতেই ওরা মদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেখতে না দেখতে শূণ্য হয়ে গেল সোরাহী। ফ্রেমস আরেক সোরাহী ওদের সামনে দিয়ে বললঃ 'এতে তোমাদের সংগীদেরও অংশ রয়েছে।'

খানিক পর বন্দীকে নিয়ে সিপাইরা চলে গেল। কিন্তু ঘোড়ার জুতো তৈরীর জন্য থাকতে হল আসেমকে। কাজ শেষে হেমেসের কাছে বিদায় চাইল সে। হেমেস বললঃ 'সন্ধ্যাতো হয়ে এল প্রায়। এত তাড়াহুড়ার কি দরকার। রাতে থাকুন। ভোরে রওনা হয়ে যাবেন। আমার জন্য না হলেও আমার স্ত্রী এবং মেয়েকে তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ দেবেন।'

আসেম হেমেসের এ হৃদ্যতাপূর্ণ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতে পারলনা। সূর্যাস্তের সময় জেরুজালেম থেকে এক কাফেলা এল। ওরা গাজায় যাচ্ছে। আসেমকে দোতালার এক কামরায় রেখে হেমেস তাদের দেখাশোনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আসেমের কামরাটি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা এবং বিশেষ লোকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কক্ষের বিলাস বহুল সাজগোজ এক আরবের জন্য নতুন। আসেম কিছুক্ষণ মোলায়েম গালিচায় বসে থেকে একটা চেয়ারে উঠে বসল। একটু পর হন্ত দন্ত হয়ে রুমে ঢুকল ওবায়েদ। কোন ভূমিকা না করেই বললঃ 'আপনি অনুমতি দিলে দু'টো ঘোড়া বিক্রি করতে পারি। এক ব্যবসায়ী তার পরিবর্তে দুটি তরবারী এবং কয়েকটি রেশমের চাদর দিতে চাইছে। ঘোড়া দু'টো সাথে নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক। জেরুজালেমে সে কবিলার কেউ ঘোড়া দুটো চিনে ফেললে আমরা ফেসে যাব। সরাইখানার মালিকও বিক্রির পক্ষেই মত দিচ্ছেন।'

ঃ 'আজ খোদা আমাদের উপর বহুত মেহেরবানী করেছেন। এতোক্ষণ ঘোড়া নিয়েই ভাবছিলাম। ওগুলি এক্ষুনি বেঁচে দাও। একটা ব্যাপারে তোমার উপর আমি অসন্তুষ্ট। রোমান অফিসার সরাইখানার মালিকের বন্ধু না হলে চুরির দায়ে তোমায় পাকড়াও করা হত। এক বিপজ্জনক ব্যক্তির তরবারী ছিনিয়ে নিলে অফিসার হয়ত কিছু ভাবতনা। কিন্তু তার পকেটে হাত দিতে তোমার লজ্জা করলনা?'

ঃ 'আমি গবেট নই। লোকটার জন্য অফিসারের একটু আন্তরিকতাও ছিলনা। আপনি যখন তার দামী পোষাক ছিড়ছিলেন তখন তিনি হাসছিলেন। সরাইখানার সব লোকজন আমাদের পক্ষে। রোমান অফিসার রেগে গেলেও বড় জোর এগুলো ফিরিয়ে দিতে হত। কিন্তু আমার অনুমানই ঠিক। আমার আফসোস, আপনি আমায় বাহবা দেননি। থলের ভেতর কি আছে তাও জিজ্ঞেস করেননি?'

ঃ' এখনবল।'

ঃ 'থলের মধ্যে ত্রিশটি স্বর্ণ মুদ্রা এবং বায়ান্নটি রৌপ্য মুদ্রা আছে। আরো একটা জিনিষ পেয়েছি যার খবর এখনো কেউ জানেনা।'

ঃ 'কি জিনিস সেটা?'

ঃ 'আংটি। এত সাবধানে খুলেছি যে তার চাকরও টের পায়নি।'

ঃ 'আচ্ছা তুমি যাও। তাড়াতাড়ি ঘোড়া দুটি বিক্রি করে ফেল।'

ঃ 'আপনি যাবেননা?'

ঃ 'না। আমি জানি এসব ব্যাপারে তুমি আমার চাইতে বেশী সর্তক। আর শোন। থলি আর আংটিতে আমার কোন অংশ নেই। এবার যাও।'

ওবায়েদ মৃদু হেসে হাঁটা দিল। দরজায় গিয়ে হঠাৎ পেছন ফিরে বললঃ' এ কামরাতো কোন মহলের অংশ বলে মনে হয়। এমন কার্পেট----।'

'আসেম ক্ষ্যাপা কণ্ঠে বললঃ 'তুমি যদি এ কক্ষের কোন কিছুতে হাত দাও তাহলে তোমার চোখ উপড়ে ফেলব। ভাগো এখান থেকে।' ওবায়েদ বেরিয়ে গেল। বিছানায় গা এলিয়ে দিল আসেম। ঘন্টা খানেক পর ফ্রেমস এসে দেখল ও ঘুমিয়ে আছে। ফ্রেমস তার বাহু ধরে নাড়া দিল।উঠে বসলআসেম।

ঃ 'খাবার দিতে দেরী হল বলে দুঃখিত। আপনি ভোরেই যাচ্ছেন শুনে আমার স্ত্রী এবং মেয়ে আপনাকে তাদের পসন্দমত কিছু খাওয়াতে চাইল। এ জন্যেই একটু দেরী হল। চলুন ওরা আপনার অপেক্ষা করছে।'

ঃ 'ঘোড়া বিক্রি হয়ে গেছে?'

ঃ 'হ্যাঁ। বিনিময় কম পাওয়া গেলেও একটা দুশ্চিন্তা গেল। আপনার চাকরটা কিন্তু ভারী চালাক। ও খুব ক্লান্ত ছিল। এজন্য আগে ভাগে খাইয়ে দিয়েছি।'

মেজবানের সাথে হাঁটা দিল আসেম। সরাইখানার পেছন দিকে ঘর। আঙিনায় ফ্রেমসের স্ত্রী এবং মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। রুমের ভেতর থেকে আলো এসে লাফিয়ে পড়ছিল খোলা দরজা পথে।

আন্তুনিয়া পিতার হাত থেকে মশাল নিয়ে দেয়ালে আটকে দিল। কক্ষে ঢুকে দস্তরখানে বসল আসেম। আন্তুনিয়ার মা সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং মিসরীয় খাদ্য সম্ভার মেহমানের সামনে হাজির করল। আসেম জীবনে এই প্রথম অভিজাত পরিবেশে বসার সুযোগ পেয়েছিল। স্বীয় দারিদ্রতা ও তীব্রভাবে অনুভব করতে লাগল। ও আন্তুনিয়াকে প্রথম অসহায় অবস্থায় দেখেছিল। দামী পোশাকে এখন ওকে রাজকুমারীর মত মনে হচ্ছে। খাবার মুহূর্তে ওদের আলোচনার বিষয় ছিল রোম-ইরানের যুদ্ধ। আরমেনিয়া এবং ইন্তাকিয়ায় ইরানীদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে ফ্রেমস বললঃ 'জানিনা এ ঝড়ের শেষ কোথায়? আমরা যুগযুগ ধরে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের এ ভয়ংকর ঝড়ের মোকাবিলা করছি। মিসর এবং সিরিয়ায় এক জালিমের পতন হলে আরেক জালিম এসে পতাকা তুলে ধরে। আজ আমরা রোমানদের গোলাম। কাল হয়ত পরতে হবে ইরানীদের গোলামীর জিঞ্জির। তুমি খোশনসীব নওজোয়ান। এমন এক মরুতে তুমি থাক, যেখানে রোম ইরানের সংঘর্ষ নেই। তোমাদের ভাগ্য তোমাদের হাতে। হয়তো বা আরবে শস্য শ্যামল উপত্যকা আর সুরম্য শহর নেই। কিন্তু পূর্ব অথবা পশ্চিম থেকে কোন দৈত্য এসে তোমাদের বস্তি অথবা শহর বরবাদ করে দেবে সে আশংকা নেই।'

ঃ 'ধ্বংসের জন্য বাইরের কোন শক্তির প্রয়োজন নেই। আমাদের বস্তিগুলো পুড়ে ছাই হওয়ার জন্য ঘরের আগুনই যথেষ্ঠ। আপনি হয়ত জানেননা, আরবদের রক্ত গরম হলে একে অপরের জন্য হায়েনার চেয়েও হিংস্র হয়ে ওঠে।'

ঃ 'তোমাদের গৃহযুদ্ধের কথা আমি জানি, কিন্তু তোমরা আমাদের মত অসহায় নও। ইচ্ছা করলেই তরবারী কোষবদ্ধ অথবা কোষমুক্ত করতে পার। তোমার দেশ অন্য রাষ্ট্রের শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রও নয়।'

ঃ 'আমরা আপনাদের চেয়েও বেশী অসহায়। যে মাটিতে আমাদের খুন ঝরে তার তৃষ্ণা কখনো মেটেনা। মাটির এ পিপাসা মেটানোর জন্য আরো অনেক রক্ত ঢালতে হয়। হত্যার প্রতিশোধ নেয়া আমাদের জীবনের লক্ষ্য। বংশানুক্রমে চলতে থাকে এ জিঘাংসা। রোম ইরানের সিপাইরা সম্রাটের জন্য যুদ্ধ করে। আমরা রক্ত ঢালি প্রতিদ্বন্দ্বী কবিলাকে নিঃশেষ করার জন্য।'

ঃ 'তোমার কথায় মনে হয় আরবের বর্তমান অবস্থায় তুমি সন্তুষ্ট নও। আরবের প্রতিটি কবিলায় তোমার মত যুবক জন্ম নিলে একটা বিপ্লব আসতে পারে।'

ঃ 'বাড়ী থেকে অনেক দূরে বসে এমন আলাপ করা যায়। হয়তো এ এখানকার আবহাওয়ার প্রভাব। কিন্তু আরবের হাওয়ায় শ্বাস নিলে নিজের গোত্রের সম্মানের জন্য রক্ত ঝরানো হবে আমার জীবনের চরম লক্ষ্য। বাপ ভায়ের অশান্ত আত্মার ফরিয়াদ এক মুহূর্তের জন্যও ঘরে থাকতেদেবেনোআমায়।'

ঃ 'এক অসহায় মিসরীর জন্য যে মহৎপ্রাণ নিজের জীবন বিপন্ন করতে পারে, কেবলমাত্র প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই সে হত্যাযজ্ঞ ঘটাবে আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হয়না।'

ঃ 'অকারণে এতদূর অস্ত্র কিনতে আসিনি।'

ফ্রেমসের স্ত্রী এতোক্ষণ নীরবে তাদের কথা শুনছিল। এবার স্বামীকে বললঃ 'এর সাথে তর্ক করছেন কেন? দুশমন হয়ত ওর অনেক ক্ষতি করেছে। এখন যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। ও আমাদের উপকার করেছে। এ উপকারের কি প্রতিদান দেয়া যায় তাই চিন্তা করুন।'

ঃ 'আপনাদের নেক দোয়াই আমার প্রতিদান।'

ঃ 'টাকা পয়সা দিলে হয়ত অপমান বোধ করবে। তোমার তো তরবারী দরকার। আমার স্ত্রী দুটো তরবারী কিনেছে। আশা করি তার এ উপহার তুমি খুশী মনে গ্রহণ করবে।'

ফ্রেমসের স্ত্রী বললঃ 'আন্তুনিয়া আপনার গোলামকে কাফ্রী এবং তার মুনীবের তলোয়ার ছিনিয়ে নিতে দেখেছে। তখন থেকেই আপনাকে তরবারী দেয়ার জন্য ও জেদ ধরে বসে আছে।'

ঃ 'শুকরিয়া আপনাদের। আসলেও আমার তলোয়ারেরই প্রয়োজন বেশী।'

ওদের খাওয়া শেষ হলো। পাশের কামরা থেকে তরবারী দুটি নিয়ে এল আন্তুনিয়া। আসেমের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললঃ 'এক বীর পুরুষের শ্রেষ্ঠ উপহার হচ্ছে তরবারী। আজ যদি ভাই বেঁচে থাকতেন, একটা তরবারী তার কোমরে বেঁধে বলতাম, এই বাহাদুর আমাদের ইজ্জত বাঁচিয়েছেন। আজ থেকে তার দোস্ত আমাদের দোস্ত। ভাইকেও আপনার সাথে যেতে বলতাম।'

আন্তুনিয়া এই প্রথম তার সাথে কথা বলছিল। কি এক আবেগে কতক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইল আসেম। অবশেষে তরবারী হাতে নিয়ে বললঃ 'আপনার ভাই বেঁচে থাকলে তাকে বলতাম, আমার চে' তোমার পিতা আর বোনের তোমাকে বেশী প্রয়োজন। যে পিতৃ রক্তের বদলা নিতে পারেনা এক আগন্তুকের দুঃখের ভাগী হওয়া তার সাজেনা।'

ফ্রেমস বললঃ' গতহপ্তায় মক্কার ক'জন ব্যবসায়ী এখানে এসেছিল। তাদের কাছে শুনেছি, মক্কায় এক নবীর আবির্ভাব ঘটেছে। তিনি মানুষকে সত্য, ন্যায় এবং ইনসাফের শিক্ষা দেন। এরা তাঁর বিদ্রুপ করে। তবুও তারা স্বীকার করেছে যে, আরবের নবী এক শরীফ বংশের সন্তান। যে অল্প ক'জন তার উপর ঈমান এনেছে মক্কাবাসীর হাতে কঠিন যন্ত্রণাভোগ করার

পরও দ্বীন থেকে ফিরে যায়না ওরা। নবুয়তের দাবী করার পূর্বে তিনি কেমন ছিলেন, এ প্রশ্ন ওদের করেছিলাম। ওরা বলেছে, তিনি সত্যবাদী, আমানতদার। তার সত্যবাদিতায় প্রীত হয়ে মক্কার লোকেরা তাকে 'আল আমীন' উপাধি দিয়েছিল।'

ঃ 'মক্কার নবীর কথা আমিও শুনেছি। তিনি অসংখ্য খোদাকে মিথ্যা বলে এক খোদার দিকে আহ্বান করেন। তার শিক্ষা যুগযুগ ধরে চলে আসা কবিলা এবং গোত্রের নিয়মনীতির পরিপন্থী। কেউ কেউ তাঁকে যাদুকরও বলে। তবে তিনি সত্যিই নবী হলে তার সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম আরবরা গ্রহণ করবেনা। যে দ্বীন উঁচু-নীচু,ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ মিটিয়ে দেয় ওরা তা গ্রহণ করতে পারেনা । আমি শুনেছি, মক্কার লোকেরা হাটে মাঠে তাকে উপহাস করে। ক'জন গরীব দুঃখী তার যাদুতে প্রভাবিত হয়ে থাকলে একে সফলতা বলা যায়না । এ নবীকে নিয়ে আমি কখনো গভীর ভাবে চিন্তা করিনি। শোনা কথায় আপনিও প্রভাবিত হবেন না। যে আরবের তৃষিত বালি সাগরকে শুষে নেয়, সেখানে কোন কল্যাণ জন্ম নিতে পারেনা। যে নবীর শিক্ষা গোত্রীয় ভাবধারার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, সে ধর্ম কিভাবে সফল হতে পারে?'

ঃ 'আজকের পৃথিবী সীমাহীন আঁধারে ঢাকা। এমনটা আগে কখনো ছিলনা। মানবতা আজ এক মুক্তিদূতকে আহবান করছে। খোদা এ অসহায় অবস্থায় বান্দাদের ছেড়ে দিতে পারেননা। যার আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। বঞ্চিত মানুষের আঁসু বৃথা যাবেনা। তিনি আসবেন আকাশ জমিনের অনন্ত করুণা সিঞ্চিত হয়ে। তার তীব্রছটায় হতাশ চোখে জ্বলে উঠবে আশার আলো। তার অমিত তেজে কেঁপে উঠবে কায়সার ও কিসরার সিংহাসন। নিপীড়িত মানবতা খুঁজে পাবে শান্তির আশ্রয় । তিনি থাকবেন বঞ্চিত সর্বহারা মানুষের সাথে । হায়! যদি জানতাম তিনি কখন এবং কোথায় আসবেন।'

ফ্রেমস বলে যাচ্ছে । আসেমের মনে হল আকাশ জমিনের সীমানা ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি বিচরণ করছে মহাশূন্যের অপার্থিব বিস্তারে। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে সে বললঃ 'আপনি কায়সার ও কিসরা দুজনের বিরোধিতা করেন?'

ফ্রেমসের ঠোঁটে ফুটে উঠল ব্যথা ভরা এক টুকরো হাসি। ঃ 'এখনো বুঝতে পারনি?' আসেমের মনে হল এ হাসি একজন সরাইখানার মালিকের হাসি নয় ।

ভোরে মেজবানের সাথে বিদায়ী মোসাফেহা করছিল আসেম। ফ্রেমস বললঃ 'তোমাকে দুটো কথা বলব। আবার যদি কখনো এদিকে আস – এ ঘরের দুয়ার তোমার জন্য খোলা থাকবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, পরাজিত দুশমনের শাহরগে তোমার তরবারী পৌছে গেলে যদি হাত সরিয়ে নাও, তবে সে হবে তোমার বাহাদুরী।'

ঃ 'এক বন্ধুর বাড়ীর পথ কখনো ভুলবনা। কিন্তু দুশমনের শাহরগে তলোয়ার রেখে তা তুলে নেয়া এক আরবের পক্ষে সম্ভব নয়।'

ঃ 'কিন্তু আমার মন বলছে, পতিত দুশমনকে তুমি আঘাত কররতে পারবেনা।'

আসেম বিষন্ন হাসি নিয়ে ফ্রেমসের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসল। সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এল তারা। গত কয়েক প্রহরের ঘটনা গুলো তার কাছে মনে হল স্বপ্নের মত। কখনো আনতুনিয়ার কথা মনে হলে ঠোঁটে ফুটে উঠতো এক চিলতে মধুর হাসি। কিন্তু তাকে

নিয়ে ভাবনার গভীরে ডুবতে গেলে তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াত আনতুনিয়ার গভীর সমুদ্র-নীল চোখের পাতার স্বপ্নময় পৃথিবী।

সময়ের বালুচর জীবনের রাজপথ থেকে অতীত চিহ্ন মুছে দিচ্ছিল। হতাশ আঁধারে ঘুরপাক খাওয়া মুসাফিরের দৃষ্টির আড়াল হয়ে যাচ্ছিল ধ্রুবতারা। মানবতার পিরহান ডুবছিল খুন আর আঁসুরদরিয়ায়।

রোম উপসাগরের যে পূর্ব এলাকা কখনো মিসরীয় ফিরাউন আবার কখনো বাবেলের শাসকদের হাতে ধ্বংস হতো— এখন প্রায় এক হাজার বছর থেকে তা হল ইরান এবং তাদের পশ্চিমা প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্র।

যিশু খৃষ্টের জন্মের সাড়ে পাঁচশো বছর পূর্বে সাইরাসের জন্ম। তার উথান প্রাচ্যের ইতিহাসে নতুন যুগের সংযোজন করেছিল। এ রাখাল সম্রাট বাবেলকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছিল। এরপর বলখ থেকে বসফরাস প্রণালী এবং ভূমধ্য সাগর থেকে তুরে সাইনা পর্যন্ত উড়িয়েছিল বিজয় পতাকা। মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে ইরানের সীমানা পাঞ্জাব থেকে গ্রীস পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তখন মিসর ছিল এ বিশাল সালতানাতের একটা সুবা মাত্র। এরপর প্রায় দু'শ বছর প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্যে সাইরাসের উত্তরসূরীদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলনা। গ্রীস হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। মাকদুনিয়া থেকে বেরিয়ে এল এক নওজোয়ান। এশিয়ায় ইরানী পতাকা দলিত মথিত করে পৌছল পাঞ্জাব পর্যন্ত। মিসর, বাবেল এবং নিনোয়ার শাসকদের অতীত চিহ্ন আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেটের পদভারে মুছে গেল। আলেকজান্ডারের শক্তি যখন দুর্বল হয়ে এল ইউরোপে মাথা তুলল আরেক আজদাহা। তার হুংকারে কালের দৃষ্টি রোমের দিকে নিবদ্ধ হলো। রোমান সৈন্যরা একদিকে প্রাচ্যের ভাংগা পথে দৌড়াচ্ছিল অন্যদিকে পদানত করছিল ইউরোপের সেসব দেশও যারা তখনো সভ্য দুনিয়ার দৃষ্টির আড়ালে ছিল। যিশুখৃষ্টের জন্মের ৬৪ বৎসর পূর্বে রোমানরা সিরিয়ায় আলেকজান্ডারের উত্তরসূরীদের পরাজিত করে এশিয়া ইউরোপের শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অধিকারী হল। কিন্তু অতীতের ইনকিলাবগুলোর মত এ নতুন ইনকিলাবও প্রজাদের জন্য হল কেবল মুনীবের পরিবর্তন। তখনো মানবতার তাজা রক্তে রংগীন হচ্ছিল রাজতন্ত্রের আলখেল্লা।

খৃষ্টবাদ অসহায় মানুষের জন্য বয়ে এনেছিল নতুন জীবনের পয়গাম। কিন্তু যেসব শাসক নিষ্পাপ কয়েদীদের কে ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে ছুঁড়ে ফেলে উল্লাসে ফেটে পড়ত, এদ্বীন তাদের কাছে অপরিচিত মনে হল । প্রায় তিনশো বছর পর্যন্ত এ ধর্ম তাদের মনে কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। এ সময় অসহায় দুর্বল খৃষ্টানরা রোমানদের হাতে সইছিল অসহনীয় নির্যাতন।

চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে সম্রাট কস্তুনতীন খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলেন। রোমের পরিবর্তে বাজনাতিনের ধ্বংসস্তুপের উপর স্থাপন করলেন নতুন রাজধানী কস্তুনতুনিয়ার ভিত্তি । কেবল রোমই নয় বরং প্রাচ্য পাশ্চাত্যের ধ্বংসস্তূপে ক্ষমতাধর শাসকদের উথান পতনের কাহিনী ঢাকা ছিল— কস্তুনতুনিয়া ভৌগলিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সে সব শহরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল।

৩৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কস্তুনতুনিয়ার উত্তরসূরীরা কখনো সাম্রাজ্যকে রোমান এবং বাজনাতিন শাসকদের মধ্যে ভাগ করে নিত আবার কখনো এক হয়ে যেত। সম্রাট থিউডিসের মৃত্যুর পর এ সাম্রাজ্য দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল । এরপরই কস্তুনতুনিয়ায় রোমানদের পূর্বভাগের সালতানাত শক্তিশালী হতে থাকে এবং রোমে তাদের ক্ষমতা দুর্বল হতে থাকে। পঞ্চাশ শতকের শেষ দিকে মধ্য ইউরোপের অসভ্য কবিলাগুলো রোমে ঝড় বইয়ে দিল। ফলে, রোমানদের ভবিষ্যতের সব আশা ভরসার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রইল কস্তুনতুনিয়ার শাসকবর্গ।

দেড়শো বছরের মধ্যে রোমানদের নতুন রাজধানী হলো পৃথিবীর বিশাল এবং অপরাজেয় শহর। প্রাচ্যের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট যে পথ নিষ্কন্টক করেছিলেন কস্তুনতুনিয়ার উত্তরসূরীদের জন্য সে পথও উন্মুক্ত হলো। কিন্তু যুগ আড়মোড়া ভাঙল আর একবার। ইরানের নিভুনিভু অগ্নিপিন্ড অকস্মাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। পুরসিপুস এবং গ্রীসের হাতে যে পতাকা অবনমিত হয়েছিল এবার তা দজলার কিনারে, মাদায়েনের পাঁচীলে পাঁচীলে শোভা পাচ্ছিল। ইরানে সাসানী বংশের উথান ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে। কস্তুনতুনিয়ার শাসকরা এশিয়ায় এই প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখী হল।

ইরানের কিসরা এবং রোমের কায়সার ছিল পূর্ব পশ্চিমের দুই ভয়ংকর আজদাহা। এ দুই নাংগা তলোয়ার ঠোকাঠুকি করার জন্য সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকতো । ৫২৭ খৃষ্টাব্দে এ দুই অজগরের লড়াইয়ের ক্ষেত্র ছিল মধ্যপ্রাচ্য । প্রাচ্যে রোমের একমাত্র দুশমন ছিল ইরান। পাশ্চাত্যে ইরানীদের শত্রু ছিল রোম।

অগ্নিমন্ডপ ছেড়ে বাইরে দৃষ্টি ছুড়লে অগ্নি পুজারীদের দৃষ্টিতে ভেসে উঠত ত্রিত্ববাদের গির্জাগুলো। প্রাচ্যের সীমানা ছাড়িয়ে গেলে মাদায়েন কস্তুনতুনিয়ার শাসকদের চোখের কাঁটা হয়ে ফুটত। রক্তের নদী বয়ে যেত কখনো মাদায়েন কখনো কস্তুনতুনিয়ায়। সিরিয়া এবং আর্মেনিয়ার মানুষ গুলো কেবল অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকত। এই যাতাকলে পিষ্ট হওয়া মানুষ গুলো তখনি শান্তি পেত, দুই সাম্রাজ্য যখন জড়িয়ে পড়ত আভ্যন্তরীন কোন্দলে।

এখানে কেবল শাসকদের হিফাজতের জন্যই তৈরী হত রাজনৈতিক এবং নৈতিক নিয়মনীতি। ক্ষমতার দাবীদারের সীমা সংখ্যা ছিলনা। অনেকেই লোভাতুর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকত রোম ইরানের মসনদের দিকে। এখানে বসেই একজন মানুষ অন্য মানুষের শান্তি এবং স্বস্তি ছিনিয়ে নিত। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাজিত দলকে হত্যা করে উৎসব করা হত দেশব্যাপী। কারণ, দেবতার দেবতা রাজাধিরাজ দুশমনের ষড়যন্ত্র ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছেন। সম্রাটের প্রশস্তিগানের প্রতিযোগিতা চলত আমীর ওমরাদের মধ্যে। ধর্মীয় গুরুরা প্রার্থনা করতো তাদের

জন্যে। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা বিজয় লাভ করলে এসব আমীর ওমরা এবং ধর্মীয় গুরুরাই তাদের প্রশংসায় হয়ে উঠতো পঞ্চমুখ।

এ পরিবর্তনের প্রভাব শুধু আমীর ওমরা এবং ধর্মীয় নেতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। এদের ছিল প্রজাদের হাড় চিবানোর ক্ষমতা এবং অধিকার।

নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য নয় বরং ধর্ম ব্যবহৃত হত সাম্রাজ্যের জন্য আর সে সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ ছিল জুলুম ও অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সেতুর মাধ্যমে এসব ধর্মীয় নেতারা সম্পদশালীদের কাতারে শামিল হত।

ইরানের ধর্মীয় চিন্তাধারায় মানবতা এবং ভ্রাতৃত্বের কল্পনাও করা যেতনা। বরদশত পাপ-পূণ্যের ব্যাপারে কোন ধারণা দিয়ে থাকলে তা শতবছরের ধূলায় মলিন হয়ে গিয়েছিল। যে ধারনা উঁচু নীচুর প্রভেদ মিটিয়ে দেয়, অগ্নি পূজারীদের প্রধান দায়িত্ব ছিল সমাজকে সে চিন্তাধারা থেকে দুরে রাখা।

রাজ্যের বড় বড় পদগুলি নির্ধারিত ছিল কয়েকটা বংশের জন্য। বর্ণ হিন্দুরা যেমন ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ হতে পারেনা, ইরানে তেমনি সাধারন মানুষ রাজপদ লাভ করতে পারতনা। প্রজাদের জানমালের বাগডোর ছিল শাহানশাহের হাতে। এরপর ক্ষমতা ছিল অঙ্গরাজ্য সমূহের শাসক বংশের। এরাই পেত বিজিত এলাকার গভর্ণরী এবং ফৌজি নেতৃত্ব। ক্ষমতায় জমিদারদের স্থান ছিল তৃতীয়। খাজনা আদায় করার জন্য প্রয়োজনে এরা পেত ফৌজি সাহায্য। জমিদার এবং কৃষকদের মাঝে ছিল সরকারী কর্মকর্তার স্থান। প্রজাসাধারণকে চাকর গোলামের মত মনে করা হত। জমিদারী বিক্রির সাথে ওদেরকেও বিক্রি করা হত। ওরা ছিল সে ভেড়ার মত, যার গোশত, পশম এবং হাড় শুধু অপরের প্রয়োজন মেটায়।

এ সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। ব্যক্তি মালিকানার মূলোচ্ছেদ করে সর্বহারাদের রাজ কায়েম করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এরা জমি জিরাতের মত নারীদেরকেও জাতীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করেছিল। জীবনের সুখ বঞ্চিত যে সব মানুষগুলো মানবেতর জীবন যাপন করছিল এ আন্দোলনে স্বভাবতই তারা সাড়া দিয়েছিল। জমিদাররা তাদেরকে শুধু জমি এবং ফসল থেকে বঞ্চিত করেনি, বরং ওদের নারীদেরকে নিজের ভোগের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। তখনকার শাসক ছিল কোববাদ। দেশী বিদেশী বিপর্যয়ের মুখে সে এ আন্দোলনের সহযোগিতা করতে বাধ্য হল। কিন্তু ওরা যখন আমীর ওমরাদের বাড়ী বাড়ী লুটপাট শুরু করল, পুড়িয়ে দিতে লাগল ওদের বাড়ী ঘর, ছিনিয়ে নিতে লাগল ওদের স্ত্রী কন্যা, কোববাদ তখন সহযোগিতার হাত গুটিয়ে নিল। এবার আমীর ওমরা, এবং ধর্মীয় নেতাদের নির্দেশে সৈন্যরা আন্দোলন কারীদের হত্যা করতে লাগল। কয়েক বছরের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেল এ নতুন আন্দোলনের প্রভাব। অগ্নি পূজকদের ধর্ম আবার হারানো ক্ষমতা ফিরেপেল।

রোম আর ইরানের রাজনৈতিক অবস্থায় কোন পার্থক্য ছিলনা। খৃষ্টবাদ সুন্দরের শিক্ষা দিলেও সে এসব সম্রাটদের মনমানসিকতা পরিবর্তন করতে অক্ষম ছিল, যারা চোখ মেলেছিল প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায়। সিরিয়া এবং ফিলিস্তিন শত শত বছর থেকে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের ঝড়ের দাপট

সয়ে যাচ্ছিল। খৃষ্টবাদের শিক্ষা এসব নিপীড়িত মানুষের জন্য ছিল শান্তির পয়গাম। স্বাভাবিক কারণেই এখানে খৃষ্টবাদের আলো ফুটে উঠে ছিল। কিন্তু প্রজাদের মনের এ পরিবর্তন শাসকদের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠল। প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত খৃষ্টানদের উপর চলল অমানুষিক নির্যাতন। এরপর যখন পূর্ব ইউরোপের জনগনও এ ধর্ম গ্রহন করতে লাগল, নমনীয় হয়ে এল সরকার। কায়সার বাহ্যিক বেশভূষা পরিবর্তন করল কিন্তু তার স্বভাব প্রকৃতির পরিবর্তন হলোনা। এতোদিন কস্তুনতুনিয়ার রাজাদের শিরে মুকুট পরাত ব্রাহ্মণ ঠাকুর, এবার সে দায়িত্ব পেল পোপ পাদ্রীরা। আগে শত্রুর উপর চড়াও হওয়ার সময় দেবতাদের সাহায্য চাওয়া হত, এখন তরবারী তোলার সময় ক্রুশকে চুমো খাওয়া হয়। তরবারী একই, বদলাল শধু তরবারীর খাপ।

খৃষ্টবাদে জুলুম অত্যাচারের পরিবর্তে প্রেম এবং ভালবাসার শিক্ষা দেয়া হত। মানুষ প্রভাবিত হয়েছিল এ কারনেই। কিন্তু এর প্রকাশ ঘটেছিল বৈরাগ্যবাদের মাধ্যমে। প্রথম দিকে কেউ কেউ অর্থনৈতিক কারনে বৈরাগ্যবাদকে গ্রহন করল। ওরা শহর গ্রাম ছেড়ে চলে গেল বিজন এলাকায়। এসব পাদ্রীরা চিল্লা দিত। ঘুমোত মাটিতে শুয়ে। সহ্য করত ক্ষুধা তৃষ্ণার দুঃসহ জ্বালা। আত্মিক উন্নতির জন্য নানা রকমের দৈহিক কষ্ট সহ্য করত এরা। দুনিয়ার সব সমস্যা ছেড়ে দিয়েছিল রাষ্ট্র প্রধানদের জন্য। কিন্তু লোকেরা ওদেরকে খোদা প্রেমিক ভেবে এদের পেছনে লেগে থাকতো। রোগ মুক্তির জন্য, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির জন্য সাহায্য চাইত ওদের কাছে। রোদের উত্তাপ এবং শীতের কষ্টভোগ করতে চাইত ওরা। কিন্তু তাদের মাথার উপর শামিয়ানা টানিয়ে দেয়া হত। এক টুকরো শুকনো রুটিতে ক্ষুধা মেটাতে চাইত ওরা, কিন্তু তাদের সামনে সম্পদের স্তুপ জমা করা হত। সংযম এবং যোগ সাধনার মাধ্যমে ওরা পাপের স্খলন চাইত। কিন্তু লোকেরা তাদের অলৌকিক শক্তির কথা দেশে দেশে প্রচার করে বেড়াত। ওরা যতই পালাতে চাইত দুনিয়া থেকে, মানুষ তত বেশী এদের পিছু ছুটত। এদের মৃত্যুর পর ওদের কবরের উপর তৈরী হত বিশাল অট্টালিকা এবং গীর্জা।

ধীরে ধীরে বৈরাগ্যবাদ খৃষ্ট ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করল। যে সমাজে ধন সম্পদের ভিত্তিতে মানুষের পরিমাপ করা হত, সেখানে নিঃস্ব এবং রিক্ত ব্যক্তি মানুষের লক্ষ্য বস্তুতে পরিনত হওয়া সাধারন ব্যাপার ছিল না। ধীরে ধীরে খানকাগুলো পাদ্রীতে ভরে গেল। উদ্ভাবন হতে লাগল সংযম সাধনার নতুন নতুন পদ্ধতি। কোন কোন পাদ্রী দ্বীপের নির্জন গুহায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাধনা করত। আবার কেউ কেউ কোন বন অথবা মরুভূমিতে উঁচু স্তম্ভ তৈরি করে চূড়ায় বসে বসে কাল কাটাত। কেউ হয়তো দিগম্বর থেকে খোদা প্রেমের প্রদর্শনী করত। অনেকে আবার হাতে গলায় এবং সারা শরীরে লোহার ভারী শিকল পেঁচিয়ে রাখত। প্রথম দিকে দুনিয়া থেকে হতাশ হয়েই এপথ অবলম্বন করেছিল অনেকে। কিন্তু পরে এ পাগলামী হয়ে গেল ধর্মের অংগ। এ খানকা গুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। ওরা হল গীর্জার আওতাভূক্ত। এদের দেখাশোনার ভার ছিল পোপের উপর। সরকারের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ধর্মের পতাকা বুলন্দ করার জন্য পোপরা ছিল সদা তৎপর। গীর্জার আইন ছিল রাষ্ট্রের আইনের চেয়েও ভয়ংকর।

খৃষ্টানরা যে ভাবে স্বেচ্ছায় কষ্ট স্বীকার করছিল, খৃষ্টবাদের দুর্দিনেও কোন সম্রাট তাদেরকে এত কষ্ট দেয়নি। ওদের ধর্মীয় শিক্ষার মূলমন্ত্র ছিল, মানুষ জন্মগত ভাবেই পাপী। আত্মার বড় শত্রু হল দেহ। আত্মার নিষ্কৃতির জন্য দেহের উপর অত্যাচার করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। গীর্জা হল এমন মশাল, যার উত্তাপে আত্মা দেহের পংকিলতা থেকে রক্ষা পায়।

কুসংস্কারে বিশ্বাসী জনগন অন্ধ বিশ্বাসে, বঞ্চিত মানুষ স্বচ্ছলতা লাভের আশায় এবং পাপীরা পাপ মুক্তির প্রেরনায় এসব গীর্জায় প্রবেশ করত। কিন্তু ওরা এখানে এসে এমন লোকদের দেখা পেত, যারা তাদের হাড় গোড়ের উপর গীর্জা প্রতিষ্ঠা করার পথ খুঁজে পেয়েছিল।

গীর্জায় প্রবেশ করলে অতীতের সাথে ওদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত। এমনকি পেছনের কথা ভাবাও ছিল পাপ। নতুন পাদ্রীদের দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হত প্রশিক্ষন প্রাপ্ত পাদ্রীদের উপর। দিনরাত ওদের চোখে চোখে রাখা হত। কোন পাদ্রী পাহারাদারদের উপস্থিতি ছাড়া আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা করতে পারতনা। কারো সাথে দেখা করতে অস্বীকার করলে সে পাদ্রীকে সম্মানের চোখে দেখা হত।

দীর্ঘ দিন পানাহার এবং বিশ্রাম না করা ছিল প্রশিক্ষনের বিশেষ দিক। হাত পা ধোয়া এবং গোসল ছিল নিষিদ্ধ। শরীর ও পোশাক নোংরা এবং দুর্গন্ধ যুক্ত রাখা অথবা উলংগ থাকাকে পুণ্যের কাজ মনে করা হত। বিকৃত করা হত সুন্দর চেহারা এবং সুদর্শন শরীর। কোন সুন্দরী রাহেবার এক চক্ষু উপড়ে ফেলা এবং স্বাস্থ্যবান পাদ্রীর এক পা ভেংগে ফেলা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। গীর্জার আইন ভংগকারীকে একশো বেত্রাঘাত করা হত। দুনিয়ার কোন কিছুতে মালিকানা দাবী করা ছিল ক্ষমাহীন অপরাধ। এমনকি ভুল করে আমার জুতা, আমার জামা বললেও দু দোর্রা মারা হত। ওদের সাথে জেলের কয়েদীর চাইতে কঠোর ব্যবহার করা হত। দৈহিক কার্যের পর নিদ্রা খানিকটা প্রশান্তি আনতে পারে। কিন্তু ক্ষুধার্ত পাদ্রীদেরকে ঘুমুতে দেয়া হত না। কারণ, নিদ্রায় আত্মা পংকিল হয়ে পড়ে।

প্রতিটি শাস্তির পর এসব হতভাগাদের বলা হত, এর সবই তোমাদের কল্যাণের জন্য। এ অত্যাচারে অনেকে পাগল হয়ে যেত। রাত শুধু নয়, দিনেও ওরা অসংখ্য শয়তান দেখতে পেত চোখের সামনে। ওদের মনে হত, পাপের সাগরে ডুবে যাচ্ছে ওরা। কাল্পনিক পাপের জন্য বড় পাদ্রীর কাছে শাস্তি কামনা করত। কেউ কেউ আত্মহত্যা করে বসত। পাপের ভয়ে অনেকের মস্তিস্ক বিকৃত ঘটত। ষষ্ঠ শতকে এধরনের পাগলের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, তাদের জন্য জেরুজালেমে মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল।

একবার পাদ্রী অথবা মাদার হলে কেউ প্রাণ নিয়ে পালাতে পারতনা। স্বেচ্ছায় কেউ কষ্ট বরন না করলে তাকে বাধ্য করা হত। প্রথম দিকে অসুস্থ লোকেরাই এখানে আসত । কিন্তু বৈরাগ্যবাদ খৃষ্টবাদের অঙ্গ হয়ে যাবার পর অভিজাত ও সবল লোকেরাও আসা শুরু করল। সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়া যে সব রোমান যুবকদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল, প্রাণ বাঁচানোর জন্য ওরাও গীর্জায় আশ্রয় নিত।

প্রভাবশালী লোকদের অংশ গ্রহনের ফলে বৈরাগ্যবাদ আরো সম্মানজনক স্থান লাভ করল। বিশপদের দৃষ্টি ফিরে গেল বিশেষ ব্যক্তিদের দিকে। এরা ব্যবসায়ী এবং সরকারী কর্মকর্তার

কাছে গিয়ে বলত,তোমার অমুক সন্তানকে যিশুর জন্য উৎসর্গ করলে ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ করবে। মুক্তির পথ থেকে তাদের ফিরিয়ে রাখলে ওদের সারাজীবনের পাপের ভার তোমাদেরকে বইতে হবে। পাদ্রীদের বক্তৃতার প্রভাবে পিতা মাতা তাদের সন্তানদের ওদের হাতে তুলে দিত। পাদ্রীদের অলৌকিক শক্তির প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়া হত।

প্রতিটি গীর্জা ছিল একটা রাষ্ট্র। এখানেও ছোট পাদ্রীরা বড় পাদ্রীদের হুকুম মানতে বাধ্য ছিল। গীর্জা ছিল অঢেল সম্পদের মালিক। সামর্থ অনুযায়ী সবাই এখানে সাহায্য করত।

কল্পনা বিলাস আর শারিরীক ক্লেশ ওদের সংকীর্ণমনা করে দিয়েছিল। এরা ছিল জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ। মানুষের সাথে নমনীয় ব্যবহার করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিজেদের সংকীর্ণ এবং অন্ধকার পথ ছাড়া অন্য কোন পথ গ্রহন করতে প্রস্তুত ছিলনা কেউ। ধর্মীয় ব্যাপারে নূন্যতম ত্রুটিও ওরা সহ্য করতনা। আত্মশুদ্ধির যেপথ তারা উদ্ভাবন করেছিল তাকে মুক্তির মানদন্ডে যাচাই করা অথবা সমালোচনা করা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ।

উপদল গুলোর সামান্যতম মত পার্থক্যে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কাউকে হত্যা করে অথবা জীবন্ত পুড়িয়ে ভাবত নিহত ব্যক্তির উপর ওরা অনুগ্রহ করেছে। কারো হাতে নিহত হওয়ার সময় ওরা মনে মনে শান্তনা খুঁজত যে, আত্মা অপবিত্র শরীর থেকে মুক্তি পেয়েছে।

প্রচন্ড শক্তির অধিকারী হয়েও রোম সম্রাট গীর্জার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত না। দু'দলের মধ্যে সংঘর্ষ হলে রোমান সিপাইরা টের পেত যে, গীর্জার পবিত্রতা রক্ষকরা ওদের চেয়েও ভয়ংকর এবং রক্তপিপাসু।

সম্রাট এবং গীর্জা ছাড়া তৃতীয় শক্তি ছিল সিনেট । এরা গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে ছিল। শাসকের মর্জির উপর ভিত্তি করেই ওরা রাজকীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত। দুর্বল শাসক হত সিনেটের হাতের পুতুল। কিন্তু কোন শক্তিশালী সম্রাট তার কাজে সামান্য হস্তক্ষেপও সহ্য করতনা।

মূর্তি পূজারী গ্রীকদের কিছু পুরনো রসম রেওয়াজ রোমের মত কস্তুনতুনিয়ায়ও পৌছল। রোমের মত এখানে ও জাতীয় খেলা ছিল রথ চালনা। বাজনাতিনরা ধর্মীয় রসমের মত এ রসমকেও পালন করত।

প্রথম দিকে এ খেলা হত চিত্ত বিনোদনের জন্য। পরে এখান থেকেই মারামারির সূত্রপাত হল । রথ চালকরা পরস্পর মারামারি করত। ধর্মীয় উপদল গুলোর মতই এরা সরকারের কাছে গুরুত্ব পেত। সরকারের সমর্থন প্রাপ্ত দলের অত্যাচারে দুর্বিসহ হয়ে উঠত প্রতিদ্বন্দ্বীর জীবন। ওরা রাতের বেলা অস্ত্র নিয়ে বেরুত। শহরের অলি গলিতে চলত অবাধ লুটপাট এবং হত্যালীলা। এদের অত্যাচারের শিকার হত নিরাপরাধ মানুষও। বিত্তশালীদের সম্পদ কেড়ে নিত ওরা। স্বামী-ভায়ের সামনে ধর্ষিতা হত স্ত্রী ও বোনেরা। মা-বাবার কোল থেকে ছিনিয়ে নেয়া হত সুন্দরী মেয়েদের। কিন্তু বাধা দেয়ার শক্তি কারো ছিলনা। কেউ ঘরের দুয়ার বন্ধ করে রাখলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হত সে ঘরে। কস্তুনতুনিয়ার হাত থেকে কাউকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়েছিল ধর্ম। সাধারনের বাড়ীর মত গীর্জা এবং খানকাও নিরাপদ ছিলনা। ফৌজ এবং পুলিশ

তা দেখত। কিন্তু রাজতন্ত্রের শক্তিমত্তা প্রতিরোধের মুখে বাধা হয়ে দাঁড়াত। কোন গভর্নর অথবা দায়রা জর্জ বিচারের দুঃসাহস দেখালে তাকে জীবন হারাতে হত। সরকারী সমর্থন প্রাপ্ত ক্রীড়া চক্রের অত্যাচারের সামনে সরকারী প্রশাসন ছিল নির্বাক। নতুন সরকার অন্য দলের সমর্থক হলে অত্যাচারী দল নির্যাতনের শিকার হত।

রোমান শাসকদের এ ব্যবহার বাইরের কোন দুশমনের সাথে নয় বরং প্রজার সাথে রক্ষকের ব্যবহার। এদের উন্নতির জন্যই গীর্জায় প্রার্থনা করা হত।

এ ছিল সে যুগ, যখন রোমান শাসকদের অধীনে ছিল চৌষট্টিটি সুবা, ন'শো পয়ত্রিশটি শহর এবং অসংখ্য গ্রাম। এ বিশাল সাম্রাজ্যের যে সব বিবেকবান মানুষ জীবনের রাজপথে ঘুরে ঘুরে মরত-কি দুর্বিসহ ছিল তাদের রাত। রোম ইরানের সংঘাতময় সে দিনগুলো ছিল কত না ভয়ংকর।

এ সব শাসকরা খোদার জমিনে কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থ চাইত। দু'জাতিই ছিল একই রকম নিষ্ঠুর, কুসংস্কারবাদী এবং সংকীর্ণমনা। কিন্তু এরপরও প্রাচ্য পাশ্চাত্যের জাতিগুলো এদের কাছেই সভ্যতা সংস্কৃতির শিক্ষা নিতে বাধ্য হত। এ ছিল এমন মেঘমালা যা মরু সাহারার পথহারা মুসাফিরের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারত। এশিয়া এবং ইউরোপের উত্তর এবং মাঝের দেশগুলোতে চলছিল মুর্খতা এবং বর্বরতার ঝড়ো হাওয়া। এদের অধিকাংশই ছিল বেদুইন এবং হিংস্র উপজাতি। এরা মংগোলিয়া থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন সময় ছড়িয়ে পড়ত এশিয়া ইউরোপ।এর পর উর্বর ভূমি অধিকার করে সভ্য হয়ে জীবন যাপন করত। কৃষির বদৌলতে ফিরে যেত এদের আর্থিকাবস্থা। মুছে ফেলত বেদুইন আচার অভ্যাস। তখন মধ্য এশিয়া থেকে ছুটে আসতো বর্বরতার নতুন সয়লাব। বাধ্য হয়ে তাদের জন্যও স্থান ছেড়ে দিতে হতো। কখনো রোম কখনো ইরান-মান, হুন, এবং চন্ডালদের প্রচন্ড আক্রমনের সম্মুখীন হত।

ওসব কবিলার শাখা প্রশাখা বাড়তি জনসংখ্যার জন্য মংগোলিয়া পর্যাপ্ত ছিলনা। বাধ্য হয়ে ওরা খুঁজে নিত নতুন নতুন চারন ভূমি।

আরব ছিল রোম ইরানের ক্ষুদ্র এবং দুর্বল প্রতিবেশী। তবুও আরবরা ছিল ওদের প্রভাবমুক্ত। প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য থেকে কোন ঝড় উঠলে তা মরুর বালুকায় ডুবে যেত। 'নির্দিষ্ট ভূখন্ড নিয়েই রাষ্ট্র। ব্যক্তি এবং কবিলার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে জাতি' আরবরা নাগরিক জীবনের এ ধারনা থেকে শত শত বছর পেছনে ছিল।

ইয়ামেন এবং সিরিয়ার পুরনো বাণিজ্য পথে বাইরের সংস্কৃতির খানিকটা প্রভাব ছিল। তাও সীমিত। আরবের সীমান্তবর্তী বসতি, আত্মরক্ষার জন্য যাদেরকে কোন শক্তির কাছে ধর্না দিতে হতো, কেবলমাত্র তাদের ভেতরই ছিল রাষ্ট্রের ক্ষীণ কল্পনা। বিশাল মরুতে বাস করত যাযাবর বেদুইনরা। উটের পশম এবং ছাগলের চামরার তৈরী তাবু ছিল ওদের ঘর। ভেড়া বকরী উট ঘোড়া চরানো এবং শিকার করাকেই ওরা বীরত্বের কাজ মনে করত।

দক্ষিণের শস্য শ্যামল এলাকা রাষ্ট্রের রূপ পেয়ে আবার শেষ হতে গিয়েছিল। কিন্তু সে বিপ্লবের আঁচ লাগেনি এসব মরুচারীদের গায়। দানাপানি হীন উত্তপ্ত ভূমির প্রতি কারো লোভ ছিলনা। এরপরও মরুচারীরা শান্তির মুখ দেখতনা। বাইরের শত্রুর ভয় ওদের ছিলনা। কিন্তু

ওদের বর্বর রসম রেওয়াজ রোম ইরানের চাইতেও বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল। ওরা বাইরের বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা থেকে নিরাপদ ছিল, কিন্তু ঘরের আগুন থেকে বাঁচার কোন উপায় ছিল না। গোত্রীয় কোন্দলে সীমাবদ্ধ ছিল ওদের অতীত ইতিহাস। ব্যক্তি থেকে শুরু হত এ লড়াই। পানির ঝরনা, চারন ভূমি অথবা গৃহপালিত পশু হাত করতে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। এরপর ময়দানে বেরিয়ে আসত সমগ্র কবিলা। শুরু হত লুটপাট আর হত্যাযজ্ঞ। বছরের পর বছর ধরে জ্বলত প্রতিশোধের আগুন। এক বংশ নিঃশেষ হয়ে গেলে ময়দানে আসত নতুন বংশ। প্রতিশোধের অগ্নিকুন্ডে জ্বালানী সরবরাহ করত বক্তা এবং কবিরা। ওদের সাহিত্যের বিরাট অংশ পুরনো শত্রুতা চাঙ্গা করার জন্য রচিত হতো।

যাযাবর সমাজের ভিত্তি ছিল গোত্রীয় প্রথা। ব্যক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য গোত্রের সম্মান রক্ষা করা। স্বীয় কবিলার কাউকে হত্যা করা হলে তাকে ক্ষমা করা হত না। ওরা শুধুমাত্র পালিয়ে গেলেই বাঁচতে পারত। দুশমনের বিরুদ্ধে অশ্লীল ব্যবহার করলেও তাকে সম্মান দেয়া হত।

দুর্বল কবিলাগুলো সবল কবিলার সাহায্য নিত। বিনিময়ে দিতে হত অনেক কিছু। কখনো বিবাদমান দুটি কবিলার মাঝে এসে দাঁড়াত সবল কোন কবিলা। সন্ধি হত কিছুদিনের জন্য । যে কবিলার বেশী লোক নিহত হয়েছে অপর পক্ষকে তার রক্তের ঋন পরিশোধ করতে হত।

জন্মসূত্র ছাড়াও কবিলাভূক্ত হওয়ার পথ ছিল। কোন অপরিচিত লোক কারো বাড়ী খেলে অথবা কফোঁটা রক্ত জিহবায় নিয়ে কবিলাভূক্ত হতে পারত। এছাড়া কখনো ক্ষুদ্র কবিলাগুলো বড় কবিলায় বিলীন হয়ে যেত। এরপর প্রতিশোধ তুলত দুশমনের উপর।

আরবরা যেমনি ছিল জাহেল, তেমনি জেদী। রক্তপিপাসু এবং অহংকারী মরুর উগ্র আবহাওয়ায় ওরা উটের মত কষ্টসহিষ্ণু এবং খেজুর গাছের মত কঠোর প্রাণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ কষ্ট সহিষ্ণুতা এদের অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্য ব্যবহার করতনা। বরং জাহেলিয়াতের আঁধারে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকার কাজে আসতো। বাপ দাদার নিয়ম নীতিতে অটল থাকা ছিল বাহাদুরী। নতুন কোন পথ খুঁজে নেয়া ছিল কাপুরুষতা এবং ভীরুতার পরিচায়ক।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) খোদার প্রথম ঘর কাবা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মক্কায়। কিন্তু শিরকের ঝড়ো হাওয়ায় এখানে তৌহিদের প্রদীপ নিভে গিয়েছিল। খোদার প্রথম ঘর রূপ নিয়েছিল মন্দিরে। তখনো কাবা ছিল আরবদের কেন্দ্র। শতশত বছরের জাহেলী বন্যার তোড়ে ইব্রাহীমের শিক্ষা মুছে গিয়ে কিছু শিরকী রসম রেওয়াজ বেঁচে ছিল।

মাঝে মাঝে দু'একজনের হৃদয়ে ঝাপটা দিত দ্বীনি ইব্রাহীমের রোশনী। আরবের বাইরের ক্ষতবিক্ষত মানুষগুলো সচেতন ছিল। ওখানকার পথহারা মুসাফির কোন মুক্তিদাতাকে চিনতে পারতো। বিশেষ করে সিরিয়ার খৃষ্টান এবং ইহুদী ধর্ম জাযকগন হতাশ হয়ে পড়েছিল। তাদের দৃষ্টি ছুটে যেত ফিলিস্তিনের সে উপত্যকার দিকে, যেখানে আসবেন এক মুক্তি দূত। আসমানী কিতাবগুলো যার আগাম খবর দিয়েছিল। আঁধারে ঘুরপাক খেলেও ওরা আলোর প্রতিক্ষায় ছিল। জুলুম অত্যাচারের চাকায় পিষ্ট হলেও ওরা ন্যায় ইনসাফ এবং দয়া মায়ার প্রত্যাশী ছিল।

কিন্তু এ আলো বঞ্চিত ছিল আরব হৃদয়। ওরা ভালো মন্দে পার্থক্য করতে পারতনা। অন্ধকার অতীত নিয়ে ওরা গর্ব করত। বর্তমান নিয়ে ছিল তুষ্ট। ওরা কোন আলোর প্রত্যাশী ছিলনা।

অন্ধকারেই ওরা চলতে চাইছিল। পূর্বসূরীদের পথ থেকে সরে গিয়ে কোন নতুন পথ গ্রহণকে বরদাশত করতনা ওরা। বাপদাদার যুগ থেকে চলে আসা বদ-রসমকে ওরা ঘৃণা করতনা। কোন উচ্চাকাংখা ছিলনা ওদের জীবনে। মুক্তি পিয়াসী মানুষ ছিল যে আলোর প্রতিক্ষায়, সে আলো থেকে ওরা দূরে থাকতে চাইছিল।

এই উষর পাথুরে জমিনকেই খোদা নিয়ামতের বৃষ্টিতে সজীব করতে চাইছিলেন। এ ভয়াল আঁধার আকাশকেই নবুয়তের সুতীক্ষ্ণ রোশনীতে চাইছিলেন আলোময় করতে। এ হচ্ছে সে যুগের ইতিহাস- যখন মক্কায় ভোরের আলো নিয়ে একজন নবী এলেন, তার আগমনে চমকে উঠল হতাশার আঁধারে ঘুরপাক খাওয়া মুসাফিরের দল।

ইয়াসরেবের খর্জুর বীথি ঘেরা এক বিশাল বাড়ী। বাড়ীটা ইহুদী নেতা কা'ব বিন আশরাফের। বাড়ীর লাগোয়া খেজুর গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছিল শমুন এবং তার বংশের কয়েকজন ইহুদী। ওরা চাটাইতে বসে বসে কা'বের অপেক্ষা করছিল। কা'ব আসতেই দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। কা'ব শমুনকে প্রশ্ন করলঃ 'হিবরো এখনো আসেনি?'

ঃ 'আমার চাকর তাকে আপনার দেয়া সংবাদ পৌছে দিয়েছে। সে তাড়াতাড়িই আসবে বলেছিল। কিন্তু আপনি তো জানেন, সে এক বিটকিলে মেজাজের লোক। ও এলে আপনি একটু শাসিয়ে দেবেন। আমাদের কাছ থেকে ঋন নিয়ে আবার আমাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলে। গতমাসে তার কাছে তাগাদায় গিয়েছিলাম। সে আমার সাথে মারামারি করার জন্য তৈরী হয়ে গিয়েছিল।'

বাগানের ভেতর দিয়ে পাঁচজন আরবকে এগিয়ে আসতে দেখে তাদের প্রতি ইংগিত করে কা'ব বললঃ 'ওই যে ওরা আসছে। ওদের সাথে সতর্ক হয়ে কথা বলবে। দীর্ঘ লড়াইয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আওস এবং খাজরাজ। নেতা গোছের কেউ কেউ ভেতরে ভেতরে সন্ধির চিন্তা ভাবনা করছে। আমার আশংকা হচ্ছে, ওদের যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের বিরুদ্ধে যে কোন দিন এক হয়ে যেতে পারে। তোমাদের কেউ এমন ব্যবহার করবেনা যাতে তারা সন্ধি করতে বাধ্যহয়।'

হিবরো এবং তার সংগী কাছে আসতেই ইহুদীরা নীরব হয়ে গেল। হিবরোর দাড়ি অর্ধেকেরও বেশী শাদা। পেটা শরীর। ভরাট মুখ। গাম্ভীর্য পূর্ণ চেহারায়ও যৌবনের দীপ্তি। ডান হাত কনুই থেকে কাটা। গালে এবং কপালে পুরনো আঘাতের চিহ্ন। বামহাতে একটা মজবুত লাঠি। বাকী চারজনের দুজন হিবরোর সমবয়সী। অন্য দুজনের বয়স পনর থেকে আঠারোর মধ্যে। চার জনের কোমরেই তরবারী ঝুলানো।

কাবের হাতের ইশারায় ওরা ইহুদীদের কাছে বসে পড়ল। কা'ব তাদের নিকটে বসতে বসতে বললঃ 'আমি আশ্চর্য হচ্ছি হিবরো, এ শান্তির দিনেও সশস্ত্র পাহারায় বাড়ী থেকে বের হচ্ছ?'

ঃ 'আমার মনে হয় খালি হাতের চেয়ে তরবারীই শান্তির বেশী সহায়ক।'

এক ইহুদী বললঃ 'সতর্কতা মন্দ নয়। গত পরশু বনু খাজরাজের তিনজনকে অস্ত্র নিয়ে শহরে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি।'

ঃ 'হিবরো, তুমি নাকি শমুনের সাথে কথার খেলাফ করেছ? আমি চাই ব্যাপারটা তোমরা নিজেরাই মীমাংসা করে নাও।' কাব বলল।

ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল হিবরোর চেহারা। কড়া চোখে শমুনের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'আমি তার সাথে কোন প্রতিজ্ঞাই ভংগ করিনি।' শমুন বললঃ 'ও আমার ঋণ পরিশোধ না করে তার ঘোড়া কোথাও বিক্রি করে ফেলেছে।' হিবরো শমুনের পরিবর্তে কা'বের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'ওর ঋণ পরিশোধ করতেতো আমি অস্বীকার করিনি। কয়েক মাস সময় চেয়েছি মাত্র।'

ঃ 'নিজের ঘোড়া অপরের কাছে বিক্রি করলে আমি তোমায় সময় দেব কেন? ঘরবাড়ী, বাগান আর ছাগল–ভেড়া বিক্রি করে তোমায় পালিয়ে যাবার সুযোগ দেব কোন দুঃখে।'

হিবরো রাগে লাল হয়ে গেল। এবার তাদের কথায় হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন অনুভব করল ক'াব।

ঃ 'শমুন। একজন শরীফ লোকের সাথে এভাবে কথা বলা ঠিক নয়। আমিতো হিবরোকে জানি। ও তোমার কানাকড়ি সহ শোধ করে দেবে।'

হিবরো অনুযোগের স্বরে বললঃ 'যা নিয়েছি দিয়েছি তার তিন গুন। এরপরও সে বলছে আরো আটটা ঘোড়া দিলেও কেবল সূদ উসুল হবে। আমি এখন সমস্ত ঋন পরিশোধ করতে চাই। সিরিয়ায় ঘোড়ার ভাল দাম যাচ্ছে। এজন্যে ওগুলো ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি।' কা'ব বললঃ 'শমুন তোমাকে ঘোড়ার মূল্য কম দিলে এখানকার অন্য কারো কাছে বেচলেই পারতে।'

ঃ 'সবগুলো ঘোড়া আমার হলে তাই করতাম। কিন্তু আমার ভাতিজা এর অংশীদার। ও ঘোড়া সিরিয়া নিয়ে যেতে চাইছিল। আমাদের অস্ত্রের প্রয়োজন। ঘোড়া বিক্রি করে আসেম সিরিয়া থেকে তরবারী নিয়ে আসবে। নিজেদেরটা রেখে বাড়তিগুলো কবিলার লোকদের কাছে বেশী দামে বিক্রি করব। তখন শমুনের সব ঋন শোধ দিতে পারব। শমুন আমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপবাদ দিচ্ছে। কিন্তু ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমাদের খান্দানের কাছে বিশখানা তরবারী বিক্রি করার ওয়াদা করে গোপনে সেগুলো আমাদের শত্রুর কাছে বেঁচে দেয়নি?'

ঃ 'খাজরাজের লোকের কাছে বেশী দাম পেলে তোমাদের কাছে বিক্রি করব কেন?'

ঃ 'তাহলে তোমাকে ঘোড়া সস্তায় দেইনি বলে ফ্যাচ ফ্যাচ কর কেন?'

ঃ 'কারন তুমি আমার কাছে দায় গ্রস্ত।'

হিবরো ক্রুদ্ধ স্বরে বললঃ 'তোমাদের সকল সম্পদ আমাদের রক্ত আর ঘামে উপার্জিত। আর এখন আমাদেরকেই ঋণ গ্রস্তের অপবাদ দিচ্ছ।'

ঃ ~~দেখো~~ কা'ব বলল 'ঝগড়াঝাটি করে কোন লাভ নেই। তোমাদের মিটমাট করে দেয়ার জন্যই [illegible] পাঠিয়েছি

হিবরো বলল: 'আপনি যা বলবেন আমি তাই মেনে নেব। কিন্তু আমার নামে আজেবাজে কথা বলার অধিকার শমুনের নেই। আমি তার সাথে কোন কথার খেলাফ করিনি। সে-ই বরং আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে। আমার পূর্বে আমার ভাইকে ঋণ দেয়ার সময় তার শর্ত ছিল বড় অপমানকর। তবুও আমরা সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করেছি। আমার ভাইকে বাগান এবং ঝরনার তার ভাগের অর্ধেক পানি শমুনের কাছে জামানত রাখতে হয়েছে। ঋনের অর্ধেকটা আদায় করার পর তার মনে ঢুকেছে শয়তানী। ভায়ের বাগানে না ঢেলে সে ঝরনার পানি নিজের বাগানে দেয়া শুরু করল। তিন বছর পর ঋণ শোধ করে ভাইজান যখন বাগান ফিরিয়ে নিলেন তখন বাগানের বেশীর ভাগ গাছই শুকিয়ে মরে গেছে।'

: 'কিন্তু তোমার ভাই যে তার এক ছেলেকে আমার কাছে জামানত রেখেছিল, কথা ছিল ধার শোধ না করা পর্যন্ত সে আমার কাছে থাকবে, সে কথা ভুলে গেছ?'

: 'তুমি তাকে রাখতে পারনি এতে আমার অথবা ভাইজানের দোষ কোথায়? ও যখন তোমার দুর্ব্যবহারে পালিয়ে এল আমরা কি তাকে আবার তোমার কাছে নিয়ে যাইনি? কিন্তু তুমিইতো তাকে রাখতে অস্বীকার করেছিলে।'

শমুন কা'বকে লক্ষ্য করে বলল: 'তার ভালর জন্য আমি তার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। সে তো পড়লোইনা বরং উল্টো আমার দুশমন হয়ে গেল। আমার বড় ছেলেকে তিনবার পিটিয়েছে। চতুর্থবার আমার ছোট ছেলেকে একটা অবাধ্য ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। বনুখাজরাজের আদীর ছেলেও আমার কাছে জামানত ছিল। আসেমের সাথে তার বনিবনা ছিলনা। একদিন ও আদীর ছেলে ওমরকে পিটিয়ে নাকে মুখে রক্ত বের করে দিয়েছিল। আমার চাকর না থাকলে তাকে মেরেই ফেলত। বনু খাজরাজের লোকজন এসে আমায় বলল, 'আসেমকে আমাদের হাওলা করে দিন।' কিন্তু আমি দেইনি। নয়তো ওরা তাকে জবাই করে ফেলতো। অনেক কষ্টে ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিদায় করেছি। একদিন শুনলাম, আওস এবং খাজরাজ ময়দানে লড়াই করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমি জানতাম, আওস খাজরাজের মোকাবিলা করতে পারবেনা। সুতরাং, আমার চাকরদেরকে বলেছিলাম, যুদ্ধের দিন আসেমকে যেন কোন ঘরে আটকে রাখে। আমার অনুমান ঠিক হল। আওস গোত্রের প্রচুর ক্ষতি হল। হিবরোর এক ছেলে এবং তার ভায়ের দুছেলে হল নিহত। কেবল আমার কারনেই বেঁচে গেল আসেম। কিন্তু আসেম আমার কৃতজ্ঞতা তো স্বীকার করলইনা বরং দরজা খোলার সাথে সাথে সে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই দেখুন'- হা করে দাঁতে আঙ্গুল রেখে শমুন বলল, 'আমার তিনটে দাঁত এখনো নড়ছে। এবার আপনিই বিচার করুন আসেমের সাথে আমি কি দুর্ব্যবহার করেছি।'

: 'তোমায় কে বলেছে আমার ভাতিজা মৃত্যুকে ভয় পায়?' বুক ফুলিয়ে বলল হিবরো। 'তুমি তো বনুখাজরাজকে বলতে চাইছিলে যে, যুদ্ধের দিন আমাদের একটি সিংহকে বেঁধে রেখেছ। ও ওমরকে পিটিয়েছে বলে তোমার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু আগুন পানি এক সংগে থাকেনা তা কেন বুঝনি। এরপর তোমার ছেলেদের মনে কেন এ ধারনা হল যে, সে আমার ভাতিজার চেয়েও ভাল। আমরা তোমার কাছ থেকে ভিখ মাগিনি, ধার নিয়েছি।'

ঃ 'আসেমকে আমি নিজের ছেলের মত স্নেহ করতাম। যুদ্ধের দিন তাকে বন্দী করেছি কারন সে তখনো তরবারী তুলতে পারতনা। ময়দানে গেলে তার বড় ভাইদের পরিনতি তাকেও বরন করতে হত। কিন্তু উপকারের এই পুরস্কার তা জানতামনা। আসলে আসেমের দুভাই নিহত হওয়ায় তার পিতা তাকে নিজের কাছে রাখতে চাইছিল। সে এসে বললো, আমি ব্যবসার জন্য সিরিয়া যাচ্ছি। আসেমকেও সাথে নিয়ে যেতে চাই। ওকে কয়েক মাসের জন্য ছেড়ে দাও। ঋণ পরিশোধ ছাড়া আমি যখন তাকে ছাড়তে রাজী হলামনা সে তখন ছেলেকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলল। সে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে লাগল, আমি যেন তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হই।'

ক্রোধ সংবরন করে হিবরো বললঃ 'তুমি মিথ্যে বলছ। আমাদের নিয়ত খারাপ হলে আসেমকে তোমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতামনা।'

শমুন কা'বকে বললঃ 'আমায় বিদ্রুপ করার জন্যই তাকে আবার আমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল। একদিকে ওরা আমার সাথে কথা বলছে, অপর দিকে সেই ছেলে আমার ছেলের কানে কানে বলছে, আমাকে আবার এখানে থাকতে হলে প্রথমে তোমাকে খুন করব। এর পর হত্যা করব তোমার বাপ ভাইকে। এতেই আপনি বুঝতে পারছেন ছেলের সাথে ওরা কি ব্যবহার করেছিল। একটা ছেলে অযথা ক্ষেপে উঠেনি।'

কা'ব গম্ভীর কণ্ঠে বললঃ 'হিবরো। তোমাদের লোকদেরকে আমাদের ছেলেমেয়েদের মারপিট করার অনুমতি দেয়া যায়না। বনুখাজরাজের সাথে ব্যর্থতার প্রতিশোধ ইহুদীদের উপর নিতে পারনা। আমাদের ক্ষেপিয়ে তোমরা একদিনের জন্যও ইয়াসরিব থাকতে পারবেনা। আশা করি এটা তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবেনা। আমি ধৈর্যের সাথে তোমার কথা শুনেছি। তুমি বুদ্ধিমানের কাজ করনি। তোমাদের প্রতি পদক্ষেপেই আমাদের প্রয়োজন।'

হিবরো হতভম্বের মত কা'বের দিকে তাকিয়ে থেকে বললঃ 'শমুনের মিথ্যে কথায় আপনি প্রভাবিত হয়েছেন। আসেম কোন বালকের উপর হাত তোলেনি। তার ছোট ছেলে ওর সমবয়সী। অন্যরা বয়সে বড়। শমুনকে জিজ্ঞেস করুন, তার ছেলেরা আসেমকে কি বলেছিল।'

শমুন বললঃ 'তুমিই বলনা।'

ঃ 'তারা বলেছিল, ভবিষ্যতে ঋণ নিতে এলে আমরা ছেলের পরিবর্তে মেয়ে জামানত রাখব। আদীর ছেলে লজ্জাহীন, সে সহ্য করেছে। কিন্তু আসেম তার মত নয়।'

ঃ 'মিথ্যে কথা।' শমুন বলল, 'আমার ছেলেরা ওমরের সাথে ঠাট্টা করছিল। কিন্তু আসেম তাকে লজ্জাহীন বলে বলে উত্তেজিত করতে চাইছিল। ওমরকে রাগাতে না পেরে সে নিজেই মারামারি শুরু করল। সে সব সময় আমার ছেলেদের সাথে ঝগড়া করার বাহানা খুঁজত। ওমরের সাথে তার শত্রুতার বড় কারন হচ্ছে, ওমর আসেমের সাথে থাকেনা।'

ঃ 'আচ্ছা আপনিই বলুন, শমুনের ছেলেরা বনুখাজরাজের এক ছেলেকে বিদ্রুপ করেছে আর অমনি আসেম ক্ষেপে উঠেছে, এটা কি কোন কথা হল। আসলে সে দুজনকেই অপমান করেছে। নিজের বংশের অপমান সহ্য করেছে ওমর। কিন্তু আসেম তা পারেনি। তখন ওর বয়স ছিল বার তের বছর। কিন্তু শমুন প্রাণ পর্যন্ত তার প্রতিশোধ নিচ্ছে।'

খেঁকিয়ে উঠল শমুনঃ 'কি প্রতিশোধ?'

ঃ 'তুমি প্রথমে আমার ভায়ের অর্ধেক বাগান নষ্ট করে দিয়েছ। আমাদের বাদ দিয়ে তলোয়ার বিক্রি করেছ আমাদের দুশমনের কাছে। এইতো চার মাস পূর্বে ঘরে পড়ে ছিল আমার ভায়ের লাশ, আর তুমি গিয়েছিলে তাগাদায়। আসেমের প্রথম কর্তব্য ছিল পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়া। কিন্তু তোমার দুর্ব্যবহারে পিতাকে দাফন করে সে সিরিয়া চলে গেছে। তোমার ঋণ শোধ দেয়ার জন্য ঘোড়াও বিক্রি করতে নিয়ে গেছে। এখন তুমি কয়েকটা দিনও সবর করতে পারছনা।'

কা'ব বললঃ 'শমুন। হিবরোকে আমি অনেক দিন থেকেই চিনি। ও তোমার টাকা মারবেনা। তার কথায় তুমি বিশ্বাস করতে পার।' শমুন বললঃ 'এর উপর আমার আস্থা আছে। কিন্তু তার ভাতিজা ফিরে আসবে অথবা পথে সব কিছু হারিয়ে বসবেনা তার কি বিশ্বাস আছে?'

ঃ 'আমার ভাতিজা এর পূর্বেও সিরিয়া সফর করেছে। আমি তাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু পথে কোন দূর্ঘটনা ঘটলে সেজন্য সে দায়ী নয়। ঋণের বাকী টাকার জন্য আমার অর্ধেক বাগান তোমার কাছে জামানত রাখব।'

কা'ব বললঃ 'শমুন, এবার তোমার নিশ্চিন্ত হওয়া উচিৎ। হিবরো যেন মনে না করে তাকে চাপ দেয়ার জন্যই এখানে ডেকে পাঠিয়েছি। তোমাদের সম্পর্ক যেন খারাপ না হয় আমি তাই চাইছিলাম। এখন থেকে ভবিষ্যতে কিছু হলেই আমার কাছে চলে আসবে।'

ঃ 'আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনাদের সাহায্য ছাড়া এ মুহূর্তে আমাদের কোন উপায় নেই। যুদ্ধে আমাদের সংগী না হলেও আমাদেরকে মাঝে মাঝে ঋণ দিয়ে সাহায্য করবেন। আমরা যেন সমান শক্তি নিয়ে বনু খাজরাজের মোকাবিলা করতে পারি। আমাদের গোত্রের কজন সম্মানিত লোক আপনার কাছে আসবে। আশা করি তাদের নিরাশ করবেননা।'

ঃ 'তুমি নিশ্চিন্ত থাক। পূর্বেও তোমাদের নিরাশ করিনি। তোমাদের চেয়ে খাজরাজকে বেশী পছন্দ করি ভবিষ্যতে এমন অভিযোগও করতে পারবেনা।'

ঃ 'বনু আওস উপকারীর প্রতিদান দিতে পারেনা আমরাও আপনাকে একথা বলার সুযোগ দেবনা।' হিবরো উঠে দাঁড়াল। তাকে অনুসরণ করল সংগী চারজন। ঠোঁটে অর্থপূর্ণ হাসি টেনে

কা'ব কতক্ষন তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওরা বাগানের আড়াল হয়ে গেলে সে শমুনকে বললঃ 'শমুন, সত্যি করে বলতো তোমার ছেলেরা উমরের সাথে ঠাট্টা করেছিল আর আসেম তার উপর চড়াও হয়েছিল এমনিই?'

ঃ 'হাঁ। আমি ওমরকেও একথা জিজ্ঞেস করেছি।'

ঃ 'আসেম তাকে তোমার ছেলেদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েছে ওমরও একথা বলেছে?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'তার অর্থ হচ্ছে, আওস এবং খাজরাজের সাধারন ছেলেদের চেয়ে এ ছেলে ভিন্ন প্রকৃতির।'

ঃ 'জ্বী। ও যেমন মেধাবী তেমনি বিপজ্জনক। আমার মুখের উপর একদিন ও বলেছিল, সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন আওস এবং খাজরাজ নিজেদের গলা না কেটে এক হয়ে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।'

ঃ 'তা এমন বিপজ্জনক বালককে লেখাপড়া শিখাতে গেলে কেন?'

ঃ 'ও আমার কাছে এসেছিল অল্প বয়সে। কথাবার্তায় মেধাবী মনে হল। ভাবলাম, বড় হলে আমার ব্যবসার কাজে আসবে। হয়ত কোনদিন ফিরে যেতে চাইবেনা। ভেবেছিলাম, তার পিতা ঋণ শোধ দিতে পারবে না। সুতরাং ছেলেকে আমার কাছেই থাকতে হবে।'

ঃ 'এমন সতর্ক ছেলেকে বাড়ীতে রেখেই প্রথম ভুল করেছ। দ্বিতীয় ভুল করেছ তাকে শিক্ষা দিয়ে। ও যখন যুদ্ধে যেতে চাইছিল তাকে আটকে রাখা ছিল তোমার তৃতীয় ভুল।' এক ইহুদী বললঃ 'আওস গোত্রের একটা সাধারন বালক আমাদের কি করবে? কোনদিন হয়ত নিহত হবে খাজরাজের কোন যুবকের হাতে। তা নাহলে আমরাই তার একটা হিল্লে করতে পারব।'

ঃ 'তাকে নিয়ে আমি চিন্তিত। আমি ভাবছি, আওসের এক কচি বালকের মাথায় এধরনের চিন্তা এলে অন্যরাও হয়ত আমাদের ব্যাপারে এমনটি ভাববে। আওস খাজরাজের পারস্পরিক সংঘাতের মধ্যেই ইহুদীদের অস্তিত্ব নির্ভর করে। পরাজয়ের পর পরাজয়ের গ্লানি হতাশার আঁধারে ডুবিয়ে দিলেই কেবল আরবরা সন্ধির ব্যাপারে ভাবতে পারে। গত যুদ্ধগুলোর কারনে আওস দুর্বল হয়ে পড়েছে। খাজরাজের অনেকেই যুদ্ধ টিকিয়ে রাখতে চাইছেনা। আমাদের কাজ হচ্ছে, আওসের সাহস ধরে রাখা। শেষ রক্তবিন্দু টিকে থাকা পর্যন্ত গোপনে ওদেরকে সাহায্য করতে হবে। খাজরাজকেও বুঝাতে হবে যে, আমরা তাদের বন্ধু। আওস এবং খাজরাজের সন্ধি আমাদের জন্য বিপজ্জনক। তখন আমরাই হব ওদের লক্ষ্য। নিজেরা লড়াই না করে, টাকা দিয়েই যদি ওদের একদলকে দিয়ে আরেক দলকে হত্যা করা যায়, তাহলে কিপ্টেমি করবে কেন? তোমাদের টাকাতো ব্যর্থ হচ্ছেনা। এ ভাবে কয়েক বছর ওদের মাঝে যুদ্ধ টিকিয়ে রাখতে পারলে ওদের বাগান, পশু সবই হবে আমাদের। শমুন! নিজের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে একটু সাবধানে কাজ করবে।' গম্ভীর কণ্ঠে বলল কা'ব।

শমুন বললঃ 'আপনার পরামর্শ আমাদের কাছে নির্দেশ সমতুল্য। আপনি বললে আমি আরো বেশী করে ঋণ দিতে প্রস্তুত। আওস এবং খাজরাজের মধ্যে যে সন্ধি হবেনা এব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। হিবরোর মত লোক বেঁচে থাকলে একজন অন্যজনের গলায় ছুরি চালাবেই। আরবরা একবার যেখানে রক্ত ঝরায় সে মাটির তৃষ্ণা কখনো মেটেনা। ফুজ্জার যুদ্ধের কথা নিশ্চয় স্মরণ আছে আপনার। সে যুদ্ধে অংশ গ্রহন কারীরা ইহুদীদের প্রভাব থেকে দূরে ছিল।'

কা'ব উঠতে উঠতে বললঃ 'হ্যাঁ। সে সব কবিলা গুলোকে উত্তেজিত করার পেছনে ইহুদীদের কোন হাত ছিলনা। যদি তাদের মাঝে কোন ইহুদী থাকত, তবে লড়াই এত তাড়াতাড়ি শেষ হতনা। আমি তোমাদের বলতে চাই, আওস এবং খাজরাজের যুদ্ধে আমাদের ফায়দা হচ্ছে। আমরা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবনা যাতে তারা তরবারী কোষবদ্ধ করে নেয়। হিবরোর মত লোকদের নিরাশ করা নয় বরং সাহস দেয়া আমাদের কর্তব্য।'

এক ইহুদী বললঃ 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওদের উত্তেজনা ঠান্ডা হতে দেবনা। আসেম যে তরবারী এনে লোকদের দেবে তা বেশী দিন খাপে বন্দী থাকবেনা।'

কা'ব বললঃ 'শমুন। তুমি একজন সতর্ক ব্যবসায়ী। কিন্তু মনে রেখ, তোমার ভবিষ্যত অন্যসব ইহুদী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ইহুদীদের ভবিষ্যত নিষ্কন্টক করার একটা মাত্র পথ, তা হচ্ছে আওস এবং খাজরাজের মধ্যে সন্ধি হতে না দেয়া। হিবরোর মত লোকেরা যদি নিভু নিভু

অগ্নিকুন্ডের জন্য জ্বালানী সরবরাহ করতে পারে তবে তাকে সাহস দেয়া উচিৎ। এজন্য বিনে পয়সায় তরবারী দিতে হলে তাও করতে হবে।'

শমুন বললঃ 'আপনি কিছু ভাববেননা। আওস আর খাজরাজের এ শান্তি বেশীদিন থাকবেনা এ দায়িত্ব আমি নিলাম।'

বনু কলব এবং বনু গাতফানের ব্যবসায়ীদের সাথে অনেকটা পথ এগিয়ে গেল আসেম। এবার আসেমের পথ ভিন্ন হয়ে গেল। একদিন গোধূলি বেলা। এক সংকীর্ন উপত্যকা ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা। দুপাশের পাথুরে পর্বতে মরু হাওয়ায় দাপাদাপি। ধীরে ধীরে নেমে আসছিল শীতের আমেজ।

হঠাৎ কি মনে করে ঘোড়ার বলগা টেনে ধরল আসেম। পিছন ফিরে ওবায়েদের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'আজকে আর সামনে যাবনা। আমার ঘোড়া খুব ক্লান্ত। দেখি থাকার কোন ভাল জায়গা পাওয়া যায় কিনা।'

ঃ 'আমিও একথা বলতে চাইছিলাম। প্রায় বিশ বছর আগে আপনার আব্বার সাথে সিরিয়া গিয়েছিলাম। ফিরতি পথে রাত কাটিয়েছিলাম এখানে। কি আশ্চর্য মিল, তখনো আমরা ঘোড়া বিক্রি করেই ফিরছিলাম। আমাদের সাথে ছিল এক ব্যবসায়ী কাফেলা। ওরা বড় ভাল ছিল। বনু খাজরাজের কজন লোকও আমাদের সাথে ছিল। আমরা যখন দামেস্ক থেকে রওয়ানা হলাম.........।'

ওবায়েদের স্মৃতিতে পাপড়ি মেলছিল এক দীর্ঘ কাহিনী। কিন্তু আসেম হঠাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। দেখতে না দেখতে পৌঁছে গেল এক টিলার কাছে। ওখানে দাঁড়িয়ে অপর দিকের সংকীর্ন উপত্যকার দিকে তাকাল ও। এরপর হাত নেড়ে ওবায়েদকে আসার ইংগিত করে নিজে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ল। টিলার কোলে এক জায়গায় বাবলার ঝোঁপ। আসেম সেখানে পৌঁছে ঘোড়ার পিঠ থেকে জিনিষপত্র নামিয়ে রাখল। ঘোড়াটি বেঁধে রাখল একটা বাবলা গাছের সাথে। এরপর ব্যাগ থেকে কিছু ভুট্টা বের করে পানিতে ভিজিয়ে ঘাসের সাথে মেশান শুরু করল। ঘাস দেখেই চিঁ হিঁ হিঁ শব্দ তুলে পা আছড়ানো শুরু করল ঘোড়াটা। আসেম ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে বললঃ 'বন্ধু, একটু অপেক্ষা কর। আমিতো জানি তুমি ক্ষুধার্ত।' ঘোড়া রেখে ও ঝোপের অপর পাশে গিয়ে শুকনো ডাল জমা করতে লাগল। ততোক্ষনে পৌঁছে গেল ওবায়েদ। উট বসিয়ে সে নামতে নামতে বললঃ 'আমার মনে হয় আগুন জ্বালানোর মত শীত রাতে পড়বেনা।'

ঃ 'তবুও সতর্কতার জন্য জ্বালানী জমা করছি। বেশী শীত পড়লে জ্বালাব। পানি আর খাবার নামিয়ে উট গাছের সাথে বেঁধে বসো। বাকী পত্র নামানোর প্রয়োজন নেই। আমরা এখান থেকে শেষ রাতে রওনা করব। তুমি মশক থেকে ঘোড়াকে পানি আর ভিজানো ভুট্টা খাইয়ে দাও।'

ধীরে ধীরে রাত বাড়ছিল। উট ভাঙছিল বাব্লার পাতা ভরা ডাল। ঘোড়া চিবোচ্ছিল ভুট্টা মেশানো ঘাস। ওবায়েদের সাথে বসে মাখন দিয়ে কয়েক টুকরা রুটি খেল আসেম। এরপর ক ঢোক পানি পান করে পা ছড়িয়ে ঠান্ডা বালিতে শুয়ে পড়ল।

ঃ'আমাদের আগুনের দরকার নেই। তুমি ঘুমিয়ে পড়। মাঝরাত পর্যন্ত আমি পাহারায় থাকব।'

ঘুমে ওবায়েদের চোখ ভেংগে আসছিল। ও সাথে সাথে শুয়ে পড়ে বললঃ 'আপনার ঘুম এলে আমায় জাগিয়ে দেবেন। রাতে একজনকে জেগে পাহারা দিতে হবে।'

ঃ 'তুমি চিন্তা করোনা। কাল অনেক ঘুমিয়েছি। ঘুম আসতে দেখলেই হাঁটা হাটি শুরু করব।'

খানিক পর। ওবায়েদ নাক ডাকতে লাগল। মাটিতে চিৎ হয়ে আকাশের তারা দেখতে লাগল আসেম। কখনো তার মন ছুটে যাচ্ছিল সিরিয়ার অনিন্দ্য সুন্দর শহরে। আবার কখনো ভ্রমন করছিল ইয়াসরিবের খেজুর বাগানে। প্রায় চারমাস পর ও বাড়ী যাচ্ছে। পথে তাকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। তবুয়ো তার এ সফর মোটামুটি সফল।

বছরের কয়েকমাস আরবরা যুদ্ধ করতনা। এই সময় আসেম আরবের অভ্যন্তরে নিজকে নিরাপদ মনে করত। তবুও কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ও সতর্ক হয়ে পথ চলত। যে সব বস্তির সাথে ইয়াসরিবের সুসম্পর্ক রয়েছে ও কেবল সে সব বস্তিই মাড়াত। ও গভীর ভাবে অনুভব করত, ভালোয় ভালোয় ওর দেশে ফেরার মধ্যেই নির্ভর করছে বংশের ইজ্জত।

পথে কোন বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি। শুধু কাপড় বিক্রি করেই চাচার সব ঋণ শোধ দিতে পারবে। দামেস্কের সুন্দর সুন্দর তরবারী দেখে গোত্রের সবাই তার প্রশংসায় মেতে উঠবে একথা ভাবতেই খুশীতে ওর মন নেচে উঠল। কিন্তু যখন বাড়ীর খা খা দৃশ্য ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল, এ ভয়ংকর নিঃসঙ্গতার চেয়েও তা তার কাছে বেশী দুঃসহ মনে হল। ও শিশু বয়সেই মাকে হারিয়েছিল। যে দুভাইয়ের বীরত্বপনা ছিল সমগ্র কবিলার গর্ব, ওরাও নিহত হয়েছে যুদ্ধের ময়দানে। অসুস্থ বন্ধুকে দেখে ফেরার পথে অজ্ঞাত ব্যক্তির হাতে নিহত হয়েছে তার পিতা। এখন আসেমের জীবনের প্রধান কর্তব্য হলো প্রিয়জনের রক্তের প্রতিশোধ নেয়া। ও যেন শুনতে পাচ্ছিল তার পিতা আর ভাইদের অশান্ত আত্মার চিৎকার। বনু খাজরাজের রক্ত ছাড়া ওদের তৃষিত আত্মার পিপাসা মিটবেনা। তার চাচা হিবরো ডান হাত হারিয়ে এখন তরবারী ধরতে পারছেননা। হিবরোর ছোট ছেলে সালেম। তের চৌদ্দ বছরের কিশোর। বোন সাঈদা তারচে দু বছরের ছোট। তাদের ভরন পোষণের সব দায়িত্ব আজ আসেমের উপর।

ওর স্বভাব হিংস্র নয়। কিন্তু যে পরিবেশে ও চোখ মেলেছিল সেখানে গোত্রের সম্মান রক্ষার জন্য জীবন দেয়া একজন যুবকের প্রধান কর্তব্য ছিল। চাচা আর তার অল্প বয়েসী ছেলেমেয়েদের জন্য এক বিষন্ন বেদনায় ভরে উঠল ওর মন। সিরিয়া রওনা হবার সময় হিবরো, সালেম এবং সাঈদার সামনে মানাতের নামে সে শপথ করে বলেছিল, 'আমি ফিরে এলে তোমরা গর্বের সাথে মাথা তুলে বলতে পারবে, আমরা প্রতিশোধ নিয়েছি। শমুন আর আমাদের

ঋণগ্রস্তের অপবাদ দিতে পারবেনা। আমাদের কবিলার নেতৃস্থানীয়রা লড়াইতে হাফিয়ে উঠেছে। এজন্য আপনারা ভাববেন না। আমি আবার ওদের উত্তেজিত করতে পারব।' আর এখন ঠান্ডা বালির উপর শুয়ে ও ভাবছিল, সিরিয়া থেকে আনা তরবারী গোত্রের যুবকদের হাতে গেলে ওদের বুকেও প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠবে। তখন আরবের কেউ বলতে পারবেনা যে আওস রক্তের বদলা নিতে পারেনি। তৃষ্ণা মেটাতে পারেনি নিহত স্বজনদের। কিন্তু এর শেষ কোথায়? আমাদের এ প্রতিশোধ নেয়ার পর কি যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে? না, এ যুদ্ধ থামবেনা। আমাদের মত বনু খাজরাজও রক্তের বদলা নেবে। দিনের পর দিন জ্বলতে থাকবে প্রতিশোধের এ আগুন। কিন্তু কতদিনপর্যন্ত?

তার কাছে এ প্রশ্নের কোন জবাব ছিলনা। কি এক অস্বস্তিতে ও অনেক্ষণ নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল। এবার ভবিষ্যত ছেড়ে অতীতের স্বপ্নীল দেশে ছুটে গেল ওর মন। শৈশবে ও আওস আর খাজরাজের মাঝে দেখেছে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। ও তখন খাজরাজ গোত্রের বালকদের সাথে খেলত। তখন ইয়াসরিবের খর্জুর বীথিতে ছিল সবুজের সমারোহ। বস্তিগুলো ছিল সুন্দর। হারানো দিনের খেলার সাথীদের অনাবিল আনন্দ উচ্ছ্বাসের কথা মনে পড়তেই ওর ঠোঁটে ভেসে উঠল একটুকরোহাসি।

মরু হাওয়া অনেকটা শীতল হয়ে উঠেছিল। আগুন জ্বালানোর জন্য উঠে দাঁড়াল ও। হঠাৎ দূর থেকে যেন কারো শব্দ ভেসে এল। ও চমকে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। মনের কল্পনা ভেবে এগিয়ে গেল শুকনো ডালপালার স্তুপের কাছে। কিন্তু আবার পর পর কয়েকটা চিৎকার ভেসে এল। তাড়াতাড়ি ধনুতে তীর গেঁথে ওবায়েদকে জাগিয়ে বললঃ 'ওবায়েদ, সতর্ক থেকো। টিলার ও পাশ থেকে একটা শব্দ কানে এল। হয়ত কোন কাফেলা যাচ্ছে। একটু দেখে আসি।'

ধড়ফড় করে উঠে বসেই অস্ত্র হাতে নিল ওবায়েদ। আসেম দ্রুত চূড়ার দিকে উঠতে লাগল। চূড়ায় উঠে এল ও। দৃষ্টি ছুঁড়ল সামনের উপত্যকায়। মাঝখানে আগুন জ্বলছে। চারপাশে কজন মানুষ এবং ঘোড়া। লোকগুলো বসে নেই, দাঁড়িয়ে। কার সাথে যেন তর্ক করছে। আসেম সতর্ক পা ফেলে চূড়া থেকে নামতে লাগল। নীচে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এগোল। কে একজন চিৎকার দিয়ে বলছেঃ 'আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি। মানাতের শপথ। ওজ্জার শপথ। এর সবই মিথ্যা অপবাদ। ঘুমের মধ্যে হাত–পা বেঁধে ফেলায় কোন বীরত্ব নেই।'

ঃ 'তুমি মিথ্যুক, তোমাদের মানাত এবং ওজ্জাও মিথ্যুক।'

ঃ 'থামো। আগে আমার কথা শোন। আমি নিরপরাধ। আমি তাকে এক চাকরের সাথে খারাপ অবস্থায় দেখেছিলাম। এজন্য সে আমায় অপবাদ দিচ্ছে।'

ঃ 'তুমি মিথ্যুক, ধোকাবাজ।'

ঃ 'মনে রেখো আমার লোকেরা সব ইহুদীর কাছ থেকে এর প্রতিশোধ তুলবে।'

দুব্যক্তি জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিল। এর পর এলোপাথাড়ি আঘাতের সাথে ভেসে এল কানফাটা চিৎকার। আসেমের কাছে ব্যাপারটা বিদঘুটে মনে হচ্ছিল। এদের কথাবার্তায় ও শুধু এন্দুর বুঝে ছিল যে, যাকে হত্যা করা হচ্ছে তার হাত পা বাঁধা। হত্যাকারীরা ইহুদী। ও কি করবে, খানিক্ষন কিছু বুঝে উঠতে পারলনা। ক্লান্তিকর দীর্ঘ সফরের পর এখন বাড়ীর কাছে এসে

জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে ওর ছিলনা। কিন্তু এক অসহায় আর্ত চিৎকারে ওর পৌরুষ চাঙ্গা হয়ে উঠল। ও হঠাৎ এক ব্যক্তির পা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ল। আহত ব্যক্তি 'মাগো' বলে হাতের লাঠি দূরে ফেলে দিল।

দ্বিতীয়বার ধনুতে তীর গাঁথতে গাঁথতে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'খবরদার। তোমরা এখন আমাদের আওতার মধ্যে। এবার আমাদের তীর তোমাদের বুক এফোঁড় ওফোঁড় করবে।'

নিস্তব্ধতা নেমে এল উপত্যকায়। এক ব্যক্তি ছুটে গিয়ে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে চিৎকার করে বললঃ 'পালাও। পালাও। বেদুইন এসে গেছে। পালাও।'

চোখের পলকে চার ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে রাতের আঁধারে হারিয়ে গেল। আসেম ছুটে গেল আগুনের কাছে। আহত লোকটির হাত পা বাঁধা। রক্তে ডুবে আছে সে। পালিয়ে যাওয়া লোকেরা পাঁচটা ঘোড়া এবং দুটি মাল বোঝাই উট রেখে পালিয়েছে। আগুনের পাশে পানির মশক আর কয়েকটি খাবার প্লেট।

আসেম মশক থেকে পানি নিয়ে তার চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিল। কয়েকবার ককিয়ে লোকটি চোখ খুলল। তার কণ্ঠ থেকে বের হল ভয়ার্ত চিৎকার ঃ 'আমি নিরাপরাধ। আমার বাঁধন খুলে আমায় যেতে দাও।'

আসেম তার বাহু ধরে ঝাকুনি দিয়ে বললঃ 'তোমার শত্রুরা পালিয়ে গেছে। তোমার এখন কোন বিপদ নেই।'

আহত লোকটি গভীরভাবে আসেমের দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল। আসেম হাঁটু গেড়ে বসে তার মুখে গ্লাস ভরা পানি তুলে ধরল। চোখ না খুলেই সে কটোক পানি পান করল। তার মাথা এবং চোয়াল থেকে রক্ত ঝরছিল তখনো। আসেম তার জামা ছিঁড়ে ক্ষত স্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধলো। খঞ্জর বের করে কেটে দিল তার হাত পায়ের বাঁধন। এরপর একটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে আসেম লোকটির রক্ত পরিষ্কার করতে লাগল।

আহত ব্যক্তি আসেমের হাত ধরে ফেলল। আসেম তাকে শান্তনা দিয়ে বললঃ 'ভয় পেয়োনা বাপু। আমি তোমায় ব্যথা দেবনা।'

ঃ 'আপনি কি আমায় আশ্রয় দিয়েছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ। তবে দুঃখ হল সময় মত পৌঁছতে পারিনি। আচ্ছা, ওরা কে,আর তুমিইবা কে?'

ঃ ' তুমি না বলছ আমার কোন বিপদ নেই ?'

ঃ ' হ্যাঁ, আমার উপর নির্ভর করতে পার।' ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে তার মুখের রক্ত মুছতে মুছতে বললঃ 'তুমি কিন্তু আমার জবাব দাওনি। আমি তোমার পরিচয় জানতে চেয়েছিলাম।'

আহত লোকটি চোখ মেলে বললঃ 'আমি কে তুমি জান।' আসেম গভীর ভাবে তার মুখের দিকে তাকাল। উৎকণ্ঠা, ঘৃণা আর অবজ্ঞার এক ঝড় উঠল তার হৃদয়ে। সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেল ও। আদীর ছেলে ওমর। আসেমের বুকে যাদের রক্তের তীব্র পিপাসা। আসেম নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। ওর মনে হল ওমরের নিহত লোকদের আত্মা তার পিতা এবং ভাইদের আত্মাকে বিদ্রুপ করছে। ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার নিজের কবিলার সাথে।

ওমর আসেমের পায়ে হাত রেখে আবদারের স্বরে বলল ঃ 'আসেম, তুমি আমায় আশ্রয় দিয়েছ!' উৎকণ্ঠিত হয়ে আসেম দু'পা পিছিয়ে গেল। যেন কোন বিষাক্ত সাপ ছোবল হেনেছে তার পায়ে। ওবায়েদ একটু এগিয়ে আসেম কে ডেকে বললঃ 'আসেম! আসেম! তুমি ভালতো!'

ঃ 'হ্যাঁ। তুমি ওখানেই থাক।'

ওবায়েদ সামনে এসে জিজ্ঞেস করলঃ 'কি হয়েছে ? এ ঘোড়াটা কার? ওই যুবক কে ?'

আসেম নুয়ে ধনু হাতে নিয়ে বললঃ 'জানিনা। চলো।'

ওমর বিষম কণ্ঠে বলল ঃ 'আসেম! ইচ্ছে করলে আমার উপর প্রতিশোধ নিতে পার। ইহুদীদের পরিবর্তে আমি তোমার হাতে মরতে চাই।'

আসেম কিছু না বলেই হাঁটা দিল। ওবায়েদ চকিতে একবার পিছনে তাকিয়ে আসেমের অনুসরন করল। ওমর দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'দাঁড়াও আসেম! আমায় সাথে নিয়ে চল। একা পেলে নেকড়েরা আমায় ছাড়বেনা। তুমি আমায় নিজের হাতে হত্যা কর। আসেম।! আসেম!' পা কাঁপছিল ওর। কয়েক পা এগিয়েই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। থমকে দাঁড়াল আসেম। ওবায়েদের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ 'ওবায়েদ, ও আদীর ছেলে ওমর। আমি তাকে এক মজলুম অসহায় মানুষ ভেবে আশ্রয় দিয়েছি। এখন তার উপর হাত তুলতে পারিনা। কিন্তু তার সাহায্য করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুধু জানতে চাই, ওর আক্রমনকারীরা কে ছিল। তুমি আমাদের উট ঘোড়া এখানে নিয়ে এসো। আমি এখানেই তোমার অপেক্ষা করছি।'

ওবায়েদ বললঃ 'তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকলেও মনে রাখবেন আপনি হিবরোর ভাতিজা আর সোহেলেরসন্তান।'

ঃ 'তুমি যাও।' চড়া গলায় বলল আসেম। 'আমরা এক্ষুনি রওনা করব। এখন আর বিশ্রামের প্রয়োজননেই।'

ফিরে গেল ওবায়েদ। আসেম এসে দাঁড়াল ওমরের কাছে। উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে। খানিক দাঁড়িয়ে থেকে আসেম ডাকলঃ 'ওমর, ওমর।' কিন্তু কোন জবাব এলনা। আসেম ঝুঁকে তার নাড়ি দেখল। সে তখনো বেঁচে আছে। আসেম তাকে তুলে আগুনের পাশে শুইয়ে দিল। আগুন নিভে যাচ্ছে। আসেম তাতে একটা উটের পালান ছুড়ে ফেলল। আবার জ্বলে উঠল আগুন।

কঁকাতে কঁকাতে চোখ খুলল ওমর। এদিক ওদিক তাকিয়ে আসেমের মুখের উপর দৃষ্টি মেলে ধরল। এর পর ক্ষীণ কণ্ঠে বললঃ 'জানতাম, আমায় এ অসহায় অবস্থায় রেখে তুমি যেতে পারবেনা। তোমার কি মনে পড়ে– একদিন শমুনকে বলেছিলে সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন আওস এবং খাজরাজ একত্রিত হয়ে ইহুদীদের বিরুদ্ধে [illegible] করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে দিন বেশী দূরেনয়।'

আসেম একরোখা ভাবে বললঃ 'তোমায় নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। আমি শুধু জানতে চাই আক্রমনকারীরা কে ছিল?'

ঃ 'খায়বরের একজন ইহুদী। শমুনের আত্মীয়। বাকীরা শমুনের চাকর। গোটা কাহিনী তোমায় বলব, আমায় একটু পানি দাও।'

আসেম পানি দিল। পানি পান করে ওমর বলতে লাগলঃ 'এ ইহুদী ঘোড়া কেনার জন্য খায়বর থেকে এসেছিল। মেহমান হিসেবে ছিল শমুনের বাড়ীতে। ওর ঘোড়া কেনা শেষ হলে শমুন আমায় তাকে খায়বর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে বলল। আমার পিতা শমুনের বাকী ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। সে হপ্তায়ই আমার বাড়ী ফিরে যাবার কথা। কিন্তু শমুন আমায় ইহুদীদের সাথে যেতে বাধ্য করল। ইহুদীও আমায় টাকার লোভ দেখাল। যাবার কথাবার্তা হয়েছিল রাতে। আমার ইচ্ছে ছিল রওনা করার পূর্বে একবার বাড়ী থেকে ঘুরে আসব। কিন্তু কাফেলা রওয়ানা হল শেষ রাতে। আমি খায়বর যাচ্ছি, বাড়ীর কাউকে একথা বলেও আসতে পারিনি। এস্থানটি ছিল আমাদের দ্বিতীয় মঞ্জিল। আমরা সূর্য ডোবার পর এখানে পৌঁছেছি। খাওয়া দাওয়ার পর ইহুদী আমায় বলল, 'তুমি ঘুমিয়ে পড়। এবেলা আমার লোকেরা পাহারায় থাকবে। পরে তোমায় জাগিয়ে দেব।' আমি আগুনের পাশে শুয়ে পড়লাম। একটু পর কারো পায়ের খোঁচায় ঘুম ভেংগে গেল। চোখ মেলে দেখলাম আমার হাত পা বাঁধা। ইহুদী এবং তার চাকররা আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ইহুদী আমায় গালাগালি শুরু করতেই তার চাকররা আমার উপর ঝাপিয়ে পড়ল।'

ঃ 'তোমার সাথে খায়বরের ইহুদীর শত্রুতার কারণ কি?'

ঃ 'তার সাথে আমার কোন শত্রুতা ছিলনা। কোন এক ছুতায় শমুন আমায় বাড়ী থেকে বের করে হত্যা করতে চাইছিল। কিন্তু রওনা হবার সময় আমি তা জানতামনা। শমুন কেন আমায় হত্যা করতে চায় সে কথা আমি আপনাকে বলব। শমুনের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর খায়বরের এক যুবতীকে বিয়ে করেছিল সে। এ মেয়েটার সাথে তার চাকরের অবৈধ সম্পর্ক ছিল। একরাতে বাগানে আমি তাদের হাতেনাতে ধরে ফেললাম। মহিলা আমার পায়ে পড়ল। তার চাইতে শমুনের চাকরটার জন্য আমার করুণা হল বেশী। আমি তাদের বললাম, 'ভবিষ্যতে এমন না করলে আমি একথা ফাঁস করবনা।' ওরাও প্রতিজ্ঞা করল, এমনটি আর করবেনা। কদিন ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। কিন্তু এরপর সে আমায় ফাঁসাতে চেষ্টা করল। একদিন শহরে গিয়েছিল শমুন এবং তার ছেলে। আমি বাগানে কাজ করছিলাম। শমুনের স্ত্রী চাকরানী দিয়ে আমায় ডেকে পাঠাল। কিন্তু শমুনের অনুপস্থিতিতে আমি ভিতরে যেতে অস্বীকার করলাম। রাতে আমি বাড়ীর গেটে শুয়েছিলাম। তখন ও আমার কাছে এল। আমি ইজ্জতের ভয়ে দৌড়ে বাড়ী চলে গেলাম। আব্বাকে বললাম আমি আর শমুনের বাড়ী যাবনা। আপনি তার ঋণ শোধ করে দিন। তিনি আশ্বাস দিলেন–'হপ্তা খানেকের মধ্যেই আমি তার ঋণ পরিশোধ করবো। তুমি এখন ফিরে যাও।' আমার আশংকা ছিল শমুনের স্ত্রী তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য আমার উপর অপবাদ দেবে। সে আমায় এমন ধমকও দিয়েছিল। এজন্য আব্বার জোরাজুরির পরও আমি ফিরে যাইনি। কিন্তু দু'দিন পর শমুন নিজেই আমায় নিতে এল। তার কথাবার্তায় আমার দুর্ভাবনা দূর হয়ে গেল। আমাকে তার হাতে তুলে দিয়ে আব্বা বললেন, খুব শীঘ্রই তিনি শমুনের ঋণ পরিশোধ করে দেবেন। তিনদিন পর আমায় এ সফরে পাঠিয়ে দেয়া হল। এখানে ওরা যখন আমায় গালাগালি করতে লাগল, তখন আমি বুঝতে পারলাম, আমায় জোর করে কেন এদের সাথে পাঠানো হয়েছে। এ ইহুদী তার চাকরদের বলল, আমায় হত্যা করে মাটিতে পুঁতে রাখার

জন্য। কে জানতো এ পরিস্থিতিতে আমার জীবন বাঁচানোর জন্য তুমি আসবে। ইহুদীরা বলছিল, মানাত আর ওজ্জাইতো তোমায় এখানে পাঠিয়েছে। কথা দাও আসেম, ধুকে ধুকে মরার জন্য আমায় এখানে ছেড়ে যাবেনা।'

আসেম নিরুত্তর। নিরাশ হয়ে চোখ বন্ধ করল ওমর। এক ভীতিজনক নিরবতা নেমে এল উপত্যকায়। আবার চোখ খুলল ওমর। নিরবতা ভেংগে ও বললঃ 'শমুনের দৃঢ় বিশ্বাস আমি মরে গেছি। হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় শমুন আমার নামে কি রটাবে জানিনা। হয়ত এমন কিছু, যা শুনে আমার কবিলার লোকেরা আমায় ছি-ছি করবে। আমায় এখানে রেখে যেয়োনা আসেম! তোমার নিজের হাতে আমায় হত্যা করে আমার লাশ এমন স্থানে লুকিয়ে রাখো যেখান থেকে কেউ খুজেঁ না পায়। তোমার সাহায্য ছাড়া আমি বাড়ী যেতে পারবনা। এ বিজন উপত্যকায় আমার মৃত্যু নিশ্চিত।'

আসেম ওমরের দিকে তাকাল। ক্রুদ্ধ চঞ্চলতায় ঠোঁট কামড়ে বললঃ 'তুমি নিজেও জান তোমায় এ অবস্থায় ফেলে যাবনা। তবে আমার একটা শর্ত। তুমি কাউকে আমার কথা বলবেনা। আমি আমার কবিলার লোকদের উপহাসের পাত্র হতে চাইনা।'

ঃ 'তোমার এ শর্ত আমি মেনে নিলাম।' স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলে বলল ওমর।

ঃ 'তুমি ঘোড়ায় সওয়ারী করতে পারবে?'

ঃ 'জানিনা।' ওমর বসতে বসতে বলল। 'আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে। ব্যথায় ছিড়ে যাচ্ছে সারা শরীর। তবুও আমি চেষ্টা করব।'

ঃ 'আমাদের এখানে থাকা নিরাপদ নয়। আমার ধারণা ওরা আশপাশের কোথাও লুকিয়ে আছে। আমরা রওনা হলেই আমাদের অনুসরন করবে।'

দু'জন নিরবে বসে রইল কতক্ষণ। ততোক্ষণে উট এবং ঘোড়া নিয়ে ওবায়েদ পৌছে গেল। আসেম বললঃ 'ওবায়েদ। ওমরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ী পৌছে দিতে চাই। তুমি ওখান থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে এসো।'

ঃ 'না, দাঁড়াও। আমার ঘোড়া এখানেই হয়ত কোথাও আছে।' বলেই উঠে দাঁড়াল ওমর। এরপর দু'হাতে মাথা টিপে ঝোপের সাথে বাঁধা ঘোড়ার দিকে এগিয়ে চলল। ওবায়েদ আসেমকে জিজ্ঞেস করলঃ 'আর সব ঘোড়া এবং উট এখানেই ফেলে যাবেন?'

ঃ 'না, ওগুলো গনিমতের মাল। ওদের রশি কেটে দাও। ওরা নিজেরাই আমাদের সাথে আসবে। দু একটা থেকে গেলে আমাদের কিছু আসবে যাবেনা। ভোর হবার আগেই আমাদেরকে একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। দিনে সূর্যের তাপ বেড়ে গেলে কোথাও বিশ্রাম করব। পথে ওর অবস্থার অবনতি না ঘটলে কাল রাত নাগাদ আমরা বাড়ী পৌছতে পারব।'

সূর্য ডুবে গেছে। আদীর বাড়ীর এক প্রশস্ত কক্ষে প্রদীপের আলো জ্বলছিল। প্রদীপের পাশে বসে এক তরুনী কাপড় সেলাই করছে। ওর নাম সামিরা। কাছেই দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিল আদীর ছোট ছেলে নোমান। পনেরোর কাছাকাছি বয়স। আদীর আরেক ছেলে ওতবা ঘরে ঢুকল।

নোমানের পাশে বসতে বসতে বললঃ 'সামিরা। দু'দিন পর্যন্ত একটা জামা নিয়ে পড়ে আছ। শেষ হবেকবে?'

ঃ 'আমার সময় কোথায় ? সারাদিনতো ঘরের কাজই করতে হয়।'

ঃ 'ভাইয়া।' নোমান বলল, 'এত মন দিয়ে আমাদের জামা আপা কখনো তৈরী করেনি।'

ঃ 'এই তো শেষ হয়ে গেল।' দাঁত দিয়ে সুতা কেটে সুই সুতা পাশে একটা ডিববায় রাখল সামিরা । এরপর জামাটা মেলে ধরে বললঃ 'কি, ঠিক হয়নি?'

মুখে দুষ্টুমির হাসি টেনে ওতবা বললঃ 'আমায় খাবার দাও। ক্ষিদে পেয়েছে।'

ঃ 'আগে জামাটা পরে আমায় দেখাও।'

ঃ 'আমার পছন্দ হলে কিন্তু খুলবনা।'

সামিরা ব্যস্ত হয়ে বললঃ 'জলদি কর। ও এসে পড়ল বলে।'

ঃ 'ভাইজান আববাজান দেরী করছেন কেন? আমাদের একটু খোঁজ নেয়া দরকার না?'

ঃ 'তিনি এখন পথে।' বলেই ওতবা গায়ের জামার উপর নতুন জামা পরল। নোমান বললঃ 'বেশী ঢিলা মনে হয়।'

ঃ 'ভাইয়ার গায়ে লাগবে। গত ফির আমি তার গায়ের মাপ রেখে দিয়েছিলাম।'

ওতবা বলল ঃ'সামিরা! ওমরের জন্য তোমার খুব মায়া, তাইনা।'

ঃ 'তার জন্য মায়া থাকবেনা কেন?' সামিরার কণ্ঠে ঝাঝ। 'এ বংশের জন্য তার ত্যাগ সবচে বেশী। তিনি আমাদের জন্য দীর্ঘ সময় এক নিকৃষ্ট ইহুদীর গোলামী করছেন।'

ঃ'আরে ! তুমি দেখছি ক্ষেপে গেছ। তার ত্যাগের কথা আমি আবার কখন অস্বীকার করলাম।'

বাইরে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেল। সামিরা ব্যস্ত হয়ে বললঃ 'ভাইয়া আসছেন। তাড়াতাড়ি জামাটা খুলে ফেল।'

জামা খুলে সামিরার হাতে তুলে দিল ওতবা। আদী কক্ষে প্রবেশ করল। চঞ্চল হয়ে সামিরা বললঃ 'আববা, আপনি একা। ভাইয়াকে সাথে আনেননি?'

কোন জবাব না দিয়ে আদী বসে পড়ল। চোখে মুখে ক্লান্তিকর বেদনার ছাপ। পিতার মেজাজ দেখে সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল। নীরবে কেটে গেল কিছুক্ষন। অবশেষে সামিরা বললঃ 'আপনাকে পেরেশান মনে হচ্ছে।' আদী ধরা আওয়াজে বললঃ 'আমি ওমরের কাছে এটা আশা করিনি।' ওতবা প্রশ্ন করলঃ 'আববাজান, ভাইয়া কি বাড়ী আসতে অস্বীকার করেছেন।'

ঃ 'বাড়ী আসতে অস্বীকার করলে এতটা ব্যথা পেতাম না। ও মানুষের সামনে আমার মুখে চুনকালি মেখে দিয়েছে। এখন কোন ইহুদী আর আমাদেরকে বিশ্বাস করবেনা।'

ঃ 'আববাজান। ভাইয়া কি করেছেন বলবেন তো।' সামিরার কণ্ঠে উদ্বেগ ও বিষন্নতা।

ঃ 'ও শমুনের দু'শ দীনার চুরি করে পালিয়েছে।'

ঃ 'না, আববাজান, মিথ্যে কথা। আমি বিশ্বাস করিনা। ভাইয়া চুরি করতে পারেননা। তার চরম দুশমনও তাকে এ অপবাদ দিতে পারবেনা।' ওতবা বলল।

ঃ 'তা না হলে সে পালাল কেন? কত কষ্ট করে আমি শমুনের ঋণ শোধ দিলাম। মাত্র বিশ দীনার বাকী ছিল। তাও আজ সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। তার আচম্বিত অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় শমুনের হাজারো অপবাদ মেনে নিতে হবে।'

ঃ 'আমাদের কবিলার কেউ এ অপবাদ বিশ্বাস করবেনা।'

ঃ 'আমাদের কবিলার লোকদের বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি আসে যায়! ইয়াসরিবের ইহুদীরা তো শমুনের কথা অবিশ্বাস করবে না। সে ইহুদীদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে। ফলে ওরা আমাদের সাথে লেনদেন বন্ধ করে দিলে এর সব দায়দায়িত্ব পড়বে আমাদের উপর।'

ঃ 'ভাইয়া কবে গেছেন?'

ঃ 'তিনদিন পূর্বে।'

ঃ 'তিন দিন! আর শমুন আপনাকে সংবাদ দিল আজকে?'

ঃ 'শমুনের সিন্দুকের চাবি নাকি ওর কাছেই থাকতো। পরন্ত চাবি ফিরিয়ে দিয়ে ও বলেছিল এখানে আমার মন টেকেনা। দু'চারদিনের মধ্যেই আপনার টাকা পরিশোধ করব। আজকে আমায় যেতে দিন। এজন্য শমুনও তাকে বাধা দেয়নি। সে ভেবেছিল কাউকে জোর করে ধরে রাখা ঠিক নয়।' সামিরা বললঃ 'ওই ইহুদীটা মিথ্যে বলেছে। চুরি করলে ভাইয়া সোজা আপনার কাছে আসতো।'

ঃ 'শমুন নাকি চুরির ব্যাপারটা আজই জানতে পেরেছে। আমার যাবার পূর্বে কেউ তার কাছে ধার নিতে এসেছিল। তাকে টাকা দেয়ার জন্য সিন্দুক খুলতেই দেখল দু'শ দীনার নেই।'

ঃ 'আব্বা!' ওতবা বলল, 'ডাহা মিথ্যে কথা। ভাইয়ার কাছে শুনেছি, শমুন নিজের ছেলেদেরকেই বিশ্বাস করেনা। এসব তার শয়তানী। ভাইয়া পালিয়ে গেলে সিন্দুকে এত টাকা থাকতে থলে একটা নেবেন কেন! তাছাড়া বাড়ী ছাড়া তিনি যাবেনইবা কোথায়?'

ঃ 'বেটা। ওমর চুরি করেছে একথা আমিও বিশ্বাস করিনা। কিন্তু সে পালিয়ে যাওয়ায় শমুনের কথা মেনে নিতে হচ্ছে। ও শমুনের বাড়ীতেও নেই। এখানেও আসেনি। ওমর অযথা পালিয়েছে কোন বুদ্ধিমান লোক একথা মানবেনা। তাই খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত চোখ তুলে কথাও বলতে পারবনা। তার খোঁজে এখনি বেরিয়ে পড়। তার সকল বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে দেখবে। হয়তো লজ্জায় কোথাও লুকিয়ে আছে। নোমান, তুমিও যাও। শমুন আটদিন সময় দিয়েছে। বলেছে, এসময়ে চুরির টাকা না পেলে একথা সারা দেশে ছড়িয়ে দেবে। আমি শহরে যাচ্ছি। হয়তো মদ খেয়ে কোথাও মাতাল হয়ে পড়ে আছে। অথবা জুয়ার আড্ডায় সব খুইয়ে এখন লজ্জায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। চাকরদেরও সাথে নিয়ে যাও। কিন্তু একথা কাউকে বলবেনা। আমি প্রথম সব আত্মীয়ের বাড়ী যাব। তার পর খুঁজব তার বন্ধুদের বাড়ীতে।'

আদী বাইরের দিকে পা বাড়াতেই সামিরা বললঃ'আব্বা! আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভাইয়া নির্দোষ। কোন দোষ করলেও আপনি তার উপর কঠোর হবেননা। বছরের পর বছর ধরে তিনি সব হাসি আনন্দ থেকে বঞ্চিত।'

ঃ 'তোর পরামর্শের প্রয়োজন নেই। প্রার্থনা কর তাকে যেন জীবিত ফিরে পাই।'

আদী এবং তার ছেলেরা ওমরকে খুঁজতে বেরিয়েছে এক প্রহর আগে। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় বসে আছে সামিরা। তার ডাগর আঁখিতে বেদনার ছাপ। কমনীয় চেহারায় অব্যক্ত কান্না । সামিরা দু'হাত উপরে তুলে দরদ মাখা কণ্ঠে প্রার্থনা করছিল ঃ 'ওগো মানাত! পৃথিবীর কোন কিছুইতো তোমার কাছে গোপন নেই। ভাইজান কোথায় আছে তা তুমিই জান। তাকে বিপদ থেকে রক্ষা কর। তিনি যদি চুরি করে থাকেন তা তুমি গোপন করে দাও। আর যদি শমুন তার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে—লাঞ্ছিত , অপমানিত কর সেই জালিমকে। ভাইজান ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে মরণ পর্যন্ত তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। প্রতি বছর তোমার পদতলে পেশ করব হৃদয়ের অর্ঘ্য, দেব নজরানা। কিন্তু ভাইয়া কোন বিপদে পড়লে তোমার পরিবর্তে লাত, হোবল আর হোজ্জার পূজা করব। প্রতিটি ঘরে গিয়ে ঘোষণা করব যে, তুমি কিছুই করতে পারনা। ওগো মানাত! এ ঘোর দুর্দিনে আমাদের সাহায্য না করলে লোকেরা তোমায় উপহাস করবে।'

বারবার এভাবেই প্রার্থনা করে গেল ও। এরপর দীর্ঘ সময় বসে রইল নিশ্চল হয়ে। হঠাৎ কারো চলার শব্দে ও সচকিত হল। বেরিয়ে এলো বারান্দায়। এসে ওর মনে হল ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। তার পিতা এবং ভাইতো ঘোড়া নিয়ে যায়নি। এমনকি তাদের বের হবার পরপরই ও ফটক বন্ধ করে দিয়েছিল । তবে কি ভাইজান এসেছেন! ও ফটকের দিকে ছুটে গেল । ঘোড়া এসে ফটকের সামনে দাঁড়াল। সামিরা ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলঃ 'কে?'

কেউ বাইরে থেকে পাল্টা প্রশ্ন করলঃ 'এটা কি আদীর বাড়ী?'

ঃ 'হ্যাঁ।' ওর উৎকণ্ঠিত জবাব। 'আপনি কে?'

ঃ 'দরজা খুলুন। ওমর আহত । আমি ওকে নিয়ে এসেছি।'

এক বোনের স্নেহ তার সব ভয় দূর করে দিল । তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল ও। আসেম ঘোড়ার পিঠে ওকে ধরে রেখেছিল । দরজা খুলে বিষন্ন কণ্ঠে বলল সামিরা ঃ 'আমার ভাইয়া!'

ঃ 'ভয়ের কিছুই নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসবে। কাউকে ডেকে নিয়ে আসুন।'

ঃ ' এখনতো কেউ নেই । আপনি একে ভেতরে নিয়ে আসুন।'

আসেম ভেতরে ঢুকল । ঘরের কাছে ঘোড়া থামিয়ে বললঃ 'ওকে একটু ধরুন।' সামিরা দু'হাতে ওমরকে ধরল। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল আসেম । ওমরকে কাঁধে তুলে বললঃ 'ওর জন্যবিছানাপেতেদিন।'

দৌড়ে ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি বিছানায় চাদর পেতে দিল সামিরা। আসেম ঘরে ঢুকে ওমরকে আস্তে করে শুইয়ে দিল। তারের রক্ত মাখা পোশাক দেখে কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সামিরা। এরপর আসেমের দিকে ফিরে বললঃ 'কে ওকে আহত করেছে? ভাইয়াকে আপনি কোথেকে নিয়ে এসেছেন? আপনি কে? ভাইয়ার জ্ঞান ফিরবে কখন?' এক নিঃশ্বাসে এতগুলো

প্রশ্ন করে সামিরা ওমরের বাহু ধরে ঝাকুনি দিতে দিতে ডাকল ঃ 'ভাইয়া .....ভাইয়া ...। আসেম তাকে শান্তনা দিয়ে বললঃ ' ভয়ের কিছু নেই । এক্ষুণি আপনার ভায়ের জ্ঞান ফিরে আসবে।' অতি কষ্টে উথলে উঠা কান্নার আবেগ দমন করল সামিরা। বললঃ 'আপনি কি নিশ্চিত, আমার ভাই সেরে উঠবেন?'

ঃ'হ্যাঁ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও সেরে উঠবে।'

ঘরের এক কোণা থেকে সামিরা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এল। চেয়ারটা ওমরের বিছানায় পাশে রেখে বললঃ 'আপনি বসুন।' বসল আসেম। খানিক চুপ থেকে বললঃ 'ওর ক্ষত থেকে এখনো রক্ত ঝরছে, ব্যান্ডেজ বাঁধার জন্য পরিষ্কার কাপড় নিয়ে আসুন।'

সামিরা পাশের রুম থেকে একটা চাদর নিয়ে এল। চাদরটা দুভাগ করে একভাগ আসেমের হাতে দিল। আরেক অংশ ছিড়বে, আসেম বললঃ 'এতেই চলবে। কাপড়টা নষ্ট করার দরকার নেই।' আসেম পুরনো ব্যান্ডেজ খুলে ফেলল। রক্ত মুছে দিল ন্যাকড়া দিয়ে। ঃ 'ক্ষতস্থানে সেকা দেয়ার দরকার হলে আগুন জ্বেলে দিই।' বলল সামিরা।

ঃ 'না, জখম ততো গভীর নয়। শুধু চামড়াটাই কেটেছে।'

ঃ 'তাহলে আমি রক্ত বন্ধ হওয়ার ওষুধ বের করি।' আলমারী থেকে একটা ব্যাগ বের করল সামিরা। ব্যাগ থেকে শিশি বের করে ক্ষত স্থানে ওষুধ ঢেলে দিল ও। নতুন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলআসেম।

ধীরে ধীরে কাতরাতে কাতরাতে ওমর একটা গভীর শ্বাস টেনে ক্ষীণ কণ্ঠে পানি চাইল। পানি নিয়ে এল সামিরা। আসেম ওমরের ঘাড়ের নীচে হাত দিয়ে তাকে বসাল। সামিরা গ্লাস তুলে ধরল তার মুখে। কয়েক ঢোক পান করে চোখ খুলল ওমর। আসেম আবার আলতো ভাবে তার মাথা বালিশে রেখে দিল। ওমর অনেকক্ষণ আসেমের দিকে তাকিয়ে রইল। এক সময় সে দৃষ্টি ঘুরে গেল ছাদ এবং দেয়ালে। অবশেষে তার নজর সামিরার উপর গিয়ে স্থির হয়ে রইল। ঠোঁটে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল সামিরা। কিন্তু চোখ দুটো তার অশ্রুতে ভরে উঠল।

ঃ 'ভাইয়া, ভাইয়া আমি এই মাত্র আপনার জন্য প্রার্থনা করছিলাম।' দুহাত প্রসারিত করল ওমর । সামিরা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকে। ঃ 'আববা কোথায়রে সামিরা?' সস্নেহে বোনের মাথায় হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করল ওমর।

ঃ'আপনাকে খুঁজতে [illegible]।'

ঃ 'ওতবা আর নোমান?

ঃ 'ওরাও গেছে আপনাকে খুঁজতে।' আবার বুজে এল ওমরের চোখ দুটো।

ঃ 'ভাইয়া, কোথায় গিয়েছিলেন? আপনি আমাদের বলেন নি কেন? আপনি চুরি করেছেন আমার বিশ্বাস হয়নি। শমুন আপনাকে মিথ্যে অপবাদ দিয়েছে, কিন্তু আপনি ছিলেন কোথায়? কথা বলছেন না কেন? ভাইয়া। আমার কাছে কিছু গোপন করার দরকার নেই। আপনি ইয়াসরিবের ইহুদীদের সব সম্পত্তি লুট করলেও আপনি আমার ভাই। চুরির কথা শুনে আববা খুব রেগে গিয়েছিলেন। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আববাকে আমি সামলাব।'

ওমর নিরুত্তর। মাথা তুলে চাইল সামিরা। আসেমের দিকে ফিরে বললঃ 'ভাইয়া আবার, সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছেন?'

ঃ 'তোমার ভাইয়ের বিশ্রামের প্রয়োজন। ঘরে দুধ আছে?'

ঃ 'আছে, আমি আনছি।' বেরিয়ে গেল সামিরা।

আসেম ভেবেছিল ওমরকে পৌছে দিয়েই ফিরে যাবে সে। আদী এবং তার পরিবারের লোকেরা তাঁর সাথে কি ব্যবহার করবে, এ নিয়ে সারা পথ ও অস্বস্তিতে ভুগছিল। শান্তির দিনগুলো শেষ না হলেও আওসের কারো পক্ষে বনু খাজরাজের সীমায় পা রাখা নিঃসন্দেহে অবাঞ্ছিত ঘটনা। ওমর অজ্ঞান না হলে হয়ত রাস্তা থেকেই সরে পড়ত ও। অজ্ঞান দেখে ভেবেছিল, ওমরকে তার পিতার হাতে তুলে দিয়ে ফটক থেকেই ফিরে যাবে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে –তুমি কে? কোন জবাব না দিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে সে। ওমরকে আহত দেখলে ওরা হয়ত তার দিকে দৃষ্টি দেয়ার সময় পাবেনা, কিন্তু এখন ও অসংকোচে শত্রুর ঘরেই বসে আছে। তার মধ্যে নেই কোন উৎকণ্ঠা বা লজ্জা। এ এক স্বপ্ন। অবিশ্বাস্য স্বপ্ন। সামিরাকে দেখার পর থেকে ওর তিক্ত উৎকণ্ঠা দৃষ্টির আড়াল হয়ে যাচ্ছিল। সামিরার চেহারায় যেন লেপ্টে রয়েছে এমন এক সুতীব্র আর্কষণ, যে আর্কষণ সহসাই মানুষের মনে জন্ম দেয় স্বপ্ন ও কল্পনার হাজারো প্রেম কানন। পয়দা করে মুহাববতের মোহন বাগান।

শত্রুর সাথে কঠোর ব্যবহার করার শিক্ষা পেয়েছিল আসেম। ওমরকে সাহায্য করার সময় বার বার তাঁর মনে হয়েছে সে নিজের কবিলার সাথে গাদ্দারী করছে। কিন্তু সামিরাকে দেখার পর তার সে ধারনাও পাল্টে যাচ্ছিল। সামিরার বিষন্ন চেহারায় দৃষ্টি পড়লে ওর মনে বেদনার ঢেউ উঠত। ওমরের জ্ঞান ফিরে আসার পর সামিরার চোখে ফুটে উঠেছিল মৃদু হাসির গোলাপ। আসেমের মনে হল সে গোলাপের স্নিগ্ধ সুবাস তার হৃদয়ের পরতে পরতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কি এক মিষ্টি অনুভূতিতে সম্মোহিত হয়ে পড়ছে সে। কিছু সময়ের জন্য ও ভুলে গেল সামিরা শত্রু কন্যা, একঘরে বসবাসের জন্য দুজনের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু সে বড় অল্প সময়। অতীতের অনুভূতিরা ওকে জাপটে ধরল। এ অনিশ্চিত জগৎ থেকে পালাতে চাইল ও। দুধের বাটি হাতে ঘরে ঢুকল সামিরা। ঃ 'আপনার ঘোড়া আস্তাবলে বেঁধে দানা পানি খেতে দিয়েছি। জিনও নামিয়ে ফেলেছি। দুধে মধু মেশানো আছে। ভাইয়া মধু খুব ভালবাসেন। আপনি তাকে তুলে দিন।'

আসেম ওমরকে ডাকল। চোখ না মেলেই সে বলল ঃ'আহ, বিরক্ত করনা। আমায় শুতে দাও।'

ঃ 'তোমার বোন দুধ নিয়ে এসেছে , একটু খেয়ে নাও।' আসেম তাকে বসিয়ে দিল।

চোখ খুলল ওমর। রাজ্যের জড়তা ওর চোখে মুখে । সামিরা দুধের বাটি এগিয়ে ধরল। কয়েক ঢোক পান করে আবার ও শুয়ে পড়ল।

ঃ 'ভাইয়া, আরো এক বাটি খেয়ে নিন।'

ঃ 'বললামতো আমায় বিরক্ত করোনা।' চোখ না খুলেই পাশ ফিরতে ফিরতে বলল ও। এক বাটি দুধ আসেমের দিকে বাড়িয়ে ধরল সামিরা। ঃ 'না,না আমার দরকার নেই।' আসেম বলল।

ঃ 'আপনি বুঝি দুধ পান করেন না।?' সামিরায় সহজ সরল কণ্ঠ।

ঃ 'পান করবো না কেন। তবে এখন মন চাইছেনা।'

ঃ 'আমি মানিনা। আমি ছোট থেকেই আব্বা এবং ভাইদের জন্য খাবার তৈরী করছি। আমার অভিজ্ঞতা হল, যে কোন বয়সের পুরুষই হোক, ক্ষুধা না থাকলে তা চেহারায় প্রকাশ পাবেই। আপনার চেহারা ডেকে ডেকে বলছে, আমায় কিছু খবার দাও।'

আসেম সামিরার দিকে তাকাল। ও মুচকি হেসে বললঃ 'এই নিন। খাবারও তৈরী। আমি নিয়ে আসছি।' সামিরার সে সপ্রতিভ চোখের দিকে তাকিয়ে আসেম আর না করতে পারলনা। সসংকোচে ওর হাত থেকে দুধের গ্লাস তুলে নিল। সামিরা তার ভায়ের পায়ের কাছে বসল।

দুধ পান করে গ্লাস ফিরিয়ে দিতে দিতে আসেম বলল ঃ 'ঘোড়ার জিন খোলার দরকার ছিলনা। আপনার ভাইকে পৌঁছানোর জন্যই আমি এখানে এসেছি। এবার আমি উঠতে চাই।' সামিরা আরেক গ্লাস দুধ আসেমের দিকে এগিয়ে ধরে বললঃ 'নিন, চেহারা বলছে আপনি খুব ক্লান্ত। হয়ত সারা রাত ঘুমান নি। পাশের রুমে বিছানা পেতে দিচ্ছি। ভাইয়ার দিকে খেয়াল দিতে গিয়ে আপনি যে আহত এব্যাপারটা আমার চোখেই পড়েনি, এজন্য সত্যি আমি লজ্জিত।'

ঃ 'আমি আহত নই।'

ঃ 'কিন্তু আপনার জামা যে রক্তে ভেজা।'

ঃ 'এগুলো আপনার ভায়ের রক্ত। সারা পথ তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে রাখতে হয়েছিল।'

ঃ 'যাক আপনি আহত হননি শুনে খুশি হলাম। এদুধ টুকু নিন।'

ঃ 'আর পারবনা। অনেক পান করেছি, এবার আমায় অনুমতি দিন?'

গ্লাস একপাশে রেখে সামিরা বললঃ 'কোন মেহমানকে মাঝরাতে আমাদের বাড়ী থেকে বিদায় দেইনা। তাছাড়া ভাইয়ার জীবন রক্ষাকারীতো আর সাধারন মেহমান নয়। আব্বার সাথে দেখা না করে গেলে তিনি আমার ওপর রাগ করবেন।'

ঃ 'আমি খুবই দুঃখিত। সত্যি আমি আর থাকতে পারছিনা।' উঠে দাড়াঁল আসেম।

ঃ'কেন?'

ঃ'আপনার ভাইজানেন।

ঃ 'যেতে চাইলে বাঁধা দেবনা।' সামিরার কণ্ঠে বিষন্নতা। 'কিন্তু এখনো আপনার পরিচয় দেননি। কোথেকে এসেছেন, যাবেন কোথায়? ভাইজানকে কোথায় পেলেন, তা-ও বলেননি।'

ঃ 'আমি এক পথহারা মুসাফির।'

মৃদু হাসল সামিরা।ঃ 'রাতের পথহারা মুসাফির কে ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ভাইয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারলে আপনাকে বাঁধা দিতাম না। ঘরে আমি একা। রাতে হয়ত আপনার সাহায্যের প্রয়োজন পড়তে পারে।'

ঃ 'আপনার ভায়ের এখন শুধু বিশ্রামের প্রয়োজন। কয়েক ঘন্টা ঘুমুতে পারলেই সুস্থ হয়ে উঠবে সে। আচ্ছা, একটা কথার জবাব দেবেন? শমুন আপনার ভায়ের বিরুদ্ধে কি রটিয়েছে?'

ঃ 'আপনি শমুনকে চেনেন?'

ঃ'হ্যাঁ।'

ঃ 'ভাইয়া নাকি চুরি করে পালিয়েছে।'

ঃ 'মিথ্যে কথা। আপনার ভাই চুরি করেনি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠল সামিরার চেহারা। ঃ 'আমারও বিশ্বাস ছিল শমুন মিথ্যে বলছে। কিন্তু ভাইয়া হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলেন?'

ঃ 'এখান থেকে দূরে সরিয়ে শমুন তাকে হত্যা করতে চাইছিল।'

ঃ 'আর আপনি তার জীবন বাঁচিয়েছেন?'

ঃ 'ঘটনাচক্রে আমি সে পথে আসছিলাম। হত্যাকারীরা আমায় দেখে পালিয়ে গেছে। কিন্তু এক অপরিচিত ব্যক্তি রাতে আপনার ভাইকে পৌছে দিয়ে গেছে একথা কাউকে বলবেননা।'

ঃ'কেন?'

ঃ 'আপনার ভাই তা বলতে পারবেন। ওর জ্ঞান ফিরলে বলবেন, পথে পাওয়া উট ঘোড়ার অর্ধেক সে পাবে। যখন চাইবে নিয়ে আসতে পারবে।'

আসেম দরজার দিকে পা বাড়াল। ঃ 'দাঁড়ন। আমিও আপনার সাথে আসছি।' প্রদীপ নিয়ে আসেমের সাথে হাঁটা দিল সামিরা। বড়সড় উঠানের একপাশে ছাপরা। ছাপরার নীচে তিনটে ঘোড়ার সাথে আসেমের ঘোড়া বাঁধা। আসেম ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগিয়ে পিঠে জিন বেঁধে দিল। সামিরা বললঃ 'আপনি কি দূরে কোথাও যাচ্ছেন? দুশমন আপনার পিছু নিয়ে থাকলে পালাবার দরকার নেই। আববাজান আপনাকে আশ্রয় দিতে পারবেন। আমাদের পুরো কবিলা আপনারসাহায্যকরবে।'

এ নিস্পাপ বালিকার সহজ সরল কথা গুলো আসেমের হৃদয়ের গভীরে অক্ষয় হয়ে গেঁথে রইল। ও প্রসংগ পাল্টানোর জন্য বলল ঃ'আপনার নাম কি সামিরা?'

ঃ 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি জানলেন কিভাবে?'

ঃ 'ওমর আপনাকে এ নামে ডেকেছিল।'

ঃ 'আমি আপনাকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভাইজান জ্ঞানশূন্য না হলে আপনাকে ভেতরে ডাকতামনা। কিন্তু এখন ....আপনাকে ভয় পাইনা।'

ঃ 'আগন্তুকের মুখ দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। আপনার শত্রুও তো হতে পারে।'

ঃ 'আপনি আমাদের শত্রু হলেও আমি ভয় পাবনা।'

বলগা হাতে নিয়ে আসেম ফটকের দিকে এগিয়ে চলল। সামিরা চলল আগে আগে। অকস্মাৎ বাতাসের ঝাপটায় নিভে গেল আলো। এক ঝাক অন্ধকার ঝাপিয়ে পড়ল উঠোনে। অন্ধকারের মধ্যেই দু'জন ফটক পর্যন্ত পৌছল। কয়েক লহমা পূর্বেও এ বাড়ী থেকে পালাতে চাইছিল আসেম। কিন্তু এখন ও দাঁড়িয়ে রইল মোহগ্রস্থের মত। সামিরা বলল ঃ 'জানিনা কি আপনার অপারগতা। কোথেকে এসেছেন ? যাচ্ছেনইবা কোথায়? উপকারের কোন প্রতিদান দিতে পারলামনা বলে আমাদের ঘরের সবাই আফসোস করবে। আপনি কি আর আসবেননা?'

ঃনা।'

ঃ'কেন?'

ঃ 'সব প্রশ্নের জবাব দেয়া সহজ নয়।'

ঃ 'তাহলে আর কোন প্রশ্ন করবনা। শুধু বলব, আমরা অকৃতজ্ঞ নই। আমাদের ঘরের দরোজা চিরদিন আপনার জন্য খোলা থাকবে।'

এক অব্যক্ত বেদনায় আসেমের হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছিল। ও বিষন্ন কণ্ঠে বলল ঃ 'সামিরা, যাবার পূর্বে তোমার উৎকণ্ঠা দূর করতে চাই। আশা করব একথা কেবল তোমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সামিরা, আমি আওস কবিলার সন্তান। তোমাদের আর আমাদের মাঝে রয়েছে এক সাগর রক্ত— এক অগ্নিময় পর্বত। তুমি বলেছিলে, আঁধার রাতের মুসাফিরকে ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু আমরা এমন ভয়ংকর রাতের মুসাফির, আমাদের জীবনেও হয়ত এ রাত নিঃশেষ হবেনা।'

সামিরা অনেক্ষন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। অবশেষে বেদনা বিধুর কণ্ঠে বলল ঃ 'আসুন।'

আসেম ভারী ভারী পা ফেলে বেরিয়ে গেল। ফটকের বাইরে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। তার মনে হল, পা দুটো যেন সেধিয়ে গেছে বালুর গভীরে। কিছুতেই আর তুলতে পারছেনা। উঠোনের দিকে দৃষ্টি ছুঁড়ল আসেম। সামিরা তেমনি নিশ্চল দাঁড়িয়ে। রেকাবে পা রাখল আসেম। সামিরা কাঁপা আওয়াজে বললঃ 'দাঁড়ান।' ও থেমে গেল। কয়েক পা এগোল সামিরা। সংকোচের দেয়াল যেন আটকে দিল তার পথ। থমকে দাঁড়াল ও। আবার এগোল–আবার থামল। তারপর এক ছুটে পৌছে গেল তার কাছে। বললঃ 'জানতে চাইনা আপনি কে? কিন্তু ভাইজানকে সাহায্য করার কারণে আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি আওস কবিলার লোক হয়ে থাকলে আমাদেরকে আরো গভীর ভাবে কৃতজ্ঞতার জালে জড়িয়ে ফেলেছেন।'

ঃ 'এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আমরা আর কোন দিন একে অপরকে দেখবনা। আপনার সান্নিধ্যের এই কয়েকটা মুহূর্তের কথা আমি কখনো ভুলবনা। বলতে লজ্জা নেই, আমি সোহেলের সন্তান আর আপনি আদীর মেয়ে না হলে আপনার চোখের ইশারাকেই আমি আমার জিন্দেগীর একমাত্র সম্বল মনে করতাম।'

ঃ 'আদীর মেয়ে হওয়াতে আমি গর্বিতা। কিন্তু আজকের পর থেকে কোন দিন আপনাকে ঘৃণা করতে পারবনা। চলুন আপনাকে বাগান পার করে দিই।'

ওরা হাঁটা দিল। আসেম বলল ঃ'আমি সোহেলের সন্তান জেনেও আপনার ভয় করছেনা?'

ঃ 'না।' আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ বাগানে যদি আমি আক্রান্তও হই, আপনি আমার হিফাজত করবেন। হায়, আপনার চেহারা যদি ভয় করার মত হত।'

বাগান পেরিয়ে এল ওরা। আসেম বললঃ 'শান্তির দিনগুলো প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। এরপরই আওস এবং খাজরাজ নিজদের তলোয়ারে শান দিতে থাকবে।'

ঃ 'শান্তির দিন শেষ হয়ে গেলে তলোয়ারে শান দিতে আপনাকে আমি নিষেধ করবনা। আওস এবং খাজরাজ তো নিজদের ভাগ্য বদলাতে পারবেনা। তবে, আপনি আমার দুশমন বার বার একথা মনে করিয়ে দেয়ার দরকার নেই।'

ঃ 'বার বার কেন বলি সে কথা হয়ত তুমি জাননা। আমি বুঝতে পারছি, এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে, আমরা এক বিপদজনক মঞ্জিল পার হয়ে এসেছি। কুদরত যদি আমার সাথে উপহাস করে থাকেন, তাকে পরিনতিতে পৌছানোর চেষ্টা করা তোমার উচিৎ হবেনা। যাও সামিরা।

তুমি যখন গভীরভাবে ভাববে, এর সবই তোমার কাছে ঠাট্টা মনে হবে। আমার এ দুঃসাহস দেখে তুমি হাসবে। কিন্তু আমি হয়ত হাসতেও পারবনা।'

কিন্তু সামিরা এক চুলও নড়লনা। ও ঠায় দাঁড়িয়ে আসেমের দিকে তাকিয়ে রইল। নিকষ আঁধারেও আসেম দেখতে পাচ্ছিল ওর ঝলমলে চোখ দুটো।

ঃ 'সোহেলের সন্তান হয়েও আপনি আমীর মেয়েকে ঘৃণা করেন না?'

ঃ 'সোহেলের পুত্র হলেও আমি একজন মানুষ। কোন মানুষ তোমায় ঘৃণা করতে পারেনা। কিন্তু আমি ঘৃণা করলেই কি না করলেই কি? আমাদের দুজনার দুটো পথ। আজকের পর থেকে আমরা কেউ কাউকে দেখবনা। আমাদের মায়ের খুনের দরিয়া প্রতিদিন গভীর থেকে গভীরতরই হতে থাকবে।'

ঃ 'মানুষ কখনো কখনো শত্রুকে দেখার জন্যও উদগ্রীব থাকে।'

ঃ'হ্যাঁ।'

ঃ 'তবে কি আমায় দেখার জন্যও আপনার মন কোনদিন আনচান করবেনা?'

ঃ 'একে যদি তোমার বিজয় মনে কর তবুও বলব, তোমায় দেখার জন্য আমার মন চিরদিন আকুলি বিকুলি করবে। আমার তলোয়ার যখন তোমার ভাইদের খুনে রঙীন হয়ে উঠবে, তখনো তোমার ছবি আমার হৃদয়ে সন্ধ্যা তারার মত উজ্জল হয়ে জ্বলবে।'

ঃ ' তোমার তরবারীর সাথে আমার ভাইদের তরবারীর সংঘর্ষ হবেনা' ।

ঃ 'আমি বুযদীল অথবা বিশ্বাসঘাতক নই।'

ঃ 'তুমি ভীরু ও কাপুরুষ হলে আমার ভাইকে এখানে নিয়ে আসতেনা। তুমি এসেছ এক নদী রক্ত আর অগ্নিময় পর্বত পেরিয়ে। তার জন্য প্রয়োজন পৌরুষদীপ্ত সাহসিকতা। কাল কি ভাবব জানিনা। তবে এক বাহাদুর দুশমনকে আরেকবার দেখার জন্য হামেশা উদগ্রীব থাকবে আমার মন।' খেজুর বাগানের বাইরে এক পর্বতের দিকে ইংগিত করে সামিরা বললঃ 'দেখো, ওই পর্বত চূড়ায় ভেসে উঠেছে আলো ঝলমলে সিতারা। প্রতিটি জোৎস্না ধোয়া রাতে, এ নক্ষত্র যখন ভেসে উঠবে পর্বতের কোলে, তখন তোমার পথ চেয়ে একাকী বসে থাকবে এ নারী। ঘৃণার সাগর পাড়ি দিতে পারলে তুমি এসো।'

ঃ 'যদি আগামী মাস পর্যন্ত বেঁচে থাকি, আর এক সুন্দরী দুশমনকে দেখার ইচ্ছে উবে না যায়, তবে নিশ্চয়ই আসব। কিন্তু এর পরিনতি কি হবে?'

ঃ 'জানিনা। আমি মানাত, ওজ্জা এবং হোবলের কাছে প্রার্থনা করব যেন তোমাকে ভুলে যেতে পারি। কিন্তু তুমি অবশ্যই আসবে। হয়ত আমার প্রার্থনা কবুল না-ও হতে পারে।'

আসেম ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। কতক্ষন নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল সামিরার দিকে। এরপর বললঃ 'মানাত আর ওজ্জার কাছে কি প্রার্থনা করব জানিনা। তবে এতটুকু বলতে পারি, এদিকে না আসতে পারলেও এপথ কখনো ভুলবনা।'

ঃ 'এখনো আপনার নাম জিজ্ঞেস করিনি।'

ঃ 'আমার নাম আসেম বিন সোহেল। কিন্তু কাউকে আমার কথা না বললেই ভালো করবে।'

ঃ কথা দিলাম, ওই ঝলমলে তারার কাছে ছাড়া আপনার কথা আর কারো কাছে বলবনা।'

ঃ 'তারাদের ভাবা থাকলে ওরা বলত, সামিরা, আসেম তোমার পিতা, ভাই এবং কবিলার দুশমন। এজন্য ওকে ঘৃণা করা উচিৎ।'

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল আসেম। ধীর পায়ে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল সামিরা। পথে ও বার বার বলছিলঃ 'হায়, তুমি যদি সোহেলের সন্তান না হতে। যদি না আসতে এখানে।'

আসেম বাড়ীর কাছে পৌঁছল। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ওবায়েদ। ঃ 'আপনি অনেক দেরী করে ফেলছেন।' এগিয়ে বাগা তুলে নিতে নিতে বলল ও। আসেম ঘোড়া থেকে নেমে বললঃ 'তুমি বিশ্রাম করলেই পারতে।'

ঃ 'কিভাবে বিশ্রাম করব।' অনুযোগ ঝরে পড়ল ওবায়েদের কণ্ঠে। 'আপনার চাচা আকাশ মাথায় তুলে নিয়েছেন। এ পর্যন্ত আমায় তিনবার গালাগালি করেছেন।'

ঃ 'তাকে তো আবার কিছু বলে দাওনি?'

ঃ 'না। আমি বলেছি একটা ঘোড়া পালিয়ে গেছে, আর আপনি তাকে খুঁজতে গেছেন। তাড়াতাড়ি ভেতরে আসুন। তিনি আপনার জন্য পেরেশান।'

আসেম দ্রুতপায়ে বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করল। তার পায়ের শব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সালেম। ছুটে এসে ও আসেমকে জড়িয়ে ধরল। ঃ 'আব্বা আব্বা, আসেম ভাইয়া এসেছেন।' সালেম তার পিতাকে ডেকে ডেকে বলল।

হিবরো এবং তার স্ত্রী লায়লা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সালেমকে একদিকে সরিয়ে ঝুঁকে চাচাকে সালাম করল আসেম। হিবরো আসেমকে বুকে টেনে নিলেন।

ঃ 'আসেম। তুমি আমাদের পেরেশান করেছ।' হিবরোর কণ্ঠে অনুযোগ। 'আরেকটু দেরী হলেই আমি তোমার তালাশে বেরিয়ে পড়তাম। সে ঘোড়াটা পেয়েছ?'

ঃ 'হঠাৎ কোন দিকে যে পালিয়ে গেল খুঁজেই পেলামনা।'

ঃ 'এমন সফল সফরের পর একটা ঘোড়া নিয়ে এত চিন্তার কি আছে। ভেতরে চলো।'

ঃ 'সাঈদা কোথায়?'

ঃ 'ওই তো দাঁড়িয়ে আছে।' দরজার দিকে ইঙ্গিত করল লায়লা।

ঃ 'ভাইয়া। আপনি দেরী করে এসেছেন এজন্য সাঈদা আপনার সাথে রাগ করেছে।'

আসেম এগিয়ে সাঈদাকে কাছে টেনে নিল। ওর থুতনি ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে বললঃ 'আমার সাথে কথা না বললে এখুনি ফিরে যাব।' ফিক করে হেসে ও বললঃ 'না ভাইয়া। সালেম মিথ্যে বলেছে।'

ঘরে প্রবেশ করল ওরা। আসেম চাটাইর উপর বসতে বসতে বললঃ 'সাঈদা। তোমার জন্য আর চাচী আমার জন্য দামেস্ক থেকে কাপড় এবং জেরুজালেম থেকে আংটি নিয়ে এসেছি।'

ঃ 'সাইদা। তোমার ভাইয়ার জন্য খাবার নিয়ে এসো।' লায়লা বলল।

সাঈদা পাশের কামরায় চলে গেল। হিবরো বললঃ 'এ সফল সফরের জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি। তরবারী গুলো খুবই উৎকৃষ্ট। শুধু কাপড় বিক্রি করেই আমরা শমুনের সমস্ত ঋণ শোধ দিতে পারব। কিন্তু এ ঘোড়া আর উট কোথায় পেলে?'

'এরা ঘোরাঘুরি করছিল। কয়েকদিনের মধ্যে কোন দাবীদার না এলে এগুলো আমাদের

: 'মূল্যবান পশু কেউ অকারনে পথে ছেড়ে দেয়না। আমার কাছে কিছু লুকাচ্ছনা তো?'

: 'না চাচাজী।' উৎকণ্ঠা গোপন করে আসেম জবাব দিল।

: 'কবিলার সবাই তরবারী নিতে চাইবে। কিন্তু যারা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেবে আমরা শুধু তাদেরকেই তরবারী দেব।'

: 'আমার দায়িত্ব ছিল তরবারী আনা। এবার কে পাবে কে পাবেনা, সে আপনি ভাল বোঝেন।'

: 'নিরাপত্তার দিনগুলো শেষ হলে তোমায় খুব সতর্ক হয়ে চলতে হবে। তোমার এ সফলতায় বনু খাজরাজ হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরবে।'

: 'আপনি ভাববেননা চাচাজান। আত্মরক্ষার সামর্থ আমার আছে।'

সাঈদা খাবার নিয়ে এল। হিব্রো বলল: 'তুমি খেয়েই ঘুমিয়ে পড়। সকালে নিশ্চিন্তে কথা বলা যাবে।' আসমে প্রশ্ন করল : 'ওবায়েদ খেয়েছে?'

: 'হ্যাঁ।'—হিব্রোর জবাব।

রাতের শেষ প্রহর। চাকরের ডাকে শমুন জেগে উঠল। দরজা খুলে দিতেই চাকরটি বলল : 'দাউদ ফিরে এসেছেন। এখুনি দেখা করতে চাইছেন আপনার সাথে।'

চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে এল শমুন। চোখ কচলে মেহমান খানায় প্রবেশ ক[illegible] দেখল দাউদ বসে আছে। শমুন বলল: 'কি ব্যাপার। ফিরে এলে কেন?'

: 'পথে কে যেন অকস্মাৎ আমাদের উপর আক্রমন করেছিল।'

: 'ওমরের কি হল?'

: 'তাকে আধমরা করে ফেলেছিলাম। কিন্তু বেঁচে আছে কি মরে গেছে তা নিশ্চিত করে বলতে পারছিনা। আমাদের উপর আক্রমন করা হয়েছিল খুবই আচমকা। দুটো উট এবং পাঁচটি ঘোড়া রেখে আমরা পালিয়ে এসেছি।'

: 'বেদুইন হবে হয়ত।'

: 'না। ওরা ইয়াসরিবের পথ ধরে ছিল। আমরা ওদের পায়ের চিহ্ন দেখেছি। পথে রাত না নামলে হয়ত ডাকাতদের বাড়ী পর্যন্ত অনুসরন করতে পারতাম। আমার মনে হয় ওরা এখান থেকেই আমাদের পিছু নিয়েছিল।'

: 'আমার কিছু বুঝে আসছেনা।' শমুনের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা। 'পুরো ঘটনা খুলে বল।'

: 'গতরাতে আমরা ওমরের হাত পা বেঁধে পিটাচ্ছিলাম। আচম্বিত ডাকাতরা আক্রমন করল। তীর লেগে আমার চাকর আহত হয়েছে। পালাতে বাধ্য হলাম আমরা। ডাকাত কে, ওরা কতজন, অন্ধকারে তা আঁচ করতে পারিনি। আমরা ওখান থেকে সাত ক্রোশ দূরে এক বেদুইন পল্লীতে পৌঁছলাম। বেদুইন সর্দার আমার পরিচিত ছিল। আহত চাকরকে রেখে অন্য বিশেক লোক নিয়ে আমরা আগের জায়গায় ফিরে গেলাম। তখন উট ঘোড়া কিছু ছিলনা। বাকী রাত আশপাশে খোঁজ করলাম। ভোরে ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন ধরে ইয়াসরিবের পথ ধরলাম। বেদুইনরা সারাদিন আমাদের সংগে ছিল। কিন্তু সূর্যাস্তের সময় বলল, ডাকাত ইয়াসরিবের অধিবাসী হলে আমাদের কিছুই করার নেই। ওরা ফিরে গেল। চাকরদের খোঁজাখুঁজিতে রেখে আমি আপনার

কাছে এসেছি। সকাল পর্যন্ত কোন সন্ধান পেলে মাল ছাড়ানোর জন্য আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হতেপারে।'

ঃ 'কিন্তু ওমরের কি হবে?'

ঃ 'আমি জানিনা। আমরা ওখানে আগুন জ্বেলেছিলাম। কিন্তু বেদুইনদের নিয়ে ফিরে গিয়ে দেখেছিআগুননিভেগেছে।'

শমুন ক্রুদ্ধ স্বরে বললঃ 'তুমি শুধু নিজের উট ঘোড়ার চিন্তাই করছ। কিন্তু একবারও ভেবেছ, খাজরাজের সব উট ঘোড়ার চাইতে ওমরের সমস্যা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ও বেঁচে থাকলে সমগ্র ইয়াসরিবে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে।'

ঃ 'রাতে ওকে কোথাও খুঁজিনি তা সত্য, তবে আমরা ফিরে গিয়ে ওমরকে পাইনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও মরে গেছে।'

ঃ 'তোমরা নাকি তার হাত পা বেঁধেছিলে। তবে কি মরার পর রশি খুলে পালিয়ে গেছে?'

ঃ 'ডাকাতরা কোথাও হয়ত পুঁতে রেখেছে।'

ঃ 'বেওয়ারিশ লাশের সৎকার করার মত ডাকাতের কথা আমি আজ পর্যন্ত শুনিনি। ও বেঁচে আছে। ডাকাতরা ওকে সাথে করে ইয়াসরিব নিয়ে এসেছে। তাই যদি হয় তবে ভোর নাগাদ বনু খাজরাজের হাজার হাজার লোক আমার বাড়ীর সামনে জমায়েত হয়ে যাবে। তখন তোমার উট ঘোড়ার সমস্যা কোন সমস্যাই থাকবেনা। তুমি এত বেওকুব! আহমক, পালানোর পূর্বে হাত পা বাঁধা একটা লোককে শেষও করতে পারলেনা।'।

ঃ 'আমায় গালাগালি করলে যদি আপনার কোন উপকার হয় তবে আমি কিছুই বলবনা। এমনকি হতে পারেনা যে, ডাকাতরা তার বাঁধন খুলে দিয়েছে। আশপাশের কোথাও পালিয়ে এখন মৃত্যুর প্রহর গুনছে।'

ঃ 'আরে ধ্যাৎ । তুমি শুধু বলতে পারো এক বেওকুফ আত্মীয়ের উপর নির্ভর করে আমি ভুল করেছি। তুমি বস। আমি এখুনি আসছি।'

শমুন বেরিয়ে গেল। খানিক পর ফিরে এসে বসল দাউদের পাশে।

ঃ 'আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?'

ঃ 'ওমরদের বাড়ীতে এক চাকরকে পাঠিয়েছি । ডাকাতরা তার সাথে এলে ওর এখন বাড়ী থাকার কথা। যদি বাড়ী না এসে থাকে তবে তোমাকে এখুনি গিয়ে তাকে খুঁজতে হবে। কোথাও জীবিত পেলে তাকে হত্যা করাই হবে তোমার প্রথম কাজ।'

ঃ 'ওকে নিয়ে এত উৎকণ্ঠিত হওয়ার কোন কারণ নেই। ও বেঁচে থাকলেই শুধু আমাদের বিড়ম্বনার কারণ হতে পারে। আমি নিজের পক্ষে সাফাই পেশ করে বলব, ডাকাতদের মোকাবেলা করে ও আহত হয়েছে। যখন বলব আমার চাকরও আহত, তখন কেউ অবিশ্বাস করতেপারবেনা।'

বিরক্ত হয়ে শমুন বললঃ 'কিন্তু ওমর যখন বলবে তোমরা তাকে হত্যার চেষ্টা করেছ তখন ইয়াসরিববাসী তোমার কথা শুনবে কেন?'

ঃ 'ইয়াসরিবের ইহুদীরা সমর্থন করলে বনু খাজরাজ আমায় অবিশ্বাস করার সাহস পাবেনা।'

ঃ 'আদীকে কি বলব? তাকে বলেছিলাম ওমর দু'শ স্বর্ণ মুদ্রা চুরি করে পালিয়েছে।'

ঃ 'আমি আপনার পক্ষে সাক্ষী দেব। বলব, ডাকাতরা ওমরের কাছে দু'শ স্বর্ণ মুদ্রা পেয়েছে। এ টাকা সে কোথায় পেয়েছে জানিনা।'

শমুন কিছুক্ষন ভেবে বললঃ 'ওমর তোমাদের সাথে সফর করেছে, একথা স্বীকার করার দরকার নেই। বরং তোমরা বলবে, কতক্ষন ডাকাতের মোকাবিলা করে তোমরা পালিয়ে এসেছ। রাতের আঁধারে ডাকাতকে দেখা যায়নি। এরপর ওমর আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বললে বলব, চুরির অপবাদ লুকানোর জন্য ও আমাদের বিরুদ্ধে বদনাম করছে। ঘোড়া যদি তাদের বাড়ীতেই পাওয়া যায় তবে আর যাবে কোথায়। লোকদের বলব, ওমর ডাকাতদের সাথে ছিল। কিন্তু এসব পরের কথা। এখনকার কাজ হল ও বেঁচে আছে কিনা তা জানতে হবে।'

ঃ 'খোদার কসম, আরবের কোন মানুষ আপনার বুদ্ধির ধারে কাছেও যেতে পারবেনা। তারেস এবং কাবের পরিবর্তে আপনি সব ইহুদীর নেতা হওয়ার উপযুক্ত।'

পুব আকাশ ফিকে হয়ে উঠেছে। বিছানায় শুয়ে আছে ওমর। নোমান এবং সামিরা তার পায়ের কাছে। আদী এবং ওতবা পাশেই এক বেঞ্চে বসা। আদী বললঃ 'ওমর, আমার দৃঢ় বিশ্বাস শমুন তোমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। মৃত্যু পর্যন্ত তাকে আমি ক্ষমা করবনা। কিন্তু যে তোমায় এখানে পৌছে দিয়ে গেছে, কে সে ? তুমি যদি তার পরিচয়টা জেনে নিতে! চিরদিন আমরা তার কৃতজ্ঞতা পাশে বন্দী হয়ে রইলাম।'

ঃ 'আব্বা, রাতের আঁধারে আমি হামলাকারীদের চিনতে পারিনি। এর পর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান যখন ফিরল তখন আমি অনেক দূরের এক বস্তিতে পড়েছিলাম। হয়ত ওরা বিশেষ কোন কারণে আমাদের বাড়ী পর্যন্ত আসেনি। তবুও আমার বিশ্বাস, একদিন না একদিন সে আপনার [illegible] আস[illegible]

ঃ 'সে আমাদের কোন দুশমনওতো হতে পারে।' সামিরা বলল।

আদী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললঃ 'ওমরের জীবন রক্ষাকারী আমাদের দুশমন হতে পারেনা।'

ঃ 'আব্বাজান' আমি বেঁচে আছি শমুনের কাছে এখনো হয়তো এ সংবাদ পৌছেনি । আপনি কাউকে আমার কথা বলবেননা। তাহলে আর হয়ত আমায় চোর প্রমাণ করার চেষ্ট করবেনা। ওকে কদিন চুপ রেখে পরে ইচ্ছেমত অপমানিত করতে পারব। আমি বলতে পারি, আমার মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হলে সে অবশ্যই নীরব থাকবে।'

ঃ 'তুমি আর কাউকে বলনিতো?'

ঃ 'না। তবে আমাদের চাকররা হয়ত গোপন করতে পারবেনা।'

ঃ 'আমি ওদের নিষেধ করে দেব।'

হঠাৎ চমকে উঠল নোমান। ঃ' মনে হয় কেউ ফটকের কড়া নাড়ছে।'

ঃ 'দেখ গিয়ে । চাকরগুলো সারা রাত ঘুমুতে পারেনি। এখন হয়ত ঘুমিয়ে আছে।'

ঃ 'দাড়াঁও নোমান।' ওমর বলল, 'শমুন হয়ত আমার খোঁজে লোক পাঠিয়েছে। আমিই যাচ্ছি।' বলে আদী বেরিয়ে গেল। উঠান পার হয়ে ফটকের ফাঁকে উকি দিয়ে দেখল শমুনের চাক-

দাড়িয়ে আছে। ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল আদীর চেহারা। চাকরটি বললঃ 'অনেকক্ষণ থেকে আপনার চাকরকে ডাকা ডাকি করছিলাম।'

ঃ 'ওরা খুব ক্লান্ত, আমরা রাতভর ওমরকে খুঁজেছি।'

ঃ 'মুনীব খুব চিন্তা করছেন। তার কোন খোঁজ পেলেন কিনা এজন্য আমায় পাঠিয়েছেন।'

ঃ 'তোমার মুনীবকে গিয়ে বলবে, আমরা আবার তার খোঁজে যাচ্ছি। তাকে না পেলেও কড়ায় গন্ডায় তার ঋণ শোধ দিয়ে দেব।' শমুনের চাকর ফিরে গেল।

বড়সড় কামরা। দাউদের সাথে নাস্তা করছিল শমুন। দাউদের তিনজন চাকর হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করল। ঃ 'জনাব, আওসের এক ব্যক্তির বাড়ীতে আমাদের ঘোড়া এবং উট দেখেছি।' তিনজনের একজন বলল। শমুন ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করল ঃ 'কার বাড়ীতে?'

ঃ 'যে ছেলেটা আপনার কাছে ছিল তার চাচা হিবরোর বাড়ীতে।'

ঃ 'অসম্ভব। হিবরো ডাকাত নয়। তাছাড়া তার একটা হাত নেই।'

ঃ 'তার পাড়া প্রতিবেশীর কাছে শুনলাম, তার যে ভাতিজা সিরিয়া গিয়েছিল সে ফিরে এসেছে। অনেক জিনিষ পত্র সাথে এনেছে।'

ঃ 'হ্যাঁ। আমরা নিজের চোখে দেখেছি। ওমর যে ঘোড়ায় ছিল সেটাও ওখানে রয়েছে।'

ঃ 'তবে আর কোন চিন্তা নেই। হিবরোর ভাতিজাকে আমি চিনি। বনু খাজরাজের কোন যুবককে হত্যা করার সুযোগ ও হাতছাড়া করবেনা। বিশেষ করে আদীর ছেলেকে। এবার তোমরা বলতে পার যে ওমর তোমাদের সংগে ছিল। আসেম কাফেলা আক্রমন করে তাকে হত্যা করেছে। লাশের ব্যাপারে এবার আমাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। তার আত্মীয় স্বজনরা গিয়েই খুঁজে নেবে। শান্তির দিনে আওস খাজরাজের লোকদের হত্যা করেছে এখবর সমস্ত ইয়াসরিবে ছড়িয়ে পড়বে। এখন থেকে বারোমাস ওদের তলোয়ারের ঝংকার শোনা যাবে। ইয়াসরিববাসী ভুলে যাবে কোরাইশদের যুদ্ধের কাহিনী।'

ঃ 'আসেম ওমরকে হত্যা করেছে তা কি লোকজন বিশ্বাস করবে?'

ঃ 'তোমার বুদ্ধি খুব মোটা। ওমর তোমাদের সাথে ছিল উট ঘোড়াই তার প্রমান। ওমর নেই তার পিতার জন্য এ-ই যথেষ্ঠ। আসেম হয়ত ভেবেছে ওমরকে পিটানোর পর তোমরা ভয়ে পিছন ফিরে চাইবেনা। কিন্তু বোকাটা ভাবেনি হত্যার দায় দায়িত্ব তার উপর চাপিয়ে দেয়া কত সহজ। আমি আশ্চর্য হচ্ছি, আসেম ওমরের ঘোড়া নিয়ে এল কেন? তার মানে মরমর অবস্থায় আসেম তার বাঁধন খুলে দিয়েছিল। হয়ত ওমরকে চিনতে পারেনি। তোমরা তাড়াতাড়ি ওখানে গিয়ে দেখ। ওমরকে জীবিত পেলেই হত্যা করবে। তার লাশের হিফাজতের জন্য তোমার চাকরদের রেখে আসবে। আসেমের বাড়ীতে ওমরের ঘোড়া এবং খায়বরের পথে তার লাশ দেখলে আসেমই যে হত্যাকারী কেউ আর এ ব্যাপারে সন্দেহ করবেনা।'

ঃ 'কিন্তু ঘোড়াতো ওমরের নয়। বরং আপনি দিয়েছিলেন।'

ঃ 'ঐ একই হল। আমাদের শুধু প্রমাণ করতে হবে এ ঘোড়ায় চড়েই ওমর তোমাদের সাথে গিয়েছিল। সময় নষ্ট করোনা। তোমার না ফেরা পর্যন্ত আমি কোন পদক্ষেপ নেবনা। আস্তাবলে তাজা ঘোড়া আছে। আমাদের ছেলেদেরও তোমার সাথে পাঠাব।'

ঃ 'বিশ্বাস করুন, আমি দারুন ক্লান্ত।'

ঃ 'বিশ্রামের চাইতে এ কাজ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যাও দেরী করোনা।'

মন খারাপ করে উঠে দাঁড়াল দাউদ। একটু পর ও ইয়াসরিবের খেজুর বাগান থেকে বেরিয়ে আসছিল। সাথে শমুনের তিন ছেলে এবং তার নিজস্ব চাকর। তিনদিন পর। বাড়ীতে চাটাইর উপর বসেছিল ওমর। আদী ভেতরে ঢুকতেই ওমর উঠে দাঁড়াল।

ঃ 'বসো। আজ তোমার শরীর কেমন?'

ঃ 'সম্পূর্ন সুস্থ। মাথার ব্যথাও কমে গেছে।'

দুজন চাটাইতে বসে পড়ল। আদী বললঃ 'এবার তোমার লুকিয়ে থাকার দরকার নেই। এইমাত্র শমুনের সাথে দেখা করে এলাম। তার দৃষ্টি এখন অন্যদিকে। কে নাকি খায়বরের এক ইহুদীর উট ঘোড়া ছিনিয়ে নিয়েছে। আমাদের এক শত্রুর ঘরে পাওয়া গেছে সে মাল। এ জন্য ইহুদীরা খুব ক্রুদ্ধ। আমার বিশ্বাস এখন থেকে ইহুদীরা সরাসরি বনু আওসের বিরুদ্ধে আমাদের সহযোগিতা শুরু করবে।'

ঃ 'উট ঘোড়া কোথায় পাওয়া গেছে?'

ঃ 'হিবরোর ঘরে। তার যে ভাতিজা তোমার সাথে শমুনের কাছে ছিল সে-ই এনেছে। সোহেলের ছেলে ডাকাতি করল। কি আশ্চর্য তাইনা?'

ঃ 'খায়বরের ইহুদীদের সম্পদ লুট করেছে একথা কি শমুন আপনাকে বলেছে?'

ঃ 'হ্যাঁ, ওদের উপর রাতে আক্রমন করা হয়েছিল। তার একটা চাকরও আহত হয়েছে?'

ঃ 'আববা! শমুন আমার উপর যেমন মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, আসেমের উপরও কি তেমন মিথ্যা অপবাদ চাপাতে পারেনা?'

ঃ 'ওরা আমাদের নিকৃষ্ট দুশমন। তাদের পক্ষে ওকালতি করা তোমার সাজেনা। তার হাত রংগীন হয়েছে তোমার ভায়ের খুনে। আজ ভোরে ইহুদীদের কজন লোক সেখানে গিয়ে উট আর ঘোড়া দেখে এসেছে। আসেম নাকি এগুলো পথে কুড়িয়ে পেয়েছিল। আর তাই মালিক নেই ভেবে নিয়ে এসেছে। তার কথা তার নিজের কবিলার লোকেরাও বিশ্বাস করছেনা। ইহুদীরা তার চাচাকে বলল, তোমার ভাতিজা ইহুদীদেরকে উত্তেজিত করে ভাল করছেনা। এর মীমাংসার ভার পড়েছে কাব বিন আশরাফের উপর।'

ঃ 'তার মানে মাল ফিরিয়ে দিতে আসেম অস্বীকার করেছে?'

ঃ 'না, মাল ইহুদীরা নিয়ে গেছে।'

ঃ 'তাহলে ঝগড়াটা কি নিয়ে?'

ঃ 'ঝগড়া হবেনা ? আসেম কাফেলার উপর আক্রমন করল। সেদিন ইহুদীরা ওদের বাড়ীতে গিয়েছিল। এতগুলো লোকের সামনে শমুনের গায়ে হাত তুলতে আসেমের একটু ও বাঁধলনা। ও

যখন সাফাই পেশ করছিল শমুন তখন তাকে মিথ্যেবাদী বলেছে। সাথে সাথে দাড়ি ধরে সাই করে আসেম তার মুখে এক ঘুষি মেরে দিল। ঘুষির চোটে শমুনের একটা দাঁত ভেংগে গেছে।'

ঃ 'ইস। আমি এমন তামাশাটা দেখতে পারলামনা। আসেম তার একটা মাত্র দাঁত ভেংগেছে বলে আমার দুঃখ হচ্ছে।'

ঃ 'সোহেলের পুত্র না হলে আমি তাকে পুরস্কৃত করতাম। তবে আমি কিন্তু খুশীই হয়েছি। এখন ইহুদীরা আওসের বিপক্ষে চলে যাবে। তারা কোন সাহায্যই পাবেনা। কা'ব বলেছে, ইয়াসরিবের সব লোকদের উচিৎ এঘটনার দিকে নজর দেয়া। আজ ইহুদী কাফেলা লুন্ঠিত হল। কাল ইহুদী অইহুদী সব এক হয়ে যাবে। তাছাড়া এ ঘটনা ঘটলো শান্তির দিনে। সব কবিলার নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে কা'ব আজ নিজের বাড়ীতে দাওয়াত দিয়েছেন। ভবিষ্যতে যেন এমনটি না ঘটে তার ব্যবস্থা নেয়া হবে। আমিও ওখানে যাচ্ছি। আমি আসেম এবং তার চাচাকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার প্রস্তাব করব।'

ঃ 'আওস কি এ প্রস্তাব সমর্থন করবে?'

ঃ 'ইহুদীরা তো সমর্থন করবে। আওস ইহুদীদের ব্যাপারে চাইবেনা। ইহুদীদের সন্তুষ্ট করার জন্য ওরা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। আমি শুনেছি, শমুনের গায় হাত তোলায় আসেমের আত্মীয়রাও তার উপর রাগ করেছে। হিবরো তো তাকে থাপপড় মেরে দিয়েছিল।'

ঃ 'আমার আশংকো হচ্ছে, আওস আর খাজরাজের লোকজন ওখানে একত্রিত হলে লড়াই শুরু করে দেয় নাকি।'

ঃ 'কা'বের বাড়ীতে কেউ এ সাহস করবেনা। সবাইকে অস্ত্র ছাড়া যেতে বলা হয়েছে।'

ঃ 'আব্বা, আপনি তো বলেন কা'ব নীচ, প্রতারক। এ যুদ্ধে তারও ষড়যন্ত্র রয়েছে।'

ঃ 'হ্যাঁ। কিন্তু হায়েনার মুখ এবার অন্যদিকে।' আদী যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

ঃ 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

ঃ 'আমাদের লোকজনকে কিছু পরামর্শ দিতে হবে। আমরা এ সুযোগ হাত ছাড়া করবনা।'

ঃ 'যে ইহুদীর ঘোড়া ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, শমুন কি তার পরিচয় দিয়েছেন।'

ঃ 'বলেনি। আমিও জিজ্ঞেস করা দরকার মনে করিনি।'

ঃ 'আক্রমনটা কোথায় হয়েছিল, তখন তারা কি করছিল, তাও তাকে জিজ্ঞেস করেননি?'

ঃ 'না। কিন্তু এসব অবান্তর প্রশ্নের মানে কি? তবে কি'..........শেষ শব্দ আদীর কণ্ঠে আটকে রইল। হতভম্বের মত আদী তাকিয়ে রইল ওমরের দিকে।

ঃ 'আব্বা। সে তার চাকরদের সহায়তায় এক অসহায় ব্যক্তিকে হত্যা করছিল। মজলুমের চিৎকার শুনে ছুটে এসেছিল কোন এক মুসাফির। তার ভয়েই অত্যাচারীরা জিনিষপত্র রেখে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেছে। সে মজলুম যুবক আপনার সন্তান—যাকে আধমরা রেখে ওরা পালিয়ে গিয়েছিল। আব্বা, বাস্তব অনেক সময় অবিশ্বাস্য এবং বেদনাদায়ক হয়।' শেষ কথা গুলোর সাথে সাথে ওমরের চোখ দু'টি অশ্রুতে ভরে গেল। অবসন্ন দেহে বসে পড়ল আদী। অসম্ভব এক নীরবতা নেমে এল ঘরে। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল নির্বাক দৃষ্টিতে।

নীরবতা ভাঙল ওমর ঃ 'আব্বা, আমার জীবন রক্ষাকারী আমাদের নিকৃষ্ট দুশমন আসেম। সে আমায় বাড়ীর বাইরে ছেড়ে যায়নি বরং এ কক্ষ পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিল।'

আদীর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল এক পরাজিত চিৎকার।ঃ 'একথা আগে বলনি কেন? সামিরা! কমপক্ষে তোমারও মিথ্যে বলা উচিৎ হয়নি।'

ঃ 'আব্বা! একথা গোপন রাখার জন্য আসেম আমায় দিব্যি দিয়েছিল।'

ঃ 'কিন্তু কেন?'

ঃ 'হয়ত মানবতার খাতিরে ও আমার জীবন বাঁচিয়েছে। কিন্তু এ অপরাধ প্রচার করতে চায়নি। অথবা আমাদের গোত্রের সামনে আমাকে হেয় করতে চায়নি। আমি যখন অসহায় ছিলাম, তখন তার সাহায্য চেয়েছি। আমার দুরবস্থা দেখে হয়ত তার মনে করুণা জেগেছিল। তখনি বুঝেছিলাম, আমরা দুজন নিজ নিজ কবিলার সাথে গাদ্দারী করছি। দু'জনই ছিলাম অপরাধী । কোন অপরাধী তার অপরাধ প্রকাশ করতে চায়না। নিজের পক্ষে সাফাই পেশ করার সময় ও আমার প্রসংগ পর্যন্ত তোলেনি। এত হিম্মত আমার নেই। আমায় বেহায়া বলে গালি দিতে পারেন। কিন্তু আমি যার কাছে কৃতজ্ঞ তাকে অস্বীকার করবো কি ভাবে?'

ঃ 'ও আমার মাথায় একটা পাহাড় চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সোহেলের পুত্র, হিবরোর ভাতিজা আমার ছেলের জীবন বাঁচিয়েছে এ ও কি সম্ভব? মানাতের শপথ! আমার বংশের কাছে সে চরম প্রতিশোধ নিয়েছে।'

ঃ 'শমুন কে কি আমার কথা বলে দিয়েছেন?'

ঃ 'তুমি নিষেধ না করলে এ বোকামী হয়ত করে বসতাম। আজ আমার সাথে সে খুব ভাল ব্যবহার করেছে। তার কথাবার্তায় মনে হল, সে তোমার বড় কল্যাণকামী। চুরির কথা সে বেমালুম ভুলেই গেছে।'

ঃ 'আব্বা। আমি বেঁচে থাকলে তাকে আর ইয়াসরিবে থাকতে হবেনা এই ছিল তার সবচাইতে বড় দুশ্চিন্তা।'

ইয়াসরিবের নেতৃস্থানীয় লোকেরা জমায়েত হয়েছে কা'ব বিন আশরাফের বাড়ীতে। বাড়ীর সামনে খেজুর গাছের ছায়ায় বসেছে মজলিশ। মাঝখানে কা'ব। ডানে বামে এবং পেছনে ইহুদী এবং সামনে আওস ও খাজরাজের লোকজন। তাদের মাঝে একটুখানি জায়গা ফাঁকা। দর্শকদের বেশীর ভাগই ইহুদী। ওদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছিল। কা'বের পরনে দামী জুব্বা। বসেছে মূল্যবান কার্পেটের উপর। বাকী সবার জন্য চাটাইর ব্যবস্থা। দীর্ঘদিন পরে তলোয়ারের ঝনঝনানি ছাড়াই আওস ও খাজরাজ একত্রে বসেছে। কা'বের কথা মত সবাই এসেছে শূন্য হাতে। খালি হাত হলেও ওদের ধরন ধারনে মনে হচ্ছিল এখানে ওরা নিষ্পত্তির জন্য আসেনি।

একে অপরের ইচ্ছাগুলো জানতো, এখানে এসেছে কেবল ইহুদীদের সন্তুষ্ট করার জন্য। বনু খাজরাজ ভেবেছিল আজ বনু আওস চরম ভাবে লজ্জিত হবে। তরবারী রক্তে না ডুবিয়েই মস্ত এক বিজয় কামাবে খাজরাজ। ইহুদীরা বেঁকে বসলে আওস একদিনও ইয়াসরিবে থাকতে পারবে না। অপর দিকে বনু আওস যে কোন মূল্যে ইহুদীদেরকে খুশী রাখতে চাইছিল। ওরা জানত, খাজরাজ ইহুদীদের সাথে মিলে গেলে আওস ইয়াসরিবে থাকতে পারবেনা।

দর্শকদের ভীড় চিরে এগিয়ে এল আদী। বসল কা'বের সামনের ফাঁকা জায়গায়। তার কবিলার লোকেরা ইশারায় তাকে কাছে ডাকতে চাইল। কিন্তু আদী তা ভ্রুক্ষেপ করলনা।

কা'ব বললঃ 'বস আদী।'

ঃ 'আপনার সংবাদ পেয়েছি বলেই এসেছি। আমি এ মিটিংয়ে অংশ নিতে চাইনা। আওসের এক ব্যক্তির সাথে একজন ইহুদীর ঝগড়ায় আমার কবিলার সকলকে ডাকা ঠিক হয়নি। আমাদের দু গোত্রের সম্পর্ক একত্রে বসার মত নয়।'

কা'ব চকিতে শমুন এবং দাউদের দিকে তাকিয়ে আবার আদীর দিকে ফিরে বললঃ "ব্যাপারটা আসেম এবং দাউদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে কাউকে এখানে আসার কষ্ট দিতাম না। আমার লোকেরা নিজের সমস্যা জনসমক্ষে তুলে ধরার মত বেওকুব এখনো হয়নি। আপনারা বসুন, আমরা হিবরো এবং তার ভাতিজার অপেক্ষা করছি। ওরা এলে বুঝবেন, আপনাদেরকে অযথা কষ্ট দেইনি। গতকাল শুনলাম, আপনার এক ছেলে নাকি নিখোঁজ হয়ে গেছে। এজন্য আমি খুব দুঃখিত। আচ্ছা, তার কি কোন সন্ধান পেলেন?'

ঃ' না, এখনো তার কোন সন্ধান পাইনি।'

ক'জন দর্শকের চিৎকার শোনা গেলঃ 'ওই যে ওরা আসছে।' আদী নিজের কবিলার লোকদের সাথে গিয়ে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভীড় চিরে এগিয়ে এল আসেম এবং হিবরো। হিবরো আওসের লোকদের কাছে গিয়ে বসল। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল আসেম। কা'ব বললঃ 'কিহে যুবক, তুমিও বস।'

ঃ 'না। আমি আসামী। একজন আসামীর দাঁড়িয়ে থাকাই উচিৎ।'

ঃ 'তুমি কি স্বীকার কর তোমার বাড়ীতে যে উট ঘোড়া পাওয়া গেছে তা দাউদের?'

ঃ 'জানিনা। রাতের বেলা ওগুলো আমি রাস্তায় পেয়েছিলাম। লাওয়ারিশ ভেবে সাথে নিয়ে এসেছি, দাউদ যখন মালিকানা দাবী করল সাথে সাথেই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি।'

ঃ 'কি আশ্চর্য! পথে এতগুলো পশু তোমার অপেক্ষা করছিল। আমি কতদিন সে পথে আসা যাওয়া করেছি, ঘোড়া থাক একটা ছাগলও পাইনি।'

বনু খাজরাজ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। অনেক কষ্টে ক্রোধ সংবত করে রাখল বনু আওস। আসেম বললঃ ' আপনি একটা ছাগলও পাননি তা আমার অপরাধ নয়। হয়ত আপনি হতভাগা অথবা আপনার দৃষ্টি রাতে বেশী দূর যায়না।'

দরবারে স্তব্ধতা নেমে এল। ইহুদীরা রাগে ফুলতে লাগল। হিবরো চিৎকার দিয়ে বললঃ 'আসেম, বেকুফের মত কথা বলোনা।' আওসের এক প্রবীন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কা'বকে বললঃ 'আপনি আসেমের জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করবেন, আমরা তাই মেনে নেব।'

কা'ব দাউদের দিকে ফিরে বললঃ 'তুমি কিছু বলবে?' দাউদ দাঁড়িয়ে বলতে লাগলঃ 'আসেম রাতের আঁধারে আমাদের আক্রমণ করেছিল। এক সংগীর লাশ ফেলে রেখে আমরা পালাতে বাধ্য হলাম। আমার এক চাকরও আহত হয়েছে। ওকে পথের এক বস্তিতে রেখে এসেছি। আমার পশুগুলো ফিরে পেয়েছি। চাকরের যখমও ততটা বিপদজনক নয়। শান্তির দিনে বিনা উস্কানিতে আক্রমণ করাকেও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে পারি। কিন্তু ও এক নিরপরাধ লোককে হত্যা করেছে। রাতের অন্ধকারে সে তরবারী ধরার সুযোগও পায়নি।'

দাউদের এক সংগীর হত্যার খবরে বনু খাজরাজ বরং খুশীই হল। ওদের বিশ্বাস জন্মাল যে ইহুদীরা এ ব্যাপারে নীরব হয়ে বসে থাকবেনা। কা'ব প্রশ্ন করলঃ' নিহত ব্যক্তি কে ছিল?'

ঃ 'এর জবাব আমি দেব। তার পূর্বে নিশ্চিত হতে চাই যে এরা এখানে হাঙ্গামা করবেনা।'

ঃ 'তুমি নিশ্চিত থাকো। এরা আমায় কথা দিয়েছে, আমার বিশ্বাস এখানে কেবল নির্বাচিত লোকেরাই [illegible]।'

ঃ 'নিহত ব্যা[illegible] খাজরাজ গোত্রের এক যুবক। ওমর। আদীর ছেলে ওমর।'

মজলিশে আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। খাজরাজের লোকেরা স্তব্ধ বিস্ময়ে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। শুরু হল চাপা গুঞ্জন। ধীরে ধীরে সে শব্দ বড় হতে লাগল। কিন্তু আদীর যে চোখে জ্বলবে প্রতিশোধের আগুন–সে চোখ নির্বিকার। আদী অনিমেষ চোখে তাকিয়ে রইল আসেমের দিকে। কেউ তাকে ঝাকুনি দিয়ে বললঃ 'আদী, শুনছ কিছু! আসেম ওমরকে হত্যা করেছে।' কোন জবাব না দিয়ে আদী তার হাত সরিয়ে দিল। বনু খাজরাজের ভেতর শুরু হল তুমুল হট্টগোল।

ঃ 'খামোশ! খামোশ!' দু'হাত উপরে তুলে চিৎকার দিয়ে বলল কা'ব। মজলিশ শান্ত হয়ে গেল। কা'ব আসেমের দিকে ফিরে বলল ঃ 'তুমি কিছু বলবে?'

ঃ 'আমি শুধু বলতে পারি দাউদ মিথ্যাবাদী। আমি কাউকে হত্যা করিনি।'

দাউদ বললঃ 'শান্তির দিনে কাউকে হত্যা করা এমন অপরাধ নয় যে ভর জলসায় আসেম তা স্বীকার করবে। ও তো ওমরের লাশও কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে। আমরা অনেক চেষ্টা করেও লাশের কোন হদিস পাইনি। যদি মনে করেন মিথ্যা বলছি, তবে শমুনকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

ঃ 'কি শমুন। তুমি কিছু বলবে।' কা'ব বলল।

ঃ কয়েক বছর থেকেই ওমর আমার কাছে। সেদিন কি মনে করে হঠাৎ ও ঘোড়া নিয়ে কোথায় চলে গেল। পরে বুঝলাম কিছু টাকাও নিয়ে গেছে। সাথে সাথে তার পিতাকে কথাটা বলেছি। এরপর দাউদ ঘোড়া খুঁজতে এখানে এলে শুনলাম, ইয়াসরিব থেকে বেরিয়ে ওমর ওর সাথেই গিয়েছিল। ওমরকে কে হত্যা করেছে আমি জানিনা। কিন্তু ওমর যে ঘোড়া নিয়েছিল দাউদের পশুর সাথে তাও আসেমের বাড়ীতেই পাওয়া গেছে। আদীকে জিজ্ঞেস করুন, ওমর এখনো বাড়ী পৌঁছেনি। তাহলে ধরে নিতে হচ্ছে, খুন হয়ে গেছে হতভাগা। হত্যাকারী শান্তির দিনের সম্মান করেনি, এ জন্য আমার দুঃখ নেই। ওমর চুরি করে পালিয়েছে আদীকে তা বলেছিলাম। কিন্তু দাউদের কাছে পুরো ঘটনা শোনার পর তা আদীকে বলতে সাহস পাইনি। [illegible] লাশ খুঁজে পায়নি, এও আমার নীরব থাকার আরেকটা কারণ। আমার ধারণা ছিল,

আহত হয়ে হয়ত কোথাও আত্মগোপন করে আছে। কিন্তু এতদিনেও যখন ফিরলনা, এর মানে তাকে কোথাও পুঁতে রাখা হয়েছে। দাউদের বর্ণনা মেনে নিলে হত্যাকারী আসেম ছাড়া আর কে হবে?' কা'ব চাইল আদীর দিকেঃ 'আপনি কিছু বলবেন?'

আদী দাঁড়াল। এগিয়ে এল আসেমের কাছে। খানিক এদিক ওদিক তাকিয়ে আসেমের চোখে চোখ রাখল। আচম্বিত তার বাহু ধরে ঝাকুনি দিয়ে বললঃ 'বেকুফ। তুমি নীরব কেন? কেন বলছনা ওমর মরেনি, বেঁচে আছে। তোমার অসহায়ত্বের তামাশা দেখার জন্য তার পিতা তাকে বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছে। কেন বলছনা, ওমরকে নিজের কাঁধে বয়ে আমার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছিলে?'

মজলিশে নেমে এল থমথমে নিস্তব্ধতা। আদীর এক আত্মীয় এগিয়ে তার হাত ধরে বললঃ 'সাহস হারিওনা আদী। তোমার ছেলের রক্ত বৃথা যাবে না। কবিলার প্রতিটি লোক তোমার সাথে রয়েছে।' তাকে ধাক্কা দিয়ে পেছনে সরিয়ে আদী চিৎকার দিয়ে বলল ঃ 'আমি তোমাদের করুণা চাইনা। তোমরা সবাই পাগল হয়ে গেছ।'

ঃ 'ওকে বাড়ী নিয়ে যাও।' কা'ব বলল, 'ছেলে হারানোর বেদনায় ওর মাথা ঠিক নেই।'

ঃ' আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আপনি শমুন আর দাউদের চিন্তা করুন। ওদের জিজ্ঞেস করুন তোমরা নির্বাক কেন?'

মজলিশের দৃষ্টি ছুটে গেল শমুন এবং দাউদের দিকে। আদী খানিকটা থামল। চাইল আসেমের দিকে। ঃ 'এখানে এমন একজন সাক্ষী রয়েছে যে তোমায় নির্দোষ প্রমাণ করতে পারে। তুমি তাকে ডাকছনা কেন? ও শুধু তোমার ডাকের অপেক্ষায় আছে। ওমরকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোই কেবল তোমার অপরাধ। তোমার আশংকা তোমার কবিলার লোকেরা তোমার বিপক্ষে চলে যাবে। কিন্তু আমি আমার কবিলার লোকদের ভয় পাইনা। স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে তুমি আমার ছেলের জীবন রক্ষা করেছ। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। একরাতে কয়েকজন ইহুদী তাকে হত্যা করছিল। কিন্তু তার আর্ত চিৎকার তোমায় চঞ্চল করে তুলেছিল। যদি ভেবে থাক তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাতে আমি লজ্জা পাব, তাহলে ভুল করেছ। ওমর, ওমর এবার তুমি আসতে পার।'

ভীড় ঠেলে এগিয়ে এল ওমর। দাঁড়াল আসেম এবং আদীর কাছে। তার নাক এবং চোখ ছাড়া সমস্ত শরীর চাদরে ঢাকা। লোকেরা অবাক বিস্ময়ে তার দিকে চাইতে লাগল। ওমর চেহারার পর্দা সরিয়ে কা'ব বিন আশরাফের দিকে তাকিয়ে বললঃ ' শান্তির দিনে আমায় হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছিল একথা সত্য। তবে সে ষড়যন্ত্রের সাথে আসেমের কোন সম্পর্ক নেই। অপরাধী বসে আছে আপনার ডানে। শমুন, তুমি আমাকে চেন?'

এতক্ষণ ধীরে ধীরে সাহস সঞ্চয় করছিল শমুন। এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললঃ 'তোমাকে চিনবনা [illegible]? তুমি আমার ঘর থেকে চুরি করে পালিয়ে ছিলে। তবু তোমায় জীবিত দেখে আমি খুশী।'

ঃ তুমি যে দাউদের উপর আমাকে হত্যা করার ভার দিয়েছিলে সে তা পালন করতে পারেনি। এজন্য খুশী হওনি।'

ঃ 'মিথ্যে কথা। নিজের অপরাধ ঢাকা দেয়ার জন্য তুমি আমার নামে অপবাদ রটাতে চাইছ।'
কা'ব ছাড়া সব ইহুদী দাঁড়িয়ে হট্টগোল করতে লাগল।
ঃ 'ও মিথ্যা বলছে। ও ভুল বলছে। শমুনের অপমান আমরা সইবনা।'
ওমর গর্জে উঠলঃ 'তোমরা না শুনলেও একথা সত্য যে এ ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ বন্ধের দিনেও আওস ও খাজরাজ যেন শান্তিতে বসে না থাকতে পারে। দাউদ তোমার বাড়ীতে মেহমান ছিল একথা কি মিথ্যে? তার ঘোড়া খায়বর পর্যন্ত পৌছে দিতে তুমি আমায় বাধ্য করনি? দাউদের সাথে কি আমায় শেষ রাতে পাঠিয়ে দেয়া হয়নি? আমায় কেন হত্যা করতে চেয়েছিলে এ ভরজলসায় কি তার কারন শুনতে চাও?' শমুন চিৎকার দিয়ে বললঃ 'হিবরোর ভাতিজার সাথে তোমার কি সমঝোতা হয়েছে আমি জানিনা। কিন্তু এক চোরকে আমার গায়ে কাদা ছিটানোর অনুমতি আমি দেবনা।'
ঃ 'এখানে মুখ খোলার জন্য আমি তোমার অনুমতির তোয়াক্কা করিনা।'
ইহুদীরা চিৎকার শুরু করলঃ 'তোমার কোন কথাই আমরা শুনতে চাইনা, তুমি মিথ্যুক।'
দারুন উৎকণ্ঠা নিয়ে কা'ব দাঁড়িয়ে বললঃ 'কোন কারনে দু'জন শত্রু পরস্পর মিশে গেলে তাদেরকে গালগালি দেয়া ঠিক নয়। কিন্তু তৃতীয় পক্ষকে বেহুদা জড়ানো ভদ্রতা নয়। আওস এবং খাজরাজকে আমি মোবারকবাদ দিচ্ছি। সন্ধির জন্য দু'যুবক এগিয়ে এসেছে। কিন্তু শমুন ওমরকে হত্যাা করতে চাইছিল একথা আমি বিশ্বাস করিনা। আউস এবং খাজরাজ পরস্পরের দিকে সন্ধির হাত বাড়াতে চাইলে কেউ ঝগড়া দেবেনা।'
হিবরো দরাজ কণ্ঠে বললঃ 'আওস এবং খাজরাজের মাঝে সন্ধি হতে পারেনা। আমরা আমাদের প্রিয়জনের রক্ত বৃথা যেতে দেবনা।'
খাজরাজের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললঃ 'তুমি ভেবেছ আমরা সন্ধি করব? মানাতের শপথ! দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতে আমাদের তলোয়ার কোষবদ্ধ হবেনা।'
মুহূর্তের মধ্যে মজলিশের রং পাল্টে গেল। একটু পূর্বে ইহুদীরা ছিল অবাঞ্চিত পরিবেশের মুখোমুখী। কিন্তু এখন ওরা নিশ্চিন্তে আওস এবং খাজরাজের ঝগড়া শুনছিল। কা'ব বললঃ 'আপনারা কথা দিয়েছিলেন উত্তেজিত হবেন না। আশা করি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন। এমন কিছু করবেন না যাতে লড়াই শুরু হয়ে যায়। আমি মজলিশ শেষ করলাম। আপনারা শান্তিপূর্ণ ভাবে এখান থেকে বিদায় নিন।'
লোকজন উঠে হাঁটা দিল। হিবরো আসেমের পাশ দিয়ে যাবার সময় তার দিকে অগ্নিবান হেনেঃ 'তোমার কাছে এমনটি আশা করিনি। আদীর ছেলের জীবন এত মূল্যবান নয় যে তুমি বাপ ভাইয়ের রক্তের কথা ভুলে যাবে।' বনু খাজরাজের এক ব্যক্তি আদীকে বলছিলঃ 'আমার ছেলে মৃত্যুর সময় আওসের কারো কাছে এক ফোটা পানি চাইলেও লজ্জায় কাউকে মুখ দেখাতামনা।'
আওস এবং খাজরাজের লোকেরা আসেম, আদী এবং ওমরের দিকে ঘৃণার চোখে তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে গেল। আওসের কাছে আসেমের অপরাধ ছিল ক্ষমার অযোগ্য। আদীর ছেলের [illegible] বাচাঁনো যে-সে অপরাধ নয়। অপরদিকে আদী এবং ওমর এমন সময় আসেমের পক্ষে

মুখ খুলল, ইহুদীরা যখন আউসের বিরুদ্ধে যাচ্ছিল। ওরা তিন জন দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষন। ভীড় কমে এলে আসেমও পা বাড়াল। আদী এবং ওমর তাকে অনুসরণ করল। একটু গিয়ে ওমর ডাকলঃ 'আসেম, দাঁড়াও!'

ও দাঁড়িয়ে পেছনে ফিরে চাইল। ওমর নিকটে এসে বললঃ 'আসেম, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারলামনা বলে দুঃখিত। তোমার অপমান আমি সইতে পারিনি। ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়া আমার কর্তব্য ছিল। একটু পূর্বে আমরা ছিলাম কবিলার অহংকার। কিন্তু এখন একটু সহানুভূতি থেকেও বঞ্চিত।'

ধরা আওয়াজে আসেম বললঃ 'তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।'

ঃ 'আসেম' আদী বলল, 'আমার মাথায় পর্বত চাপিয়ে দিয়েছ। কিন্তু আমার বুকে আসছেনা একথা প্রকাশ করতে ওমরকে তুমি কেন নিষেধ করেছিলে। তুমি তো জানতে ওমর চিরজীবন লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে পারবেনা।'

ঃ 'ইহুদীরা সাথে সাথে ওমরের সন্ধান পেলে আজ এভাবে কথা বলতনা। ওরা কত মিথ্যুক, দাগাবাজ এবং ঠগ ইয়াসরিববাসীর সামনে আমি তা প্রমান করতে চাইছিলাম।'

ঃ 'কিন্তু প্রতারক প্রমান করার পরও তো ওদের কিছুই করতে পারনি। তোমার কাজের ফলে বনু আওস তোমার বিপক্ষে চলে গেছে। আমার কবিলার লোকজনও আমায় ভাল চোখে দেখছেনা।'

ঃ 'ওমরকে বাড়ী পৌঁছোনোর কথা ভাবতে গিয়ে মনে হয়েছে আমি অপরাধ করছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমি ঠিকই করেছি। সেদিন বেশী দূরে নয়, যে দিন আমার কবিলার প্রবীনরা এ কথাটা বুঝতে পারবেন।'

ঃ 'তোমার কবিলা তো তোমার মুখও দেখতে চাইছেনা। আমি আশ্চর্য হচ্ছি, এত বড় পরাজয়ের পরও তুমি আশাবাদী?'

ঃ 'আপনি এসে আমার পক্ষে আওয়াজ না তুললে হয়ত পরাজয়ের গ্লানি নিয়েই বেরোতাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এ আমার প্রথম বিজয়।'

ঃ 'এটি তোমার প্রথম এবং শেষ বিজয়। তোমার এ পথ আওস এবং খাজরাজের জন্য নতুন। কেউ তোমার সাথে আসবেনা।'

ঃ 'আপনিও আমার সাথে থাকবেননা?'

ঃ 'জানিনা। বাপদাদার পথ ছেড়ে হয়ত নতুন পথ গ্রহন করার সাহস আমার হবেনা।'

ঃ গত লড়াই গুলোতে আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। একথা কি আপনি কখনো ভেবে দেখেছেন, অনেকে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করে কিন্তু ভেতরে ভেতরে হাফিয়ে উঠেছে। যুদ্ধের নিভুনিভু আগুন আবার জ্বলে উঠুক অনেকেই তা চায়না।'

ঃ 'ক্লান্তিকর অবসন্নতাই কবিলা গুলোকে মোকাবেলা থেকে সরিয়ে রেখেছে। এ শ্রান্তি দূর হয়ে গেলে পরস্পরের রক্ত ঝরানোর জন্য নূন্যতম বাহানারও প্রয়োজন হবেনা। আওস এবং খাজরাজের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাগলামী ছাড়া কিছুই নয়। আসেম, তুমি পাগল। হয়ত আমিও পাগল হয়ে যাব। কিন্তু এ বস্তিতে আমাদের কেন স্থান হবেনা।'

আসেম নিঃশব্দে হাঁটা শুরু করল। আদী ওমরের বাহু ধরে বললঃ 'এসো বাবা! যে জমিনে তুমি ফুল দেখতে, সে জমিন কাঁটা ছাড়া তোমায় কিছুই দিতে পারবেনা।

কা'ব বিন আশরাফের বিশাল বাড়ী। রাতে বাড়ীর এক প্রশস্ত কক্ষে বসে ছিল ইহুদীদের পনরজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। শমুন সকলের দৃষ্টি তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে কা'ব বলল ঃ 'বসো। তোমার দুঃসাহসিক বোকামীর পরিনতি নিয়ে আমরা ভাবছিলাম। দাউদ কোথায়?'

ঃ 'খারবর চলে গেছে। ওকে এখানে রাখা ভাল মনে করিনি।'

কা'বের কপালে ফুটে উঠল চিন্তার বলি রেখা। কক্ষে নেমে এল অখন্ড নিরবতা। অবশেষে এক ইহুদী বললঃ 'ঘটনাটা সত্যি দুঃখজনক। তবে আপনি কোন চিন্তা করবেননা। আমি আওস এবং খাজরাজের লোক জনের সাথে কথা বলেছি। দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, ওদের আবেগ উচ্ছাস পূর্বের মতই রয়ে গেছে। ওরা কোন অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্ম দেবেনা।'

ঃ 'আউসের লোক খাজরাজের লোকের জীবন বাঁচিয়েছে। তারপর খাজরাজের দুজন লোক ভর জলসায় তার পক্ষে কথা বলেছে, এ কোন সাধারণ ঘটনা নয়। কি দুঃসাহস! জীবনে এই প্রথম ওরা আমাদের চোখে চোখ রেখে কথা বলেছে। তোমাদের কাছে মামুলী হলেও আমার কাছে তা মামুলী নয়।'

ঃ 'আপনি যদি আওস এবং খাজরাজের ঐক্যের আশংকা করেন, তবে কালই দু'দলের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারি।' আরেক ইহুদী বলল।

ঃ 'তোমরা ওদেরকে গবেট ভেবে ভুল করো না। ওদের দীর্ঘ দিনের সংঘর্ষ তোমাদের কৃতিত্বের কারণে নয়। বরং ওদের রক্তে মিশে আছে গোত্রীয় সংঘাত, জিঘাংসা এবং প্রতিশোধস্পৃহা। কখনো যদি এক হয়ে ওরা তোমাদের বিরোধিতা শুরু করে তবে তোমাদের পরিনতি কি হবে ভেবে দেখেছ?'

আরেক ইহুদী দাঁড়াল ঃ 'আকাশে দুটা সূর্যের অস্তিত্ব সম্ভব হলেও ওদের ঐক্য সম্ভব নয়। ওদের মধ্যে এমন কোন গোত্র নেই যারা পূর্ব পুরুষের রক্তের প্রতিশোধ নিতে চায়না। ওদের বিশ্বাস, প্রতিশোধ না নিলে নিহত ব্যক্তির কবর আঁধারে ছেয়ে থাকে। কেবল রক্তই পারে তার তৃষিত আত্মার তৃষ্ণা মেটাতে। ওদের মাঝে ঐক্যের কোন সম্ভাবনা নেই। আরবে যতদিন গোত্রীয় সমাজ থাকবে কখনো ওরা এক হতে পারবেনা।'

ঃ 'আরবরা জেদী এবং মুর্খ একথা সত্য। এ মূর্খতা নিয়েই ওরা গর্ব করে। কিন্তু তোমরা হয়ত শুননি মক্কার একব্যক্তি নবুওতের দাবী করেছে। সে এ মূর্খতা আর গোমরাহীর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে। মুর্তিপূজা, অশ্লীলতা, মিথ্যা, লুটপাট এবং হত্যা করতে সে নিষেধ করে। সে

নাকি বলে বেড়াচ্ছে, সব মানুষই ভাই ভাই। আমি শুনেছি, আরবের সবচে অহংকারী এবং আত্মম্ভর গোত্র কোরেশরা ধীরে ধীরে তার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। আরবরা গোমরাহী আর অজ্ঞতার চোরাবালিতে ডুবে ছিল, কারণ কেউ তাদের মুক্তির পথ দেখায়নি। ওদের মাঝে গোত্রীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে, কারণ কেউ তাদেরকে ঐক্যের আনন্দ দেয়নি। কল্যাণ এবং নেকীর সঠিক চিত্র নেই বলেই ওরা নিজস্ব সমাজ নিয়ে গর্ব করে। কিন্তু যদি কেউ তাদের চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন আনতে পারে, তবে তারা নজিরবিহীন শক্তির অধিকারী হতে পারবে।'

বনু কায়নুকা গোত্রের এক ইহুদী সর্দার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। ঃ 'আপনি যদি মুহাম্মদের (তাঁর প্রতি রহমত বর্ষিত হোক) প্রতি ইংগিত দিয়ে থাকেন তবে জেনে রাখুন, সে আমাদের কিছুই করতে পারবেনা। তার ব্যাপারে কিনা কি শুনে আপনি পেরেশান হয়ে গেছেন। খোদার কসম, মক্কা গিয়ে দেখে আসুন, লোকেরা তাকে উপহাস করছে। কাঁটা ছড়িয়ে দিচ্ছে তার আসা যাওয়ার পথে। মক্কার অল্পকজন অসহায় দুর্বল এবং গরীব তার ডাকে সাড়া দিয়েছে। ওরা মার খাচ্ছে প্রতিদিন। উত্তপ্ত বালিতে চিৎ করে শুইয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয় ওদের।'

ঃ 'আর ওরা এসব অত্যাচার সহ্য করছে?'

ঃ 'হ্যাঁ, এছাড়া কিইবা করার আছে! মক্কায় কোরেশদের মোকাবিলা করার প্রশ্নই ওঠেনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই নবী একদিন কোরেশদের হাতেই শেষ হয়ে যাবে অথবা মক্কা ছেড়ে পালাবে। আপনি তার ব্যাপারে কোন চিন্তা করবেন না। এখন আমাদের স্থানীয় সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিৎ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আওস ও খাজরাজের মাঝে যুদ্ধ বাঁধাতেহবে, যাতে আসেম অথবা আদীর দৃষ্টি আমাদের দিকে নিবদ্ধ না হয়।'

ঃ 'তোমাদের ভড়কে দেয়ার জন্য মক্কার নবীর উল্লেখ করিনি। মনে রেখ, আওস ও খাজরাজ কোনদিন এক হবেনা এমনটি ভাবা ঠিক নয়। ওরা একই মায়ের দু সন্তান। একই রক্ত ওদের শরীরে। ওরা যেন আসেম এবং আদীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হয় সে দিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।'

এক ইহুদী বলল ঃ ' আজ আওসের প্রতিটি লোক আসেমকে কটাক্ষ করছে। ওদিকে খাজরাজের লোকেরা ওমরকে বলছে ভীরু, কাপুরুষ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এরা কবিলাকে প্রভাবিত করতে পারবেনা।' শমুন এতক্ষন নিশ্চুপ বসে ছিল। সে বলল ঃ' আপনাদের জন্য একটা খুশীর খবর রয়েছে। আসেমের চাচা আমার পাওনা টাকা নিয়ে এসেছিল।'

বিরক্তির স্বরে কা'ব বলল ঃ কিন্তু এখানে আমাদের খুশী হবার কি আছে?' সবাই হেসে উঠল। নিজের অস্বস্তি সংযত করে শমুন আবার বলল ঃ 'আমি বলতে চাচ্ছিলাম, সে ঋণ পরিশো[illegible]

ঃ 'তোমার এ উদারতার কারণ জানতে পারি কি?'

ঃ 'আমি তাকে সন্তুষ্ট করতে চাইছিলাম। তাকে বলেছি, আসেমের কাজে তুমি নিরাশ হয়ে গেছ। তোমার এখন সাহায্যের প্রয়োজন। তোমাদের নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ আমি তুলতে পারবনা। কিন্তু তোমায় তো আরো কিছু সময় বাড়িয়ে দিতে পারি। এখন এ টাকা নিয়ে অন্য কাজ কর। আগামী এক বছরের জন্য তোমার কাছে কোন সুদ নেবনা।'

ঃ 'তোমার এ উদারতার সে খুশী হয়েছে?'

ঃ 'হ্যাঁ। সে বলেছে, এ টাকায় কবিলার জন্য আরো কিছু অস্ত্র কিনতে পারব। আমার সাথে কথা বলার সময় ও সে দিনের সে ঘটনার কোন গুরুত্ব দেয়নি। তার ধারণা, আদীর ছেলে আসেমরে [illegible]।'

ঃ 'খুব ভাল করেছ। বনু খাজরাজের কেউ এলে তার সাথেও এমন ব্যবহার করবে। তোমাদের সবাইকে বলছি, আওস ও খাজরাজ উভয়কে সাহায্যের আশ্বাস দেবে। ওদের উত্তেজিত করার জন্য কবিগান যথেষ্ঠ কার্যকর। তোমরা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। আদী, ওমর এবং আসেমকে বিপদজনক মনে হয়। ভবিষ্যতে হয়ত তাদেরকেও চোখে চোখে রাখতে হবে। আপাততঃ ওদের কাজ পর্যবেক্ষন করা হচ্ছে আমাদের কর্তব্য।'

এ ঘটনার পর প্রায় তিনি মাস চলে গেছে। এ তিনমাসে আওস এবং খাজরাজের মধ্যে কোন দূর্ঘটনা ঘটেনি। এ ব্যাপারটা ইহুদীদের ভাবিয়ে তুলেছিল। বাগানে এবং চারণভূমিতে ওরা তীর ছোঁড়ত এবং তরবারী চালানোর কসরত করত। বাড়ী থেকে বের হত সশস্ত্র হয়ে। সড়ক, বাজার অথবা গলি গুচিতে একে অপরের পথ রোধ করে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। একদল মুখ খুলবে, জবাব দিবে অন্যদল। আচম্বিত বুকে জ্বলে উঠবে ক্রোধ আর প্রতিশোধের আগুন। কিন্তু এমন কিছু ঘটেনি। পথে দেখা হলে দুদলই পাশ কেটে চলে যেত।

তরবারী কোষমুক্ত করার জন্য কেবল কোন বাহানার প্রয়োজন ছিল। ওরা আগুনঝরা দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাত। কখনো হাত চলে যেতো তরবারীর বাটে। কিন্তু তা বের হতোনা।

এ দিনগুলো আসেমের জন্য ছিল ধৈর্যের চরম পরীক্ষা। ঘরে বাইরে সে যেন এক অপরিচিত ব্যক্তি। ও পশু নিয়ে চারণ ভূমিতে যেত। কিন্তু ছেলে বুড়ো সবার দৃষ্টি বলে দিচ্ছিল যে সে অসহনীয় অপরাধ করেছে। তীর আর অসি চালনার প্রতিযোগিতায় ও অংশ নিত, কিন্তু কেউ আওস এবং খাজরাজের অতীত যুদ্ধগুলির প্রসংগ তুলে তাকে উত্তেজিত করতে চাইলে ও অস্বস্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিত।

তার চাচার ভেতর জাহেলী যুগের আরবদের সকল বদগুন ছিল। ভাতিজার বুদ্ধি বিবেক লোপ পেয়েছে কবিলার সামনে সে তা স্বীকার করতনা। আসেমের উদাসীনতা দেখে সে ভাবত আদী তাকে যাদু করেছে। সে আত্মীয় স্বজনকে বলত, আমার ভাতিজা তো এমন ছিলনা। ও ছিল এক সিংহ। তার সমতুল্য কোন বীর বনু খাজরাজে ছিল না। তাকে দেখলে ওরা জীবন নিয়ে পালাত। পিতা, ভাই এবং প্রিয়জনের রক্তের কথা সে কিভাবে ভুলে যেতে পারে! রক্তের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সে সিরিয়া থেকে অস্ত্র এনেছে। মানাতের শপথ, নিশ্চয়ই তাকে যাদু করা হয়েছে।'

যাদুর প্রভাব নষ্ট করার জন্য সে অনেক কিছুই করেছে। মন্দিরে গিয়ে মানাতের কাছে প্রার্থনা করেছে। অনেকের কাছ থেকে নিয়েছে তাবিজ কবজ। এক ইহুদী কবিরাজ প্রায়ই আসত। জোর করে হাত পা বেঁধে ধুপধুনি দিয়ে কি সব মন্ত্র তন্ত্র পড়ত। কয়েকটা পবিত্র স্থানের মাটিও তার শরীরে মালিশ করা হয়েছিল। আসেম প্রতিবাদ করত। চিৎকার দিয়ে বলত, আমি সম্পূর্ন সুস্থ। আমায় কেউ যাদু করেনি। কিন্তু তার এ চিৎকার কেউ কানে তুলতনা।

হিবরো সবদিক থেকে যখন নিরাশ হয়ে পড়েছিল, শমুন এক ইহুদী কবিরাজের সন্ধান বলল। অনেক কাকুতি মিনতি করে তাকে বাড়ী নিয়ে এল হিবরো। প্রায় তিনঘন্টা পর্যন্ত তাকে অনেক ঝাড়ফুঁক করা হল। এরপর সরে গিয়ে হিবরোকে বললঃ 'তোমার ভাতিজার উপর বড় মারাত্মক যাদুর প্রভাব রয়েছে। এর চিকিৎসার একটাই পথ। তা কিন্তু তোমায় বলা যাবেনা।'

ঃ 'কেন ?' চঞ্চল হয়ে হিবরো প্রশ্ন করল।

ঃ 'তুমি যদি বলে দাও এক ইহুদী চিকিৎসা করছে তবে আমি বিপদে পড়ব।' হিবরো সকল দেবতার নামে শপথ করে বলল যে সে কাউকে বলবেনা। ইহুদী বলল ঃ 'যে যাদু করেছে আসেম যদি তাকে নিজের হাতে কোতল করে রক্তাক্ত তরবারী আমার কাছে নিয়ে আসে তবে সাথে সাথে যাদুর প্রভাব দূর করে দিতে পারব।।'

ঃ 'কিন্তু যাদু করল কে?'

ঃ 'সেটা বের করা তোমার দায়িত্ব। বিপজ্জনক দুশমনকে বশ করার জন্যই এ যাদু করা হয়।'

ঃ 'সে দুশমনকে আমি চিনি।'

এরপর আদী এবং তার ছেলেকে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল হিবরোর প্রধান কাজ। এর জন্য সে অনলবর্ষী কবি গায়কদের ডেকে আনতো। আসেমের পিতা এবং ভাইদের ব্যথাতুর মৃত্যুর কাহিনী সেতারের তারে সুরে সুরে করুণ ভাবে ফুটে উঠত। বর্ননা করত তাদের কবরের ভীষণ অন্ধকারের কথা। ওদের গানে কাব্যে ভেসে বেড়াত নিহতদের তৃষিত আত্মার ফরিয়াদ। শেষে ওরা আদী এবং ওমরের আনন্দের বর্ণনা দিত।

ওদের কাব্যে ফুটে উঠত বনু আওসের এক গর্বিত যুবকের অধপতনের কাহিনী। হিবরোর অক্লান্ত চেষ্টা দেখে আসেমের মনেও সন্দেহ দোলা দিয়ে যেত। কিন্তু আবার ভাবত, আদী এবং ওমর আমায় যাদু করে থাকলে ওদের যাদু করল কে? আমি যেমন শত্রুর জীবন রক্ষা করেছি তেমনি ওরাও তো ভর জলসায় আমার পক্ষে আওয়াজ তুলেছে। আমার আত্মীয়রা আমায় বলছে যে আমি প্রিয়জনের রক্তের কথা ভুলে গেছি। ওরাও তো একই অপরাধের মুখোমুখী। ওরাওতো সন্তানদের রক্তের কথা ভুলে গেছে। এরপর ওর ভাবনার আকাশে ভেসে উঠত সামিরা। হতাশার কালো আঁধারে জ্বলে উঠত আশার আলো। আমি কি যাব ওর কাছে? প্রায় একমাস পর্যন্ত এ মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগল আসেম। না, আর কখনো ওখানে যাবনা। দু'জনের দু'টো ভিন্ন পথ, ভিন্ন মঞ্জিল। এক দৈব দুর্ঘটনা আদীর মনে পরিবর্তন এনেছে। কিন্তু নিজের মেয়ের অপবাদ তিনি সহ্য করবেননা। সামিরা জানে নিরাশার অশ্রু ছাড়া তাকে আমি কিছুই দিতে পারবনা। মানুষ আমাদের উপহাস করবে। আরবের কোথায়ও আমরা এতটুকুন আশ্রয় পাবনা। না, আর কোন দিন ওর কাছে যাবনা। কিন্তু নতুন মাস ঘনিয়ে এলেই ওর চিন্তা চেতনায় ঝড় উঠত। ও ভাবত, আকাশের কোল ঘেঁষে যখন ভেসে উঠবে সেই উজ্জ্বল সিতারা-তখন ও আমার পথ চেয়ে থাকবে। আমি না গেলে কি ভাববে ও। না, যেতেই হবে আমায়। আমি যাব। তাকে বলব, তুমি পাগলামী করছ সামিরা। তোমার এ স্বপ্ন কোন দিন সত্যি হবেনা। আমার আঁধার ভুবনে তোমার স্থান নেই সামিরা। আমার কবিলার প্রতিটি লোক তোমার শত্রু। ওরা তোমার পিতা এবং ভাইকে অপদস্ত করবে। আমায় ভুলে যাও সামিরা। আমার জন্য তুমি যে কষ্ট পাবে।

অবশেষে এক রাতে পর্বতের কোলে গিয়ে দাঁড়াল আসেম। দাঁড়াল এসে সামিরার মুখোমুখী। কোথায় এসেছে, কেন এসেছে এ অনুভূতি ওর ছিলনা তখন। ও ভুলে গেল অতীতের সব তিক্ততা। ভুলে গেল শংকিত ভবিষ্যতের কথা। ওর মনে হল বর্তমানের প্রতিটি নিঃশ্বাস যেন সমগ্র অতীতের চাইতে মূল্যবান।

ঃ 'সামিরা।' ও বলছিল। 'আমি বলতে এসেছি আর কোন দিন এখানে আসবনা।'

হেসে উঠল সামিরা। ওর মনে হল আঁধার রাতের কোলে ফুটে উঠেছে আনন্দের অগনিত ঝলমলে সিতারা। নিজের কথা ওর নিজের কাছেই নিরর্থক মনে হতে লাগল। পর্বতের কোলে পাশাপাশি বসল ওরা। আসেম অনেকটা মোলায়েম স্বরে বললঃ 'সামিরা। আমার কথাটা বিশ্বাস হয়নি?'

ঃ 'কোন কথা?'

ঃ 'এই যে, আমি আর এখানে আসবনা।'

ঃ 'না। এক হাজার বার, দুহাজার বার বললেও আমি বিশ্বাস করিনা।'

ঃ'কেন?'

ঃ 'কারণ আপনি কারো মন ভাঙতে চাননা।'

ঃ 'কিন্তু এর পরিনতি কি হবে জান?'

ঃজানিনা।'

ঃ 'আওস ও খাজরাজ একে অপরের দুশমন তাও জাননা? ওদের শত্রুতা আমাদের মাঝে আগুনের পাহাড় হয়ে দাঁড়াবে।'

ঃ 'এখন তো কোন পাহাড় পর্বত কিছুই দেখছিনা।' আবার হাসতে চাইল ও। কিন্তু বিষন্ন বেদনায় ভরে গেল তার কণ্ঠ। আকাশের চাঁদ আরো এগিয়ে গেল। চুপচাপ গড়িয়ে গেল সময়। অবশেষে আসেম বললঃ 'কি ভাবছ সামিরা?'

ঃ 'ভাবছি, দিনের আলোয় আমরা একে অপরকে কখনো দেখিনি।'

ঃ 'তুমিতো জান সামিরা, দিনে আমরা পরস্পরকে কোনদিন দেখতে পাবনা। প্রদীপের আলোয় একে অপরকে দেখাটাও ছিল এক আকস্মিক ব্যাপার। আঁধার রাতের মুসাফিরের মতই আমাদের পরিচয়। রাতের পথহারা পথিক এক সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।'

কথার মোড় ঘুরাতে চাইল সামিরা। ঃ 'আমরা যদি আকাশের দু'টো নক্ষত্র হতাম। রাতভর একে অপরকে দেখতাম নীরবে, নিশ্চিন্তে।'

ঃ 'তুমি তারাদের খুব ভালবাস?'

ঃ 'হ্যাঁ। আমি সব সময় তারাদের দিকে তাকিয়ে থাকি। সন্ধ্যায় এক ঝলমলে তারা হেসে উঠে আপনি তা লক্ষ্য করে দেখেছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ। তাকে আমরা সন্ধ্যাতারা বলি।'

ঃ 'ওই তারাটা আমার। ওর নাম সামিরা। আর এই তারা' আকাশের দিকে ইংগিত করে ও বলল 'কিছুদিন থেকে একেও আমার ভাল লাগে। আমি এ তারার একটা নাম রেখেছি।'

ঃ'কি নাম রেখেছ?'

ঃ 'আসেম।'

ওরা অনেক্ষন কথা বলল। এক সময় বিদায়ী চাঁদের দিকে তাকিয়ে আসেম বললঃ 'এবার আমায় যেতে হয়।' ওঠে দাঁড়াল দু'জন। সামিরা বললঃ 'আসেম, এ মাসটা ছিল অনেক দীর্ঘ। সামনের মাস হয়ত এরচে দীর্ঘ হবে। তুমি আসবেনা ? থাক বলতে হবেনা। আমি জানি নিশ্চয়ই তুমিআসবে।'

ঃ 'অবশ্যই আমি আসব।'

পরের মাসে আসেম আরো দৃঢ়তা নিয়ে বলতে এলো যে সামিরার সাথে এই হবে তার শেষ দেখা। কিন্তু পর্বতের পাশে গিয়ে দেখল সামিরা নেই। ও অনেক্ষন পর্যন্ত অপেক্ষা করল। শেষে নিরাশ হয়ে উঠে দাঁড়াল। অপেক্ষার বিড়ম্বনা সত্বেও ও এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করছিল। কমপক্ষে মুখোমুখী হবার তিক্ত বাস্তবতা থেকে তো বাঁচা গেল। আমি দুঃখ ছাড়া ওকে কিছুই দিতে পারবনা। সামিরা বুঝে থাকলে ভালই করেছে। পর্বতচূড়া থেকে নামতে গিয়ে ও ভাবল, সামিরার না আসার অন্য কোন কারণও তো থাকতে পারে! তবে কি সে অসুস্থ? উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল ওর মনটা। হতভম্বের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ও ধীরে ধীরে নামতে লাগল। কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতেই কারো কণ্ঠ থেকে ভেসে এল ঃ 'দাঁড়াও।'

ও থমকে দাঁড়াল। হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে এল সামিরা। ঃ 'ভেবেছিলাম তুমি চলে গেছ। নোমানের জ্বর। আব্বা তার কাছে বসে আছেন। এই মাত্র তিনি শুতে গেছেন। আমি দুঃখিত। তোমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু আমার আসার সুযোগ ছিলনা। নোমান একটু পর পর জেগে উঠে। আমার ভয় হচ্ছে, আব্বাকে আবার জাগিয়ে দেয় কীনা। আমি যাচ্ছি। তবে একমাস অপেক্ষা করতে পারবনা। নোমানের জন্য দুতিন দিন হয়ত ঘর থেকে বেরোতে পারবনা। তাহলে সামনের হপ্তায় এসো। কি, আসবে ?'

ঃ 'সামিরা তোমায় বলতে চেয়েছিলাম.....।'

মাঝখানে কথা কেটে সামিরা বললঃ 'আবার যখন আসবে তখন মন ভরে কথা বলব। আগামী হপ্তার ঠিক এদিনের মাঝরাতে আমি তোমার অপেক্ষা করব। আগামী হপ্তায় আসতে না পারলে চৌদ্দ তারিখ রাতে অবশ্যই আসবে। বলো না কবে আসবে?' কি, কথা বলছো না যে!'

ঃ 'ঠিক আছে, চৌদ্দ তারিখে আসব। কিন্তু না এলে কিছু মনে করবে না তো?'

ঃ 'মনে করব কোন অসুবিধার কারণে আসতে পারনি। তারপর থেকে প্রতিটি রাতে আমি তোমার পথ চেয়ে থাকব। নোমানের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলে তোমাকে কালই আসতে বাধ্য করতাম। এ চৌদ্দদিন আমার কাছে চৌদ্দ মাসের মত মনে হবে।'

ঃ 'কিন্তু জোস্নার আলোয় এভাবে কথা বলা কি ঠিক হবে! কেউ এদিকে এলে তো অনেক দূর থেকে দেখতে পাবে।'

ঃ 'এ স্থানটা বড় নির্জন। আমাদের বাড়ী তো বস্তির শেষ মাথায়। রাতে কেউ এদিকে আসেনা। তবুও আমাদের সাবধান হওয়া উচিৎ। আমাদের বাগানে চাঁদের আলো প্রবেশ করেনা। বাগানের ডানদিকে আমি তোমার অপেক্ষা করব। ঘন বৃক্ষের আড়ালে চাঁদ ছাড়া কেউ আমাদের দেখবেনা। এখনআমিযাচ্ছি।'

আসেম চঞ্চল হয়ে বললঃ 'একটু দাঁড়াও সামিরা।' সামিরা দাঁড়াল। একটু থেমে বললঃ ' তুমি বলছিলে দিনের আলোয় আমরা একে অপরকে দেখিনি। আগামী দিন সূর্যোদয়ের সময় তুমি পর্বতের এদিকে একবার এসো। আমিও ঘোড়ায় চড়ে এ পথে চলে যাব।'

ঃ 'কিন্তু তুমি না এলে আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকব।'

ঃ 'আমি নিশ্চয়ই আসব।'

সামিরা হাঁটা দিল। কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়াল। চকিতে পেছন ফিরে চাইল একবার। এরপর ছুটে গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল। আসেম নিশ্চল পাথরের মত অনেকক্ষন দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় দীর্ঘশ্বাস টেনে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। ও বুঝতে পারছিল, নিজের সিদ্ধান্তে ও অটল থাকতে পারেনি। কিন্তু কোন উৎকণ্ঠা ছাড়াই ও এক ধরনের প্রশান্তিও অনুভব করছিল। ও মনে মনে বলছিল, ওর সাথে কথা বলার সুযোগ হয়নি ভালই হল। এত অল্প সময়ে তাকে কিইবা বলা যেত। অতীত বর্তমান সম্পর্কে বুঝিয়ে তাকে শান্তনা দিতে এবং তার অশ্রু মুছে দিতে সময়ের প্রয়োজন। ভালই হল। নয়তো আজকে কথা বলার সুযোগ পেলে হয়ত আর কোনদিন দেখা হতোনা।

নিজের মনের কাছেই এর জবাব খুঁজছিল আসেম। তার মনে হচ্ছিল প্রবল এক শক্তির সামনে ওর মানসিক শক্তির ভিত গুড়িয়ে যাচ্ছে। ও এমন অনুভূতি থেকে মুক্তি পেতে চাইছে যা ঢুকে গেছে ওর হৃদয়ের গভীরে।

আবার ওর প্রশান্তি চরম উৎকণ্ঠায় রূপ নিচ্ছিল। ও বলছিল, হায় সামিরা! তোমার সাথে যদি দেখাই না হত তুমি যদি আদীর মেয়ে না হতে, আর আমি যদি না হতাম সোহেলের সন্তান । তোমায় কিভাবে বুঝাব আমরা একে অপরের জন্য নই। আমি যে পথে পা রেখেছি সামিরার বাড়ীর চারদেয়ালের বাইরে সে পথ শেষ হয়ে গেছে। না, না, সামিরা, আমরা এক হতে পারবনা। সামনের বার না হলেও তার পরের সাক্ষাতে বুকে পাষাণ বেঁধে হলেও তোমায় বলব, আমাদের এ স্বপ্ন কোনদিন সত্য হবেনা। আমরা আশার যে উঁচু মহল তৈরী করছি তার কোন ভিত নেই। আমাদের ভাগ্যে রয়েছে বঞ্চনা। কালের নির্দয় হাত যে দিন আমাদের জোর করে বিচ্ছিন্ন করবে সেদিনের অপেক্ষায় থাকব কেন ? কোষমুক্ত তরবারী নিয়ে আমাদের কবিলা দুজনার মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। তাদের সে সুযোগ দেব কেন ? অন্ধকার আর বিপজ্জনক পথ ধরে কেন এগিয়ে যাব। আমরা পেছনেও চাইতে পারিনা। সামিরা, আমার সামিরা, কথা দাও, সাহস হারাবেনা। অশ্রু ছলছল হয়ে উঠবেনা তোমার আঁখী । পরিনতিতে তুমি শংকিত নও। কিন্তু কাঁটায় ভরা পথে আমি তোমায় নেবনা। তুমি নারী । তোমার দুঃখ আমি সইতে পারবনা।'

বিছানায় শোবার সময় ভোরে দেখা করার কথা আসেমের মনে হল। অনেক্ষণ এপাশ ওপাশ করে কাটিয়ে দিল ও। পরদিন সূর্যোদয়ের সময় পাহাড়ের পাশে ঘোড়া থামাল আসেম। আচম্বিত তার মনে হল পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য, সব আকর্ষণ সামিরা ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু সে কেবল কয়েক মূহূর্তের জন্য।

সামিরার চেহারায় আশার ঝলকানি। ঠোঁটে মৃদু হাসি, চোখে প্রেমের পরাগ। আসে[illegible] গ্লান অতীতের দুঃখ মুসীবতের কথা। বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সব অস্বস্তি, সব শংক[illegible]

গেল তার মন থেকে। ক্ষীন কণ্ঠে দুজন দুজনের নাম ধরে ডাকল। এক মোহময় সুরের আবেশে ঝংকৃত হয়ে উঠল ওদের নীরব ভুবন।

ঃ 'এবার যাও আসেম।' সামিরার চোখ ফেটে অশ্রু বেরিয়ে এল। আসেমের মনে হল কেউ তাকে ঝাকুনি দিয়ে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলছে। ও চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

দিনের তৃতীয় প্রহর। বাড়ীর আঙ্গিনায় খেজুর তলায় শুয়েছিল হিবরো। সাঈদা তার কয়েক পা দূরে বসে সূতা কাটছিল। আসেম আঙ্গিনায় প্রবেশ করল। তাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে গান গাওয়া শুরু করল সাঈদা। ক্রোধে, উৎকণ্ঠায় আসেম কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বললঃ 'সাঈদা, আবার এ গান গাইলে তোমার চরকি ভেংগে ফেলব।'

সাঈদা বেপরোয়া জবাব দিলঃ 'আমার চরকি ভাংগা ছাড়া আপনি কিইবা করতে পারেন। তবে এতে আপনার বাপ ভাইয়ের তৃষিত আত্মার পিপাসা মেটানোর রক্ত নেই।'

সাঈদার কথা গুলো ওর কাছে অসহ্য মনে হচ্ছিল। কিন্তু বোনকে ও খুব স্নেহ করত। প্রতিটি ব্যাপারে তার পক্ষ নিত। কিন্তু ওমরের জীবন বাঁচানোর পর আর সকলের মত আসেম সাঈদারও শ্রদ্ধা হারিয়েছিল। প্রথম প্রথম ও বলত ঃ 'আমার বান্ধবীরা আমায় বিদ্রুপ করে। ওরা বলে, তোমার চাচাত ভাই ভীরু শিয়াল হয়ে গেছে। এসব কথায় ব্যর্থ হয়ে ও মা–বাবার সুরে সুর মিলিয়ে তাকে চটাতে চাইত। কিন্তু আসেম কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ও বলল ঃ 'সাঈদা। এ গান তোমায় আর বেশীদিন গাইতে হবেনা। আমি চলে যাচ্ছি।'

চমকে উঠল সাঈদা। ঃ 'কোথায় যাচ্ছেন।'

ঃ 'তা দিয়ে তোমার দরকার কি।'

সাঈদা অনিমেষ চোখে আসেমের দিকে তাকিয়ে রইল। অশ্রুতে ভিজে এল তার আঁখীর পাতা। ঃ'ভাইজান, আপনি রাগ করলে আর কখনো এ গান গাইব না।'

ঃ 'তোমার উপর রাগ না করলেও কিছু দিনের জন্য আমায় বাইরে যেতে হবে।'

ঃ'না, না, আববা আপনাকে যেতে দেবেননা।'

আচম্বিত চোখ খুলল হিবরো। বসতে বসতে বললঃ 'কি বললে আসেম। কোথায় যাচ্ছ?'

ঃ'সিরিয়া।'

ঃ 'বাড়ী ছেড়ে পালাতে চাইছ?' চঞ্চল হয়ে উঠল হিবরো।

ঃ 'পালাব কেন? আমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি।'

ঃ 'কিন্তু তুমি তো জান, ইরানী লশকর এগিয়ে আসার ফলে আরবের ব্যবসায়ীরা এখন সিরিয়ার দিকে যায়না।'

: 'গাতফানের যে সব ব্যকসায়ীর সাথে আমি জেরুজালেম সফর করেছিলাম, ওরা আবার সিরিয়া যাচ্ছে। গত পরশু এ সংবাদ পেয়েছি। আমি তাদের সাথে যেতে চাইছি। আপাততঃ দামেশকে এবং জেরুজালেমে ইরানীদের আক্রমনের কোন সম্ভাবনা নেই। উত্তরের শহর গুলোতে ভীতি ছড়িয়ে পড়ার কারণ হচ্ছে, ওখানকার বিত্তশালীরা ধন সম্পদ নিয়ে কস্তুনতুনিয়া এবং ইস্কান্দারিয়া চলে যাচ্ছে। ফলে মূল্যবান জিনিষও ওখানে খুব কম দামে বিক্রি হচ্ছে। আপনি আমায় সামান্য কিছু টাকা দিলে আশা করি আগের চে বেশী লাভ। ইরানীদের জন্য সামনে যেতে না পারলে ফিরে আসব। ইতিমধ্যেই অনেক ব্যকসায়ী কাফেলা দামেশকে পৌঁছে গেছে। ওখানে কাপড়ের দাম খুব কম। এ সফরে লাভের আশা না থাকলেও আমার কিছুদিন বাড়ীর বাইরে থাকা উচিৎ।'

হিবরো অনেকক্ষন মাথা ঝুকিয়ে চিন্তা করল। এরপর মাথা তুলে আসেমের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'তোমার অংশের টাকায় আমি হাত দেইনি। যখন ইচ্ছে নিতে পার। কিন্তু তোমার ব্যবসায়ে আমার কোন আকর্ষণ নেই। আমার ভাতিজা বনু খাজরাজের ভয়ে পালিয়েছে, এখন লোকের এ অপবাদও আমায় শুনতে হবে। ইচ্ছে করলে তোমার বাগানও বেঁচে দিতে পার।'

: 'চাচাজী! আপনি জানেন আমি ভীতু নই। কিন্তু আওস এবং খাজরাজের যুদ্ধ আমাদের দু'দলের বরবাদী ছাড়া কিছুই বয়ে আনবেনা। এতে কেবল ইহুদীরাই ফায়দা লুটবে।'

: 'এ তোমার মনের কথা নয়। যাদু – যাদুর প্রভাব। গত যুদ্ধে তাদের লোকবল এবং অস্ত্রবল বেশী ছিল একথা সত্য। কিন্তু জয়ের পরও তো কয়েক মাস ওরা আমাদের সামনে আসার সাহস পায়নি। হঠাৎ তোমার পিতা নিহত হলেন। বাধ্য হলাম যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে। তুমি সিরিয়া যাবার পর ওরা কয়েকবার হুমকি দিয়েছে। কিন্তু বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাদের কবিলার যুবকদের দমিয়ে রেখেছি। তাদের বলেছিলাম, কদিন অপেক্ষা কর। আসেম তোমাদের জন্য উন্নত মানের তরবারী নিয়ে আসবে। তোমাদের একজন নেতা প্রয়োজন। আমার ভাতিজা তোমাদের সে ইচ্ছে পূরণ করতে পারবে। তোমরা তার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। ওরা বার বার আমায় জিজ্ঞেস করত, আসেম কবে আসবে? আর কতদিন আমাদের ভীরু কাপুরুষের অপবাদ শুনতে হবে? তুমি এলে, কিন্তু ততদিনে তোমার পৃথিবী বদলে গেছে। কবিলার ইজ্জত সম্মান দূরে থাক, তোমার কাছে তোমার পিতার রক্তেরও কোন দাম নেই। কবিলার লোকেরা এখন আমায় উপহাস করে। হায়! আজ পর্যন্ত যদি বেঁচে না থাকতাম। তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। এর সব ওমর এবং আদীর যাদুর ফল। আমি জানি, যতদিন পর্যন্ত তোমার তলোয়ারে এদের খুন না ঝরবে ততোদিন পর্যন্ত এ যাদুর প্রভাব নষ্ট হবেনা।'

: 'তাহলে চাচাজী আমায় তো যাদু করা হল, বনু খাজরাজের হলোটা কি? এ আড়াই মাস পর্যন্ত ওরাও তো যুদ্ধের কথাই বলছেনা।'

: 'দরকার কি? ওরা তো এমনিই বিজয়ী দল। প্রতিটি নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ ওরা তুলে নিয়েছে। তাছাড়া তোমার কাজে ওরা নিশ্চিত যে আমরা পরাজয় মেনে নিয়েছি। ওরা যুদ্ধের প্রস্তুতি না নিলেও আমার কবিলা বেশী দিন নিশ্চুপ থাকবেনা। তাদের বলবনা, আমার ভাতিজার উপর থেকে যাদুর প্রভাব দূর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষ কর।'

ঃ 'আমাদের কবিলাকে বাড়াবাড়ি করতে হবেনা। ইহুদীরা আমাদের চেয়ে বেশী দূরদর্শী এবং সতর্ক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওরা এমন পথ বের করবে, যাতে আওস ও খাজরাজ তরবারী তুলতে বাধ্য হয়। আমাদের শান্তির আড়াই মাস ওদের জন্য খুব কষ্টের ছিল।'

ঃ 'তুমি কথায় কথায় ইহুদীদের প্রসংগ টানছ কেন? তাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দায়িত্ব এড়াতে পারবেনা।' হিবরো উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

ঃ 'চাচাজী, ইহুদীরা পর্দার আড়ালে আওস ও খাজরাজ উভয়ের পিঠ চাপড়ায় একথা কি ঠিক নয়? লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য ওরা কি দ'দলকেই ঋণ দেয়নি? 'ওমর হত্যার মিথ্যা অপবাদ কি চাপায় নি আমার ঘাড়ে?'

ঃ 'ইহুদীদের যা ইচ্ছে বলতে পার। কিন্তু কিভাবে বুঝলে খাজরাজ আমাদের বন্ধু হয়ে গেছে।'

ঃ 'বনু খাজরাজ আমাদের বন্ধু নয়। কিন্তু ওদের চে' বিপজ্জনক দুশমন আমি দেখেছি। যে লড়াইতে ইহুদীদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় আমি সে যুদ্ধের জন্য তরবারী ধরতে নারাজ।'

ঃ 'আমাদের কবিলার ছেলে বুড়ো সবাই যখন বনু খাজরাজের সামনে সারি বেঁধে দাঁড়াবে তখনও কি তুমি তরবারী ধরবেনা?'

ঃ 'জানিনা। তবে তখন হয়ত আমি এখানে থাকবনা। ইহুদীদের চেহারায় আনন্দের ঢেউ বয়ে যাবে তা আমি সইতে পারব না। বলুন তো চাচা, আওস এবং খাজরাজ দুভাই ছিলনা। আমাদের রক্ত কি এক নয়?'

উত্তেজিত কণ্ঠে হিবরো বললঃ 'তুমি পাগল। একেবারে পাগল হয়ে গেছ। ইস, তোমার যাদুর যদি কিছু করতে পারতাম। তুমি যেখানে ইচ্ছে যেতে পার। আমি তোমায় বাধা দেবনা। মনে করব, যে ভাতিজার বীরত্বে আমি গর্ব করতাম, সে মরে গেছে।'

হিবরোর স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললঃ 'বলি হচ্ছে টা কি? আবার বুঝি ওর সাথে লড়াই শুরু করেছেন। যাদুর প্রভাব কি কথায় দূর হবে?' হিবরো নিরুত্তর রইল। তার স্ত্রী সাঈদার কাছে গিয়ে বসল। একটু পর সে আসেমের দিকে ফিরে বললঃ 'সালেম আসেনি?'

ঃ 'ওবায়েদের সাথে আসছে। আমি একটু আগেই চলে এসেছি।'

সহসা বাইরে থেকে কারো পায়ের শব্দ ভেসে এল। ওরা সবাই চঞ্চল হয়ে দরজার দিকে তাকাতে লাগল। ভেতরে ঢুকল সাঈদার মামা মুনযির। তার পেছনে তার দু'যুবক ছেলে মাসুদ এবং জাবের আর কবিলার সাত ব্যক্তি। উৎকণ্ঠা নিয়ে হিবরো উঠে দাঁড়াল। মুনযিরের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ 'সম্ভবতঃ কোন ভাল খবর নিয়ে আসনি।'

ঃ 'আসেম তোমায় কিছু বলেছে? ও আজ আমাদের এক বিজয়কে মাটি করে দিয়েছে।'

হিবরো চাইল আসেমের দিকে। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে ও।

আসেমের চাচী বললঃ 'কি হয়েছে ভাইয়া?'

ঃ 'আদীর ছেলেরা আমাদের চারণ ভূমিতে হামলা করেছিল। ও তাদের সহযোগিতা করেছে।'

ঃ 'মিথ্যে কথা।' চিৎকার দিয়ে বলল আসেম। 'ওদের কয়েকটা উট এবং বকরী আমাদের সীমানার কাছে চলে এসেছিল। মাসুদ আর জাবের ওগুলো হাকিয়ে ভেতরে নিয়ে এল। একটু পর আদীর ছেলে এবং চাকররা আসতেই আমি ওগুলো তাদের দিয়ে দিয়েছি।'

ঃ 'আমার ছেলের বিপক্ষে ওদের তরফদারী করতে তোমার লজ্জা করলনা?'

জাবের বললঃ 'আসেম মিথ্যে বলছে। ওদের পশুগুলো নিজেরাই আমাদের সীমানায় প্রবেশ করেছিল। সুতরাং ওগুলো আমাদের। তার কবিলার লোকেরা আমাদের ধমক দিয়েছে। চিল্লাচিল্লি করে লোকজন জমা করেছে। আমরা আমাদের সংগীদের ডাকছিলাম। আসেম পশুগুলো ওদের দিকে হাকিয়ে দিল। আমাদেরকেও অনেক কিছু বলেছে।'

ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে উঠল আসেমের চেহারা। ঃ 'জাবের! তোমার বাপ আর আমার চাচা এখানে না থাকলে আমায় মিথ্যুক বলতে পারতেনা।'

মুনযির ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললঃ 'আমার ছেলেকে ভয় দেখিওনা। আদীর ছেলেরা কি ভাবে পশু ছিনিয়ে নেয় আমি ওখানে থাকলে দেখে নিতাম। তুমি শত্রুর পক্ষে মুখ খোলার সাহস পেলে কোথায়?' আসেম শ্লেষের সাথে বললঃ 'আপনি ওখানে থাকলে দেখতেন অল্প কজন লোক দেখে আপনার ছেলেরা ভেড়ার মত কেমন ভ্যাঁ ভ্যাঁ করছে। ওদের চিৎকার পর্বতের ওপাশে থাকা রাখালদের কান পর্যন্ত যায়নি। খাজরাজের সাথে তর্ক করেছে অন্য কেউ, এরা নয়। আপনার বীর সন্তানেরা তো তাদের কাছে ঘেষতেই সাহস পায়নি। মাসুদ তো একটা উট ধরে দাঁড়িয়েছিল, পালাতে হলে যেন অন্য পায়ের সাহায্য নেয়া যায়।'

মাসুদ বললঃ 'কি সব বলছ। অন্যদের সংবাদ দেয়ার জন্য আমি উট ধরে দাঁড়িয়েছিলাম।'

ঃ 'তাহলে তাদের পশুগুলো ঘেরাও করার সময় কেন ভাবনি যে তোমরা আট দশজনের ভয়ে পালিয়ে যাবে। তখনও তাদের চে' আমাদের লোক বেশী ছিল একথা কি ঠিক নয়?'

ঃ 'কিন্তু তুমি তো আমাদের লোকদের লড়তে নিষেধ করেছিলে।'

ঃ 'হ্যাঁ। আমি ওদের নিষেধ করেছিলাম। প্রথম আঘাতটা তোমরা করবে নিশ্চিত হলে তোমাদের নিরাশ করতামনা। আমার মত আদীর ছেলেরাও তাদের লোকদের শান্ত করছিল একথা কি ঠিক নয়?'

মুনযির অন্যান্য লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললঃ 'তোমরা তো শুনলে, আসেম আবার শত্রুর সামনে নিজ গোত্রের লোকদের অপমানিত করল।'

ঃ 'আমি শত্রুর সহযোগিতা করিনি। আপনার সন্তানদেরকে অপকর্ম থেকে বিরত রেখেছি।'

ঃ 'হিবরোর ভাতিজা না হলে তোমায় দ্বিতীয় বার মুখ খোলার সুযোগ দিতাম না। এতক্ষণে এখানে পড়ে থাকত তোমার লাশ।'

ঃ 'থাক থাক, আর বলতে হবেনা। আপনার তরবারীর ধার আপনার ঠোঁটের মত হলে নিশ্চয়ই আমি ভয় পেতাম। কিন্তু গত যুদ্ধে আপনার বীরত্বপনা দেখেছি। লাফ ঝাঁপ দেয়ার সময় আপনি সবার আগে আর যুদ্ধের সময় সবার পেছনে ছিলেন। এরা সবাই তার সাক্ষী।'

হিবরো গলা ফাটিয়ে বললঃ 'আসেম! তুমি পাগল হয়ে গেছ। বেহায়া বেশরম। আমায় একেবারে শেষ করে দিলে।'

রাগে ফুসতে ফুসতে এগিয়ে এল জাবের। আসেমের মুখে চড় দেয়ার চেষ্টা করতেই আসেম খপ করে তার ঘাড় ধরে ফেলল। এরপর একটা পটকান দিয়ে নীচে ফেলে দিল।

চোখ লাল করে এগিয়ে এল মুনযির এবং মাসুদ। কিন্তু মাঝে এসে দাঁড়াল হিবরো। ঃ 'মুনযির, আমার উপর রহম করো। তুমি জান যাদুর প্রভাবে আসেমের মাথা ঠিক নেই। কথা দিচ্ছি, ও আর আমার কাছে থাকবেনা। আমি লজ্জিত মুনযির। আমায় ক্ষমা করো।'

মুনযির তাচ্ছিল্যের সাথে আসেমের দিকে তাকিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল। ছেলেরা গেল তার সাথে। খানিক পর বাকী লোকেরাও বেরিয়ে গেল। এতোক্ষণ হতভম্বের মত তাকিয়েছিল সাঈদা। এবার কাঁদতে কাঁদতে এক দিকে সরে গেল সে। হিবরোর স্ত্রী স্বামীর দিকে চেয়ে বলল ঃ 'তোমার ভাতিজা আমার ভাইকে অপমান করেছে। হয়ত ওকে বাড়ী থেকে বের করে দাও। নয়তো আমি এ বাড়ীতেই থাকবনা।'

কোন জবাব না দিয়ে চাটাইতে বসে পড়ল হিবরো। আসেম বললঃ 'চাচী, আর আপনাকে বিরক্ত করবনা। আমি নিজেই চলে যাব।'

আসেমের চাচী নীরবে স্বামীর পাশে বসে পড়ল। আসেম কতক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল। এরপর ধীরে ধীরে বাইরের দরজার দিকে পা বাড়াল। হিবরো পেছন থেকে ডেকে বললঃ 'আ[illegible]

ও দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পেছন দিকে। হিবরোর চোখে অশ্রু চিক চিক করছে। আশ্চর্য হল আসেম। ও সব সময় চাচার চোখে দেখে এসেছে ঘৃণা আর প্রতিশোধের আগুন। মনে প্রচন্ড ব্যথা পেল সে। হিবরো দাঁড়াল। এগিয়ে এসে আসেমের বাহু ধরে টেনে ঘরে নিয়ে গেল। বললঃ 'সোহেলের পুত্র এ বাড়ী থেকে এভাবে যেতে পারেনা। যেতে যখন চাচ্ছোই আমি তোমায় বাঁধা দেবনা। আমি জানি তুমি অপারগ, অসহায়।'

বিষন্ন কণ্ঠে আসেম বললঃ 'চাচাজী। আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারলামনা বলে আমি দুঃখিত।'

ঘরের এক কোণে রাখা সিন্দুক খুলে হিবরো একটা থলে বের করল। থলেটা আসেমের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললঃ 'এই নাও তোমার টাকা। এখান থেকে শুধু শমুনের ঋণের টাকাটা ভিন্ন করে রেখেছি।'

ঃ 'না চাচাজী। আমার আর এর প্রয়োজন নেই। আমি ব্যবসার ইচ্ছে বদলে ফেলেছি।'

হিবরো ঝাঁঝের সাথে বললঃ 'আসেম, এগুলি নিয়ে নাও। আমায় আর কষ্ট দিওনা।'

একান্ত বাধ্য হয়ে হাত বাড়িয়ে দিল আসেম। কি ভেবে বললঃ 'চাচাজী । আজকেইতো যাচ্ছিনা। কদিন এক বন্ধুর বাড়ীতে থাকব। আপনার কাছে রাখুন। যাবার সময় নিয়ে যাব।'

ঃ 'না, না, আমি আর ওটাকা ছোবনা। কোন বন্ধুর বাড়ী থাকার দরকার নেই। ক'দিন আমার সাথে থাকতে না চাইলে আমি অন্য কোথাও চলে যাই।'

হিবরো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একপাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে আসেমের দিকে বিষন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সাঈদা। ও তাড়াতাড়ি এগিয়ে বললঃ 'দিন। আপনার আমানত আমি রাখব।'

আসেম টাকার থলেটা তার হাতে তুলে দিল। অনিরুদ্ধ কান্নার আবেগ সংযত করে সাঈদা বললঃ 'আপনি যাবেননা ভাইয়া।' আসেম তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললঃ 'সাঈদা, তুমি খুশী হলে আমি আরো কদিন তোমার মায়ের গালি শুনতে রাজি।'

ঃ 'কদিন পরও যেতে পারবেননা। আপনি সব সময় এখানে থাকবেন। কথা দিচ্ছি, আম্মা আর আপনাকে কিছু বলবেননা। ভাইয়া! আপনার মনে আছে, আমি যখন ছোট্ট ছিলাম, তখন আপনার রাগ হলে আমায় মারতেন? এখনো আমায় মারুন। আমি তো বেশী বড় হয়ে যাইনি।'

ওকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে মাথায় হাত বুলাতে লাগল আসেম। সাঈদা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললঃ 'আপনি বাড়ীতে থাকলে রাতে আমি ভয় পাইনা। কারণ, কিছু হলে আপনাকে ডেকে তুলতে পারব। আপনাকে দেখলে চোর ডাকাত, জ্বীন-পরী সব পালিয়ে যাবে। কিন্তু আপনি না থাকলে আমি সব কিছুতেই ভয় পাব।'

ঃ 'আমি না থাকলেও সালেম এবং চাচাজান তো থাকবে।'

ঃ 'না, না, আপনাকে সবার প্রয়োজন।'

ঃ 'সাঈদা, তোমায় শুধু কথা দিতে পারি যে, তোমায় দেখার জন্য অবশ্যই আমি ফিরে আসব। কিন্তু আমি গেলেই আমার কবিলার ভাল হবে। তুমি চিন্তা করোনা। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। গেল সফরে তোমার ধারনার পূর্বে ফিরে আসিনি?'

ঃ 'তখন তো আপনি রাগ করে যাননি?'

ঃ 'এখনো রাগ করে যাচ্ছিনা। আমার যাওয়া যে কত দরকার একদিন নিশ্চয় তোমায় বুঝাতে পারব।' উঠানের দিকে তাকাল সাঈদা।ঃ 'আব্বা বেরিয়ে গেলেন। আমার আশংকা হচ্ছে তিনি আবার রাগ করে কোথায়ও চলে যান নাকি?'

ঃ 'তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি তাঁকে নিয়ে আসছি।'

আসেম বেরিয়ে গেল। হিবরো গোয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে ওবায়েদের সাথে কথা বলছিল। আসেমকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল। তার রাগ দেখে আসেমও অন্য দিকে চলে গেল। ও কোথায় যাচ্ছে, কতক্ষণ পর্যন্ত তার এ খেয়ালও ছিলনা। তার কানে বাজছিল চাচা এবং মুনযিরের তিক্ত শব্দগুলো। হঠাৎ তার মনে হল আজ চতুর্দশী। তার উদাস, বিষন্ন আর বিজন পৃথিবী সামিরার উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠল।

আবাদী প্রান্তর ছাড়িয়ে গেল ও। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে পর্বতের কাছে গিয়ে বসে পড়ল। সূর্য তার দিনের কাজ শেষ করেছে। সন্ধ্যার ছায়ারা হারিয়ে যাচ্ছিল মরুভূমির বিশাল বিস্তারে। উপত্যকার বস্তি থেকে ধুঁয়ার রেখা কুন্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠে সাঁঝের আবছা আঁধারে মিশে যাচ্ছিল। ইয়াসরিবের মরুদ্যান আর পাহাড় পর্বতে চাঁদের গা থেকে ঝরে পড়ছিল কুসুমিত জোৎস্না।

রাত কখন হবে। দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে ও উঠে দাঁড়াল। এদিক ওদিক হাঁটল কিছুক্ষণ। কিছুক্ষণ বসে রইল একটা পাথরের উপর। অবশেষে আদীর বাগানের দিকে হাঁটা দিল।

কোথায় সামিরা। ওযে নেই কোথাও। চারদিকে তাকাল আসেম। এরপর ঘন খেজুর বৃক্ষের ফাঁকে বসে পড়ল ও। চতুর্দশীর জোৎস্না ধোয়া রাত। চাঁদের মুখ থেকে ঠিকরে পড়ছে তরল আলো। সে আলো জোয়ার এনেছে মরুর বিস্তৃত মাঠে মাঠে—খেজুর বীথিকায়।

চুপচাপ কিছুক্ষন বসে রইল আসেম। দারুন অস্বস্তি আর উৎকণ্ঠায় এক সময় উঠে পায়চারী শুরু করল। গতদিনের ঘটনাগুলো ওর মন বিষিয়ে তুলেছিল। কয়েক ঘন্টা অস্বস্তিকর মানসিক দ্বন্দ্বের পর ও পৌঁছেছিল এখানে। ও ধরেই নিয়েছিল, সামিরার সাথে এই তার শেষ দেখা। ও জানত, এ সাক্ষাতের পর ওর জীবন ভরে যাবে বিষন্ন তিক্ততায়। তবুও সামিরাকে একনজর দেখা এবং তার সাথে দু'টো কথা বলার কল্পনায় ও প্রশান্তি অনুভব করতে লাগল। কিন্তু ওতো এখানে নেই। আসেম ভাবল, হয়ত ও আসবেনা। না, ও নিশ্চয়ই আসবে। আমি সময়ের পূর্বেই চলে এসেছি। এখনো মাঝ রাত হয়নি। কিন্তু তারা ফুটেছে সেই কখন। নিশ্চয়ই কোন কারনে ও আসতে পারেনি। কাল আসবে। আমায় আরো একদিন অপেক্ষা করতে হবে। হয়ত ও কালও আসবেনা। কোন কারণে সারাদিন ঘর থেকে বেরোতে পারবে না। আমি যাচ্ছি, একথা বলতেও পারবনা ওকে।

আসেমের কাছে এ মানসিক যন্ত্রণা অসহনীয় হয়ে উঠল। সহসা সৃষ্টির সব সৌন্দর্য সুষমা তার দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠল। বেড়ে গেল ওর হৃদয়ের ধুক পুকানী। সামিরা আসছে।

বৃক্ষের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আসেম। জোৎস্নার আলোয় ও দু'হাত প্রসারিত করে দাঁড়াল। সামিরা এগোল। থমকে দাঁড়াল আবার। কিছু সংকোচ, খানিক জড়তা, এরপরই ছুটে এসে আসেমের বুকে ঝাপিয়ে পড়ল।

ঃ 'ভেবেছিলাম তুমি আসবেনা। তোমায় আর দেখবনা কখনো।'

ঃ 'আমরা কখনো বিচ্ছিন্ন হবোনা।'

ঃ 'তুমি আজ অনেক দেরী করে এল।'

ঃ 'আববা জেগেছিলেন। কবিলার ক'জন লোক তার কাছে বসেছিল। তারা চলে গেলে ওমর আর ওতবা কথা জুড়ে দিল। তার বেশীর ভাগই তোমাকে নিয়ে।'

ঃ 'আমাকে নিয়ে?'

ঃ 'হ্যাঁ। আপনি দু'কবিলার মধ্যে সংঘর্ষ হতে দেননি এ জন্য আববা খুব খুশী হয়েছেন। আজকে যারা আমাদের বাড়ীতে এসেছিল আববা তাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছেন যে আর কখনো বাড়াবাড়ি করবেনা।'

[illegible] দু'হাতে ওর মুখ চাঁদের দিকে ঘুরিয়ে দিল। গভীর চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল সামিরা। এ মুহূর্ত গুলো কখনো ভুলবনা। এ মুখ চিরদিন আমার চোখের সামনে ভাসবে

খান থেকে শত মাইল দূরে থেকেও অনুভব করব আমি এ খেজুর বাগানে দাঁড়িয়ে আছি। চাঁদের রূপালী আলো গলে গলে পড়ছে তোমার উপর।'

ঃ 'এখান থেকে শত মাইল দূরে! আপনি কোথাও যাচ্ছেন?'

ঃ'হ্যাঁ।'

অজানা আশংকা ও শিহরিত আবেগ নিয়ে সামিরা ওর দিকে তাকিয়ে রইল। আসেম মাটিতে বসে পড়ল। সামিরার হাত আকর্ষণ করে বললঃ 'তুমিও বসো। তোমার সাথে অনেক কথা আছে।' সামিরা বসল।

ঃ 'ওভাবে আমার দিকে চেয়োনা সামিরা। তুমি তো জান তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া আমার জীবনের চরম পরীক্ষা।'

সামিরা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল ঃ 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

ঃ'সিরিয়া।'

ঃ'আমারজন্য।'

ঃ 'সামিরা।' আসেমের কণ্ঠে বিষন্নতা ফুটে উঠল। 'মনে করোনা আমি খুশী মনে যাচ্ছি। যদি ভবিষ্যতের ভয়ংকর অন্ধকার শুধু আমার জন্য অথবা আমার ভুলের খেসারত যদি কেবল আমায় দিতে হতো, তাহলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হলেও যেতামনা। কিন্তু আমার দুঃসহ যন্ত্রণায় তোমায় ভাগী করতে চাইনা।'

ঃ 'আমিও আপনার সাথে যাব।' সামিরার কণ্ঠে দৃঢ়তা।

ঃ 'না সামিরা। তোমার পা ফুলেল গালিচার জন্য। আমার পথতো কাঁটায় ভরা। রাতের চাঁদের সাথে তোমার মিতালী। আমার রাত যে আঁধারে ঢাকা। আমার জন্য ইয়াসরিবের জমিন সংকীর্ন হয়ে গেছে। এখান থেকে যাবার পর আমার নিজের কোন দেশ, কোন ঘর থাকবেনা। এখানে তো তোমার সবই আছে। তোমার কাছে এত বড় ত্যাগের আশা করতে পারিনা। তুমি চলে গেলে তোমার বাপ ভায়ের কি অবস্থা হবে! তোমার কবিলার লোকেরা তাদের কি বলবে? একবার গভীরভাবে ভাবলেই তা বুঝতে পারবে।'

ঃ 'আসেম, যদি আমার কষ্টের কথাই ভাব, তবে আমি এখুনি তোমার সাথে যাব। জিজ্ঞেস করবনা কোথায় যাচ্ছ? পথে দুঃখ কষ্টের কোন অভিযোগ করবনা। তোমার সাথে পায়ে কাঁটা ফুটলেও আমি ব্যথা পাবনা। আমি শুধু জানি 'তোমায় ছাড়া আমি বাঁচবনা।'

সামিরা হাসছিল। হঠাৎ ওর কাজল কাল দুটো চোখে অশ্রু উছলে এল। এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় পিষে যাচ্ছিল আসেমের হৃদয়। অনেক কষ্টে ও বলল ঃ'সামিরা, তুমি হয়ত সব কিছু সইতে পারবে। কিন্তু আমার কবিলার লোকেরা যখন তোমার বাপ ভাইকে উপহাস করবে, এমনকি তোমার কবিলার বিদ্রুপে যখন তাদের মাথা নীচু হয়ে যাবে, তখন কি সইতে পারবে সামিরা? আওস ও খাজরাজের যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে। আমার মনে হয় তোমার ভায়ের প্রাণ বাঁচিয়ে আমি ইয়াসরিববাসীদের জন্য কল্যানের পথ খুলে দিয়েছি। ওরা যেন বলতে না পারে যে সৎ কাজের আড়ালে আমি তোমার বাপ ভায়ের উপর প্রতিশোধ নিচ্ছি। আমরা সাহস হারালে আওসও খাজরাজের তরবারী আবার খাপ থেকে বেরিয়ে আসবে। আমি তোমায়

ভালবাসি সামিরা। তোমায় ছাড়া আমার জীবন উষর মরুর মত। কিন্তু আমাদের ভালবাসার ফলে আওস ও খাজরাজ নতুন করে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাক, তুমি কি তা চাও। তুমি কি চাও আমাদের কারণে ওরা একে অপরের গলায় ছুরি চালাক?'

কোন জবাব না দিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে সামিরা ফুফিয়ে ফুফিয়ে কাঁদতে লাগল। উঠে দাঁড়াল আসেম। ব্যথাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল সামিরার দিকে। একটু ঝুকে সামিরার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল ঃ'সামিরা। হয়ত অনেকদিন আমরা একে অপরকে দেখবনা। সাহস হারিওনা। এ অবিস্মরণীয় মুহূর্ত গুলো আর বিষাদময় করে তুলনা সামিরা। হৃদয় খুলে দেখাতে পারলে বুঝতে, আমি খুশী মনে যাচ্ছিনা।'

সামিরাও উঠে দাঁড়াল। ওড়নার প্রান্ত দিয়ে অশ্রু মুছে বলল ঃ'আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু তুমি যাচ্ছ, একথা বলার জন্য এখানে আসার দরকার ছিলনা।'

ঃ 'আমি জানতাম, এ সময়টা দু'জনের জন্যই কষ্টকর হবে। কিন্তু আশংকা ছিল, দেখা না করে চলে গেলে তুমি আমায় বেঈমান ভাববে। প্রতিটি নিঃশ্বাসে যে সামিরাকে স্মরণ করি ও আমার সাথে রাগ করেছে, বিদেশে গিয়ে একথা ভেবে আমি কষ্ট পেতাম। আমি এ আশা নিয়ে যাচ্ছি যে, যখন ফিরে আসব তখন ইয়াসরিবের অবস্থা পাল্টে যাবে। মুছে যাবে আওস ও খাজরাজের পুরনো ক্ষত চিহ্ন। আমি যখন তোমার আব্বার কাছে নতজানু হয়ে বলব,

ঃ সামিরাকে ছাড়া আমি বাঁচবনা, তখন তিনি নিশ্চয়ই আমায় বিমুখ করবেন না।'

ঃ 'এখানে থেকে পরিস্থিতি পরিবর্তনের অপেক্ষা করা যায় না?'

ঃ 'না, সামিরা। এখানে আমি থাকতে পারছিনা। জানি এতে দুজনেই কষ্ট পাব। কিন্তু এখানে থেকেও তোমায় দেখবনা তা আমি সইতে পারবনা। আমাদের এ প্রেমের কথা কদিন আর গোপন থাকবে৷ তাছাড়া কবিলার সাথে আমার সম্পর্ক এতটা খারাপ হয়ে গেছে যে এখন আর এখানে থাকতে পারছিনা।'

সামিরার অশ্রু শুকিয়ে গিয়েছিল। এখন হৃদয়ভার হালকা মনে হল তার কাছে। মনে জাগল এমন প্রশান্তি, যা আহত সৈনিককে অস্ত্র সমর্পন করতে বাধ্য করে। আসেম নিজের ভেতর খানিকটা শান্তনা অনুভব করে বলল ঃ 'চলো তোমায় বাড়ী রেখে আসি।'

ঃ 'না।' ধরা আওয়াজে বলল ও। 'তুমি যাচ্ছ। আমি আমার বাড়ীর পথ ভুলে যাইনি। যাও তুমি।' সামিরার চোখে আবার নেমে এল অশ্রুর ধারা। আসেম নির্নিমেষ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সহসা ঘুরে হাঁটা শুরু করল ও। কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল পেছন দিকে। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিল সামিরা। কাঁদছিল ও। তার ফোফানির শব্দ বিঁধছিল আসেমের বুকে।

ঃ 'তুমি যাচ্ছ না কেন?' সামিরা ঝাঝের সাথে বলল। কিন্তু সে ঝাঝে ছিলনা ক্রোধ অথবা তিক্ততা। বরং এক অসহায় আবদার ঝরে পড়ছিল সে সুরে। আসেমের মনে হল এখানে আরো কমিনিট থাকলে তার দৃঢ়তার প্রাসাদ ভেংগে চূর্ন বিচূর্ন হয়ে যাবে। আবার ঘুরল আসেম। সামনের দিকে পা তুলতেই একটা ভারী কণ্ঠ ভেসে এল ঃ 'দাঁড়াও।'

চমকে এদিকে ওদিক চাইতে লাগল আসেম। ডান দিকের বৃক্ষের আড়াল থেকে কেউ বেরিয়ে আসছে। আসেম তাড়াতাড়ি তরবারী বের করল।

ঃ 'আসেম পালিয়ে যাও।' বলে সামিরা এগিয়ে আসেমের বাহু ধরে একদিকে টানতে লাগল।

ঃ 'আসেমকে পালাতে হবেনা' বলতে বলতে এগিয়ে এল আদী। সামিরা আসেমকে ছেড়ে পিতাকে জড়িয়ে ধরে বলল ঃ'আব্বা, ওর কোন অপরাধ নেই, ও ইয়াসরিব ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আপনার সম্মানের দিকে চেয়ে চলে যাচ্ছে ও। লোকেরা আপনাকে অপবাদ দিক ও তা চায় নি।'

ঃ 'চিল্লাচিল্লি করোনা সামিরা। তুমি যাও। আমি ওর সাথে কিছু কথা বলব।'

আদীর কণ্ঠে কোন তিক্ততা নেই। আশ্চর্য হল আসেম।

ঃ 'আব্বা ওকে কিছু বলবেন না। ও আপনার দুশমন নয়।'

ঃ 'বেকুব! চুপ কর। আমার তো শূন্য হাত।' আদী তাকে একদিকে সরিয়ে আসেমের সামনে এসে দাঁড়াল। ওরা কতক্ষন নীরবে একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে আদী বলল ঃ 'তোমার তরবারী খাপে ঢুকাতে পার। আমার লোকেরা ঘুমিয়ে আছে। পেছন থেকে কেউ তোমায় আক্রমন করবেনা।' লজ্জা পেয়ে তরবারী খাপে পুরল আসেম।

ঃ 'তোমাদের কথাবার্তা আমি শুনেছি। এবার তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই। এসো আমার সাথে।' আসেম নড়ল না একচুলও। আদী কয়েকপা গিয়ে পেছনে তাকিয়ে বলল ঃ 'কি, এক বুড়োকে ভয় করছে।'

কিছু না বলে আদীর পেছনে হাঁটা দিল ও। কয়েক কদম দূরে চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সামিরা। ও দৌড়ে গাছের আড়ালে চলে গেল। খেজুর বাগান পেরিয়ে বাড়ীর চার দেয়ালের সামনে ঘাসের স্তুপের পাশে এসে দাঁড়াল আদী। কতগুলো ঘাস মাটিতে বিছিয়ে বলল ঃ 'কি বল, আমরা এখানেই বসি? ঘুমের লোকদের জাগানো ঠিক হবেনা। বেশী ঠান্ডা লাগছেনা তো?'

ঃ 'না।' ওরা পাশাপাশি বসল। আদীর ব্যবহারে ওর উৎকণ্ঠা কেবল বেড়েই যাচ্ছিল।

ঃ 'সামিরার সাথে তোমার পরিচয় কবে থেকে?' চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল আদী।

ঃ 'জানিনা আমার কথা আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারবে কিনা। সামিরাকে ঘিরে হয়তো কিছু সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আপনার লজ্জা পাওয়ার মত কোন কাজ ও করেনি।'

ঃ 'ওর পক্ষে সাফাই পেশ করতে হবেনা। ওকে আমি ভাল করে চিনি। তুমি মনে করোনা ওকে পাহারা দিয়ে রাখতে হয়েছে। আজকের ঘটনাটা আকস্মিক। ও যখন আলতো পায়ে বেরিয়ে আসছিল আমি জেগেছিলাম। দরজা খোলার শব্দ পেয়ে আমি উঠানের দিকে তাকালাম। ও পা টিপে টিপে আঙ্গিনা পার হয়ে ছুটতে লাগল। ইচ্ছের সাথে যুদ্ধ করে তোমাদের কথা না শুনলে এখন এভাবে কথা হতনা। কিন্তু তুমি এখনো আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি। সামিরার সাথে তোমার কবে থেকে পরিচয়?'

ঃ 'ওমরকে যে রাতে নিয়ে এসেছিলাম, তখনই ওকে প্রথম দেখেছি।'

ঃ 'এখন তুমি ইয়াসরিব ছেড়ে যাচ্ছ?'

ঃ'হ্যাঁ।'

ঃ'সামিরা আমার মেয়ে। তুমি থাকলে আমার লোকেরা অপমানিত হবে এজন্যই তো যাচ্ছ?'

ঃ 'হ্যাঁ। এছাড়াঅন্যকারণওআছে।'

ঃ 'তোমাদের সব কথা আমি শুনেছি। তোমাদের এ মুশকিল আমি দূর করতে অক্ষম। আচ্ছা, মনে করো সামিরা আমার মেয়ে না হলে তুমি কি করতে?'

ঃ 'আপনার কথা বুঝতে পারছিনা।'

ঃ ' সামিরা বনু খাজরাজের না হয়ে অন্য কবিলার মেয়ে হলে কি করতে?'

ঃ 'জানিনা। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে কাউকে আমার বিপদের ভাগী করতামনা।'

ঃ 'কবিলার পক্ষ থেকে সামিরার পিতার যদি কোন ভয় না থাকত এবং সে যদি স্বেচ্ছায় নিজের মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দিত তখন কি করতে?'

ঃ সম্ভব হলে সামিরার পিতাকে বুঝিয়ে বলতাম যে, এ মুহূর্তে আমার একা যাওয়াই উচিৎ। কিন্তু আমি খুব শীঘ্র ফিরে আসব। অথবা আমার ইচ্ছেও বদলে ফেলতাম। কিন্তু সামিরার পিতার অপারগতার কারণ জানা কি আমার পক্ষে সম্ভব নয়?'

আদী মাথা ঝুকিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। খানিকপর মাথা তুলে আসেমের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ'তোমায় আমার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী শোনাব। আমার বিশ্বাস, এতে নিশ্চয়ই তুমি আকর্ষণ অনুভব করবে। আজ থেকে ষোল বছর পূর্বের ঘটনা। এক ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে দামেশক যাচ্ছিলাম। কেনানা গোত্রের হারেস নামের এক ব্যক্তি আমাদের সংগে ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। আমরা ফিরে এলাম। ওকাজের মেলার আর অল্প কদিন বাকী। ইয়াসরিবের অনেকে ওখানে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হারেস কদিন আমার কাছে রইল। এর পর এক কাফেলার সাথে আমরা ওকাজের মেলায় চলে গেলাম। ওকাজে যাবার অন্য কারণও ছিল। আমার স্ত্রী ছিল বাপের বাড়ীতে। ওদের বাড়ী ছিল ওখান থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। ভেবেছিলাম, ফিরতি পথে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসব।

শ্বশুর বাড়ী গিয়ে শুনলাম একটা মেয়ে হয়েছিল আমার। জন্মের কয়েক দিন পর মারা যায় মেয়েটা। এতে দারুন আঘাত পায় আমার স্ত্রী। বার বার বলত, মেয়েটা কিযে সুন্দর ছিল। বিভিন্ন কবিলার মহিলারা অনেক দূর থেকেও তাকে দেখতে আসত। আমার শ্বাশুড়ী এবং শালীরাও তার খুব প্রশংসো করল। কিন্তু হারেস আমায় ধন্যবাদ দিয়ে বললঃ 'তুমি তো এক মেয়ের পিতা হবার অপমান থেকে বেঁচে গেলে। বড় ভাগ্যবান তুমি। পরপর দু'টো মেয়েকে আমি জীবন্ত কবর দিয়েছি। এবার বাড়ী থেকে বেরোবার সময় ওজ্জার নামে শপথ করেছিলাম যে, এবারও যদি মেয়ে জন্ম দাও তার সাথেও সেই একই ব্যবহার করব।'

ওকাজের মেলা শেষে ফিরে আসতে চাইলাম। হারেসের বাড়ী ছিল দুমাইল দূরে। সে জোর করে আমাকে তার বাড়ী নিয়ে গেল। গিয়ে শুনলাম কয়েক মাস পূর্বে তারও এক কন্যা সন্তান জন্মেছে। হারেস ক্ষেপে গেল। আমি তাকে বোঝাতে চাইলাম কিন্তু কোন ফল হলনা। ও বলল, ঘরে বিষাক্ত সাপ পুষতে রাজি আছি কিন্তু মেয়ের পিতা হওয়ার অপমান সইতে পারবনা। আমার স্ত্রীর সামনেই ওজ্জার নামে শপথ করেছিলাম। জন্মের সাথে সাথে মেরে ফেললে আমায় এ পরীক্ষায় পড়তে হতোনা। এখন ও চার মাসের শিশু। তবু আমার শপথ আমি পালন করবোই।

তখন গ্রীষ্মকাল। রাতে আমরা বাইরের মুক্ত বাতাসে বসেছিলাম। হারেস এক পিপে মদ এনে আমার সামনে রাখল। তার অনুরোধে সে কড়া শরাবের কয়েক ঢোক আমিও পান করলাম। কিন্তু ও দেদার গিলে মাতাল হয়ে বকবক করল কতক্ষণ। ঘুম জড়িয়ে আসছিল আমার চোখে। আমি শুয়ে পড়লাম। মাঝ রাতে হট্টগোলে আমার ঘুম ভেংগে গেল। হতভম্বের মত এদিক ওদিক চাইতে লাগলাম আমি। হারেস ওখানে ছিলনা। তার ঘরে থেকে নারীর কান্নার শব্দ ভেসে আসছিল। আমি দৌড়ে গেলাম সেখানে। ডাকলামঃ হারেস, হারেস।'

হারেসের স্ত্রী বেরিয়ে এল। পাগলিনীর মত নিজের চুল টানছিল ও। এবার চিৎকার দিয়ে বললঃ 'সে আমার মেয়েকে নিয়ে গেছে। লাত ওজ্জার দোহাই, আমার মেয়েকে বাঁচাও। আজ কেউ আমায় সাহায্য করেনি। সবাই জানে হারেস মেয়েটাকে জীবন্ত গেড়ে ফেলবে। তবু কেউ ঘর থেকে বেরুলনা।' আমি জিজ্ঞেস করলামঃ সে কোন দিকে গেছে?' ও একদিকে ইংগিত করল। আমি সেদিকে দৌড়োতে লাগলাম। একটু পর বস্তির একটু দূরে শিশুর কান্নার শব্দ শুনলাম। এবার শব্দ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলাম। মেয়েকে মাটিতে রেখে হারেস গর্ত খুঁড়ছে। আমাকে দেখে রেগে গেল সে। চিৎকার করে বললঃ 'এখানে কেন এসেছ?'

ঃ 'তোমায় সাহায্য করতে চাই।' আমি বললাম।

ঃ 'গর্ত খোঁড়ার জন্য তোমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আমার সাহায্য করতে চাইলে গলা টিপে এর বিরক্তিকর কান্নাটা থামিয়ে দাও।'

ঃ 'তুমি এখন মাতাল। নেশা দূর হলে এর কান্না তোমায় বিরক্ত করবেনা।'

ঃ 'আমার মন ভোলানোর চেষ্ট করোনা। আমার প্রতিজ্ঞা আমি পূর্ণ করবই।'

আবার গর্ত খুঁড়তে লাগল হারেস। এগিয়ে আমি তার হাত ধরে ফেললাম। ক্রুদ্ধ হয়ে ও আমায় পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে বলল ঃ 'আমি ভীরু কাপুরুষ নই।'

ঃ 'হারেস, ওজ্জা তোমার মেয়ের জীবন নিতে চায়না। এ জন্য আমায় এখানে পাঠিয়েছেন। তুমি যদি ওর পিতা না হতে চাও আমাকে দিয়ে দাও। আমার স্ত্রী একে মেয়ের মত পালবে। ওর কথা আমি গোপন রাখব। কেউ তোমায় অপবাদও দেবেনা।'

ক্ষেপে উঠল হারেস ঃ 'না, না, এ হতেই পারেনা।' হঠাৎ ও মেয়েটাকে ধরার চেষ্টা করল। আমি মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হল। মাতাল থাকায় ওকে আমি সহজেই কাবু করে ফেললাম। মেয়েটা কেন যেন হঠাৎ কান্না বন্ধ করে দিল। আমি তাকে অনেক্ষণ মাটিতে চিৎ করে ধরে রাখলাম। ধীরে ধীরে ওর রাগ কমে এল। ও বলল ঃ 'আদী, কবিলার কারো আমার সামনে আসার সাহস নেই। কিন্তু তুমি আমার মেহমান।'

ঃ 'আমি তোমার বন্ধু। আমার বিশ্বাস তুমি মাতাল না হলে এ হাতাহাতিও হতোনা। তুমি যে কি করছ তা এখন বুঝতে পারছনা।'

ঃ 'আমায় ছেড়ে দাও।'

ঃ 'আগে কথা দাও এ নিস্পাপ শিশুর গায় হাত তুলবেনা।'

ঃ 'যদি কথা না দিই।'

: 'ওজ্জার দোহাই, তাহলে এভাবে তোমার বুকে বসে থাকব। ভোরে তোমার কবিলার লোকেরা এসে আমার সাথে কি ব্যবহার করবে সে ভয়ও করবনা।'

: 'একটা মেয়েকে বাঁচানোর জন্য তুমি কি আমার কবিলার হাতে জীবন দিতে চাইবে?'

: 'আমি শপথ করেছি এ মেয়েকে বাঁচাব।'

হারেস বলল : 'তবে কি একে বাঁচানোর জন্যই ওজ্জা তোমায় এখানে পাঠিয়েছেন?'

: 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওজ্জা ওর প্রাণ নিতে চাননা।'

: 'লোকেরা আমায় ভীরু কাপুরুষ বলবে।'

: 'ও যে বেঁচে আছে তা কেউ জানবেনা। আমি এখুনি চলে যাব।'

পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হলেও হারেস ছিল একজন মানুষ। খানিক পর তার ভেতর আমূল পরিবর্তন এল। ও বলল : 'তোমার ঘরে ও কি মর্যাদা পাবে?'

: 'ওকে নিজের মেয়ের মত মনে করব। তোমার বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজনে শপথ করব। তুমি জান আমার মেয়েটা মরে গেছে কিন্তু সবাই তো আর তা জানেনা। ওকে বাড়ী নিয়ে গেলে কেউ সন্দেহ করবে না।' অবশেষে ও হার মানল। আমি বললাম : 'আমি এখানেই দাঁড়াব, তুমি আমার ঘোড়াটা নিয়ে এসো।'

ও হাঁটা দিল। আমি বললাম: 'মেয়েটা বেঁচে আছে তোমার স্ত্রীকে এ সংবাদ দিও।'

কোন জবাব না দিয়ে ও চলে গেল। ফিরে এল তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে। ও বলল : 'আমার স্ত্রী বিশ্বাস করেনি। এজন্য সাথে নিয়ে এলুম। সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও ও বেঁছে আছে ভেবে তার স্ত্রী অনেকটা আশ্বস্ত হল। এগিয়ে আমার হাত থেকে শিশুটিকে নিয়ে বলল : 'ও ক্ষুধার্থ। অনুমতি পেলে দুধ খাইয়ে দিই।'

মেয়ে নিয়ে ও এক পাশে বসে পড়ল। দুধ খাইয়ে উঠে দাঁড়াল। বুকের সাথে ঝাপটে ধরে চুমো খেল বার বার। আমি ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। কেঁদে কেঁদে ও মেয়েকে আমার হাতে তুলে দিল। হারেস আমার সাথে মোসাফেহা করে বলল : 'তোমার কাজটা কদ্দুর সঠিক জানিনা। তবুও আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। হায়! প্রথম মেয়েটা যখন দাফন করছিলাম যদি তখন আসতে। শিশু মেয়েটি তার দাড়ি ধরার চেষ্ট করছিল। ও তার হাতটা তুলে চুমো খেল। হঠাৎ আমার কোল থেকে টেনে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তার মাথা এবং চোখে মুখে চুমো খেয়ে আমায় ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল : 'আদী! ও এখন তোমার মেয়ে, এজন্য আদর করলাম। এবার যাও।' খানিক দূরে যেতেই তার মায়ের আওয়াজ ভেসে এল : 'দাঁড়ান!' আমি ঘোড়ার বলগা টেনে ধরলাম। ও দৌড়ে আমার কাছে এসে বলল : 'আপনাকে বলা হয়নি ওর নাম সামিরা।' থামল আদী। গভীর চোখে তাকাল আসেমের দিকে।

: 'সামিরা কি তার বাবা-মাকে দেখেনি?' প্রশ্ন করল আসেম।

: 'না। বছর তিনেক পর হারেস এক যুদ্ধে নিহত হয়। কদিন পর তার মায়েরও মৃত্যু ঘটে।'

: 'সামিরা কি জানে যে ও আপনার মেয়ে নয়!'

: 'না। এখন ওকথা শুনলে হয়ত বিশ্বাসই করবেনা। নিজের মেয়ের মতই তাকে আমি স্নেহ করি। সামিরার পাঁচ বছর বয়সে ওর মার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় বলেছিল ওর যেন কোন

না হয়। আমিও তাকে কথা দিয়েছিলাম। আজ সামিরার চোখে অশ্রু দেখে আমার কষ্ট হচ্ছিল। এজন্যেই তোমায় ঘটনা খুলে বললাম। এবার ভবিষ্যতের জন্য কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে ভেবোনা যে সে তোমার শত্রুর মেয়ে। ও এক এতীম এবং অসহায়। ওর মন ভেংগে তোমার বংশের গৌরব বাড়াতে পারবেনা। ওর কান্নার শব্দ শুনে আমার মনে হয়েছিল সে সময়ের কথা, যখন হারেস ওর জন্য গর্ত খুঁড়ছিল। পাশে পড়ে কাঁদছিল ও। আমার মনুষত্ববোধ ওকে হারেসের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে বাধ্য করেছিল। আজও আমার বিবেক তাকে তোমার হাতে তুলে দিতে বলছে। শত্রু অথবা মিত্ররা কি বলবে সে ভাবনা আমার নেই। মেয়ের পিতা হওয়া হারেসের কাছে অপমানকর ছিল। কিন্তু যখন তার ভেতরের পিতৃস্নেহ জাগিয়ে তুললাম, নিজেই মেয়েকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। তোমার কাজ আমার অতীত বিশ্বাস ভেংগে দিয়েছে। তুমি ওমরের জীবন রক্ষা করার পূর্বে ভাবতাম, আমার জীবনের শান্তি হল তোমার কবিলার সাথে যুদ্ধ করা। আমার ভেতরের মৃত অনুভূতি তুমি চাঙ্গা করে দিয়েছ। ছিনিয়ে নিয়েছ প্রতিশোধ আর রক্ত ঝরানোর আনন্দ। কিন্তু এজন্য আমার দুঃখ নেই। আসেম, আমার কারণে ওকে হতাশ করোনা। আজ এ মুহূর্তে আমি একে তোমার হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত।'

অশ্রুতে ভরে গেল আসেমের চোখ। এ আঁসু কৃতজ্ঞতার আঁসু। ও বলল : 'আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সামিরাকে সুখ দিতে পারবেন ওকে আনার সময় এ প্রশান্তি আপনার ছিল। আপনি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে বাড়ীর কেউ ওকে অনাদর অথবা ঘৃণা করবেনা। কিন্তু আমার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। দুঃখ ছাড়া ওকে আমি কিছুই দিতে পারবনা।'

: 'এক কল্যান অসংখ্য কল্যানের দুয়ার খুলে দেয়। তুমি যে উপমা স্থাপন করলে তার পরিনতি ইয়াসরিবের চিরস্থায়ী শান্তি। কদিন পর এখানকার অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যাবে। তোমার যাবার দরকার নেই। আরবের ভবিষ্যত সম্পর্কে আমি খুব আশাবাদী। মক্কায় যে নতুন দ্বীনের আবির্ভাব ঘটেছে তা তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ। সে দ্বীনের নবী মানুষকে সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিচ্ছেন। যারা তার প্রতি ঈমান আনছে তারা বংশ এবং গোত্রের প্রাচীর ভেংগে পরস্পরে ভ্রাতৃ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। হয়তো এ নবীর বদৌলতে সমস্ত আরবে পুরনো সমাজ ভেংগে প্রতিষ্ঠিত হবে নতুন সমাজ। হেজাযে এ দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হলে ইয়াসরিবে এর প্রভাব পড়বে নিশ্চয়ই। অন্ধকারে ঘুরে মরার চে বাড়ীতে বসে প্রভাতের আলো ফোটার অপেক্ষায় থাকা কি ভাল নয়?'

: 'সে দ্বীনের ব্যাপারে আমিও নানা কথা শুনেছি। কিন্তু লুটপাট ও নরহত্যা যাদের অস্থিমজ্জায় মিশে গেছে তাদের চরিত্র বদলে যাবে আমি এমন আশা করিনা। যে দ্বীন গোত্রীয় প্রথা ভেংগে দিতে চায় তাকে প্রতিরোধ করার জন্য ময়দানে নেমে আসবে আরবের তামাম কওম। এখানে কবিলাগুলোকে পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষেপানো যায়-ঐক্যবদ্ধ করা যায়না। ওমরের সাহায্য করা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। অথচ আমার গোত্র এমনকি নিকটাত্মীয়রাও তা নিয়ে হৈ চৈ জুড়ে দিয়েছে। শত শত বছর ধরে যে আরব রক্তে জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন সে দ্বীনের কারণে ওরা ভাল হয়ে যাবে আপনি কিভাবে এমন ভাবতে পারেন? আমি তো শুনেছি

কোরেশদের অত্যাচারে নতুন মুসলমানদের জন্য মক্কায় থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এরপরও যদি আপনি যেতে নিষেধ করেন তবে যাবনা।'

ঃ 'আমাকে দুটো দিন সময় দাও। দেখি তোমার সমস্যার কিছু করতে পারি কিনা। একান্তই যদি বাড়ী না থাকতে পার তবে আরব ছোট নয়। হয়তো তোমাদের দু'জনের জন্য কোন আশ্রয় খুঁজে পাব। এবার বিশ্রাম করগে। এখন থেকে যখন ইচ্ছে সোজা পথেই আমার বাড়ীতে আসতে পার। তবুও লোক চক্ষুর আড়ালে থাকা উচিৎ। প্রয়োজন হলে তোমায় যে কোন উপায়ে হোক সংবাদ দেব।'

আসেম উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে দিল আদী। মোসাফেহা করে আসেম হাঁটা দিল। ধীরে ধীরে আদীও ঘরের দিকে চলল। দরজার সাথে হেলান দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল সামিরা। পিতাকে আসতে দেখে ও কাঁদতে লাগল। আদী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললঃ 'এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছ কেন? ভেতরে চলো।'

ঃ 'আববা!' বড় মুশকিলে কান্না সংযত করে ও বলল, 'আমি আপনার মেয়ে নই, একথা ওকে বলতে গেলেন কেন!'

ঃ 'সামিরা, অনেকবার ভেবেছি একথা তোমায় বলব। কিন্তু সাহস হয়নি। আজ আসেমকে একথা বলার প্রয়োজন ছিল।'

ঃ 'আমি আপনার মেয়ে হলে আপনি হয়ত লজ্জায় আমায় গলা টিপে মেরে ফেলতেন।

ঃ 'তুমি পাগল হয়ে গেছ। যাও বিশ্রাম করগে।'

ঃ 'আমি আপনার মেয়ে নই একথা আমার বিশ্বাসই হচ্ছেনা। না, আববা অসম্ভব। আমি নোমানের বোন নই, এ হতেই পারেনা।'

ঃ 'তুমি নোমানের মায়ের দুধ পান করেছ। সামিরা তুমি আমার মেয়ে নও, অন্য কেউ একথা কল্পনাও করেনা। এখন চলো।' অশ্রু মুছতে মুছতে আদীর পেছনে চলল সামিরা।

বাগান থেকে বেরিয়ে আসছিল আসেম। হঠাৎ ও দেখল বাগান থেকে একশো কদম দূরে একটা লোক দৌড়োচ্ছে। তাড়াতাড়ি বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াল ও। বাগানের কাছে এসে লোকটির গতি মন্থর হয়ে এল। একটু পর পরই সে ফিরে ফিরে চাইছিল পেছন দিকে। আরেকজন লোক তীব্রগতিতে এ লোকটাকে ধাওয়া করছে। প্রথম লোকটি বাগানে প্রবেশ করে আসেমের কাছাকাছি অন্য গাছের আড়ালে দাঁড়াল। পেছনের লোকটি বাগানের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। কতক্ষন এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার ফিরে গেল। প্রথম লোকটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দারুন ভাবে হাফাচ্ছিল। তার দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য আরেকটু আড়ালে সরে এল আসেম। তার মনে তখন বিভিন্ন প্রশ্ন। এ লোকটি কে? কারা একে ধাওয়া করছে? লোকটি এদিকে এল কেন? আদীর চাকর হলে কেন এখানে দাঁড়াবে। ধাওয়াকারীরা এর দুশমন হলে এখানে এসে কাউকে ডাকলনা কেন?

বৃক্ষের আড়াল হওয়ায় ওর চেহারা দেখা যাচ্ছিল না। লোকটি বাগানের বাইরে পা রাখল। আসেম দেখল চোখ ছাড়া তার সমস্ত চেহারা ঢাকা। আসেমের সন্দেহ হল। দ্রুত একটা ডাইভ

দিয়ে ও লোকটির ঘাড় চেপে ধরল। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল লোকটি। অনেক চেষ্টা করেও আসেমের দৃঢ় হাত থেকে ছুটতে পারলনা। ধাক্কাতে ধাক্কাতে ও তাকে বাগানে নিয়ে এল।

ঃ 'এই তুই কে?' লোকটি নিরুত্তর।

ঃ 'কথা বলছিস না কেন?'

লোকটি হতভম্বের মত আসেমের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ 'আমি নিরপরাধ। আমায় ছেড়ে দিন।' আসেম তার মুখোশ ছিড়ে ফেলল। উৎকণ্ঠা ভরা দৃষ্টিতে কতক্ষন তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল ঃ 'তুমি শমুনের চাকর না! এখানে এসেছ কেন ? কারা তোমায় ধাওয়া করেছে?'

ঃ 'আমার কোন দোষ নেই। ওরা ডাকাত, ডাকাত আমার পিছু নিয়েছে।'

ঃ 'বাজে কথা বলোনা। রাতে কোন ডাকাত চাকরের পেছনে ছোটেনা। ব্যাপার কি বল। মনে হয় চুরি–চামারি কিছু একটা করেছ। আমার কথা হচ্ছে, তুমি এদিকে কেন?'

ঃ 'কোনদিকে দৌড়াচ্ছি ভয়ে তাও জানা ছিলনা।'

ঃ 'তুমি কি শমুনের বাড়ীতে চুরি করেছ? এরা কি শমুনের চাকর?'

লোকটির চোখে আশার আলো ফুঠে উঠল। ঃ 'আপনার তো কিছু ক্ষতি করিনি। আমায় এত কিছু জিজ্ঞেস করছেন কেন? আমি শমুনের বাড়ীতে চুরি করে থাকলে সেতো আপনার দুশমন।'

আসেম তাকে ছেড়ে দিয়ে বলল ঃ 'কি কি চুরি করলে?'

ঃ 'তার স্ত্রীর অলংকার চুরি করেছি। কিন্তু এখন আমার কাছে কিছুই নেই।'

আসেম ওমরের কাছে এ চাকরকে জড়িয়ে শমুনের স্ত্রীর নামে অনেক কিছু শুনেছিল। এ জন্য আর বাড়াবাড়ি না করে বলল ঃ 'ভাগ বেটা।' চাকরটি পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়িয়েই ভোঁ দৌড়। আসেম হাঁটা দিল বাড়ীর দিকে।

ইহুদীদের খেজুর বাগানের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওর কানে ভেসে এল কিছু লোকের ডাক চিৎকার। ও ভাবল ওরা হয়ত চাকরটাকে খুঁজছে। এতরাতে ও কারো সামনে পড়তে চাইলনা। এ জন্য পথ ছেড়ে একটা বাগানে লুকিয়ে পড়ল। লোকগুলো চলে গেলে ও বেরিয়ে আবার বাড়ীর পথ ধরল। বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই ওর কানে ভেসে এল নারী পুরুষের সম্মিলিত কান্নার শব্দ। বাড়ীর একদিকে আগুন জ্বলছে। ও কতক্ষন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এরপর দৌড়ে বাড়ীর উঠানে চলে এল। ওখানে নারী পুরুষের ভীড়। বাইরের পাঁচিল লাগোয়া ছাপরা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। খড়ের গাদা থেকে ধুয়া উড়ছে। কয়েকজন লোক পানি ঢালছে তাতে।

ঃ 'কি হয়েছে? আগুন লাগল কিভাবে?' একজনকে প্রশ্ন করল আসেম।

ঃ 'জানিনা। আমি এই মাত্র এলাম।'

আরেক জনকে জিজ্ঞেস করল আসেম। কিন্তু বলতে পারলনা কেউ। এক ব্যক্তি এগিয়ে শ্লেষের সাথে বলল ঃ 'তোমার চাচাকেই জিজ্ঞেস করনা। আহত হওয়ার পর সে তো তোমার নাম ধরেই ডাকাডাকি করছিল।'

কথাটা বলল মুনযির। আসেম তার দিকে লক্ষ্য না করে ভীড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল। বারান্দার চাটাইতে পড়ে আছে হিবরো। সাঈদা, তার মা, সালেম এবং আরো কজন আত্মীয়া তার পাশে বসে আছে। হিবরোর বুক এবং সাঈদার বাহুতে ব্যান্ডেজ বাঁধা।

ঃ 'কি হয়েছে চাচাজী?' আসেমের উৎকণ্ঠা ভরা প্রশ্ন। হিবরো আসেমের দিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করে নিল। সাঈদা এবং তার মা কোকাচ্ছিল। আসেমকে দেখেই ওরা বিলাপ জুড়ে দিল। কবিলার এক বৃদ্ধা প্রশ্ন করলেন ঃ 'তুমি কোথায় ছিলে?' তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সাঈদার দিকে ফিরল আসেম।

ঃ 'সাঈদা তুমি আহত ? বলো কি হয়েছে?'

কান্না থামিয়ে সাঈদা বলল ঃ 'আমার কিছু হয়নি ভাইয়া। সাধারণ যখম। কেন আমি বেঁচে রইলাম। দুশমনের তীর কেন আমার বুকে এসে বিঁধলনা।' মুনযির এগিয়ে টিপ্পনি কেটে বললঃ 'থাক মা থাক। অমন করে বলোনা। তোমার ভাইয়ার মনটা খুব নরম কিনা।'

ফিরে চাইল আসেম। ক্রোধে বিবর্ণ হেয়ে গেল চেহারা। হঠাৎ এক চাকরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই আসেম চিৎকার দিয়ে বলল ঃ 'হা করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বল আমাদের বাড়ীতে কেআক্রমনকরেছে।'

ঃ 'উট ঘোড়ার দাপাদাপিতে আমাদের ঘুম ভেংগে গেল। বাইরে এসে দেখলাম আস্তাবলে আগুন জ্বলছে। পাঁচটি ছাগল ছাড়া বাকী পশুগুলো আমরা বের করে নিলাম। আপনার চাচা ঘর থেকে বেরোতেই পাঁচিলের উপর থেকে তীর বর্ষন শুরু হল। একটা তীর লেগে তিনি আহত হয়ে গেলেন। সাঈদা এবং সালেম বাইরে নামতেই আরেক ঝাক তীর ছুটে এল। সালেম বেঁচে গেলেও একটা তীর এসে সাঈদার হাতে বিঁধল।

এরপর হামলাকারীরা দেয়াল থেকে লাফিয়ে নেমে পালাতে লাগল। আমরা যখন ওদের ধাওয়া করল, তখন ওরা বাগানের বাইরে ঘোড়ায় চড়ে পালাচ্ছিল। একজনের সওয়ারী ছিলনা। আমরা অনেকদূর পর্যন্ত তাকে ধাওয়া করলাম। কিন্তু তার গতি ছিল তীব্র। ওবায়েদ বলল, তোমরা যখমীদের দেখাশোনা করগে। আমি এর পিছু নিচ্ছি। তখন আমরা বাড়ী ফিরে এলাম।'

ঃ 'তাদের কাউকে চেননি?'

ঃ 'না, ওরা মুখোশ পরেছিল।'

ঃ 'যে দৌড়াচ্ছিল সেও মুখোশ পরা ছিল?'

ঃ'হ্যাঁ।'

ঃ 'চাচাজী আমি এর প্রতিশোধ নেব। আপনার জখম ততো মারাত্মক নয়তো?'

হিবরো উঠে বসলো। ক্ষতের বেদনা সত্ত্বেও আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠলো তার চোখ দু'টো।

ঃ 'না। আমি নিজেই তীর টেনে খুলে ফেলেছি। আমাদের শত্রুরা ধনুও ধরতে জানেনা।'

ঃ 'ভাইয়া, শত্রুরা আমাদের কয়েক ফোটা রক্ত হলেও ঝরিয়েছে। আপনি ছাড়া অন্য কেউ এর প্রতিশোধ নেবে আমি তা সইতে পারছিলাম না।'

ঃ 'তুমি নিশ্চিন্ত থেকো সাঈদা। এ রক্তের জন্য ওদেরকে চড়া মূল্য দিতে হবে।' বলেই আসেম এদিক ওদিক তাকিয়ে ডাকল, 'ওবায়েদ! ওবায়েদ।' হিবরো বলল ঃ'ও ফিরে এসেই কবিলার আরো কজনকে সাথে নিয়ে গেছে। সালেম এবং মুনযিরের ছেলেরাও গেছে তার সাথে।'

ঃ 'কোথায় গেছে?' চঞ্চল হয়ে প্রশ্ন করল আসেম।

ঃ 'আক্রমনকারীদের খুঁজতে গেছে। ওবায়েদ তাদের বাড়ী চিনে এসেছিল। প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে তোমার মত না বদলে থাকলে বলতে পারি যে ওবায়েদ দুশমনকে আদীর বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছে।' আসেমের রক্ত জমে গেল যেন। তাও মুহূর্তের জন্য। হঠাৎ তার হৃৎপিন্ড লাফিয়ে উঠল। কামরা থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল ও। হাতে নিল ঘোড়ার বলগা। লোকের ভীড় ঠেলে উঠানের এক কোণে পৌছল। নিজের ঘোড়ার বাঁধন খুলে লাফিয়ে উঠে বসল তার পিঠে। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনে গর্ব ভরে হিবরো বলল ঃ 'কি মুনযির, দেখলেতো ? ও আমার ভায়ের সন্তান।তার ধমনীতেআমাদেরই রক্ত।'

ঘোড়ার উদোম পিঠে বসে আসেম যখন আদীর বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল তখন দারুন উৎকণ্ঠা নিয়ে নিজের কামরায় পায়চারী করছিল শমুন। চাকর কুতকুতে চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ তার দিকে ফিরে শমুন বলল ঃ 'তুমি কি নিশ্চিত যে ও আসেম ছিল।'

ঃ 'জ্বী। চাঁদের আলোয় তাকে আমি ভালভাবে দেখেছি। কিন্তু আমার বুঝে আসছেনা এত রাতে সে আদীর বাগানে কি করছিল?' শমুন ঝাঁঝের সাথে বলল ঃ 'ও আদীর বাগানের খেজুর চুরি করতে যায়নি। আরে বেকুফ, ও গিয়েছিল আদীকে হত্যা করতে। ইস। যদি জানতাম নিজে নিজেই আগুন জ্বলে উঠবে তবে কি ফুঁ দিতে যেতাম । এখন তুমি আমার জন্য নতুন বিপদ নিয়ে এলে। এ থেকে বাঁচার কোন পথই তো চোখে দেখছিনা।'

ঃ 'আমিতো আপনার নির্দেশ পালন করেছি। আপনি বলেছিলেন আমায় ধাওয়া করলে যেন আদীর বাগানে ঢুকে যাই।'

ঃ 'হেই বদমাইশ। তোমার চেয়ে বেশী দৌড়াতে পারে এমন নাকি ইয়াসরিবে কেউ নেই। তাহলে সে তোমায় ধরল কিভাবে?'

ঃ 'আমি মিথ্যে বলছিনা। ধাওয়াকারীরা তো আমায় পায়নি। কখনো দৌড়ের গতি কমিয়েছিলাম। কারন ওরা যেন নিরাশ হয়ে ফিরে না যায়। কিন্তু আসেম যে বাগানে ঘাপটি মেরে বসে আচম্বিত আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে এ কথা কে জানত?'

খানিক চিন্তা করে শমুন বলল ঃ 'আসেম তোমায় চিনেছে?'

ঃ 'জী। আমার মুখোশ ছিড়েই ও বলল, তুমি শমুনের চাকর না।'

ঃ 'আর সাথে সাথেই তোমায় ছেড়ে দিল।'

ঃ'জ্বী।'

ঃ 'বাজে কথা। নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করেছে তুমি কেন এখানে এসেছ ? সত্যি করে বল, নয়তো আমি তোমার চামড়া তুলে ফেলব।'

ঃ 'জ্বী সে জিজ্ঞেস করেছিল।'

ঃ 'তা তুমি কি বললে?'

ঃ 'বললাম আমি ডাকাতের ভয়ে পালাচ্ছি। ও বলল, মিথ্যে কথা। নিশ্চয়ই কিছু চুরি করেছ। তার চাকররা তোমায় ধাওয়া করছে। জীবন বাঁচানোর জন্য একথা আমি স্বীকার করেছি।'

শমুন কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বলল ঃ 'জীবনে এ একটা বুদ্ধির কথা বলেছ। কাল চুরির অপরাধে সবার সামনে তোমায় বেত খেতে হবে। আসেম যেন বিশ্বাস করে তুমি ঠিকই চুরি করেছ। কিন্তু ও ... জনক। ওর হাত থেকে আমার বাঁচাটাই কঠিন।'

ঃ 'কয়েকদিনের মধ্যেই আমি তাকে হত্যা করব। কিন্তু দোর্রা খাওয়ার পর আমায় কি পুরস্কার দেবেন।'

ঃ 'তোমার পুরস্কার হবে, একটু আস্তে দোর্রা মারা। নয়তো তুমি করুণার পাত্র নও। তুমি একটা কাজের পশু না হলে আমি তোমার দু'টো হাতই কেটে ফেলতাম।'

ঃ 'আপনি কিছু ভাববেন না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হিবরোর লোকেরা এতোক্ষনে আদীর বাড়ী আক্রমন করেছে। ভোরেই আওস ও খাজরাজ ময়দানে নেমে আসবে। তখন হয়তো আমায় দোর্রাও মারতে হবেনা। কিন্তু এখন পর্যন্ত আক্রমন না করে থাকলেও কোন চিন্তা নেই। যে আগুন আমরা জ্বেলেছি তা নেভানো আসেম অথবা আদীর পক্ষে সম্ভব হবেনা।'

ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দে গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠল আদী। ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসল। পাশের বিছানায় ঘুমিয়েছিল ওতবা। আদী তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বললঃ 'ওতবা, সম্ভবত ঘোড়া গুলো রশি ছিড়ে ফেলেছে।' ওতবা উঠতে উঠতে বলল ঃ 'আমি দেখছি আববা।'

ওতবা হাতের আলতো চাপে ছিটকিনি খুলল। দরজার এক পাল্লা ফাঁক করে বাইরে উকি মারল সে। একটা ভয়ার্ত ঘোড়া এলোপাথাড়ি ছুটাছুটি করছিল। ওতবার কেমন যেন খটকা লাগল। তার মনে হল ভারি কি যেন উঠোনে পড়েছে। বাইরে নেমে ঘোড়াটি ধরে ফেলল ওতবা। গলায় হাত দিয়ে দেখল রশি ছিড়েনি বরং কেউ ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে দিয়েছে। হঠাৎ ওমরের নজর পড়ল ঘোড়ার পেছনে। পায়ের দিকে একটা তীর বিঁধে আছে। ও চঞ্চল হয়ে উঠল। এক টানে খুলে ফেলল তীরটা। এর পর ভয়ার্ত কণ্ঠে চাকরদের ডাকাডাকি করতে লাগল। কিন্তু আস্তাবলের দিক থেকে অন্য ঘোড়ার হ্রেষা শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা গেলনা। ও ঘোড়া নিয়েই কয়েক পা এগোল। আবার দাঁড়িয়ে চাকরদের ডাকতে লাগল। আচম্বিত একটা তীর এসে ওর বাহুতে বিঁধল। আঙ্গিনার পাশের খেজুর বাগানের দিকে তাকিয়ে 'ডাকাত ডাকাত' বলে চিৎকার দিয়ে এক দিকে সরে এল সে। আস্তাবলের দিক থেকে পাঁচজন সশস্ত্র লোক বেরিয়ে এল। এবার ঘরের রোখ করল ও। কিন্তু বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে ওরা তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। ভয় দুর হয়ে ওর ভেতরের শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। দ্রুত ও বাড়ীর শেষ কক্ষের দেয়ালের কাছে পৌঁছে গেল। কক্ষটা সামিরার। একটা জানালা খোলা। আক্রমনকারীরা মুখোশ পরে আছে। ওরা ওতবার কয়েক পা দুরে ডানে বায়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সময় একযোগে আদী, ওমর এবং নোমান বেরিয়ে এল। বাইরে দাঁড়ান লোকদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল ওরা। ওমরের প্রথম আঘাতে

একজন নীচে পড়ে গেল। বাকীরা উল্টো পায়ে পিছিয়ে যেতে লাগল। ওতবার কাছে পৌঁছে গেল আদী এবং নোমান। কিন্তু ওমর শত্রুকে ধাওয়া করে উঠোন পেরিয়ে দেয়ালে নিয়ে ঠেকাল। ওতবা চিৎকার দিয়ে বললঃ' ভাইয়া, ওদিকে দুশমনের তীরন্দাজ। আপনি পিছিয়ে আসুন।' ওমর পিছনে ফিরল। সাথে সাথে ছুটে এল কয়েকটা তীর। ও মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ঃ 'আব্বা আপনি ভেতরে যান। ওরা সংখ্যায় অনেক।' বলেই ওতবা ডানদিকের লোকদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। আদী এবং নোমান ছুটে গেল ওর সাহায্যে। সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার দিল আদীঃ 'নোমান, ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও।' কিন্তু নোমান ডেকে সামিরাকে দরজা বন্ধ করতে বলল। ওতবার তলোয়ারের ঘায় একজন মাটিতে পড়ে তড়পাতে লাগল। দ্বিতীয় আঘাতে আহত হল আরেকজন। কিন্তু এরপর ও আর আঘাত করার সুযোগ পেলনা। দুশমনের ঘা এসে পড়ল তার মাথায়। ও পড়ে গেল। এক ব্যক্তি ওতবাকে আরেকটা আঘাত করল। কিন্তু আদীর তরবারীর সাথে আটকে গেলে তার তলোয়ার। ওতবা দাঁড়িয়ে কাঁপা পায়ে পিছিয়ে যেতে লাগল। হামলাকারীরা ততোক্ষনে বায়ে চলে এসেছে। তাদের প্রচন্ড আক্রমনের মুখে আদী এবং নোমানকে পিছিয়ে আসতে হল। রক্তে ভিজে গেছে ওতবার পোশাক। আদী এবং নোমান খানিকক্ষন ওদের ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করল। হঠাৎ তরবারীর ঘা খেল আদী। সে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'পালিয়ে যাও নোমান। ভেতর থেকে কবাট বন্ধ করে দাও। আমরা এখন ওদের কিছুই করতে পারবনা। নোমান অবাধ্য হয়োনা। আমার কবিলার লোকজন এলে তোমরা বাঁচতে পারবে। এতক্ষনে চাকররা হয়ত সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে।'

কিন্তু বিজয় নিশ্চিত ভেবে হামলাকারীরা ওদের কোনঠাসা করার চেষ্টা করছিল। এক ব্যক্তি বললঃ 'চাকররা সংবাদ দিতে গেছে ভেবে থাকলে ভুল করেছ। আমরা ওদের হাত পা বেঁধে রেখেছি। নাংগা তরবারী নিয়ে আমাদের দু'জন ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। তোমাদের ডাকে তোমাদের কবিলার কেউ আসবেনা। এখন অস্ত্র ছেড়ে দেয়া ছাড়া তোমাদের কোন উপায় নেই।'

ঃ 'দাড়াও, তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ এখন আমাদের বাঁচার কোন পথ নেই।' বলেই আদী দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়াল। আক্রমন কারীরা তালুতে থুথু মেরে হাতে হাত ঘষতে লাগল। আদী বললঃ 'তোমরা ঘোড়া নিতে চাইলে নিয়ে যাও, আমাদের দয়া কর। আমরা তো কারো ক্ষতি করিনি।' একব্যাক্তি বলল ঃ 'আহমকের দল, দেখছটা কি? তাড়াতাড়ি তাকে খতম করে দাও।'

ওতবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কপাল থেকে রক্ত মুচছিল। বললঃ 'আব্বা, ওদের কাছে করুণা ভিক্ষা করবেননা। আমি এখনো বেঁচে আছি।' বলেই প্রচন্ড আক্রমন চালাল সে। ডানে বায়ে এলোপাথাড়ি তরবারী ঘুরিয়ে ও সামনে এগোল। পিছে সরতে লাগল হামলাকারীরা। এ ছিল মৃত্যুর পূর্ব আবেগ। কয়েক পা পিছিয়ে ওরা পাল্টা আঘাত করল। দুভাগ হয়ে গেল ওতবার দেহ। আদী এবং নোমান এগিয়ে গেল। কয়েক পা যেতে না যেতেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল আদী। স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল নোমান। ও নুয়ে পিতাকে তুলতে চাইল। কয়েক কদম দূরে ওতবার লাশের উপর তখনো ওরা আঘাত করছিল। আচম্বিত কক্ষ থেকে ভেসে এল এক নারীর হুংকার। সাথে সাথে প্রতিপক্ষের একজন মাটিতে পড়ে গেল। হতবাক হয়ে এদিক ওদিক

চাইতে লাগল ওরা। জানালা থেকে শন শন শব্দে ছুটে এল আরেকটা তীর। আহত হল আরেক জন। ওরা ভয় পেয়ে পালাতে লাগল। কেউ লুকাল খেজুর গাছের আড়ালে। কেউবা দেয়াল টপকে ওপাশে লাফিয়ে পড়ল। বাকীরা ছুট দিল ফটকের দিকে।

জানালা দিয়ে সামিরা বললঃ 'নোমান, আববাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে এসো।' আদীকে উঠতে সাহায্য করল নোমান। ককাতে ককাতে সে উঠে কয়েক কদম এগিয়ে দরজার কাছে এসে মাটিতে পড়ে গেল।

ঃ 'আমায় নিয়ে ব্যস্ত হয়োনা যে কোন ভাবেই হোক কবিলার লোকদের সংবাদ দাও।'

ঃ 'আপনাকে একা রেখে যাবনা আমি। ওরা এখনি হয়ত আবার আক্রমন করে বসবে।'

সামিরা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। দুজনে ধরাধরি করে আদীকে ভেতরে নিয়ে শুইয়ে দিল। আদী আবার বললঃ 'নোমান, আমার কথা না শুনলে বদ্ধ ঘরে ইদুঁরের মত মারা পড়ব। ওরা আবার আক্রমন করলে দরজা ভেংগে ফেলবে অথবা ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে। পশ্চিমের দেয়াল টপকে বেরিয়ে যাও। মানাতের দোহাই, আমার অন্তিম কথা অমান্য করোনা।'

ঃ 'যাও নোমান। জানালা দিয়ে তীর ছুড়ে আমি ওদের দৃষ্টি এদিকে ফিরিয়ে রাখছি।'

আদীর বাড়ী ছিল বসতি থেকে দূরে। চারদিকে বাগান ঘেরা। নোমান বুঝতে পারছিল ফিরে এসে সে সামিরাকে পাবেনা। তবুয়ো যে করেই হোক কবিলার লোকদের সংবাদ দিতেই হবে। ও ধরা আওয়াজে বলল ঃ 'আববা, যদি এ নির্দেশটা না দিতেন!' দরজা খুলে ও বেরিয়ে গেল। সামিরা কবাটে ছিটকিনি লাগিয়ে তাড়াতাড়ি জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। উঠানে নীরবতা ছেয়ে আছে। এ নিস্তব্ধতা ওর মনে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছিল । পাঁচিলের পাশে ঘন বৃক্ষের আড়ালে কারা যেন নড়াচড়া করছে। ওর হৃদয়ের ধুকধুকানী বেড়ে গেল।

ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানের দেয়াল ঘেষে ও একটা খেজুর বৃক্ষের কাছে পৌছল। শোঁ শোঁ শব্দে ছুটে এলো দুটো তীর। সাথে সাথে শোনা গেল ওদের ডাক চিৎকার ঃ 'ওকে ধর, মারো, ওইযে, পালাচ্ছে।' শান্ত ভাবে একটা গাছে উঠল নোমান। একপা পাঁচিলের উপর রেখে বাইরে লাফিয়ে পড়ল। হৈ হল্লোর করতে করতে এগিয়ে এল কয়েকজন। জানালা থেকে সাঁই করে একটা তীর এসে একজনকে ফেলে দিল। ও চিৎকার দিয়ে বললঃ 'খবরদার! সামনে এগিওনা। বাড়ীটা লোক জনে ভরা।'

আক্রমন কারীরা আবার গাছের আড়ালে ফিরে গেল। কিছুক্ষন পর তাদের একজন বলল ঃ 'আচ্ছা, তোমরা কি চিন্তা করছ । এই মাত্র একজন দেয়াল টপকে বেরিয়ে গেল। সে আদীর মেজো ছেলে। কবিলার সবাইকে নিয়ে তার ফিরে আসা পর্যন্ত কি এখানে অপেক্ষা করবে ? চাচা আপন জান বাঁচা। এবার ফিরে চলো।' কিন্তু আরেকজন দৃঢ়তার সাথে বললঃ 'না, কক্ষনোনা। এখানে আমার ভায়ের লাশ পড়ে আছে। মানাতের শপথ। এর প্রতিশোধ না নিয়ে আমি ফিরবনা। তুমি ভীরু কাপুরুষ হলে আমাদের সাথে আসলে কেন?'

ঃ'তুমি ভীরু কাপুরুষ । ভায়ের লাশ ফেলে বাগানে এসে লুকিয়েছ। শিয়ালের মত দৌড় না দিলে আমরা এতক্ষনে ওদের দরজা ভেংগে ফেলতাম ।'

ঃ 'তোমরা অযথা সময় নষ্ট করছ।' তৃতীয় ব্যক্তি বলল। 'সকাল হল বলে। আদী আহত। এখন আর যুদ্ধ করার শক্তি তার নেই। তার ছেলে যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে তবে বাড়ীতে তার লাশ এবং একটা বালিকা ছাড়া আর কেউ নেই। ছিঃ ছিঃ, তীরের ভয়ে তোমরা ভেড়ার মত পালিয়ে এসেছ! সাহস থাকেতো চল আমার সাথে।'

ঃ 'চলো, চলো।'

ওরা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে চলল। সামিরার তীরে আহত হল আরেকজন। অন্যরা দৌড়ে দরজায় পৌছে গেল। তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে সামিরা পিতার কাছে ছুটে এল। ওরা দরজা ধাককাতে ধাককাতে বলল ঃ' আদী, বেরিয়ে এসো। নয়তো বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেব।' সামিরা কাঁপা কণ্ঠে বললঃ 'আববা, এখন আমরা কিছুই করতে পারবনা। আমাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে। কবিলার লোকেরা এসে হয়ত আমাদের লাশও দেখবে না। আমাদের বাড়ীটা যদি বসতির এত দূরে না হতো।'

ঃ 'কি ব্যাপার আদী। আগুনে পুড়ে মরার পূর্বে ছেলেদের লাশও দেখবেনা।'

ঃ 'আগুন লাগাতে তোমাদের বাঁধা দিতে পারব না। তবে মনে রেখ, এ অগ্নিশিখা আমার ঘরেই সীমাবদ্ধ থাকবেনা। খাজরাজ চিরদিন বীরের মত ময়দানে লড়াই করেছে। চোরের মত রাতে কারো বাড়ীতে আক্রমন করেনি।'

ঃ 'ন্যাকামি করোনা। তুমি আমাদের বাড়ী পোড়াতে চাওনি?'

ঃ 'লাত, মানাত, এবং ওজ্জার শপথ, ইব্রাহীমের খোদার শপথ, আমি কারো বাড়ীতে আগুন দেইনি। কিন্তু তোমরা কে?'

ঃ 'আমি হিবরোর ছেলে সালেম। এখন আর তোমার বাঁচার আশা নেই।'

এক ব্যক্তি বললঃ 'অতো আলাপের দরকার কি। হেই, তোমরা কি দেখছ। দরজার সামনে শুকনো ঘাস এনে আগুন ধরিয়ে দাও জলদি।'

ঃ 'তোমরা আমায় মারতে চাও?'

ঃ 'কেন, এখনো কি সন্দেহ হচ্ছে?'

ঃ 'ইয়াসরিবের লোকেরা মেয়েদের গায় হাত তোলেনা। যদি কথা দাও ওর কোন ক্ষতি করবেনা, তাহলে আমি আত্মসমর্পন করব।'

ঃ 'তোমার তৃতীয় ছেলে পালিয়ে গেছে?'

ঃ 'হ্যাঁ। কিন্তু ওকে ভীরুতার অপবাদ দিতে পারবেনা। কবিলার লোকজন নিয়ে খুব শীঘ্রই ও ফিরে আসবে। মনে রেখ, আমার মেয়ের গায় হাত তুললে তোমাদের কারো ঘর নিরাপদ থাকবেনা। আমার দু'ছেলে নিহত হয়েছে। আমার আর বাঁচার ইচ্ছে নেই। আমার রক্তে তোমাদের হাত রাংগাতে চাইলে আমি আসব। তবে শর্ত হল, এ অসহায় মেয়ের গায় হাত তুলবেনা। কিন্তু তোমরা কথা না দিলে আমি আগুনে পুড়তেও রাজী। আমার বাড়ীতে আগুন দেয়ার খায়েশ তোমরা মেটাতে পার। কিন্তু মনে রেখ, সমগ্র ইয়াসরিব পুড়ে ছাই না হওয়া পর্যন্ত এ আগুন নিভবেনা।' আক্রমনকারীরা নিরুত্তর। দরজার ছিদ্র পথে সামিরা দেখল দরজার সামনে শুকনো

ঘাসের স্তূপ। এক ব্যক্তি মশাল নিয়ে এগিয়ে এল। দ্বিতীয় জন তার হাত ধরে বলল ঃ 'থামো, ওর সাথে আমায় কথা বলতে দাও।'

ঃ 'এখন কথা বলার সময় নেই।' বলে মশাল ছিনিয়ে ঘাসে ফেলে দিল তৃতীয় ব্যক্তি।

শুকনো ঘাস দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে দরজা থেকে ঘাস দূরে ফেলে বলল ঃ 'তোমরা এমন এক অন্যায়ের পথ খুলে দিচ্ছ, যা প্রতিরোধ করা আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।' এরপর সে গলা চড়িয়ে বললঃ 'আদী, তোমায় বীরের মত মরার সুযোগ দিচ্ছি। আগুন দিতে আমাদের বাধ্য করোনা। তুমি বেরিয়ে এলে তোমার মেয়েকে আমরা কিছুই করবনা। কিন্তু দরজা খুললে ও যদি তীর ছোড়ে তবে তার পরিণাম তোমার ছেলেদের চাইতে ভয়াবহ হবে।' কম্পিত পায়ে উঠে দাঁড়াল আদী। সামিরাকে একদিকে সরিয়ে দরজার ছিদ্র পথে বাইরে তাকাল। শুকনো ঘাস গুলো তখনো জ্বলছে। আদী বললঃ 'দাঁড়াও, আমি আসছি।' সামিরা পিতাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'না আববা না, এভাবে আপনি আমায় বাঁচাতোরবেননা।'

ঃ'সামিরা! আমি বেরিয়ে গেলেই তুমি কবাট বন্ধ করে দিও। আমার বিশ্বাস, ওরা আগুন লাগানোর সাহস করবেনা। এর ফল কি হবে তা তারা নিশ্চই জানে।'

ঃ 'আববা। মরতে হয় আপনার সাথেই মরব।'

ঃ 'অবুঝ হয়োনা মা, আমায় ছেড়ে দাও।' আদী ওকে এক দিকে সরিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে এল। তার পোশাক রক্তে ভেজা। আক্রমনকারীরা অর্ধবৃত্তের আকারে এগিয়ে এল। আগুনের শিখায় ঝলমল করছিল ওদের তরবারী। দরজার পাশের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল আদী। শান্ত ভাবে তরবারী তুলে ওরা এগিয়ে আসছিল। কিন্তু তিন জন দাঁড়িয়েছিল অনেক দূরে।

মুনযিরের ছেলে মাসুদ বলল ঃ 'তোমাদের তলোয়ার কি আদীর রক্ত চায়না। এসো আমরা একত্রে আঘাত করব।' ওদের একজন বললঃ 'তরবারীর তৃষ্ণা মেটাতে চাই খাজরাজের যুবকদের তাজা রক্তে। এক আহত দুর্বল বৃদ্ধের রক্তে হাত রঙ্গীন করতে চাইনা।'

ঃ 'ভোর হয়ে এল প্রায়। তোমরা তাড়াতাড়ি তোমাদের কাজ সেরে ফেল।'

হঠাৎ উদ্যত তরবারী হাতে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল সামিরা। চোখের পলকে ও আক্রমনকারীদেরসামনে এসেদাঁড়াল।

ঃ 'সামিরা!' আদী চিৎকার দিয়ে বলল, 'তুমি ভেতরে যাও। সামিরা! সামিরা!' কিন্তু তার আওয়াজ আক্রমনকারীদের অট্টহাসিতে হারিয়ে গেল। ধপাস করে পড়ে গেল আদী।

জাবের সংগীদের লক্ষ্য করে বললঃ 'দাঁড়াও। ওদিক সরে তোমরা একটা মজা দেখতে থাকো।' সামিরার গায় কয়েকটা আঘাত করল জাবের। ও পেছনে সরতে লাগল। হঠাৎ আদীর পায়ে লেগে ও চিৎ হয়ে পড়ে গেল। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ওরা। জাবের এগিয়ে তার চোখের সামনে তরবারী নাচাতে লাগল। একব্যক্তি চিৎকার দিয়ে বললঃ 'জাবের, আদীকে আমরা কথা দিয়েছিলাম ওর মেয়ের গায় হাত তুলবনা।'

ঃ 'আমি কোন কথা দেইনি।' ঘাড় ঈষৎ সরিয়ে নিল সামিরা। জাবের তরবারী আবার তার মুখের কাছে নিয়ে গেল। আরেক ব্যক্তি বলল ঃ 'বাগানের দিকে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সম্ভবত আসছে কেউ।' ওরা ভয়ার্ত চোখে ফটকের দিকে চাইতে লাগল।

ঃ 'তোমরা এত ভয় পেয়ে গেলে কেন?' আরেক ব্যক্তি বলল। 'আমাদের লোকেরা রাস্তায় পাহারা দিচ্ছে। কেউ এলে ওরা আমাদের সতর্ক করবে।' সুযোগ পেয়ে সামিরা আক্রমন করে বসল। এবার পিছু সরছিল জাবের। তাকে একের পর এক আঘাত করে যাচ্ছিল সামিরা।

মাসুদ চিৎকার দিয়ে বললঃ 'তোমরা কি দেখছ, ও মেয়ে নয়। আস্ত রাক্ষসী।' মাসুদ তাকে হামলা করল। ঘাড়ে ঘা খেয়ে একদিকে সরে গেল ও। এবার জাবের তরবারী বসিয়ে দিল তার বুকে। আগুনের পাশে পড়ে গেল সামিরা। কিছুক্ষনের জন্য উঠানে নেমে এল স্তব্ধ নীরবতা।

এক ব্যক্তি শ্লেষের সাথে বললঃ 'মুনযিরের ছেলে এই প্রথম তরবারী চালনা পরীক্ষা করল। তাও এক অসহায় বালিকার উপর। নয়তো প্রতিটি যুদ্ধেই ও ছিল একজন দর্শক।'

মুনযিরের ছেলেরা রাগে ফুসতে লাগল। আদী দাঁড়াতে চাইল, কিন্তু পারলনা। শেষে হামাগুড়ি দিয়ে সামিরার কাছে চলে এল।

ঃ 'সামিরা। সামিরা। মা আমার।' মেয়েকে বুকের সাথে সাপটে ধরল আদী। সামিরার বুকের তাজা রক্তে তার হাত ভিজে গেল। হাতটা আগুনের সামনে মেলে ধরল আদী। এরপর সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বলল ঃ'জানোয়ারের দল। আর কিসের অপেক্ষা। আমায়ও হত্যা কর। আমি সামিরার জন্যই ভয় পেয়েছিলাম। আর কোন দিন ও আমার জন্য তরবারী তুলতে আসবেনা।' মাসুদ বললঃ 'দাঁড়িয়ে আছ কেন। ওকেও শেষ করে দাও।' কিন্তু এ নির্দেশ না মেনে চঞ্চল দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে চাইতে লাগল। খানিক পূর্বের রক্ত পিয়াসী লোকগুলো একটা মেয়ের লাশ দেখে যেন ভড়কে গেছে। লড়াই ছিল বেদুঈনদের নিত্যদিনের ব্যাপার। কিন্তু কোন মেয়েকে হত্যা করা ছিল ওদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তাছাড়া ঘোড়ার পায়ের শব্দও এগিয়ে আসছিল। ওরা আদীর চেয়ে বেশী করে তাকাচ্ছিল ফটকের দিকে।

এক ব্যক্তি বলল ঃ 'জাবের ও মাসুদ এবার লাশের উপর তালোয়ারের অনুশীলন করতে পার। ভয় নেই, সওয়ার দুশমন হলেও একা। বিপদের সময় আমরা তোমার হিফাজত করব। মানাতের শপথ। তোমরা একটা মেয়েকে মারবে জানলে কখনো তোমাদের সাথে আসতামনা। জানিনা এবার ইয়াসরিবে কত মা বোন নিহত হবে।'

দ্রুতগামী সওয়ার উঠোনে এসে প্রবেশ করল। ওদের কাছে এসেই ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ল। আসেমকে দেখে সালেম এগিয়ে এল। ঘোড়ার বলগা হাতে তুলে নিতে নিতে বললঃ 'ভাইয়া, আমরা প্রতিশোধ নিয়েছি। ওই দেখুন আদী আর তার দু'ছেলের লাশ পড়ে আছে এপাশে। এ মেয়েটা না জাবের ভাইকে আক্রমন করেছিল। আপনি কোথায় ছিলেন?'

আসেম আগুনের কাছে সরে এল। এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে বিপন্ন বিস্ময়ে ও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষন। তারপর লাশের কাছে বসে সামিরার মাথা কোলে তুলে নিয়ে ডাকল ঃ 'সামিরা, সামিরা, আমি এসেছি। আমার দিকে তাকাও। কথা বল সামিরা। আমি তোমার আসেম।' বলতে বলতে ভারী হয়ে এল আসেমের কণ্ঠ।

আদী ব্যথায় ককিয়ে উঠল। ঈষৎ মাথা তুলে বললঃ 'অনেক দেরীতে এসেছ আসেম। সামিরা আর কোনদিন তোমার দিকে তাকাবেনা। ওমর এবং ওতবা ওকে কাছে ডেকে নিয়েছে।'

জাবের এগিয়ে তরবারী উদ্ধত করে বললঃ 'ওমর, ওতবা তোমায়ও কাছে ডাকছে। তোমার কবিলার সবাইকে ওরা এ ভাবে ডেকে নিলে ভালই হতো।' আসেম উঠে দাঁড়াল। ধাক্কা দিয়ে জাবেরকে একদিকে ফেলে দিল। চোখের পলকে ওর তরবারী হাতের মুঠোয় চলে এল।

মাসুদ চেঁচিয়ে বললঃ 'ওকে ধরো, মারো। ও গাদ্দার।' সাথে সাথে ও আসেমকে আক্রমন করল। নিজের তরবারী দিয়ে আঘাত ঠেকাল আসেম। এরপর ঝাপিয়ে পড়ল আহত সিংহের মত। কয়েক কদম পিছিয়ে গেল মাসুদ। কিন্তু আসেমের প্রচন্ড আঘাতে তার লাশ মাটিতে পড়ে তড়পাতে লাগল। পেছন থেকে আক্রমন করতে চাইল জাবের। আদী চিৎকার দিয়ে বলল : 'আসেম, পেছন------।' চকিতে পিছন ফিরল ও। জাবেরের তরবারী তখন তার মাথার উপরে। ডাইভ দিল আসেম। জাবেরের তরবারীর আঘাত মাটিতে গিয়ে পড়ল। আসেম তরবারী ঠেকাল তার বুকে। জাবের পিছিয়ে যেতে যেতে দেয়ালে গিয়ে ঠেকল। ছুটে এল সালেম। আসেমের বাম হাত ধরে বলল : 'ভাইয়া, আপনি একি করছেন। ভাইয়া..........।'

জাবেরের বুক থেকে তরবারী না সরিয়েই হাত ঝটকা মেরে তাকে ফেলে দিল আসেম আসেম অপাঙ্গে চাইল অন্যদের দিকে। হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা এ অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখছিল। : 'সামিরাকে কে হত্যা করেছে? হেই ভীরু কাপুরুষের দল, আমি জিজ্ঞেস করছি কে সামিরার হত্যাকারী?'

জাবের চেঁচিয়ে বলল : 'বন্ধুরা আমার। তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছ! আসেমের জ্ঞান নেই। ওর ভেতর এখনো আদীর যাদুর প্রভাব রয়েছে। বাঁচাও আমায়। ' কিন্তু কেউ এগিয়ে আসার সাহস পেলনা। সালেম আবার আসেমের হাত ধরে বললঃ 'ভাইয়া, আমরা এ মেয়েটার জীবন বাঁচানোর ওয়াদা করেছিলাম। কিন্তু ওই হঠাৎ আক্রমন করে বসল। ও হামলা না করলে জাবের ভাইয়া তার গায় হাত তুলতনা।' তার হাত সরিয়ে গালে এক চড় কষে দিল আসেম। ও মাটিতে পড়ে গেল। আসেম জাবেরের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠল : 'তুই কি সামিরাকে হত্যা করেছিস? হায়! মুনযিরের যদি দশ হাজার সন্তান থাকত। তবে সামিরার প্রতি ফোটা রক্তের জন্য এক একটাকে হত্যা করতাম।' ও আবার চেঁচিয়ে উঠলঃ 'আমার উপর দয়া কর আসেম, দয়া কর।' আসেমের হাত নড়ে উঠল। এফোড় ওফোড় হয়ে গেল জাবেরের বুক। ধপাস করে পড়ে গেল তার দেহ। আসেম পাগলের মত তার লাশে আঘাত করে যেতে লাগল।

: 'ভাইসব।' একব্যক্তি চেঁচিয়ে বলল, 'তোমরা কি দেখছ, মুনযিরের দু ছেলে নিহত। ফিরে গিয়ে আমরা কিভাবে মুখ দেখাব। এরচে' আমাদের মরে যাওয়াই ভাল। আসেম পাগল হয়ে গেছে। ওকে পাকড়ো। মার। জলদি ঘেরাও কর। কিছুক্ষণের মধ্যে খাজরাজের সব লোক এসে যাবে।' ওরা অর্ধবৃত্তাকারে এগোতে লাগল। একদিকে সরে ফোঁফাতে লাগল সালেম।

আচম্বিত এক লাফে সরে গেল আসেম। তার প্রথম আঘাতেই পড়ে গেল একজন। অন্যরা পালাতে লাগল। আসেম উঠানের মাঝে দাঁড়িয়ে ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বলল : 'ভীরু কাপুরুষের দল, তোমাদের বলতে এসেছিলাম যে, আমাদের বাড়ীতে শমুনের ইহুদীরা আক্রমন করেছিল।

আদী এর কিছু জানত না। শমুনের লোকেরা যখন আমাদের বাড়ীতে আক্রমন করছে আমি তখন এ বাগানে বসে আদীর সাথে কথা বলছিলাম। কিন্তু বলার সময় ফুরিয়ে গেছে। তোমাদের লড়তে খুব শখ। এসো, তোমাদের সে শখ পূর্ণ হোক। ঘেউ ঘেউ করা কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছ কেন? এসো।'

কিন্তু এগিয়ে আসার সাহস পেলনা কেউ। সহসা বাইরে থেকে ভেসে এল নাকারার শব্দ। এক ব্যক্তি চেঁচিয়ে বললঃ 'দুশমন এসে গেছে। পালাও। জলদি পালাও।'

ঃ 'দাঁড়াও। লাশ ফেলে যাবনা।'

ঃ 'পাগল আর কি? লাশ তোলার সময় কোথায়? আদীর ছেলে যখন বেরিয়ে গিয়েছিল তখন এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করার দরকার ছিল। এখন চাচা আপন জান বাঁচা।' বলল আরেক ব্যক্তি।

মুহূর্তের মধ্যে উঠোন ফাঁকা হয়ে গেল। কিন্তু সালেম দাঁড়িয়ে রইল আসেমের পাশে। আসেম ক্রুদ্ধ কন্ঠে বলল ঃ 'তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও।'

ঃ 'না, আমি যাবনা। আমি আপনার সাথে থাকব।'

আসেম তার হাত ধরে টেনে ফটক পর্যন্ত নিয়ে গেল। সালেম চিৎকার করে উঠল ঃ 'ভাইয়া, জাবের আর মাসুদের মত আমায় কেন হত্যা করছেননা। কবিলার সামনে এখন কোন মুখে যাব।' আসেম ধাক্কা দিয়ে তাকে ফটক থেকে বের করে দিল। কয়েক পা সামনে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। তাড়াতাড়ি উঠে ভয়ার্ত চোখে তাকাল আসেমের দিকে। এর পর ছুটে বাগানে অদৃশ্য হয়ে গেল। আসেমের নির্বাক দৃষ্টিরা উঠোনে পড়ে থাকা লাশগুলোর দিকে চাইতে লাগল। ঘটনাটা কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল ওর কাছে। তবু ও নিজকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করছিলঃ 'না, সামিরা মরতে পারেনা। নিশ্চই আমি স্বপ্ন দেখছি। ও মরে যাবে আর আমি বেঁচে থাকব এ কি করে সম্ভব!' অকস্মাৎ কেঁপে কেঁপে উঠল তার শরীর। ধীরে ধীরে পা ফেলে ও সামিরার লাশের দিকে এগিয়ে গেল।

ঃ 'পানি, পানি।' আদীর ক্ষীণ কন্ঠ ভেসে এল। ও ছুটে দরজার পাশের কলসী থেকে পানি নিয়ে এল। আদীকে কয়েক ঢোক পান করিয়ে আবার মাটিতে শুইয়ে দিল। এরপর সামিরাকে তুলে গ্লাস তুলে ধরল তার মুখে। কিন্তু ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল সে পানি। আসেমের হাত থেকে খসে পড়ল পানি ভরা পাত্র।

ঃ 'সামিরা, সামিরা।' লাশটা বুকের সাথে চেপে ধরলও। 'আমার দিকে একটু তাকাও। কথা বল সামিরা। পৃথিবীতে আমায় একা ছেড়ে চলে যেওনা। আমি অপরাধী সামিরা। হায়, যদি আমি এখানে না আসতাম। যদি দু'জনের দেখাই না হত। হায়, যদি জানতাম, আমাদের ভালবাসা এ বাড়ীতে ডেকে আনবে নারকীয় ধ্বংসলীলা!'

আকাশের দিকে তাকাল আসেম। বললঃ 'হে লাত, মানাত, হোবল আর ওজ্জা! আমি তোমাদের করুণার ভিখিরী। আমার উপর দয়া কর। যদি তোমাদের দৃষ্টি থাকে তবে আমার অবস্থা দেখ। যদি কান থাকে আমার ফরিয়াদ শোন। যদি তোমার দেয়ার শক্তি থাকে আমি সামিরার জীবন ভিক্ষা মাগছি। মাস অথবা বছরের জন্য নয়। এক মুহূর্তের জন্য সামিরাকে আমায় ফিরিয়ে দাও। এরপর দুনিয়ার কোন শক্তি ওকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে

পারবেনা। এরপর সমগ্র পৃথিবীও যদি এ বাড়ী আক্রমণ করে, আমি একাই ঠেকাব। আকাশের নির্দয় শক্তি ওগো। সামিরার জন্য আমি নিজের কবিলার বিরুদ্ধে লড়তে পারি এটুকু ওকে দেখতে দাও। ওগো ইবরাহীম ইসমাঈলের খোদা, তোমার কাছে সাহায্য চাইছি।'

আদী পড়েছিল পাশে। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছিল সে। বাইরে শোনা যাচ্ছিল মানুষের ভাব চিৎকার। কিন্তু আসেম উদাসীন। ও তাকিয়ে রইল সামিরার নিষ্পাপ মুখের দিকে। কখনো আবার বুকে জড়িয়ে ধরত তাকে। বাইরের হট্টগোল উঠোনে প্রবেশ করল। আসেমের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। কেউ গলা ফাটিয়ে বলল: 'চেয়ে চেয়ে কি দেখছ। ওতো আসেম। ওকে পাকড়াও।হত্যাকরো।'

কিন্তু আসেম পূর্বের মতই বসে রইল। উদাস চোখে ও চারপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা নুইয়ে দিল। কে একজন বলল: 'নোমান, প্রথম আঘাত করার অধিকার তোমার।' ও উদ্ধত তরবারী নিয়ে এগিয়ে এল। কিন্তু মুমূর্ষ আদী উঠে বসল অকস্মাৎ। নিজের দুই হাত আসেমের মাথার উপর প্রসারিত করে বলল: 'না না, ওকে কিছুই বলো না। আমাদের জন্য ও মুনযিরের দু'ছেলেকে হত্যা করেছে। এখন ও তোমাদের আশ্রয়ে.......... নোমান, আমার শেষ ইচ্ছে....... ওকে তুমি বন্ধু মনে করো। আমার ভায়েরা! আসেম আমার পুত্রদের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে। তোমাদের আর তরবারী তোলার প্রয়োজন নেই।' এদ্দুর বলেই আদীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। কেঁপে উঠল শরীর। মাথাটা একদিকে কাত হয়ে পড়ে গেল। নোমান তরবারী একদিকে ছুঁড়ে ফেলে পিতার মাথা নিজের কোলে তুলে নিল।

ঃ 'আব্বা আব্বা।' ব্যথা ভরা কণ্ঠে ডাকল ও।

শরীরে কয়েকটি ঝাকুনি দিয়ে আদীর ঘাড় ঢলে পড়ল। এক প্রবীন এগিয়ে এলেন। নাড়ীতে হাত দিয়ে তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। নোমান ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

পুব আকাশে ফুটছিল প্রভাত রশ্মি। আসেম সামিরার লাশ বুকে জড়িয়ে ধরে তেমনি বসে আছে। কবিলার লোকেরা আদী এবং তার ছেলেদের লাশ ভেতরে নিয়ে গেল। আসেমের কাঁধে হাত রাখল এক যুবক। ও উদাস চোখে তার দিকে তাকাল। এরপর কিছুনা বলেই সামিরার লাশ তুলে কক্ষের দিকে হাঁটা দিল। সীমাহীন উৎকণ্ঠা এবং বিস্ময় নিয়ে এতোক্ষণ যারা আসেমের দিকে তাকিয়েছিল তাকে আসতে দেখে সরে দাঁড়াল এদিক ওদিক। দরজার কাছে গিয়ে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল তার। ভেতরে গিয়ে সামিরাকে আলগোছে বিছানায় শুইয়ে দিল। এরপর ধীরে ধীরে পা ফেলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তার দু'চোখ থেকে বয়ে চলছিল অশ্রুর ধারা। লোকগুলো এতোক্ষণ কানাঘুষা করছিল। নীরব হয়ে গেল ওকে আসতে দেখে। সবার মনেই ছিল প্রশ্ন। কিন্তু কোউ এগোতে সাহস পেলনা। আদী এবং তার দুছেলের চাইতে আসেমের হাতে মুনযিরের সন্তানদের নিহত হওয়ায় ওরা বেশী আশ্চর্য হয়েছিল। খাজরাজের তরবারী যখন তার মস্তক ছুইছিল মুমূর্ষ আদী তখন তার মাথার উপর হাত প্রসারিত করে দিয়েছিল।

সামিরার লাশ যেখানে ছিল ওখানে ফিরে তরবারী তুলে নিল আসেম। এদিক ওদিক তাকিয়ে, নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল। নোমান ছুটে এসে তার হাত ধরে বলল: 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

আসেম তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল। অনেক কষ্টে কান্না সংযত করে বললঃ 'কোথায় যাচ্ছি জানিনা।' খাজরাজের এক প্রবীন ব্যক্তি বললেনঃ 'আসেম। বুঝতে পারছিনা আমাদের জন্য কেন তুমি মুনযিরের দু'ছেলেকে হত্যা করলে। আমরা তোমায় আশ্রয় দিতে প্রস্তুত।'

ঃ 'আমার কারো আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই।' বেপরোয়া জবাব দিল আসেম। এক যুবক ঘোড়ার বলগা আসেমের হাতে দিতে দিতে বললঃ 'আমাদের আশ্রয়ে থাকতে না চাইলে তাড়াতাড়ি ইয়াসরিব ত্যাগ কর। নয়তো তোমার কবিলার লোকেরা তোমায় মেরে ফেলবে।'

ঃ 'আমি ইয়াসরিব ছেড়ে যাচ্ছি। তবে যাবার পূর্বে এখানে একটা কাজ সম্পন্ন করব।' লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল আসেম। চোখের পলকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

আদীর বাড়ী থেকে মাইল খানেক দূরে একটা প্রশস্ত সড়ক। সড়কের দুপাশে কাঁচা ইটের দেয়াল। দেয়ালের ভেতর ইহুদীদের বাগান। হঠাৎ দুব্যক্তি দেয়ালের উপর থেকে লাফিয়ে আসেমের পথ রোধ করে দাঁড়াল। তাদের দেখেই চিনে ফেলল আসেম। সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল ও। ঃ 'ওবায়েদ, তুমি কোথায় ছিলে?'

ঃ 'আমি রাস্তা পাহারা দিচ্ছিলাম। সালেম বলেছিল কেউ আদীর সাহায্যে এলে যেন নাকারা বাজিয়ে সতর্ক করে দিই। আপনি পথ অতিক্রম করার সময় আমি চিনেছিলাম। আপনাকে বাধাও দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি খেয়ালই করলেন না। খাজরাজের লোকদের ডাক চিৎকার শুনে নাকারা বাজিয়ে আমার দুজন সংগী পালিয়ে গেল। কিন্তু ওদের দেরী দেখে আমার সন্দেহ হলো। আমি বাগান হয়ে আদীর বাড়ীর দিকে হাঁটা দিলাম। পথে পালিয়ে যাওয়া লোকদের পায়ের শব্দ পেলাম, বিশ্বাস ছিল ওরা আমাদের লোক। তবুও নিশ্চিত হওয়ার জন্য বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম। কয়েক কদম দূর দিয়ে ওরা আপনাকে গালাগালি করতে করতে চলে গেল। এজন্য ওদের সামনে যাওয়া ভাল মনে করলামনা। এরপর আহত পা নিয়ে এক ব্যক্তি রাস্তা পার হবার সময় আমি সামনে এসে দেরী হবার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। জবাব না দিয়ে সে আমার মুখে থুথু ছুড়ে আমার উপর হামলা করল। আমি একদিকে দৌড় দিয়ে বেঁচে গেলাম। ও আমায় ধাওয়া না করে আপনাকে গালি দিতে দিতে চলে গেল। আরেকটু গিয়ে সালেমকে পেয়েগেলাম।'

ঃ 'তারপর সালেম তোমায় বলল, আমি গাদ্দার এবং হত্যাকারী। কি কথা বলছনা কেন?'

ওবায়েদ কাঁদ কাঁদ স্বরে বললঃ 'আপনি মুনযিরের ছেলেদের হত্যা করেছেন আমার বিশ্বাসই হয়নি। কিন্তু যদি তা ঠিকই হয় তবুও আমি আপনার চাকর।'

ঃ 'আজ থেকে তুমি মুক্ত। সালেমকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার ভাগের স্থাবর সম্পত্তি তোমায় দিয়ে যাচ্ছি।'

ঃ 'আমায় মেরে ফেললেও আপনাকে ছেড়ে কোথাও যাবনা।'

ঃ 'তোমায় একটা কাজ করতে হবে। আদীর বাড়ীর কাছে লুকিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা কর। কোন বিপদ দেখলে বলবে, আমার নির্দেশ পালন করছ। কিছুক্ষনের মধ্যেই আমি এসে যাব।'

সালেম ধরা আওয়াজে বললঃ 'ভাইয়া, আপনি কোথাও যাচ্ছেন?'

ঃ 'আমি যে বাড়ী ফিরবনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো।'

ঃ 'ভাইয়া, আপনি ওদিকে যাবেননা। কবিলার প্রতিটি লোক আপনাকে খুঁজছে।'

ঃ 'সালেম, এখন আমার বাঁচার কোন আগ্রহ নেই। তুমি বাড়ী ফিরে যাও।'

সালেম আসেমের ঘোড়ার বাগ হাতে নিয়ে বললঃ 'আপনি এদিকে কেন যাচ্ছেন না বললে আমি এখান থেকে এক চুলও নড়বনা। মানাতের শপথ! পৃথিবীর সব দুশমন এলেও আমি এখানথেকেযাবনা।'

ঃ 'কোথায় যাচ্ছি জানতে চাও?'

ঃ'হ্যা।'

ঃ 'ঠিক আছে। আমার পেছনে উঠে বসো।'

সালেম এক লাফে আসেমের পেছনে উঠে বসল। ঘোড়া ছুটিয়ে দিল আসেম। খানিক পর সালেম বললঃ 'ভাইয়া, এদিকে যাবেননা। কবিলার লোকেরা আপনাকে দেখলেই আক্রমন করবে। আববাও তখন আপনার সাহায্য করতে পারবেননা।'

ঃ 'সালেম! বরং বলো কবিলার লোকেরা তোমায় জাবের এবং মাসুদের হত্যাকারীর সাথে দেখলে তুমি লজ্জা পাবে।'

ঃ 'ভাইয়া! আমি আপনার জন্য আগুনে ঝাপ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আদীর মেয়ের জন্য আপনি ওদের হত্যা করলেন, তা আমার কাছে খুব খারাপ লেগেছে। যারা আমাদের বাড়ীতে আগুন দিয়েছে, আববাকে আহত করেছে, তাদের আপনি কিভাবে ক্ষমা করতে পারেন?'

আসেম ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বললঃ 'সে সময় আমি আদীর বাগানে তার সাথে কথা বলছিলাম। তার ছেলেরা ঘুমিয়ে ছিল।'

ঃ 'এ হতেই পারেনা। ওবায়েদ হামলাকারীদের একজনকে ধাওয়া করে আদীর বাড়ী পর্যন্ত পৌছেছিল। তাকেই জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

ঃ 'তার দরকার নেই। ওবায়েদ যাকে ধাওয়া করেছিল সেছিল শমুনের চাকর। তাকে বলা হয়েছিল আমাদের লোকেরা ধাওয়া করলে সেযেন ধাওয়াকারীকে আদীর বাড়ী পর্যন্ত নিয়ে যায়।'

ঃ 'আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি কি করতে চাইছেন?'

ঃ' এখনই বুঝতে পারবে।'

ডান দিকের পাঁচিল একদিকে খানিক ভাংগা। ওখানে ঝোপ থেকে লতিয়ে লতিয়ে গুল্মলতা উপরে উঠে গেছে। ওই পথে ঘোড়া সহ ভেতরে ঢুকে পড়ল আসেম।

ঃ 'এতো শমুনের বাগান। আপনি কি তার বাড়ীতে হামলা করবেন?'

ঘোড়া থেকে নামতে নামতে আসেম বললঃ 'হামলা করার প্রয়োজন পড়বে না। তুমি এখানেই দাঁড়াও। বিপদ দেখলে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে যেও।'

ঃ' ...... কিন্তু আমি?'

ঃ [illegible] বলার সময় নেই। কবিলার লোকজন তোমার সাক্ষী বিশ্বাস করবে ভেবে তোমায় সাথে নিয়ে এসেছি। আমার কাজে কারো সাহায্যের দরকার মনে করলে ওবায়েদকে

ঃ 'ঠিক আছে। আমি জোরাজুরি করবনা। কিন্তু কোন বিপদ দেখলে আপনাকে ফেলে পালিয়ে যাব, এমনটি আশা করবেননা।'

ঘন বৃক্ষের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল আসেম। প্রায় শ'খানেক কদম দূরে শমুনের ভেতর বাড়ীর দেয়াল। আসেম পাঁচিলে চড়ে ভেতরে তাকাল। ডানদিকে শমুনের থাকার ঘরের দরজা বন্ধ। বায়ে ছাপরা। ওখানে ঘুমিয়েছে চাকররা। আসেম উঠোনে লাফিয়ে পড়ে ছাপরার দিকে পা বাড়াল। তিন ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে ওখানে। ওদের নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। গাট্টা গোট্টা তাগড়া একজনের নাক ডাকার শব্দ ছিল ভয়ংকর। আলতো তাবে খোঁচা দিয়ে আসেম তাকে জাগিয়ে তুলল। তার বুক স্পর্শ করল আসেমের তরবারী। বিড় বিড় করে চোখ মেলল সে। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চাইতে লাগল আসেমের দিকে। তরবারীতে খানিক চাপ দিয়ে আসেম বললঃ 'চিল্লাচিল্লি করলে খুন করে ফেলব। প্রাণের মায়া থাকে তো আমার সাথে এস। উঠে দাঁড়াও। সংগীদের দিকে তাকাবেনা। ওরা তোমার সাহায্য করতে পারবেনা। ইচ্ছে করলে ওদেরও হত্যা করতেপারি।'

চাকরটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। আসেম তার গলায় ফাঁদ আটকে রশি ধরে টান মারল। তরবারী ঘাড়ে রেখে বললঃ 'নিঃশব্দে আমার সাথে এসো।'

একান্ত বাধ্য হয়ে চাকরটি আসেমের সঙ্গে হাঁটা দিল। বারান্দায় পৌঁছে চাকর মুখ খুললঃ 'আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

ঃ 'দরজা খুলে নীরবে আমার সাথে হাঁটতে থাক।'

কাঁপা হাতে ও দরজা খুললে দু'জনেই বাগানে প্রবেশ করল। হঠাৎ বায়ে শোনা গেল ঘোড়ার পায়ের শব্দ। বৃক্ষের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সালেম।

ঃ 'ভাইয়া' ঘোড়া থেকে নেমে ক্ষমা প্রার্থনার ভংগীতে বলল সালেম 'ওখানে থাকতে পারলামনা। ভোর হয়ে গেছে। দেরী করা ঠিক নয়।'

কিছু না বলেই ঘোড়ায় চড়ে বসল আসেম। এর পর শমুনের চাকরকে লক্ষ্য করে বলল ঃ 'রাতভর দৌড়ঝাপ করে ক্লান্ত হয়ে গেছ। তোমার জন্য কোন সওয়ারের ব্যবস্থা করতে পারলামনা বলে দুঃখিত। কিছুক্ষণ আমার সাথে দৌড়াতে হবে। খবরদার, পালাতে চেষ্টা করোনা। আর আমি যা বলব ঠিক ঠিক জবাব দেবে।'

ঃ 'কথা দিন আমায় হত্যা করবেননা।'

ঃ 'কিন্তু জবাবে মিথ্যা বললে সে কথা ঠিক রাখতে পারবনা। বলতো, রাতে আমাদের বাড়ী থেকে আদীর বাড়ী পর্যন্ত কেউ কি তোমায় ধাওয়া করেছিল?'

ঃ 'জী হ্যাঁ?'

ঃ 'তুমি যখন আদীর বাগানে লুকিয়েছিলে তখন কি ওখানে আমায় দেখেছিলে।'

ঃ 'জীহ্যাঁ।'

ঃ 'আমাদের বাড়ীতে আগুন লাগানোর পর তুমি পালাচ্ছিলে?'

ঃ 'আমি নির্দোষ। আমি বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। এক গোলাম হিসেবে আমি মুনীবের নির্দেশ পালন করছিলাম।'

ঃ 'শমুনের অপরাধের শাস্তি তোমায় দেবনা। কিন্তু সত্যিমতি করে বলতো, শমুন কি তোমায় বলেছিল যে, ধাওয়াকারীকে আদীর ঘর পর্যন্ত নিয়ে যাবে। যাতে আমাদের লোকেরা মনে করে আদী এবং তার ছেলেরাই এ কাজ করেছে?'

ঃ 'আমায় দয়া করুন। তিনি আমায় মেরে ফেলবেন।'

রশিতে টান মেরে গর্জে উঠল আসেমঃ 'খবিশ, ঠিক জবাব দাও।'

ঃ 'আমায় দয়া করুন। আমিতো শুধু মুনীবের হুকুম তামীল করেছি।'

ঃ 'সালেম , এবার বাড়ী ফিরে যাও। এ যুদ্ধে কেন আমি জড়িয়ে পড়িনি বুঝতে পারলে তো? আমার কবিলা আমায় নিরাশ করবে হয়ত। কিন্তু আদীর বাড়ীতে আসা লোকগুলো সম্ভবত বুঝতে পারবে যে আমরা ইহুদীদের লাভের জন্যই পরস্পরের রক্ত ঝরাচ্ছি। এ ব্যক্তি খুব শীঘ্রই তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। নিজের সাফাই পেশ করার জন্য নয় বরং আমি চলে গেলে যেন আমার নাম নিতে তোমরা লজ্জা না পাও সে জন্য। তুমি যাও। ওবায়েদকে পথে পেলে একে ওর হাওলা করে দেব।'

ঃ 'ভাইয়া, অযথা সময় নষ্ট না করে নিজের কথা ভাবুন। জাবের এবং মাসুদ নিহত হবার পর কেউ আমার কথায় কান দেবেনা। আপনি তাড়াতাড়ি চলে যান। ওহোদ পর্বতের পাশে যে ঝর্ণাটা, আমি ওখানে আপনার অপেক্ষা করব।'

ঃ 'সালেম, তুমি কি ভেবেছ সামিরা আর আদীর হত্যাকারীদের কাছে আমি জীবন ভিক্ষা চাইব। মানাতের শপথ। বনু আওস আমার শিরে তাজ পরিয়ে দিলেও আমি ওদের সংগ চাইবনা। ওহোদের পাদদেশে তোমার অপেক্ষা করার দরকার নেই। আমি সিরিয়া যাচ্ছি। এই আমাদের শেষ মোলাকাত। ওবায়েদের প্রতি দৃষ্টি রাখলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।'

আসেম ঘোড়া ছুটিয়ে ছিল। হাতে ধরা রশি। সাথে সাথে দৌড়াতে লাগল শমুনের চাকরটা।

খাজরাজের লোকেরা আদীর বাড়ীতে জড়ো হয়েছিল। বিলাপ করছিল মহিলারা । নিহতদের রক্ত ভরা পিয়ালা দরজার সামনে রাখা হয়েছিল। প্রতিটি মানুষ সে রক্তে আঙ্গুল ডুবিয়ে প্রতিশোধ নেয়ার শপথ নিচ্ছিল।'

ঘোড়া ছুটিয়ে আঙ্গিনায় ঢুকল আসেম। শমুনের চাকরের শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছিল। তার পেছনে খোলা তলোয়ার হাতে ওবায়েদ। উঠানে এসেই রশিতে হেঁচকা টান দিল আসেম। চাকরটা ধপাস করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

খাজরাজের লোকেরা পূর্বেই আসেমের তৎপরতার কথা শুনেছিল। এ জন্য তার আগমনে কেউ চঞ্চলতা দেখায়নি। কিন্তু শমুনের চাকর এবং ওবায়েদেকে দেখে পরস্পর কানাঘুষা শুরু করল।

ঃ 'আমার ভায়েরা।' আসেম বলল, 'বলেছিলাম ইয়াসরিবে আমার একটা কাজ অসম্পূর্ন রয়েছে। এখন শমুনের চাকরকে আপনাদের সামনে হাজির করে আমার কর্তব্য শেষ করব। আওস এবং খাজরাজ কেবলমাত্র ইহুদীদের স্বার্থেই পরস্পরের রক্ত ঝরাচ্ছে। এ চাকরটা তার সাক্ষী দেবে। আপনারা জানেন, কবিলার সাথে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। তাদের কে মরল কে বাঁচল সে নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই। আমি এখানে থাকবনা। আমার দৃষ্টির

আপনাদের ধ্বংসযজ্ঞ দেখবেনা। কিন্তু ইয়াসরিব ছাড়ার পূর্বে বলে যেতে চাইছি যে, আওস ও খাজরাজের মাঝে যে আগুন জ্বলে উঠেছে তা জ্বালিয়েছে ইহুদীরা। শমুনের চাকরের কাছে তা জিজ্ঞেস করে দেখুন। রাতে যখন আমাদের বাড়ীতে আক্রমন হয়েছিল আমি তখন এ বাগানে বসে আদীর সাথে কথা বলছিলাম। সামিরা ছাড়া এ মোলাকাতের খবর কেউ জানতনা। আমি যখন বিদায় নিচ্ছিলাম শমুনের এ চাকরটা দৌড়ে এসে বাগানে ঢুকল। এক ব্যক্তি তাকে ধাওয়া করে ফিরে গেল। তাকে বাগানে ঢুকার কারন জিজ্ঞেস করায় সে বলল, মুনীবের ঘরে চুরি করে পালাচ্ছে। শমুনের বাড়ীতে চুরির ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ ছিলনা। আমি ওকে ছেড়ে দিলাম। বাড়ী গিয়ে দেখি আস্তাবল জ্বলছে। আমার কবিলার লোকেরা বলল যে আদীর লোকেরা আক্রমন করেছে। ওবায়েদ নাকি একজন কে আদীর বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। আর তখনি শুনলাম মুনযিরের ছেলেরা আদীর বাড়ী আক্রমন করার জন্য রওনা হয়ে গেছে। আমি এক মূহূর্তে দেরী করিনি। কিন্তু এসে দেখি ওদের কাজ শেষ হয়ে গেছে।'

শমুনের চাকর নিঃসাড় হয়ে পড়েছিল। আসেম ওবায়েদকে ইঙ্গিত করল। ওবায়েদ তাকে ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। আসেম বললঃ 'বলতো আমি যা বলেছি তা কি সত্যি?'

ঃ 'হ্যাঁ।' মাথা নুইয়ে জবাব দিল সে।

ঃ 'একথা ঠিক নয় যে, হামলার পর শমুন তোমাকে আদীর বাড়ীর দিকে আসতে বলেছিল?'

ঃ'জী। আমি নির্দোষ। আমি তো চাকর। মুনীবের নির্দেশ পালন করা ছাড়া আমার উপায় নেই।'

ঃ 'ওবায়েদ, একে আমার চাচার কাছে নিয়ে যাও। এখন যা বলল তা অস্বীকার করলে সালেমের হতে তুলে দেবে। এর গর্দান উড়িয়ে দিতে ও শমুনের তোয়াক্কা করবেনা। ইহুদী বসতি ছেড়ে অন্য পথে যেও।' ওবায়েদ গোলামের গলার রশি হাতে নিয়ে বললঃ 'কিন্তু আমি তো আপনার সাথে যেতে চাই।'

ঃ 'যে মুসাফিরের মঞ্জিল আছে তার সংগ দেয়া যায়। কিন্তু আমার সামনে ঠিকানাহীন পথ ছাড়া কিছুই নেই। তুমি যাও।' কেঁদে ফেলল ওবায়েদ। এরপর গোলামের রশি ধরে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল।

উপস্থিত লোকেরা ধীরে ধীরে মুখ খুলতে লাগল। আসেম নির্বাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে বললঃ 'মুনযিরের ছেলেরা সামিরা, আদী এবং নোমানের ভাইদের কোতল করেছে, আমিও মুনযিরের ছেলেদের হত্যা করেছি। এ বিজয় আওস ও খাজরাজের নয় বরং ইহুদীদের। আপনাদের মাঝে ঘৃণার আগুন জ্বালিয়েছে ওরা। এ আগুনে টগবগ করে ফুটতে থাকবে আপনাদের রক্ত। আমার অপরাধের শাস্তি আমি পেয়েছি। আগুনে ঝলসে গেছে আমার বাগানের সব গুলো ফুল। ইয়াসরিবে আমার আর কোন আকর্ষণ নেই, কিছু চাওয়ার ও নেই।'

ভারী হয়ে এল আসেমের কণ্ঠ। ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ও। নোমান ফটকের বাইরে ছুটে এসে বললঃ 'আসেম দাঁড়াও। কবে থেকে সামিরার সাথে তোমার সাথে পরিচয় জানিনা। ও যদি বেঁচে থাকত আর যেতে চাইত তোমার সাথে আমি তার পথ রোধ করতামনা। আমার পিতার পক্ষে তুমি তরবারী ধরেছ এদ্দুরই আমার জন্য যথেষ্ট। এমনকি তখন কবিলার অপবাদেরও পরোয়া করতামনা। ইচ্ছে করলে তাকে শেষ বারের মত দেখতে পার।'

কায়সার ও কিসরা

অতি কষ্টে অনিরুদ্ধ কান্না সংযত করে আসেম বলল ঃ 'নোমান, ওকে দেখে আমি নিজকে ধরে রাখতে পারবনা।' এক বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন। ঃ 'দেরী করোনা বাবা। ইয়াসরিবে বেঁচে থাকাটাই তোমার জন্য মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।'

ঃ 'তোমার ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে গেছে। আমার এ তাজাদম ঘোড়া নিয়ে যাও।' নোমান বলল।

ঃ 'না থাক। ও আমার শেষ বন্ধু। ওকে এখানে ছেড়ে যেতে মন চাইছেনা।'

গোড়া ছুটিয়ে দিল আসেম।

সূর্য উঠেছে খানিক আগে। পর্বতের কোল ঘেষে এগিয়ে যাচ্ছিল আসেম। হঠাৎ চূড়ার আড়াল থেকে ঘোড়া সহ সালেম বেরিয়ে এল। ঘোড়ার বলগা টেনে ধরল আসেম। ঃ 'সালেম, এদিকে একা আসা তোমার উচিৎ হয়নি। খাজরাজের লোকেরা তোমায় দেখলে নেকড়ের মত ছিড়ে খুঁড়ে খাবে ?'

ঃ 'আমার জন্য ভাববেননা। চলুন, আপনাকে কোন নিরাপদ স্থানে পৌছে দিয়ে আসি।'

আসেম ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তার অনুসরণ করল সালেম। সিরিয়ার রাস্তা থেকে প্রায় চার মাইল দূরে সরে এল ওরা। একটা পর্বত চূড়ার আড়ালে দু'জনই ঘোড়া থেকে নামল। সালেম তীর ভরা তুনীর আর ধনু আসেমের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল ঃ ' ঘোড়ার উদোম পিঠে খালি হাতে বেশী দূর যেতে পারবেননা। এজন্য পানির মশক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে এসেছি। আমার ঘোড়ায় উঠে বসুন। থলিতে খেজুর, রুটি এবং মাখন আছে। তাছাড়া সাঈদার কাছে আপনার গচ্ছিত টাকাও ব্যাগে রেখেছি। বাড়ী থেকে বেরিয়ে কবিলার একদল সওয়ার দেখেছি। ওরা সিরিয়ার পথে পাহারা দিতে যাচ্ছিল। আমি বললাম, আপনি মক্কার দিকে গেছেন। ওরাও সেদিকে চলে গেছে। কবিলার অন্যান্য লোকেরা মামার বাড়ীতে আপনার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার শপথ নিচ্ছে। ওদেরকেও বলেছি, আপনি মক্কার দিকে গেছেন। একথা শুনে আরো কয়েকজন সেদিকে চলে গেছে, এরপর আপনার সফরের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা ছিল আমার বড় কাজ। ওখানে আমি অনেকক্ষন অপেক্ষা করেছিলাম। আশংকা হচ্ছিল আপনি আবার চলে গেলেন নাকি ? এখন জলদি ঘোড়ায় উঠে বসুন।'

ঃ 'আমার ঘোড়াটা ছেড়ে দিতে মন চাইছেনা। তোমার ঘোড়ার জিন লাগিয়ে নিচ্ছি।'

ঃ 'ঠিক আছে। জলদি করুন। ওরা মক্কার পথ খুঁজে এদিকে চলে আসতে পারে।' আসেম তাড়াতাড়ি সালেমের ঘোড়ার পিঠ থেকে জিনিষপত্র তুলে নিজের ঘোড়ার পিঠে চাপাল।

ঃ 'সালেম, সাঈদাকে সব বলে দিয়েছ ?'

ঃ 'হ্যাঁ। এখন ওর মনে আপনার ব্যাপারে কোন ভুল ধারনা নেই। ও জাবের এবং মাসুদের জন্য কাঁদছে, আর আপনার নিরাপত্তার জন্য দোয়া করছে।'

ঃ 'তুমিও কি আমার নিরাপত্তার জন্য দোয়া কর?'

জবাব না দিয়ে সালেম আসেমের দিকে তাকাল। ঝাপসা হয়ে এল ওর চোখ। ঃ 'এখন সোজা বাড়ী চলে যাবে। শমুনের চাকরটাকে আদীর বাড়ীতে লোকদের জমায়েতে হাজির করেছিলাম। এরপর ওবায়েদের সাথে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে যে, তোমার মামার লোক একেও আবার একটা ষড়যন্ত্র মনে করবে। চাকরটা ওখানে গিয়ে ফিরেও যেতে পারে। লোকেরা তখন ওবায়েদকে মারার জন্য তৈরী হয়ে যাবে।'

ঃ 'ভাইয়া, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কবিলার সব লোক এখন মামার ঘরে। আমি চাকরদের বলে এসেছি আমার আসা পর্যন্ত ওবায়েদ যেন বাইরে অপেক্ষা করে।'

ঃ 'চাচাজান আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন ?'

ঃ 'না, লড়াইর কথা এখনো তাকে কেউ বলেনি। আমিও তাকে প্পেরেশান করতে চাইনি। সাঈদা বাড়ীর বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। মাসুদ আর জাবেরের খবর ও কার কাছে শুনেছে। তার মনের ভার হালকা করার জন্য সব খুলে বলতে হয়েছে। তাকেও ওবায়েদের কথা বলে এসেছি। এখন সময় নষ্ট করা যাবেনা।'

আসেম ঘোড়ায় চড়তে যাবে চঞ্চল হয়ে সালেম বলল ঃ 'দাঁড়ান। সম্ভবত কেউ আসছে।'

পর্বতের ওপাশ থেকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ ভেসে এল। উদ্বিগ্ন চোখে সালেমের দিকে চাইতে লাগলআসেম।

ঃ 'আমি আসছি' বলে ঘোড়ার লাগাম আসেমের হাতে দিয়ে ও পর্বত চূড়ায় উঠে গেল। একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে দৃষ্টি ছুড়ল ওপাশে। ফিরে এসে বলগা হাতে তুলে বলল ঃ 'ওরা আমাদের কবিলার লোক। সম্ভবত আপনার সন্ধান পেয়েছে।'

ঃ 'কজন ওরা ?'

ঃ 'তিনজন। কিন্তু তাদের সাথে সংঘর্ষে যাওয়া ঠিক হবে না। তাহলে ওরা ফিরে গিয়ে কবিলার সব লোক এদিকে নিয়ে আসবে। আপনাকে ধাওয়া করবে সিরিয়া পর্যন্ত। আপনি এখানেই থাকুন। আমি ওদের অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছি।'

জবাবের অপেক্ষা না করেই ঘোড়ায় উঠে বসল সালেম। মুহূর্তের মধ্যে পর্বতের ওপাশে পৌছে গেল। কতক্ষন নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল আসেম। এর পর ঘোড়াটা ঝোপের আড়ালে বেঁধে চূড়ায় উঠে এল। তিনজন সওয়ার সিরিয়ার পথে অনেক দূরে চলে গেছে। সালেম তীব্র গতিতে তাদের অনুসরন করছিল। সওয়াররা একটা পাহাড়ের কাছে থেমে পিছন ফিরে সালেমের দিকে চাইতে লাগল। ওদের কাছে এসে ঘোড়া থামাল সালেম। খানিক দাঁড়িয়ে থেকে স্বাভাবিক গতিতে ইয়াসরিবের দিকে ফিরে চলল। ওরা যখন পর্বতের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, পাথরের আড়ালে বসে আসেম উৎকর্ন হয়ে তাদের কথা শুনতে লাগল। ওদের একজন বলছিল ঃ 'আমারও পরামর্শ তাই। এখানে পাহারা দিলেই ভাল হয়। তোমার আববাও বলেছিলেন সিরিয়া ছাড়া সে অন্য কোন দিকে যাবেনা।'

ঃ 'তার ঘোড়া চিনবনা আমার দৃষ্টি শক্তি অতোটা ক্ষীণ নয়।' সালেমের কণ্ঠ। 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস এতোক্ষনে সে অহোদ পর্বতের ওপাশে চলে গেছে।'

ঃ 'সে ওদিকে গিয়ে থাকলে তুমি আমাদের পেছনে আসছিলে কেন?'

ঃ 'তাকে ধরতে হলে তোমাদের সাহায্য প্রয়োজন। আমি একা পারবনা। ওই পাহাড়টা পার হওয়ার সময় তোমাদের ডেকেছিলাম। কিন্তু তোমরা খেয়াল না করেই চলে গেলে।'

ঃ 'কিন্তু তুমি একা এদিকে এসেছো কেন?'

ঃ 'আমার সন্দেহ হয়েছিল মক্কার পথে না গিয়ে সে আশপাশে লুকিয়ে রাতের অপেক্ষা করতে পারে। বনু কোরাইজার বাগানের কাছে যখন পৌছলাম এক রাখাল বলল, এই মাত্র এক ব্যক্তি বাগান থেকে বেরিয়ে গেছে। ঘোড়ার বর্ণনা শুনে আমার একীন হয়েছে যে ও আসেম ছাড়া কেউ নয়।'

অন্য একজন বলল ঃ 'আমার মনে হয় আসেমের পিছু না নিয়ে কবিলার লোকদের সতর্ক করা দরকার। সন্ধ্যা পর্যন্ত খুঁজে না পেলে রাতের মধ্যে ও অনেক দূর এগিয়ে যাবে।'

এর বেশী শুনতে পেলনা আসেম। সওয়াররা অদৃশ্য হয়ে গেলে চূড়া থেকে নেমে এল ও। ঘোড়া খুলে লাফিয়ে তার পিঠে চড়ে বসল।

একটা বড় ফাড়া কেটে গেল। এবার ও নিশ্চিন্তে পথ চলছিল। হঠাৎ ওর মনে প্রশ্ন জাগল, আমি যাচ্ছি কোথায়? জীবনের প্রতিটি শ্বাস ওর কাছে অসহ্য মনে হল। অতীতের সাথে ওর সব সম্পর্ক কেটে গেছে। ধূলোর সাথে মিশে গেছে আগামী দিনের সব আশা ভরসা। যে ভূমির বিস্তীর্ন বিশাল বিস্তার সামিরার উজ্জ্বল হাসিতে রংগীন হয়ে উঠত আজ তা এক ভয়ানক শূন্যতায় হারিয়ে গেছে।

একজন আরবের বড় পূঁজি বংশ গৌরব আর গোত্রীয় শক্তিমত্তা। এ পূঁজিও হারিয়ে গেছে তার। বনুআওস তাকে শিখিয়েছিল লড়তে এবং মারতে। কিন্তু জীবনের চেয়ে প্রিয় সে প্রথা থেকেও সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যে তলোয়ার সে কিনেছিল বনু খাজরাজের সাথে লড়াই করার জন্য, তা রংগীন হয়েছে স্বগোত্রীয়দের খুনে। আরব আইনে স্বগোত্রের খুন ঝরান ছিল অমার্জনীয় অপরাধ।

আশার যে ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় ও নতুন মঞ্জিল দেখেছিল, তা নিভে গেছে। সামিরার মৃত্যুতে ভেংগে গেছে ওর আগামী দিনের আশা ভরসার প্রাসাদ। অতীতের নিয়ম নীতি ছেড়ে ও যে নতুন পথের সন্ধান করেছিল তা শেষ হয়েছে কাটাভরা বাস্তবতায়। নৈরাশ্য এবং আশা যে পথিককে সকল পথ এবং প্রতিটি মঞ্জিল থেকে নিস্পৃহ করে দেয় ও যেন তেমনি এক মুসাফির। অতীতের কোল থেকে ওর পিছনে ছুটে আসছিল মৃত্যুর বিভিষিকা।

ভবিষ্যতের আনন্দ বেদনায় ওর কোন আকর্ষন ছিলনা। তবুও জীবনের সব আবেগ উচ্ছাস থেকে বঞ্চিত হবার পরও ও কবিলার লোকদের হাতে মরতে চাইলনা। তার কাছে ইয়াসরিব অনন্ত আঁধারে ঘেরা। ওখানে আলোর কল্পনা করা আত্ম প্রবঞ্চনা বৈ নয়। সিরিয়ার পথে ওর মনে এ প্রশান্তি ছিল যে, এ আঁধার ছেড়ে ও দূরে সরে যাচ্ছে। হায়! ও যদি জানত, মাত্র কয়েব মঞ্জিল পেছনে, ফারান গিরির চূড়ায় ভেসে উঠেছে নবুওতের সূর্য। যার দীপ্তিময় আলোয় ঝলমলিয়ে উঠবে ইয়াসরিবের দিক বিদিক। যে দেশ থেকে ও হতাশ হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে,

ওখানে বর্ষিত হবে আকাশ যমিনের সকল নেয়ামতের বৃষ্টি। যে জমিন ওর জন্য সংকীর্ন হয়ে গেছে, সে জমিন হবে বিশ্বের সকল শান্তিকামীদের কেন্দ্র বিন্দু। যেখানে ও দেখেছে অন্যায় আর পাপের অনুশীলন, সেখানে বুলন্দ হবে কল্যানের পতাকা। যেখানে ও পশুত্ব, বর্বরতা আর প্রতিশোধের আগুন দেখেছে ওখানে হেসে উঠবে প্রেম ও ভালবাসার ফুল্ল পরাগ।

ইসলামের নবী সম্পর্কে ও শুনেছে যে মক্কার ভূমি তার জন্য সংকীর্ন হয়ে গেছে। কোরেশরা তাকে শত্রু মনে করে। তার পথে কাঁটা ছড়িয়ে দেয়। তার অল্প কজন অনুসারীদেরকে রাস্তা ঘাটে হাটে মাঠে পেটানো হচ্ছে। কোরেশরা অপরিমেয় শক্তির মালিক। তাদের রসম রেওয়াজের পরিপন্থী কোন দ্বীন সেখানে সফল হতে পারবেনা।

এমন কোন সত্যভাষীর সাথে আসেমের দেখা হয়নি যিনি তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বলবেন তুমি কোথায় যাচ্ছ? নিজের ভবিষ্যত নিয়ে তুমি নিরাশ কেন? এ উপত্যকায় সত্যের বিজয় পতাকা উডডীন করার জন্য কুদরত যে কাফেলাকে নির্বাচন করেছেন, তাদের জন্য কেন অপেক্ষা করছনা? সিরিয়ার পরিবর্তে কেন হেজাযের দিকে তাকাচ্ছনা? যে উপত্যকা থেকে তুমি পালিয়ে যাচ্ছ, সে উপত্যকা হবে দুনিয়ার সকল বঞ্চিত, নিপীড়িত অসহায় মানুষের আশা ভরসার কেন্দ্রবিন্দু। এখানে খেজুরের চাটাইতে বসে শ্বেত পাথরের প্রাসাদ আর মর্মরের অট্টালিকার কিসমতের ফয়সালা করা হবে। মক্কায় যে নবী এসেছেন তিনি আওস ও খাজরাজকে একই কাতারে দাঁড় করিয়ে দেবেন। ঘৃণা, প্রতিহিংসা অথবা শত্রুতা নয়, এ জমিন দেখবে ভাতৃত্ব আর ভালবাসার অনুশীলন। তোমাকে শান্তির অন্বেষায় কোথাও যেতে হবেনা।'

কয়েকদিন পর আসেম এক সন্ধ্যায় বনু গাতফানের রইস যায়েদ বিন ওবাদার বস্তিতে প্রবেশ করল। যায়েদ একজন ব্যবসায়ী। জেরুজালেম থেকে ফেরার পথে আসেম তার সাথে সফর করেছিল। আসেমের চেহারায় এত পরিবর্তন হয়েছিল যে, যায়েদ প্রথম তাকে চিনতেই পারেনি। আসেমকে পরিচয় দিয়ে বলতে হল, ঃ 'আমি আসেম। ইয়াসরিব থেকে এসেছি।'

যায়েদ মোসাফেহা করতে করতে বললঃ 'আমায় মাফ কর ভাই। চেহারা দেখে তো তোমায় চিনতেই পারিনি।' জিহবা দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে আসেম বললঃ 'বিপন্ন ব্যাক্তির পরিবর্তন হতে সময় লাগেনা। এক অসহায় কি আপনার বস্তিতে আশ্রয় পাবে? দুশমন আমার পিছু নিয়েছে। হয়ত এখানেও পৌছে যাবে।' যায়েদ এক যুবককে ডেকে বললঃ 'এর ঘোড়াটা আস্তাবলে নিয়ে যাও। আসেম, তুমি আমার সাথে এস।' আসেম তার সাথে হাঁটা দিল। একটু পর এক আড়ম্বরপূর্ণ দস্তরখানে মেযবানের সাথে খেতে বসল আসেম।

কয়েক গ্রাস মুখে দিয়ে আসেম হাত তুলে ফেলল। যায়েদ পেরেশান হয়ে বললঃ 'কি হল?'

ঃ 'না, কিছুনা। মাথা ধরেছে। আমার একটু ঘুমানো প্রয়োজন।'

ঃ 'তোমার বিশ্রামের জন্য আলাদা ঘরে ব্যবস্থা করেছি। মেহমানদারীর শালীনতার বিরোধী না হলে বলতো কারা তোমার পিছু নিয়েছে? ওরা কজন এবং কত দূরে?'

ঃ 'ওরা পাঁচ দলে ভাগ হয়ে আমায় ধাওয়া করছে। শেষ দলটাকে এখান থেকে তিন মাইল পেছনে দেখেছি। ওরা সর্বমোট জনাপঞ্চাশেক হতে পারে।'

ঃ 'পঞ্চাশজন তোমায় ধাওয়া করছে আর তোমার কবিলা তোমার সাহায্যে এগিয়ে এলনা।'

ঃ 'ওরা বনু খাজরাজের নয় বরং আমার কবিলার লোক। ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়েই আমি এখানে এসেছি। পথ শ্রমের দীর্ঘ ক্লান্তির পর আপনার বস্তিই ছিল আমার একমাত্র ভরসা। ইয়াসরিব থেকে চলে আসার দু'দিন পর ওদের প্রথম দলটিকে দেখেছিলাম। এর পর পথ ছেড়ে দু'দিন পর্যন্ত আমি মরুভূমিতে এলোপাথাড়ী ঘুরেছি। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় ক্ষুধা পিপাসায় কাহিল হয়ে পড়লাম। বনু কলবের বস্তির কাছে এলে এক রাখাল বলল, ইয়াসরিবের পনর বিশ জন সওয়ার বস্তির রইসের কাছে অবস্থান করছে। রাতটা মরুভূমিতে কাটালাম। পরের তিনদিনও এদিক ওদিক ঘুরলাম। এসময় খবর পেলাম বনু কলবেরও একদল লোক আমায় খুঁজছে। রাত কাটালাম এক বেদুইনের তাবুতে। লোকটা আমায় যথেষ্ট খাতির সম্মান করল। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম। লোকটি আলতো পায় বেরিয়ে গেল। আধো ঘুমে হঠাৎ আমার ঘোড়ার ডাক শুনতে পেলাম। চঞ্চল হয়ে বাইরে এসে দেখি সে ঘোড়ায় চড়ার চেষ্টা করছে। আমি জানতাম আমার ঘোড়ায় অন্য কেউ সওয়ারী করতে পারবেনা। এজন্য একপাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। বেদুইন অনেক্ষন চেষ্টা করে নিরাশ হয়ে পড়ল। এরপর নিজের উটে চড়েই একদিকে বেরিয়ে গেল। আমি ভাবলাম ও হয়ত ওদের কাছে আমার সন্ধান দিতে যাচ্ছে। নিদ্রার জন্য ঘোড়া এবং টাকা পয়সা সব দিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু ঘুমের ঘোরে নিহত হতে মন চাইলনা। সুতরাং ঘোড়ার পিঠে জিন লাগিয়ে সওয়ার হয়ে গেলাম। প্রায় পাঁচ ক্রোশ চলার পর শক্তি নিঃশেষ হয়ে এল। ঘোড়াটি ছেড়ে দিয়ে বালির উপর শুয়ে পড়লাম। অত্যধিক শীতে শেষ রাতের দিকে চোখ খুলে গেল। আগুন জ্বালানোর দরকার হল। শুকনো কাঠখড় খুঁজছি, হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের শব্দ ভেসে এল। চাঁদের আবছা আলোয় দেখলাম পর্বতের খানিক দূরে কজন সওয়ার। তাদের পথ দেখাচ্ছে একজন উটের আরোহী। এ বেদুইনটা আমায় ঘুমের ঘোরে কেন হত্যা করলনা ভেবে আশ্চর্য হলাম।'

ঃ 'এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তোমায় ধরিয়ে দিয়ে ও বড় রকমের পুরস্কার আশা করছিল। তোমার পুরো কাহিনী আমি শুনব। তবে এখন নয়। তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। এসো আমার সাথে।' আসেম তার সাথে বেরিয়ে এল। একটু পর প্রশস্ত উঠানের এক কোণে একটা ছোট ঘরে প্রবেশ করল।

ঃ 'এবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়। ইয়াসরিবের সব লোক এলেও আমার লোকেরা তোমার হিফাজত করতে পারবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইয়াসরিবের লোকদের সন্তুষ্ট করার জন্য বনু কলব আমাদেরকে শত্রু বানাতে চাইবেনা।'

আসেমকে শান্তনা দিয়ে যায়েদ তাবু থেকে বেরিয়ে এল। বিছানায় পিঠ দিতেই গাঢ় নিদ্রা আসেমকে জড়িয়ে ধরল। ঘুম ভাঙল শেষ রাতে। পিপাসায় তখন ওর কণ্ঠ শুকিয়ে আসছিল। জ্বর অনুভব করছিল শরীরে। চাঁদের আলোয় ঘরের কোণে দেখতে পেল পানির সোরাহী। দুগ্লাস পানি খেয়ে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল সে। কিন্তু শরীরের অসহ্য ব্যথায় ওর ঘুম এলনা। সূর্যোদয়ের সময় তাবু থেকে বেরিয়ে কতক্ষন বাইরে হাঁটাহাটি করে আবার এসে শুয়ে পড়ল। যায়েদ তাবুতে প্রবেশ করতেই উঠে বসল আসেম।

ঃ 'আমি তো ভেবেছিলাম এখনো ঘুমিয়ে আছ।'

ঃ 'অনেক দিন পর একটু শান্তিতে ঘুমিয়েছি। কিন্তু কি আশ্চর্য, এই প্রথম আমি ক্লান্তি অনুভব করলাম। সারা শরীরে ব্যথা। মনে হয় জ্বর আসছে।'

ঃ 'সন্ধ্যায় তোমাকে অসুস্থ মনে হচ্ছিল। আশাকরি ক'দিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

ঃ 'আর একরাত বিশ্রাম নিতে পারলেই সুস্থ হয়ে যাব। আপনাকে আর কত কষ্ট দেব।'

ঃ 'আসেম। তোমায় চিরদিনের জন্য আশ্রয় দিয়েছি। আমার বংশের লোকেরা অনুভব করছে এতে আমরা ঠকিনি। বনু গাতফানে সকল সর্দারদের সামনে ঘোষনা করব যে, তুমি আমাদের কবিলার অন্তর্ভূক্ত হয়েছ। আমার বংশের সাথে তোমার সম্পর্ক হবে রক্তের সম্পর্ক। হয়ত এখানে বৃক্ষরাজি শোভিত মরুদ্যান এবং সবুজ চারনভূমি নেই। কিন্তু আমাদের গর্ব হল অন্যান্য কবিলার কয়েকজনকেই আমরা আশ্রয় দিয়েছি।'

ঃ 'আপনার শোকর গোজারী করছি। কিন্তু আমার এখনকার কোন সিদ্ধান্ত সঠিক হবেনা। আমায় কি কয়েকদিন চিন্তা করার সময় দেয়া যায়না!'

শরমিন্দা হয়ে যায়েদ বললঃ 'তোমায় শর্তহীন ভাবে আশ্রয় দিয়েছি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুস্থ মনে ভাবলে আমার আহবান ফেলে দিতে পারবেনা।'

পঞ্চম দিন। আসেমের জ্বর অনেকটা সেরে এল। আরো ক'দিন বিশ্রাম করার পর ও সম্পূর্ন সুস্থ হয়ে উঠল। ধাওয়াকারীরা বনু কলবের এলাকা খুঁজে এসেছিল গাতফানের কাছে। যায়েদ ছিল প্রভাবশালী সর্দার। এ কারনে অন্য কোন সর্দার তাদের সহযোগিতা করতে রাজী হয়নি। একদিন যায়েদ খবর পেল যে পাঁচ জন সওয়ার এ বস্তির দিকে আসছে। বাঁধা দেয়ার জন্য সে বিশজন লোক পাঠিয়ে দিল। গ্রাম থেকে দু'ক্রোশ দূরে যায়েদের লোকেরা তাদের হামলা করল। ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে তাদের ফিরিয়ে দিল। এরপর কেউ এদিকে আসার সাহস করেনি।

হপ্তা তিনেক পর যায়েদের ছোট বোনের বিয়েতে কবিলার সর্দার এবং রইসরা জমায়েত হল। যায়েদ তাদের সামনে হাজির করল আসেমকে। বললঃ 'আমার বন্ধুরা। আওস গোত্রের এক বাহাদুর যুবক আশ্রয় নেয়ার জন্য আমার কবিলাকে নির্বাচন করেছে। আমারি কারনে বনু গাতফানের অস্ত্রাগারে বৃদ্ধি পেল এক উৎকৃষ্ট তরবারী। আমাদের কবিলায় তাকে অন্তর্ভূক্ত করতে আপনাদের অনুমতি চাইছি। আমার বিশ্বাস, খুশী হয়েই আপনারা এজাযত দেবেন। আসেম এখনো সন্দেহ করছে যে, তাকে আশ্রয় দিয়ে আমরা বনু আওসের শত্রু হতে চাইবনা। আপনারা সবাই যদি বলেন, আজ থেকে আসেমের বন্ধু আমাদের বন্ধু ওর শত্রু আমাদের শত্রু তবে হয়তো ও নিশ্চিন্ত হবে।'

কবিলার এক প্রভাবশালী সর্দার দাঁড়ালেন। ঃ 'কবিলার পক্ষ থেকে আমি বলছি, আসেম যদি আমাদের বন্ধুকে বন্ধু মনে করে, শত্রুর বিরুদ্ধে তরবারী ধরার হিম্মত রাখে তবে তোমায় মোবারকবাদ পেশ করছি।' গর্বে বুক ফুলিয়ে যায়েদ বলল ঃ 'আসেম আপনাদের নিরাশ করবেনা। কি আসেম, আমায় শরমিন্দা করবেনা তো ?'

কিন্তু জবাব না দিয়ে মাথা নত করে রইল আসেম। যায়েদ খানিক নীরব থেকে বললঃ আসেম আমার কর্তব্য পালন করেছি। এবার এরা তোমার মুখে শুনতে চাইছেন যে আজ থেকে বনু গাতফানের বন্ধুরাই তোমার বন্ধু হবে। তুমি নীরব কেন?'

সকলেই আসেমের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ও মাথা তুলে বিষন্ন কণ্ঠে বললঃ 'আমি আপনাদের কাছে চির ঋণী। যা পারব না এমন প্রতিশ্রুতি দেয়া কৃতজ্ঞতা নয়। ইয়াসরিব ছাড়ার সময় দোস্ত এবং দুশমনের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি থেকে কুদরত আমায় বঞ্চিত করেছেন। ওখানে যাদের সমর্থনে তরবারী ধরেছিলাম ওরা আমার বন্ধু ছিলনা। ওরা আমার ভাই, পিতা এবং বন্ধুদের হত্যাকারী কবিলার লোক। যাদের হত্যা করেছি ওরা আমার নিজের লোক। গতকাল পর্যন্ত আমিও ছিলাম একটা কবিলার সন্তান। আমারও ছিল দোস্ত দুশমন। কিন্তু এখন আমার কোন বন্ধু অথবা শত্রু নেই। আমি বাপ দাদার পথ থেকে সরে গেছি। আমার সামনে সাহারার ধুধু মরু। নৈরাশ্য আর হতাশার পাঁকে আকণ্ঠ ডুবে যাওয়ার পরও শুধু বেঁচে থাকার তাগিদেই এদ্দুর এসেছি। আমি কোন সম্মানের পাত্র নই। যিনি আমায় বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছেন আমার সে উপকারীকে নিরাশ করছি বলে দুঃখ হচ্ছে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আর কোনদিন তরবারী ধরবনা। আরবে কেউ এমন কথা বললে তাকে পাগল বলা হয়। যে নিজের হাতে নিজের গোলায় আগুন দিতে পারে সে পাগল নয়তো কি? নিজের কাজে লজ্জিত নই ভেবে আপনারা আশ্চর্য হচ্ছেন। কিন্তু বলতে পারি, জীবনে এ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটলে ঠিক ঠিক তাই করব, যার কারনে কবিলা এবং পরিবারের সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে।' আসেম থামল। কোমরে ঝুলানো তরবারী খুলে মাটিতে রেখে বললঃ 'আমার মানব রক্তের পিপাসা মিটে গেছে। ফুরিয়ে গেছে তরবারীর জরুরত। যদি মনে করেন আমি আপনাদের লজ্জিত করেছি তাহলে আমার গর্দান পেশ করছি।'

আসেমের হাত থেকে তরবারী নিল যায়েদ। ক্রোধে কাঁপছিল সে। আসেম হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নুইয়ে দিল। খাপ থেকে তরবারীর অর্ধেকটা খুলে থেমে গেল যায়েদের হাত। কবিলার লোকদের দিকে অসহায় দৃষ্টি মেলে বললঃ 'এ পাগলটাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি' এক ব্যক্তি বললঃ 'তুমি নাকি ওকে আশ্রয় দিয়ে গর্বের কাজ করেছ?'

ঃ 'একে পাগল বলে যায়েদ দোষ ছাড়াতে চাইছে?' আরেকজন বলল। 'কিন্তু সে আমাদের দুস্তি প্রত্যাখ্যান করে গোটা কবিলার অপমান করেছে। শাস্তি স্বরূপ কমপক্ষে ওকে বনু আওসের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হোক।'

এক প্রবীন সর্দার গম্ভীর কণ্ঠে বললেনঃ 'না, তা হতে পারেনা। যায়েদ এক পাগলকে আশ্রয় দিয়ে থাকলে আমরা বেঈমানী করবনা। আমাদের সীমানায় ওর একটা পশমও নড়বে না।'

ঃ 'আমাদের সীমানার বাইরে?' এক যুবকের প্রশ্ন।

ঃ 'তখন যায়েদের জিম্মাদারী শেষ হয়ে যাবে।'

যায়েদ আসেমকে তরবারী ফিরিয়ে দিতে দিতে বললঃ 'নাও। এক ভীরু কাপুরুষের তরবারীতে আমার কাজ নেই।'

ক্ষনিকের জন্য আসেমের রক্তে খেলে গেল উত্তপ্ত শিহরন। যায়েদের হাত থেকে তরবারী নিয়ে কোষমুক্ত করল ও। মাথাটা মাটিতে রেখে তলোয়ারের মাঝখানটায় পায়ের চাপে ভেংগে ফেলল। এরপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল আস্তাবলের দিকে।

উপস্থিত লোকেরা স্তম্ভিত হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। কবিলার এক সর্দার বললেনঃ 'এ পাগলটা বড়ো কোন আঘাত পেয়েছে। ওকে যেতে দাও। বনু আওসকে সংবাদ পাঠিয়ে দাও যে তোমাদের আসামী আমাদের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে গেছে।'

যায়েদ বললঃ 'ও নিজে ইয়াসরিবের দিকে না গেলে বনু আওস তাকে ধরতে পারবেনা।'

বরের পিতা এতোক্ষন নীরবে বসেছিলেন। তিনি বললেনঃ 'যায়েদ! আজ খুশীর দিন। একটা পাগলকে ক্ষমা করে দেয়া যায়না। কবিলার লোকদের অনুরোধ করব কেউ যেন ওর পিছু না নেয়।' এক যুবক ক্ষ্যাপা কণ্ঠে বললঃ 'এ বিধিনিষেধ আমাদের সীমানার মধ্যে থাকা উচিৎ। ওর ঘোড়াটা খুব মূল্যবান। পকেটও শূন্য নয়। আমরা না নিলে পথে অন্য কেউ তো নিয়ে নিতে পারে।'

ঃ 'ও যে পাগল তাতে আমার সন্দেহ নেই।' এক সর্দার বলল। 'এক পাগলের সম্পদ লুট করা আমাদের কবিলার গর্ব নয়। চোরদের জন্যই ওকে ছেড়ে দাও।'

বাইরে থেকে ভেসে আসছিল আসেমের ঘোড়ার খটাখট শব্দ। খানিকপর এক চাকর এসে বললঃ 'ওই পাগলটা তীর এবং তূনীরও এখানে ফেলে গেছে।'

শীতের মওশুম। রাতের মেঘে ছাওয়া আকাশ থেকে ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছিল। হেমেসের সরাইখানার কাছে এসে ঘোড়া থামাল আগন্তুক। ঘোড়া থেকে নেমে ফটকের কড়া নাড়ল। কিন্তু ভেতর থেকে কোন জবাব এলনা। আবার কড়া নাড়ল আরোহী। ভেতরে কারো আসার পায়ের শব্দ হল। লোকটি দরজায় এসে প্রশ্ন করল ঃ'আপনি কি জেরুজালেম থেকে এসেছেন?'

ঃ'হ্যাঁ।'

দরজা খুলে গেল। ঘোড়া সমেত ভেতরে ঢুকল আগন্তুক। সরাইখানার চাকর প্রশ্ন করল ঃ 'আপনার সংগী কোথায়?'

ঃ 'আমি একা। রাতটা জেরুজালেম কাটাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শহরের ফটক এত তাড়াতাড়ি বন্ধ হয় তা জানা ছিলনা।'

ঃ 'তাহলে কোন রোমান অফিসার আপনাকে এখানে পাঠান নি?'

ঃনা।'

ঃ 'দাঁড়ান। আমি এক্ষুনি আসছি।' বলে চাকরটা চলে গেল।

আগন্তুক একটা ছাপরার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। খানিক পর চাকরের সাথে ফ্রেমস বেরিয়ে এল। হাতে মশাল। ফ্রেমস আগন্তুককে প্রশ্ন করল : 'আপনি জেরুজালেমের দিক থেকে এসেছেন?'

: 'হ্যাঁ। অসময়ে আপনাকে কষ্ট দিতে হচ্ছে। শহরের ফটক বন্ধ থাকায় আমাকে এদিকে আসতেহল।'

: 'পথে কারো সাথে দেখা হয়েছে?'

: 'জেরুজালেম থেকে এ পর্যন্ত সবটা রাস্তাই ফাঁকা।'

: 'সরাইখানা মুসাফিরে বোঝাই হয়ে আছে। বৃষ্টির কারনে গাজার এক কাফেলাও এখানে এসে উঠেছে। আপনার জন্য ভালো কোন ব্যবস্থা করা যাচ্ছেনা বলে দুঃখিত।'

: 'আমার বিশ্বাস এই বৃষ্টি ভেজা রাতে আমায় রাস্তায় থাকতে বলবেন না। আপনি বোধ হয় আমায় চিনতে পারেননি। এর আগেও আমি এখানে এসেছিলাম। সরাইখানায় স্থান না হলে আমি আস্তাবলেও থাকতে পারব। খাবার না থাকলে ক্ষুধার্ত থাকব। কিন্তু আমার ঘোড়ার জন্য অবশ্যই কিছু দানা পানির বন্দোবস্ত করতে হবে।'

সরাইখানার মালিক আরো কাছে সরে এসে মশাল উঠিয়ে বলল : 'আরে আসেম! আমায় ক্ষমা করো ভাই। তোমার জন্য গোটা সরাইখানা খালি করে দিতে পারি।' এরপর চাকরকে বলল: 'হেই বে-আক্কেল, দাঁড়িয়ে আছ কেন? এর ঘোড়া আস্তাবলে নিয়ে যাও। আর দোতালায় খাবার পাঠিয়েদাও।'

: 'না, থাক ! এখন খাবনা। সকালে দেখা যাবে। আপনাকে অসময়ে কষ্ট দিচ্ছি বলে সত্যিই আমিদুঃখিত।'

ফ্রেমস তার হাত ধরে টানতে টানতে বলল: 'এসো। আমার কোন কষ্ট হচ্ছেনা। আমি কারো অপেক্ষা করছিলাম। তাদের জন্য খাবার তৈরী করে রেখেছিলাম। ওরা তো আর এলনা, তার বদলে খোদা তোমায় পাঠিয়েদিয়েছেন।'

ফ্রেমসের সাথে হাঁটা দিল আসেম। খানিক পর ওরা দোতালার এক বড় কামরায় পৌছল। কয়েক মাস পূর্বে এ কক্ষেই এক রাত কাটিয়েছিল আসেম। কিন্তু এখন তা আগের মত সুসজ্জিত নয়। সেই নরম তুলতুলে গালিচা আর ঝলমলে পর্দা নেই। তার বদলে দুটো খাটে পরিচ্ছন্ন বিছানা পাতা। মাঝে একটা তেপয়া ও চারটে চেয়ার। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছিল। ডানে বায়ে দুটো প্রদীপ। ফ্রেমস বলল: 'আজ প্রচন্ড শীত। জেরুজালেমের মেহমানদের যেন কোন কষ্ট না হয় এ জন্য আগুন জ্বেলেছিলাম। এ আবহাওয়ায় এখন আর ওদের আসার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ওরা এসে গেলে তোমার জন্য অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আমার বাসা খালি ছিল। হঠাৎ সিরিয়া থেকে এক কাফেলা এসে পৌছল। শীতে কাঁপছিল ওরা। বাসাটা তাই ওদের ছেড়ে দিতে হয়েছে। এখন আমার কাছে আর ছোট্ট একটা রুম আছে। ওরা এলে তোমায় ওখানেনিয়েযাব।'

: 'আমায় নিয়ে অত পেরেশান হওয়ার দরকার নেই। আমার মাটিতে শুয়ে অভ্যাস আছে। বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য কেবল ছাদের প্রয়োজন।'

ঃ 'কিন্তু আমার নাক ডাকার শব্দ শুনলে তোমার মনে হবে ছাদ ভেংগে পড়ছে। আনতুনি বলত, আমার নাক থেকে একসঙ্গে পাঁচটা শব্দ বের হয়।'

ঃ 'ওরা এখানে নেই?'

ঃ 'না। গেল হপ্তায় ওদের ইস্কান্দারিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছি। দামেশকের দিকে ইরানীদের অগ্রাভিযান থেমে গেলে ওরা ফিরে আসবে। না হয় আমায়ও এখান থেকে পালাতে হবে।'

ঃ 'আমি-পথে শুনেছি ইরানীদের অগ্রাভিযানের কারনে জেরুজালেম এবং সিরিয়ার অন্যান্য শহরের লোকেরা ভয়ে ইস্কান্দারিয়া এবং কন্তুনতুনিয়ার পথ ধরেছে। হয়ত এর সবই গুজব।'

ঃ 'না গুজব নয়। ইরানীরা ইন্তাকিয়া দখল করার পর রোমান আমীর ওমরারা সিরিয়ার বিভিন্ন শহর থেকে ছেলে মেয়েদের সরিয়ে নিচ্ছিল। ইরানীরা আরো এগিয়ে এলে অবস্থাসম্পন্ন লোকেরাও পালাতে শুরু করেছে। এখন তো সাধারন মানুষও ইস্কান্দারিয়া এবং মিসরের অপরাপর শহরের দিকে পালাচ্ছে।'

ঃ 'আপনি যে মেহমানের অপেক্ষা করছেন কে –সে?'

ঃ 'আমি শুধু জানি ওরা দু'জন সম্মানিত মহিলা। তাঁদের দামেশকে পৌছাতে আমায় সাহায্য করতে হবে। তুমি তো পাতইউসকে জান। গেল ফির তোমার সাথে পরিচয় হয়েছিল। তিনি আমায় সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, রাতে ওরা এখানে থাকবে। তাদের দামেশক পৌছানোর ব্যবস্থাও আমায় করতে হবে। কেউ তাদের পিছু নিলে আমায় সংবাদ দেয়া হবে। তখন কয়েকদিন লুকিয়ে রাখতে হবে ওদের। এরা কে এ ব্যাপারে আমিও তোমার মত অজ্ঞ। কিন্তু পাতইউস আমার এমন এক বন্ধু যার জন্য আমি যে কোন ঝুকি নিতে প্রস্তুত। এখন আরো কিছুক্ষন তাদের জন্য অপেক্ষা করব। চাকর তোমার কাপড় এবং খাবার নিয়ে আসছে। আমার পোশাক তোমার শরীরে বেমানান হলেও তোমার ভেজা কাপড় বদলানো দরকার।'

ফ্রেমস কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। খাওয়া শেষ করে ভেজা জামা আগুনের উপর মেলে ধরল আসেম। ফ্রেমস আবার কক্ষে ঢুকল। আসেমের পাশের চেয়ারে বসতে বসতে বললঃ 'রাতের এক প্রহর শেষ। অথচ বৃষ্টি থামার নামগন্ধও নেই। এই বাদলা রাতে জেরুজালেম থেকে দুজন মহিলা এখানে পৌছতে পারবেন বলে মনে হয়না। তোমার ঘুম না এসে থাকলে এসো বসে বসে গল্প করি।'

ঃ 'আপনার সাথে কথা বললে আমার ঘুম ও আসবেনা ক্লান্তিও লাগবেনা।'

ঃ 'আমার কি সৌভাগ্য তুমি আবার এসেছ। আজ আমার মনে হয়েছিল আমার স্ত্রী আর মেয়েকে একা পাঠিয়ে ভুল করেছি। আমারও তাদের সাথে থাকা দরকার ছিল। কিন্তু এখন ভাবছি, আমার না যাওয়ার মধ্যে কুদরতের কোন রহস্য ছিল। আমার বন্ধু এসে ফটক থেকে ফিরে যাবে খোদা হয়ত তা চাননি। কিন্তু তুমি একা কেন? এখন বড় বড় কাফেলাও সিরিয়ায় পথ ধরতে ভয় পায়। তোমাকে খুব দুর্বল মনে হচ্ছে। চেহারা বলছে অনেক কাঁটা মাড়িয়ে এদ্দুর এসেছ। গেলবার তরবারী ছিল তোমার কাছে সবচে গুরুত্বপূর্ণ। অথচ তুমি এখন তরবারীশূন্য আসেম, আমি তোমার সব কথা, সব কাহিনী শুনতে চাই। তুমি যেন নিশ্চিন্তে খেতে পার

এজন্য কিছুক্ষনের জন্য বেরিয়ে গিয়েছিলাম। আসেম, আমি তোমার বন্ধু । বন্ধু হিসেবেই প্রশ্ন করছি, তুমি বাড়ী ছেড়েছ ? কোথায় যাবে? আর আমি তোমার কি সাহায্য করতে পারি?'

কতক্ষন মাথা নুইয়ে চিন্তা করল আসেম। এরপর ফ্রেমসের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'দেশের মাটি আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যের আঁধার আমায় ধাওয়া করছে। আমি পালাচ্ছি। আরব সীমান্তের বাইরে আমার কোন মঞ্জিল ছিলনা। এখনো এ কামরার বাইরে সরা দুনিয়া আমার জন্য অন্ধকারময়।'

ঃ 'যুদ্ধে কি তোমার শত্রুরাই বিজয়ী হয়েছে?'

ঃ 'আমি যে দেশ ছেড়েছি সেখানে আমার কোন দোস্ত অথবা দুশমন নেই। আমি প্রেম আর প্রতিশোধের আবেগ হারিয়ে ফেলেছি-এই আমার অপরাধ। আপনার কাছে এসেছি, কারন, আবেগ বঞ্চিত হওয়ার পরও আমি বাঁচতে চাই।'

ঃ 'সব ঘটনা খুলে বলতো।'

দেশ ছেড়ে আসার পর ফ্রেমসই প্রথম ব্যক্তি যে তাকে হৃদয়ভার হালকা করার দাওয়াত দিচ্ছিল। ও সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাইল ফ্রেমসের দিকে। শুরু থেকে সব কথাই বলল ও। সামিরা এবং আদীর ছেলেদের মৃত্যুর প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে চোখ ফেটে অশ্রু বেরিয়ে এল। কথা শেষ করল আসেম। তার কাঁধে স্নেহের হাত বুলিয়ে ফ্রেমস ধরা আওয়াজে বললঃ 'আসেম, দুঃখের ভুবনে তুমি একা নও। সমগ্র মানবতা আজ হতাশার আঁধার থেকে ছুটে পালাতে চাইছে। আমার দশ বছর বয়সে ইস্কান্দারিয়ার পাদ্রীরা আমার পিতাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। তাঁর অপরাধ, তিনি বৈরাগ্যবাদের সমালোচনা করেছিলেন। তার দুবছর পর রোম সম্রাট বেকিলনের চৌরাস্তায় আমার ভাইকে বিদ্রোহের অপবাদ দিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। এরপর দীর্ঘ আট বছর আমি কখনো মিসর কখনো সিরিয়া এবং আরমেনিয়ায় ছুটে বেরিয়েছি। আমার বুকে জ্বলছিল ঘৃণা আর প্রতিশোধের আগুন। কিন্তু বেঁচে থাকার ইচ্ছা আমার ভেতর প্রবল হয়ে উঠল। অনুভব করলাম, আমি অসহায়। আমি সমাজ পরিবর্তন করতে পারবনা। গীর্জা এবং সরকারের আনুগত্য করেই আমি বাঁচতে পারি। এরপর ইস্কান্দারিয়ার এক সরাইখানায় চাকরী নিলাম। মালিক ছিলেন শরীফ এবং ভদ্র। দু'বছর পর পেলাম শ্রম এবং বিশ্বস্ততার প্রতিদান। তিনি আমায় ব্যবসার অংশীদার করলেন। সে বছরেই এক খানদানী ঘরের মেয়েকে বিয়ে করলাম। এক বছর পর সরাইখানার মালিক ইন্তেকাল করলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তার সম্পত্তির মালিক হল তার ভাই। আমি আলাদা ব্যবসা শুরু করলাম। আমার পুঁজির অভাব ছিল। কিন্তু স্ত্রীর বড় ভায়ের সহযোগিতায় অল্প ক'দিনের মধ্যে আমার যথেষ্ট উন্নতি হল। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে একদিন আমায় জেরুজালেম আসতে হল। মরুভূমির তেজী দুপুর। আমাদের কাফেলা বিশ্রামের জন্য এক জায়গায় থামল। আশপাশে অনেক ঘরবাড়ী জনশূন্য। রাস্তার ওপারে ছিল নামে মাত্র একটা দোকান। দোকানদারের সাথে আলাপ করে জানলাম, এ বাড়ীতে একটা সরাইখানা ছিল। কয়েক বছর পূর্বে ডাকাত এর মালিক এবং তার ছেলেকে হত্যা করেছে। তখন থেকে এ বাড়ী খালি পড়ে আছে। তার বর্তমান ওয়ারিস জেরুজালেমের বড় ব্যবসায়ী। আমি দোকানদারের কাছে তার ঠিকানা জেনে নিলাম।

পরদিন দেখা করলাম মালিকের সাথে । আমার ধারনার চেয়ে কমদামে বাড়ীটা কিনে নিলাম। বাড়ীটার তখন পড়ো পড়ো অবস্থা। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল, এখানে পয়সা খরচ করলে বিফলে যাবেনা। এ কক্ষটা তৈরী করেছিলাম উঁচু পর্যায়ের লোকদের জন্য। বছর খানেকের মধ্যে আর ইস্কান্দারিয়া যেতে পারিনি। ব্যবসায় এতটা উন্নতি হল যে পাশের দোকানদার দোকান ছেড়ে আমার এখানে চাকরি শুরু করল। এত কিছুর পরও আমি দুশ্চিন্তা মুক্ত হইনি। আমি জানতাম, এখানেও গীর্জার কোন পাদ্রীর রোষে পড়তে পারি যে কোন সময়। আমার ভাই ও পিতার অপরাধে আমায় পাকড়াও করা হতে পারে। সুতরাং আয়ের এক বড় অংশ তাদের পেছনে ব্যয় করতে লাগলাম। ওরা এ পথে এলে কয়েকদিন এখানে রাখার চেষ্টা করি। অন্য সময় উপঢৌকন নিয়ে নিজেই চলে যাই। একবার জেরুজালেমের বিশপ পানি পান করার জন্য এখানে থেমেছিলেন । তাকে রূপোর পাত্রে খাইয়ে যাবার সময় ওগুলি উপহার হিসেবে দিয়ে দিয়েছি। পরের বার তিনি এলে আমি বললাম, আমার বাড়ী বেবিলন। বাপ ভায়ের ভুলের কারনে আমিও ওখানে যেতে পারছিনা। তার দয়া হল। তিনি বেবিলনের বিশপের নামে একটা চিঠি লিখলেন। যার বিষয়বস্তু ছিল, কোন মিসরীয় রোম সালতানাতের এত অনুগত হতে পারে, ফ্রেমসের পূর্বে আমি তা দেখিনি। বেবিলনে এমন লোকের প্রয়োজন আছে। এর পর আমি দেশে গিয়ে বিশপকে চিঠির সাথে একটা সোনার পেয়ালাও উপহার দিলাম। এতে আমার অতীতের সব অপরাধ মুছে গেল। পিতার যে সব স্থাবর সম্পত্তি সরকার বাজেয়াফত করেছিলেন তা আমার ফিরিয়ে দেয়া হল। পাতইউসকে আমি এমন শরাব পান করিয়ে ছিলাম যাতে সে আমার বন্ধুই হয়ে গেল।

বন্ধু মনে করে তুমি আমার কাছে এসেছ। কথা গুলো বললাম যেন আমার ব্যাপারে তোমার বাস্তব ধারণা হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় আমি সুখী । কিন্তু এ সুখের পথ খুঁজতে গিয়ে আমার বিবেক মরে গেছে। আমার এ দেহটাই বেঁচে আছে। আত্মা ঘুরে মরছে গাঢ় অন্ধকারে। প্রতিনিয়ত আমি পশুত্ব, বর্বরতা আর মুর্খতার বিরুদ্ধে আমার বিবেকের চিৎকার শুনছি। কিন্তু জালিমকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঠোঁটে ধরে রাখছি মুচকি হাসি। আমি যখন মরতে চাইছিলাম তখন আমার আত্মা বেঁচেছিল। ভাল মন্দের ব্যাপারে আবেগ প্রকাশ করতে পারতাম। কিন্তু যখনই বেঁচে থাকার ইচ্ছে প্রবল হল, সত্যিকার মানুষ থেকে দুরে সরে পড়েছি। রোমানদের গোলামী এক অভিশাপ। কিন্তু হামেশা প্রতিটি রোমানকে বুঝাতে হয় যে, তোমরাই মানবতার বন্ধু। গীর্জার যেসব খোদারা খানকা গুলোকে জীবন্ত মানুষের কবরস্থানে পরিণত করেছে আমি তাদের ঘৃণা করি। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস আমার নেই। আমি ছিলাম দুর্বল। এ জন্যই এপথ গ্রহন করেছিলাম। কিন্তু তোমার অবস্থা আমারচে ভিন্ন। ঝড়ের গতি রুদ্ধ করে দেয়ার জন্য তোমার জন্ম হয়েছে। এ নিস্তরঙ্গ নীরব জীবন বেশী দিন তোমার ভাল লাগবেনা। সে বার দৈত্যের মত সিরীয়টার উপর যখন তুমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে, বার বার আমার মনে হয়েছিল এমন বীরোচিত জীবনের কয়েকটা মুহূর্ত যদি আমি পেতাম। তার মানে আমি রক্ত পিপাসুদের ভালবাসি তা নয়। আমি একে ঘৃণা করি। নিপীড়িতের পক্ষে তরবারী তুলতে না পারার মত অপমান আর কিছুই নেই। আমি কয়েক বারই এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। আজ এমন

যুবককে দেখছি, যে বিবেকের আহবানে সাড়া দিয়ে শত্রুর পক্ষে অস্ত্র ধারন করেছে। এখন নিজের দুর্বলতার জন্য লজ্জা হচ্ছে। আসেম, তুমি হয়ত কোন কঠিন আঘাত পেয়েছ। কিন্তু তুমি দুর্বল বা অসহায় নও। ভুল তুমি করনি। করনি কোন অপরাধ অথবা পাপ। শুধু নিজের জন্য খুঁজছিলে এক নতুন পথ। এতে তোমার পা ক্ষত বিক্ষত হয়ে থাকলে তার অর্থ এ নয় যে, সে পথ ভুল ছিল। এক দৃঢ়চেতা যুবক আমার কাছে এসেছে। এ যে আমার গর্ব। ধ্বংসের পথে চলার জন্য তোমার সৃষ্টি হয়নি আসেম। তুমি সাধারণ মানুষের চে ভিন্ন।

এবার ঘুমিয়ে পড়। তোমার ক্লান্তি দূর হয়ে গেলে নিশ্চিন্তে কথা বলব। তোমার প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে হয়ত তোমার জন্য কোন কাজও খুঁজে পাব।' আসেমের কাঁধ চাপড়ে উঠে দাঁড়াল ফ্রেমস। এর পর আলতো পায়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

আসেম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ফ্রেমস এবং তার চাকর কক্ষে প্রবেশ করল। সাথে এক তরুনী এবং একজন মহিলা। চাকরের হাতে কাপড় চোপর বোঝাই ব্যাগ। ভেজা। মহিলাদের গা থেকেও পানি ঝরছিল। ব্যাগটা কামরার এক কোণে রেখে ও ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালাতে লাগল।' ফ্রেমস রোমান ভাষায় বললঃ 'পাতইউসের দেয়া সংবাদ আমি দুপুরেই পেয়েছিলাম। কিন্তু এ বাদলা দিনে আপনারা জেরুজালেম থেকে বের হবেন ভাবিনি। আমি এখনি কামরা খালি করে দিচ্ছি।'

মহিলাকে তার আচরণ ও পোশাকে বেশ উচুঁ বংশীয়া মনে হচ্ছিল। তিনি বললেনঃ 'নির্ভরযোগ্য লোক ছাড়া আর কেউ যেন আমাদের আগমন সংবাদ জানতে না পারে। এ কে?'

ঃ 'ও এক বিপন্ন যুবক। আমার পরিচিত। আপনারা ওর উপর নির্ভর করতে পারেন।'

ফ্রেমস আসেমকে জাগানোর চেষ্টা করল। কিন্তু নিমিলীত চোখে কতক্ষন বিড়বিড় করে পাশ ফিরল আসেম। মহিলা বললেনঃ 'থাক, ওকে জাগানোর দরকার নেই। আমরা কিছুক্ষনের মধ্যেই এখান থেকে বেরিয়ে যাব। বৃষ্টি থামলেই হয়। দামেশক না পৌঁছা পর্যন্ত শান্তি পাবনা।'

ঃ 'আপনারা একাই দামেশক যাচ্ছেন?' ফ্রেমসের উৎকন্ঠা জড়ানো প্রশ্ন।

ঃ 'আপনি কোন বিশ্বস্ত লোক দিতে পারলে ভালই হয়। তা না হলে আমাদেরকে একাই যেতে হবে। চাকরটা আমাদের সাথে আসতে পারেনি।'

ঃ 'আপনাদের কেমন যেন চঞ্চল মনে হচ্ছে। মনে হয় কোন বিপদে পড়েছেন।'

ঃ 'পাতইউস তোমায় কিছু বলেনি?'

ঃ 'তিনি আমায় শুধু বলেছেন, রাতে জেরুজালেম থেকে দুজন মহিলা তোমার কাছে আসবে। ওদের যথাসম্ভব সাহায্য করবে। পাতইউসের মামুলী ইঙ্গিতকেও আমি নির্দেশ মনে করি। আমার উপর আস্থা রাখতে পারেন। ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, এমন রাতে তিনি কিভাবে আপনাদের একা একা পাঠাতে পারলেন।'

ঃ 'আমাদের সাথে তিনি দুজন সিপাই পাঠিয়ে ছিলেন। ওরা সরাইখানার দরজা থেকে ফিরে গেছে। ওদেরকে আমাদের সাথে কেউ দেখে ফেলুক তা ওরা চায়নি। ভোরেই হয়ত জেরুজালেমে আমাদের খোঁজাখুজি শুরু হয়ে যাবে। ওরা আমাদের এক চাকরকে হত্যা করেছে। আরেক জনকে করেছে বন্দী। আমি এবং আমার মেয়ে ইরানীদের গোয়েন্দা, ওরা আমি

মুখ দিয়ে এমন স্বীকারোক্তি নিতে চাইছে। জেরুজালেমের গভর্নর আমাদের উপর হাত তোলার সাহস পায়নি। ক'জন পাদ্রীর মাধ্যমে সাধারন মানুষকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। আমার আশংকা ছিল, দামেশক দখল করে ইরানী লশকর যদি জেরুজালেমের দিকে এগিয়ে আসে, তবে এরা আমাদের হত্যা করবে। গভর্নরের চেষ্টা ছিল আমরা যেন পালাতে না পারি।'

: 'গভর্নরের সাথে আপনার শত্রুতা কি নিয়ে?'

: 'ও আমার পিতার অধীনে সাধারণ অফিসার ছিল। আমি যে ওর গালে চড় মেরেছিলাম সেকথা সে ভুলে যায়নি।'

: 'জেরুজালেমের গভর্নরকে আমি ভালই চিনি। আমার ভয় হচ্ছে, আপনার জন্য দামেশকও খুব নিরাপদ হবেনা। গোয়েন্দাগিরীর অপবাদ অত্যন্ত বিপজ্জনক।'

মহিলা বিরক্তির সাথে বললেনঃ 'না, তুমি আমার পিতাকে জাননা। কোন প্রকারে একবার দামেশক পৌছতে পারলে গভর্নরের প্রাণ বাঁচানোই মুশকিল হয়ে পড়বে।'

: 'কিন্তু ইরানীদের অগ্রাভিযানের ফলে দামেশকের পরিস্থিতি খারাপ হয়ে গেছে। তারা দামেশক কব্জা করলে আপনারা কি করবেন। এর চে' দামেশক না গিয়ে ইস্কান্দারিয়া গেলে ভাল হয়না?'

: 'আমার পিতা দামেশকে আছেন। যেকোন ভাবে হোক ওখানে আমায় পৌছতেই হবে।'

ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালানোর পর তরুনী আগুনের উপর হাত প্রসারিত করে দাঁড়ালঃ 'মাফ করবেন। এতোক্ষন খেয়ালই ছিলনা। আগে কাপড় পাল্টে নিন। আমি আপনাদের চাদর দিতে পারি। আপনাদের জন্য খাবারও প্রস্তুত।'

: 'আমরা খেয়ে এসেছি।'

কামরার এক পাশে চলে গেল যুবতী। ব্যাগ খুলে ভেজা কাপড়গুলো উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল। চাকরকে ফ্রেমস বললঃ 'আগুনের উপর ধরে কাপড়গুলো শুকিয়ে নিয়ে এসো।' মহিলার দিকে ফিরে বললঃ 'ওকে জাগিয়ে নীচে নিয়ে যাই। ও থাকলে আপনাদের অসুবিধা হবে।'

: 'না, থাক। ওকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? বরং আমাদের সাথে দেয়ার জন্য আপনি একজন বিশ্বাস্ত লোক দেখুন। ভোর পর্যন্ত বৃষ্টি না কমলেও আমাদেরকে চলে যেতে হবে। গভর্নর টের পেলে এখানেও ছুটে আসবে।'

: 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। বাইরে আমার লোক রয়েছে। কাউকে এদিকে আসতে দেখলেই আমায় সংবাদ দেবে। তখন আপনাদের এমন গোপন কক্ষে লুকিয়ে রাখব, যার খবর আমার সব চাকরও জানেনা। আপনাদের জন্য হয়ত একজন সংগীরও ব্যবস্থা করতে পারব।'

: 'সে কি আপনার চাকর?'

: 'না, সে আমার মেহমান।'

: 'কোথায় সে?'

হেমেস বিছানার দিকে ইঙ্গিত করে বললঃ 'ও যদি দামেশকে যেতে রাজী হয় তবে আপনারা এরচে' ভাল আর কোন সংগী পাবেন না।'

ঃ 'ও কি জেরুজালেমের অধিবাসী?'

ঃ 'না, ও এক আরব।'

ঃ 'আরব!' চমকে প্রশ্ন করল তরুনী। 'আপনি এক আরবকে বিশ্বাস করেন?'

ঃ 'হ্যাঁ। যে সৎ উদ্দেশ্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে তাকে বিশ্বাস করতে আমি বাধ্য।'

মেয়েটির মা বললেনঃ 'কোন আরব কি সৎ উদ্দেশ্যে ত্যাগ স্বীকার করতে পারে?'

ঃ 'হ্যাঁ। কুদরত কোন জাতির জন্য কল্যানের সব পথ রুদ্ধ করেন না।'

ঃ 'কোন আরব ভাল কাজ করতে পারে আমি এই প্রথম শোনলাম।' তরুনীর কণ্ঠে বিস্ময়।

ঃ 'আপনাদের শান্তনার জন্য শুধু এদ্দুর বলব, এ সফরে যদি আমার মেয়েকে পাঠাতে হতো তবুয়ো এর উপরই নির্ভর করতাম। আমরা ওর বিশ্রামে ব্যঘাত সৃষ্টি করিনি এর মধ্যেও হয়ত কোন কল্যান ছিল। ও অনেকদিন পর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে। এবার আমায় অনুমতি দিন। বৃষ্টি কমে এলেই আপনাদের সফরের ব্যবস্থা করব।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল হেমেস।

স্বপ্ন দেখছিল আসেম। কতক্ষন বিড়বিড় করে পাশ ফিরল ও। হঠাৎ আগুনের পাশে বসা মেয়েটি ঘুরে তার দিকে তাকাতে লাগল। মেয়েটির পাশের চেয়ারে হেলান দিয়ে নিঃস্বাড় পড়েছিলেন তার মা। যুবতী কক্ষে ঢোকার পর এই প্রথম আসেমের দিকে গভীর চোখে তাকিয়েছিল। আরবরা মূর্খ, পশু এ যুবককে দেখার পর ওর এতদিনের লালিত এ ধারনা যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। ওর কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছিলনা, একই কক্ষে এক অসহায় দম্পতি আর এক আরব। তার নিজের বংশ গৌরবের উপর প্রাধান্য লাভ করেছিল অসহায়ত্বের অনুভূতি। মায়ের দিকে তাকাল ও। মনে হল এক অব্যক্ত যাতনায় পিষ্ট হচ্ছেন তিনি।

হঠাৎ আবার বিড়বিড় করতে করতে বিছানায় হাত পা ছুঁড়তে শুরু করল আসেম। লেপ সরে গেল এক দিকে। যুবতী চঞ্চল হয়ে উঠল। তার মনে হল ও ঘুমের মধ্যে কারো সাথে লড়াই করছে। ঘেমে নেয়ে উঠল আসেম। আবার নীরব হয়ে গেল খানিক পর। চুপচাপ পড়ে রইল কিছুক্ষন। হঠাৎ চোখ খুলতেই ওর দৃষ্টিরা ঝাপিয়ে পড়ল এক অপরিচিত চেহারার উপর। ভয় পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল মেয়েটি। ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে ছিল তার সোনালী চুল। চাদরের ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল শ্বেত পাথরের মত মসৃন, নিটোল বাহু। আশ্চর্য হয়ে আসেম দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। তাকিয়ে রইল ছাদের দিকে। আচম্বিত উঠে বসতে বসতে বললঃ 'আমি কোথায়?'

মেয়েটা আবার তাকাল আসেমের দিকে। ওর আকাশের মত সুনীল দু'চোখে সুমুদ্রের গভীরতা। ওখানে খেলা করছে প্রভাত রশ্মি।

ঃ 'তুমি--তুমি --কে?' আসেমের সংকোচ জড়ানো প্রশ্ন।

মেয়েটি এদিক ওদিক মাথা নেড়ে গ্রীক ভাষায় বললঃ 'আমি আপনার ভাষা বুঝিনা।'

দ্রুত খাট থেকে নেমে পড়ল আসেম। এক পাশে দাঁড়িয়ে গ্রীক ভাষায় বললঃ 'মাফ করুন। সরাইখানার মালিক সম্ভবত আপনাদের অপেক্ষায় ছিলেন। আমায় এ শর্তে রুম দেয়া হয়েছিল যে, মেহমান এলেই কামরা খালি করে দিতে হবে। আমায় জাগিয়ে দেয়ার দরকার ছিল। এখানে শুয়ে থাকার কোন অধিকার আমার ছিলনা।'

ঃ 'তুমি ঘুমুচ্ছিলে। আমরা ভেবেছি দেরী করবনা। এজন্য তোমায় কষ্ট দেইনি।'

মেয়েটি তার মাকে ঝাকুনি দিতে লাগল। মহিলা চমকে এদিক ওদিক তাকিয়ে আসেমের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'কি, তোমার ঘুম পুরো হল?'

ঃ 'জ্বী, কিন্তু আমার জন্য আপনাদের অনেক কষ্ট হয়েছে।'

ঃ 'এখানে আমাদের দেরী করার ইচ্ছে ছিলনা। নয়তো তোমায় জাগিয়ে দিতাম। বৃষ্টি না থাকলে তো এখানে বসতামই না। তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বসো।'

আসেম একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। মহিলা নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। অবশেষে বললেনঃ 'সরাইখানার মালিক তোমার খুব প্রশংসা করেছেন। তুমি আমাদের সাথে দামেশক পর্যন্ত যাবে? আমরা শুধু বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় আছি। সকাল পর্যন্ত বৃষ্টি না থামলেও আমাদের রওয়ানা করতে হবে। আমরা এখন জীবন মৃত্যুর মুখোমুখী। সরাইখানার মালিক বলেছেন, তুমি এক বাহাদুর নওজোয়ান। তোমার আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততা নির্ভরযোগ্য। আমাদের তোমার সাহায্য প্রয়োজন। আমাদের সাথে দামেশক পর্যন্ত গেলে এর পূর্ণ প্রতিদান পাবে।' সাহায্য প্রত্যাশী চারটি চোখ আবদারের দৃষ্টি নিয়ে আসেমের দিকে তাকিয়ে রইল। চাহনি দেখেই আসেম বুঝতে পারছিল এরা বিপন্ন। খানিকটা ভেবে নিয়ে ও বললঃ 'যদি সরাইখানার মালিক তাই চায় তবে আমি অবশ্যই আপনাদের সাথে যাব। কোন প্রতিদান আমি চাইনা। কিন্তু শুনেছি ইরানীদের অগ্রাভিযানের ফলে দামেশক জনশূন্য হয়ে যাচ্ছে, এ পরিস্থিতিতে ওখানে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে নাতো?'

ঃ 'ইরানীদের দিক থেকে আমাদের কোন ভয় নেই। দামেশক জনশূন্য হয়ে গেলেও আমরা যাব। আমরাতো এতটা অসমর্থ নই যে তোমার খিদমতের প্রতিদানও দিতে পারবনা। বিশেষ কারণে জেরুজালেম থেকে আমাদেরকে শূন্য হাতে বেরোতে হয়েছে। চাকর বাকরও সাথে আনতে পারিনি। তবু তোমাকে দেয়ার মত এখনো আমার কাছে অনেক কিছুই আছে।'

কড় কড়াৎ করে বাজ পড়ল কোথায় যেন। সাথে সাথে তীব্র হয়ে এল বৃষ্টির শব্দ। মহিলা চঞ্চল হয়ে বললেনঃ 'ভোর হল প্রায়। খোদা মালুম এ ঝড় কখন থামবে। এখনকার প্রতিটি মূহুর্ত আমাদের কাছে মূল্যবান। ভোর হলেই যে ওরা আমাদের পিছু নেবে তাতে সন্দেহ নেই।'

ঃ 'কারা আপনাদের পিছু নিয়েছে?'

মহিলা হঠাৎ নিজকে সামলে নিয়ে বললেনঃ 'তোমার পেরেশানীর কারণ নেই। আমরা কোন অপরাধ করিনি। শুধু একটা ঝুট ঝামেলা থেকে বাঁচতে চাইছি। ওরা যেন আমদের পিছু না নিতে

পারে এজন্য জেরুজালেমের একজন বড় অফিসার তদবীর করছেন। তবুয়ো এখানে আমাদের সময় নষ্ট করা ঠিক হবেনা।'

ঃ 'আমার মনে হয় বৃষ্টি কমে আসছে।' আসেম কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। খানিক পর ফিরে এসে বললঃ 'পশ্চিম আকাশ পরিস্কার হয়ে আসছে। এ ছিটেফোটা মেঘ বেশীক্ষন থাকবেনা। আপনাদের ঘোড়া আছে?'

ঃ'হ্যাঁ।'

ঃ 'তাহলে বৃষ্টির মধ্যেও এগিয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল। আমি মালিককে জাগিয়ে দিচ্ছি।'

ফ্রেমস হঠাৎ কক্ষে প্রবেশ করে বললঃ 'তুমি ভেবেছ আমি ঘুমিয়ে আছি, না! ঘোড়া প্রস্তুত। আমি কেবল বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করছিলাম। তোমর কাছে একটা আবদার নিয়ে এসেছি। এরা দামেশক যাচ্ছেন। প্রয়োজন একজন বিশ্বস্ত সংগীর। তোমাকে ছাড়া এর উপযুক্ত আর কাউকে দেখছিনা।' মহিলা বললেনঃ 'ওকে অনুরোধ করার দরকার নেই। ও আমাদের সাথে যাচ্ছে।'

রুমে ঢুকল ফ্রেমসের চাকর। হাতের কাপড় বিছানার উপর রাখতে রাখতে বললঃ 'এই নিন। এগুলি ভাল ভাবে শুকিয়ে এনেছি।' ফ্রেমস মহিলাকে বললঃ 'তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন। আমরা নীচে অপেক্ষা করব।'

খুটিতে ঝুলানো আংটা থেকে কাপড় নিতে গেল আসেম। ফ্রেমস চাকরকে বললঃ 'এ কাপড়গুলি নিয়ে ওর ঘোড়ার পিঠের থলিতে রেখে এসো। এরপর মহিলাদের নিয়ে এসো নীচে। আসেম, সফরের জন্য তোমার এ পোশাক উপযুক্ত নয়। আমর সাথে এসো। তোমার জন্য অন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করেছি।'

ফ্রেমসের সাথে হাঁটা দিল আসেম। একটু পর ফ্রেমসের থাকার ঘরের ছোট্ট এক কামরায় প্রবেশ করল ওরা। সিন্দুক খুলে রোমান অফিসারের উর্দি বের করল ফ্রেমস। আসেমের দিকে এগিয়ে ধরে বললঃ 'তুমি রোমান অফিসার হিসেবে দামেশকে যাচ্ছ। আরবী পোশাকের চে এ পোশাকে ওদের ভাল হেফাজত করতে পারবে। এটি আমার এক বন্ধুর দেয়া শেষ চিহ্ন। সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে ও জেরুজালেমের এক গীর্জায় আশ্রয় নিয়েছিল। যাবার সময় এ উর্দি ছেড়ে গিয়েছিল এখানে। দু'বছর কাটিয়েছে পাদ্রী হিসেবে। পালিয়েছে ওখান থেকেও। এরপর তার আর কোন সংবাদ পাইনি। ও ছিল ঠিক তোমার সমান লম্বা। এ উর্দি তোমার গায় ঠিক ঠিক লাগবে। নাও, তাড়াতাড়ি কর।'

ঃ 'কিন্তু আমি তো রোমান ভাষা জানিনা। কটা শব্দ মাত্র বলতে পারি। মনে হয় আমার গায়ের রঙও ওদের ধোকা দিতে পারবেনা।'

ঃ 'তুমি অনেক ফর্সা। রোম আর গ্রীকের যে সব লোকজন দীর্ঘ দিন থেকে এ এলাকায় বাস করছে তারা এখানকার ভাষা শিখে ফেলেছে। তুমি গ্রীক ভাষা সুন্দর করে বলতে পার। কোথাও রোমান ভাষায় কথা বলার দরকার হলে কোন এক ছুতায় এ মহিলাদের এগিয়ে

দেবে। ওদের সতর্ক এবং বুদ্ধিমতি বলে মনে হয়। রাস্তায় যাদের দেখা পাবে ওরা এ পোশাক দেখলেই ভড়কে যাবে। পানি চাইলে পাবে দুধ। কোন বিপদ এলে এদের ধাওয়াকারীদের পক্ষ থেকেই আসতে পারে। এ জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে যাবে। এরা দামেশকের এক প্রভাবশালী লোকের সন্তান।। আমার বিশ্বাস, ধাওয়াকারীরা কয়েক মাইলের বেশী এগোতে সাহস করবেনা। এ উর্দির বদৌলতে প্রয়োজন মত তাজাদম ঘোড়াও পাবে।'

উর্দি পরে নিল আসেম। ফ্রেমস সিন্দুক থেকে তরবারী বের করে বললঃ 'খোদার কসম। এবার কায়সারের দরবারে গেলেও কেউ তোমায় সন্দেহ করবেনা।'

ঃ 'এ তরবারী আমার প্রয়োজন নেই। প্রতিজ্ঞা করেছি, জীবনে আর কোন দিন তলোয়ার ধরব না। আমার প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করতে চাই।'

ঃ 'আসেম। তুমি বীর যুবক। পথে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে যে, না পালিয়ে তুমি লড়াই করতে চাইবে। আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস, এ অসহায় মহিলারা আক্রান্ত হলে তুমি এদের বুকফাটা চিৎকার বরদাশত করতে পারবেনা। এদের ধরার জন্য জেরুজালেমের গভর্নর নিশ্চয়ই এক প্লাটুন সৈন্য পাঠাবেনা। দু'চার ব্যক্তির মোকাবিলা করার জন্য তোমার তরবারীর প্রয়োজন হবে। যদি জানতাম বিপদের সময় এ মহিলাদের দিকে না তাকিয়ে শুধু নিজের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করবে তাহলে তোমায় তরবারী নিতে বলতামনা।'

নিরুত্তর রইল আসেম। ফ্রেমস তার কোমরে তরবারী বাঁধতে বাঁধতে বললঃ 'তুমি যখন তোমার অতীত কাহিনী বলছিলে, আমি তখন ভাবছিলাম দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারনে আমায় হয়ত এখান থেকে চলে যেতে হবে। আমি যাবার সময় তোমায় ইস্কান্দারিয়া নিয়ে যাব। এরপর ওখান থেকে চলে যাব বেবিলন। কিন্তু কুদরত তোমায় দিয়ে এ খেদমত নিতে চাইছিলেন। তবুও তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। তোমার আসার পূর্বেই যদি পরিস্থিতি আমায় যেতে বাধ্য করে তবে প্রথমে ইস্কান্দারিয়া এবং পরে বেবিলনে তোমার অপেক্ষা করব।'

আসেম সিন্দুক থেকে তীর তুনীর বের করতে করতে বললঃ 'প্রতিজ্ঞাই যখন ভাঙলাম সশস্ত্র হতে আপত্তি কি?'

ওরা যখন কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল বৃষ্টি থেমে গেছে। ফিকে হয়ে এসেছে পুব আকাশ ।

খানিক পর। ফটকে দাঁড়িয়ে ফ্রেমস। দূর থেকে ভেসে আসছিল মেহমানদের ঘোড়ার ক্ষুরের খটাখট শব্দ।

সূর্য উঠেছে আরো আগে। তীব্র গতিতে কয়েক মাইল এগিয়ে গেল আসেম এবং তার সংগীনি দু'জন। অসম্ভব ক্লান্তিতে ঘোড়াগুলো হাফাচ্ছিল। লাগাম টেনে ধরল আসেম। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল পেছনে। মেয়েটার মা তার পাশে এসে বললঃ 'ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে গেছে। একটু বিশ্রাম করা প্রয়োজন।'

ঃ 'কিন্তু দুপুরের আগেই আমাদের আরো অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া উচিত।'

মেয়েটা বললঃ 'আপনার কি ধারনা যে এপথ দামেশক পর্যন্ত গিয়েছে?' মেয়েটি এই প্রথম আসেমকে আপনি সম্বোধন করছিল আর দিনের ঝলমলে আলোয় দেখছিল এক বলিষ্ঠ যুবককে। মেয়েটির বয়স বড়জোর চৌদ্দ কি পনের হবে। তবুও তার চোখে মুখে ফুটে উঠছিল যৌবনেরদীপ্তি।

ঃ 'হ্যাঁ। এপথে পূর্বে ও আমি সফর করেছি।'

ঃ 'আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। খানিকটা বিশ্রাম করে নিলে হয়না।' মেয়েটির চোখে কাতর [illegible]

ঃ 'না।' আসেমের অনমনীয় কণ্ঠ।' দুপুরের আগে আমরা বিশ্রাম করবো না।'

ঃ 'বেটি!' মহিলা বললেন। 'সাহস সঞ্চয় কর। আমাদের মঞ্জিল এখনো অনেক দূরে।'

সামনে পথের বাঁক। ঘোড়ার ক্ষুরের সাথে রথের চাকার ঘর ঘর শব্দ ভেসে এল ওদের কানে। আসেম তাড়াতাড়ি ঘোড়ার বলগা টেনে ধরল। পথের একদিকে সরে সংগীনিদের বললঃ 'সম্ভবত ওরা সৈনিক। আপনারা ঘোড়া সরিয়ে পথ ছেড়ে দিন। ওরা যেন মনে করে যে আমরাও জেরুজালেম থেকে এসেছি। এরপর হয়ত ওদের মুখোমুখী হতে হবেনা।'

ওরা পথ ছেড়ে দিল। বাঁকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দুটো রথ এবং কজন সশস্ত্র সওয়ার। সামনের রথে একজন রোমান অফিসার। কাছে এসে তিনি হাতের ইঙ্গিতে সালামের জবাব দিয়ে ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষলেন। ওরা একটু দূরে চলে যেতেই আসেম স্বস্থির নিঃশ্বাস ছেড়ে সংগীনিদের বললঃ 'এ উর্দি পরে আমি নিজকে ভৎর্সনা করছিলাম। এরা আমায় কিছু জিজ্ঞেস করলে কি জবাব দিতাম।'

ঃ' এত ভয় পাওয়ার কি আছে?' মেয়েটি বলল, 'ওরা আসছে দামেশক থেকে। ওদেরকে আমার আববার নাম বললেই যথেষ্ঠ ছিল। ওদের যদি বলতাম, তুমি এক আরব। আমাদের জন্যই এ পোশাক পরেছ তবুও কিছু বলতনা। দামেশকের সেনাবাহিনীর দায়িত্বশীল সব অফিসারই আববাকে চেনেন। আমাদের কোন বিপদ এলে তা কেবল জেরুজালেমের গভর্নরের পক্ষ থেকেই আসতে পারে।'

ঃ' গভর্নরের লোকেরা আপনাদের খোঁজে বেরিয়ে থাকলে এদের কাছে সংবাদ পেয়ে যাবে' তাহলে বিশ্রাম করার সময় আমরা পাবনা। এখন চলুন।'

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল আসেম। মা মেয়ে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল পরস্পরের দিকে। এরপর কিছু না বলেই চাবুক কষল ওরাও। ঘন্টাখানেক পর একটি উপত্যকায় প্রবেশ করল ওরা। মাঠ ভরা সবুজের সমারোহ। মাঝখানে একটা ছোট্ট নদী। মাঝে মাঝে ভুট্টা আর গমের লকলকে শীষ। কোথাও কোথাও দাঁড়িয়ে আছে যয়তুন বৃক্ষ।

একটু দূরে গাঁয়ের বস্তি। সড়ক থেকে সরে নদীর তীরে ঘোড়া থামাল আসেম। ঘোড়াকে পানি খাইয়ে সংগীনিদের বললঃ 'গাঁয়ে না গিয়ে এখানেই কিছুটা জিরিয়ে নিলে ভাল হয়। আপনাদের ঘোড়াগুলোকে পানি খাইয়ে নিন। আমি একটা ভাল স্থান খুঁজে নিচ্ছি।'

মেয়েটি ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। ঘোড়ার সাথে বাধাঁ মশক থেকে কয়েক ঢোক পানি পান করে অবসন্ন দেহে বসে পড়ল নদীর পারে। মা ও বসল তার পাশে। আসেম বললঃ 'ঘোড়ার বলগা হাতে রাখুন। হয়তো পানি পান করেই ছুট দেবে।' বিরস মনে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। ঘোড়ার বাগ হাতে তুলে নিতে নিতে বললঃ' আমাদের ঘোড়ার এখন পালানোরও শক্তি নেই।'

ঘোড়া সহ এগিয়ে গেল আসেম। মেয়েটির হাত থেকে বলগা তুলে নিতে নিতে বললঃ ' এ লকলকে শস্যের শীষ ক্ষুধার্ত ঘোড়ার ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে দেবে। সাহস সঞ্চয় করুন। সড়কের পাশে বিশ্রাম করা আমাদের জন্য উচিৎ হবে না।'

ঃ' আবার ঘোড়ায় চড়ার শক্তি আমার নেই।'

ঃ' কয়েক কদম হাঁটাটাই আমাদের জন্য ভাল হবে। আসুন।'

মা উঠতে উঠতে বললঃ 'এসো মা। ও ঠিকই বলছে। সামান্য কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সড়কের পাশে বিশ্রাম করার ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবেনা।'

ঠোঁট ফুলিয়ে তার পেছনে হাঁটা দিল তরুণী। নদীর তীর ধরে চলতে লাগল ওরা। একটা ছোট্ট টিলা পেরিয়ে ওরা থামল। আসেম এদিক ওদিক তাকিয়ে বললঃ 'মনে হয় এ স্থানটা নিরাপদ। কমপক্ষে সড়ক থেকে কেউ দেখবেনা।'

মা মেয়ে বসল মাটিতে। আসেম ঘোড়া তিনটি বেঁধে রাখল একটা গাছের সাথে। এরপর ব্যাগ খুলে ওদের সামনে মেলে ধরে বললঃ 'নিশ্চেন্তে আপনাদের খুব ক্ষুধা পেয়েছে। আমাদের মেজবান ব্যবস্থার কোন ত্রুটি করেননি। এ খাবার গোটা সফরের জন্য যথেষ্ঠ।'

তরুণী বললঃ' আপনার আক্কেল তো মন্দ নয়। আমরা সামনের মঞ্জিলেও কি এই বাসী খাবার খাব নাকি?'

ঃ'হ্যাঁ, যদি টাটকা খাবার পাওয়া না যায়।'

তরুণী আরো কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু ক্ষুধার মুখে কথা ফুটলনা। গোশত এবং রুটির কয়েক টুকরো মুখে পুরে ক ঢোক পানি পান করল ও। একটু স্বাভাবিক হয়ে আবার ও মুখ খুললঃ' আমি আপনার ভুল দূর করতে চাই। আমরা জেরুজালেম থাকতে পারিনি কারণ গভর্নর গোপনে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। তার গোয়েন্দারা আমাদের বিরুদ্ধে লোকদের

উত্তেজিত করে তুলেছিল। কিন্তু জেরুজালেমের বাইরে আমাদের বিপদের কোন আশংকা নেই গভর্নরের লোকেরা আমাদের পিছু নেয়ার সাহস করবেনা। আপনি আমার নানাকে চেনেন না। চিনলে আমাদের নিয়ে এতটা শংকিত হতেননা। আপনি দেখবেন, গভর্নর যখন বুঝবেন আমরা তার উপর ক্রুদ্ধ তখন সে আমার নানার পায়ে পড়ে বলবে যে, আমি নিরাপরাধ। আমি তো আপনার মেয়ে এবং নাতনীর হিফাজত করছিলাম। ইরানী চাকরদের আমাদের সাথে জেরুজালেম এনে ভুল করেছি। দুশমনের গুজব শুনে জনগন ক্ষেপে গেছে। আমাদের ছাগল ভেড়ার মত হাকাবেননা। ক্লান্তিতে আমার শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে।'

মেয়েটির কথায় বাঁধা দিল তার মা। ঃ 'এসব তুমি কি বলছ ফুসতিনা। আমাদের জীবন ও ইজ্জত বিপন্ন। এখনো আমাদের এক চাকর ওদের কয়েদখানায়। ওর অপরাধ, আমাদের বিরুদ্ধে ও কোন মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়নি।'

যুবতী ক্লান্ত দৃষ্টিতে আসেমের দিকে তাকিয়ে বললঃ' ওরা যদি আমাদের ধরে নিয়ে যায় আপনি দামেশকে পৌঁছার চেষ্টা করবেন। শহরের পূর্ব ফটকের লাগোয়া আমাদের বাসা। নানার নাম থিয়োডোসিস। আপনি যখন তাকে বলবেন যে আপনার ফুসতিনা এক ঝড়ো রাতে জেরুজালেম থেকে বের হয়েছিল। ক্লান্তিকর দীর্ঘ সফরের পর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তখন দেখবেন গভর্নরের সাথে কি ব্যবহার করা হয়। আমার আববাকেও আপনি চেনেন না। আম্মা, ওকে আববার পরিচয়টা দিয়ে দাও। আমরা যে বিপদ মুক্ত এরপর যদি ওর বিশ্বাস হয়।'

মেয়েটির মা এবং আসেম উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর নিদ্রায় ফুসতিনার চোখের পাতা জড়িয়ে এল। ঘুমের ঘোরে বিড় বিড় করতে লাগল ও।

ঃ' আপনিও একটু বিশ্রাম নিয়ে নিন।' মহিলাকে বলল আসেম।

নরম ঘাসের উপর শুয়ে পড়লেন মহিলা। কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়ের মত তিনিও ঘুমিয়ে পড়লেন। আসেম নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল ফুসতিনার ঘুমন্ত চেহারার দিকে। তার সুন্দর কমনীয় চেহারায় ফুটে উঠছিল পবিত্রতা, ব্যক্তিত্ব এবং অহংকার। গত ক'ঘন্টার ঘটনাগুলো ওর কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। একদিকে এ স্বপ্ন ছিল মনোহর, হৃদয়গ্রাহী–অপর দিকে ওর কাছে মনে হচ্ছিল এ এক উপহাস। ও ভাবছিল, রাতে জেরুজালেমের ফটক বন্ধ না থাকলে ফ্রেমসের সরাইখানায় আসতে হতো না। দেখা হতো না এদের সাথে। পৃথিবীর সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে আমিতো শান্তির অন্বেষায় বেরিয়েছিলাম। কারো সাথে দেখা করতে চাইনি। চাইনি কারো সান্বিধ্য। তবে কেন তিন বিপন্নকে একই পথে ঠেলে দেয়া হলো। কুদরত কি ফুসতিনার পরিবর্তে এখানে সামিরাকে রাখতে পারতনা। তার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ এরচে বেশী আকস্মিক এবং অভাবিত। সে অবাঞ্ছিত সাক্ষাৎকে আমি কুদরতের ইঙ্গিত মনে করে ভেবেছিলাম, আমরা একে অপরের জন্য। দুনিয়ার কোন শক্তি আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবেনা। সামিরাবিহীন ভবিষ্যতের কল্পনাও করতে পারিনি। কিন্তু এখন ও যে নেই। আর

কোন দিন ওকে দেখবনা। সামিরা, শুধু সামিরার কাছে যাবার জন্য মানাতের কাছে মিনতি করেছিলাম। তিনি অসহায় ওমরকে আমার সামনে এনে দিয়েছিলেন। আদীর বংশের জন্য আমার ভেতর সৃষ্টি করেছিলেন বন্ধুত্ব আর ভালবাসার আবেগ। নিজের কবিলার সাথে গাদ্দারী করছি একথা কখনো ভাবিনি। হায়! যদি জানতাম আমিই ওর মৃত্যুর দুয়ার খুলে দিচ্ছি। যদি বুঝতাম, এ কল্যাণ কামনাই হবে আমার জীবনের চরম অপরাধ। যদি জানতাম, আমি যে ফুলে হাত দেব জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে সে ফুল!

আসেমের ভেতরটা পুড়ছিল এক দুঃসহ অন্তর্জ্বালায়। বিষন্ন বেদনায় ও চোখ মুদে ফেলল। ও মনে মনে বললঃ 'ওগো আকাশের নির্দয় শক্তি, আর আমায় নিয়ে উপহাস করতে পারবে না। আর কোন নতুন স্বপ্নে বিভোর হবনা আমি। কোন স্বপ্নীল কল্পনা আমায় আর পেরেশান করতে পারবেনা। পুষ্পের হাসি দেখে হাত দেবনা আর অগ্নি স্ফুলিংগে। আমার শূন্য হাত থেকে কিছুই নিতে পারবেনা কেউ। দামেশকে পৌছার পর এদের সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক থাকবেনা। আমাদের পথ চলবে ভিন্ন দিকে।

বার বার ওর চোখ আছড়ে পড়তো ফুসতিনার মুখে। ফুসতিনার দিকে তাকিয়ে ওর মনে ভেসে বেড়াত কতগুলো প্রশ্ন। জীবনের বিরান পথে চলতে গিয়ে কি কোন সফর সংগীর প্রয়োজন হবেনা! ক্ষনিকের এ সান্নিধ্যের স্মৃতি কি আমায় চঞ্চল করে তুলবেনা! আসেমের কাছে এ প্রশ্নের কোন জবাব ছিলনা। ফুসতিনাকে যতই ও দেখত, জড়িয়ে পড়ত অন্তহীন ভাবনার বেড়াজালে। ও ভাবত, ভবিষ্যতের নিঃসীম একাকিত্বে এ মুখচ্ছবি ওকে তাড়া করতে থাকবে। তবুয়ো ওর মনে শান্তনা ছিল যে, বিপদে না পড়লে ওরা এ নিঃস্ব আরবের দিকে চোখ তুলে চাইতনা। দামেশকে পৌছলে এমনিতেই ভিন্ন হয়ে যাবে দুজনার পথ। হঠাৎ কারো পদশব্দে ও চমকে পেছন ফিরে চাইল। ধীরে ধীরে এক বৃদ্ধ চুড়ায় উঠছেন। দাঁড়িয়ে গেল আসেম। কাছে এসে বৃদ্ধ হাতের ইশারায় সালাম করল। বললঃ' সড়ক ছেড়ে এদিকে আসার সময় আমি আপনাকে দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, হয়ত গ্রামে যাচ্ছেন। আমি খেতের দিকে যাচ্ছিলাম, দেখলাম আপনি এখানে বসে আছেন। সড়ক ছেড়ে এদিকে না এলে সামনেই একটা সরাইখানা পেতেন। ভাল মনে করলে আমার বাড়ীতে আসুন। গ্রামের বাইরে ওই যে বাগানটি, আমি থাকি তার পিছনে।'

ঃ 'ধন্যবাদ। আমরা একটু বিশ্রাম করেই রওনা করব।'

ঃ 'তাহলে আমি আপনার কি খিদমত করতে পারি?'

ঃ 'আমাদের ঘোড়া গুলো ক্ষুধার্ত। ওদের জন্য দানাপানির ব্যবস্থা করলে বেশী খুশী হব।'

ঃ' আপনি খুব ভাল। রোমানরা তাদের ক্ষুধার্ত ঘোড়াগুলো আমাদের ফসলের ক্ষেতে ছেড়ে দেয়। আমি এক্ষুনি এদের দানাপানির ব্যবস্থা করছি।' বুড়ো চলে গেল।

ঘোড়াগুলো দানাপানি খাচ্ছিল। আসেমের পাশে বসেছিল বুড়ো এবং তার ছেলে। বৃদ্ধ কৃষক বললেনঃ 'কিছু মনে না করলে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।'

ঃ'বলুন।'

ঃ 'আমার এক ছেলে সেনাবাহিনীতে চাকরী করে। গত মাসে গাজা থেকে সংবাদ দিয়েছিল দামেশকে যাচ্ছে। এর পর কোন সংবাদ পাইনি। কয়েকদিনের জন্য ওর ছুটি মঞ্জুর করাতে পারলে বড় উপকার হবে। ওর অসুস্থ মা ওকে দেখার জন্য বেকারার হয়ে আছে। ছুটি না পেলেও ওর কুশলাদি জানা দরকার।'

ঃ'ঠিক আছে। দামেশকে গিয়ে ওকে খুঁজব। কিন্তু আপনিতো জানেন, এখন ছুটি পাওয়া মুশকিল। তবু আপনাকে তার কুশল সংবাদ জানানোর চেষ্টা করব।'

ঃ' আপনি খুব মেহেরবান। নয়তো রোমান অফিসাররা সিরীয়াবাসীর সাথে কথা বলতেও অপমানিত বোধ করে। আজ কজন রোমান সেনা আমাদের গায়ের উপর দিয়ে চলে গেছে। ওদের কাছে এ কথা বলতেই আমায় চাবুক মেরে দিল। গ্রামের এক ব্যক্তি আমায় ধমক দিয়ে সরিয়ে না দিলে তারা রথের চাকায় আমাকে পিষে ফেলত।'

ঃ' হয়তো কোন মাথা পাগলা ছিল।'

যুবক বললঃ 'আমি ওখানে থাকলে বলতাম, ইন্তাকিয়া এবং হেমসে তোমরা পরাজিত হয়েছ তাতে আমাদের অপরাধটা কোথায়?' ভয়ার্ত চোখে ছেলের দিকে তাকালেন বৃদ্ধ। এরপর আসেমের দিকে ফিরে বললেনঃ 'ছেলেটা একটা গবেট। আপনি ওর কথায় কিছু মনে নেবেননা।'

ঃ' আপনি খামোখা পেরেশান হচ্ছেন। কোন সচেতন সন্তান পিতার সাথে কারো দুর্ব্যবহার সইতে পারেনা। ও রোমান অফিসারের গালে চড় মারলেও আমি বলতাম ও ঠিকই করেছে।'

এবার বুড়োর আশ্চর্য হবার পালা। ঃ' জনাব, তিনি বললেন, 'আমরা এমনটি কল্পনাও করতে পারিনা। আমাদের ওফাদারী এবং বিশ্বস্ততায় আপনি কোন সন্দেহ করবেন না।'

ঃ 'আপনাদের বিশ্বস্ততায় আমার কোন সন্দেহ নেই। একজন অফিসার আপনাদের সাথে দুর্ব্যবহার করায় আমি লজ্জিত। দামেশকে গিয়েই আপনার ছেলের খোঁজ নেব। ওর নাম কি?'

ঃ 'ওর নাম ইউসুফ। দেখতে ঠিক এর মত। তাকে দেখলেই আপনি চিনতে পারবেন।'

কিছুক্ষন ভেবে আসেম বললঃ 'দামেশকের পরিস্থিতি ভাল নয়। ওখানে কতক্ষন থাকতে পারব তাও জানিনা। তবুও সময় পেলেই তার খোঁজ করব।'

ঃ 'আপনার ধারনায় দামেশকের অবস্থা কি খুব খারাপ?'

ঃ 'কিছুটা ঘোলাটে তো বটেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস ইরানীরা শহর দখল করতে পারবেনা।'

ঃ 'আমারও ধারনা ফোকাসের মত জালেম শাসকের হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার পর কস্তুনতুনিয়ার অবস্থা বদলে যাবে। আমাদের নতুন সম্রাট ময়দানে এলে ইরানীদের গতি ঘুরে যাবে।' রোম ইরানের যুদ্ধ নিয়ে আসেমের কোন মাথা ব্যথা ছিলনা। ফোকাস কেমন জালেম

ছিল, নতুন সম্রাটের ইচ্ছে কি, এতেও তার কোন আগ্রহ নেই। এক সহজ সরল বৃদ্ধ ওকে রোমান অফিসার মনে করছেন। আসেম তাকে বলতে পারছেনা যে এ পোশাক আমার নয়। এ অভিনয় বেদুঈন নিয়ম নীতির খেলাফ। লজ্জায় ও মাটির সাথে মিশে যাচ্ছিল।

রোমান সেনাবাহিনীর এক বড় অফিসারের সাথে কথা বলছে, এতে বুড়ো খুব খুশী। পূর্ব পশ্চিমের তাজা খবর জানার জন্য তার ভেতর সীমাহীন উৎসুক্য। অনিচ্ছা সত্বেও আসেম বুড়োর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল।

সূর্য ঢলে পড়ছে পশ্চিম আকাশে। ফুসতিনার মাকে বাহু ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল আসেম। উঠে বসলেন তিনি। উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন বুড়ো এবং তার ছেলের দিকে।

আসেম বললঃ 'অনেক ঘুমিয়েছেন। আরতো দেরী করা যায়না। ঘোড়াগুলোর ক্লান্তিও দূর হয়েছে। এ ভদ্রলোক ওদের দানাপানির ব্যবস্থা করেছেন।' মা ফুসতিনাকে জাগিয়ে দিলেন। খানিক পর ঘোড়ায় চেপে বসল ওরা। বুড়ো বললেনঃ 'সন্ধ্যা হল প্রায়। রাতটা আমার এখানে কাটালেই খুশী হতাম।'

ঃ 'না, যতশীঘ্র সম্ভব আমাদের দামেশক পৌঁছতে হবে। আবার এপথে এলে আপনার বাড়ীতে বেড়াব। গ্রামের বাইরে দিয়ে কোন রাস্তা সড়ক পর্যন্ত গিয়ে থাকলে আমাদের সে পথটা দেখিয়ে দিন। এখন গ্রামের ভিতর দিয়ে যাবনা। লোকজন নানান প্রশ্ন করে আমাকে উত্যক্ত করে তুলবে।'

ঃ 'ইরানীদের অভিযানের ফলে লোকেরা সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। সাধারন লোকের ধারণা রোমানরাই দেশের সংবাদ ভাল বলতে পারে।' বুড়ো বললেন, 'নদীর তীর ঘেষে এগিয়ে গেলে একটা মেঠো পথ পাবেন। ও পথ দামেশকের পথের সাথে মিশেছে। অনুমতি পেলে আমার ছেলেকে সাথে দিয়ে দিই।'

ঃ 'না, না। ওকে কষ্ট দেয়ার দরকার নেই।'

ফুসতিনার মা একটা স্বর্নমুদ্রা বুড়োর দিকে ছুঁড়ে বললেন ঃ 'নাও তোমার মজুরী।' মাটি থেকে না তুলে বুড়ো অসহায় দৃষ্টিতে আসেমের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে এল আসেম। মাটি থেকে স্বর্নমুদ্রা তুলে বুড়োর ছেলের দিকে এগিয়ে ধরে বললঃ 'নাও, তোমার পুরস্কার।'

ছেলেটি পিতার দিকে চাইল। তার ইঙ্গিত পেয়ে আসেমের হাত থেকে মুদ্রা তুলে নিল। আবার ঘোড়ায় চেপে বসল ও। কিছুটা দূরে গিয়ে আসেম পেছন ফিরে ফুসতিনার মা'কে বললঃ 'কৃষক গরীব হতে পারে কিন্তু ভিখিরী নয়। ওর মনে কষ্ট দেয়া আপনার উচিৎ হয়নি।'

লজ্জা নয়, তিক্ত কণ্ঠে মহিলা বললেনঃ 'কিছুনা দিলে বরং ওই আমাদেরকে ভিখিরী মনে করত। স্বর্ণ দেখলে কোন সিরীয় বাসীর মনে দুঃখ হয় তা আমি আজো শুনিনি। ওদের খুশী করার জন্য তোমার ঘোড়া থেকে নামা ঠিক হয়নি।'

এ অহংকোরী মহিলার ভাবসাব বলে দিচ্ছিল যে, আমি শুধু জেরুজালেমের গভর্নরকেই ভয় পাই। আমি অমুকের কন্যা, অমুকের স্ত্রী। এ বিপদ মুসিবত এক কৃষকের চোখে আমায় খাটো করতে পারবেনা। আসেমের উৎকণ্ঠা জড়ানো দৃষ্টি ঘুরে গেল। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করার ইচ্ছে হলনা তার। বৃদ্ধ কৃষক তখনো পর্বত চুড়ায় দাঁড়িয়ে ছেলেকে বলছিলেনঃ 'এ দু মহিলা কোন আমীরজাদী হবে হয়ত। কিন্তু এ যুবকের মা হতেই পারেনা। এক রোমান অফিসার আমার সাথে বন্ধুর মত ব্যবহার করেছেন। তুমি নিজেই তো দেখলে। কিন্তু গ্রামের কেউ শুনলে বিশ্বাসই করবেনা। তিনি কথা দিয়েছেন, আবার আসবেন। এমন শরীফ ব্যক্তি মিথ্যা বলতে পারেননা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দামেশক পৌছেই তিনি তোমার ভায়ের সন্ধান করবেন। এর সহযোগিতায় সে সেনাবাহিনীতে তরককী করবে দেখে নিও।'

ঃ 'কিন্তু তার কথাবার্তায় মনে হল তিনি রোমান নন।'

ঃ 'গবেট। তিনি রাখালের পোশাকে থাকলেও তার রোমান হওয়া সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ থাকতনা।'

ঃ 'কিন্তু আববা, তিনি আমাদের গ্রামের ভেতর দিয়ে গেলেননা কেন? কোন ব্যাপার কি তিনি লুকোতে চাইছিলেন?'

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেনঃ 'আরে পাগল, গাঁয়েতো তোমার মত বোকার অভাব নেই। ওরা সব পথিককেই আজেবাজে প্রশ্ন করে।'

সূর্যাস্তের পূর্বেই ওরা কয়েক মাইল এগিয়ে গেল। এক জায়গায় সড়কের পাশেই দেখা গেল একটা ছোট গ্রাম। আসেম বললঃ ' সড়কের পাশের গাঁয়ে রাত কাটানো ঠিক হবেনা। এখানে ঘোড়াকে পানি খাইয়েই আমরা চলে যাব। বিশ্রামের জন্য সামনে ভাল স্থান খুঁজে নেয়া যাবে।'

ঃ 'আমার কোন আপত্তি নেই। ইচ্ছে করলে মাঝ রাত পর্যন্ত সফর করতে পার?'

সড়ক থেকে নেমে এল ওরা। গ্রামের কয়েক ব্যক্তি কূয়া থেকে পানি তুলছিল। পানি পান করে মশক ভরে নিল আসেম। ওখান থেকে ফিরে রওনা হতেই এক প্রবীন বলল ঃ 'রাতটা আমাদের এখানেই থাকুন।' কিন্তু আসেম ঘোড়ার বাগ ঘুরিয়ে বলল ঃ 'ধন্যবাদ। আমরা সামনের গ্রামে থাকব।' এক যুবক প্রবীন লোকটিকে বলল ঃ 'আপনি তো লোক মন্দ নন। বলি, এরা থাকতে চাইলে আমাদের গ্রামে এদের উপযুক্ত স্থান কোথায়?'

ঃ 'আমি জানতাম একজন রোমান অফিসার এখানে থাকবেন না। তাইতো দাওয়াত দিলাম।'

ঃ 'আজ পর্যন্ত কোন রোমান অফিসারকে অস্ত্রের প্রহরা ছাড়া রাতে সফর করতে দেখিনি।'

ঃ 'সামনের গ্রাম কতদূরে লোকটা তাওতো জানেনা।'

প্রবীন ব্যক্তি বলল ঃ 'আরে ভাই, এমন ঘোড়ায় কয়েক মাইল যেতে কষ্টটা কোথায়। এর সংগীরা পেছনে আসছে হয়তো।'

মেঠো পথ ঘুরে আসেম এবং তার সাথীরা সড়কে এসে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল। কিছুক্ষন পর ওরা এক বিস্তীর্ন ময়দান পার হচ্ছিল। আশপাশে জন বসতির কোন চিহ্ন নেই। মেঘমুক্ত আকাশ। দশমীর চাঁদ থেকে ঝরে পড়ছিল থোকা থোকা জোৎস্না। সড়কের দুপাশে বালিয়াড়ি। মাঝে মাঝে লতাগুল্মের ঝোপ। শ্রান্ত ঘোড়াগুলো স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলেছে। আচম্বিত ঘোড়ার বলগা টেনে ধরল আসেম। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পেছন দিকে। মা মেয়ে ভয় পেয়ে ঘোড়া থামাল।

ঃ 'ব্যাপার কি?' ফুসতিনার উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।

আসেম হাতের ইঙ্গিতে ওদের থামতে বলল। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার সাহস পেলনা ওরা। তিনজনই উৎকর্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অবশেষে আসেম বলল ঃ 'মনে হয় কেউ আসছে। ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওরা যে আমাদের অনুসরন করছে এমন কথা নয়। তবুও রাস্তার পাশে সরে ওদের পথ করে দেয়া উচিৎ। আসুন।' আসেম তাড়াতাড়ি ডানদিকে ঘোড়া হাঁকাল। মা মেয়ে অনুসরন করল তার। একটু পর ওরা এসে দাঁড়াল বালিয়াড়ির আড়ালে। ফুসতিনা ফিস ফিস করে বলল ঃ 'এরা নিশ্চয়ই গভর্নরের লোক। কথা দিন ওরা আমাদের ধরে নিয়ে গেলে আপনি দামেশক গিয়ে আমার নানাকে সংবাদ পৌছাবেন।'

ঃ 'সড়ক থেকে ওরা আমাদের দেখবেনা। এদিকে এসে গেলেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ওরা মাত্র চারজন। আমার তুনীর তীরে ভরা।'

ঃ 'ওরা যে চারজন আপনি জানলেন কিভাবে?'

ঃ 'আমি এক আরব। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনলেই বুঝতে পারি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওরা এদিকে আসবেনা। পেছনের গ্রামের লোকেরা কিছু বলে থাকলে সামনের গ্রামে না গিয়ে ওরা থামবেনা।' আসেমের এ শান্তনায় ওরা আশ্বস্ত হলনা। ওরা উৎকর্ণ হয়ে সড়কের দিকে তাকিয়ে রইল। ধীরে ধীরে নিকটতর হল ঘোড়ার পায়ের শব্দ। আসেম ফুসতিনাকে বলল ঃ 'বলিনি ওরা চারজন।' ফুসতিনার মা বলল ঃ 'এখন আর সড়কে চলা আমাদের জন্য নিরাপদ নয়।'

ঃ 'তার দরকারও হবেনা। আসুন।'

ওরা নিঃশব্দে আসেমের অনুসরন করল। ঘন্টা খানেক চলার পর ফুসতিনার মা বলল ঃ 'আমরা কোন দিকে যাচ্ছি?'

ঃ 'দামেশকের দিকে।' আসেমের নির্লিপ্ত জবাব।

ঃ 'এ বিরান মরুতে কি আপনার রাস্তা ঠিক থাকবে?'

ঃ 'ভয়ের কারন নেই। আকাশের নক্ষত্র দেখেই পথ চলি আমরা। এখন আর বেশী দূর যাবনা। বিশ্রামের জন্য একটা উপযুক্ত স্থান খুঁজছি। এ রাতটা কাটাতে হবে খোলা আকাশের নীচে।'

ওরা অসহায় উদ্বেগ আর চঞ্চলতা নিয়ে আসেমের অনুসরন করে চলল। অবশেষে কতগুলো উচুঁ বালিয়াড়ির মাঝে ঘোড়া থামিয়ে আসেম বলল ঃ 'আমার মনে হয় এ স্থানটা উপযুক্ত।'

ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল ওরা। আসেম ঘোড়াগুলো ঝোপের সাথে বেঁধে রাখল। এর পর শুকনো ডালপালা জড়ো করে চকমকি পাথর ঘষে আগুন জ্বালাতে লাগল। ফুসতিনা এবং তার মা একপাশে বসে নীরবে তার কাজ দেখছিল। শুকনো কাঠে আগুন জ্বলে উঠল। ফুস্তিনার মা বলল ঃ 'এখানে আগুন জ্বালানোয় কোন অসুবিধা নেইতো?'

ঃ 'না।' ও শান্ত ভাবে জবাব দিল। 'আমরা সড়ক থেকে অনেক দূরে। শীতের রাতে আগুন ছাড়া রাত কাটানো যাবেনা। আপনারা কাছে চলে আসুন।'

মা, মেয়ে দু'জনই আগুনের কাছে এসে বসল। ফুসতিনা হাত বাড়িয়ে বলল ঃ 'শীতে আমার শরীর কাঁপছে। আমি এতোক্ষন ভাবছিলাম এ মরু বিয়াবানে হঠাৎ আমরা দেখব এক গীর্জা। কোন নেকদীল পাদ্রী আমাদের ভেতরে ডেকে নিয়ে বলবেন যে, ওই কক্ষে তোমাদের জন্য ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে। এ মুহূর্তে আগুনের চেয়ে বড় চাওয়া আমার কিছুই ছিলনা।'

আসেম ব্যাগ থেকে গরম কাপড় বের করে মাটিতে বিছিয়ে বলল ঃ 'এখানে বসুন। আমি আরো কিছু কাঠ কুড়িয়ে আনছি।'

তরবারী দিয়ে ঝোপের শুকনো ডালপালা কাটছিল আসেম। ফুস্তিনা ওগুলো এনে জমা করছিল আগুনের পাশে।ঃ 'আপনি খামোখা কষ্ট করছেন। এ ঝোপঝাড় কাঁটায় ভরা।'

ঃ 'এমন সফরের পর সামান্য কাঁটায় কিই বা আর হবে?'

দুপুরের বেঁচে যাওয়া খাবার নিয়ে বসল তিনজন। বিজন মরুতে এই প্রথম রাত কাটাচ্ছিলেন মা মেয়ে। নিদ্রা অথবা ক্লান্তির পরিবর্তে ওদের উপর ভর করছিল ভয়। মা তার মেয়েকে চোখের ইশারায় বুঝাচ্ছিলেন যে, এক বিপদ থেকে বাঁচতে গিয়ে আমরা আরেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। এ অপরিচিত যুবক আমাদের অসহায়ত্বের ফায়দা তুলতে চাইলে এ নিঃসঙ্গ বিজনে আমরা কি করতে পারব। কিন্তু আসেমের দিকে তাকালে তার হৃদয়ের ভার হালকা হয়ে যেত।'

হঠাৎ ফুসতিনার মা প্রশ্ন করলেন ঃ 'তোমার নাম তো জানা হয়নি।'

ঃ 'আমার নাম আসেম।'

কিছুক্ষন নীরব থেকে তিনি আবার বললেন ঃ 'তুমি সরাইখানায় ছিলে এ আমাদের সৌভাগ্য। তোমাকে ধন্যবাদ যে আমাদেরকে দামেশক পৌছানোর জিম্মা নিয়েছ।'

ঃ 'আমার জানা মতে দামেশকের পথে কোন বিপদ আসার কথা নয়। তবুও আমি চাই আপনারা ভালোয় ভালোয় বাড়ীতে পৌছে যান।'

ঃ 'তোমার এ উপকারের প্রতিদান কোন দিন দিতে পারবনা।'

ঃ 'আমি নিজের খুশীতেই এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।'

ফুসতিনা প্রশ্ন করল ঃ 'ওরা আমাদের উপর হামলা করলে আপনি কি করতেন?'

আসেম স্মিত হেসে বলল ঃ 'আমি জানিনা। তবে তূনীরের কয়েকটা তীর কমে যেত।'

ঃ 'আর ওরা বেশী হলে?'

: 'তাহলে তীর বেশী খরচ হত। কিন্তু আপনারা গ্রেফতার হোন, তা চাইতামনা। মাফ করুন। আমরা আক্রান্ত হলে লড়াই না করে দামেশক গিয়ে আপনার নানাকে সংবাদ দেয়ার পরামর্শ আমি গ্রহণ করতে পারতামনা। বাড়ী থেকে বেরিয়ে যখন সিরিয়ার পথ ধরেছিলাম, ফেলে দিয়েছিলাম তরবারী। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর কোন দিন লড়াই করবনা। কিন্তু আপনাদের হিফাজতের দায়িত্ব নেয়ার পর সরাইখানার মালিক যখন আমার হাতে তলোয়ার তুলে দিলেন, তখনি বুঝেছি যে, পথে আপনারা কোন বিপদে পড়লে আমি নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল থাকতে পারবনা।'

: 'আমাদের জন্য আপনি নিজকে বিপদে ফেলতেন?'

: 'বেঁচে থাকার কোন ইচ্ছে আমার নেই। সুতরাং সন্দেহ করার ও নেই কিছু।'

ফুসতিনার মা গভীর দৃষ্টিতে আসেমের দিকে তাকালেন। লজ্জা পেলেন নিজের সন্দিগ্ধতায়। বললেন : 'আমরা কে? কোন ধরনের বিপদে পড়েছি, তাতো জিজ্ঞেস করলেনা?'

: 'জিজ্ঞেস করার কি প্রয়োজন। বিপন্ন মানুষের মুখ দেখলেই বুঝতে পারি। তবুও আপনাদের কথা শুনলে অনেকটা চিন্তামুক্ত হতাম। কিন্তু যদি এমন কোন কথা থাকে যা প্রকাশ করা যাবেনা, তাহলে থাক।'

: 'তোমায় বিশ্বাস না করলে তো আমরা অকৃতজ্ঞ হব। তাহলে শোন। আমার নাম ইউসিবা। ফুসতিনা আমার মেয়ে। গ্রীক বংশে আমার জন্ম। সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবার পর আমার দাদা কস্তুনতুনিয়া থেকে দামেশক চলে এসেছিলেন। যোগ্যতার বলে পৌছেছিলেন প্রধান সেনাপতির দায়িত্বে। এরপর এক সিরীয় মেয়েকে বিয়ে করে দামেশকেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে লাগলেন। ইরান সীমান্তের এক কিল্লার মুহাফিজ ছিলেন আমার আববা। আমার বয়স তখন পনের। এ সময় মা ইন্তেকাল করেন। আববা আমায় নিয়ে এলেন নিজের কাছে। আমার জন্মের পূর্বেই ইরানীদের মোকাবিলা করে আমার দুই চাচা নিহত হন। এর দু'বছর পর দাদার মৃত্যু ঘটে। সীমান্তের এ কিল্লা এক মেয়ের জন্য নিরাপদ ছিলনা। কিন্তু আববা সব সময় আমায় নিজের কাছে রাখতে চাইছিলেন। সুযোগ পেলেই তিনি আমায় সওয়ারী এবং তীর চালনা শিক্ষা দিতেন। তিনি আমায় একাকীত্ব অনুভব করতে দিতেননা। পিতার সাথে প্রায় চার মাস থাকার পর ইরানের বিপ্লবের সংবাদ আসতে লাগল। একরাতে আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আববা আমায় জাগিয়ে বললেন : 'বেটি। ইরানের সম্রাটকে দেখতে চাইলে কাপড় পাল্টে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো।'

আমার কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। আববার কাছে জিজ্ঞেস করে জানলাম, সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাপতি বাহরাম ক্ষমতা দখল করেছেন। খসরু পারভেজ এখানে পালিয়ে এসেছেন। ইরানের আভ্যন্তরীন বিপর্যয়ে আববা খুব খুশী হয়েছিলেন। কিন্তু পলাতক সম্রাটকে আশ্রয় দেয়া বড় সমস্যা ছিল। তিনি জানতেন না কায়সার তাকে বরন করবে কি হত্যা করবে।

এরপরও তাকে অভ্যর্থনা জানাতে তিনি বাধ্য হলেন। ইরানীদের কল্পনা করেও আমি শিউরে উঠতাম। কিন্তু মনে মনে সম্রাটকে দেখার প্রবল ইচ্ছে জাগল। পোশাক পাল্টে বেরিয়ে এলাম আমি। সূর্য তখন উঠি উঠি করছিল। অফিসার এবং সিপাইরা কাতার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল কিল্লার ফটকে। আমার আগামী দিনের জীবন সংগীর সাথে এখানেই আমার প্রথম পরিচয়। দামী পোশাক আর আকর্ষনীয় চেহারায় তাকে উচ্চ বংশীয় মনে হচ্ছিল। মনিমুক্তা খচিত তরবারী ঝলমল করছিল তার কোমরে। তিনি কথা বলছিলেন আমার পিতার সাথে। তার পেছনে দাঁড়িয়েছিল এক ইরানী চাকর। আমি ক'কদম দূরে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ইঙ্গিতে আববা আমায় কাছে ডাকলেন। রাজ্যের জড়তা নিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম। আমি ভেবেছিলাম ইনিই ইরানের সম্রাট। ঝুঁকে তাকে সালাম করলাম। আমার আববা এবং অন্যান্য অফিসাররা হেসে উঠলেন। এ যুবক ছিল শাহানশার এক বিশ্বস্ত সংগী। আমার আববাকে ও-ই ইরান সম্রাটের আগমন সংবাদ দিয়েছিল।'

ইউসিবা লম্বা কাহিনী জুড়ে দিল। মাঝখানে ফ্‌সতিনা বলে উঠল ঃ 'আম্মা! সবার সামনেই আপনি এ গল্পের ঝাঁপি খুলে বসেন। এসব শুনে ওর লাভ কি? ওর এখন বিশ্রামের প্রয়োজন।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকালেন ইউসিবা। এরপর আসেমের দিকে ফিরে বললেন ঃ 'সব কাহিনী শুনিয়ে তোমায় পেরেশান করবনা। তার নাম ছিল সীন। তাকে আমার ভাল লাগার কারণ ছিল, সে আমাদের ভাষায় অর্নগল কথা বলে যাচ্ছিল। পরে জেনেছি, নওশেরওয়ার বিজয় যুগে সিরিয়া এবং আরমেনিয়া থেকে ইরানীরা যে সব মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল এর মা ছিল তাদের একজন।

খসরু পারভেজ আমাদের কিল্লায় ছিলেন একদিন। পরদিন চলে গেলেন গভর্নরের কাছে। কস্তুনতুনিয়া থেকে কায়সারের পয়গাম আসা পর্যন্ত তাকে সেখানেই থাকতে হল। শিকারের বাহানায় সীন একবার আমাদের এখানে এলেন। ছিলেন তিন দিন। অনুভব করলাম যে, ইরানীদের সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। তার কথাবার্তায় মনে হল খৃষ্টানদের প্রতি তার কোন ঘৃণা নেই। শাহানশার খাস ব্যক্তি হওয়ার কারনে আববা তাকে বিশেষ যত্ন আত্তি করলেন। সীন বার বার বলছিলেন যে, রোম সম্রাটের সাথে সন্ধি হলে রোম ইরানের যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে। সীনের বিদায়ের দিন। সন্ধ্যায় ঘোড়ায় সওয়ারী করে আমি ফিরে আসছিলাম। দেখলাম ও কিল্লার বাইরে পায়চারী করছে। ও আমায় থামতে ইশারা করল। আমি থামলাম। ও আমার ঘোড়ার বাগ হাতে নিয়ে বলল ঃ 'আগামী কাল চলে যাচ্ছি। হয়তো আর কোনদিন আপনাকে দেখবনা। কায়সারের সহযোগিতায় কয়েকদিনের মধ্যে আমরা মাদায়েন আক্রমন করব।' আমি শংকিত হয়ে বললাম ঃ 'ভেতরে চলুন। এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা ঠিক নয়।'

ঃ 'আপনি আমায় ভয় পাচ্ছেন?'

ঃ 'না। আপনি ইরানের সম্রাট হলেও আমি ভয় পেতামনা।'

ঃ 'আমি ইরানের সম্রাট হলে আমার রাজমুকুট তোমর পায়ে রেখে দিতাম।'

তার এ কথা শুনে আমি হতভম্বের মত তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ কি হল, একটানে বলগা টেনে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম আমি। যখন কক্ষে ঢুকলাম তখনো আমার পা কাঁপছিল। ধুকপুক করছিল হৃদয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল শরীরের সব রক্ত এসে চেহারায় জমা হয়েছে। রাতে আব্বা খেতে ডাকলেন। মাথা ধরার ছুতা দিয়ে আমি বিছানায় শুয়ে রইলাম। পরদিন সীন চলে গেল। রোমের সিপাইরা পারভেজের সাহায্যে মাদায়েনের দিকে এগিয়ে চলল। আব্বাকেও যেতে হল সাথে। কিল্লায় একা না রেখে আব্বা আমায় তার এক বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন গর্ভনর। কিল্লায় আব্বার সহকারী ছিলেন এভ্রোকেস। এ চরিত্রহীন লোকটি এ পদের যোগ্য ছিলনা। কিন্তু কস্তুনতুনিয়ার এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম নেয়ার কারনে ইনতাকিয়ার গভর্নর তার ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন। ওই এভ্রোকেশ এখন জেরুজালেমের গভর্নর। আব্বার অনুপুস্থিতিতে সে একদিন আমার কাছে বিয়ের পয়গাম নিয়ে এল। জবাবে আমি কষে এক চড় লাগিয়ে দিয়েছিলাম তার গালে। তার সাথে আমার শত্রুতার এটাই শুরু।

বাহরাম পরাজিত হল। আবার ক্ষমতায় বসলেন পারভেজ। আব্বা ফিরে এলে আমিও শহর থেকে কিল্লায় ফিরে এলাম। রাতে খাবার সময় তিনি আমায় মাদায়েনের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। সীনের কথা জিজ্ঞেস করলাম আমি। আব্বা গভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। এরপর বললেন ঃ 'সীন কয়েক দিনের মধ্যে এখানে আসবে।'

ঃ 'কেন?' চঞ্চল হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি। আব্বা বললেন ঃ 'কেন তুমি জাননা?'

আমার বুকে কাঁপন ধরল। সীনের বিদায়ী কথাগুলো আমার প্রায়ই মনে পড়তো। ভেবেছিলাম ও দ্বিতীয় বার আমায় বিরক্ত করবেনা। ও আবার আসছে। খুশী হতে পারলামনা। মনে কেমন যেন ভয় হতে লাগল। তবুয়ো অনেকটা সাহস করে বললাম ঃ 'আব্বা। আপনাকে কেমন যেন উৎকণ্ঠিত মনে হচ্ছে।'

ঃ 'মা! সীন তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। আমাদের সিপাহসালারও তার পক্ষে সুপারিশ করলেন। এ ব্যাপারে খসরু পারভেজও আগ্রহী। আমাদের অন্যসব অফিসারদের ধারনা, এ বিয়ের ফলে রোম ইরানের সম্পর্ক ভাল হবে।'

আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। আব্বা হাত ধরে আমায় তার পাশে বসালেন। বললেন ঃ 'বেটি! এতো লোকের মোকাবিলা করা আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। একথা সম্রাট মুরিসের কানে গেলে তিনিও পারভেজের মত সমর্থন করবেন। সীন ইরান সম্রাটের প্রিয় পাত্র। কিন্তু তুমি রাজি না হলে তোমায় বাধ্য করবোনা। আমি ওখানে বলে এসেছি যে, মেয়ের মত থাকলে আমার কোন আপত্তি নেই। এ বিয়েতে তোমার মত না থাকলে সীনের সামনে তা প্রকাশ করতে হবে। আমি তাকে কথা দিয়েছি, তোমার সাথে কথা বলার সুযোগ দেব। ও বলেছে, তোমার অমত হলে ও বাড়াবাড়ি করবেনা। সীন এ মাসের মধ্যেই আসছে। এ সময়ে তুমি ভাল করে ভেবে দেখ।

পরদিন আব্বা আমায় ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ইউসিবা! এন্ড্রোকেসের ব্যাপারে তোমার কি ধারণা! আজ সেও তোমার বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছে। আমি একথা সেকথা বলে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। তোমার যদি পছন্দ হয় তবে সীনকে জবাব দেয়া সহজ হবে।'

আমি রেগে মেগে বললাম ঃ 'আপনার গরহাজিরীতে সে আমার কাছে এসেছিল। আমি তাকে উচিৎ জবাব দিয়েছি। সে কোন সাহসে আপনার সামনে মুখ খুলল। আমি তাকে ঘৃণা করি। আমি জানি সে ইস্তাকিয়ার গভর্নরের আত্মীয়। না হলে আপনি তাকে চাকরও রাখতেন না।'

আব্বা সেদিনই তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করে ইস্তাকিয়া পাঠিয়ে দিলেন। কদিন পর সীন এল। তার সাথে ছিলেন মাদায়েনের রোমান রাষ্ট্রদূতের বিশেষ প্রতিনিধি এবং কজন ইরানী ওমরা। সীন সবার সামনে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করল। আমি যেন বোবা হয়ে গেলাম। জবাব না দিয়ে ছুটে গেলাম আমার কামরায়। ও এল আমার পেছনে পেছনে। আমি যখন দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলাম, ও বললঃ 'ইউসিবা! আমি আগুন পূজা করি। এজন্য তুমি আমায় ভয় পাও। যরদস্তের কসম! তোমার ধর্মীয় ব্যাপারে কোন দিন হস্তক্ষেপ করবনা। তুমি জান পারভেজও এক খৃষ্টান তরুনীকে বিয়ে করেছেন। আমার ভাগ্য তোমার হাতে। তোমায় বাধ্য করবনা। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে ভেবে দেখ তোমায় ছাড়া আমি বাঁচবনা। তোমায় আমি গভীর ভাবে ভালবাসি।'

সীমাহীন উৎকণ্ঠা নিয়ে আব্বা তার পেছনে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি এগিয়ে সীনের কাঁধে হাত রেখে বললেন ঃ 'তোমায় এর বেশী আর বলতে হবেনা। আমার মেয়ে তার কিসমতের ফয়সালা করে ফেলেছে।' তৃতীয় দিন আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আসেম অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করল ঃ 'আপনার স্বামী কি বেঁচে আছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ। কিন্তু এখন কি অবস্থায় আছেন তা আমি জানিনা।'

ঃ 'তিনি কোথায়?'

ঃ 'কস্তুনতুনিয়ায় আসার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পুরো ঘটনাই তোমায় বলছি। বিয়ের পর স্বামীর সাথে মাদায়েন চলে গেলাম। জীবনের স্বপ্নীল দিনগুলো আনন্দেই কেটে যাচ্ছিল। সম্রাট মুরিসকে পারভেজ পিতার মত শ্রদ্ধা করতেন। আমার মনে হল রোম ইরানের লড়াই চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। মাদায়েনে আমাদের পাদ্রীরা নিশ্চিন্তে তবলীগ করতেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পর বুঝতে পারলাম, ইরানের ধর্মীয় গুরুরা খৃষ্টানদের প্রসারে শংকিত। ইরান সম্রাটও একে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। আমার স্বামী ছিলেন ইরান শাহের বিশ্বস্ত বন্ধু। আমি বুঝতে পারলাম, তলে তলে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু কায়সারের সাথে কিসরার হৃদ্যতার ফলে আপাততঃ যুদ্ধের তেমন কোন সম্ভাবনা ছিলনা। হঠাৎ একদিন সংবাদ পেলাম কস্তুনতুনিয়ায় বিপ্লব এসেছে। মুরিসকে হত্যা করে ক্ষমতা হাতে নিয়েছে ফুকাস।

ইরানের আমীর ওমরারা পারভেজকে রোম আক্রমন করার পরামর্শ দিল। পারভেজ এ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সুতরাং তিনি ঘোষনা করলেন যে, আমরা এ হত্যার প্রতিশোধ নেব। আমার স্বামী ছিলেন যুদ্ধ বিরোধী। তিনি ভর জলসায় বললেন, কোন পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বে আমাদের অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করতে হবে। শাহানশার অনুমতি পেলে আমি কস্তুনতুনিয়া যেতে প্রস্তুত। ওখানে কোন শান্তনাপ্রদ সমাধান না পেলে আমরা রোমানদের উপর হামলা করব। শাহ যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। তবুও আমার স্বামীর আবদার রক্ষা করলেন।

আমার পিতা বুড়ো বয়েসে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে দামেশক চলে এসেছিলেন। অনেক দিন থেকে তাই তার সাথে দেখা নেই। ফুসতিনাও নানাকে দেখতে চাইছিল। স্বামীর সাথে আমরা রওনা করলাম। পথে এসে তাঁর পথ জুদা হয়ে গেল। দু'জন বিশ্বস্ত চাকর এবং কজন সিপাই আমাদের সাথে দিয়ে তিনি বললেনঃ 'কস্তুনতুনিয়ার কাজ সেরে আমি তোমাদের মাদায়েন নিয়ে যাব।' সন্ধ্যায় সীমান্ত চৌকির একজন সালার আমাদের দামেশক পৌছানোর জিম্মা নিলেন। সিপাইদের ফিরিয়ে চাকর দু'জনকে রেখে দিলাম। দামেশকে পৌছে কয়েক মাসের মধ্যে সীনের কোন সংবাদ পেলামনা। খোঁজ খবর নিয়ে জানলাম ফুকাস তাকে গ্রেফতার করেছে। আমাদের তখনকার অবস্থা বুঝতেই পারছ। আববা তাকে মুক্ত করার অনেক চেষ্টা করলেন। যখন রোম সাম্রাজ্যের উপর ইরানীদের আক্রমণ হল তখন বুঝলাম যে, ওকে আর মুক্ত করা সম্ভব নয়। দোয়াই আমাদের শেষ ভরসা।

এক পাদ্রী বললেন, জেরুজালেমে নাকি দোয়া কবুল হয়। আর দেরী করিনি। চলে এলাম জেরুজালেম। আসার সময় আববা পাতইউসের নামে চিঠি লিখলেন। তিনি আমাদের যথেষ্ট যত্ন আত্তি করলেন। অনুরোধ করলেন তার বাসায় থাকার জন্য। কিন্তু আমি তাকে আলাদা ভাড়ায় বাসা দেখতে বললাম। দুদিন পর উঠলাম নতুন বাসায়। এবার বিভিন্ন গীর্জায় যাওয়া শুরু হল। প্রতিজ্ঞা করলাম, সীনের মুক্তির সংবাদ না পেলে দেশে ফিরবনা। প্রতিটি গীর্জায় মন খুলে নজরানা দিতে লাগলাম। আমার অর্থের অভাব ছিলনা। কোন কোন গীর্জা থেকে পাদ্রীদের পবিত্র হাডিডও সংগ্রহ করেছি। এজন্য আমাকে মূল্যবান অলংকোরাদি দিতে হয়েছে।'

ঃ 'পাদ্রীদের হাডিডও?' আসেমের বিস্ময় ভরা প্রশ্ন।

আসেমকে হতবাক হতে দেখে ফুসতিনা ফিক করে হেসে ফেল্ল। ইউসিবা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আবার আসেমের দিকে ফিরে বললেন ঃ 'ঈশ্বরের নামে জীবন উৎসর্গকারী পাদ্রীদের হাড়গোড়কে আমরা অতি পবিত্র মনে করি। জেরুজালেমের গীর্জায় কোন কোন পাদ্রীদের হাড় মূল্যবান অলংকারের চেয়েও দামী মনে করা হয়। এক রাহেবের দেড়শো বছরের পুরনো হাড় স্পর্শ করার আনন্দে বিশপকে আমার মুক্তার হার খুলে দিয়ে দিয়েছিলাম। বিশপ আমায় সে বুযর্গের একটা ভাংগা টুকরা দিয়েছিলেন। কিন্তু তুমি এক আরব। ইরানীদের মত তুমিও এর মাহাত্ম বুঝবেনা।'

এ নিয়ে আসেমের তর্কে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিলনা। ইউসিবার কাহিনীর শেষ অংশ শোনার জন্য ও উদ্‌গ্রীব ছিল। বলল : 'মাফ করুন। এনিয়ে আমি তর্ক করতে চাইনা। এরপর কি হয়েছিল?'

: প্রায় দিন পর স্ত্রীকে নিয়ে পাতইউস আমার বাসায় এলেন। বললেন, ফিলিস্তিনের নতুন গভর্নর তার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন। আগামী দিন তিনি এলাকার সম্মানিত লোকদের জন্য এক প্রীতি ভোজের আয়োজন করেছেন। লিষ্টে আমি ফ্সতিনার এবং আপনার নাম লিখে দিয়েছি। গভর্নরকে আপনার পিতার নাম বলায় তিনি খুব খুশী হয়েছেন। আমাকে বলেছেন, আপনাকে যেন অবশ্যই দাওয়াতে নিয়ে যাই। এসব দাওয়াতে আমার কোন আকর্ষণ ছিলনা। তবুয়ো ফ্সতিনার জন্য যেতে হয়েছিল।

দুর্ভাগ্য আমাদের। এ নতুন গভর্ণর ছিল এম্ব্রোকেশ। যাকে আমি কিল্লা থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম তার বাড়ীতে ঢোকার পর। উপরে উপরে সে আমাদের যথেষ্ট যত্ন আত্তি করল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, অতীত অপমান সে ভোলেনি। আমার ইরানী স্বামী কয়েদখানায় সে জানত। সে এও জানত যে, আমি থিউডসিসের মেয়ে। আমায় অযথা বিরক্ত করলে তার পরিনাম ভাল হবেনা। কয়েকটা দিন ভালোয় ভালোয় কাটল। কিন্তু যখনই জেরুজালেমের দিকে ইরানীদের এগিয়ে আসার সংবাদ পেলাম, ওখানে থাকা বিপজ্জনক মনে হল। লোকেরা কিভাবে জেনে গিয়েছিল আমার স্বামী এবং চাকর দুজনই ইরানী। ওরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। একদিন গীর্জা থেকে ফিরে বাড়ীর দরজায় দেখলাম জনতার ভীড়। কাছে আসতেই ওরা আমার বিরুদ্ধে শ্লোগান শুরু করল। ওরা বেঈমান, গাদ্দার, ইরানীদের গোয়েন্দা ইত্যাদি শ্লোগান দিতে লাগল। ওদের কয়েকজন 'ধরো মারো' বলে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। আমরা দৌড়ে পাশের বাড়ীতে ঢুকলাম।

ভেতরে কজন মহিলা এবং শিশু। এক মহিলা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলেন। মিছিল কারীরা দরজা ভাঙবে এমন সময় একদল রোমান সিপাই ওখানে এসে পৌঁছল। ওরা লোকদের সরিয়ে দিলে আমরা নিজের বাড়ীতে এলাম। একজন সিপাইকে পাঠিয়ে দিলাম পাতইউসকে সংবাদ দেয়ার জন্য। সংবাদ পেয়ে পাতইউস এল। সব শুনে চলে গেল পুলিশ সুপারের কাছে। ফিরল রাতে। তার কাছে শুনলাম, আমরা যখন গীর্জায় তখন পুলিশ আমাদের বাড়ীতে তল্লাশী নিয়েছে। ধরে নিয়ে গেছে আমাদের দুজন চাকরকে। আমরা ইরানী গোয়েন্দা এখন ওদের কাছ থেকে এ স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা চলছে।

আমি তখনি এম্ব্রোকেশের কাছে যেতে চাইলাম। পাতইউস বলল, তার কাছে গিয়ে কোন ফায়দা হবেনা। আমি তার সাথে দেখা করে এসেছি। তিনি বলেছেন, পুলিশের অনুসন্ধান শেষ না হলে তার কিছুই করার নেই। আমায় বললেন, বিক্ষুব্ধ লোকদের দূরে সরিয়ে রাখতে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার কিচ্ছু হবেনা। আমার সিপাইরা দিনরাত আপনার বাড়ী পাহারা দেবে।'

ঃ 'আমার চাকররা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে এন্ড্রোকেশকে একথা বলেননি?'

ঃ 'বলেছি। কিন্তু তিনি বললেন, ধর্মীয় ব্যাপার গীর্জার উপর ছেড়ে দেয়া হবে। গীর্জা ওদের ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিলে আমার কিছুই করার নেই।'

একবার ভাবলাম আববাকে সংবাদ দিই। আবার মনে হল তিনি তো আমাদের মতই অসহায়। আরো কয়েকটা দিন নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে গেল। বাইরে কি হচ্ছে কিছুই জানিনা। বাইরে উঁকি মারার অনুমতিও আমাদের ছিলনা।

দরজার প্রহরারত সিপাইরা আমাদের বাজার সেরে দিত। আমাদের বিরুদ্ধে একটা বড় ধরনের ষড়যন্ত্র চলছে এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। বেশ ক'দিন পাতইউস আমাদের কোন সংবাদ নেয়নি। সিপাইদের বললাম আববাকে সংবাদ পাঠাতে। ওরা সরাসরি অস্বীকার করল। একদিন বাসায় এলেন বিশপ এবং কজন পাদ্রী। আমাদের বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন। তারা জানতেন গীর্জা গুলোতে আমি মন ভরে দান করেছি। কিন্তু কথাবার্তায় মনে হল আমাদের ধর্ম সম্পর্কেই তারা সন্দেহ করছেন না বরং আমাদেরকে ইরানের গোয়েন্দা মনে করছেন।

রাগের বশে কি বলেছি জানিনা। বিশপ আমার উপর গীর্জা অবমাননার অপবাদ আরোপ করলেন। আমি তাঁর পায়ে পড়ে কাঁদতে থাকলাম। তিনি খানিকটা নরম হয়ে বললেন ঃ 'তোমাদের কথা বাদ দিলেও দু'জন ইরানী গোয়েন্দা তোমরা সাথে নিয়ে এসেছ। হয়ত তাদের তোমরা সন্দেহ করনি। কিন্তু ওরা আমাদের চোখে ধুলা দিতে পারেনি। নিরপরাধ প্রমান করতে চাইলে একটা বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আমরা তোমাদের শাস্তি দিতে আসিনি। এসেছি তোমাদের জন্য মুক্তির পথ খুলে দিতে। তোমার মেয়েকে পাদ্রী হবার অনুমতি দিলে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবেনা।' আমি বললামঃ ঈশ্বরের দোহাই, আমার চাকররা খৃষ্টান। ওরা গোয়েন্দা নয়।'

ঃ 'হতে পারে।' বিশপ বললেন। 'তবুও মানুষকে শান্ত করার জন্য ধর্মের প্রতি তোমার নিষ্ঠার প্রমান দিতে হবে। ফুসতিনাকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও।' আমি তার পায়ে পড়ে বললাম ঃ 'পবিত্র পিতা! ফুসতিনা আমার একমাত্র সন্তান। ওকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেবেননা।'

শেষ পর্যন্ত আমার দিক থেকে নিরাশ হয়ে ওরা ফুসতিনাকে বুঝাতে লাগল। ও ভয়ে জড়িয়ে ধরল আমায়। বিদায় বেলায় বিশপ আমায় শাসিয়ে বললেন, তোমরা গোমরা হয়ে গেছ। উত্তেজিত জনতা তোমাদের বাড়ীতে চড়াও হলে আমাদের কিছুই করার নেই। তখন সরকারও তোমায় রক্ষা করতে পারবেনা।'

এর সব কিছুই আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। রাতে হঠাৎ পাতইউস এসে হাজির। সে বলল, আমরা বিপদের মুখোমুখী। যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে আমার এক চাকরকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য সে দেয়নি। আরেক জনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এন্ড্রোকেশের ধারণা, চাকর আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে তার সুবিধা হবে। আমি তাকে বললাম ঃ 'চাকরটা মরে গেলেও আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেবেনা।'

ঃ 'তাতে কিছু আসে যায়না। পুলিশ মিথ্যা কথা বললে মৃত চাকররা উঠে তার প্রতিবাদ করবেনা। মন দিয়ে শুনুন। আপনাদের এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে। সে ব্যবস্থা আমি করেছি। একজন বিশপ তার গীর্জায় আপনাদেরকে আশ্রয় দেবে।'

ঃ 'বিশপ আজ সকালে এসে আমার মেয়েকে গীর্জার হাওলা করে দেয়ার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করেছে। যাবার বেলা আমায় শাসিয়ে গেছে।'

ঃ 'আমি তার সাথে দেখা করেছি। ভয় ডর দেখিয়ে বাধ্য করেছি আপনাকে আশ্রয় দেয়ার জন্য। কাল বিশপ আবার আসবে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাকে ব্যস্ত রাখবেন। সন্ধ্যার পর আপনারা তার সাথে গীর্জায় চলে যাবেন।

গীর্জাটা শহরের বাইরে। গীর্জাটা দূরে থাকতেই আপনাদের উপর আক্রমণ করা হবে। হামলাকারীদের দুজন ঘোড়ার পিঠে করে আপনাদের পৌছে দেবে একটা সরাইখানায়। সরাইখানার মালিক আমার বন্ধু। তাকে জরুরী নির্দেশ পাঠিয়ে দেয়া হবে। অন্যান্য লোকেরা বিশপ এবং পাদ্রীদেরকে অনেক দূরে রেখে আসবে। ওরা ফিরে এলে আমাদের কাজ হবে ভুল পথে আপনাদেরকে অনুসন্ধান করা। চাকরদের জন্য কিছুই করতে পারলামনা। আপনাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলে ওকে নিয়ে ভাবব। আগামী দিনের মধ্যেই আপনাদের এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। চাকর আপনাদের বিরুদ্ধে কিছু বললে, কোন পদক্ষেপ নিতে ওরা দেরী করবেনা। এন্ড্রোকেশের উপর ভরসা করা যায়না। সে যেমন ভীরু তেমনি অত্যাচারী। তা যাক। কাল বিশপ এলে আপনারা এক মূহুর্তও এখানে থাকবেননা।'

ঃ 'পথে কারা আমাদের উপর হামলা করবে?'

ঃ 'তা জেনে আপনার কি হবে। তবে তারা সৈনিকের ইউনিফর্মে থাকবেনা।'

পাতইউস চলে গেল। পরের রাতে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। বিশপ এবং তার সংগীদের অনেক্ষন থাকতে হল।

বিশপ বললেন ঃ 'আগামী দিন বৃষ্টি থামলে গীর্জায় যাব।' আমি বললাম ঃ 'উত্তেজিত জনতা আগামী দিন হয়ত আমাদের বাড়ী আক্রমন করে বসবে।'

আমরা রওনা করলাম। পথে মুখোশ পরা কজন লোক আমাদেরকে আক্রমণ করল। চোখের পলকে বিশপ এবং পাদ্রীদের হাত পা বেঁধে ঘোড়ায় তুলে নিল। তারা টু শব্দটি করলনা।'

আসেম দাড়াঁল। কিছু শুকনো ডাল আগুনে ফেলে বলল ঃ 'আমায় বিশ্বাস করেছেন এজন্য আমি কৃতার্থ। ভবিষ্যতে আমায় বিশ্বস্তই পাবেন। আপনারা এবার ঘুমিয়ে পড়ুন।'

ঃ 'আমার ঘুম আসছেনা। তুমি বরং ঘুমোও। দুপুরে মোটেও তোমার বিশ্রাম হয়নি।'

আসেম একটু সরে শুতে শুতে বলল ঃ 'অসুবিধা হলে আমায় জাগিয়ে দেবেন।'

গভীর রাত। ফুসতিনার ঘুম ভেংগে গেল। ইউসিবা পাশে বসে আগুন পোহাচ্ছিলেন।

ঃ 'আম্মা! আপনি এখনো ঘুমান নি?'

ঃ 'বেটি!' মায়ের কণ্ঠে ক্লান্তির আবেশ। 'এই বিজন মরুতে রাতে কমপক্ষে একজনের জেগে থাকাউচিৎ।'

ঃ 'আমি অনেক ঘুমিয়েছি। এবার আপনি শুয়ে পড়ুন।'

ইউসিবা শুয়ে পড়লেন। আগুনে আরো ক'খান শুকনো ডাল ফেলে ফুসতিনা বসে রইল পাশে।

ঃ 'মা, ও ঘুমাক। কিন্তু তোমার নিদ্রা এলে ওকে তুলে দিও।'

ঃ 'আপনি ঘুমানতো। আমার আর ঘুম আসবেনা।'

একটু পর ইউসিবা ঘুমিয়ে পড়লেন। ভয়ার্ত চোখে এদিক ওদিক চাইতে লাগল ফুসতিনা। রাতের স্তব্ধতা ছিঁড়ে কখনো ছুটে আসছিল নেকড়ের চিৎকার। ভয়ে এতটুকু হয়ে যেত ও। বুক ধড়ফড় করতো। আবার নেমে আসতো নীরবতা। ওর মনে হত পর্বতের আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসবে অসংখ্য দুশমন। এসেই হামলা করবে ওকে।

ও কখনো সাহস করে দাঁড়াত। বড় বড় চোখ মেলে তাকাত চার দিকে। বসে পড়ত আবার। নিশুতি রাতের নিঃসঙ্গ বিভীষিকা ওর গলা টিপে ধরত। তবুও আগুনের লাল আভায় আসেমের চেহারার দিকে দৃষ্টি পড়লে সকল ভয় মিলিয়ে যেত ওর। ও শৈশবে ইরানী চাকরদের কাছে শুনেছিল যে হিংস্র জন্তু আগুন দেখলে ভয় পায়। এজন্য আসেমের স্তুপ করা ডালপালা একটু পরপরই আগুনে ছুঁড়ে দিত। কিন্তু আরেক দুশ্চিন্তা গ্রাস করল ওকে। লকলকে অগ্নি শিখা তো অনেক দূর থেকে দেখা যেতে পারে।

হঠাৎ কান খাড়া করে সতর্ক হয়ে উঠল আসেমের ঘোড়া। পা দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগল। আর চি হি হি শব্দ জুড়ে দিল নাক দিয়ে। এরপর দ্বিতীয় ঘোড়াটাও চঞ্চল হয়ে উঠল। উৎকর্ন হয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগল ফুসতিনা। বায়ে পর্বত ঘেষে কি যেন একটা নড়ে চড়ে উঠল। স্তব্ধ হয়ে গেল ওর রক্ত সঞ্চালন। কিন্তু মূহুর্তের জন্য। প্রতিরোধ শক্তি জেগে উঠল ওর ভেতরে। ও হামাগুড়ি দিয়ে আসেমের দিকে এগোতে লাগল। ওর ভয় কম্পিত হাত দুটো আঁকড়ে ধরল আসেমের বাহু। চমকে চোখ খুলল আসেম। কোন দিকে না তাকিয়েই তরবারী হাতে দাঁড়িয়ে গেল।

ঃ 'নেকড়ে নেকড়ে।' পাহাড়ের দিকে আঙ্গুল তুলে বলল ফুসতিনা।

পর্বতের দিকে তাকাল আসেম। এরপর শান্ত কণ্ঠে বললঃ 'আপনি তো আমায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। আমিতো ভেবেছি দুশমন এসে গেছে।'

ফুসতিনা তাড়াতাড়ি ধনু আসেমের দিকে এগিয়ে ধরে বলল ঃ 'আপনি নেকড়ে গুলো দেখতে পাচ্ছেননা? ওই ঝোপের একেবারে নিকটে।'

আসেম তীর ধনু না নিয়ে ছোট একটুকরো কাঠ তুলে পর্বতের দিকে ছুঁড়ে মারল।

ঃ 'ওরা পালিয়ে গেছে। এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোনগে।'

ফুসতিনা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল ঃ 'আপনি ভাবছেন ওগুলো নেকড়ে নয়? ঘোড়া গুলো এখনো ভয়ে চিহি চিহি করছে।'

ঃ 'ও গুলো নেকড়েই ছিল। তবে মাত্র দু'টো।'

ঃ 'পাহাড়ের ওপাশে আরো আছে। আগুন দেখে ওরা আক্রমন করেনি। কিন্তু আমি যে সব কাঠ শেষ করে ফেলেছি।'

আসেম চঞ্চল হয়ে বলল ঃ 'আপনি রাতভর জেগেছিলেন?'

ঃ 'না, আমি অনেক ঘুমিয়েছি। জেগে দেখি আম্মা বসে আছেন। আমি বসে তাকে শুইয়ে দিয়েছি।' আসেম আকাশের দিকে চাইল। এরপর ফুসতিনার দিকে তাকিয়ে বললঃ 'রাত প্রায় শেষ। কিছুক্ষনের মধ্যে আমাদের রওনা করতে হবে। ও বললঃ 'আপনার কি দৃঢ় বিশ্বাস, নেকড়ে গুলো একত্রিত হয়ে আমাদেরকে আক্রমন করবেনা?'

আসেম আগুনের পাশে বসতে বসতে বললঃ 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। বনের সব নেকড়ে এলেও আমি আপনার হেফাজত করতে পারব।' কিছুটা আশ্বস্ত হল ফুসতিনা। আসেমের পাশে বসে বললঃ 'আপনি কখনো নেকড়ের সাথে লড়াই করেছেন।'

ঃ 'না' আজো সে সুযোগ হয়নি।'

ঃ 'কোন মানুষের সাথে লড়েছেন।'

ঃ 'হ্যা। কিন্তু আমি খুন পিপাসু নই।' আমি কেবল সে সব মানুষকে ঘৃণাকরি যারা অপরের রক্তের গন্ধে মাতাল হয়ে ওঠে।' কি যেন ভাবলো ফুসতিনা। এর পর বললঃ 'আপনি যখন ঘুমিয়ে ছিলেন আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, এন্তোকেশের লোকেরা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের ঘেরাও করে ফেলবে। আমি ভাবছিলাম পনর বিশজন লোক আচমকা আক্রমন করলে আপনি কি করতে পারবেন।'

ঃ 'আপনি হয়ত ভেবেছেন আমি পালিয়ে যাবো।'

সরাসরি চোখে চোখ রেখে ফুসতিনা বললঃ 'আমি ভাবছিলাম, গতকালও যে আরব যুবকের সাথে আমাদের পরিচয় ছিলনা, সে কেন আমাদের জন্য ঝুঁকি গ্রহন করবে।'

ঃ 'আমার জীবন কারো কাজে আসতে পারে, কাল এ উপলব্ধি আমার ছিলনা।' আসেমের ভারাক্রান্ত কণ্ঠ।

ঃ 'আপনাকে দেখে মনে হয় আমাদের মত আপনার জীবনের উপর দিয়েও কোন ঝড় বয়ে গেছে।' আসেমের মনে হল দুজনার মাঝের অপরিচিতির দেয়াল ধ্বসে যাচ্ছে। মনে মনে শিউরে উঠল ও।

ঃ 'আমার মনে হয় সূর্যোদয়ের পূর্বে কয়েক মাইল এগিয়ে যেতে পারলে ভাল হয়। ঘোড়াগুলো ক্ষুধার্ত। দানাপানি পাওয়া যায় আমাদেরকে এমন কোন জায়গায় চলে যাওয়া উচিৎ। আপনার আম্মাকে জাগিয়ে দিন। আমরা জেরুজালেম থেকে যত দূরে যাব ততই নিরাপদে থাকব।'

সূর্য ওঠার ঘন্টা খানেক পর ওরা এক পাথুরে ময়দান অতিক্রম করছিল। বায়ে ছোট্ট ছোট্ট পর্বত শ্রেনী। আসেমের শক্ত সামর্থ ঘোড়া ক্ষুধার্ত হয়েও মাথা উঁচিয়ে হাঁটছিল। ফুসতিনার ঘোড়াও চলছিল তার সাথে। কিন্তু ইউসিবা ছিলেন কয়েক কদম পেছনে। তার ঘোড়ার গতি ধীরে ধীরে কমে আসছিল। এক পাহাড়ের কোলে এসে থামল আসেম। ঘোড়া থেকে নেমে চূড়ায় উঠেগেল। উপরে দাঁড়িয়ে ওপাশটা দেখে আবার ফিরে এসে ঘোড়ার চড়ে বলল ঃ 'আমরা সড়কের খুব কাছাকাছি রয়েছি। আরেকটু গেলেই একটা গ্রাম পাবো।'

ঃ 'আমার ঘোড়া আর পারছেনা। এখানে খানিকটা জিরিয়ে নিলে ভাল হয়না।'

ঃ 'না, এখানে ওদের ক্ষুধা দূর করতে পারবনা।'

নিঃশব্দে এগিয়ে চলল ওরা। নীরবতা ভেঙ্গে ইউসিবা বললেনঃ 'গ্রাম এখনো আসেনি।'

ঃ 'গ্রাম পেছনে ফেলে এসেছি। আমাদেরকে আরো একটু এগিয়ে যেতে হবে।'

ঃ'গ্রামেথামবেননা।'

ঃ 'আপনাদেরকে নিরাপদ স্থানে রেখে আগে আমি একা গ্রামে যাব।'

ফুসতিনা বললঃ'এই মাত্র বললেন গ্রাম ফেলে এসেছি?'

ঃ 'তাতে কি হল। গ্রামবাসী যেন মনে করে আমরা জেরুজালেম নয় বরং দামেশক থেকে এসেছি। তাতে আমাদের কোন সন্দেহ করবে না।' আরেকটু এগিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো আসেম। ঝোপের সাথে ঘোড়া বেঁধে বললঃ 'আপনাদের ঘোড়াও এখানে নিয়ে আসুন। আপনারা বসুন, আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসার চেষ্টা করবো। আপনাদের একা রেখে যেতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু সাথে নেয়াও বিপদজনক। কোন কারনে আমার দেরী হলে আপনারা সামনের গাঁয়ে গিয়ে অপেক্ষা করবেন। আপনাদের ঘোড়া ক্লান্ত। এজন্য আমারটা থাকলো। ও আরবের আবহাওয়ায় লালিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও আপনাদেরকে ধোকা দেবেনা। ঘোড়ার সাথে ঝুলান ব্যাগে কিছু খাবার এবং মশকে সামান্য পানি আছে। আমার ফিরে আসা পর্যন্ত আগামী সফরের জন্য সম্পুর্ন প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। সামনের গ্রামে তাজাদম ঘোড়া পেলে দুপুরের পুর্বে কোথাও থামবনা।' ফুসতিনা এবং তার মা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। আসেম দ্রুত চুড়ায় উঠতে লাগল। কি মনে করে হঠাৎ ইউসিবার দিকে তার তুনীর ছুড়ে দিয়ে বললঃ

'আপনি নাকি তীর চালাতে জানেন। এজন্য এগুলি রেখে গেলাম। আমরা আরবরা সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে গেলে কমপক্ষে একটা দুশমন সাথে নিয়ে মরি।' ইউসিবা কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু দ্রুত পাহাড়ের আড়াল হয়ে গেল আসেম।

সড়কের পাশে একটা পুরনো সরাইখানা। সরাইখানার সামনে খোলামেলা চত্বর। ওখানে শ'খানেক নারী পুরুষ। কেউ চাটাইতে বসে খানা খাচ্ছিল। অন্যরা ঝগড়া করছিল সরাইখানার মালিকের সাথে। চত্বরের এক দিকে ছাপরার নিচে সাতটা ঘোড়া বাঁধা। অন্যদিকে কয়েকটা উট বসে বসে জাবর কাটছিল। সড়ক থেকে নেমে চত্বরে প্রবেশ করল আসেম। তাকে রোমান অফিসার ভেবে লোকেরা তার চারপাশে ভীড় জমাল। একব্যক্তি অনুযোগের স্বরে বললঃ 'দেখুনতো, আমাদের ছেলেমেয়েগুলো ক্ষুধায় কেমন করছে, সরাইখানার মালিক ওদের খাবার দিচ্ছেনা। লোকটা ইহুদী। আপনি ওকে একটু বলুন তো।'

বিশাল ভুঁড়ি দুলিয়ে এগিয়ে এল সরাইখানার মালিক। আসেমের সামনে এসে গলা ফাটিয়ে বললঃ 'হুজুর! আমি ইহুদী নই, একজন খৃষ্টান। ওদের বললাম যে দুটি কাফেলা এখান দিয়ে যাবার সময় বাসী খাবার পর্যন্ত খেয়ে গেছে। একটু দেরী করলে ওদের রুটি তৈরী করে দিতে পারি। কিন্তু ওরা কথাই শুনতে চাইছেনা।'

হট্টগোলকারীদের দিকে তাকিয়ে আসেম বললঃ 'তোমরা ক'মিনিট সবুর কর। তোমরা কি চাও এ লোকটা ব্যবসা গুটিয়ে চলে যাক?'

কথার চেয়ে আসেমের পোশাক দেখে ওরা এদিক ওদিক সরে গেল। সরাইখানার মালিক স্বস্থির শ্বাস টেনে বললঃ 'ইরানী গোয়েন্দাদের কোন সংবাদ পেলেন?'

ঃ 'কোন ইরানী গোয়েন্দা!' উৎকন্ঠা গোপন করে আসেম প্রশ্ন করল।

সরাইখানার মালিক গভীর দৃষ্টিতে আসেমের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'মাফ করুন। সকাল থেকে যারা গ্রামের প্রতিটি ঘরে তল্লাশী নিচ্ছে আমি ভেবেছিলাম আপনিও তাদের সাথে।'

শুকনো ঠোঁটে জিহবা বুলিয়ে আসেম বললঃ 'কারা তল্লাশী নিচ্ছে?'

ঃ 'ওরা জেরুজালেম থেকে এসেছে। ওখানে দুজন মহিলা গোয়েন্দাগিরী করত। ওরা এদিকে পালিয়ে এসেছে। সাথে রয়েছে একজন রোমান অফিসার।'

ঃ 'আশ্চর্য! গ্রামবাসীরা গোয়েন্দাদের আশ্রয় দেয়ার সাহস কোথায় পেল?'

ঃ 'গ্রামের লোকেরা গাদ্দার নয়। কিন্তু ওরা আমাদের কথা না শুনে সরাইখানা তল্লাশী নিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেছে।'

ঃ 'ওরা কজন।'

ঃ 'ওরা পাঁচজন। যাবার সময় বলে গেছে যে, মেয়ে দু'টোকে পাওয়া না গেলে গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেবে। আপনি কোথেকে এসেছেন।'

ঃ 'দামেশক থেকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমায় জেরুজালেম পৌঁছতে হবে। পেছনে আমার ঘোড়াটা মরে গেছে। এদ্দুর হেঁটে এসেছি। এমূহুর্তে একটা তাজাদম ঘোড়া জরুরী।'

ঃ 'আমার কাছে দুটা ঘোড়া ছিল। জেরুজালেমের সিপাইরা ওগুলো নিজের জন্য রেখে গেছে। ওদের রাজি করাতে পারলে আমার আপত্তি নেই। দেখুন, এ ধুসর ঘোড়াটা কত সুন্দর।'

ঃ 'ওরা ইরানী গোয়েন্দাদের পিছু নিয়ে থাকলে মাঝে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা ঠিক হবেনা। আমার জন্য একটা উটের ব্যবস্থা কর। আমি জেরুজালেমের গভর্নরের কাছে এক জরুরী পয়গাম নিয়ে যাচ্ছি। সামনের বস্তিতে ঘোড়া পেলে তোমার উট রেখে যাব। এ জন্য তুমি উপযুক্ত মূল্য পাবে।'

ঃ 'উটগুলো এসব মুসাফিরদের। সিপাইরা ওগুলোও নিয়ে গেছে। ওরা কিছুক্ষনের মধ্যেই ফিরে আসবে। আপনি বরং ওদের সাথেই কথা বলুন। কিছু মনে না করলে একটা প্রশ্ন করব।'

ঃ'বল।'

ঃ 'ইরানীরা নাকি দামেশক আক্রমন করেছে।'

এক বুড়ো বললঃ'হ্যাঁ, ভাল কথা, রোমান ফৌজ কি পারবে দামেশকের হেফাজত করতে?'

ঃ 'যে কোন মূল্যে দামেশক রক্ষা করা হবে। অত চিন্তার কারন নেই। দামেশক থেকে অনেক দূরেই ওদের গতি রুদ্ধ হবে।'

এক যুবক এগিয়ে এল।ঃ 'জনাব' আমি দামেশক থেকে এসেছি। লোকদের আর কত দিন মিথ্যে প্রবোধ দেবেন?' লোকজন এসে আসেমের চার পাশে জমা হতে লাগল। আসেম বললঃ 'গুজব ছড়ানো কত বড় অপরাধ তা জান?'

ঃ 'তা আমরা জানি।' আরেক ব্যক্তি এগিয়ে বলল। 'কিন্তু সত্য লুকালে মানুষ গুজবকেই বিশ্বাস করে।' আসেম সটকে পড়তে চাইছিল। ভেতরে এসে ঢুকল পাঁচজন সশস্ত্র সিপাই। প্রমাদ গুনল আসেম। কিন্তু সুখের বিষয় ওরা সবাই সিরীয়। অফিসার গোছের একজন এগিয়ে আসেমকে সালাম করে বললঃ 'আপনি কোথেকে এসেছেন?'

ঃ'দামেশকথেকে।'

ঃ'কখন পৌছেছেন?'

ঃ'এইমাত্র।'

ঃ 'পথে একজন রোমান অফিসারের সাথে দুজন মহিলা দেখেছেন?'

ঃ 'রাতে কয়েকটা কাফেলার সাথেই দেখা হয়েছে। কিন্তু আপনারা যাদের কথা বলছেন ওরা ওদের সাথে ছিল কিনা বলতে পারছিনা।'

ঃ 'আমি যাদের কথা বলছি ওরা জেরুজালেম থেকে দামেশকে যাচ্ছে।'

ঃ 'রাতে দামেশকগামী কোন কাফেলা আমার চোখে পড়েনি। সকালেও কোন মহিলাকে ওদিকে যেতে দেখিনি। পথে আমার ঘোড়াটা মরে গেছে। পায়দল এখানে পৌঁছেছি। দামেশকের সিপাহসালারের এক গুরুত্বপূর্ন পয়গাম নিয়ে জেরুজালেম যাচ্ছি। এখন আমার একটা ঘোড়া

দরকার।' সিরীয় অফিসারের চোখে সন্দেহের দোলা লাগল।ঃ 'দামেশক থেকে আপনি একাই আসছেন?' অফিসার প্রশ্ন করল।

ঃ'হ্যাঁ।'

ঃ 'পথের কোথাও থেমেছিলেন?'

ঃনা।'

এবার সিরীয় অফিসার আসেমের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলঃ 'কি আশ্চর্য। মাইল চারেক পেছনে আমাদের চৌকি। আট দশটা ঘোড়া ওখানে সবসময়ই থাকে। অথচ আপনি এখানে এসে সাহায্যচাইছেন।'

ওর গলায় যেন ফাঁস পড়িয়ে দেয়া হল। তবুও উৎকণ্ঠা চেপে বললঃ 'আপনি হয়ত জানেন না যে চৌকির সিপাইদের দামেশক ডেকে পাঠান হয়েছে।'

এক ব্যক্তি এগিয়ে এল। ঃ 'গত সন্ধ্যায় ওপথে আসার সময় সিপাইদের ওখানে দেখেছি।' সিরীয় অফিসার আসেমের দিকে প্রশ্নমাখা দৃষ্টি ছুঁড়ল।

ঃ 'পথে ওদের সাথে আমার মাঝরাতে দেখা হয়েছে।' আমার ঘোড়াটা মরে যাবে জানলে ওদের একটা নিয়ে নিতাম।'

স্মিত হেসে বলল আসেমঃ 'তখন কি জানতাম সবগুলো ঘোড়া ওরা সাথে নিয়ে গেছে।'

সিরীয় অফিসারকে আশ্বস্ত মনে হল। কিন্তু আসেমের মন বলছিল তার সন্দেহ দূর হয়নি। সরাইখানার মালিক জিজ্ঞেস করলঃ 'খাবারের ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি ?'

ঃ 'তৈরী হলে নিয়ে এস।' বলল সিরীয় অফিসার ।

ঃ 'খাবার তো তৈরী। এখানে লোকজন আপনাকে বিরক্ত করবে। ভেতরে আসুন।'

সিরীয় অফিসার আসেমকে বলল ঃ 'সম্ভবত আপনিও খাননি । আসুন। খাওয়া দাওয়া সেরে আপনার সফরের বন্দোবস্ত করা যাবে।'

ওরা কক্ষের দরোজায় এল। সিরীয় অফিসার একজন সিপাইকে ডেকে কানে কানে কি যেন বলল। সিপাইটি ছুটে গেল ছাপরার নীচে। একটা ঘোড়ায় চড়ে মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল।

খানিক পূর্বেও আসেম ভেবেছিল এরা চলে গেলে ফুসতিনা এবং তার মা নির্ঝঞ্ঝাটে দামেশক চলে যেতে পারবে। এজন্য ও জেরুজালেম যাবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু সিপাইকে কোথাও যেতে দেখে ও চঞ্চল হয়ে উঠল। চৌকির অবস্থা দেখতে গেলে এখনি ফিরে আসবে। হয়ত চৌকির সিপাইরাও আসবে তার সাথে! তখন ফুসতিনা এবং তার মাকে খুঁজে বের করবেই। আমি যে রোমান অফিসার নই তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তাহলে আমি এখন কি করব? আমার কি করা উচিৎ?'

চাকর টেবিলে খাবার রেখে গেল। আসেমের ক্ষুধা মরে গেছে। তবু ওদের দেখানোর জন্য খাওয়া শুরু করল।

সিরীয় অফিসার বলল ঃ'আমরা দামেশকের ব্যাপারে বিভিন্ন সংবাদ শুনে আসছি। কয়েকদিন পূর্বে শুনেছি আমাদের ফৌজ শহরের বাইরে গিয়ে মোকাবিলা করবে। এখন গুজব রটেছে যে ইরানীরা শহরে হামলা করে দিয়েছে। আপনি তো নিশ্চই সঠিক সংবাদ দিতে পারবেন।'

ঃ 'আপনারা জেনে রাখুন যে দামেশকে ইরানীরা চরম ভাবে পরাজিত হবে।'

সিরীয় অফিসার আসেমের মুখের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'আমরা যে দু'জন মহিলাকে খুঁজছি ওরা ইরানী গুপ্তচর। আমরা সংবাদ পেয়েছি এক রোমান অফিসার ওদের সাথে রয়েছে। কিন্তু কোথায় যে গা ঢাকা দিল। সম্ভবত ওদের পেছনে রেখে এসেছি। আমরা একজনকে সামনে পাঠিয়ে দিয়েছি। সামনে গিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে।'

ঃ 'আপনারা কবে থেকে ওদের খুঁজছেন।'

ঃ 'গতদিন থেকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম করিনি। জেরুজালেমের সৈন্যরা আলরফীমের পথে খুঁজছে। কিন্তু গভর্নরের সন্দেহ, ওরা দামেশকের পথে এসেছে। ভেবেছিলাম পথের কোথাও লুকিয়ে থাকবে। কিন্তু দামেশক থেকে আসা কজন সিপাই বলল, ওরা দু'জন মহিলাকে একজন রোমান অফিসারের সাথে দেখেছে। আমি পেছনে রেখে এসেছি দশজন। ওরা আশেপাশের সব কয়টা গ্রামে তল্লাশী নিচ্ছে। সামনের চৌকির সংবাদ নিয়ে সিপাইটা ফিরে এলেই আমরা ফিরে যাব। সত্যিই কি পেছনের চৌকিতে কেউ নেই।'

দু'চার ব্যক্তির থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু কোন ঘোড়া ছিলনা। হঠাৎ বাইরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। কিছুক্ষনের মধ্যে একটু পূর্বের সিপাইটি এগিয়ে এল। ভীড়ের কাছে এসে সর্বশক্তি দিয়ে ঘোড়ার বলগা টেনে ধরল। ঘোড়া থেকে নেমে সিপাইটি চিৎকার দিয়ে বলল ঃ 'বরবাদ হয়ে গেছে। গজব হয়ে গেছে। দামেশকে ঢুকে পড়েছে ইরানী ফৌজ।'

কিছুক্ষন অফিসারের মুখে কোন কথা ফুটলনা। এরপর দাঁড়িয়ে সিপাইকে প্রশ্ন করলঃ 'পেছনের চৌকি থেকে এত জলদি ফিরে এসেছ?'

ঃ 'ওখানে যাইনি। পথে একদল সৈন্যের সাথে দেখা। ওদের কাছে এ সংবাদ শুনেছি। তাদের পিছনে ফেলে আমি তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি।'

ঃ 'তুমি চৌকিতে যাওনি কেন?'

ঃ 'ইরানীরা দামেশকে ঢুকে পড়েছে, আপনার কাছে এর বুঝি কোন গুরুত্ব নেই। ওখানে নির্বিচারে গনহত্যা চলছে।'

মুহূর্তের মধ্যে আঙ্গিনার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত এ দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। উৎকণ্ঠিত জনতা ছুটে এল ভেতরে । হঠাৎ ক্ষুরের শব্দের সাথে ভেসে এল রথের চাকার ঘর্ঘর শব্দ। কেউ চিৎকার দিয়ে বললঃ 'ফৌজ আসছে, ফৌজ আসছে।' একসঙ্গে সবাই ছুটে গেল সড়কের দিকে।

সিরীয় অফিসার কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। তাকে অনুসরন করল আসেম। অপাঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে অফিসার সড়কে ছুটে এল। এদিক ওদিক চাইল আসেম। আঙ্গিনা জনশূন্য। লোকজনের

দৃষ্টি দামেশকের পথের দিকে নিবদ্ধ। আসেম সড়কের দিকে এগিয়ে গেল কয়েক পা। হঠাৎ ফিরে এল ছাপরার নীচে। সড়কের কেউ এদিকে তাকাচ্ছেনা। ধুসর ঘোড়ার সাথে আরো দুটো ঘোড়ার রশি কেটে ছাপরার পেছন দিয়ে বেরিয়ে এল।

আশপাশের বাড়ী থেকে তখনো লোকজন সড়কের দিকে যাচ্ছিল। কেউ তার দিকে তাকালনা। এক মহিলা ইঙ্গিতে তাকে থামাতে চাইল। আসেম দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

ওদিকে ঘটল আরেক ঘটনা। সিরীয় অফিসার দু'হাত উপরে তুলে সড়কের মাঝে গিয়ে দাঁড়াল। সামনের রথে এক বিশাল দেহী রোমান। সর্বশক্তি দিয়ে ঘোড়ার বলগা টেনে ধরল সে। অফিসারটি তাকে সালাম করে বললঃ 'দামেশকের খবর কি?'

ঃ 'কি বলছ?' রাগে ঠোঁট কামড়ে বলল সে।

ঃ 'এই মাত্র একটা দুঃসংবাদ শুনলাম।'

ঃ 'শুনে থাকলে পথে দাঁড়িয়ে আমাদের সময় নষ্ট করছ কেন?'

ঃ 'পেছনের চৌকির সিপাইরা কি দামেশক চলে গেছে!'

এবার তার ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে গেল। ছেড়ে দিল ঘোড়ার বাগ। মুহূর্তের মধ্যে হাওয়ায় ভেসে চলল আটটা রথ। দর্শকরা অফিসারের পাশে জমায়েত হতে লাগল। এদিক ওদিক চাইল সে । এরপর চিৎকার দিয়ে বললঃ 'সে কোথায়? কোথায় সেই রোমান?'

তার এক সংগী বলল ঃ 'এতক্ষণ তো এখানেই ছিল।'

ভীড় ঠেলে সরাইখানার দিকে ছুটল অফিসার। প্রথমে অঙ্গিনার আশপাশটা দেখল। এরপর ভেতরে ঢুকে গলা ফাটিয়ে বলল ঃ 'ওকে ধরো। ও যদি পালিয়ে যায় তবে তোমাদের চামড়া তুলে ফেলব।'

সরাইখানার মালিক ছুটে গেল ছাপরার কাছে। মাথায় হাত দিয়ে বলল ঃ 'হায়, হায়! সে আমার ধুসর ঘোড়াটা নিয়ে গেছে।'

অফিসার তাড়াতাড়ি একটা ঘোড়ার রশি খুলতে খুলতে বলল ঃ'ও বেশী দূর যেতে পারেনি। তার সংগীরা আশপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে। ও নিশ্চয়ই মহিলাদের সঙ্গী। তোমরা জলদি ঘোড়ায় উঠে বস।'

এক ব্যাক্তি বললঃ 'ধুসর ঘোড়ার সওয়ার ওদিকে যাচ্ছে।'

ঃ 'আমিও তাকে দেখেছি।' আরেকজন বলল। 'কিন্তু সে তো একজন রোমান অফিসার।'

ঃ 'আরে বেওকুফ, সে রোমান নয়।' বলে লাফ মেরে ঘোড়ায় উঠে বসল অফিসার।

সীমাহীন পেরেশানী নিয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়েছিলেন ইউসিবা। ঃ'ফুসতিনা, ও অনেক দেরী করে ফেলল। বলতো এখন আমরা কি করি?'

ঃ 'আম্মা, আমার আশংকা হচ্ছে ও আবার ধরা পড়ল নাকি?'

ঃ 'আমাদেরকে দেরী না করার জন্য ও বার বার বলে গেছে।'

ঃ 'আপনি নিজেইতো বুঝেন ওকে ছাড়া আমরা সফর করতে পারবনা।'

ঃ 'আল্লাহরে ফুসতিনা ও আমাদের ধোকা দেয়নি তো?'

ঃ 'নিজের ঘোড়াটা এখানে রেখে গেছে। এরপরও কি তাকে অবিশ্বাস করা যায়?'

ঃ 'না, তাকে অবিশ্বাস করছিনা। কিন্তু ধরা পড়লে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে যদি আমাদের কথা বের করে ফেলে। আমাদের জন্য জীবন খোয়াবে তার জন্য এমন কিইবা আমরা করেছি।'

ঃ 'আম্মা! আমার মন বলছে ও আমাদের সাথে প্রতারণা করবেনা। বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। তাকে দেখে বার বার আমার মনে হয়েছে, আমার ভাই হলেও এতটা বিশ্বাস করতে পারতাম না। আমি আবার চূড়ায় উঠে দেখি।' বলে ফুসতিনা দাঁড়িয়ে গেল।

ঃ 'একটু সতর্ক থেকো। ওপাশ থেকে কেউ দেখে ফেললেই বিপদ। দাঁড়াও, আমিও তোমার সাথেযাব।'

তীর তূনীর তুলে নিলেন ইউসিবা। মা মেয়ে দু জন চূড়ায় উঠে পাথরের আড়াল থেকে ওপাশে চাইতে লাগল। প্রায় আধমাইল দূরে ভেড়ার পাল নিয়ে যাচ্ছে দুজন রাখাল । সড়ক যেখানে মোড় নেয়েছে ওখানে দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাফেলা। একটু গিয়ে ওরা হারিয়ে যাচ্ছে বৃক্ষেরআড়ালে।

ওরা স্থির চোখে তাকিয়ে রইল অনেক্ষন। অবশেষে ইউসিবা বললঃ 'ফুসতিনা, ও না এলে আমাদের ক্ষুধার্ত ঘোড়াগুলো বেশী দূর যেতে পারবেনা। বাম দিকে ইশারা করে ফুসতিনা চেচিয়ে উঠলঃ 'আম্মা, ঐ যে এক সওয়ার আসছে। দুশমন সম্ভবত আমাদের খোঁজ পেয়েছে। এর পেছনে নিশ্চয়ই অনেক সৈন্য আসছে।' ইউসিবার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভারাক্রান্ত কণ্ঠে তিনি বললেনঃ 'কই, আমার তো কিছুই নজরে আসছেনা।'

ঃ 'ওই গাছের ফাঁকে দেখুন। সোজা এদিকেই আসছে।'

ইউসিবা চিৎকার দিয়ে বললঃ 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐযে এদিকেই আসছে।'

ঃ 'সে হয়ত ওদের বলে দিয়েছে। আমার কথা শোন । তুমি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যাও। ও বলেছিল তার ঘোড়ার নাকি শক্ত প্রাণ। এখন পালালেও ইজ্জত বাঁচাতে পারবে। আমি ওদের বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করব। যদি ওরা সংখ্যায় বেশী হয় তবু ও দু'টো তীর কাজে লাগাতে পারব।'

ঃ 'আম্মা! আপনি কি করে ভাবতে পারলেন আপনাকে রেখে আমি পালিয়ে যাব!'

ঃ 'জলদি কর ফুসতিনা। বাড়ী পৌছুতে পারলে কমপক্ষে আমার ব্যাপারেও কিছু করার সুযোগপাবে।'

ফুসতিনা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে মায়ের আবদার শুনল। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললঃ 'দেখুন আম্মা। ওইযে ও আসছে। ও বেঁচে আছে আম্মা। আমাদের সাথে প্রতারণা করেনি। দু'জন অসহায় মেয়ের সাথে ও প্রতারণা করতে পারেনা।' কিছুক্ষণের মধ্যে টিলার কাছে চলে এল আসেম। তীব্র গতিতে ছুটে আসছে ও। সামনে এক কঠিন চড়াই। বার বার ঘোড়ার পা ফসকে যাচ্ছে।

লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল আসেম। বলগা হাতে নিয়ে দৌড়ানো শুরু করল। পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল ফুসতিনা। চিৎকার দিয়ে আসেম বললঃ 'সরে যাও ফুসতিনা। ওরা আসছে।'

ভয় পেয়ে পিছিয়ে এল ফুসতিনা। পাথরের আড়ালে বসে চাইতে লাগল পথের দিকে। হঠাৎ স্তব্ধ বিস্ময়ে থ'হয়ে গেল ও। সারা শরীরে খেলে গেল ভয়ের শিহরন। বৃক্ষের আড়াল থেকে ক'জন সওয়ার বেরিয়ে আসছে। ইউসিবা বললেনঃ 'এখনো সময় আছে তুমি পালিয়ে যাও।'

কিন্তু ও বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করে বললঃ 'আম্মা, এখন আমি আর কাউকে ভয় পাইনা।' আসেম চূড়ায় উঠে এল। ঘোড়ার বাগ ফুসতিনার দিকে এগিয়ে ধরে বলল ঃ 'তোমার আম্মা সহ এক্ষুনি নীচে চলে যাও।'

ফুসতিনা এগিয়ে ঘোড়ার বলগা তুলে নিল। ইউসিবার হাত থেকে তীর ধনু নিতে নিতে আসেম বললঃ 'আপনারা জলদি পালান। এর সাথে আমার ঘোড়াটাও নিয়ে যাবেন। পাহাড়ের কোল ঘেষে মাইল কানেক এগিয়ে গেলে পাবেন দামেশকের সড়ক। আমার বিশ্বাস এরপর কেউ আপনাদের ধাওয়া করবেনা। ইরানীরা দামেশক দখল করে নিয়েছে। পথে যাদের দেখবেন, ওরা জীবন বাঁচানোর ফিকিরে ব্যস্ত থাকবে। আমি খুব শীঘ্র চলে আসব। কিন্তু আপনারা আমার অপেক্ষা করবেননা। অনুসরনকারীরা সামনে যায়নি। আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি যে, এ পাঁচজনের একজনও আপনাদের পিছু নেবেনা।'

ফুসতিনাকে তার মা হাত ধরে টানতে লাগলেন। অশ্রু ছলছল চোখে আসেমের দিকে তাকিয়ে ও বললঃ 'আপনি একা পাঁচ জনের মোকাবিলা করবেন?'

ঃ 'আমার চিন্তা করোনা। আমার তূনীর তীরে ভরা। আমি চাই ওরা যেন তোমাদের দিকে দৃষ্টি দিতে না পারে। আমার বিশ্বাস, কুদরত তোমাদেরকে এসব নেকড়ের হাত থেকে রক্ষা করবেন। ঘোড়ার দরকার ছিল, নিয়ে এসেছি। আমার ঘোড়া ক্ষুধার্ত, দানা পানির ব্যবস্থা হয়ে গেছে। টাকা পয়সার দরকার হলে আমার ব্যাগে তাও আছে। এখন আর দেরী করবেননা।'

অশ্রু মুছে মায়ের সাথে হাঁটা দিল ফুসতিনা। আসেম তীর তূনীর পাথরের আড়ে রেখে দিল। কায়েকপা এগিয়ে গলা বাড়িয়ে চাইতে লাগল টিলার অপর দিকে। সওয়ার পাঁচজন নীচে এসে থামল। এরপর অর্ধবৃত্তের আকারে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল। সিরীয় অফিসারটি বুলন্দ আওয়াজে বলল ঃ 'এবার তুমি বাঁচতে পারবেনা। আমরা জানি ইরানের গুপ্তচর তোমার সাথে রয়েছে। এদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করলে তোমায় ছেড়ে দেব।'

আসেম জবাব দিল ঃ 'থিউডসিসের মেয়ে এবং তার নাতনীকে ইরানী গুপ্তচরের অপবাদ দিতে তোমাদের লজ্জা করলনা।'

ঃ 'মহিলার স্বামী এক ইরানী। ওরা গুপ্তচর না হলেও আমরা কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারবনা। আমরা শুধু জেরুজালেমের গভর্নরের হুকুম তামীল করছি।'

ঃ 'বাড়ী ফিরে নিজের চিন্তা কর। ইরানীরা দামেশক দখল করেছে শুননি ? জেরুজালেম পৌঁছতে ওদের সময় লাগবেনা।' সিরীয়টি চেঁচিয়ে উঠল ঃ'তুমি গাদ্দার। তোমার শাস্তি মৃত্যু।'

ঃ 'আমার চাইতে মৃত্যু তোমাদের বেশী নিকটে।'

আস্তে নীচের দিকে একটা ভারী পাথর ঠেলে দিল আসেম। পিছু সরে বসে পড়ল অন্য একটা পাথরের আড়ালে। তুলে নিল তীর ধনু। নীচ থেকে আওয়াজ এল ঃ 'পাথর দিয়ে তীরের মোকাবিলা করতে পারবেনা। মহিলাদের সসম্মানে জেরুজালেম পৌঁছাতে চাইলে তরবারী ফেলে নীচে চলে এসো। আর নয়তো ইরানীরা ইস্তাকিয়ার মেয়েদের সাথে যে ব্যবহার করেছে আমরাও তাদের সাথে তেমন ব্যবহার করব।'

আসেম দাঁড়িয়ে চূড়ার অন্য দিকে চাইল। ফুসতিনা এবং তার মা প্রায় তিন শতগজ দূরে চলে গেছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল আক্রমন কারীদের দিকে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে ওরা। আসেম পরপর কয়েকটা পাথর ছুঁড়ে মারল। এরপর তীর ধনু তুলে বড় এক পাথরের চাইয়ের পেছনে বসে পড়ল।

এখান থেকে সবাইকে দেখা যাচ্ছে। ওরা সোজা না এসে ডানে বাঁয়ে করে উপরে উঠছে। বায়ের দু'জন প্রায় চাইটার কাছে চলে এসেছে। আচম্বিত শাঁই করে একটা তীর ছুটে গেল আসেমের ধনু থেকে। গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল একজন। দ্বিতীয় ব্যক্তি পাথরের আড়ালে লুকানোর চেষ্টা করল। কিন্তু আসেমের অন্য তীর বিধল তার পাঁজরে। একটা আর্তচিৎকার বেরুল তার কণ্ঠ থেকে। ডানে তিনজন এতক্ষন কথা বলছিল। নিশ্চুপ হয়ে গেল ওরা। আসেম একটু পেছনে সরে আগের পাথরটার পেছনে বসে পড়ল। অকস্মাৎ ডানে ঠুক করে শব্দ হল। চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল আসেম। এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে প্রায় মাথার উপর এসে পড়েছে। আচানক ডাইভ দিল আসেম। কিছু বুঝে উঠার পূর্বেই অফিসারটির ঘাড় স্পর্শ করল তার তরবারী। আসেম তার পাশে বসে বললঃ 'আমি অযথা কাউকে মারতে চাইনা। সিপাইদের অস্ত্র ফেলে দিতে বল, নয়তো ঘাড় থেকে মাথাটা আলগা হয়ে যাবে।'

ঃ 'আমায় হত্যা করে তুমি পালিয়ে যেতে পারবে না। কিছুক্ষনের মধ্যেই আমার সঙ্গীরা এখানেপৌঁছেযাবে।'

ঃ কিন্তু তুমিতো তাদের কার্যকলাপ দেখতে পাবেনা। ভড়ং ছেড়ে তাড়াতাড়ি সিপাইদের অস্ত্র ফেলে দিতে বল।' অফিসারটি ডাকতে লাগল সঙ্গীদের। নীচের দুজন গলা বাড়িয়ে চাইতে লাগল উপরে। আসেম বলল ঃ 'অফিসারকে বাঁচাতে চাইলে খালি হাতে এখানে চলে এসো।'

ওরা হতভম্বের মত পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল। তরবারীতে ঈষৎ চাপ দিল আসেম। অফিসার চেঁচিয়ে বলল ঃ'শুনছনা ও কি বলছে? তাড়াতাড়ি কর।'

অস্ত্র ফেলে দিল ওরা। আশ্বস্ত হয়ে আসেম বলল ঃ 'কথা দিচ্ছি আমার নির্দেশ পালন করলে তোমাদের মারবনা। দুজনের মৃত্যুতে সত্যিই আমি দুঃখিত। কিন্তু তাড়াটে সৈন্যের হাতে মরতে চাইনি বলে আমায় এ কাজটি করতে হয়েছে।'

ঃ 'আপনি এখন কি করতে চাইছেন।' বলল সিরীয় অফিসার।

ঃ 'আমি চাই কিছুক্ষন তোমরা আমার অনুসরন করবেনা। ওদিকে আমার দুটো ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। একজনকে বল ওদের রশিগুলো খুলে নিয়ে আসতে। কিন্তু মনে রেখ, সে পালিয়ে গেলে তোমাদের দু'জনকেই শেষ করে দেব।'

অফিসারের ইঙ্গিতে একজন নীচে নেমে গেল। আসেম দ্বিতীয় সিপাইটিকে বলল ঃ 'তুমি এখানে শুয়ে পড়।' নির্দেশ পালন করল সে। রশি নিয়ে ফিরে এল সিপাইটি। আসেম একটা রশি কেটে দুভাগ করে অফিসারকে বলল ঃ 'এ রশি দিয়ে দুজনের হাত পা বেঁধে দাও।'

ঃ 'কথা দিচ্ছি আমরা আপনার পিছু নেবনা।'

ঃ 'আমি সাবধানতাকে ভালবাসি। জলদি। তবে মনে রেখ, ওদের পক্ষ থেকে কোন তৎপরতা এলে আগে তোমায় হত্যা করব।'

কলিজায় পাথর বেঁধে সিপাই দুজনকে বেঁধে ফেলল অফিসার। ঃ 'এবার তোমার পালা।' আসেম বলল। 'তবে তোমার কেবল হাত দুটোই বাঁধব।'

দ্বিতীয় রশির এক অংশে দিয়ে তার হাত বাঁধল আসেম। অপর অংশ দিয়ে গলায় ফাঁস পরিয়ে সিপাইদের হাত পা আরো কষে বাঁধল। এরপর তীর ধনু তুলে নিয়ে সিপাইদের লক্ষ্য করে বলল ঃ 'তোমাদের সংগীকে সাথে নিয়ে যাচ্ছি। যদি দেখি আমার অনুসরন করছ, তবে রশিতে একটা টান দিতে হবে। ব্যাস। সে দুজন মহিলা কোথায় আমি জানিনা। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে দামেশকে না পৌঁছলে শহরের পূর্ব দরজায় এর লাশ ঝুলবে। অফিসারকে কদ্দুর ভালবাস জানিনা। কিন্তু আমার বিশ্বাস, রোমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য একজন সিরীয় ভাইকে বিপদে ফেলবেনা। গ্রামের লোকেরা খুব শীঘ্র তোমাদের খুঁজে পাবে। ইরানীরা দামেশক দখল করেছে। সম্ভবত আমার পেছনে না লেগে নিজের বাড়ীর চিন্তা করলেই ভাল করবে। একটু দেরী করলে ইরানীরা তোমাদের আগেই জেরুজালেম পৌঁছে যাবে।'

রশির মাথা ধরে হাঁটা দিল আসেম। সিপাইদের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে চলল ও। তিনটে ঘোড়ার লাগাম খুলে ছেড়ে দিল ওদের। বাকি দুটোর একটায় চেপে বসল নিজে। অফিসারকে চাপাল দ্বিতীয়টার পিঠে। ওরা পর্বতের কোল ঘেষে এগিয়ে চলল। কিছুক্ষন চলার পর একটা মাঠে এল ওরা। এখান থেকে দামেশকের সড়ক খুব নিকটে। কয়েদীর দিকে ফিরে আসেম বলল ঃ 'তোমাকে ছেড়ে দেব। তবে মনে রেখ, রশির একপ্রান্ত আমার হাতে। সড়কে উঠে ঝামেলা করলে শুধু আমার ঘোড়ার গতি বাড়াতে হবে। আমি কারো সাথে কথা বললে প্রতিবাদ

করবেনা। আমার তো ধারণা, ইরানীদের ভয়ে এতোক্ষনে পথের সব চৌকি ফাঁকা হয়ে গেছে। তবুও পথে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেব আমি।'

একরাশ আকুতি ঝরে পড়ল বন্দীর কণ্ঠে : 'জনাব, আমার পিতা এবং সন্তানের কসম, পবিত্র আত্মার নামে কসম করে বলছি, আমায় ছেড়ে দিলে সোজা বাড়ী ফিরে যাব। এখন বিবি বাচ্চা ছাড়া মাথায় কারো চিন্তা নেই। দামেশক পতনের পর রোমানরা জেরুজালেম ছেড়ে পালাবে। আপনার্র করুণা ভিক্ষা চাইছি।'

: 'তোমায় বেশী দূর নেবনা। কিন্তু তোমার লোকেরা আমার পিছু নেয়নি, এ ব্যপারেতো নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।'

: 'জেরুজালেমের গোটা সেনাবাহিনী ওদের সাহায্যে এলেও ওরা দামেশক মুখো হবেনা। ওরাতো পরাজয়ের খবর শুনেই ফিরে যেতে চাইছিল। আমি জোর করে সাথে নিয়ে এসেছিলাম। পেছনে রেখে আসা সিপাইরা এখন জেরুজালেমের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তার পর মহিলা দুজন কোথায় তাও তো আপনি বলতে পারছেননা। এতোক্ষনে ওরা হয়ত দামেশককে পৌছে গেছে।'

: 'ওরা চলে গেছে তুমি বুঝলে কিভাবে?'

: 'এজন্য কোন চিন্তা ভাবনার দরকার নেই। সরাইখানায় আপনাকে গ্রেফতার না করাই আমার ভুল হয়েছিল। আপনার কয়েকটা কথা শুনেই আমি বুঝেছি, আপনি রোমান নন। গাসসানীরা এখানে রোমানদের পোশাক আশাক পসন্দ করে। কিন্তু আপনার কিছু কথায় সে সন্দেহও দূর হয়ে গেছে।'

: 'এখন তোমার ধারনা কি?'

: 'যদি ভুল না করে থাকি তাহলে আপনি এক আরব। কমপক্ষে ভাষায় তাই বুঝা যায়।'

: 'আচ্ছা। এবার কিন্তু ঘোড়ার গতি বেড়ে যাবে।'

দুপুরে ফুসতিনা এবং তার মা একটা ক্ষুদ্র গাঁয়ে এল । পাশেই নদী । নদীর পুল পেরিয়ে ঘোড়া থামাল ফুসতিনা। :'আম্মা, আমরা অনেকদূর চলে এসেছি। নদী পারে একটু বিশ্রাম করলে হয়না? গ্রামে ঢুকলে লোকজন হয়ত আমাদের বিরক্ত করবে।'

: 'তোমার চে আমি বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর একটুও এগোতে পারবনা।'

: 'আম্মা! পথে কত মানুষ দেখলাম। কিন্তু কেউ আমাদের দিকে তাকিয়েও দেখলনা। সবাই নিজের ফিকির করছে। এ গ্রামও বোধ হয় ফাঁকা।'

ওরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। ঘোড়ার বাগ হাতে নিয়ে হাঁটতে লাগল নদীর তীর ঘেষে। নদী পারের গাছগুলো সবুজ পাতায় ছাওয়া। এক জায়গায় থেমে ওরা ঘোড়াকে পানি খাওয়াল। এরপর ঘোড়া দুটো বেঁধে রাখল এক গাছের সাথে। ওদের সামনে দানা পানি দিয়ে ফুসতিনা মায়ের পাশে নরম ঘাসের উপর বসে পড়ল।

এক রাখাল পানি পান করানোর জন্য পশু নিয়ে আসছিল। ওদের দুজনকে বসে থাকতে দেখে হতভব হয়ে গেল রাখাল। পায়ে পায়ে ওদের কাছে এসে দাড়াল।

ঃ'আপনারাদামেশকথেকেএসেছেন?'

ফুসতিনা কিছু বলতে চাইছিল। তার হাতে আলতো ভাবে চাপ দিয়ে তার মা বলল ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'আপনাদের সংগী কোথায়?'

ঃ'পেছনে।এক্ষুনিপৌঁছেযাবে।'

ঃ 'আমাদের গ্রাম খালি হয়ে যাচ্ছে। অল্প কজন এখনো যায়নি। ভাল মনে করলে আমাদের বাড়ীতে এসে বিশ্রাম করুন।'

ঃ 'না। ধন্যবাদ।' ইউসিবা বললো, 'আমরা এখানে বেশী সময় থাকবনা।'

ঃ 'আপনাদের জন্য একটু টাটকা দুধ নিয়ে আসি?'

ঃ 'বহুত আচ্ছা। কিন্তু বস্তির লোকজনকে এখানে এনে জড়ো করো তা আমি চাইনা। আমরা এমনিতেই হাফিয়েউঠেছি।'

ঃ 'আপনি চিন্তা করবেন না। আমি যাব আর আসব।' বলে রাখাল গ্রামের দিকে ছুট দিল। ইউসিবা বললোঃ 'ফুসতিনা। আমার কেন যেন ভয় করছেনা। কিন্তু ওর জন্য চিন্তা হচ্ছে।'

মায়ের দিকে তাকাল ফুসতিনা। অশ্রু ছলছল হয়ে উঠল চোখ দুটো। হঠাৎ আশায় ভর করে বলল ঃ 'আম্মা, ও নিশ্চয়ই আসবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও আসবেই। ও যখন ঘোড়া আনতে গেল আপনিতো তাকে সন্দেহ করছিলেন।' ইউসিবা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেনঃ 'আফসোস, কেন আমি ওকে সন্দেহ করেছিলাম। আসার সময় মনে হয়েছিল ওর কাছে ক্ষমা চাইব। ওকে বলব, তোমার উপকারের প্রতিদান দিতে পারলামনা।'

ঃ 'ও যে আরব আমার বিশ্বাসই হচ্ছেনা।'

ঃ 'বেটি, দুনিয়ার সর্বত্রই কিছু ফেরেস্তা থাকে।'

ঃ 'ওর নামও মনে নেই। হয়ত আর কোনদিন ওকে দেখবনা। হয়ত ও আহত অথবা............।' ভারী হয়ে এল ওর কণ্ঠ। কান্নার গমকে মিশে গেল শব্দরা। 'কথা দিন– আম্মা, একদিন আমরা ওখানে যাব। সে পর্বত চূড়ায় যাব প্রতি বছর। যেখানে আমাদের জন্য ওর রক্ত ঝরেছে। আমরা ওখানে একটা গীর্জা বানাব। নানাকে বললে তিনি খুশী হয়েই তা বানিয়ে দেবেন। আববাকেও বলব, ওখানে সব সম্পদ উজাড় করে দিতে।'

ঃ 'সাহস হারিওনা মা। আমার বিশ্বাস ও নিশ্চয়ই আসবে।'

ঃ 'আম্মা ও না এলে আববা এবং নানাজান খুব কষ্ট পাবেন।'

ফুসতিনা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পুলের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'আম্মা, ও এলে তো সোজা চলে যাবে। আমি একটু পুলের উপর গিয়ে দাঁড়াই?'

ঃ'পাগলামী করোনা, তোমাকে ওখানে যেতে হবেনা। কেউ যদি আমাদের পিছু নিয়ে থাকে?'

ঃ 'আপনি চিন্তা করবেননা আম্মা। গাছের আড়ালে লুকিয়ে আমি পথের উপর চোখ রাখব।'

এক ছুটে পুলের কাছে পৌঁছে গেল ফুসতিনা। পুল পার হল দামেশকের দিক থেকে আসা কজন সওয়ার এবং কজন পথচারী। কিন্তু ফুসতিনার দিকে চাইলনা। আরেকটা বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়িয়ে ফুসতিনা নদীর ওপাশে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ ভেসে এল ঘোড়ার পায়ের খটাখট শব্দ। সড়কের মোড়ে দেখা গেল এক সওয়ার। সব অনুভূতি এসে ভীড় জমাল ওর চোখে মুখে।

পুলের কাছে এসে ঘোড়া থামাল আসেম। একটু থেমে ঘোড়ার মুখ ডানদিকে ঘুরিয়ে দিল। ছুটে যেতে চাইছিল ফুসতিনা। কিন্তু পা কাঁপছিল ওর। ও ধীরে ধীরে পা ফেলে পুলের মাঝ খানে পৌঁছল। এর পর ছুটতে লাগল ভীতা হরিনীর মত। পানির কাছে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল আসেম। অঞ্জলি ভরে পানি ছিটাল চোখে মুখে। হঠাৎ কারো পায়ের শব্দে পেছন ফিরে চাইল ও। হকচকিয়ে থেমে গেল ফুসতিনা। হঠাৎ ছুটে আসেমের পাশে এসে দাঁড়াল। ও হাসছিল। আনন্দের গহীনে হাবুডুবু খাচ্ছিল ওর হৃদয়। কিন্তু চোখ দুটো অশ্রুতে ভরে উঠল।

ঃ 'আমি জানতাম আপনি আসবেন। ওই বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়িয়ে আপনার পথপানে তাকিয়ে ছিলাম। আমার আশংকা ছিল আপনি না আবার সামনে চলে যান। আপনি অনেক দেরী করেছেন। আহত হননি তো?'

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল ফুসতিনা।

ঃ 'এবার তোমরা বিপদ মুক্ত ফুসতিনা। তোমার আম্মা কোথায়?'

ঃ 'পুলের ওপাশে বসে আছেন।'

ঃ 'তুমি কাঁদছ ফুসতিনা। আমি তো বেঁচে আছি। চেয়ে দেখ আমি আহতও হইনি।' হাত নামিয়ে ফুসতিনা তাকিয়ে রইল আসেমের দিকে। আচম্বিত ও প্রশ্ন করল ঃ 'আপনার নাম কি?'

ঃ 'আসেম।' আশ্চর্য হয়ে জবাব দিল ও।

ঃ 'ওদের সাথে লড়াই করেছিলেন?'

ঃ'হ্যাঁ।'

ঃ 'আপনি না এলে জানতামনা কি নাম ছিল আপনার। ওদের সবাইকে মেরে ফেলেছেন?'

ঃ 'না, দুজন নিহত হয়েছে। দুজনকে বেঁধে রেখে একজনকে সাথে নিয়ে এসেছিলাম।'

ঃ'কোথায়।'

ঃ 'দুমাইল দূরে ছেড়ে দেয়েছি। এখন আমি না গেলেও আপনারা দামেশক যেতে পারবেন।'

ফুসতিনা গম্ভীর কণ্ঠে বলল ঃ 'আপনি আমাদের সাথে যাবেননা?'

ঃ 'কি দরকার?'

ঃ 'না , যেতে হবে। আসুন। আম্মা আপনার অপেক্ষা করছেন।'

মুচকি হেসে পুলের দিকে হাঁটা দিল ফুসতিনা। ঘোড়ার লাগা হাতে নিয়ে আসেমও তার পিছন পিছন চলল।

বিজিত ইন্তাকিয়ার গর্ভনরের মহল এখন ইরানের শাহের দরবার ভবন। মহলের এক বিশাল কক্ষে বসে আছেন পারভেজ। মসনদের নীচে এবং ডানে বাঁয়ে দু'সারিতে দাঁড়িয়ে আছে চাটুকার, মোসাহেবের দল। ঘোষক একজন একজন করে ডাকছিল বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত দূতদের। সম্রাটের প্রয়োজনীয় নির্দেশ শুনে দূতরা বেরিয়ে যাচ্ছিল। আজকের প্রথম ব্যক্তি দামেশক অবরোধের সংবাদ দিয়েছিল। এজন্য অন্যান্য এলাকার দূতদের সম্রাট তেমন আগ্রহ দেখাননি। কাউকে দু'একটা নির্দেশ আবার কাউকে পরদিন আসতে বলে বিদায় দিচ্ছিলেন। ঘোষক সব শেষে ডাকল সীনকে। দরবারীরা আশ্চর্য হয়ে দরজার দিকে চাইতে লাগল। মহলের দারোগার দিকে তাকিয়ে পারভেজ বললেনঃ 'সম্ভবত আজকের সাক্ষাৎ প্রার্থীদের লিষ্টে সীনের নাম ছিলনা। আমি যে সীনকে জানি সে তো কস্তুনতুনিয়ায় ছিল।'

দারোগা হাতজোড় করে বললঃ 'আলীজাহ, এ সীন সে-ই। হুজুরের এ গোলাম তাকে অপেক্ষা করতে বলেছিল। কিন্তু সে এখনি হুজুরের কদমবুসীর জন্য হাজির হতে চাইছে। সে নাকি কি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে এসেছে।'

এক দীর্ঘ দেহী ভেতরে ঢুকলেন। চাল চলনে প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বের ছাপ। মসনদের কাছে পৌছে কুর্নিশ করলেন সম্রাটকে। দরবারে নেমে এল অখন্ড নীরবতা। অবশেষে মুখ খুললেন সম্রাট। ঃ 'তুমি রোমানদের কয়েদখানায় ছিলে?'

ঃ 'জী আলীজাহ।' আবার কুর্নিশ করল সে।

ঃ 'দেখে মনে হচ্ছে ইন্তাকিয়ায় পৌছে পোশাকও পাল্টাও নি।'

ঃ 'আলীজাহ, এ গোলাম আপনার কদমবুচি করতে চাইছিল।'

ঃ 'মেহমান খানায় গিয়ে বিশ্রাম কর। সুযোগ মত তোমার কাহিনী শুনব।'

নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলেননা সীন। শৈশবের খেলার সাথী ও বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ'জাঁহাপনা' আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে এসেছি।'

ঃ 'দামেশক বিজয় হয়ে গেছে?'

ঃ 'কস্তুনতুনিয়ার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সোজা এখানে এসেছি। দামেশকের কোন সংবাদ আমি জানিনা।'

ঃ 'তাহলে তোমার কোন সংবাদই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তা যাক। তুমি ফিরে আসাতে আমি খুশী হয়েছি। তুমি ওখানে যাও আমরা কিন্তু তা চাইনি। কিন্তু তুমি তরবারীর চেয়ে ভাষাকেই বেশী কার্যকর মনে করেছিলে। এবার তো বুঝলে, রোমানরা কেবল তলোয়ারেরভাষাই বোঝে।'

ঃ 'আমি একটা সুসংবাদ নিয়ে এসেছি আলীজাহ।'

'কন্তুনতুনিয়ার একটা সংবাদেই আমরা খুশী। তাহল ওরা ইরানীদের জন্য শহরের দরজা খুলে দেবে।'

ঃ 'কন্তুনতুনিয়ায় অভ্যুত্থান হয়েছে। ফোকাস নিহত হয়েছে বিদ্রোহীদের হাতে। রোমানরা আফ্রিকার গভর্নরের ছেলে হেরাক্লিয়াসকে মসনদে বসিয়েছে। মুরিসের হত্যাকরীরা বন্দী। ক্ষমতায় বসেই হেরাক্লিয়াস আমার মুক্তির ফরমান জারী করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লবের পূর্বে আমায় কন্তুনতুনিয়া থেকে কবরুস জেলে স্থানান্তর করা হয়ে ছিল। কায়সার চেয়েছিলেন ইন্তাকিয়া আসার পূর্বে আমি যেন তার সাথে দেখা করি। আবার আমায় কন্তুনতুনিয়ায় যেতে হল। হুজুরের এ নাখান্দা গোলাম হেরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে সন্ধি এবং বন্ধুত্বের পয়গাম নিয়ে হাজির হয়েছে।'

ঃ 'কন্তুনতুনিয়ার বিপ্লবের খবর বাসী হয়ে গেছে। আফসোস হল, আমার কন্তুনতুনিয়া দখলের এক সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। এখন হামলা করার জন্য আমাদেরকে বড় ধরণের প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে।'

ঃ 'আমাদের দুশমন নিহত। নতুন কায়সার আমাদের যে কোন দাবী মেনে নিতে প্রস্তুত।'

ঃ 'ও তাই নাকি? তবে আমাদের প্রথম দাবী হল, আমাদের সেনাবাহিনীর জন্য কন্তুনতুনিয়ার ফটক খুলে দিতে হবে।'

ঃ 'তা কি করে সম্ভব আলীজাহ। কন্তুনতুনিয়া ওদের রাজধানী। রাজধানী রক্ষার জন্য ওরা লক্ষ মানুষের রক্ত বইয়ে দেবে।'

হুংকার ছাড়লেন পারভেজ ঃ 'তুমি কি বলতে চাও আমি কন্তুনতুনিয়া জয় করতে পারবনা?'

ঃ 'না জাঁহাপনা, আমি বলতে চাইছি যে, যার কারনে আমাদেরকে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হল, সে নিহত। হেরাক্লিয়াস অতীত ভুলের খেসারত দিতে প্রস্তুত।'

ঃ 'সীন আমাদের এক বীর সৈনিক। স্ত্রীর কারনে রোমানদের উলংগ সমর্থক হয়ে যাবে তা ঠিক নয়। আমাদের দূত হিসেবে তুমি কন্তুনতুনিয়া গিয়েছিলে। ওরা তোমায় জেলে নিক্ষেপ করল। এখন আমি কন্তুনতুনিয়া অভিযানের দায়িত্ব তোমায় দিতে চাই। তোমার চেহারা বলছে তুমি ক্লান্ত। বিশ্রাম করগে। পরে জরুরী নির্দেশ পেয়ে যাবে। বিশ্রামের সময়টুকু আনন্দঘন করার প্রতি দারোগা বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখবে। ও যদি না পারে তবে শহরের প্রতিটি ঘরের দরজা তোমার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।'

ঃ 'আমি ক্লান্তি অনুভব করছিনা। মুনীবের নির্দেশ পালন করাই একজন গোলামের বড় প্রশান্তি। আমার স্ত্রী এবং মেয়েটা দামেশক। জানিনা ওরা কি অবস্থায় আছে।'

পারভেজ মোলায়েম কণ্ঠে বললেনঃ 'একথা আমার জানা ছিলনা। ভেবেছিলাম, তুমি ওদের সাথে নিয়ে গেছ। ঠিক আছে, দামেশক পৌঁছে আমার অপেক্ষা করো। আমি খুব শীঘ্র এসে যাচ্ছি। আমার বিশ্বাস, তোমার যাবার পূর্বেই দামেশক আমাদের পদানত হবে। তখন তোমায় কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হবে।'

আবার কুর্নিশ করে সীন বললেনঃ 'জাঁহাপনা, এ গোলাম সব সময় আপনার বিশ্বস্ত থাকবে।'

ঃ 'কোন কারনে দামেশকের অবরোধ বিলম্বিত হলে সিপাহসালারের সহযোগিতা করেন। ভবিষ্যতে খৃষ্টানদের পক্ষে তোমার মুখে যেন কোন কথা শুনতে না পাই।'

উঠে দাঁড়ালেন পারভেজ। ধীর পায়ে অন্দরে চলে গেলেন। দরবারীরা নীরবে একে অপরের দিকে চাইছিল। এবার সবাই এগিয়ে সীনকে ধন্যবাদ জানাতে লাগল। এক ধর্মীয় গুরু বললেনঃ 'আপনার সৌভাগ্য বলতে হবে। আপনার স্থানে অন্য কেউ হলে হয়ত এতক্ষনে তার লাশ শূলেতেঝুলত।'

সীন কোন জবাব দিলেননা। আনন্দের পরিবর্তে তার মনে হতে লাগল এরা সবাই ধন্যবাদ দেয়ার পরিবর্তে তাকে বিদ্রুপ করছে।

ঘন্টা খানেক পর। কজন সওয়ার সাথে নিয়ে দামেশকের পথ ধরলেন সীন। সীন বিপদের মুখোমুখী হয়েও হাসতে পারতেন। কিন্তু আজ তার চেহারা ম্লান, বিবর্ন। স্ত্রী কন্যার বিরহের চাইতে পারভেজের ব্যবহারই তাকে বিমর্ষ করে তুলছিল বেশী। ইন্তাকিয়া আসার পূর্বে তিনি ভেবেছিলেন, তাকে দেখেই পারভেজ আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠবেন। আর কায়সারের সন্ধি প্রস্তাব আরমেনিয়া এবং সিরিয়া জয়ের চে'বেশী গুরুত্ব পাবে।

পারভেজ তার কাছে একজন সম্রাটই ছিলেননা বরং তিনি ছিলেন তার শৈশবের খেলার সাথী। একজন বন্ধু। মহলের রক্ষীরা যখন তার পথ রোধ করে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে, জাঁহাপনার সাথে আজ আপনার দেখা হবে না, ক্রোধে লাল হয়ে উঠেছিল তার চেহারা। দারোগা সময় মত হস্তক্ষেপ না করলে হয়তো অফিসারের মুখে চড় মেরে বসতেন তিনি। ঘোষক যখন অন্যদের ডাকছিল তখন রাগে তার চেহারা থমথম করছিল। মামুলী অফিসাররা শাহানশার সাথে দেখা করে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর তিনি অসহায় ভাবে বাইরে পায়চারী করছেন। কখনো তার মনে হতো শাহানশাকে হয়ত তার কথা বলাই হয়নি। আবার ভাবতেন, তবে কি চাটুকারে ভরে গেছে কিসরার দরবার। কিন্তু এ মোলাকাতের পর তার মনে হল পৃথিবী বদলে গেছে। তার শৈশবের বন্ধু আর ইন্তাকিয়ার বিজয়ী ব্যক্তি এক নন। সম্রাট এমন সব লোকের সামনে তাকে অপমান করলেন, যারা কোনদিন তার চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস পায়নি।

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অপমানের দুঃসহ বোঝা তার হৃদয় মথিত করছিল। সহসা তিনি ভবিষ্যতের দিগন্তে দেখতে পেলেন আশার নতুন আলো। শাহানশা কি তাকে কন্তুনতুনিয়া অভিযানের দায়িত্ব দিতে চাননি? প্রতিদ্বন্দ্বী কি বলতে পারবে যে তিনি আমায় পূর্বের মত দেখেননা? শাহানশাহ হয়ত ভেবেছিলন, যুদ্ধের ভয়ে আমি রোমানদের পক্ষে কথা বলছি। আমি কি প্রমান করতে পারিনা যে ইরানে অসি চালনায় আমার মত আর কেউ নেই? আমি এক সিপাহী। আমার কাছ থেকে সিপাহীর মর্যাদা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবেনা।

মনে মনে কন্তুনতুনিয়া বিজয়ের বিভিন্ন পরিকল্পনা আঁটছিলেন সীন। কিন্তু স্ত্রী কন্যার কথা মনে হতেই মনটা বিষন্ন ব্যথায় ভরে গেল। নিজের কাছে নিজে প্রশ্ন করছিলেনঃ 'রোম ইরানের লড়াই কি একান্তই জরুরী। ফোকাসের মৃত্যুতে কি অবস্থার পরিবর্তন হয়নি, যে জন্য ইরানকে তরবারী ধরতে হয়েছিল? রোমানদের বিরুদ্ধে তরবারী তুলতে গিয়ে স্ত্রীর কথা ভুলে থাকতে পারব? তাকে কি বলতে পারব যে, আমায় কন্তুনতুনিয়া অভিযানের দায়িত্ব দেয়া

...? ওকে সব সময় বলতাম, রোম ইরান যুদ্ধের সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি কি করব?'

সীনের কাছে এর কোন জবাব ছিলনা। পারভেজের সাথে দেখা করায় তার প্রত্যয় হয়েছে যে এ যুদ্ধ বন্ধ করা তার সাধ্যের বাইরে। নিজের ব্যাপারে তার শেষ সিদ্ধান্ত ছিল আমি একজন সৈনিক।

বাকী পথ নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে গেলে। দামেশক থেকে দশ ক্রোশ দূরে এক ক্ষুদ্র পল্লীতে থামল আসেম এবং তার সংগীরা। গ্রামটা ফাঁকা। জনশূন্য। কজন গরীব কৃষক এবং রাখাল রয়ে গেছে। এক বৃদ্ধ কৃষক কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাল। কোন সরাইখানা আছে কিনা জিজ্ঞেস করলে বুড়ো বলল ঃ 'এখানে তো কোন সরাইখানা নেই। কিন্তু গাঁয়ের সবচে বড় রইসের বাড়ীই ফাঁকা,একজন চাকর ছাড়া আর সবাই পালিয়ে গেছে। আপনারা থাকলে সে কোন আপত্তি করবেনা।'

ঃ 'আমাদের দামেশকে পৌঁছা দরকার ছিল। কিন্তু ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এ মহিলাদেরও বিশ্রামের প্রয়োজন। এ রাতের জন্য আমরা আপনার মেহমান। আমাদের কোথায় রাখবেন সে আপনি বোঝেন।'

ঃ 'আপনাদের সুবিধার কথা ভেবেই আমি সে বাড়ীর কথা বলেছি। নচেৎ জোর করে আমার কুঁড়ে ঘরেই নিয়ে যেতাম। রইসের বাড়ীটা সবদিক থেকেই ভাল। কিন্তু আমার বুঝে আসছেনা আপনারা দামেশক যাচ্ছেন কেন? ওখানকার অবস্থা নিশ্চয়ই আপনাদের অজানা নেই।'

ঃ 'হ্যাঁ। কিন্তু তবু আমাদের যেতে হবে। এখন আমাদের বড় সমস্যা হল রাতটা কাটানো।'

ঃ 'আমার সাথে আসুন।' বলে আসেমের ঘোড়ার বলগা তুলে নিল বৃদ্ধ।

একটা বড়সড় হাবেলীর দরজায় এসে আসেম ঘোড়া থেকে নামল। কৃষক দরজার কড়া নেড়ে ডাকতে লাগল দরজা খুলে। হতবাক দৃষ্টিতে আসেম আর তার সংগীনিদের দিকে চাইতে লাগল। কৃষক বললঃ 'এরা সরাইখানার খোঁজ করছিলেন। আমি এখানে নিয়ে এসেছি।'

বৃদ্ধ চাকর আসেমের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'আমাদের মালিক এখানে নেই। সবটা বাড়ীই খালি পড়ে আছে। যদি আপনারা থাকেন খুশীই হব। আসুন।'

ঃ 'ঘোড়া গুলো ক্ষুধার্ত। ওদের জন্য ঘাস বিচালির ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।'

ঃ 'তা হবে।'

ওরা চারজন ভেতরে প্রবেশ করল। বৃদ্ধ চাকর কৃষক কে বলল ঃ 'তুমি এদের ঘোড়াগুলি আস্তাবলে নিয়ে যাও। আমি খাবারের আয়োজন করছি।'

ঃ '... আমাদের খাবারের জন্য অত ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। দুটা শুকনা রুটি হলেই আমা...'

ঃ '...মালিক যাবার সময় বলেছে,একটা ভেড়াও যেন ইরানীরা নিতে না পারে, এজন্য প্রতিদিন একটা করে জবাই করে প্রতিবেশীদের মধ্যে বিলিয়ে দিই। আজকে অনেক গোশত ঘরে আছে।'

ঃ 'তার পূর্বে আমাদের ঘোড়াকে খাবার দাও। ওরা খুব ক্ষুধার্ত।'

ঃ 'পঞ্চাশটা ঘোড়া নিয়ে এলেও আমাদের কাছে ঘাসের অভাব নেই।'

ইউসিবা এবং ফুসতিনার দিকে ফিরে আসেম বললঃ 'আপনারা ভেতরে বসুন। আমি ঘোড়াগুলোবেঁধেআসছি।'

কিছুক্ষন পর এক প্রশস্ত কামরায় বসে মা মেয়ে কথা বলছিল। ভেতরে ঢুকল আসেম। একটা চেয়ারে বসতে বসতে বললঃ 'এখানে এতো সুন্দর জায়গা পাব আশা করিনি। বুড়ো চাকরকে ভালই মনে হয়।'

ঃ 'তোমার কি বিশ্বাস এখানে আমরা বিপদমুক্ত?'

ঃ 'হ্যাঁ। এখন আপনারা ইরানী এ ঘোষনা দিলেও কিছু হবেনা। এখানে রয়ে গেছে গরীব মানুষ গুলো। রোম অথবা ইরানের গোলামী এদের কাছে এক সমান। যে কৃষক আমাদের নিয় এল সে বললঃ 'আমরা ভেড়ার পাল। ভেড়ার গোশত এবং পশম রোমানদের কাজে লাগুক অথবা ইরানীদের কাজে লাগুক তাতে কিছু আসে যায়না।'

ঃ 'কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে সে আশংকা নেই। কিন্তু দামেশক গিয়ে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয় জানিনা।'

ঃ 'ইরান সেনাপ্রধান নিশ্চয়ই আপনার স্বামীকে চিনবেন। তাছাড়া আপনার পিতার মর্যাদাও হবে অন্যান্য রোমানদের চে ভিন্ন। এমনওতো হতে পারে যে নতুন কায়সার আপনার স্বামীকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি এখন দামেশকেই আপনাদের পথ চেয়ে আছেন।'

ঃ 'আব্বা ছাড়া পেলে দামেশকে বসে থাকতেন না। আমাদের খোঁজে জেরুজালেম পৌছে যেতেন।'

ইউসিবা গভীর চোখে আসেমের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'বেটা! তোমার বাবা, মা বেঁচে আছেন!'

ঃ 'না। কেউ বেঁচে নেই।'

ঃ 'তোমায় দেখে মনে হয় যেন কতদিনের চেনা। তোমায় ছেলে বললে যেন আনন্দে আমার বুকটা ভরে যায়। কিন্তু তুমি কেন ঘর ছেড়েছে এখনো তা জিজ্ঞেস করিনি। চেহারা দেখে মনে হয়না তুমি কোন অন্যায় করতে পার। তোমায় আমি ছেলে বলছি। মা সন্তানের সুখ দুঃখের ভাগী। আপত্তি না থাকলে তোমার অতীত কাহিনী শুনব। কোন সাহায্য করতে না পারলেও শান্তনা তোদিতে পারব।'

ঃ 'আপনার শোকর গোজারী করছি। আমার কাহিনী শুনলে বরং আপনি অস্বস্তি বোধ করবেন। ভাববেন, আমি একটা পাগল।'

ঃ 'না, না, তা মনে করবনা। এবার তুমি বলা শুরু কর।'

আসেম বলতে লাগল কেন তাকে ইয়াসরিব ছাড়তে হল। কিছুই বাদ দিলনা। কিন্তু ফুসতিনার উপস্থিতির কারনে সামিরার সাথে তার প্রেমের প্রসংগ সংক্ষিপ্ত করল। তবুও ও-যখন ফুসতিনার দিকে তাকাত তার মনে হত ফুসতিনার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তার অনুভূতির গভীরে ঘুর

আদীর বাড়ীর ঘটনা বলে নীরব হল আসেম। অশ্রু ছলছল চোখে ফুসতিনা মাকে বললঃ আম্মা! সামিরা মরে গেছে আমার বিশ্বাসই হয়না। আমি ভাবছিলাম, এর দেশ ছাড়ার সময় ও সাথে থাকবে। অসুস্থতার কারনে ওকে রেখে আসতে হয়েছে গাঁয়ের কোন বস্তিতে। আম্মা, দুশমন যদি ওকে এর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে থাকে তবে আমি কিসরার কাছে গিয়ে বলব, আমি সীনের মেয়ে। ও আমাদের উপকারী বন্ধু। ওর সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য। আম্মা, ওর মরা উচিৎ ছিলনা। ইস। ও যদি আরেকটু আগে ওদের বাড়ী পৌঁছে যেত।' ফুসতিনার দুচোখ ফেটে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। শব্দরা ডুবে গেল কান্নার গমকে।

ভারাক্রান্ত কণ্ঠে ইউসিবা বললেনঃ 'মা, মরনকে কেউ রুখতে পারেনা। ওর জন্য আশির্বাদ কর ঈশ্বর যেন ওকে ধৈর্য ধরার শক্তি দেন।'

ওদের কথার ফাঁকে চাকর খাবার নিয়ে এল। খাওয়া শেষে পাশের কক্ষে চলে গেল আসেম। ফুসতিনা এবং তার মা সেই কামরায়ই শুয়ে পড়ল। শেষরাতে ফুসতিনাকে ঝাকুনি দিয়ে ইউসিবা বললেনঃ 'ভোর হয়ে এল। তাড়াতাড়ি উঠে যাত্রার প্রস্তুতি নাও।'

ঃ 'এখনো অনেক রাত বাকী। ঘোড়া প্রস্তুত করে তিনিই তো আমাদের জাগিয়ে দেবেন।'

ঃ 'পাশের কামরার দরজা খোলার শব্দ শুনেছি। ও সম্ভবত আস্তাবলের দিকে গেছে। তোমার শরীর খারাপ করেনি তো?'

ঃ 'না আম্মা। আমার কিছু হয়নি। এই উঠতে ইচ্ছে করছেনা।'

আঙ্গিনা থেকে কারো পায়ের মৃদুশব্দ ভেসে এল। এর পর কে যেন আলতো ভাবে দরজার কড়া নেড়ে ডাকলঃ 'ফুসতিনা।' ধড়ফড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল ও। আসেমের গলার স্বর চিনতে পেরে দরজা খুলে দিল। পাল্লা ফাঁক করে দেখল বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এক আরব। আসেম বললঃ 'রোমান ইউনিফর্মে সামনে যাওয়া ঠিক হবেনা। বুড়ো চাকর আমার এ পোশাক দেখে ভড়কে গিয়েছিল। ও ভেবেছিল রোমান সেনাবাহিনীর আরব রেজিমেন্ট এসেছে। বড় মুশকিলে তাকে শান্ত করেছি। ঘোড়া তৈরি। তোমরা তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে আস্তাবলের দিকে এস। আমি ওখানে থাকব।'

কয়েক মাইল এগিয়ে যাবার পর ওদের সামনে ভেসে উঠল দামেশকের নৈসর্গিক দৃশ্য। ফুসতিনা এখন আর আসেমের প্রথম দেখা অসহায় বালিকা নয়। প্রাণউচ্ছল সপ্রতিভ এক তরুণী। দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে গেছে ওর আকাশ থেকে। তার মনকাড়া চেহারায় ভেসে বেড়াচ্ছিল [illegible]সি। কিন্তু ইউসিবা ছিলেন গম্ভীর, চিন্তাক্লিষ্ট। এখন পেছনে কেউ অনুসরন করছেনা। [illegible]মেশক সম্পর্কে নানান কথা তাকে চঞ্চল করে তুলছিল। স্যাডলে মাথা নুইয়ে বসেছিলেন [illegible]।

ফুসতিনা ঘোড়া নিয়ে মায়ের কাছাকাছি এসে বললঃ 'আম্মু! অত কি ভাবছেন। এইতো আমরা বাড়ী পৌঁছে গেলাম। ইরানী সৈন্যদের উপস্থিতিতে আমাদের কিছু হবেনা।'

ঃ 'মা- তোমার নানার কথা ভাবছি। ঈশ্বর জানেন তিনি কি অবস্থায় আছেন। বিজয়ী সৈ[illegible] কাউকে করুণা করেনা।'

: 'আম্মু, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওরা আমাদের বাড়ী পাহারা দিচ্ছে। আববা তো ওদের কাছে অপরিচিত নন।'

: 'তোমার নানা ওদের বলবেননা যে আমি সীনের শ্বশুর। আববা দামেশকের লোকের উপর অত্যাচার হচ্ছে দেখলে নিশ্চুপ থাকবেননা। তোমার আববার ব্যাপারেও আমি চিন্তিত। সিরিয়ায় ইরানীরা জুলুম করছে। কন্সটানতুনিয়ার লোকেরা এ খবর শুনলে ওর সাথেও ভাল ব্যবহার করবেনা। যদি কিছু নাও করে তবু যুদ্ধের মুহূর্তে তার ছাড়া পাওয়ার সম্ভবনা নেই।'

বিষণ্ন বেদনায় ম্লান হয়ে গেল ফুসতিনার চেহারা। নীরবে চলল খানিক দূর। এর পর ঘোড়া ছুটিয়ে আসেমের কাছে চলে এল।

: 'কি হয়েছে ফুসতিনা?'

: 'নানাকে নিয়ে আম্মা খুব চিন্তা করছেন। আমিও ভাবছি, বিজয়ী লশকর কোন শহরে ঢুকলে ছেলে বুড়ো বিচার করেনা।'

: 'অত ভাবছ কেন? আমার তো মনে হয় তোমার আববা তোমার নানার জন্য ঢালের কাজ দেবেন।'

: 'আপনি আমার নানাকে জানেননা। জীবন বাঁচানোর জন্য তিনি রোমানদের শত্রুর কাছে মাথা নোয়াবেননা। আববা ওখানে একথা বলার জন্য থাকবেননা যে আমি ইরানশাহের বন্ধু। এ বুড়ো আমার শ্বশুর।'

এখন ফুসতিনার চেহারায় কৈশোরের চাপল্য নেই। ওকে মনে হয় বয়সের তুলনায় বেশী গম্ভীর। আসেম কিছুক্ষন ভেবে বলল: 'ফুসতিনা! আমাদের সফর প্রায় শেষ হয়ে এল। এ মুহূর্তে আমার বড় আকাংখা, তুমি নিশ্চিন্তে নিজের ঘরে পা রাখবে। দরজায় দাঁড়িয়ে আমি শুনব তোমার প্রাণোচ্ছল হাসির শব্দ। তোমার এ নিষ্কলুষ হাসির রেশ চিরদিন আমার কানে বাজতে থাকবে। তুমি সুখী, দামেশক থেকে শতমাইল দূরে এ শান্তনাই হবে আমার চরম পাওয়া। হায়! তোমার আববাও যদি ওখানে থাকতেন! দামেশক থেকে যাবার বেলা এ প্রশান্তি নিয়ে যেতাম যে, তোমার দুঃখের নিশি কেটে গেছে।'

: 'আববা ওখানে থাকলে আপনাকে দামেশক ছেড়ে পালাতে হবেনা। তিনি অকৃতজ্ঞ নন।'

: 'ফুসতিনা! বড় হয়ে বুঝবে দামেশকে আমার কোন স্থান নেই।'

: 'আমাদের বাড়ী মাদায়েন। সেনাবাহিনীর কোন বড় পদ দিয়ে আপনাকে ওখানে পাঠিয়ে দিতে বলব।'

: 'দামেশক আর মাদায়েনে আমার জন্য কোন পার্থক্য নেই।'

: 'তাহলে আপনি যাবেন কোথায়?'

: 'জানিনা। বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় ভেবেছিলাম ফ্রেমসের ওখানে না হলেও সিরিয়ার কোন ব্যবসায়ীর অধীনে চাকরী পেয়ে যাব। কারো ছাগ মেষ চড়াতেও প্রস্তুত ছিলাম। এখন মনে হয় দুঃসহ অতীত এখানেও আমায় ধাওয়া করছে। কোথায় খুঁজে পাব এমন স্থান যেখানে মানুষ মানুষের রক্ত পিয়াসী নয়।'

ফূসতিনা মুচকি হেসে বললঃ 'আপনি যদি রাখালগিরী করে খুশী থাকতে পারেন, আববাকে বলব সিরিয়ার সব ছাগ মেষ জমা করে আপনার হাতে তুলে দিতে। ভাল একটা চারন ভূমিও দেয়া হবে। কিন্তু মনে করুন আববা জেলে, নানা বিপদগ্রস্ত, ঘরে ঢুকে আমার হাসির পরিবর্তে যদি আপনার কানে ভেসে আসে আর্ত চিৎকারের শব্দ, তখন কি আমাদের রেখে পালিয়ে যাবেন?'

ঃ 'এ পরিস্থিতিতে তোমাদের ছেড়ে যেতে পারবনা তা তুমি নিজেও বোঝ।'

ফূসতিনা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললঃ 'আপনি বড় রহম দীল। কিন্তু ওখানে আমাদের কোন সাহায্য করতে পারবেননা। আমাদের জন্য আপনি কোন ঝুঁকি নিন তা আমি চাইনা। আপনি যখন পাঁচজনের মোকাবিলা করার জন্য একাই পাহাড়ে গেলেন, নিজেকে ক্ষমা করতে পারিনি। আপনার ফিরে আসা পর্যন্ত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি। দামেশকের পরিস্থিতি ভাল না হলে আপনার প্রতি আমার অনুরোধ, নিজের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করবেন। কিন্তু এক অনাত্মীয় আরব যুবক কেন আমাদের জন্য এতটা করল তা কোন দিন বুঝতে পারবনা।'

আসেম ধরা গলায় বললঃ 'আমি এক আরব। ক'দিন পূর্বেও এ ছিল আমার গর্ব। কিন্তু এখন আমার কোন দেশ নেই।'

নিঃশব্দে এগিয়ে চলল দুজন। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল ফূসতিনা। তার মা ধীরে ধীরে আসছেন। ও ঘোড়া থামিয়ে তার অপেক্ষা করতে লাগল।

সড়কের দু'পাশে সবুজাভ বাগান । বাগান পেরিয়ে দামেশকের শহরতলীতে প্রবেশ করল ওরা। এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মানুষের গলিত বিকৃত লাশ। গাছে গাছে শকুনীর নগ্ন উল্লাস। কোন কোন লাশে গোশত নেই। শুধু কংকাল পরে আছে। একবাড়ীর দারজার সামনে দুটো লাশ নিয়ে কুকুর আর শকুনে টানা হেচঁড়া চলছে। ঘাড় ফিরিয়ে সাথীদের দিকে চেয়ে আসেম বললঃ 'এবার আপনাদের সাহসী হতে হবে।'

ফূসতিনা চেঁচিয়ে বললঃ 'দোহাই আপনার। তাড়াতাড়ি চলুন। দুর্গন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল আসেম। কিন্তু সর্বত্র একই অবস্থা। সড়কের আশপাশেই লাশ বেশী। এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখতে দেখতে ওরা শহরের পূর্ব দরজার কাছে এসে পৌছল। বাইরে সর্বত্র সিপাইরা টহল দিচ্ছে। দরজার সামনে একটা বৃক্ষে ঝুলছে পাঁচটা লাশ। সিপাইদের দৃষ্টি পড়ল আসেম এবং তার সংগীনিদের দিকে। হৈ হল্লোড় করে ছুটে এল ওরা। অফিসার গোছের এক ব্যক্তি আসেমকে প্রশ্ন করল ঃ 'এ খাসা শিকার কোথায় পেলে।'

আসেম মাথা দুলিয়ে আরবী ভাষায় বললঃ 'আমি তোমাদের ভাষা বুঝিনা।'

ইরানী অফিসার সংগীদের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'কোন বন্দী যুবতীদের তো এত প্রশান্ত দেখিনি। তোমাদের ধারনা কি, এক জনের জন্য এদুজন বেশী হয়ে যায়না?'

ওরা ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মত ফূসতিনা এবং ইউসিবার দিকে চাইতে লাগল। ক্রোধে লাল হয়ে গেল ইউসিবার চেহারা।ঃ 'বেতমিজ! কি বলছ তোমরা? আমি সীনেরু স্ত্রী। ও আমার মেয়ে।'

ইরানী অফিসার ইউসিবার মুখে ফার্সি ভাষা শুনে হতভম্বের মত সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে রইল। এর পর একটু সাহস করে বললঃ 'কোন সীন?'

ঃ 'এ প্রশ্নের জবাব দেবেন শাহানশা। এখানে মাদায়েনের কোন লোক থাকলে নিশ্চয়ই তাকে না চেনার কথা নয়।'

এক সিপাই অফিসারের কানে কানে কি যেন বলল। ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার চেহারা।

ঃ 'সম্মানিতা বেগম সাহেবা।' অফিসার ঢোক গিলে বলল 'আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি ক্ষমা চাইছি। আপনার কোন চাকরের সাথেও আমরা খারাপ কথা বলতে পারিনা। এ আরব যুবক যদি আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকে বলুন। পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলে ফেলব।'

ঃ 'এ আরব আমাদের জীবন এবং সম্ভ্রম রক্ষা করেছে।'

ঃ 'মাফ করুন। যে সীনকে আমরা জানি তিনি তো কস্তুনতুনিয়ায়। আপনারা কোথেকে এসেছেন?'

ঃ 'তোমাদের সব প্রশ্নের জবাব দেয়া জরুরী নয়। ভাল চাইলে আমাদের পথ ছেড়ে দাও।'

ঃ 'কিন্তু আপনাদের হিফাজতের দায়িত্ব আমাদের। আপনারা যাবেন কোথায়?'

ঃ 'কাছেই আমাদের বাসা।'

ঃ 'অনুমতি পেলে আপনাদের বাসায় পৌঁছে দেব।'

আসেম এবং ফুসতিনার দিকে তাকালেন ইউসিবা। চোখে গর্বিত দৃষ্টি। ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন তিনি। ইরানী অফিসার কজন সিপাই নিয়ে তাদের সাথে ছুটে চলল। গজপঞ্চাশেক দূরে দেখা গেল কজন সিপাই। পোশাকে আরব মনে হয়। ওরা দুটো মেয়ের চুলের মুঠি ধরে একটা বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেল। চিৎকার করছিল মেয়ে দুটো। ফুসতিনা এবং তার মা থেমে কতক্ষন ওদের কলজে ফাটা চিৎকার শুনলেন। অবশেষে ইউসিবা বললেনঃ 'এরা কোথেকে এসেছে?'

ঃ 'এরা হিরা, নজদ এবং ইয়ামেনের বিভিন্ন গোত্রের লোক। আমাদের বন্ধু।'

ঃ 'এ মেয়েদের কোন সাহায্য করতে পারনা।'

আমাদের সিপাহসালার ওদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। গোত্রের সর্দার ছাড়া ওরা আর কাউকে মানেনা। এদের কিছু বলতে হলে আগে সর্দারকে খুঁজে বের করতে হবে। আপনাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। চলুন।'

ঘোড়া ছুটালেন ইউসিবা। আসেম এবং ফুসতিনাও। আরো খানিক এগিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন ইউসিবা। মা মেয়ে দুজন দরজার কড়া নাড়তে লাগল। তিনটে ঘোড়ার বাগ তুলে নিল আসেম। ভেতর থেকে কোন জবাব এলনা। ইউসিবা উৎকণ্ঠা জড়ানো কণ্ঠে চাকরদের ডাকতে লাগলেন।

আচম্বিত শিকল খোলার শব্দ হল। পাল্লা দুটো ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলেন মা, মেয়ে দুজন। সামনে দাঁড়িয়ে এক আরব। নিজের ভাষায় কি যেন বোঝাতে চাইল ওদের। কিন্তু তার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ওরা পাইন বাগানের ভেতর দিয়ে ছুটে গেল। পাহারাদার কটা হাকডাক দিয়ে কবাট বন্ধ করতে এল। আসেম তাড়াতাড়ি ঘোড়া সহ ভেতরে ঢুকে পড়ল।

পাহারাদার খেকিয়ে উঠলঃ 'এই, তুমি কে? ভেতরে যেতে পারবেনা।'

: 'এটা খিউডসিসের বাড়ী হয়ে থাকলে তুমি আমার পথ রোধ করতে পারবেনা।'

: 'দেখ, ভালো চাইলে সামনে যাবেনা। এবাড়ী এখন আমাদের সর্দারের কব্জায়। তোমার শিকার সিংহের খাঁচায় ঢুকেছে। এখন অন্য কোন বাড়ীর পথ ধর।' তরবারী হাতে নিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়াল সে। আসেমের রক্ত টগবগিয়ে উঠল। এক ঝটকায় ও পাহারাদারের ঘাড় ধরে এক ঘুষি মারল। ঝপাৎ করে নীচে পড়ে গেল সে।

নিমিষে মাটি থেকে তরবারী তুলে বাড়ীর দিকে ছুটে গেল। ততোক্ষনে অফিসার সিপাইদের নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। পাহারাদার পিটপিট করে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাগানে থাকতেই আসেমের কানে ভেসে এল নারীর চিৎকার। বাগান পেরিয়ে ও এক বিশাল বাড়ীর আঙ্গিনায় পা রাখল। চিৎকার করতে করতে ফিরে আসছিলেন ইউসিবা। অসভ্যের মত হাসতে হাসতে তিন মদ্যপ তার পেছনে আসছিল।

নেশায় টলছিল ওরা। সামনের লোকটি ইউসিবার ঘাড় ধরতে গিয়ে উপুর হয়ে পড়ে গেল। গর্জে উঠল আসেম। : 'দাঁড়াও। শাহানশার সামনে এজন্য জবাবদিহী করতে হবে জান? এদের সাথে অশালীন ব্যবহার করে এমন এক ব্যক্তিকে ক্ষেপাচ্ছ, যার ইঙ্গিতে তোমাদের সর্দারদের গর্দান চলে যাবে।'

ওরা ভয়ার্ত চোখে আসেমের দিকে চাইতে লাগল। ততোক্ষনে ইরানী সিপাইরা ওদের অবরোধ করে ফেলেছে।

আসেম এগিয়ে গেল। উঠতে সাহায্য করল ইউসিবাকে। তিনি উঠে বললেন: 'খোদার দিকে চেয়ে আমার মেয়েটাকে বাঁচাও। ও ভেতরে।'

অন্দর মহলের দিকে ছুটল আসেম। ফুসতিনার চিৎকার শোনা যাচ্ছে। লাথি মেরে দরজা খুলে আসেম ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকল। একটা দৈত্যের হাত থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করছে ফুসতিনা। আসেমকে দেখে ফুস্তিনাকে একদিকে সরিয়ে এগিয়ে এল দৈত্য। কিন্তু ওর হাতে অস্ত্র নেই। কক্ষের এক কোণে তার তরবারী পড়ে আছে। নিজের তরবারী ফেলে দিয়ে আসেম আহত পশুর মত তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। অত্যধিক মাতাল হওয়ায় লোকটি সুবিধা করতে পারলনা। আসেম তার নাকে মুখে ঘুষি মারতে লাগল। পড়ে গেল লোকটি। আসেমকে জড়িয়ে ধরে ফুসতিনা শিশুর মত কাঁদতে লাগল।

: 'খোদার দিকে চেয়ে আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যান। পালিয়ে যান। আমাদের সাথে কেন এসেছেন? আপনাকে বারবার বিপদে ফেলার অধিকার আমাদের নেই। আমাদের ভাগ্যে যদি অপমান আর লাঞ্ছনাই থাকে তবে আপনি কি আর করবেন।'

: 'ফুসতিনা, পালিয়ে যাবার জন্য এখানে আসিনি। তোমাদের ছেড়ে কোন দিন যাবনা। লাঞ্ছনা আর অপমান তোমাদের ভাগ্য নয়।'

ইউসিবা এবং ইরানী অফিসার কক্ষে প্রবেশ করলেন। আসেমকে ছেড়ে ফুসতিনা এবার জড়িয়ে ধরল মাকে। অফিসার নীচে পড়ে থাকা লোকটাকে ভাল করে দেখে বলল: 'আপনার রক্ষী এ ভদ্রলোককে হত্যা করলে মহা ফ্যাসাদে পড়তে হত।'

ইউসিবা ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বলল: 'এ জানোয়ারকে তুমি ভদ্রলোক বলো।

ঃ 'এ হিরার এক সম্ভ্রান্ত গোত্রের রইস। যুদ্ধের ময়দানে তার এবং তার লোকদের সমতুল্য কেউ নেই। এখন মাতাল না হলেও এ যুবককে ছিড়ে ফেলত।'

ইউসিবা ফুসতিনাকে বললঃ 'মেয়েটা কে ছিল রে? ও কোথায় গেল?'

ঃ 'তাকে চিনতে পারিনি। তবে মনে হয় ইউহান্নার ছোট বোন। ওকে পেছনের কামরার দিকে পালাতে দেখেছি।'

ইউসিবা পেছনের কামরার দরজার কড়া নেড়ে বললঃ 'দরজা খোল। এখন তোমার কোন বিপদ নেই। আমি তোমার হিফাজতের দায়িত্ব নিচ্ছি।'

দরজার পাল্লা খুলে গেল। বেরিয়ে এল এক যুবতী। এলোমেলো চুল। চেহারায় পাশবিকতার চিহ্ন। ঃ 'হেলেনা!' মা মেয়ে একসঙ্গে বলে উঠল। ও মাথা নুয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আচম্বিত নীচে পড়ে থাকা তরবারী তুলে নিল মেয়েটি। আঘাত করতে চাইল দৈত্যকায় লোকটির উপর। আসেম ছুটে এসে তার হাত ধরে ফেলল। ও চেচাতে লাগল ঃ 'আমায় ছেড়ে দাও, ঈশ্বরের দোহাই প্রতিশোধ নিতে দাও আমায়। তোমরা জাননা এ হারামীটা কতবড় জালেম। ও আমার স্বামীকে হত্যা করেছে। আমি গতদিন থেকে'------কান্নার গমকে হারিয়ে গেল ওর কন্ঠ।

আসেম তার হাত থেকে তরবারী ছিনিয়ে নিল। দুহাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল মেয়েটি। ইরানী অফিসার প্রশ্ন করলঃ 'ও কি আপনার বোন?'

ঃ 'না, আমার এক প্রতিবেশীর স্ত্রী।'

ফুসতিনা বললঃ 'সাহস হারিওনা হেলেনা। আমার নানাজান কোথায়?'

ঃ 'তোমার নানা এখানে নেই।' কান্না সংযত করে বলল হেলেনা।

ঃ 'কোথায় তিনি?'

ঃ 'তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করার শাস্তি দামেশক পেয়েছে। আমার স্বামী তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও ছিলেন অসহায়। কাল এই জানোয়ারটা আমার চোখের সামনে আপনাদের বুড়ো চাকরকে হত্যা করেছে।'

ঃ 'কারা আমার আব্বাকে জীবন্ত পুড়িয়েছে?'

ঃ 'রোমান সিপাইরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। পেছনে ছিল বিশপের সাথে হাজারো মানুষের মিছিল। তার উপর ইরানের গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এনেছিল।'

ইউসিবা কান্না জড়ানো কন্ঠে বললেনঃ 'তুমি কি নিশ্চিত আমার পিতাকে জীবন্ত পুড়িয়ে দেয়াহয়েছে?'

ঃ 'হ্যাঁ। আমার স্বামী এবং মহল্লার কজন তাকে জ্বলন্ত চিতায় দেখেছিলেন।'

ঃ 'মহল্লার কেউ কোন সাহায্য করলনা?'

ঃ 'তার হাজার হাজার ভক্ত ছিল। কিন্তু গীর্জার আদালতের ফয়সালার পর কেউ মুখ খুলতে সাহস করেনি। তাছাড়া শহরের অধিকাংশ মানুষকে ওরা ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল।'

ইউসিবা এবং ফুসতিনা বিভিন্ন প্রশ্ন করে করে হেলেনার কাছ থেকে ঘটনা জেনে নিচ্ছিল। রোমান ভাষায় অজ্ঞ অফিসার দাঁড়িয়েছিল হাবাগোবার মত। বাইরে থেকে একজন সিপাই এসে বললঃ 'স্যার, ওই তিন আরবকে কি করব? তারা আমাদের ধমক দিচ্ছে।'

ঃ 'ওদের ছাউনিতে নিয়ে যাও। নেশা কেটে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে এ সর্দারকে এখান থেকে সরিয়ে নাও। আর শোন, এবাড়ীর পাহারায় কমপক্ষে জনা চারেক লোক রেখেযেও।'

সিপাইটি আওয়াজ দিল সাথীদের। দৌড়ে এল তিনজন। অফিসার এগিয়ে তাকে ধাক্কা দি... ই সে চোখ মেলল। সিপাইরা তাকে টেনে নিয়ে চলল। নিজকে মুক্ত করতে চাইল সে। কিন্তু ... জনের সাথে এঁটে উঠলনা। সিপাইরা তাকে জোর করে কক্ষের বাইরে নিয়ে গেল।

ইরানী অফিসার ইউসিবাকে লক্ষ্য করে বললঃ 'আরবরা খুব প্রতিশোধ পরায়ন। কিন্তু সে দ্বিতীয় বার আপনাদের বিরক্ত করবেনা। তবু নিরাপত্তার জন্য আমার সিপাইরা আপনার বাড়ী পাহারায় থাকবে। আমি সিপাহসালারকে সংবাদ দিতে যাচ্ছি। আপনার অনুমতি পেলে তিনি নিজেই আসবেন। অন্য কোথাও না গেলে চেষ্টা করব এখানে আপনার যেন কোন কষ্ট না হয়। কিন্তু নিজের জীবনের প্রতি মায়া থাকলে এ যুবক যেন বাইরে না যায়। আমি ভেবেছিলাম ও লখমী অথবা তমিমী গোত্রের লোক। সম্ভবত তাও নয়।'

ঃ 'জেরুজালেম থেকে ও আমাদের নিয়ে না এলে এতদিনে রোমানদের কয়েদখানায় থাকতাম। শাহানশার কাছে সীনের স্ত্রী এবং মেয়ের মূল্য থাকলে একেও সম্মানের উপযুক্ত ভাববেন।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা। আপাতত চার ব্যক্তিকে রেখে যাচ্ছি। কিছুক্ষনের মধ্যে আরো কজন আসবে।'

অফিসার বেরিয়ে গেল। ইউসিবা এবং ফুসতিনা আবার হেলেনার দিকে ফিরল। বাকী দিনটা ভালোয় ভালোই কাটল। দিনের তৃতীয় প্রহরে এলেন দামেশকের বিজয়ী সিপাহসালার। সমবেদনা জানালেন তিনি। পাহারাদারদের কিছু জরুরী নির্দেশ দিয়ে আবার তিনি ফিরে গেলেন।

মহলের শেষ প্রান্তে এক কামরায় শুয়েছিল আসেম। কামরাটা মেহমানখানা হিসেবেব্যবহার করা হয়। ক্লান্তিকর সফরের পরও ওর চোখে ঘুম নেই। দিনভর হেলেনার কাছে শুনেছে ইরানী সৈন্যদের পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী। এ মনোরম শহরটা ওর কাছে নিজের উষর মরুভূমির চাইতেও ভয়াবহ মনে হচ্ছিল। ওখানে গোত্রে গোত্রে সংঘর্ষ–এখানে সংঘর্ষ দু'দেশের মধ্যে। দামেশকের অলিগলি থেকে বিজয়ী লশকরের অট্টহাসির মাঝে শোনা যাচ্ছিল বিজিত জাতির হৃদয় বিদারক কান্নার শব্দ। ও মনে মনে বলছিল, হায়! বর্বরতার এ ঝড় যদি রুখতে পারতাম। হায়! দামেশকের প্রতিটি ঘরে যদি এ পয়গাম দিতে পারতাম যে, আঁধারের জাল কেটে কেটে এগিয়ে আসে ভোরের আলো। কিন্তু সে ভোর কখন আসবে? কুজ্ঝটিকার গাঢ় আবরন ভেদ করে কি সূর্য হেসে উঠবে? আসেমের কাছে এর কোন জবাব ছিলনা। তার কছে মানবতার ভবিষ্যত–অতীত এবং বর্তমান থেকে বেশী অন্ধকারময় মনে হচ্ছিল। ও বারবার বলছিল. হায়!

ফুসতিনার জগৎ যদি সামিরার জগতের চে' ভিন্ন হতো। অনেক্ষন ধরে এ পাশ ওপাশ করে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল ও।

রাতের শেষ প্রহরে পাহারাদারদের ডাক চিৎকারে ওর ঘুম ভেংগে গেল। ধড়ফড়িয়ে ও উঠে বসল বিছানায়। এরপর তরবারী হাতে নিয়ে খালি পায়ে বেরিয়ে এল। পাইন বাগানের ভেতর দিয়ে বাড়ীর দিকে যাচ্ছে ক'জন লোক। কারো কারো হাতে মশাল। গাছের আড়ালে আবডালে ওদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল আসেম। কিন্তু হঠাৎ কি মনে করে ইউসিবা এবং ফুসতিনার কক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল। মশালের আলোয় দেখা গেল ওরা আটজন। আসেম ভাবল, ওরা আসছে অথচ পাহারাদাররা বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করলনা, বেটা পাজী অফিসারও গাদ্দারী করল। আমি একা এত লোকের মোকাবেলা কিভাবে করব? আজকে ওদের ফিরিয়ে দিলেও আবার আসবে। হয়ত সংখ্যায় আরো বেশী। ফুসতিনা বলছিল, আমাদের ভাগ্যে অপমান থাকলে তুমি কি করতে পারবে?

না, আমার জীবনে ওদের লাঞ্চনা দেখবনা। এ চোখ ওকে সামিরার মত মরতে দেখবেনা। কিন্তু এদের কিছুক্ষন আটকে রাখতে পারলে হয়ত এদের আত্মীয় স্বজন এসে পৌঁছবে। আজ ইরানী সিপাহসালার নিজেই এসেছিলেন। মৃত্যুর ভয়াল রূপের ফাঁকে ও দেখতে পেল আশার ক্ষীণ আলো। ওরা বাগানের এ মাথায় এসে থামল। একদীর্ঘ দেহী মশাল হাতে নিয়ে কি বলল ওদের। ফিরে গেল অন্যরা। আগন্তুক দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো। তার উপর সতর্ক লক্ষ্য রেখে আসেম দরজার একপাশে সরে এল। মুহূর্তে তরবারী আগন্তুকের বুকে ঠেকিয়ে বলল : 'খবরদার! আর এগোবেনা।'

'ভ্যাবাচেকা খেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল আগন্তুক।

'তুমি জান আমি একা নই। আমার ইঙ্গিত পেলে বিশ পঁচিশজন লোক তোমার উপর ঝাপিয়েপড়বে।'

: ' জানি। তার এ জন্যই আমার তরবারী তোমার কণ্ঠ থেকে কোন শব্দ বের হতে দেবে না।' আগন্তুক নির্ভয়ে বলল: 'তোমায় এক আরব মনে হয়। আমি আশ্চর্য হচ্ছি এ জন্য যে, এ ঘরের হিফাজতের জন্য নিজের জীবন বরবাদ করতে চাইছ।'

: 'তুমি যদি ইরানী হও তোমার জানা উচিৎ এ ঘরে সীনের স্ত্রী থাকেন। আর তিনি শাহানশার বন্ধু।'

: 'তুমি তাদের মুহাফিজ?'

: 'এখনো সন্দেহ হচ্ছে?'

আগন্তুক ভরাট কণ্ঠে বলল : 'তুমি যেমন বাহাদুর তেমনি গবেট। তোমায় ধন্যবাদ। আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। এখন আবার কস্তুনতুনিয়ায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার নাম সীন।' স্তম্ভিত বিস্ময়ে আসেম বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। সীন তরবারী একদিকে ঠেলে দরজার কড়া নাড়তে লাগলেন। ভেতর থেকে কোন জবাব এলনা। আসেম বলল : 'ওরা যথেষ্ঠ ভয়ের মধ্যে রয়েছে। আপনি নিজের পরিচয় দিন।'

সীন চিৎকার করে বলল: 'ফুসতিনা, ফুসতিনা। দরজা খোল মা। আমি এসেছি।'

ফুসতিনা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। এরপর 'আববাজান' বলে সীনকে জড়িয়ে ধরল। সীন আসেমের দিকে তাকালেন। ঃ'এবারতো নিশ্চিন্ত হলে। পাহারাদাররা আমায় তোমার কথা বলেছিল। কিন্তু এসময় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে এতটা ভাবিনি। যাও, ঘুমোওগে।'

আসেম মেহমানখানার দিকে হাঁটা দিল।

পরদিন। সীনের সাথে এখনো দেখা করার সুযোগ পায়নি আসেম। ও কখনো আস্তাবলে গিয়ে নিজের ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে আদর করত। কখনো পায়চারী করত পাইন বাগানে। পাহারাদাররা তার সাথে সাধারন চাকরের মত ব্যবহার করল। বেলা দুপুর। নিজের কক্ষে শুয়ে আছে আসেম। আলতো পায়ে ভেতরে ঢুকল ফুসতিনা। বিছানায় উঠে বসল ও। ফুসতিনা বলল ঃ' আজ অনেক দেরী হয়ে গেছে। আম্মা আববা এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলেন। ওরা খাবার টেবিলে আপনাকে ডাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হেলেনা বলল, আপনি আগেই খাওয়া সেরে নিয়েছেন। আমরা ভোর পর্যন্ত আপনাকে নিয়েই আলাপ করেছি। আববা সিপাহসালারের সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন। ফিরে এসে আপনার সাথে কথা বলবেন। আম্মা বলেছেন, আপনার কিছু দরকার হলে আমায় বলতে। তিনি আপনার জন্য নতুন কাপড় আনতে একজন লোক বাজারে পাঠিয়েছেন।'

ঃ 'আমার নতুন কাপড়ের দরকার নেই। আপনার আববা ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুন এ ছিল আমার বড় ইচ্ছে। সে ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে। এবার নির্দ্বিধায় দামেশক ছেড়ে যেতে পারব।'

ঃ 'আপনার মেজবান হলেন আমার আববা। কখন যাবেন তাকে নিশ্চয় জানাবেন। যেখানে যাবেন, তা দামেশকের চে নিরাপদ না হলে আপনাকে তিনি যেতেই দেবেননা।'

বাইরে কারো পায়ের শব্দে পেছন ফিরে চাইল ফুসতিনা। ঃ 'আববাজান আসছেন।' আসেম তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেল। একপাশে সরে গেল ফুসতিনা। সীন কক্ষে প্রবেশ করলেন। এক কদম দূর থেকে মোসাফেহার জন্য হাত প্রসারিত করে বললেন ঃ 'আমি এক জরুরী কাজে বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে তোমার সাথে নিশ্চিন্তে কথা বলব। ফুসতিনা বলছে তুমি নাকি পালিয়ে যাবে। আমি বলেছি আমায় না বলে ও যাবেনা।'

ঃ 'এটা কি আপনার নির্দেশ।'

ঃ 'না। আমরা কোন উপকারী বন্ধুকে হুকুম দেইনা। ফুসতিনা! মেহমানের প্রতি খেয়াল রাখবে।' আসেমের পিঠ চাপড়ে স্মিত হেসে বেরিয়ে গেলেন সীন।

বিকেলে কক্ষের বাইরে পায়চারী করছিল আসেম। নতুন কাপড় নিয়ে সেখানে এল হেলেনা।
ঃ 'নিন, এ আপনার জন্য। তাড়াতাড়ি পরে নিন। ফুসতিনার আববা আপনার ইন্তেজার করছেন।'

ঃ 'নতুন পোশাক না পরলে তাঁর সাথে দেখা করতে পারবনা?'

হেলেনা চঞ্চল হয়ে বলল ঃ 'না, না, তিনি নতুন কাপড় পরে যেতে বলেননি। কিন্তু ফুসতিনার ইচ্ছে আপনি নতুন পোশাকে তার আববার সাথে দেখা করেন।'

কাপড় নিয়ে কক্ষের ভেতর ছুড়ে মারল আসেম। বলল ঃ 'কাপড় পরতে দেরী হয়ে যাবে। আগে তার সাথে দেখা করি।' আর কিছু না বলে হেলেনা হাঁটা দিল। শোবার ঘরের দরজায় থেমে আসেমকে বলল ঃ 'তিনি ভেতরে। যান।'

সসংকোচে ভেতরে ঢুকল আসেম। কক্ষে দুটো মশাল জ্বলছে। সীন ইউসিবা এবং ফুসতিনা চেয়ারে বসে আছে। সীন একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেনঃ 'বসো। মা মেয়ে দু'জনের ইচ্ছে তাদের সামনেই যেন তোমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। আমি বলেছি, সময় থাকলে ইরানের সব আমীর ওমরাকে ডেকে তাদের সামনে তোমার হাত ধরে বলতাম, এ যুবক আমার সবচে বড় উপকারী বন্ধু। আজ থেকে ও আমার সন্তান। আমি জেনেছি, তুমি ফারসী জাননা। গ্রীক ভাষায় আমার সবটুকু আবেগ প্রকাশ করতে পারছিনা।' আসেম চেয়ারে বসতে বসতে বলল ঃ 'আমায় ধন্যবাদ দেয়ার দরকার নেই। আমি আমার কর্তব্য আদায় করেছি।'

ঃ 'ভোরেই আমি বিশেষ কাজে যাচ্ছি। দামেশক ছাড়ার পূর্বে আমি জানতে চাই, কি খিদমত তোমার করতে পারি। আমার সম্পদের অভাব নেই। তোমার কারনে ফুসতিনার মা যে সম্পদ বাঁচিয়ে এনেছে তাতে তোমার অধিকার সবচে বেশী। তোমায় অবশ্যই তা নিতে হবে।'

ঃ 'আমার কিছুই প্রয়োজন নেই।'

ঃ 'তুমি দেশ ছাড়া। আমি তোমায় সিরিয়া এবং আর্মেনিয়ায় বাড়ীঘর এবং জমি জিরাত দিতে পারি। যদি তুমি কোন শক্তিমান দুশমনের কারনে দেশ ছেড়ে থাক, আমি তোমার সাহায্য করব। ইয়ামেনের গভর্নর তোমাকে সাহায্য করবেন।'

ঃ 'মাফ করুন। আমি জমি জিরাতের জন্য এখানে আসিনি। একথা সত্য যে, আমার জীবনের সব আনন্দ দেশের ধূলোয় মিশে গেছে। কিন্তু যে আগুন আমি দামেশককে দেখেছি, ওখানে সে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে যেতে চাইনা।'

ঃ 'আমি তোমায় সাহায্য করতে চাইছি। নয়তো আরবে ইরানী হামলার প্রশ্নই উঠেনা। আরবের শ্রেষ্ঠ অংশ ইয়ামেন আমাদের কব্জায়। ইরাকের আরব কবিলাগুলো আমাদের অনুগত। আরবের বাকী অংশ উষর মরু । তাতে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। কি অবস্থায় ঘর ছেড়েছ জানিনা। কিন্তু চিরদিনের জন্য এসে থাকলে আমায় বন্ধু ভাবতে পার। তুমি যে দেশ ছাড়া তা অনুভব করতে দেবনা। দামেশকের পরিস্থিতিতে তুমি উৎকণ্ঠিত। আমি ইরানী সেনাবাহিনীর কাজে সন্তুষ্ট নই। কিন্তু এখন যুদ্ধের সময়। একদিন রোমানরা যা করেছিল, এখন এরাও তাই করছে।'

আসেম চঞ্চল হয়ে বলল ঃ' আপনি তো যুদ্ধের বিরোধিতা করতেন।'

ঃ 'হ্যাঁ, কিন্তু তার খেসারত আমায় দিতে হয়েছে। আমি শান্তির পয়গাম নিয়ে কায়সারের কাছে গিয়েছিলাম। তাকে বলতে চাইছিলাম যে, ইরানের শাহকে ক্ষেপিয়ে আপনি ভাল করেননি। তাকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার মধ্যেই রোম ইরানের কল্যাণ নিহিত। কিসরা সম্রাট মুরিসের হত্যাকারীদের ক্ষমা করবেননা। যেভাবেই হোক কিসরাকে সন্তুষ্ট করুন। আমার আশংকা ছিল ফুকাস হয়ত আমার কথার মূল্য দেবেননা। এ জন্য প্রভাবশালী লোকদের সাথে আলাপ শুরু করলাম। কেউ কেউ ফুকাসকে বলল, আমি সিনেট সদস্যদের প্রভাবিত করছি। তিনি আমায় জেলে পুরে দিলেন। কন্তুনতুনিয়া থেকে আমায় কবরস জেলে স্থানান্তর করা হল।

ওখানেই শোনলাম কন্তুনতুনিয়ায় অভ্যুত্থান ঘটেছে। ফুকাস নিহত। নতুন কায়সার আমায় ডেকে পাঠালেন। আমায় যথেষ্ঠ সম্মান দেখান হল।

হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে কিসরাকে শান্তির প্রস্তাব পৌছানোর জিম্মা আমায় দেয়া হল। ভেবেছিলাম, পারভেজ শান্তি প্রস্তাবে খুশী হবেন। কিন্তু এ ছিল আমার আরেক ভুল। ইন্তাকিয়া পৌছে বুঝলাম, যে ঝড় শুরু হয়েছে তা বন্ধ করা আমার সাধ্যের বাইরে। ফুকাস যে আগুন জেলেছিলেন, তা বিপজ্জনক অগ্নিপিন্ডে রূপ নিয়েছে। নিভাতে গেলে আমার হাতই পুড়ে যাবে। ইন্তাকিয়া থেকে এখানে এলাম। শোনলাম দুনিয়ায় আমার সবচে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। থিউডেসিস আমায় শিখিয়েছিলেন মানুষকে ভালবাসতে। আমার শ্বশুর হওয়ার কারনেই তাকে জীবন দিতে হল।'

ঃ 'এখন আপনি কি করতে চাচ্ছেন?'

ঃ'আমি পারভেজের সিপাহী। একজন সৈনিকের সীমালংঘন করে আমি ভুল করেছি। আমি শাহানশাহের খাদেম। তিনি চাইছিলেন এমন লোক, যারা সন্ধি নয় বরং বিজয় পতাকা উড়াতে পারে। পরিস্থিতি ইরানকে বাজনাতিন সালাতানাতের দুশনম হতে বাধ্য করলে আমার দায়িত্ব আমি পালন করব। কন্তুনতুনিয়া জয় না করে থামবেনা ইরানী লশকর। দামেশকের অবস্থা দেখে তোমার মন বিষাদিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু যুদ্ধের কানুন আমরা তৈরী করিনি। শত শত বছর ধরে রোম ইরানে এমনিই চলে আসছে। রোমানরা আমাদের কোন শহর দখল করলে এরচে ভাল ব্যবহারকরবেনা।'

ঃ 'মেনে নিচ্ছি। মুরিসকে হত্যা করার কারনে কিসরা রোম আক্রমন করেছেন। কিন্তু যেহেতু ফুকাস নেই, যুদ্ধ চালিয়ে যাবার যৌক্তিকতা কোথায়?'

ঃ 'একটানা বিজয় তাকে যুদ্ধের মঝে ধরে রেখেছে। দুর্বলের হাত প্রসারিত হয় সন্ধির জন্য। এক সাফল্য আরেক সফলতার দুয়ার খুলে দেয়। বলতে দ্বিধা নেই, রোম ইরান কখনো পরস্পরের বন্ধু ছিলনা। পরিস্থিতি তাদের অস্থায়ী মিলনে বাধ্য করেছে। বাহরামকে শায়েস্তা করার জন্য পারভেজ মুরিসের সাহায্য চেয়েছিলেন। মুরিস হয়ত বুঝেছিলেন, পারভেজ বাহারামের শক্তিশালী দুশমন। যুদ্ধ ছাড়া এক চিলতে জমিও সে দেবেনা। পারভেজ রোমানদের হাতে তুলে দিয়েছিল আর্মেনিয়ার বিশাল এলাকা। কিন্তু রোমানদের বুঝা উচিৎ ছিল যে, পারভেজ চিরদিন তাদের অনুগত থাকবেননা। হারানো এলাকা হাতে নেয়ার বাহানা খুঁজছিলেন পারভেজ। মুরিসের হত্যায় তা সেরে গেলেন। তিনি নিহত না হলে হয়তো আরো কটা বছর ভালোয় ভালোয় কেটে যেত। কারন, আবেগ তাড়িত সম্পর্ক বেশী দিন টেকেনা। ইরানী লশকর আর্মেনিয়ায় হয়তো তরবারী কোষবদ্ধ করে নিত। কিন্তু রোমানদের মোকাবিলায় নিজের শক্তি সম্পর্কে তার ধারনা সুদৃঢ় হলো। এখন তিনি সন্ধি শব্দ শুনতেই নারাজ।'

ঃ 'এত কিছুর পরও তো আপনি এ লড়াই চাননা।'

ঃ 'আমার চাওয়া না চাওয়ায় কি এসে যায়। ইস্তাকিয়ায় শাহের সাথে দেখা করার পর আমার সামনে দুটো পথ খোলা ছিল। প্রথমত, যুদ্ধের বিরোধিতা করে কাপুরুষের অপবাদে আমি ফাঁসীতে ঝুলব। দ্বিতীয়ত চোখ কান বন্ধ করে লড়াই করব। আমি দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিয়েছি। তার অর্থ আমি রক্ত ঝরিয়ে সুখ পাই তা নয়। বরং এমন সময়ের অপেক্ষা করব, যখন তাকে সুন্দর পরামর্শ দিতে পারব। আমি প্রমান করতে চাই, আমি ইরানের সৈনিক। শাহানশা খুব শীঘ্র এখানেআসবেন।

সম্ভবত আমায় কোন অভিযানে পাঠানো হবে। কিন্তু যতদিন আমি আছি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমার ভাবাভাবির দরকার নেই। দামেশক পৌঁছার পূর্বে আমার স্ত্রী কন্যা ছিল তোমার আশ্রয়ে। এখন আমার আশ্রয়ে তুমি। তুমি আমার যে উপকার করেছ আমি শুধু আমার কর্তব্যটুকু পালন করতে চাই। এখন আমরা পরস্পর প্রতিটি সুখ দুঃখের সঙ্গী। তোমার জন্য কিছু করতে না পারলে জীবন ভর দুঃখ থাকবে।'

মাথা ঝুকিয়ে কিছুক্ষন চিন্তা করল আসেম। এরপর ব্যথা ভরা কণ্ঠে বললঃ 'যখন ঘর ছেড়ে পালিয়ে ছিলাম, মাথা গোজার জন্য একটু আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল। আমি এখনো জানিনা আমার এ সফরের শেষ কোথায়? রোম ইরান যুদ্ধে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। তবুও এক গৃহহীনের দিকে যদি আপনি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেন, আমায় অকৃতজ্ঞ পাবেননা। আমি আপনার প্রতিটি হুকুম তামীল করব।'

ঃ 'তোমার শোকর গোজারী করছি। কিন্তু পিতা পুত্রকে, বন্ধু বন্ধুকে দিতে পারেনা, এমন কোন নির্দেশ তোমায় দেবনা। আমার প্রথম নির্দেশ, নিজের কামরায় গিয়ে পোশাক পাল্টে এস। আমরা একত্রে বসে খাব।'

সীন মৃদু হাসছিলেন। আসেমের মনে হল এই সুদর্শন মানুষটির দৃষ্টিতে পাথুরে পর্বতও গলে যাবে। নিজের ভেতর ও অনুভব করল শ্রদ্ধা জড়ানো ভালবাসার কাঁপন। ও কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। খাওয়া শেষে ফিরে এল নিজের কামরায়। শুয়ে শুয়ে সীনের কথা ভাবতে লাগল। এতবড় জেনারেল, অথচ তার সাথে অসংকোচে আলাপ করলেন। সীনের কথার ফাঁকে ইউসিবার চেহারার চড়াই উতরাই তার নজর এড়ায়নি। ওর মনে হয়েছিল–মানসিক দ্বন্দ্বে ভূগছেন সীন। স্ত্রীকে শান্তনা দেয়ার জন্যই যেন তার এত কথা।

যুগের পরিবর্তনে এ সাহসী মানুষটা নিজের মত পাল্টাতে বাধ্য হয়েছেন, এটুকু বুঝতে আসেমের কষ্ট হয়নি। কয়েকদিন পর পারভেজ দামেশক এসে পৌঁছলেন। সিরিয়ার কতক শহর ধ্বংস করে ইরানী বাহিনী লেবাননের দিকে এগিয়ে চলল। লেবাননের উপকূলবর্তী শহরগুলোর প্রতিরক্ষা ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়। সমুদ্রের দিক থেকে এদের রসদ আসা যাওয়ার পথ উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত রোমান বাহিনী মোকাবিলা করার সাহস পেলনা।

পারভেজের দামেশকে আগমনের পর সীনের উদ্বেগ অনেকটা দূর হয়েছিল। আবার তিনি সব জেনারেলদের পাশাপাশি দাঁড়াতে পারছেন। ইরানের শাহ উঠলেন রোমান গভর্নরের মহলে। সীন ভোরে চলে যেতেন। ফিরতেন সন্ধ্যায়। কখনো এসেই যুদ্ধের মানচিত্র নিয়ে বসে পড়তেন।

আসেমের অবস্থা হল সে ব্যক্তির মত, যে খরস্রোতা নদীর চোরাবালি থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু পারের পার্বত্য টিলায় দাঁড়িয়ে দেখছে সামনে বিশাল সমুদ্রের উন্মত্ত আক্রোশ। পিছনে ফেরার উপায় নেই। সামনে যাওয়াও দুঃসাধ্য। এ পার্বত্য টিলা ছিল সীনের বাড়ী। ও ভুলে যেতে চাইছিল পেছনের নদীর কথা। কিন্তু তার ভবিষ্যতের সব মঞ্জিল মরু সাইমুমের বিক্ষুব্ধ ধুলো ঝড়ে ঢাকা পড়েছিল।

এ বাড়ী, ওর বর্তমান আর ভবিষ্যতের মাঝে একটা দ্বীপ যেন। কাকডাকা ভোরে বিছানা ছাড়ত ও। ঘোড়াগুলো দেখে পাইন বাগানে পায়চারী করত। অস্বস্তি অনুভব করলে গিয়ে বসত মেহমানখানায়। ইউসিবা পূর্বের মতই তাকে স্নেহ করতেন। কিন্তু ওর মনে হতো তিনি জোর করে হাসছেন। তার এ মৃদু হাসির আড়ালে লুকিয়ে আছে অন্তহীন বেদনা।

চাকর বাকরের সংখ্যা সাতে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রতিদিন ওরা নিয়ে আসত বিজয়ের নতুন নতুন সংবাদ। ইউসিবা সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। কিন্তু বার বার তার মনে হয়েছে তিনি তার বিষন্ন অনুভূতি আড়াল করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ফুসতিনা ছিল এরচে ভিন্ন। আব্বা শাহানশার সাথে কথা বলেন এ ছিল ওর গর্ব । ও পিতাকে সবচে বড় জেনারেল এবং পারভেজকে বিশ্ববিজয়ী রূপে দেখতে চাইছিল। যুদ্ধের তান্ডবতায় ওর অনুভূতি ছিল মায়ের চেয়ে ভিন্ন। হৃদয় কঠিন বলে নয় বরং কখনো মজলুম সিরীয় বাসীর করুণ কাহিনী ওর চোখে মুখে এনে দিত বিষাদের কালো ছায়া । এরপরও ওর অভিযোগ ছিল রোমানরা অযথা যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করছে। ওরা জানে আমাদের সম্রাটের মোকাবিলা করতে পারবেনা, তাহলে আত্মসমর্পন করছেনা কেন? আমাদের সম্রাট কস্তুনতুনিয়া জয় না করে ফিরবেননা একথা কে বোঝাবে ওদের। ফুসতিনা অনেকবার আসেমকে বোঝাতে চেয়েছে যে ইরান সেনাবাহিনীতে এক বীর যুবকের জন্য যশ এবং সুনামের দুয়ার খোলা। আপনি চাইলে আব্বা আপনাকে ভাল পদে চাকুরী দিতে পারবেন। একদিন আপনি হবেন শাহানশার প্রিয়পাত্র। কিন্তু এক চপল বালিকার মন ভোলানো কথা কানে তুলতনা আসেম। ফিরে যেত অন্য প্রসঙ্গে।

এভাবে কদিন বেকার সময় কাটাল আসেম। এরপর ও ফারসী ভাষা শিখতে লাগল। তার অনুরোধে সীন একজন বৃদ্ধ সিপাইকে বাসায় নিয়ে এলেন। বৃদ্ধ নওশেরওয়ায় গ্রেফতার হয়েছিলেন। যৌবনের প্রথম দিকটা কেটেছে কস্তুনতুনিয়া এবং সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে। ছিলেন এক রোমান অফিসারের চাকর হিসেবে। বৃদ্ধের নাম ছিল ফিরোজ। মাতৃভাষা ছাড়াও গ্রীক, রোমান এবং পালি ভাষায় তার যথেষ্ঠ দখল ছিল। বেকার সময় কাটানোর জন্য আসেমের প্রয়োজন ছিল একজন সংগীর। ফিরোজ চাইছিলেন একজন স্বল্পভাষার সাথী। সুতরাং দুজনের মধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে উঠল। বুড়োর চুল দাড়ি সাদা হলেও চেহারায় যৌবনের

জৌলুশ। আসেম তার কাছে কাছেই থাকতো। কখনো শিকার করার নামে দুজনেই বেরিয়ে পড়ত। শহর থেকে দুরে কোন বৃক্ষের ছায়ায় বসে বুড়ো শোনাতেন তার জওয়ানীর কাহিনী।

একরাতে ফিরোজের সাথে কথা বলছিল আসেম। চাকর এসে বলল ঃ ' মুনীব আপনাকে স্মরন করেছেন।'

আসেম চাকরের সাথে হাঁটা দিল। খানিক পর ঢুকল সীনের কামরায়।

সুন্দর নরম গালিচায় মানচিত্র মেলে গভীর ভাবে দেখছিলেন সীন। আসেম বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষন। এরপর আদবের সাথে সালাম করে সামনে বসে পড়ল।

সীন মানচিত্র গুটিয়ে একদিকে রাখতে রাখতে বললেন ঃ 'তুমি শুনে খুশী হবে যে, পারভেজ আমার পরামর্শ কবুল করেছেন।'

ঃ 'তাহলে যুদ্ব শেষ হয়ে গেছে!'

ঃ 'না' মৃদু হেসে সীন জবাব দিলেন। 'এবার আমি সন্ধির প্রস্তাব পেশ করিনি। আমি বলেছি জেরুজালেম আক্রমন করার পূর্বে লেবাননের আরো কিছু বন্দর দখল করা দরকার। এতে এদের নৌবহর আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা।

অধিকাংশ জেনারেল ছিলেন আমার পক্ষে। কাল এক ইহুদী প্রতিনিধি দল এসেছিল। ওরা বলল, রোমানরা জেরুজালেমে জমায়েত হচ্ছে। অনতিবিলম্বে হামলা না করলে ওরা যথেষ্ঠ শক্তি সঞ্চয় করে ফেলবে। আমিও বলেছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদেরকে জেরুজালেমে হামলা করতে হবে।

আজ দীর্ঘ আলোচনার পর শাহানশা আমার প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন।

ভোরেই আমি ছাউনিতে চলে যাব। তোমার সাথে আবার হয়ত দেখা হবেনা। কথা দাও, তুমি এখানেই থাকবে। আমার গর হাজিরীতে তুমি দামেশক ছেড়ে পালাবেনা।

এ নির্দেশ নয়, অনুরোধ। এমন ব্যক্তির অনুরোধ, যে তোমাকে ছেলে ভেবে আনন্দ পায়। আমার বয়েসী লোক বন্ধু খোঁজ করেনা। কিন্তু তোমায় দেখে মনে হয় তুমি কতদিন থেকে আমারসঙ্গেরয়েছ।'

আসেম আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বললঃ 'দামেশকের বাইরে আমার কোন স্থান নেই। থাকলেও আপনার অনুমতি না নিয়ে যাবনা।'

সীন মৃদু হাসলেন।

ঃ 'তোমায়অসংখ্য ধন্যবাদ।'

আসেম ফিরে এল। বিছানায় শুয়ে ও সীনের কথা গুলোই মনে মনে আওড়াচ্ছিল। পারভেজ তার পরামর্শ মেনে নিয়েছে এজন্য আসেম খুব খুশী। এই প্রথমবার ওর নৈতিক সমর্থন ছিল রানীদের পক্ষে। কারন, এবার সীন নিজেই যুদ্ধের ময়দানে যাচ্ছেন।

সীনের বাড়ীতেই আসেমের সময় কেটে যাচ্ছে। এখানে রয়েছে জীবনকে আনন্দঘন করার সব উপকরন। ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছিল অতীতের বিষন্ন বেদনা। দিনের পর হপ্তা, হপ্তার পর মাসের আবরনে ঢাকা পড়ছিল ওর ফেলে আসা পৃথিবী।

যুদ্ধের ভয়াবহ সংবাদে প্রথম দিকে ও অস্বস্তি অনুভব করত। কোন নতুন শহর অথবা নতুন কিল্লার পতনে ওর হৃদয়ে উঠত ব্যথার ঝড়। কিন্তু এখন ও এসব সংবাদ শুনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সীনের অনুভূতির নীচে চাপা পড়েছিল ওর বিক্ষুব্ধ ঘৃণা। নিঃসঙ্গ মুহূর্তে ও যখন ভাবত, মনের দুয়ারে উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন হানা দিত বার বার। এখানে আমি কি করছি ? আমি এদের কে ? আর কতদিন রোম ইরান যুদ্ধের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকতে পারব! এ বাড়ী আমার শেষ আশ্রয়। আমি যখন অসহায়, নিঃসঙ্গ সীন তখন বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিলেন। তাহলে তার দুশমনকে আমার দুশমন, তার বন্ধুকে আমার বন্ধু ভাবা উচিৎ নয়? যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে তিনি আমায় কি ভাববেন ? খৃষ্টান হয়েও তার স্ত্রী স্বামীর নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করে। ইরানীদের বিজয় সংবাদে তার মেয়ের চেহারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ও–ইবা আমায় কি ভাবছে। আমার বীরত্বগাথা বলে বলে ফুসতিনা যাদের প্রভাবিত করতে চায়, তারাই বা আমায় কি মনে করছে।

কখনো এ বদ্ধ ঘরে ওর দম আটকে আসতো। ওর ইচ্ছে হতো, অসহায়ত্বের শিকল ছিঁড়ে কোন বিজন স্থানে চলে যেতে। যেখানে ওর পরিচিত কেউ নেই। কিন্তু বাড়ীর এক কোণ থেকে হঠাৎ ভেসে আসতো ফুসতিনার নির্মল হাসি। জীবনের তিক্ত বাস্তবতা হারিয়ে যেত দৃষ্টির আড়ালে। একদিন ফুসতিনা হন্তদন্ত হয়ে তার কাছে ছুটে এল। আসেমের মনে হল সৃষ্টির সব হাসি আনন্দ ওর চোখের সামনে খেলা করছে। ও কললঃ 'আববুর চিঠি এসেছে। তিনি লিখেছেন আমরা আরো তিনটা শহর দখল করেছি। এই দেখুন চিঠি। আম্মুকে আপনার কথাও লিখেছেন। আমি পড়ছি, শুনুন। তিনি লিখেছেন, আমার কেবলি মনে পড়ে কোন দিন ওর প্রতিদান দিতে পারবনা। আমি ফিরে এসে ওর পছন্দসই কোন কাজে লাগিয়ে দেব। আমি শাহানশাকে তার কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, এমন নওজোয়ান তো পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। সময় সুযোগ মত তাকে শাহানশার সামনে হাজির করব।'

আসেম কোন জবাব না দিয়ে তার মায়াময় চেহারার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। একটু নীরব থেকে ও আবার কললঃ 'আববু আপনার জন্য কোন বড় পদের জন্য চেষ্টা করছেন। আপনাকে শাহানশার সামনে নেয়া হলে দেখবেন, সুনাম আর প্রতিপত্তির সব দুয়ার খুলে যাবে আপনার। হয়ত আপনাকে করা হবে সেনা অফিসার আর নয়তো কোন এলাকার গভর্ণর।'

মৃদু হাসি ফুটলো আসেমের ঠোঁটে।ঃ 'আমি সালার অথবা গভর্ণর হলে তুমি খুশী হবে?'

ঃ'হ্যাঁ। ওর উচ্ছসিত জবাব, 'আপনি যুদ্ধে যেতে ভয় পাচ্ছেন এরপর কেউ আর একথা বলতে পারবেনা। আর মেষ চড়ানোর চিন্তাও মাথায় আসবেনা।'

অনাবিল হাসির রেশ ছড়িয়ে ফিরে যাচ্ছিল ফুসতিনা। এই প্রথম কল্পনার পাখায় ভর করে কয়েক বছর এগিয়ে গেল আসেম। ও কিসরার ফৌজের সালার। এক বড় অভিযান শেষে ফিরে আসছে। এ অল্প বয়েসী বালিকার পরিবর্তে তার অভ্যর্থনার জন্য বিশাল মহলের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এক মহিলা। ও মনে মনে বলছিল, হয়ত পারভেজের সেনাবাহিনীতে কোন বড় পদ পেয়ে যাব। কিন্তু বিশাল মহলের দরজায় ফুসতিনা আমায় অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে, এ সম্ভব নয়। আমি এক আরব। ও সীনের কন্যা। শাহজাদাদের জন্যই ওর সৃষ্টি। আমার হৃদয়ে ওকে স্থান দিতে পারি। কিন্তু আমার ভুবন ওর যোগ্য নয়। ওর আকাশে আমার অবস্থান সে নক্ষত্রের মত– সূর্যোদয়ের সাথে সাথে যা নিস্প্রভ হয়ে যায়।

এরপর ওর ছন্নছাড়া জীবনের অসহায় অনুভূতি ওকে পিষ্ঠ করত। আবার বেদুইন জীবনের শেষ আশ্রয় অহমিকাবোধ হৃদয়ের গভীর থেকে মাথা তুলে দাঁড়াত। মনকে এই বলে প্রবোধ দিত যে, অতীতকে তো আর ফিরিয়ে আনতে পারবনা, ভবিষ্যত নিয়ে নিরাশ হওয়া উচিৎ নয়। তলোয়ারের ধারে যারা আনন্দ ছিনিয়ে আনে সে তরবারী আমারো আছে। এ তলোয়ার আমার বন্ধু। আমার আজীবন সংগী। ও আমায় ধোকা দেয়নি। এ তরবারীই আমার জন্য সীনের ঘরের দুয়ার খুলে দিয়েছে। ওর বদৌলতেই ভবিষ্যতে তার বন্ধুত্বের পথ উম্মুক্ত হতে পারে। নিজের বাহুর শক্তিতে আস্থা রেখে ইরানীদের সমপর্যায়ে দাঁড়াতে পারি। ওরা যদি আমার বীরত্বে বিশ্বাস করতে পারে তবে আমি তাদের নিরাশ করবনা।

একদিনের ঘটনা। ফিরোজের সাথে বেড়াতে বেরিয়েছে আসেম। সন্ধ্যা পর্যন্ত ওরা জাবালে শেখের মনলোভা দৃশ্য উপভোগ করল। ফিরে এসে শুনতে পেল সীন এসেছেন। আনন্দে লাফিয়ে উঠল আসেমের হৃদয়। এক চাকরকে জিজ্ঞেস করলঃ 'তিনি ভাল আছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ।' দ্রুত আস্তাবলের কাছে গিয়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল সে। এক চাকর দৌড়ে এসে ঘোড়ার বলগা হাতে তুলে নিল। ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে আদর করে জীন খুলতে লাগল আসেম। হঠাৎ পাইনবাগান থেকে ভেসে এল অট্টহাসির শব্দ। চকিতে সেদিকে ছুটে গেল ওর দৃষ্টি। এক সুদর্শন যুবকের সাথে কথা বলছে ফুসতিনা। যুবকের হাসির জবাবে ও নিজের হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছিল। আসেমকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল ও। যুবকের হাসি মাঝ পথে আটকে গেল।

আসেমের কাছে এসে ফুসতিনা বললঃ 'আব্বু এসেছেন। এসেই আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছেন। আজ অনেক দেরী করে ফিরলেন।'

ঃ 'হ্যাঁ, একটু দূরে চলে গিয়েছিলাম। তিনি কোথায়?'

ঃ'ভেতরেশুয়েআছেন।'

ঃ 'ও–কে?'

ঃ 'এর নাম ইরজ। খুব উঁচু বংশের ছেলে। মাদায়েনে আমাদের পাশাপাশি বাড়ি ছিল। ওর বাবা আববুর বন্ধু। আরমেনিয়ার যুদ্ধে ও দুবার আহত হয়েছে। এখন আববুর সাথে লেবাননের ময়দানথেকেএসেছে।'

এতক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়েছিল ইরজ। এবার ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে এল। ফুসতিনা তাকে লক্ষ্য করে বললঃ 'ওর নাম আসেম। ও আমাদের সাহায্য না করলে আজ আমরা এখানে থাকতাম না।'

আসেম মোসাফেহার জন্য হাত বাড়াল। কিন্তু সে হাত না মিলিয়ে আসেমের ঘোড়ার ঘাড়ে হাত রেখে বলল ঃ 'ঘোড়াটা খুব সুন্দর।'

ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল আসেমের চেহারা। তবু নিজকে সংবরণ করে বললঃ 'ঘোড়া যেমনি সুন্দর তেমনি ভদ্র। আরবরা ঘোড়ার সৌন্দর্যের পরিবর্তে ভদ্রতাকে বেশী দাম দেয়।'

ইরজ ঝাঝালো দৃষ্টিতে আসেমের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'আমরা ঘোড়ার ভদ্রতা আন্দাজ করার জন্য তার আরোহীকে দেখি। তোমার আমার সাক্ষাৎ এ ঘরের বাইরে হলে চাকরকে বলতাম এ ঘোড়ার একজন সাহসী সওয়ার প্রয়োজন। এখন বল এর মূল্য কত?' জীন চাকরের হাতে দিতে দিতে আসেম বললঃ 'এর দাম ! এক বাঁহাদুর এবং ভদ্র বন্ধুর মুখের হাসি।

ফুসতিনা চঞ্চল হয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার মুখ খুলল ও। ঃ'আমাদের বাড়ীতে ঘোড়া বিক্রি করার জন্যই মেহমান আসেন, আপনার এ ধারণা হল কেন?'

ইরজের অহংকার উৎকণ্ঠায় রূপান্তরিত হল। নিজের লজ্জা ঢাকা দেয়ার জন্য ও বললঃ 'ঠাট্টা করছিলাম ফুসতিনা। আমি জানি,আরবরা ঘোড়ার জন্য জীবন দিতে পারে।'

চাকর ঘোড়া আস্তাবলের ভেতরে নিয়ে গেল। ফুসতিনা আসেমকে বললঃ 'আববু খুব ক্লান্ত। তার ঘুম ভাঙলে আপনার কথা বলব।'

ফুসতিনা হাঁটা দিল। ইরজ চলল তার পেছনে। ফিরোজ এগিয়ে আসেমকে বললঃ 'মন খারাপ করোনা। ছেলেটা খুব অহংকারী। অবশ্য তার কারণ আছে। ইরানের এক উঁচু পরিবারে ওর জন্ম। সীনকে সম্মান না করলে ও এতক্ষণে তুলকালাম কান্ড করে বসত।'

ঃ 'আপনি কি আমায় চড় খেয়েও হাসতে বলছেন?'

ঃ 'না। আমি বলছি অজগরের মুখে হাত দেয়ার কি দরকার ? তোমার বাহু শক্তিশালী হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরা উচিৎ। ইরানে এদের মত প্রভাবশালী খুব কমই আছে। যেখানে শত শত খৃষ্টানদের ধরে হত্যা করা হচ্ছে, অথচ সীনের স্ত্রীর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলছেনা। যুদ্ধ বিরোধী হয়েও সীন যুদ্ধে যাচ্ছেন। কারণ একটাই। তোমার কারণে যেন কেউ তার এ দুর্বলতার সুযোগ নিতে না পারে।'

ঃ'ধন্যবাদ। নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার কারণে তাকে কোন ঝামেলা পোয়াতে হবেনা। আমি অকৃতজ্ঞ নই।'

আসেম যখন ফিরোজের সাথে কথা বলছিল ভেতর থেকে তখন ভেসে আসছিল উত্তেজিত কণ্ঠ। ফুসতিনা বলছিলঃ 'যে জীবন বাজি রেখে আমাদের জীবন বাঁচিয়েছে আপনি তাকে অপমান করলেন? আপনার কাছে এমনটি আশা করিনি। আপনি কিভাবে বলতে পারলেন, ও ঘোড়ায় চড়তে জানেনা?'

ইরজ তাকে শান্ত করার জন্য বলছিলঃ 'আসলে আমি ঠাট্টা করেছি। আরবদের মেজাজ অত তিরিক্ষি হওয়া উচিৎ নয়।'

ইউসিবা কতক্ষণ এদের তর্ক শুনে বললেনঃ 'ইরজ! ও দেশ ছেড়েছে ঠিক। কিন্তু ও আমাদের উপকারী বন্ধু। আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর সাথে একটু ভাল ব্যবহার করো।'

ঃ 'ওকে এতটা গুরুত্ব দেন তা জানতামনা। ফুসতিনা সাক্ষী, সেও আমায় ছেড়ে কথা কয়নি। এখনো তার মনে কোন দুঃখ থাকলে আমি তা মুছে দেয়ার চেষ্টা করব।'

ঃ 'তোমায় ধন্যবাদ।' এখন তাহলে ফুসতিনার কোন অভিযোগ থাকা উচিৎ নয়।'

ঃ 'আম্মু, আমার কোন অভিযোগ নেই।'

সীন কক্ষে প্রবেশ করলেন। ইরজ এবং ফুসতিনা দাঁড়িয়ে গেল। সীন স্ত্রীর কাছে বসতে বসতে বললেনঃ' আসেম এখনো এলনা?'

ঃ'আব্বু,ওএসেছে।'

ঃ 'একটু ডেকে দেতো মা।'

ফুসতিনা বেরিয়ে গেল। সীন ইরজের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'ইরজ, দাঁড়িয়ে কেন? বসো।'

ইরজ বসে পড়ল। সীন বললেনঃ 'আমি অনেক ঘুমিয়েছি। তুমি বিশ্রাম করনি।'

ঃ 'হ্যাঁ, বিশ্রাম করেছি।'

ঃ 'তোমায় আসেমের কথা বলেছিলাম না?'

ঃ 'হ্যাঁ একটু পূর্বে তার সাথে দেখা করেছি। আমার মনে হয় সেনাবাহিনীতে এসব যুবকের অত্যন্তপ্রয়োজন।'

ঃ 'ও ভাল একজন সৈনিক হতে পারে। কি বল ইউসিবা, ওর ফারসী শিক্ষার কদ্দুর হল?'

ঃ 'ওর মেধা খুব ভাল। উচ্চারণ আরেকটু ঠিক হয়ে এলে,ও যে আরব তা কেউ বুঝতেই পারবেনা।'

ঃ 'আরবদের স্মরণ শক্তি খুব প্রখর। আমি এমন আরব ব্যবসায়ী দেখেছি, যারা নির্দ্বিধায় কয়েক ভাষায় কথা বলতে পারে।' ফুসতিনা ফিরে এসে মায়ের কাছে বসল। কিন্তু আসেম দাঁড়িয়ে রইল দরজার বাইরে। সীন ফারসীতে বললেনঃ 'ভেতরে এসো। আমরা তোমার জন্য বসে আছি।'

কামরায় ঢুকল আসেম। সীনের ইঙ্গিতে বসল ইরজের কাছে। সীন বললেনঃ 'শুনে খুশী হবে যে আমাদের যুদ্ধ এখন শেষ পর্যায়ে। গাজা থেকে রোম উপসাগর পর্যন্ত সবটাই এখন আমাদের পদানত। আমাদের ফৌজ ফিলিস্তিন প্রবেশ করেছে। খুব শীঘ্রই আমরা জেরুজালেমে আঘাত

হানব। রোমানরা ওখানে সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। জেরুজালেমে ওদের পরাজিত করতে পারলে আমাদের আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবেনা। হয়ত শাহানশাহ তখন যুদ্ধ চালু রাখতে চাইবেন না। তুমি এক রাত মাত্র থাকব। কাল ভোরেই চলে যেতে হবে। তোমায় বলেছিলাম। তোমার ভবিষ্যত নিয়ে ভাবব। এবার বল, আরো কদিন এখানে থাকলে তোমার মন খারাপ হয়ে যাবেনা তো?'

কি যেন ভাবল আসেম। বললঃ 'আপনার অনুমতি পেলে আমিও আপনার সাথে যাব।'

আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠল ফুসতিনার চেহারা। কিন্তু ইউসিবা অবাক হয়ে আসেমের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঃ 'আমার ইচ্ছে, প্রয়োজন হলে আপনার তাবু পাহারা দেব।'

ঃ 'বন্ধুদের তাবু পাহারা দেয়ার জন্য তোমার সৃষ্টি হয়নি। বরং তোমার সৃষ্টি দুশমনের কিল্লায় বিজয় পতাকা উড়াবার জন্য। তোমায় চিনতে আমি ভুল করিনি। আমার বিশ্বাস, তোমার বীরত্বপনা নিয়ে একদিন আমি গর্ব করতে পারব। তবে দেখ, তুমিতো যুদ্ধকে ঘৃণা করতে। শুধু আমার জন্যই যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবেনা। আরো ভেবে দেখো।'

ঃ'আমি অনেক ভেবেছি।' আসেমের নির্বিকার জবাব।

ঃ 'তোমার আরো ভেবে দেখা উচিৎ। যুদ্ধের ময়দানে যেমন সম্মান পাওয়া যায় তেমনি ঝুঁকিও আছে। আরমেনিয়ায় আমি দু'বার আহত হয়েছি। এক কাতরা পানির জন্য ধুকে ধুকে মরতে দেখেছি কতজনকে।' ইরজ বলল।

আসেমের ঠোঁটে ফুটে উঠল একটুকরো শ্লেষের হাসি। বললঃ' আমায় নিয়ে আপনার এত উতলা হওয়ার দরকার নেই। তৃষ্ণায় ছটফট করলেও কমপক্ষে আপনার কাছে পানি চাইবনা।'

ইউসিবা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেনঃ'আসেম। এ বাড়ীতে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে এমন কিছুতো ভাবনি।'

ঃ 'আমি ভাবছি, এ বাড়ীটাকে আপন করে নেয়ার পর আমার উপর কিছু দায়িত্ব বর্তেছে।'

আরো খানিক আলাপ হল। বেরিয়ে আসার সময় আসেমের মনে হল বুকের ভার অনেকটা হালকা হয়েছে।

সূর্য উঠেছে ঘন্টা খানেক আগে। সফরের জন্য আসেম সম্পূর্ন প্রস্তুত। আস্তাবলের সামনে ঘোড়ার বলগা ধরে দাঁড়িয়েছিল ও। কিন্তু সীন এবং ইরজ এখনো বের হয়নি। কিছুক্ষন পর আসেম রুমের দিকে পা বাড়াল। চাকর তার জন্য নাস্তা নিয়ে এল। নাস্তা সামনে নিয়ে বসে পড়ল ও। আলতো ভাবে পা ফেলে কক্ষে প্রবেশ করল ফুসতিনা। আসেমের ভেতর শুরু হল ভোরের পাখীর কলরব। দাঁড়িয়ে গেল ও।

ঃ 'আশংকা ছিল আপনি আবার আমার সাথে দেখে না করেই চলে যাবেন। রাতে শোবার সময় আপনাকে কত কথা বলার ছিল। এখন কিছু মনে নেই।'

ঃ 'ফুসতিনা। তোমার এখানে আসায় তোমার আববা আম্মা রাগ করবেননা?'

মৃদু হাসল ও। ঃ'আববু জানেন তার পর আপনি আমাদের বড় রক্ষক। আপনাকে বিদায় দিতে এসেছি তা আম্মুও জানেন। আমি আম্মুর সাথে ঝগড়া করেছি। তিনি কি বলেন জানেন ? আপনি যুদ্ধকে ঘৃণা করেন, শুধু আমাকে খুশী করার জন্যই নাকি যাচ্ছেন!'

ঃ 'আর তুমি কি বললে?'

ঃ 'আমি বলেছি, কোন বীর পুরুষ যুদ্ধে ভয় পায়না।'

ঃ 'আমি যুদ্ধে যাচ্ছি এতে তুমি খুশী হয়েছ? তোমার মা খৃষ্টান। সম্ভবত তুমিও। আমার ভয় হয়, কোনদিন তুমি আমায় হিংস্র পশু ভেবে বসবে।'

ঃ 'আমার আববু কিসরার বন্ধু। ইরানের নাম করা জেনারেল। বিজয়ের পথ ধরে যে ইজ্জতের দিকে এগিয়ে যায় তাকে হিংস্র বলতে পারিনা। আমি জানি, আপনি চলে গেলে দামেশকে আমি নিঃসঙ্গ হয়ে যাব। কিন্তু আমি অনুভব করছি, আববুর সংগী হয়েই আপনি সম্মান লাভ করতে পারেন। আমি চাই, কেউ আপনার কথা বললে যেন গর্বে আমার বুক ফুলে উঠে। বিজয়ী বীর রূপে যখন ফিরে আসবেন, আপনার পথে যেন ফুল ছড়িয়ে দিতে পারি। সেদিন আমি খুশী হব,আববুর পর আপনি যে দিন হবেন ইরানশাহের ঘনিষ্ঠ প্রিয়পাত্র। প্রমান করে দেবেন আরব হয়েও আপনি ইরজদের চেয়ে বেশী সম্মান পাবার উপযুক্ত।'

ঃ 'ফুসতিনা! সম্মান ও প্রতিপত্তির লোভ আমার নেই। কিন্তু তুমি আমার পোশাকে রক্তের দাগ দেখে খুশী হলে তোমায় নিরাশ করবনা। যুদ্ধের ময়দানে আমার বড় আকাংখা হবে, কোন দিন হয়ত তোমার ঠোঁটে দেখব মিষ্টি মধুর হাসি। ফিরে না এলে এ অপবাদ দিতে পারবেনা যে, আমি বুযদীল, কাপুরুষের মত মরেছি।' ফুসতিনার চোখে অশ্রু ছলকে এল। ও ধরা আওয়াজে বললঃ 'না, ও কথা বলবেননা। আপনি অবশ্যই ফিরে আসবেন। আমি আপনার পথ চেয়ে থাকব।'

ঃ'তুমি সীনের কন্যা ফুসতিনা। কয়েক বছর পর আমার কথা ভাবতেও লজ্জা পাবে। এই যে এখন এখানে এসেছ আমার বিশ্বাসই হচ্ছেনা। আমায় নিয়ে ভেবোনা। আমার এ জীবন মূল্যহীন। তোমার পিতার সংগী হতে হলে সব রকমের ঝুঁকি নিতে হবে। যুদ্ধে আমার রক্ত অপরের রক্তের চাইতে মূল্যবান মনে করবনা।'

আচম্বিত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল হেলেনা। ভয়ার্ত কণ্ঠে বললঃ 'তোমার আববা তোমায় ডাকছেন।' ফুসতিনা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। ফুসতিনা কাছে যেতেই সীন ঝাঝের সাথে বললেনঃ 'তোমার বুদ্ধি কবে হবে শুনি। বাড়ী আর দামেশকের পথ এক নয়। ইরজ কি ধারণা করবে? আসেমের সাথে তোমার এত মেলামেশা আমার পসন্দ নয়। যাও, ভেতরে যাও।'

নিঃশব্দে ভেতরে চলে গেল ফুসতিনা। একটু পর সীন সে কক্ষে ঢুকলেন। ফুসতিনা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছে। সীন তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সোহাগ ভরে বললেনঃ 'ফুসতিনা, এখন তো তুমি আর ছোট নও। তুমি কাঁদছ দেখলে আসেম আমাদের কি মনে করবে।' অশ্রু ভরা চোখে পিতার দিকে তাকাল ফুসতিনাঃ 'আববা! আমি ওখানে গেলে আপনি কিছু মনে করবেন জানতামনা। জানলে যেতাম না। কথা দিন আববু, আমার অপরাধের জন্য ওকে শাস্তি দেবেননা।'

ঃ 'আরে পাগলী মেয়ে।' মেয়েকে বুকে টেনে নিলেন সীন। একটু পর। কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন সীন।

তারো কিছু পরে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেয়ে ফুসতিনা কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। ওরা তখন বাইরের গেট পর্যন্ত চলে গেছে। মায়ের দিকে তাকিয়ে ও ধরা গলায় বললঃ 'আম্মু! ও অসহায় ভাবে আমাদের এখানে পড়ে থাকবে তা আমার সহ্য হচ্ছিলনা। যদি ও ফিরে না আসে আমি বাঁচবনা। আম্মু, ওর জন্য প্রার্থনা করুন।'

মেয়েকে বুকে টেনে নিলেন ইউসিবা।ঃ ' তুমি তো জানো মা, ওকে আমি নিজের ছেলের মত স্নেহ করি।'

ফুলে ফলে শোভিত লেবাননের সবুজ উপত্যকায় বয়ে গেল রক্তের নদী। এরপর জর্ডানের অলি গলিতে ধ্বংসের তান্ডবলীলা চালিয়ে ইরানী সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনের দিকে এগিয়ে চলল। আগুন আর ক্রুশের যুদ্ধ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। স্থানীয় খৃষ্টানরা রোমানদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছিল। ওদের বিশ্বাস ছিল, নওশেরওয়ার মত তার নাতিকেও ঈশ্বর সাহায্য করবেন। অন্যদিকে সাধারণ মানুষ ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। ইরানীরা প্রতি কদমে বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছিল। গীর্জায় এখন আর প্রার্থনা হয়না। জনগণকে সাথে নিয়ে ময়দানে ঝাপিয়ে পড়েছিল রাহেব ও পাদ্রীরা। এতকিছুর পরও ইরানীরা শহর মাড়িয়ে গ্রাম পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। স্থানীয় ইহুদীরা সমর্থন করছিল ইরানীদের। ওদের বিশ্বাস, পারভেজ হামলাকারী নন। বরং তিনি খৃষ্টানদের গোলামী থেকে ওদের রক্ষা করতে এসেছেন। বিজিত এলাকার বন্দীদের হত্যার দায়িত্ব দেয়া হত এসব ইহুদীদের। যুগ যুগ থেকে ওরা এমন এক সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। ইরান সেনাবাহিনীতে এমন হিংস্র ইহুদীর পরিমান ছিল প্রায় ষাট হাজারের মত।

জর্ডান বিজয়ের পর পারভেজ জেরুজালেম অবরোধ করলেন। বিজিত এলাকার লোকরা গাজা, ইস্কান্দারিয়া এবং জেরুজালেমে আশ্রয় নিচ্ছিল। ইরানের ইহুদী এবং ইরাকের জংগী কবিলা গুলোর সম্মিলিত শক্তির কাছে বার বার পরাজিত হয়ে খৃষ্টানরা জেরুজালেমের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছিল। চারদিকে দুশমন। রসদ আমদানীর সব দুয়ার রুদ্ধ। বিশপ এবং রাহেবরা ওদের এই বলে শান্তনা দিচ্ছিল যে, ঃ 'আপনারা হতাশ হবেননা। প্রতিটি কদমে ওরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। জেরুজালেম আক্রমন করলেই মজাটা পাবে। এক অদৃশ্য শক্তি তখন ময়দানে এসে যাবে। অমুক পাদ্রীর স্বপ্ন মিথ্যে হতে পারেনা।' জেরুজালেমের ইহুদীরা আগে ভাগেই সটকে পড়েছিল। যারা যেতে পারেনি খৃষ্টানরা ওদের কঠিন শাস্তি দিচ্ছিল। ইহুদীরা ইরানীদের গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করত। ধরা পড়লে সাধারণ ইহুদীরাও শাস্তি পেত তার সাথে। ইরানীদের ক্রমবর্ধমান বিজয়ে এদের উপর শাস্তির মাত্রা বেড়ে যাচ্ছিল। এজন্যই ইহুদীরা কিসরার সাথে জুড়ে দিয়ে ছিল তাদের ভবিষ্যত।

নিয়মিত যুদ্ধের ব্যাপারে আসেমের মনে খানিকটা শংকা ছিল। কিন্তু সীনের সাথে ফিলিস্তিনে কয়েকটা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পর এখন যুদ্ধ তার কাছে খেলার বস্তু। এ খেলার জন্য তার কোন ঘৃণা অথবা আকর্ষণ ছিলনা। তার সামনে বড় কথা ছিল, তার বন্ধু সীন এ লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন। কিসরার জয় পরাজয়ে তার কি আসে যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে তার এ ধারণা বদলে যেতে লাগল। মনের কোণে জেগে উঠল ইয়াসরিবে ফেলে আসা দিন গুলো। গোত্রীয় আবেগের বৃষ্টি ঝরল বুকের ভেতর। আবার বাস্তবে ফিরে এল সে। ভাবল, সীনের বন্ধু তার বন্ধু, এবং সীনের দুশমন তারও দুশমন। ইরানীদের বিজয়ের জন্য লড়ছিলেন সীন। বিবেকের চাপা নিষেধের পরও এ বিজয়টা আসেমের জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হতে লাগল।

অবসর সময়ে সীন আসেমকে যুদ্ধের নিয়ম নীতি শিক্ষা দিতেন। খোদা প্রদত্ত যোগ্যতা বলে আসেম খুব তাড়াতাড়ি একজন সৈনিক হয়ে উঠল। আসেমকে নিয়ে সীনের এখন কোন আশংকা নেই। কিন্তু কখনো কখনো ব্যক্তিগত বীরত্ব বহাল রাখতে গিয়ে ও যুদ্ধের নিয়ম ভেংগে ফেলতো। ও দেখেছে ক্ষুদ্র পরিসরে দু'গোত্রের লড়াই। ওখানে দু'পক্ষের বীর শ্রেষ্ঠদের গুরুত্ব দেয়া হত। কিন্তু এখানে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ। ব্যক্তিগত বীরত্ব থেকে সম্মিলিত নিয়ম নীতির গুরুত্ব এখানে বেশী।

সীন ছিলেন পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক। একজন নামকরা জেনারেল আসেমকে সামরিক ট্রেনিং দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন নিজ হাতে। যোগ্য প্রশিক্ষকের হাতে পড়ে আসেমও খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিল। কদিনের মধ্যে ও পঞ্চাশ জন সৈন্যের উপ-অধিনায়কের দায়িত্ব পেল। সিপাইরা আশ্চর্য হচ্ছিল, তাদের সেনাপতি এক আরব। ওদের ধারণা ছিল, কোন বিশেষ কারণে ওকে পুরস্কার হিসেবে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু কয়েকটা অভিযানের পর এ প্লাটুনের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সালার ছিল প্রতিটি সৈনিকের গর্ব। সর্দার যেমন কবিলার প্রতিটি ব্যক্তিকে ভালবাসে, আসেমও অধিনস্ত প্রতিটি সৈনিককে তেমনি ভালবাসত। ইরানী সমাজে মানুষের মধ্যে ছিল গোলাম-মুনীবের সম্পর্ক। সেনাবাহিনীর অফিসাররা অধস্তন সৈন্যদের চাকরের মত মনে করত। কিন্তু আসেম ছিল ঠিক তার উল্টো। অধস্তন সৈন্যদের ও বন্ধু মনে করত। নিজের দলের সম্মান এবং খ্যাতি বৃদ্ধির জন্য ও সব সময় চেষ্টা করত।

ময়দানের যেখানে শত্রুর আক্রমনের চাপ বেশী সীনের দৃষ্টি ওখানেই আসেমকে খুঁজে ফিরত। তার সৈন্যরা ওকে অনুসরন করত ছায়ার মত, যুদ্ধ শেষে ক্লান্ত সিপাইরা পাথরের আড়ালে অথবা কোন বালিয়াড়ির পাশে বিশ্রাম করত। আসেম বসত তাদের পাশে। নিঃসংকোচে হেসে

হেসে গল্প করতো ওদের সাথে। শরীক হতো ওদের সুখে দুঃখে। আসেমের ঠোঁটের মৃদু হাসির ঝিলিক সীনকে আশ্বস্ত করে রাখতো।

আরব কবিলার স্বেচ্ছাসেবীরা আসেমের বাহাদুরীর প্রশংসা করত। ওরা যখন শুনল, আসেম ইয়াসরিবের লোক, সম্পর্ক আরো গাঢ় হয়ে উঠল ওদের। অবসর মুহূর্তে একে অপরকে আহবান করত তেগ এবং তীর চালানোর প্রতিযোগীতায়। বড় বড় পালোয়ানও তার কাছে হার মেনেছিল। কয়েক মাসের মধ্যে আসেমের ব্যস্ততা এত বেড়ে গেল যে, অতীত নিয়ে ভাববার আর সুযোগই রইলোনা। অবসর সময়টুকু ও সিপাইদের সাথে কাটিয়ে দিত। এরপরও ও যখন ইহুদীদের সম্পর্কে ভাবত, অস্বস্তিতে ভরে উঠত ওর মনটা। তার মনে হত, ইয়াসরিবের ইহুদী এবং সিরিয়া ফিলিস্তিনের ইহুদীদের মধ্যে মূলত কোন তফাৎ নেই। ওখানে আওস, খাজরাজের সংঘর্ষে ওরা দেখেছে নিজেদের কল্যান। আর এখানে রোম ইরানের যুদ্ধে ওরা কল্যান খুঁজে ফিরছে। লড়াইর ময়দানে ওদের পাওয়া যায়না। কিন্তু বিজিত এলাকায় নিধনযজ্ঞে ওদের তুলনা মেলেনা। কখনো এসব বর্বরতার বিরুদ্ধে ওর বিবেক মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। কিন্তু তার বিবেকের চিৎকার হারিয়ে যেত অস্ত্রের ঝনঝনানিতে। ও এমন দ্রুতগতিতে চলা মুসাফিরদের সংগী হয়েছে, যারা আশপাশ দেখতে পায়না। এমন পথ বেছে নিয়েছে ও, যে পথ খুন ঝরা, রক্তে ভেজা। এক ঝড়ো হাওয়া যেনো ওকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল অথবা এমন বানের তোড়ে ও ভেসে চলছিল, যার গতি রুদ্ধ করা ওর সাধ্য ছিলনা।

কেবল নিঃসঙ্গ রাতের বিছানায় চিন্তারা ওকে চেপে ধরত। কিন্তু সকালে ঘোড়ার পিঠে চাপলেই ও বনে যেত এক দুরন্ত সৈনিক। ধীরে ধীরে ওর খ্যাতি বেড়ে যেতে লাগল। সাথে সাথে বৃদ্ধি পেতে লাগল হিংসুটের দল।

এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হয়েও ইরজ তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করত। প্রথম দেখার তিক্ততা ও ভুলতে পারেনি। কিন্তু সে এখন দেখছিল, যে আরবরা ইরানীদের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে সাহস পেতনা, সুখ্যাতি আর প্রতিপত্তির ময়দানে কি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। আসেমকে সালারের দায়িত্ব দেয়ার বিরোধিতা করেছিল ইরজ। তার যুক্তি ছিল, ইরানীরা এক আরবের নেতৃত্ব মেনে নেবেনা। কিন্তু কি আশ্চর্য! যে ইরানীরা ওকে ঘৃণা করবে, তারাই এখন তাকে পুজো করছে যেন।

জেরুজালেম থেকে চার মঞ্জিল দূরে পারভেজের সেনাছাউনি। হঠাৎ তিনি সংবাদ পেলেন, গাসসানী কবিলার তাজাদম ফৌজ এসে দুটো শহর পুণর্দখল করে নিয়েছে। এখন ইরানী ফৌজের পেছন দিক থেকে বড় ধরনের হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

গাসসানীরা ছিল খৃষ্টান আরব। রোমানদের শক্তিশালী মিত্র। সুতরাং জেরুজালেম আক্রমন করার পূর্বে পারভেজ অনতিবিলম্বে ওদেরকে আক্রমন করার জন্য সীনকে নির্দেশ দিলেন। এ অভিযানে অংশ নিল ইয়ামেন এবং ইরাকের লখম ও তমীম গোত্রের প্রায় দুই হাজার সৈনিক বনু বকরের পাঁচশত সিপাইর সর্দার ছিলেন হবস। যুদ্ধে তিনি একটা হাত হারিয়েছিলেন।

যাত্রার পূর্বে সীন তাকে বলেছিলেন, আপনি নিজে না গিয়ে অন্য কাউকে দায়িত্ব দিন। কিন্তু হবস জবাবে বলেছিলেন, আমার লোকেরা আমার অনুপস্থিতিতে বীরত্ব দেখাতে পারবেনা। লড়াই শুরু হল। হবসের সিপাইরা ঢুকে গেল দুশমনের ভেতরে। গাসসানীরা তাদের ঘেরাও করে ফেলল।

ইরানীদের প্রচন্ড আক্রমনে গাসসানীরা পিছু সরতে বাধ্য হল। কিন্তু ততোক্ষনে হবসের দেড়শো লোক নিহত হয়েছে। তিনি নিজেও আহত হয়েছেন। অনেক কষ্টে ধরে রেখেছেন ঘোড়ার বাগ। হঠাৎ এক গাসসানীর নেজার আঘাতে তার ঘোড়া লাফিয়ে উঠল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। আসেম ছুটে এসে তাকে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিল।

অল্পক্ষণের মধ্যে ময়দান ফাঁকা হয়ে গেল। এক তাবুতে শুইয়ে আসেম হবসের উরুতে ব্যান্ডেজ বাঁধতে লাগল।

এতক্ষণ অজ্ঞান ছিলেন সরদার। জ্ঞান ফিরতেই পিট পিট করে তাকালেন আসেমের দিকে। সীন, ইরজ এবং কজন আবর সরদারও ওখানে ছিলেন। আচম্বিত সর্দার প্রশ্ন করলেন।ঃ' যে ছেলেটা আমার জীবন বাঁচিয়েছে কোথায় সে?'

এক তমিমী সর্দার আসেমের দিকে ইঙ্গিত করে বললঃ 'এই সেই যুবক।' হবস গভীর চোখে আসেমের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার ঠোঁটে ফুটে উঠল কৃতজ্ঞতার হাসি। বললেন ঃ 'নওজোয়ান, আমার কাছে এসো।'

আসেম কাছে যেতেই তার হাত ধরে বললেনঃ 'আমি তোমার শোকর গোজারী করছি।'

ইরজ বললঃ ' আত্মহত্যার জন্য ময়দানে যাওয়ার দরকার ছিলনা। তোমার অহেতুক আবেগে আমরা কতগুলি কাজের লোক হারিয়েছি।'

ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে উঠল হবসের চেহারা। সীন মাঝখানে হস্তক্ষেপ করে বললেনঃ 'তুমি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে না থাকলে এতগুলো লোক মরতনা। আসেমের মত দায়িত্ব পালন করলে এদের অনেকেই বেঁচে যেত।'

ইরজ প্রতিটি কাজে সীনের প্রশংসা পেতে চাইত। মুখটা তার কাল হয়ে গেল। সকলের কথার ফাঁকে ও তাবু থেকে আলতো পায়ে বেরিয়ে গেল। একটু পর সীন এবং অন্যরা যখন উঠে দাঁড়ালেন, হবস বললেনঃ 'আপনি একটু বসুন। কথা আছে।'

সীন ছাড়া আর সবাই বেরিয়ে গেল। হবস বললেন ঃ'এক হাতে লড়তে পারবনা তা আমি জানতাম। কিন্তু অন্য কবিলার লোকেরা আমার লোকদের কাপুরুষ বলবে তা সহ্য করাও সম্ভব ছিলনা। আমি তরবারী তুলতে না পারলেও আমার লোকেরা যে সিংহের মত লড়তে পারে আমি তাই প্রমান করতে চাইছিলাম। এখন কদিন হয়ত আমি ময়দানে যেতে পারবনা। আমার লোকদের একজন ভাল কমান্ডারের প্রয়োজন। ইয়াসরিবের যে ছেলেটি আমার প্রাণ রক্ষা করেছে ও–ই সব দিক থেকে এ দায়িত্বের উপযুক্ত।'

ঃ 'আপনার লোকেরা কি ওর নেতৃত্ব মেনে নেবে?'

ঃ 'কেন নেবেনা। ও আমার জীবন বাঁচিয়েছে। আমার লোকেরা তো তাকে পেলে মাথায় করে নাচবে। শুনেছি, নিজের গোত্রের সাথে ও সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে এসেছে। ওকে আমার কবিলার অন্তর্ভূক্ত করে নেব। ওকে দেখব নিজের ছেলের মত।'

সীন চঞ্চল হয়ে তার দিকে তাকালেন। ঃ 'ও এক সিপাহী। ইরান সেনাবাহিনী তার কবিলা। তাকে বলে দেখব। তবে সে ইরানী প্লাটুন ছেড়ে আসবে কিনা সন্দেহ।'

ঃ 'ইরানী প্লাটুন আমার লোকদের সাথে থাকতে পারেনা?'

ঃ 'তা হতে পারে। ঠিক আছে। এতই যখন বলছেন ও আপনাকে নিরাশ করবেনা। আমার তো ধারণা ছিল আরবরা কেবল উৎকৃষ্ট ঘোড়া ছাড়া আর কিছু চেনেনা।'

ঃ 'হ্যাঁ। তার ঘোড়া দেখে প্রথম দিনই তার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়েছিল।'

গোধুলীর সোনারং ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। নিজের তাবুতে বসেছিলেন সীন। ইরজ ভেতরে প্রবেশ করে বললঃ 'স্যার! রাগ না করলে কিছু বলতে চাই।'

ঃ 'কি ব্যাপার ইরজ। তোমায় খুব উৎকন্ঠিত মনে হচ্ছে?'

ঃ 'আমি জানি আপনি আসেমকে বেশী স্নেহ করেন। মন ভরে তার উপকারের প্রতিদান দিন তাতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ও যে ফৌজি নিয়ম কানুন কিছুই মানছেনা।'

ঃ 'কি হয়েছে?' চঞ্চল হয়ে উঠলেন সীন।

ঃ 'সিপাইদের সাথে ফৌজি অফিসারদের এতটা মাখামাখি উচিৎ নয়। আসেম একটা বাজে উপমা স্থাপন করছে। একটু বাইরে এসে দেখুন, সিপাইরা গান গাচ্ছে আর ও সবার মাঝে মাটিতে বসে আছে।'

ঃ 'সিপাইরা গান গাইলে তোমার খারাপ লাগে!'

ঃ 'না, তা নয়। আমার অভিযোগ হল, এভাবে মেলামেশা করলে সিপাইদের মন থেকে সালারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকবেনা।'

ঃ 'একজন কমান্ডারের সফলতা তার এবং তার অধীনস্ত সৈন্যদের কর্তব্যনিষ্ঠায়। আমাদের ফৌজে আসেমের প্লাটুন সবচে' কর্তব্যপরায়ন। আসেম তাদের বেত নিয়ে হাকায়না। তারপরও অন্য সব সালারের চাইতে ও সফল কমান্ডার।'

ঃ 'আমি এই মাত্র ওদের পাশ দিয়ে আসছিলাম। আমায় স্যালুট দেয়াতো দূরের কথা, কেউ আমার দিকে তাকায়ওনি। আসেমের পাজি সিপাইরা বেপরোয়া হয়ে গেছে। ও আরবের সাথে মিশুক তাতে আমার আপত্তি নেই। যুদ্ধের নিয়ম নীতি মানেনা তাতেও আমার কিছু আসে যায়না। কিন্তু অফিসার আর সিপাইদের মাঝের ব্যবধান কমিয়ে দেয়া ইরান সেনাবাহিনীর নীতি বিরুদ্ধ।'

সীন ঝাঝের সাথে বললেনঃ' তোমার পিতার দিকে তাকিয়েই শুধু তোমায় এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু আসেম জাত যোদ্ধা। তার প্রতি আমি অনুকম্পা দেখাইনি। গত অভিযানগুলোতে ও যা করেছে তাতেও এরচে বড় দায়িত্ব পাওয়ার যোগ্য। তার সাথে তোমার বিদ্বেষের কারণ বুঝতে পারছিনা। ভয় নেই, আসেম তোমাদের এখানে থাকছে না। তার কাজে তোমার মত

অফিসাররাও বিরক্ত হবেনা। হবস ওকে নিজের কবিলার লোকদের নেতৃত্ব দিতে চাইছে। আমি ভেবেছিলাম, শাহানশার কাছে ওর পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করব। এখন তার আর দারকার হবেনা। ওকে ইরানী করতে পারবনা। কিন্তু সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন ওর হাতে হাত মিলিয়ে তোমরা গর্ববোধ করবে।'

ঃ 'আমি তার দুশমন নই।' ইরজের কণ্ঠে মিছরির ছুরি। 'ওর বীরত্বকেও স্বীকার করি। আমার কথা হল, সে যেন একটু সতর্ক হয়ে চলে।'

ঃ 'ঠিক আছে। এখন বিশ্রাম করগে। তোমার পরামর্শ ওর প্রয়োজন নেই। তার পৃথিবী তোমার পৃথিবী থেকে ভিন্ন।'

সীমাহীন পেরেশানী নিয়ে ইরজ তাবু থেকে বেরিয়ে এল। তাবুর কিছু দূর থেকে তার কানে ভেসে এল আসেম এবং তার সংগীদের প্রাণ খোলা হাসি। ইরজের মনে হল এরা যেন তাকেই উপহাসকরছে।

ইরানী লশকর জেরুজালেমকে অবরোধ করে রেখেছিল। ওদের রসদ আমদানীর পথ চারদিক থেকেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। খৃষ্টানরা শহর রক্ষার জন্য প্রাণপনে লড়াই করছিল। গীর্জায় গীর্জায় চলছিল প্রার্থনা। দু'পক্ষই মিনজানিক কামানে ভারী পাথর বর্ষণ করছিল। ইরানীরা সিঁড়ি বেয়ে পাঁচিলে উঠে পড়ল। কিন্তু ওদের তীর বৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে পারলনা। সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন স্বয়ং পারভেজ। প্রতিটি পল্টন এবং প্রত্যেক গোত্রের সর্দাররা শাহকে সন্তুষ্ট করতে চাইছিল।

একদিন ইরানীরা জেরুজালেমে প্রচন্ড আঘাত হানল। পাঁচিল টপকে ওরা শহরের ফটক খুলে দিল। শুরু হল পাশবিকতার নরকীয় তান্ডবলীলা। বিভিন্ন ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকতে লাগল ইরানী ফৌজ। ক্রুশ চিহ্নিত পতাকা পুড়িয়ে উড়ানো হল ইরানীদের বিজয় কেতন। পাশবিকতার কাল হাত মানব সভ্যতার নৈতিকতার পোষাক ছিন্ন ভিন্ন করছিল। দীর্ঘদিন পর প্রতিশোধের সুযোগ পেল ইহুদীরা। প্রতিটি ঘরে ঘরে, গীর্জায়, খানকায় প্রবেশ করে ওরা নির্বিচারে হত্যা করছিল। খৃষ্টানদের রক্তে ভেসে গেল জেরুজালেমের রাজপথ। শত শত বছরের সম্পদে বোঝাই গীর্জাগুলি মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছিল। জেরুজালেমের ধর্মীয় গুরু জাকারিয়া বন্দী হলেন। ইরানীরা খৃষ্টানদের পবিত্র ক্রুশ দখল করে নিল।

জেরুজালেম দখলের পূর্ব পর্যন্ত আসেম এক সৈনিকের মন নিয়ে ভাবত। অবরোধের দিনগুলোতে তার বীরত্বপনা সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। চূড়ান্ত হামলার সময় আসেমই পাঁচিল দখল করতে সফল হয়েছিল। কিন্তু এখন বিজয় এসেছে। ফুরিয়ে গেছে যুদ্ধের প্রয়োজন। অসহায় মানুষের উপর এ অত্যাচার তাকে পেরেশান করে তুলল।

আরব কবিলাগুলো শত্রুর সাথে যেমন ব্যবহার করে বিজয়ী সেনাবাহিনী শহরের অসহায় মানুষের সাথে তেমন ব্যবহার করছিল। ওর মনে প্রতিশোধ স্পৃহা ছিলনা। সংগীদের অনুরোধ উপরোধ সত্বেও ও এ পাপের পথে যায়নি। বিজয়ের প্রথম রাতে ও কয়েক ঘন্টা পথে পথে ঘুরে

...স। মাঝরাতে বেদনার দুঃসহ জ্বালা বুকে নিয়ে তাবুর দিকে হাঁটা দিল। পথে দেখল ...পাইরা যুবতী মেয়েদেরকে টেনে হিঁচড়ে তাবুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। নারীদের আর্ত চিৎকার তরবারীর ঝনঝনানি থেকেও তীব্র হয়ে ওর কানে বাজতে লাগল। ছাউনীতে প্রবেশ করে ও নিজের তাবুর দিকে এগিয়ে চলল। যে কজন আরব সিপাই ঘোড়াগুলো পাহারা দিচ্ছিল তাকে দেখেই ওরা তার চারপাশে জমায়েত হতে লাগল। ওরা তাকে জিজ্ঞেস করল সংগীদের কথা। কেউ কেউ আশ্চর্য হল আসেমকে শূন্য হাতে ফিরতে দেখে। আসেমের কোন জবাব ওদের আশ্বস্ত করতে পারলনা। হঠাৎ পাশের তাবু থেকে হবসের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।ঃ'আসেম এসেছে?'

ঃ 'জী হ্যাঁ।' জবাব দিল এক সিপাই।

ঃ 'আসেম, এখানে এসো?' তিনি শব্দ করে ডাকলেন।

পায়ে পায়ে তাবুতে প্রবেশ করল আসেম। ভেতরে মশাল জ্বলছে। পা ছড়িয়ে চাটাইতে বসে আছেন হবসঃ' আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।' তিনি বললেন। 'লখমী আর তমীমী রইসরা যার যার তাবুতে আনন্দ উপভোগ করছে। আমি ভাবছিলাম, আমার সংগী আমায় ভুলেই গেছে। আরে বাবা, কমপক্ষে খনিকটা শরাবই পাঠিয়ে দিতে। আজ তাদের কাছে চেয়ে একটু পান করেছি। সবাই তোমার বাহাদুরীর প্রশংসা করছে। আমার ধারণা ছিল, তুমি আমার জন্য ভাল কোন উপহার নিয়ে আসবে।'

ঃ 'জেরুজালেম বিজয়ের সংবাদ ছাড়া আমি আপনার জন্য কিছুই আনতে পারিনি।'

হবস কতক্ষণ হতবাক হয়ে আসেমের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরপর বললেনঃ' কৌতুক করছ? জেরুজালেম বিজয়ের পর তুমি শূন্য হাতে ফিরে এসেছ একি করে সম্ভব?'

ঃ 'কৌতুক বা উপহাস কিছুই করছিনা। বিজয়ের পর দেখলাম–ওখানে রক্ত, অশ্রু আর বিলাপ ছাড়া কিছুই নেই।'

ঃ 'আমার লোকেরা কোথায়? তোমার মত ওরাও খালি হাতে এসেছে নাকি?'

ঃ 'ওরা এখনো আসেনি। এলে বুঝবেন, হিংস্রতায় ওরা কারো থেকে পিছিয়ে ছিলনা। শহরে ঢুকেই ওরা আমার নেতৃত্বের বাইরে চলে গেছে।'

ঃ 'তুমি এক রহস্য আসেম। তোমার আরব হওয়াতেও আমার কখনো কখনো সন্দেহ হয়। বসো। একটু গলাটা ভিজিয়ে নাও।'

হবস শরাবের মশক তার সামনে বাড়িয়ে দিল। হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল আসেম। এরপর গভীর নিঃশ্বাস ফেলে মশক তুলে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মশক শূন্য হয়ে গেল। হবস বললঃ' সীন বলেছেন, তুমি মদ স্পর্শও করনা। কিন্তু আমি ভাবতাম, একজন সালারের জিম্মাদারী পালন করার জন্যই তুমি সতর্ক হয়ে চল। আমার ধারণা ছিল, তুমি আজ জেরুজালেমের এক বিশাল মহল দখল করবে। তোমার সামনে থাকবে শরাবের সোরাহী। দুপাশে থাকবে দুধে

আরবী রংয়ের সুন্দরী তরুনীরা।'

: 'সীন সত্যি কথাই বলেছেন। দীর্ঘ সময় ধরে আমি মদ ছুঁইনি। বাড়ী থেকে বের হবার সময় শপথ করেছিলাম, কোন দিন মদ স্পর্শ করবনা। সিরিয়ার সীমানা পেরিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এ হাতে কোন দিন তরবারীও তুলবনা। কোন প্রতিজ্ঞাই রাখতে পারিনি। এখন নিজের কোন কথাতেই আমার বিশ্বাস নেই।'

: 'তুমি এখনো নিঃসঙ্গ বোধ করছ। এর ঔষুধ হচ্ছে আবার শহরে যাও। ওখানে এমন সব যুবতী রয়েছে যাদের পরশে তুমি অতীতের ব্যথা ভুলতে পারবে।'

: 'শহরের অলি গলিতে দেখেছি অসংখ্য লাশ। ওদের সবার রক্তই সামিরার রক্তের মত টকটকে লাল। যারা বেঁচে আছে ওদের আর্ত চিৎকারে সামিরার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি। হায়! মাতাল হয়ে যদি অতীতের সব ব্যথা বেদনা ভুলতে পারতাম।'

:'সামিরা কে?'

কিছুক্ষণ ভেবে আসেম বলল: 'আপনি এমন যুবতী দেখেছেন, যার চেহারার বিকীর্ণ দ্যুতি শত্রুতা ভুলিয়ে দেয়? যার ঠোঁটের মৃদু হাসি গুড়িয়ে দেয় ঘৃর্ণার দেয়াল? যার প্রেমের সামনে গোত্র প্রীতি ম্লান হয়ে যায়! যার জন্য আত্মীয় স্বজনের বিদ্রুপ, উপেক্ষা সইতেও কুণ্ঠা জন্মেনা?'

: 'না।' হবসের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। 'আমার শিরায় বইছে আরব খুন। কোন মেয়ের কারনে গোত্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে আমি তার কল্পনাও করতে পারিনা।'

: 'তাহলে আপনাকে বলে বোঝাতে পারবনা সামিরা কে ? এ মূহূর্তে শহর ছেড়ে কেন পালিয়ে এসেছি তাও বুঝবেননা।'

: 'কখনো কখনো তোমায় বুঝতে পারিনা। বিজয়ের আনন্দে শরীক না হতে চাইলে যুদ্ধে এসেছিলে কেন?'

:জানিনা।'

: 'প্রথম দিন তোমায় যুদ্ধের ময়দানে দেখে আমার সংগীদের বলেছিলাম, এ যুবক আরবদের মত লড়াই করছে। আসেম, তুমি এক আরব। তোমার রক্তের ধারায় রয়েছে যুদ্ধ। লড়াই শেষের পরিস্থিতি কোন কোন সিপাইকে পেরেশান করে তোলে। কিন্তু তুমি খুব শীঘ্রই এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। অসাধারণ বাহাদুরী দেখানোর জন্য এখন তুমি শত্রুর তরবারীর সামনে বুক পেতে দিচ্ছ। কাল পারভেজের জেনারেলদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে আরো অনেক দুঃসাহস দেখাবে। জেরুজালেমের মত আরো অনেক শহর দখল করবো আমরা। এখন তুমি মদ পান করেছ। তখন তোমার পাশে শোভা পাবে সুন্দরী তরুনী।'

: 'কাল আমার অনুভূতি কি হবে জানিনা। কিন্তু আজ আমি মদ পান করছি এজন্যই, যেন এ হিংস্রতার সয়লাবের তীক্ত অনুভূতি ভুলে থাকতে পারি। আমি ইন্তেজার করছি সেই সময়ের, যখন আর অসহায় মানুষের খুন আর আঁসুতে একাকার হবেনা এ জমিন। নারী, শিশু আর

বৃদ্ধদের উপর উঠবেনা শক্তিমানের হাত।' একটু বলেই আসেম উঠে দাঁড়াল।

ঃ 'তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

ঃ 'দেখি কোথাও শরাব মেলে কিনা। আপনি আমার তৃষ্ণা বাড়িয়ে দিয়েছেন।'

তাবু থেকে বেরিয়ে এল আসেম। খানিক এদিক ওদিক উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে সীনের তাবুতে ঢুকে পড়ল। বিছানায় শুয়েছিলেন সীন। তাকে দেখে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলেন

ঃ 'আরে, আমি তো তোমার কথাই ভাবছিলাম। শাহানশার সাথে দেখা করে এই মাত্র এসেছি। তোমার তৎপরতায় তিনি খুব খুশী হয়েছেন। তার সামনে অনেকেই তোমার প্রশংসা করেছে। তুমি সেই যুবকদের মধ্যে, যাদের পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। দুচার দিনের মধ্যেই শাহানশার কদমবুচির জন্য যেতে হবে তোমায়। তুমি তৈরী থেকো।'

ঃ'অনুমতি পেলে ক'ঢোক শরাব পান করতে চাই।'

সীন বিস্ময়ে নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসলেন। বললেনঃ 'ঐতো সোরাহী ভরাই আছে। যত ইচ্ছে পান করতে পার। প্রতিজ্ঞা ভাংগার জন্য এরচে ভাল সুযোগ আর কোথায় পাবে?'

সোনার সোরাহী থেকে গ্লাস ভরে নিল আসেম। সীনের সামনে বসে এক নিঃশ্বাসেই সবটুকু গলায় ঢেলে দিল। দ্বিতীয় গ্লাস তুলে নিতেই সীন বললেনঃ'আসেম, কড়া মদ। তুমি কিন্তু অনেকদিন পর শুরু করেছ।'

ঃ 'আমি মাতাল হতে চাই।' বলে আসেম দ্বিতীয় গ্লাসও খালি করে ফেলল। তৃতীয় গ্লাস হাতে নিতে যাবে, সীন এগিয়ে হাত ধরে ফেললেন।ঃ 'না, না, তুমি সহ্য করতে পারনো।'

ঃ 'ঠিক আছে।' দাঁড়াতে দাঁড়াতে আসেম বলল, 'আপনার নির্দেশ অমান্য করব না।'

ঃ 'তোমার পা কাঁপছে। মনে হয় এর আগেও কোথাও খেয়েছ?'

ঃ 'হবসের ওখানে বেশী ছিলনা। থাকলে আপনাকে বিরক্ত করতামনা।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল আসেম। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। হাত তালি দিলেন সীন। পাহারাদার দৌড়ে এস তাবুতে ঢুকল।

ঃ 'ওকে ওর তাবুতে নিয়ে যাও। না থাক, এখানে শুইয়ে দাও।'

আধমাতাল আসেম বিড়বিড় করতে লাগল।

ঃ 'আমি মাতাল হইনি। জেরুজালেমের অলি গলিতে ঝরা সব রক্ত যদি মদ হয়ে যায়, আর তাতে আমি আকণ্ঠ ডুবে থাকি, তবুও মাতাল হবনা।'

পরদিন অনেক বেলা করে ঘুম থেকে জাগল আসেম। সীন ওখানে ছিলেননা। ও তাবু থেকে বেরিয়ে এল। পাহারাদার তাকে সালাম করে বললঃ 'আপনি অনেক ঘুমিয়েছেন। স্যার আপনাকে জাগাতেনিষেধকরেছেন।'

ঃ 'তিনি কোথায়?'

ঃ 'খুব ভোরে শহরে চলে গেছেন। বললে তাকে সংবাদ দেব।'

ঃ 'না, থাক। আমি খানিক ঘুরতে যাচ্ছি।' আসেম হাঁটা দিল।

জেরুজালেমে এ নির্বিচার হত্যা চলল তিন দিন পর্যন্ত। শহরের অলি গলিতে ছড়িয়ে ছিল নব্বই হাজার লাশ। পঁচা লাশের দুর্গন্ধে ইরানী বাহিনী সেনা ছাউনীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। ছাউনীতে নেয়া হল জেরুজালেমের অফুরন্ত ধন ভান্ডারও অগুনতি নারী পুরুষের বন্দী মিছিল। বিজয় উৎসব চলল এক হপ্তা পর্যন্ত। ইহুদী এবং আরব কবিলার সর্দার,এবং ইরান বাহিনীর জানবাজরা একে একে কিসরার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহন করল। আসেমের পুরস্কার ছিল একটা মূল্যবান জওহারে কাজ করা তরবারী।

বিজয় উৎসবের পর ধন সম্ভার আর বন্দীদের ইরান পঠিয়ে দেয়া হল। সৈন্যরা পরবর্তী অভিযানের প্রস্তুতি নিতে লাগল। যে ঝড় আসেমের শক্তিকে বিবশ করে দিয়েছিল তা থেমে গেছে। ধীরে ধীরে ও স্বাভাবিক হয়ে উঠল। একদিন হবসের তাবুতে কজন আরব সর্দারের সাথে বসেছিল আসেম। এক সিপাই তাবুতে প্রবেশ করে বলল ঃ'আসেম। সীন আপনাকে স্মরণ করেছেন।'

উঠে দাঁড়াল আসেম। সিপাইটির সাথে সীনের তাবুতে ঢুকে সালাম করল। সীন তাকে নিজের কাছে বসিয়ে বললেন ঃ 'আসেম। এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ শোনানোর জন্য তোমায় ডেকেছি। আমায় এক অভিযানে পাঠানো হচ্ছে।'

ঃ 'আমরা কবে যাচ্ছি।' আসেমের প্রশ্ন।

ঃ 'আমি পরশু যাচ্ছি। এবার তুমি আমার সংগে থাকছনা। কিছুদিনের জন্য আমাদেরকে ভিন্ন পথে চলতে হচ্ছে।'

বিষন্নতায় ছেয়ে গেল আসেমের চেহারা। অনেক্ষণ পর্যন্ত মুখে কোন কথা ফুটলনা। সীন তার কাঁধে হাত রেখে বললেনঃ 'চিন্তার কিছু নেই। যারা মিসরের দিকে যাবে তুমি ওদের সাথে থাকবে। শাহানশার সামনে আজ একটা প্রসংগে আলাপ হয়েছে। তা হল, আরবরা বাহাদুর সন্দেহ নেই কিন্তু স্বেচ্ছাচারী। যুদ্ধের নিয়ম কানুন কিছুই মানেনা। আফ্রিকায় ওদের সংগঠিত করার জন্য একজন হুশিয়ার সালারের প্রয়োজন। আফ্রিকাগামী সৈন্যদের নেতৃত্বে থাকবেন মেহরান, তিনি তোমায় সাথে নিতে চাইছেন। তিনি বলছেন, ইয়াসরিবের এ নওজোয়ান ছাড়া আর কাউকে আমি দেখছিনা। তার ধারনা, ইরান সিপাহসালারের চাইতে আরবরা তোমার কথা বেশী শুনবে।

আসেম। আমার মনে হয় বীরত্ব দেখানোর এই তোমার সুবর্ণ সুযোগ। আমার সাথে গেলে ইরানী অফিসাররা তোমার বীরত্ব দেখলে প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে উঠবে। কিন্তু ওখানে তুমি অপরিচিত। তোমার বাহাদুরীতে ওরা বরং খুশী হবে। আগামী কাল ভোরে মেহরান আরব সর্দারদের ডেকে পাঠাবে। একজন নেতা নির্বাচন করার দায়িত্ব দেয়া হবে তাদেরকে। আমার বিশ্বাস, তোমাকেই নির্বাচন করবে ওরা। এরপর আমাকে তোমার প্রয়োজন নেই। তোমার

তরবারীই তোমার সফলতার পথ খুলে দেবে।'

ঃ 'আমি খ্যাতি এবং সফলতা চাইনা।' ভারী শোনাল আসেমের কণ্ঠ। 'আপনার জন্যই কেবল এদ্দুর এসেছি। আপনি চেয়েছেন বলেই হবসের লোকদের নেতৃত্ব গ্রহন করেছিলাম। যদি জানতাম, আমাদের দুজনার পথ দুদিকে চলে যাবে, লোকে আমায় কাপুরুষ বললেই বেশী খুশী হতাম।'

ঃ 'আমরা চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হচ্ছিনে আসেম। একদিন কস্তুনতুনিয়ার আশপাশেই তোমায় অভ্যর্থনা জানাব। আফ্রিকায় বিজয় পতাকা উড়িয়ে যেদিন আসবে, তখন বুঝবে আমি তোমায় ভুল পরামর্শ দেইনি। তোমায় দেখতে চাই কিসরার ডানপাশের লোকদের সারিতে।'

আর কিছু না বলে আসেম নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। নিজের তাবুতে শুয়ে ও ডুবে গেল গভীর চিন্তার অতলে। সীন কি আমার হাত থেকে নিস্কৃতি পেতে চাইছেন। তাকে কে বুঝাবে, কিসরার ডানের সারিতে বসার ইচ্ছে আমার নেই। আপনি না থাকলে রোম –ইরান লড়াইয়ে আমার কি আসে যায়। এ বিরান ভূমিতে আমিতো খুঁজে ফিরিনি কোন মঞ্জিল, কোন পথ। আমার প্রয়োজন ছিল আপনার সান্বিধ্য। কিন্তু এ ছিল আত্মপ্রবঞ্চনা। সীনের ইঙ্গিতে আমি হাসি মুখে জীবন দিতে পারি। কিন্তু তার বন্ধু হতে পারিনা। ইচ্ছে ছিল যুদ্ধ শেষে তার সাথে দামেশক ফিরে যাব। এক অনাবিল হাসি ছড়িয়ে আমায় অভ্যর্থনা জানাবে ফুসতিনা। কিন্তু এখন ওকে হয়তো আর কোনদিন দেখবনা। হয়তো আফ্রিকার যুদ্ধ ক্ষেত্রই হবে আমার অন্তিম ঠিকানা। কদিন পর ও ভুলে যাবে আমার নামটা পর্যন্ত। ও যখন বড় হবে আমাদের পরস্পরের পরিচিতি মনে হবে স্বপ্নের মত। ঘটনাচক্রে কোনদিন দেখা হয়ে গেলে 'আমি তোমায় চিনি 'একথা বলতেও সংকোচ বোধ করবে ও। এমনওতো হতে পারে যে, মেয়ের ভবিষ্যত চিন্তা করেই সীন আমায় আলাদা করে দিচ্ছেন। ও পিতাকে আমার কথা জিজ্ঞেস করলে হয়ত বলবেন, ওর কথা ভেবোনা। ও আমাদের কেউ নয়। তোমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করেছে তার প্রতিদান দেয়া হয়ে গেছে। এখন ও নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পেরেছে।

আবার ওর হতাশ মনের গভীরে জ্বলে উঠত আশার ক্ষীণ আলো। এমনওতো হতে পারে যে, আফ্রিকা থেকে বিজয়ী বেশে ফিরে এসে দেখব তার ঘরের দুয়ার আমার জন্য উন্মুক্ত। ফুসতিনাকে যখন বলব, আমর এ বিজয় আমার বীরত্ব শুধু তোমার জন্য ফুসতিনা। ও লজ্জা পাবেনা। গর্বে মাথা উঁচু করে আমার দিকে তাকিযে থাকবে।'

এপাশ ওপাশ করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল আসেম।

তিনদিন পর। এশিয়ার দিকে যাবার জন্য তৈরী হল তিন হাজার ফৌজ। বিদায় দানকারী বন্ধুদের সাথে মোসাফেহা করছেন সীন। আসেমের কাছে এসেই তার দুকাঁধে হাত রেখে বললেনঃ 'পথে দু'দিন থামব। ফুসতিনা প্রথমেই তোমার কথা জানতে চাইবে। তাকে কিছু

বলতে হবে?'

আসেমের ঠোঁটে ফুটে উঠল এক টুকরো বিষন্ন হাসি।

ঃ'তাকে বলবেন, আমি এখন কিসরার একজন সৈনিক। কারো ভাবনা এখন আর আমায় পীড়িতকরেনা।'

কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন সীন।

ঃ'সুযোগ পেলে ওদের এখানে নিয়ে আসব। তা না হলে ওদের মাদায়েন পাঠিয়ে দিতে হবে। যুদ্ধ শেষ হলে তুমি নিশ্চয় আমাদের খুঁজে পাবে। আমিও খোঁজ খবর রাখব। সম্ভবত মিশরের অভিযান খুব শীঘ্র শেষ হয়ে যাচ্ছে। তখন তোমায় আমার কাছে নিয়ে নেব।'

ঘোড়ার বলগা ধরে ইরজ সীনের পাশে দাঁড়িয়েছিল। আসেমের দৃষ্টি অনেকক্ষন তার অহংকারী চেহারায় আটকে রইল। খানিক পর এক সিপাইর হাত থেকে ঘোড়ার বাগ তুলে নিয়ে তার পিঠে চেপে বসলেন সীন।

শুরু হল কাড়ানাকারার আকাশ ফাটা শব্দ। চার সারিতে দশ হাজার ফৌজ কিসরার তাবুর সামনে দিয়ে মার্চ করে এগিয়ে চলল। পাহাড়ী টিলার উপর বিশাল চাঁদোয়া টানানো। অন্যান্য ফৌজি অফিসার এবং ধর্মীয় গুরুদের স্বর্ন পাত্রে পবিত্র আগুনের শিখা। ধর্মীয় গুরুরা শব্দ করে প্রার্থনা করছিল। 'আহুরমুজাদ! রাজাধিরাজ, দেবতাদের দেবতা খসরু পারভেজকে বিজয় দাও। আহুরমুজাদ! ধ্বংস কর আমাদের শত্রুদের। দামেশক এবং জেরুজালেমের মত আমাদের সেনাবাহিনীর জন্য খুলে দাও কস্তুনতুনিয়ার দুয়ার।'

দিগন্ত ছুইছে ইরান সৈন্যের তাবু গুলো। পারভেজ কখনো গর্বিত দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছেন এসব তাবুর দিকে। আবার কখনো দৃষ্টি ছুটে যাচ্ছে সীনের নেতৃত্বে চলে যাওয়া ফৌজের গমন পথে। তার চোখের অব্যক্ত ভাষা বলে দিচ্ছিল, আজ আকাশের নীচে আর মাটির উপর আমি ছাড়া আর কেউ নেই। বনি আদমের ভাগ্যের রশি আজ আমার হাতে।

একটু দুরের আরেকটা চুড়ায় দাঁড়িয়ে আসেম। দিগন্তে হারিয়ে গেল সীনের সেনা ফৌজ। অসীম নীলিমায় মিলিয়ে গেল কাড়া নাকারার শব্দ। আসেম একটা পাথরের উপর বসে পড়ল। সীনের সান্বিধ্য তার কাছে এক স্বপ্নের মত মনে হতে লাগল। যেনো সে এক দুঃস্বপ্ন- এক অবাস্তব কল্পনা বিলাস। অনেক্ষণ পর্যন্ত ও নিশ্চল বসে রইল।

জেরুজালেম পতনের কয়েক মাসের মধ্যেই গাজা ছাড়া সিরিয়ার প্রায় সব এলাকা ইরানীদের দখলে চলে এল। পরাজিত রোমান মিলিত হল গাজায়।

ওদের রসদ আসত সমুদ্র পথে। এখানে রোমান ফৌজ যথেষ্ঠ সাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছিল। ইরানীরা ব্যর্থ হচ্ছিল বারবার। পারভেজ সৈন্যদের সাইনা উপত্যকা হয়ে নীলের দিকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। এবার রোমানদের যুদ্ধজাহাজের মুখ ইস্কান্দারিয়ার দিকে ঘুরে গেল। ইস্কান্দারিয়া ছিল মিসরের ফটক। ইন্তাকিয়া এবং কস্তুন্তুনিয়া ছাড়া রোমান সাম্রাজ্যে এর মত শক্তিশালী কোন শহর ছিলনা। সিরিয়া এবং ফিলিস্তিন থেকে হাজার হাজার প্রভাবশালী লোক এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গাজা থেকেও অনেকে স্ত্রী পরিজন এখানে পাঠিয়েছিলেন। সাগর পথে সাহায্য না পেয়ে গাজাবাসী সাহস হারিয়ে ফেলল। পর পর কয়েকটা আক্রমনের পর ইরানীরা এ শহরও দখল করে নিল।

অগ্রবর্তী সেনাদলে আরব প্লাটুনের সালার ছিল আসেম। এর মধ্যেই তার বীরত্বের কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল। নরহত্যা আর লুটপাটের লোভে যারা ইরান বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল ওরা যুদ্ধের নিয়মনীতি মানতে চাইতনা। কিন্তু আসেমের ভেতর ছিল নেতৃত্বের সব কটা গুন। আরবরা মৃত্যুর সাথে খেলতো। এই বাহাদুর সালারের প্রতিটি নির্দেশ ওরা মেনে নিত। গাজা বিজয়ের পর হারেস দেশে ফিরে গেলেন। তিনি আশ্বস্ত ছিলেন এই ভেবে যে, আরবদের নেতৃত্ব এখন এক দূরদর্শী বীর যুবকের হাতে।

সীনের সংগ ছাড়ার পর একজন ভাল সৈনিক হওয়ার ইচ্ছাই ওর ভেতর প্রবল হয়ে উঠল। তার মতে একমাত্র তরবারীই মানুষকে সম্মানের আসনে বসাতে পারে। রোম ইরান যুদ্ধের উদ্দেশ্যের কথা ভেবে আগে ও হয়রান হত। এখন হয়না। কে দোষী আর কে নির্দোষ তা নিয়ে তার মাথা ব্যথা নেই। একজন আরব হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য কবিলার প্রয়োজন। তা তো সে নিজেই হারিয়েছে। এখন তার অনুগত সৈন্যরাই তার কবিলা। এখন সে কিসরার জেনারেলদের সাথে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারছে। সর্দার কবিলার সদস্যদের যেমন ভালবাসে সেও অধীনস্ত সৈন্যদের তেমনি ভালবাসে। কখনো পাশব বর্বরতার তান্ডবতায় ওর বিবেক কেঁদে উঠত। কখনো প্রাণের গভীরে লালিত স্বপ্নীল আশা গুলো ভেসে বেড়াত ওর চোখের সামনে। নিরব হয়ে যেত ও।

প্রাচীন শহর ব্যাবিলন। এর প্রতিটি ইটের ভাঁজে ভাঁজে খোদিত ছিল মিসরের কত কাহিনী। এক সন্ধ্যায় কিসরার ফৌজ শহরটি অবরোধ করল। কয়েক দিনের মধ্যেই এটি ইরানীরা দখল করে নিল। বিজয়ী সেনাবাহিনীর আদিম উল্লাসে চাপা পড়ে যাচ্ছিল অসহায় মানুষ হৃদয়গলা কান্না। বদ্ধ দুয়ার ভেংগে যুবক যুবতীদের ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ব্যাবিলনের শাহী মহলে সালাররা সিপাহসালারের পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় জমায়েত হয়েছিল। সোনার কাজ করা হেলমেট পরে ভেতরে ঢুকলেন সিপাহসালার। কক্ষে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বললেনঃ 'শাহানশা অনতিবিলম্বে ইস্কান্দারিয়ার দিকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী পরশু ভোরে আমরা রওনা করব। যারা এখনো লুকিয়ে আছে এ দুদিনে তাদের নিশ্চয় গ্রেফতার

করতে পারব। আমাদের আসার পূর্বেই রোমানরা এখান থেকে ইস্কান্দারিয়া পালিয়ে গেছে। এখানে থাকবেন শুধু জেনারেল কোববাদ। আর সবাই দুপুরের মধ্যেই ছাউনিতে ফিরে যাবে।'

জেনারেল কোববাদ চঞ্চল হয়ে বললেনঃ 'আমি ইস্কান্দারিয়া যাবনা?'

ঃ 'না 'শাহানশা আপনাকে ব্যাবিলনের দায়িত্ব দিয়েছেন।' বলেই সিপাহসালার আরেক জেনারেলের দিকে ফিরলেন বললেনঃ 'মেহরান! আপনাকে একটা বড় দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আপনি যাবেন তিবার দিকে। শাহানশার নির্দেশ হচ্ছে, মিসরের শেষ সীমা পর্যন্ত ইরানীদের বিজয় পতাকা উড়াতে হবে। আমার বিশ্বাস, হাবশা জয় না করে আপনি ফিরবেননা।'

ঃ 'মাননীয় শাহ আমায় এ দায়িত্বের উপযুক্ত মনে করেছেন এজন্য আমি গর্বিত।'

ঃ 'মিসরীরা হয়ত পথে কোন বাঁধা দেবেনা। তবুও দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি সইতে পারে আপনি এমন সব সিপাইদের সাথে নেবেন। আরবের সৈনিকরাও আপনার সাথে যাচ্ছে। কয়েক মাস পূর্বেও আমি ভেবেছিলাম, ওরা শুধু লুটপাট করার জন্যই এসেছে। আসেমকে ধন্যবাদ। অন্যান্য আরবদের মত যুদ্ধের নিয়ম নীতির ব্যাপারে ও বেপরোয়া নয়। বরং অনেক ইরানী সালারের চাইতে উত্তম। সীনের মত কাজ নিতে পারলে এ অভিযানে ও আপনার যথেষ্ট উপকারে আসবে। আমিও ওকে এ অভিযানের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেব।'

সিপাহসালার অন্য জেনারেলদের জরুরী নির্দেশ দিয়ে বৈঠক শেষ করলেন।

গোধুলির সোনা রং ফিকে হয়ে এসেছে। আসেম ব্যাবিলনের সদর রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। এক আরবের আচমকা ডাকে চকিতে ও পেছন ফিরে চাইল। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল আরবটি। বললঃ 'অনেকক্ষন থেকে আপনাকে খুঁজছি। ভেবেছিলাম ছাউনির বন্দী শিবির দেখতে গেছেন। ওখানে খুঁজে শহরের দিকে এসেছি। কজন ঘোড়সওয়ারও আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আপনাকে না পেয়ে ভেবেছি কোন বাড়ীর দরজা বন্ধ করে হয়ত আনন্দ করছেন।'

ঃ 'কি ব্যাপার! তোমায় এত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে কেন?'

ঃ 'সম্ভবত কোন জরুরী ব্যাপারে সিপাহসালার আপনার সাথে দেখা করতে চাইছেন।।'

নিঃশব্দে হাঁটা দিল আসেম। একটু দূরে বন্ধ ফটকের সামনে লোকজনের ভীড়। আরবটি বললঃ 'ইহুদীরা অনেকক্ষন থেকে দরজা ভাংগার চেষ্টা করছে। খানিক পূর্বে ওদের পাশ দিয়ে আসার সময় ওদের দেয়াল ভেংগে ভেতরে ঢুকতে বলেছি। ওরা বলল, বাড়ীটা রোমান সৈন্যে ঠাঁসা।'

ঃ 'আমার তো বিশ্বাস দরজা ভেংগে ভীত সন্ত্রস্ত মিসরীদের ছাড়া ওরা কাউকে পাবে না।'

হঠাৎ পাশের বাড়ী থেকে হাতুড়ী কাঁধে এক ইরানী বেরিয়ে এল। তাকে দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠল লোকগুলো। ইরানীর হাতুড়ীর আঘাতে দরোজা ভেংগে গেল। লোকগুলো হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে গেল। কিন্তু খানিক এগিয়ে চিৎকার দিয়ে ফিরে এল। সব শেষে এক রোমান যুবকের আঘাত ঠেকাতে ঠেকাতে পিছিয়ে এল এক ইরানী।'

তামাশা দেখার জন্য দাঁড়িয়েছিল আসেম এবং তার সংগী আরব। রোমান যুবকটি দেখতে সুদর্শন। তার এক হাত এবং মাথায় ব্যান্ডেজ। হাতটি গলার সাথে ঝুলানো, মাথার ব্যান্ডেজ রক্ত ভেজা। দেখে মনে হচ্ছিল মৃত্যুর পূর্বে সে হার মানবেনা। আসেমের সংগী বললঃ 'খুব কম রোমানকেই এ ভাবে লড়তে দেখেছি। আপনি বললে আমি গিয়ে দেখি।'

ঃ 'তার দরকার নেই। তুমি এখানেই দাঁড়াও।'

ইরানীটা দারুন হাফাচ্ছিল। সে গলা ফাটিয়ে বলতে লাগলঃ 'কাপুরুষ।'ভীতুর ডিম! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? ও একা। আর তোমরা শিয়ালের মত পালাচ্ছ।'

কয়েকজন ইহুদী এগিয়ে যুবককে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু সে আচম্বিত হামলা করে ডানের দুজনকে আহত করে বাম দিকে ঝাপিয়ে পড়ল। ইহুদীরা এবার পিছিয়ে এসে হল্লা করতে লাগল। ইরানী তাদের গালাগালি করে আবার এগিয়ে গেল। কিন্তু কয়েক বার তরবারী ঘুরিয়ে পিছিয়ে আসতে লাগল আবার।ঃ 'মরবে এ গাবেটটা।' সংগীকে বলল আসেম। সব ইহুদী মরলেও আমার কিছু আসবে যাবেনা। কিন্তু আমার সামনে এক রোমানের হাতে একজন ইরানী মরবে------।'

ঃ 'তাহলে আমি যাই।'

ঃ 'না। তুমি তার মোকাবিলা করতে পারবেনা।' বলেই খাপ থেকে তরবারী টেনে নিল আসেম। ততোক্ষনে কয়েক ঘা খেয়ে ইরানী উপুড় হয়ে পড়ে গেছে। চরম আঘাত হানার জন্য তরবারী তুলল রোমান যুবক। চোখের পলকে আসেম তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যুবকের ঠোঁটে ফুটে উঠল একটুকরো বিষন্ন হাসি। আসেমের সাথে কয়েক মূহুর্ত লড়ার পর সে পিছনে সরতে লাগল। আসেম বললঃ 'তোমায় দেখে বীর পুরুষ মনে হয়। কিন্তু তুমি আহত। অস্ত্র ফেলে দিলে হয়ত তোমার জীবন বাঁচাতে পারি।'

ঃ 'জানি। হত্যা করার পূর্বে আমার হাত অস্ত্রশূন্য করতে চাইছ। কিন্তু তা হবেনা। পূরণ হবেনা তোমার এ খায়েশ।'

ঃ 'যুদ্ধ শেষে কেউ আমার হাতে মারা পড়ুক তা আমার ইচ্ছে নয়। কিন্তু তুমি হতভাগা।' বলে আসেম পর পর কয়েকটা আঘাত করল। যুবক উল্টো পায়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেল। হঠাৎ চৌকাঠে পা লেগে ধপাস করে পড়ে গেল যুবক। আসেম তার বুকে তরবারী ধরে বললঃ 'তোমার মত যুবকের পক্ষে মৃত্যুকে এতটা ভালবাসা ঠিক নয়।'

হঠাৎ বাড়ীর আঙ্গিনা থেকে ভেসে এল নারী কণ্ঠ। ঃ 'আমায় ছেড়ে দাও আব্বা। আমায় ছেড়ে দাও। আমি ওর সাথেই মরতে চাই। খোদার কসম-----।'

চোখ তুলল আসেম। এক বৃদ্ধের হাত থেকে এক যুবতী নিজকে ছাড়াতে চাইছে। আসেমের দৃষ্টি আটকে রইল বৃদ্ধের চেহারায়। ওর মনে হল যেন স্বপ্ন দেখছে। ওই বৃদ্ধই তো ফ্রেমস। যুবতীর হাতে খঞ্জর। হঠাৎ বুড়োর হাত থেকে ফসকে ছুটে এল মেয়েটি। এসেই আসেমকে আক্রমন করল। আসেম মেয়েটির ঘাড় ধরে ফেলল। অসহায় হয়ে পড়ল ও। এই ফাঁকে উঠার চেষ্টা করল যুবক। আসেম আবার তরবারী তার বুকে ঠেকিয়ে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'ফ্রেমস!

আমি আসেম। যে আশ্রয়হীন আসেমকে তুমি তোমার সরাইখানায় আশ্রয় দিয়েছিলে। কথা বলার সময় নেই। বাচঁতে চাইলে এ যুবককে বল নিশ্চল পড়ে থাকতে। ওরা ভেতরে এসে গেল আমার কিছুই করার থাকবেনা।'

আসেমের সংগী এক ছুটে ভেতরে এসে বললঃ 'আপনার কিছু হয়নিতো?'

ঃ 'আমার কিছু হয়নি। তুমি দরজায় দাঁড়াও। কাউকে ভেতরে আসতে দেবেনা। এরা থাকবে আমার জিম্মায়।'

আসেম বেরিয়ে গেল। গলিতে চলছিল আর এক তামাশা। গলিতে এক বুড়ো ইহুদী গলা ফাটিয়ে বলছিল ঃ 'খবরদার! তোমরা কেউ বাড়ীর ভেতরে যেয়োনা। বাড়ী ভরা রোমান সৈন্য। পালাও–পালাও। সেনা ছাউনিতে খবর দাও জলদি। ওই গাধাটা একাই ভেতরে ঢুকে গেছে। মরবে ও। দাঁড়িয়ে আছ কেন? জলদি যাও।'

দৈত্যের মত এক ইরানী দাঁতে দাঁত পিষে এগিয়ে এল। বুড়ো ইহুদীর গালে কষে এক চড় মেরে দাড়ির মুঠো ধরে বললঃ 'ওই গাধা! চিৎকার না দিয়ে সবাইকে নিয়ে ভেতরে যেতে পার না।'

আসেম এগিয়ে বললঃ 'ইরানীদের রক্তের চাইতে নিজেদের রক্ত ওদের কাছে বেশী প্রিয়। ওদের বিশ্বাস করাই ঠিক হয়নি। আমি না এলে তো তুমি এতক্ষনে শেষ হয়ে যেতে। এরা এতক্ষন জোর করে এক মিসরীর ঘর দখল করে রেখেছিল। তোমার যখমের অবস্থা কি?'

এক ইহুদীর কোমর থেকে রেশমী রুমাল টেনে নিল আসেম। এর পর দু ভাগ করে ইরানীর ক্ষতস্থানে বেঁধে দিল। ইরানী বললঃ 'আপনাকে ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে আর ওদের বিশ্বাস করবনা। ওরা কেবল মুর্দাদের গলা কাটতে পারে।'

ঃ 'আমি খুব ক্লান্ত। ছাউনীতে না গিয়ে এখানে একটু জিরিয়ে নেব। তুমি এদের অন্যদিকে নিয়ে যাও।'

ঃ'আপনি ভেতরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। আমি ওদের ব্যবস্থা করছি।' বলেই ইরানী ইহুদীদের দিকে ফিরল।'

ঃ 'এই, ভাগো এখান থেকে। আর নয় সিপাইদের ডেকে তোমাদের কল্লাগুলো নীল দরিয়ায় ফেলে দেব।'

একে একে সটকে পড়ল ইহুদীরা। কেউ হতভম্বের মত এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। ইরানী এবার চিৎকার দিয়ে বললঃ 'আহরমুজাদের কসম! আমি তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দিব। ভাগো বলছি।' কিছুক্ষনের মধ্যে গলি ফাঁকা হয়ে গেল।

ঃ' এবার সোজা ছাউনিতে ফিরে যাও।' আসেম বলল 'তরবারী বিষাক্ত হলে মুশকিল। ওখানে ভাল ডাক্তার আছে। যাও, দেরী করা ঠিক হবেনা।'

বিষের কথা শুনে একটুও দাঁড়ালনা ইরানী। আসেম আরব সংগীটিকে ফটকে দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

মাটিতে পড়েছিল যুবক। ফ্রেমস তাকে শুয়ে থাকতে বলেছিল। পাশে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছিল মেয়েটি। আসেম ফ্রেমসকে বললঃ 'ওরা সবাই চলে গেছে। আপনারা ভেতর রুমে চলে গেলে ভাল হয়। সিপাইদের নতুন কোন দল এসে পড়তে পারে।'

রোমান যুবক চোখ খুলল। চাইল এদিক ওদিক। এর পর ওঠে বসল। খানিক পর এক কামরায় গিয়ে দাঁড়াল ওরা। ফ্রেমসের চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু। যুবতী ফুলে ফুলে কাঁদছিল। রোমান যুবকের চোখে রাজ্যের বিস্ময়। ও অপলক চোখে আসেমের দিকে তাকিয়ে ছিল। আসেম ফ্রেমসের কাঁধে হাত রেখে বললঃ 'আপনি বোধ হয় এখনো আমায় চিনতে পারেননি।'

ফ্রেমসের চোখে টলমল করছিল আবেগের অশ্রু। বলল ঃ 'আমি ভাবছিলাম, গোলামী এবং অপমানকর মৃত্যু থেকে কোন অলৌকিক শক্তিই আমাদের বাঁচাতে পারে। তুমি যে সে-ই আমার বিশ্বাসই হচ্ছেনা। তোমার হাতে নিহত হবার সময়ও জানতামনা আমরা পরস্পরকে চিনি। ও আমার মেয়ে আন্তুনিয়া। এ যুবক তার স্বামী। নাম ক্রেডিস।'

'আপনার স্ত্রী কোথায়?'

ঃ 'মারা গেছে।'

ঃ 'কবে?'

ঃ 'দু'মাস হল। এবার বল আর কতক্ষণ বেঁচে থাকছি। তুমি কি সাহায্য আমাদের করতে পারবে?'

ঃ 'আপাততঃ আপনারা নিরাপদ। তবুও সতর্ক থাকা ভাল। আমি কিছুক্ষণের জন্য সিপাহসালারের কাছে যাচ্ছি। সে সময়টাতে আমার সংগী গেটে পাহারায় থাকবে। কোন কারনে আমার দেরী হলে পাহারার জন্য আরো লোক পাঠিয়ে দেব। আপনার জামাইর পোশাকটা পাল্টে নিন। ঘরের কিছু জিনিষপত্র বাইরে ফেলে দিন। এতে মনে হবে এটা আগেই লুট হয়ে গেছে।'

আসেম হাঁটা দিল। কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। পেছন ফিরে আন্তুনিয়াকে বললঃ 'তোমার স্বামীর জীবন বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করব।' ফ্রেমস বলল ঃ' একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এস। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে ঈশ্বর আমাদের হিফাজত করবেন।'

ঃ 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।'

আসেম বেরিয়ে গেল। দরোজার সামনে তার সংগী অস্থির ভাবে পায়চারী করছিল।

ঃ 'আপনি অনেক দেরী করলেন। আশ্চর্য ! আপনি এক রোমান কে বাঁচাতে চাইছেন।'

ঃ 'এই রোমান এমন ব্যক্তির জামাতা যে আমাকে অসহায় মুহূর্তে আশ্রয় দিয়েছিল। তাছাড়া কুস্তুনতুনিয়া বিজয়ের জন্য শাহানশা যাকে পাঠিয়েছেন এ ব্যক্তি তার অনেক উপকার করেছেন। এ ঘরের হেফাজত করলে শাহানশা হয়ত সন্তুষ্ট হবেন। আর শোন, তুমি গেটের ভেতর চলে যাও। লুটেরার দল দেখলে ভাববে এ বাড়ী আগেই লুট হয়ে গেছে। তবুও কেউ হামলা করে বসলে বলবে, আমাদের কজন সম্মানিত লোক ভেতরে বিশ্রাম করছেন। তোমার সাহয্যের জন্য 'থে কাউকে পেলে পাঠিয়ে দেব।'

রাতের দ্বিতীয় প্রহর। ফ্রেমস, আন্তুনিয়া এবং ক্লেডিস বাড়ীর এক অন্ধকার কক্ষে বসে আছে। ক্লেডিস ক্ষীণ কণ্ঠে বলল ঃ 'ও কি আমাদের কোন সাহায্য করবে?'

ঃ 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও ও আমাদের সাহায্য করবে।'

ঃ' কিন্তু আপনি না বললেন, ওর বাড়ী ইয়াসরিব। তখন ছিল অসহায়। হঠাৎ করে ইরান ফৌজে এমন প্রভাবশালী সালার হয়ে গেল কি ভাবে? আমরা তো নিজেদের ধোকা দিচ্ছিনা।'

ঃ 'এ পরিস্থিতিতে আত্মপ্রবঞ্চনাও বড় সহায়। কিন্তু আমার মন বলছে ঈশ্বর ওকে আমাদের সাহায্যেরজন্য পাঠিয়েদিয়েছেন।'

ঃ 'অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আববা। ও তো এখনো ফিরলনা।

কামরায় ভৌতিক নীরবতা নেমে এল। হঠাৎ আঙ্গিনা থেকে কারো পায়ের শব্দের সাথে কথা বার্তার শব্দও ভেসে এল। ক্লেডিস বললঃ 'ঈশ্বর হয়ত আমাদের আর ধোকার মধ্যে রাখতে চায়না। আপনাকে কথা দিয়েছিলাম, আমি আন্তুনিয়ার অসহায়ত্ব দেখবোনা।' তরবারী হাতে দাঁড়িয়ে গেল সে। কিন্তু তার জামা টেনে ধরে জোর করে বসিয়ে দিলেন ফ্রেমস।ঃ 'বেটা, সাহস হারিওনা। আমার বিশ্বাস, ঈশ্বর আমাদের সাথে বিদ্রুপ করবেননা।'

ঃ 'আমি আসেম। আপনারা বিপদমুক্ত। দরজা খুলে দিন।'

ফ্রেমস দরজা খুলে দিলেন। আসেমের হাতে মশাল। সাথে ঝুড়ি হাতে আর একজন লোক। সাতজন সশস্ত্র সিপাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। শংকিত ফ্রেমস চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে এলেন। আসেম তার হাতে মশাল তুলে দিয়ে বললঃ 'আর অন্ধকারে বসে থাকার দরকার নেই। রাতে আমার লোকেরা পাহারায় থাকবে। ওদের বিশ্রামের জন্য একটা বড় চাটাই দরকার।'

ঃ 'চাটাই কেন, ভাল কার্পেটই দিতে পারব।

ওরা ভেতরে ঢুকল। মশাল থেকে আলো জ্বেলে দিলেন ফ্রেমস। ওরা বড়সড় একটা কার্পেট তুলে নিল। আসেম তার সংগীকে বললঃ 'এটা নিয়ে যাও। ওদের বাইরের দরজার সামনে বসতে বল। আমি আসছি।' আরব সিপাইটি বেরিয়ে গেল। আসেম বললঃ 'ঝুড়িতে আপনাদের খাবার। তিনজনই তো ক্ষুধার্ত, আগে খেয়ে নিন। পরে কথা বলব।'

কিন্তু খাবার কোন আগ্রহ ওদের মধ্যে দেখা গেলনা। বরং তিন জোড়া অসহায় চোখ স্থির দৃষ্টিতে আসেমের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আসেম বলল ঃ 'আমার কথা সম্ভবত বিশ্বাস করতে পারেননি। আমি সিপাহসালারের কাছ থেকে আপনাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে এসেছি। ব্যাবিলনের গভর্নরকেও আপনাদের কথা বলে দেয়া হয়েছে। আপনি হয়ত জানেন না, আপনি এক ইরানী জেনারেলের বন্ধু। মনে পড়ে দু'জন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে সাহায্য করেছিলেন। যাদের দামেশকে পৌঁছানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমায়। তারা ছিলেন সে জেনারেলের স্ত্রী এবং মেয়ে। তাঁকে অন্যত্র পাঠান হয়েছে। তিনি এখানে থাকলে অফিসাররা এসে আপনাকে স্যালুট করত।'

মুহূর্তের জন্য ফ্রেমসের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই বেদনায় ছেয়ে গেল তার মুখ। ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি বললেনঃ 'ক্রেডিসের ব্যাপারে ও নিশ্চয়তা দিতে পারছ?'

ঃ 'ক্রেডিস রোমান। রোমানদের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবুও এক শর্তের ভিত্তিতে তার জীবন বাচানোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছি।'

ঃ 'কি শর্ত?' চমকে প্রশ্ন করল ক্রেডিস ।

ঃ 'শর্ত হচ্ছে তুমি আমার সাথে থাকবে। আমি এই প্রথম আমার কাজের প্রতিদান চেয়েছি। বলেছি, এক বিশ্বস্ত রোমানকে চাকর হিসেবে রাখার অনুমতি দিন।'

ঃ 'তোমার গোলামীকে মৃত্যুর উপর প্রাধান্য দিব ভাবলে কি ভাবে?'

ঃ 'আমার বিশ্বাস, নিজের জন্য না হলেও আন্তুনিয়ার জন্য বেঁচে থাকতে চাইবে। তোমাকে বাঁচানোর এই একটা পথই ছিল। তোমায় আমার ভাই, আমার বন্ধু মনে করব। সেনাবাহিনী পরশু ইস্কান্দারিয়ার ধরবে। আমি যাব দক্ষিণে। ব্যাবিলন তোমার জন্য নিরাপদ হলে রেখে যেতাম। আমার সাথে রেখেই হয়ত তোমায় বাচাতে পারি। এমন সময় নিশ্চয়ই আসবে, যখন তোমায় ছেড়ে দিতে পারব।'

ঃ 'এ অভিযানে আমি আপনার সাহায্য করব ভেবে থাকলে ভুল করেছেন। আমি রোমান। জীবনের বিনিময়েও জাতির সাথে গাদ্দারী করবনা।'

ঃ 'কোন অভিযান সফল হওয়ার জন্য তোমার সাহায্যের দরকার নেই।' আসেমের কণ্ঠে ঝাঝ। রোম ইরান যুদ্ধ এখন শেষ পর্যায়ে। ইস্কান্দারিয়া ছাড়া তোমরা আর কোথাও আমাদের বাঁধা দিতে পারবে না। ইরানের কোন উপকার হবে এজন্য তোমায় বাঁচাতে চাইছিনা। আন্তুনি আমার বোন। আমার উপকারী বন্ধুর মেয়ে। ওর ব্যথাতুর দৃষ্টি আমি সইতে পারব না। তোমায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে, তোমার কোন কাজে সংগীদের সামনে আমি লজ্জিত হব না। নির্বিঘ্নে মিসর ছেড়ে পালাতে পারবে, নিশ্চিন্ত হতে পারলে তোমার জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করতাম। এরপর আমার সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে তাও ভাবতামনা। কিন্তু তুমি সাগর পর্যন্তও যেতে পারবে না। সব পথ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ইস্কান্দারিয়া তোমাদের শেষ সীমানা। শুনেছি, রোমানরা ওখান থেকেও পালাতে শুরু করেছে। এ মুহূর্তে আবেগ নয় ধৈর্যের প্রয়োজন।'

ক্রেডিস নিরুত্তর। সে চোখ তুলে চাইল ফ্রেমস এবং আন্তুনির দিকে। 'ক্রেডিস!' ফ্রেমস বললেন, 'ঈশ্বর স্বর্গ থেকে দূত পাঠিয়েছেন। আমরা যেন অকৃতজ্ঞ না হই।'

ক্রেডিস বললঃ 'আপনি যদি ওদের ইজ্জত বাঁচানোর প্রতিশ্রুতি দেন, আমি আপনার গোলাম হতে প্রস্তুত।'

ঃ 'গভীর মমতায় তার কাঁধে হাত রাখল আসেম। বললঃ 'বন্ধু, আমি তোমার মুনীব নই, দোস্ত। বর্তমান পরিস্থিতিতে এর চে ভাল উপায় বের করতে পারলামনা বলে দুঃখিত। আমি চেষ্টা করেছি তোমার গলায় যেন বেড়ি না পরানো হয়। কিন্তু সিপাহসালার তা মঞ্জুর করেননি। তোমার গলার ভার আমি আমার বুকে অনুভব করব। কারণ, তুমি আমার বোনের স্বামী।'

ঃ 'গোলাম গলায় বেড়ি পড়বে তাতে এমন কি এসে যায়। আত্মনির জন্য আমি পাহাড়ের বোঝা বইতেও প্রস্তুত।'

হঠাৎ আসেমের মনে হল এ যুবক যেন কত কালের চেনা।

ঃ 'এবার তোমার ভবিষ্যত ভাবার দায়িত্ব আমার। তুমি নিশ্চিন্তে খাওয়া দাওয়া কর। আমি সংগীদের দেখে আসছি।'

য়েমস বললঃ' না, তোমাকে ছাড়া আমরা খাবনা।'

খানিক পর তিনজনই এগিয়ে গেল দস্তরখানের দিকে।

স্কান্দারিয়ার গভর্নর ক্রেডিসের চাচা। পিতা রোমান সিনেট সদস্য। ইরান সেনাবাহিনী যখন সিরিয়ায়, সে তখন রোমান ফৌজের একজন সালার হিসেবে হেমসে অবস্থান করছিল। আহত হয়ে পরাজিত সিপাইদের সাথে কিসারিয়ার পথ ধরেছিল।

পথে অবস্থার অবনতি ঘটলে কিসারিয়ার গর্ভনর তাকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় চলে যাবার পরামর্শ দিলেন।

কদিন পর ইস্কান্দারিয়া থেকে দুটো রসদ বোঝাই জাহাজ কিসারিয়ায় এসে পৌছল। অসুস্থ ক্রেডিসকে জাহাজে তোলা হল। কাপ্তান তাকে চিনত। ভ্রমণে সেবার কোন ত্রুটি হয়নি। পথের বন্দরগুলোয় বিভিন্ন শহর থেকে পালিয়ে আসা মানুষের ভীড়। গাজা পৌঁছতে পৌছতে জাহাজে তিল ধারণের স্থান ছিলনা।

গাজার বন্দরে লোকের ভীড় ছিল অন্যসব বন্দরের চে' বেশী। এদের অধিকাংশই ছিল নারী এবং শিশু। সিরিয়া এবং ফিলিস্তিনের ক্রমাবনতির আশংকোয় কবরচ অথবা ইস্কান্দারিয়ায় পৌছার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল সবাই।

গাজার গভর্নর সব বন্দী জাহাজ সীজ করে যারা স্থল পথে সফর করতে পারবে তাদেরকে জাহাজ খালি করার নির্দেশ দিল।

ক্রেডিসের জ্বর পড়লেও সড়ক পথে চলার উপযুক্ত হয়নি তখনো। তবুও সবার সাথে জাহাজ থেকে সেও নেমে আসতে চাইল। কাপ্তান নিষেধ করলেন। ও বললঃ 'নারী এবং শিশুদের প্রয়োজন বেশী। দরকার হলে কদিন বিশ্রাম করব। পরে অন্য কোন জাহাজে চলে আসব। এমনও হতে পারে, দু'চার দিনের ভেতর যুদ্ধ করার উপযুক্ত হয়ে যেতে পারি।'

ঃ 'ঠিক আছে। বন্দরের নাজেমকে বলব আপনাকে গর্ভনরের কাছে পৌছে দিতে।'

একটা সামিয়ানার নীচে বসে নাজেম যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। জাহাজে চড়ার অনুমতি পেলে ওরা এক পাশে সরে দাঁড়াত। সব যাত্রীর মধ্যেই ছিল উদ্বেগ ও চঞ্চলতা। জাহাজে চড়ার জন্য সবাই ব্যাকুল। কখনো নাজেমের টেবিলের চারপাশের ভীড় ঠেকানোর জন্য পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হতো। কাপ্তানের সাথে জাহাজ থেকে নেমে এল ক্লেডিস। মাথায় ব্যান্ডেজ। ওরা কথা বলতে বলতে চাঁদোয়ার ভেতর ঢুকে পড়ল। নাজেম তাকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। ঝাপটে ধরে ক্লেডিসকে উষ্ণ আলিঙ্গন করল। চিৎকার দিয়ে বললঃ 'ক্লেডিস! তুমি এখানে কবে এসেছ! মেরীর কসম! আজও তোমার কথা ভাবছিলাম।'

কাপ্তান বললঃ 'আপনারা পরস্পর পরিচিত জানতামনা। আমি বলতে এসেছিলাম, ও অসুস্থ। সেবাপ্রয়োজন।'

ঃ 'একে আমার চে' তুমি বেশী চেননা।'

ঃ 'আমার ক্ষত প্রায় শুকিয়ে আসছে। জ্বরও নেই। বড় জোর দু' একদিন বিশ্রামের প্রয়োজন।'

ঃ 'আমি নিষেধ করেছি। তবুয়ো উনি জাহাজ থেকে নেমে এসেছেন। আমার আশংকা হচ্ছে, তিনি এখনো ঘোড়ায় সওয়ারী করতে পারবেন না।'

ঃ 'তুমি কিসারিয়া থেকে এসেছ?'

ঃ 'হ্যাঁ । আহত হয়েছিলাম হেমসে । ভেবেছিলাম শরীর একটু ভাল হলে ইস্কান্দারিয়ায় না গিয়ে দামেশকে চলে যাব।'

ঃ 'তুমি হয়তো জাননা, দামেশক ইতিমধ্যেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাইরের কোন ফৌজ ভেতরেঢুকতেপারছেনা।'

অযাচিত না হলেও কতক্ষণ পর্যন্ত ক্লেডিসের মুখে কোন কথা সরল না। নাজেমের ইংগিতে সিপাই আরেকটা চেয়ার নিয়ে এল। ক্লেডিস বসল। নাজেম বললঃ 'খুব রোগা হয়ে গেছ। এখনো সম্ভবত সম্পূর্ণ সুস্থ হওনি। এ পরিস্থিতিতে ইস্কান্দারিয়া গেলেই তোমার জন্য ভাল হবে। এখন ওটিই আমাদের শেষ আশ্রয়। এদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠিয়ে দেয়া উচিৎ। নয়তো সেনাবাহিনীর মধ্যে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেবে। প্রতিদিন এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইস্কান্দারিয়ার জাহাজগুলোর সহযোগিতা পেলে অনেক সুবিধে হতো। আমার বিশ্বাস, তুমি তোমার চাচাকে বললে তিনি সে কথা ফেলবেন না। কবরসের সালারের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছি। তবে এ পরিস্থিতিতে তার সাড়া পাব বলে মনে হয়না।'

ভীড়ের মধ্যে আর একবার চঞ্চলতা দেখা গেল। পুলিশ ওদরে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়ার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ ভীড়ের ফাঁক গলে টেবিলের কাছে চলে এল এক তরুণী। অনুরোধ ঝরে পড়ল ওর কন্ঠেঃ 'জনাব! ঈশ্বরের দিকে চেয়ে আমার মায়ের প্রতি দয়া করুন। তিনি অসুস্থ।

আমরা কয়েকদিন থেকে এখানে আছি। আম্মা অসুস্থ না হলে আরো আগে ইস্কান্দারিয়া পৌঁছে যেতে পারতাম।'

: 'এ মেয়েটা পাগল' নাজেমের কণ্ঠে ঝাঁঝ। 'রোমানদের ছাড়া আর কাউকে জাহাজে তোলার অনুমতি নেই।'

: 'রোমানদের ছাড়া আপনারা আর কাউকে মানুষ মনে করেন না--না? তাদের জীবনের কোন দাম নেই?'

নাজেম সিপাইদের দিকে তাকিয়ে বলল: 'কথা বলার সময় নেই। ওকে নিয়ে যাও। আবার এদিকে আসার চেষ্টা করলে ধাক্কিয়ে বন্দর থেকে বের করে দেবে।'

একজন সিপাই এগিয়ে এল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ক্রেডিস। পুলিশকে বলল: 'দাঁড়াও।' এরপর নাজেমের দিকে তাকিয়ে বলল: 'ইরানীরা এসব মেয়েদের সাথে কেমন ব্যবহার করে তা কি তুমি জাননা?'

: 'জানি। ওদের জন্য যে আমার দরদ নেই তাও নয়। কিন্তু কি করব বল। গভর্নরের হুকুম রোমান ছাড়া অন্য কাউকে যেন জাহাজে উঠান না হয়। অথচ এ মেয়ে এ নিয়ে চারবার এল। কিন্তু গভর্ণরের নির্দেশ তো অমান্য করতে পারিনা।'

: 'জাহাজে তো আমার একটা সিট আছে, কি বল? ওই সিটটাই আমি এদের জন্য ছেড়ে দিলাম। আমার সিটে দুটো মেয়ে যাচ্ছে শুনলে গভর্নর নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না। তা ছাড়া গাজা থেকে লোক সরানোর জন্য তো আরো জাহাজ দরকার। কথা দিচ্ছি, চাচাকে বলে কয়ে আরো জাহাজ পাঠানোর ব্যবস্থা করব। এরপরও গভর্নর দুটো মেয়েকে নিতে রাজী হবেন না?'

: 'আমাদের এতটা সাহায্য করলে তুমিই বা থেকে যাবে কেন? তুমিও ওদের সাথেই যাও।'

: 'তোমার মা কোথায়?' মেয়েটাকে বলল ক্রেডিস।

: 'বাইরে শুয়ে আছেন। জ্বর।'

: 'ওকে নিয়ে এসো।' নাজেম বলল।

ওরা জাহাজে চেপে বসল। ক্রেডিস আড় চোখে তাকাল মেয়েটির দিকে। মায়াময় মুখে তার চিন্তা ও উদ্বেগ। চোখে ভীতাহরিনীর ত্রস্ত ব্যকুলতা। তার ফর্সা গ্রীবা ও নিটোল স্বাস্থ্যে খেলা করছে পরিপূর্ণ এক যুবতির মোহন রূপ। : 'তোমার নাম কি?' ক্রেডিস প্রশ্ন করল।

'আন্তুনিয়া। ফ্রেমস আমার পিতা। তিনদিন থেকে গাজায় আছি। সৈন্যরা আমাদের ঘোড়াগুলো নিয়ে গেছে। চাকরটা একটা উট নিয়ে এল। ভাবলাম ওতেও চলবে। হঠাৎ আম্মা অসুখে পড়লেন। স্থল পথে সফর করা আর সম্ভব হলনা। সব দিক থেকে যখন নিরাশ হয়ে পড়েছি ঠিক তখই ঈশ্বর আপনাকে পাঠালেন।'

: 'তোমার চাকরের কোন ব্যবস্থা করতে পারলামনা বলে দুঃখিত। ও যদি না গিয়ে থাকে ফিরে এসে খুঁজে বের করব।'

আপনি আবার আসবেন?'

ঃ 'নাজেমকে কথা দিয়েছি আরো কটা জাহাজ নিয়ে আসব।'

ঃ 'আপনি খুব উদার এবং মহৎপ্রাণ।' আন্তুনি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ক্লেডিসের দিকে তাকিয়ে রইল। আন্তুনির মা পাশে শুয়েছিলেন। তিনি পানি চাইলেন। ক্লেডিস পানি এনে তার সামনে ধরল।ঃ 'এখন কেমন বোধ করছেন?'

পানি পান করে তিনি বললেনঃ 'এখন অনেকটা সুস্থ। বেটা,ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

কয়েকদিন জাহাজে থাকতে হল। এ সময় দুজন দুজনের কাছাকাছি চলে এল। জাহাজ ভিড়ল ইস্কান্দারিয়ার বন্দরে। ক্লেডিসের মনে হল সফরটা যেন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। আন্তুনির মায়ের জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা করে ক্লেডিসও তাদের সাথে রওয়ানা করল। খানিক পর ওরা এসে পৌঁছল আন্তুনিয়ার মামা মিডিসের বাসায়। তিনি একজন অবস্থা সম্পন্ন ব্যবসায়ী। ক্লেডিস যেতে চাইলে তিনি খাবার জন্য জোরাজুরী করলেন। কিন্তু ক্লেডিস বললঃ 'আমাকে এক্ষুণি চাচার কাছে যেতে হবে। সুযোগ পেলে অন্য সময় এসে খেয়ে যাব।'

ঃ 'তাহলে সন্ধ্যায় খাবেন?'

ঃ 'এখানে থাকলে আসব। কিন্তু আজই যদি জাহাজ নিয়ে গাজা রওয়ানা করতে হয় তাহলে আসা সম্ভব হবে না।'

আন্তুনি বললঃ 'মামা! গাজা থেকে ফিরে এসে তিনি এ বাড়ীর পথই চিনবেন না।'

ঃ 'না আন্তুনি।' মামা বলল 'ও আমাদের নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ দেবে।' আন্তুনি তার মায়ের পাশে বসেছিল। অনিরুদ্ধ কান্নার বেগ সংযত করছিল বড় মুশকিলে। এবার উঠে বেরিয়ে গেল। মিডিস ক্লেডিসের সাথে মোসাফেহা করে বললোঃ 'চলুন আপনাকে এগিয়ে দেই।'

ঃ 'না, না' কেন খামোখা কষ্ট করবেন। আপনি বরং রোগীর কাছে যান।' ক্লেডিস বেরিয়ে এল। আঙ্গিনায় দাঁড়িয়েছিল আন্তুনি। ক্লেডিস পায়ে পায়ে তার কছে এসে দাঁড়াল। অপাঙ্গে চাইল পেছন দিকে। এরপর আন্তুনির চোখে চোখ রেখে বললঃ আন্তুনি! আমি কোনদিন এ বাড়ীর পথ ভুলব না।'

ঃ 'আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আপনার পথ চেয়ে থাকব।' থির থির করে কেঁপে উঠল তার চোখের পাপড়ি। উছলে উঠা অশ্রুতে ভিজে গেল তার সুন্দর দুটো আঁখী। 'খোদা হাফেজ আন্তুনি' বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে ক্লেডিস বেরিয়ে গেল।

বাড়ীর মহিলারা এতক্ষণ আন্তুনির দিকে তাকিয়েছিল। ওদের চোখে মুখে অনেক প্রশ্ন। কিন্তু আন্তুনি কারো দিকে না তাকিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াল।

মিডিস এতক্ষণ বোনের সাথে কথা বলছিলেন । আন্তুনি মায়ের পাশে এসে বসল। খানিক নীরব থেকে মামা বললেনঃ 'মা, তোমার চোখে আমি অশ্রু দেখেছি। কিন্তু একথা ভুলনা ও রোমান এবং গভর্নরের ভাতিজা।'

কোন জবাব না দিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল আন্তুনিয়া।

এ ঘটনার কয়েক হপ্তা পর। ব্যাবিলন হয়ে ইস্কান্দারিয়া এসে পৌছলেন ফ্রেমস। তার স্ত্রী তখন জিন্দেগীর সফরের শেষ প্রান্তে। স্বামীর চোখে নির্লীপ্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিল সে। তার নির্বাক দৃষ্টি বলে দিচ্ছিল তার মনের কথা। ধীরে ধীরে থির থির করে কেঁপে উঠল তার চোখের পাতা। দেখতে দেখতে নিথর হয়ে গেল শরীর।

ক'দিন পর মেয়েকে সাথে নিয়ে ব্যাবিলন ফিরে যেতে চাইলেন ফ্রেমস। কিন্তু মিডিস আরো কদিন থেকে যেতে বললেন। রাজি হলেন তিনি। এর মধ্যে গাজা থেকে কয়েকটা জাহাজ ইস্কান্দারিয়া এসে পৌছেছিল। কিন্তু আন্তুনি ক্লেডিসের কোন সংবাদ পেলনা। মায়ের মৃত্যু আন্তুনির সব হাসি আনন্দ কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু ও ভুলতে পারল না ক্লেডিসকে। বার বার মনে পড়ত মামার সেই কথাঃ 'ও এক রোমান এবং গভর্ণরের ভাতিজা'। তবুও নিজকে প্রবোধ দিত, একদিন ক্লেডিস নিশ্চয়ই তার কাছে আসবে। ব্যস্ততার কারণে এখন আসতে পারছেনা।'

কেউ দরজায় টোকা দিলে ওর বুকটা ধপাস করে উঠত। কেউ গাজা থেকে আগত যখমীর কথা বললে ও উৎকর্ণ হয়ে থাকত কখন ক্লেডিসের প্রসংগ আসবে।

ব্যবিলন যাবার একদিন বাকী। মামী এবং দুই মামাতো বোনের সাথে মায়ের কবর যেয়ারত করে ফিরছিল আন্তুনি। একটা বড়সড় গলি পার হওয়ার সময় ও দেখল মামার কাফ্রী চাকরটা দৌড়োচ্ছে। আন্তুনির মামী হাত তুলে থামিয়ে বললেনঃ 'কি ব্যাপার? দৌড়োচ্ছ কেন?'

ঃ 'মুনীবের জন্য দোকানে যাচ্ছি। একজন রোমান তার সাথে দেখা করতে চাইছে।'

আন্তুনি চঞ্চল হয়ে উঠলঃ 'কোথায় তিনি?'

ঃ 'ভেতরে বসিয়ে রেখে এসেছি।'

ঃ 'আব্বা বাড়ী নেই?'

ঃ 'না। তিনি একটু আগে বেরিয়ে গেছেন। সম্ভবত দোকানে।'

চাকরটা আবার ছুট লাগাল।

ঃ 'তোমায় ধন্যবাদ মা।' মামী বললেন 'আমার বিশ্বাস ছিল সে আসবে।'

ওরা আবার হাঁটা দিল। ফটকের পাশেই মেহমানখানা। আন্তুনি থমকে দাঁড়াল। রাজ্যের জড়তা এসে তার পা দুটো আটকে দিয়েছে যেন। ও মামী এবং বোনদের দিকে তাকাল। মিডিসের স্ত্রী ইঙ্গিতে দুই মেয়েকে সরে যেতে বললেন। এরপর আন্তুনিকে বললেনঃ 'মা, তোমরা অপরিচিত নও। যাও।'

লজ্জা জড়িত পায়ে এগিয়ে গেল আন্তুনি। ভেতরে প্রবেশ করে দেখল, কোথায় ক্লেডিস। অপরিচিত একটা লোক বসে আছে। আন্তুনিকে দেখেই লোকটি তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। হকচকিয়ে গেল আন্তুনি। ধপ করে নিভে গেল তার স্বপ্ন প্রদীপ। থেমে গেল হৃদ কাননের কলকাকলী। হারিয়ে গেল মনোবীণার সুর। ক্ষীন কণ্ঠে আন্তুনি প্রশ্ন করলঃ 'আপনি গাজা থেকে এসেছেন?'

ঃ 'জী।'

ঃ 'ক্লেডিস পাঠিয়েছেন আপনাকে?'

ঃ 'জি হ্যাঁ।'

ঃ 'তিনি আসবেন না?'

ঃ 'অবশ্যই আসবেন। কিন্তু এখন নয়। গাজায় শরনার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। ওদের কোন হিল্লে না হওয়া পর্যন্ত তিনি আসতে পারছেননা। আমার ভুল না হলে আপনি আন্তুনিয়া। ক্লেডিস আমাকে একটা সংবাদ দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। আপনাকে বলতে বলেছে যে, সে আপনার বাড়ীর পথ ভুলেনি। আপনার আম্মার শরীর কেমন তাও জিজ্ঞেস করেছে।'

ঃ 'আপনি আবার গাজায় ফিরে যাবেন?'

ঃ 'জী। আজকেই কোন একটা জাহাজে উঠতে হবে।'

ঃ 'তাকে বলবেন, আম্মা আমাদের মায়া ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। আব্বা এখন এখানে। দু'এক দিনের মধ্যেই তার সাথে আমি ব্যাবিলন যাচ্ছি।'

ঃ 'তাকে কি বলব যে আপনি তার উপর রাগ করেননি।'

ঃ 'কি জন্য?'

ঃ 'এই যে এতদিন এলনা বলে।'

ঃ 'ওকে বলবেন, আমি রাগ করিনি।' মৃদু হাসল আন্তুনি। সাথে সাথে অশ্রুরা ছলকে এল দু'চোখে।

ঃ 'আমি আপনার মামার মাধ্যমে এ সংবাদ দিতে চেয়েছিলাম। চাকর তাকে আনতে গেছে। এখন সম্ভবত আমার কাজ শেষ। আরো অনেক কাজ বাকী। যাবার অনুমতি পেলে ভাল হয়।'

ঃ 'সে কি। কিছু খাবেন না?'

ঃ 'না। আমি খেয়ে এসেছি। তাহলে আমায় অনুমতি দিন।'

ক'দিন পর মেয়েকে সাথে নিয়ে ব্যাবিলন পৌছলেন ফ্রেমস। কয়েক বছরের ব্যবসায় অর্জিত পূঁজি তার গোটা জিন্দেগীর জন্য যথেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ফ্রেমস বেকার থাকতে অভ্যস্ত নন। নীল নদীর পাড়ে একটা সরাইখানা কিনে পুরনো ব্যবসা শুরু করলেন।

ফিলিস্তিনের মত মিসরীরাও ভাবছিল ইরানীরা জেরুজালেমে পা বাড়ালে জন্মের শিক্ষা পাবে। ওরা যে অলৌকিক সাহয্যের প্রত্যাশায় ছিল, জেরুজালেমের পরাজয়ের পর তাও শেষ হয়ে গেল। এরপর গাজার পতনের পর নীল নদের উপকূলের প্রতিটি শহরে নেমে এল মৃত্যুর বিভীষিকা।

ব্যাবিলনে আসার পর আন্তুনি ক্লেডিসের শেষ সংবাদ পেয়েছিল যে, সে জেরুজালেমের যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গেছে। এরপর কয়েকমাস পর্যন্ত কোন সংবাদ আসেনি। রবিবার ভোরে আন্তুনি

পিতার সাথে গির্জায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। চাকর এসে বললঃ 'এক রোমান অফিসার, আপনার সাথে দেখা করতে চাইছেন। নাম নাকি ক্রেডিস।'

পলকে বদলে গেল আন্তুনির দুনিয়া। পৃথিবীর সব হাসি আনন্দ এসে বাসা বাঁধল তার চেহারায়। ফ্রেমস দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন। ক্রেডিসের হাত ধরে নিয়ে এলেন ভেতরে। তিনজন বসল একই কক্ষে। আন্তুনির এতদিনকার অনন্ত প্রতীক্ষা ক্রেডিসকে দেখা মাত্র নিমিষে উড়ে গেল। ফ্রেমস বললেনঃ 'এ বাড়ীতে ঢোকার জন্য কাউকে জিজ্ঞেস করার দরকার ছিলনা। আমরা আপনারই পথ চেয়ে আছি। আন্তুনির জোরাজোরিতে কয়েকবারই ইস্কান্দারিয়ায় লোক পাঠিয়েছি। কিন্তু ওখানে কেউ আপনার সংবাদ দিতে পারেনি।'

ঃ 'গাজা থেকে রসদ দিয়ে আমায় জেরুজালেম পাঠানো হয়েছিল। শহর থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে শত্রু দ্বারা অবরুদ্ধ হলাম। অনেক ক্ষতি স্বীকার করে অবশেষে আত্মসমর্পন করলাম। গোলাম বানানো যাবে ভেবে ওরা আমায় হত্যা করেনি। কয়েকদিন একটা কিল্লায় বন্দী হয়ে রইলাম। কয়েকদিন পর আমাদের ইরানের দিকে পাঠিয়ে দেয়া হল। গোলামী থেকে বাঁচার জন্য শক্ত এক ঝুঁকি নিলাম। রাতে এক সিরীয় যুবকের সাথে পালালাম আমরা বাইশ জন। বাইরে প্রচন্ড ঝড়। রাতের আঁধারে দলছুট হয়ে চারজন কোনদিকে চলে গেল। ভোরের আলোয় সামনে দেখলাম বিস্তীর্ন মরু। তবে ঝড়ো হাওয়ায় পায়ের ছাপ মুছে যাচ্ছিল। দুশমন এলেও আমাদের খুঁজে পাবেনা ভেবে আশ্বস্ত হলাম। পিপাসায় দুপুর পর্যন্ত তিনজন মরে গেল। আমরাও তৃষ্ণার্ত। সে সময় শত্রু এলে এক ফোটা পানির বিনিময়ে জীবনটা তাদের হাতে তুলে দিতে কিন্দুমাত্র দ্বিধা করতাম না। তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে বিকেলের দিকে একটা উঁচু টিলার ছায়ায় শুয়ে পড়লাম। সিরীয় বন্ধুটি টিলায় চড়তে লাগল। টিলার ওপাশে দেখতে পেল বেদূঈন পল্লী। আমরা ছুটে গেলাম সে পল্লীতে। শীতল পানিতে তৃষ্ণা মেটালাম। থাকলাম চারদিন। পরবর্তী সফর ছিল বড়ই কষ্টকর। শহর বাদ দিয়ে শুধু হল গ্রাম এবং পাহাড়ের এবড়ো থেবড়ো পথের যাত্রা। রাত কাটাতাম বেদুইন পল্লীতে। আমাদের কজন সাথী অসুস্থ হয়ে পড়ল। গাসসানী কবিলার সর্দার বড় ভাল লোক ছিলেন। সাথীদের পরবর্তী মঞ্জিলে পৌছানোর জন্য তিনি উট ঘোড়া দিয়েছিলেন। আমরা ফিলিস্তিনের সীমানায় প্রবেশ করে শুনলাম গাজা দুশমনের অধিকারে চলে গেছে। সিরিয়া এবং ফিলিস্তিনের বন্ধুরা নিরাশ হয়ে বাড়ী ফিরে গেল। রইলাম আটজন। সাইনা পর্বত পেরিয়ে শেষতক এখানে এসে পৌছোই।'

ঃ 'আপনি ফিরে এসেছেন, এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমরা খুব চিন্তিত ছিলাম।'

ক্রেডিস আন্তুনির দিকে ফিরে বললঃ 'আপনার মায়ের মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত।'

ঃ 'আপনার সংগীরা কোথায়?' ফ্রেমসের প্রশ্ন।

ঃ 'ওরা ছাউনিতে।'

ঃ 'আপনি বিশ্রাম করুন। আমি ওদের নিয়ে আসছি। আপনারা সবাই আমার মেহমান।'

ঃ 'দরকার নেই। ওরা খুব ক্লান্ত। এখন হয়ত ঘুমুচ্ছে। আমরা খুব শীঘ্রই চলে যাব।'

আচম্বিত আন্তুনির মুখটা কাল হয়ে গেল। মুখ ঘুরিয়ে ফেলল ও।

ঃ 'অবিলম্বে আমার ইস্কান্দারিয়া পৌঁছার দরকার ছিল। সংগীদের জোর করে এখানে নিয়ে এসেছি। এখানে পৌঁছা ছিল আমার জীবনের চরম সাধনা। জানিনা তোমার আব্বা আমায় কি মনে করেন। কিন্তু মেরীর কসম! আমি যখন বিজন মরুতে তৃষ্ণায় ছটফট করছিলাম, মৃত্যুর কালো চাদর এগিয়ে আসছিল চোখের সামনে, ঈশ্বরের কাছে তখন কয়েকটা মুহূর্ত সময় চেয়েছিলাম। যে সময়টায়, ব্যাবিলনে ঘুরে ঘুরে তোমায় খুঁজব। তোমায় বলব, আন্তুনি! আমার বন্দী জীবনের প্রতিটি স্বপ্নই ছিল তোমায় ঘিরে। তোমার আব্বাকে বলব, আমি পরাজিত সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক। এমন জাতির সিপাই, যাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব আশা হতাশার আঁধারে ডুবে গেছে। কিন্তু বিজয়ীর বেশে এলেও হাত জোড় করে বলতাম, আপনার মেয়ের জন্য আমি দুনিয়ার সকল আনন্দ, সকল প্রাচুর্য হারাতে প্রস্তুত।'

আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠল আন্তুনির চেহারা। লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠল ও। হঠাৎ ছুটে পাশের কক্ষে চলে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে পারলনা ক্রেডিস। বললঃ 'আমার কথায় অপরাধ হলে যে কোন শাস্তি মাথা পেতে নেব। আমার বংশ গৌরব, সব গর্ব অহংকার এ বাড়ীর চার দেয়ালের বাইরে ছেড়ে এসেছি। পরিস্থিতি শান্ত হলে হয়ত আমার পিতা অথবা চাচা প্রস্তাব নিয়ে আসতেন। কিন্তু এ পরিস্থিতির কারণে আমার অক্ষমতা হয়ত ক্ষমা করবেন। এখন কিছু বলতে না পারলে বিকেলে অথবা কাল ভোরে আসব।'

ফ্রেমস অনেকক্ষণ নিঃশব্দে ক্রেডিসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরপর ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে ডাকলেন ঃ 'আন্তুনি, এদিকে এসো।'

আন্তনি সসংকোচে দরজা ফাঁক করল। এরপর ধীর পায়ে এগিয়ে এল। ফ্রেমস বললেনঃ 'বেটি! এ যুবক তোমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। তোমার মুখ দেখে আমি এর জবাব পেয়েছি। আমি জানিনা তোমাদের দুজনার মধ্যে কি কি কথাবার্তা হয়েছে। তাকে কদ্দুর চেন তাও জানিনা। ক্রেডিস রোমের এক সিনেট সদস্যের ছেলে। তার চাচা ইস্কান্দারিয়ার গভর্নর। কিন্তু তোমার পিতা ব্যাবিলনের এক সাধারণ সরাইখানার মালিক।'

বাঁধা দিল ক্রেডিস। ঃ'আমি কিন্তু বাপ চাচার প্রসংগ তুলিনি। শুধু নিজের আন্তরিকতার উপর আস্থা রেখেই এখানে এসেছি।'

ঃ 'তোমায় অবিশ্বাস করছিনা। তবুও তোমার চাচার অনুমতি নিলে ভাল হয়না?'

ঃ 'আপনি আমার দরখাস্ত কবুল করলে চাচার অনুমতি নিতে পারব।'

ফ্রেমস গভীর মমতায় তার কাঁধে হাত রেখে বললেনঃ 'আমার একমাত্র মেয়ের প্রার্থনার জবাব হচ্ছে তোমার আবদার। আমার আশংকা ছিল, তোমার ব্যক্তিত্বে মেয়েটি আবার না ভবিষ্যত নিয়ে ভুল করে বসে। তুমি আমার ধারনার চে'ভদ্র। আন্তুনি আমার আশারচে' ভাগ্যবতী। তোমাদের দু'জনকেই মোবারকবাদ দিচ্ছি। আজ সন্ধ্যার মধ্যেই ওকে তোমার হাতে তুলে দিতে

প্রস্তুত। কিন্তু তুমি হয়ত ভাববে, সুযোগ পেয়ে আমি এক রোমান অফিসারকে বাগানোর চেষ্টা করছি। ভাল হয়, তুমি তোমার চাচার অনুমতিটা নিয়ে নাও।'

ঃ 'আমি আপনার নির্দেশ পালন করব।'

তৃতীয় দিন ক্রেডিস ইস্কান্দারিয়া রওয়ানা করল। সারা পথে তার মনে জড়ি রইল আন্তুনির মিষ্টি মধুর অনাগত পরশ। আবার হতাশ পরিস্থিতি তাকে শংকিত করে তুলত। ভেতরে চলত অন্তর্দ্বন্দ্ব। আমি এখন এ কাজটা করতে যাচ্ছি কেন? পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত কি অপেক্ষা করা যেতনা? আবার প্রাণের গভীর থেকে কে যেন বলে উঠত– না, তুমি সঠিক পথে এগোচ্ছ। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাত থেকে কয়েকটা মূহূর্ত ছিনিয়ে আনলে ক্ষতি কি? মরতে হলে দু'জন এক সঙ্গেই মরব।

এক বিকেলে আঙ্গিনায় চেয়ার পেতে বসেছিল আন্তুনি। অদূরে নীলের জলরাশিতে খেলা করছিল অস্তগামী সূর্য। ঝির ঝির মিষ্টি বাতাস ওর দেহে আলতো পরশ বুলিয়ে যাচ্ছিল। ফ্রেমস সরাইখানা থেকে এখনো ফেরেন নি। দরজায় টোকা পড়ল। চাকর গেট খুলে বেরিয়ে গেল। চঞ্চল হয়ে উঠল আন্তুনি। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ফটকের কাছে। ঘোড়ার বলগা হাতে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ক্রেডিস। চাকরটা তাকে বলছেঃ 'আমি আপনাকে চিনি। কিন্তু এখন তো মুনীব বাসায় নেই। আপনি পরে আসুন।'

ক্রেডিস আন্তুনিকে দেখতে পেয়েছিল। ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি টেনে চাকর কে বললঃ 'ঠিক আছে। আমার ঘোড়া ভেতরে নিয়ে যাও। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে তোমার মুনীবের অপেক্ষা করব।'

আন্তুনি একপা এগিয়ে বললঃ 'ও আত্ত গবেট।' চাকরটা হতভম্বের মত আন্তুনির দিকে চাইতে লাগল। এর পর ক্রেডিসের হাত থেকে ঘোড়ার বাগ তুলে নিল। ভেতরে ঢুকল ক্রেডিস। মুখোমুখী বসল ওরা। ঃ 'আন্তুনি, এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে আমি সফল হয়েছি। চাচা বিয়ের অনুমতি শুধু দেননি, আব্বা আম্মাকে রাজি করানোর জিম্মাও নিয়েছেন তিনি।'

আনন্দের ঢেউ খেলে গেল আন্তুনির চেহারায়। ও অনিমেষ চোখে ক্রেডিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ঃ 'কি দেখছ?' ক্রেডিস বলল।

ঃ 'আপনার চাচাকে তো বলেননি, সে অসহায় মেয়েটা এক সরাইখানার মালিকের মেয়ে।'

ঃ 'না, মুচকি হাসল ক্রেডিস। 'চাচাকে বলেছি, ফ্রেমসের নন্দিত যুবতী মেয়ের দুচোখের উজ্জলতার সামনে আকাশের তারারাও নিস্প্রভ হয়ে যায়। সাধারণ পোশাক পরলে শাহাজাদীরাও তাকে ঈর্ষা করবে। চাচা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তোমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি কি বলেছি জান?'

ঃ 'কি বলেছেন?'

ঃ 'বলেছি, আমি যা চেয়েছি ওর ভেতর তার সবই আছে। চাচাকে তোমার মামার কথাও বলেছি। এক রাতে তোমার মামার বাসার সবাইকে তিনি দাওয়াত করেছিলেন। ইস্কান্দারিয়ার

ক'জন সম্ভ্রান্ত লোকও সাথে ছিলেন। আমাদের সম্বন্ধের ব্যাপারটা তাদের সামনেই খোলাখোলি আলাপ হয়েছে।'

আতুনির চোখ দু'টো কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভরে উঠল। ও বললঃ ' আমার বড় ভয় হয়।'

ঃ 'আমাকে?'

ঃ 'না। আমার ভাগ্যকে। এত সুখ কি আমার সইবে? তুমি আমায় কোনদিন ভুলে যাবে নাতো? কোনদিন কি ভাববে, তোমার এ সিদ্ধান্ত ভুল ছিল।'

ঃ ' দিলরুবা আমার! আমার মেহবুবা। তুমি কি আমায় বিশ্বাস করোনা?'

ঃ 'তুমি আমার সামনে থাকলে সব কল্পনাই সত্যি মনে হয়। কিন্তু তুমি আমার দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলে বাস্তবকেও অবিশ্বাস্য মনে হয়। হায়! তুমি যদি সব সময় আমার চোখের সামনে থাকতে। তুমি আসার একটু পূর্বেও ভাবছিলাম, তুমি হয়ত কোন যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলে গেছ।'

ক্লেডিস কি যেন ভাবল খানিক। অবশেষে বললঃ 'সাধ্যে কুলালে সব সময় তোমার চোখের সামনে থাকতাম। আমরা যদি জন্ম নিতাম দূরের কোন দ্বীপে, যেখানে রোম ইরানের যুদ্ধ নেই। কিন্তু আমরা যে অসহায় আতুনি।'

ঃ 'আমার মনে হয় তুমি এখানে বেশী দিন থাকবেনা।'

ঃ 'হ্যাঁ আতুনি।' ভারী শোনাল ক্লেডিসের কণ্ঠ। 'এ হপ্তার মধ্যেই আমাকে চলে যেতে হবে। শত্রু নীল উপত্যকার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের সিপাহসালার সব শহর থেকে সাহায্য চেয়েছেন। ইস্কান্দারিয়া যাবার পর আমায় ওখানকার সেনাদলের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ওদের পাঠিয়ে দিয়ে বলেছি, আমি ব্যাবিলন হয়ে যাব। ঈশ্বর আমাদের বিজয় দিলে এক মূহুর্তও তোমায় ছেড়ে থাকবনা।'

ঃ 'তাহলে আমি ভুল বলিনি। আমার ভাগ্যকে আমি ভয় পাই।'

ঃ 'তুমি চিন্তা করোনা আতুনি। যুদ্ধ থেকে ফিরে বিয়ের কাজে এক দিনও দেরী করবনা।'

ঃ 'তুমিতো এখানে এক সপ্তাহ আছো, তাইনা?'

ঃ 'তোমার আব্বার আপত্তি না হলে এ ক'দিন ঘর থেকেই বেরোবনা।'

মাথা নুয়ে কি যেন ভাবল আতুনি। এরপর চোখ তুলে চাইল ক্লেডিসের দিকে।

ঃ 'ব্যাবিলনের লোকেরা আগামী দিন আমাদের যদি স্বামী স্ত্রী হিসেবে দেখতে চায়, তোমার কোন আপত্তি আছে?' আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠল ক্লেডিস।ঃ' নেই। বরং আমি ভাবব, আমার মত ভাগ্যবান আর কেউ নেই। কিন্তু তোমার বাবার কাছে একথা বলার সাহস আমার নেই।'

ঃ 'আব্বাকে আপনার বলতে হবেনা। আমি তাকে ... সব, স্ত্রী হিসেবে স্বামীর অপেক্ষা করা অনেক সহজ।'

ঃ 'কিন্তু আমি যে যুদ্ধে যাচ্ছি। যদি মরে যাই অথবা বন্দী হই।'

ঃ 'এই যদি হয় আমার ভাগ্য, তাহলে আমি দেরী করতে মোটেই প্রস্তুত নই। সময়ের নির্দয় হাত থেকে কয়েকটা মূহূর্ত ছিনিয়ে আনতে চাই। ভবিষ্যত যদি আমায় কিছুই দিতে না পারে তবে এ সাতটা দিন হবে আমার বড় পাওয়া। নিজকে শান্তনা দিতে পারব, তুমি আমার, আমারই ছিলে। তুমি ইরানী বন্দীত্বের শৃংখল ছিড়ে পালিয়ে এসেছ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী দিনেও আমার কোন প্রার্থনা ব্যর্থ হবেনা। তুমি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবে না একথা ভাবব না কখনো। আমাদেরকে হাসি আনন্দের কয়েকটা মূহূর্ত দিলে ঈশ্বরের ভান্ডার শূন্য হয়ে যাবেনা।'

আন্তুনির উছলে উঠা অশ্রু মুক্তোর দানার মত ঝরে ঝরে পড়ছিল। তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে নিজকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করছিল ক্লেডিস। ফ্রেমস ভেতরে ঢুকলো। ওরা উঠে দাঁড়িয়ে গেল। ক্লেডিসের সাথে হাত মেলাতে মেলাতে তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'আন্তুনি, তোমার চোখে পানি কেন? ওর চাচা কি ওকে নিরাশ করেছেন।'

ঃ 'না, আমি নিরাশ হয়ে আসিনি। আমি এক হপ্তা পর যুদ্ধে চলে যাব, এজন্য ও কাঁদছে?'

ফ্রেমস ধরা গলায় বললেনঃ ' আমি ভেবেছিলাম এখানে না এসে তুমি হয়ত ইস্কান্দারিয়া থেকেই যুদ্ধে চলে যাবে।'

ঃ 'চাচার অনুমতি নিয়েই এখানে এসেছি।'

ঃ 'আব্বা, উনি আগামী দিনই শুভকাজ সেরে ফেলতে চাইছেন। কৃতজ্ঞতার অশ্রু ছাড়া আপনার মেয়ের কাছে এর কোন জবাব নেই। না, না, মিথ্যা বলবনা, আমার ইচ্ছে। আমিই ওকে বুঝাচ্ছিলাম ব, যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা যে কোন সিপাইর পক্ষেই অনিশ্চিত ব্যাপার।'

ঃ 'মেয়েরা হাসি কান্নার সময়ও বোঝেনা। ফয়সালা তো আগেই হয়ে গেছে। বিয়ে আজ হোক কি কাল হোক এ কোন ব্যাপার নয়। আর ও যদি এক হপ্তা থাকে তাহলে আমি এক মুহূর্তও দেরী করবনা।'

পরদিন গীর্জায় চলে গেল ওরা। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এবং কজন রোমান অফিসারের উপস্থিতিতে বিয়ের রসম পালন করা হল। ছ'দিন পর স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে ময়দানের দিকে রওয়ানা করল ক্লেডিস। এর কদিন পর রোমান সৈন্যদের পরাজয়ের সংবাদ এল। এরপর ব্যাবিলনের লোকেরা নিত্যই শুনতে লাগল রোমান বাহিনীর পরাজয়ের খবর।

এক সন্ধ্যায় দারুন উৎকণ্ঠা নিয়ে বাড়ী পৌঁছেই ফ্রেমস মেয়েকে বললেনঃ ' আজ শুনেছি ইরানীরা বেলবিমের কাছে পৌঁছে গেছে। রোমানরা যদি অন্যান্য শহরের মত বেলবিমও বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেয় তবে ব্যাবিলনে আসতে ওদের সামনে কোন বাঁধাই থাকবেনা। এখনি ওরা ছেলেমেয়েদের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সব নৌকা সিজ করেছে। আমিও তোমায় ইস্কান্দারিয়া পাঠিয়ে দিতে চাইছি। এই মাত্র একজন রোমান অফিসারের সাথে দেখা করে এসেছি। তিনি নৌকায় একটা সিট দেবেন। তুমি তাহলে তৈরী হয়ে নাও।'

ঃ 'না আব্বা!' আন্তুনির কণ্ঠে মিনতি। ' আব্বা! ও কথা দিয়েছে আসবে। আমি ইস্কান্দারিয়া যাবনা আব্বা। ও আহত হলে সেবার দরকার হবে। ব্যাবিলনের পরিস্থিতি ওর দৃষ্টির বাইরে নয়।

কোন বিপদ দেখলে অবশ্যই আমাদের সংবাদ পাঠাবে। কিন্তু তার কোন খবর না পেলে আমি ইস্কান্দারিয়া যাবনা। আমার মন বলছে ও অবশ্যই এখানে আসবে।'

আন্তুনির চোখে অশ্রু। ফ্রেমসের মনটা ব্যথাতুর হয়ে উঠল। ঃ'মা, আমি শুধু পরামর্শ দিলাম। জোরাজুরি কবার প্রশ্নই উঠেনা। প্রার্থনা করি আমার ধারণা যেন ভুল প্রমানিত হয়।'

কয়েকদিন পর সংবাদ এল ইরানীরা বেলবিম দখল করে নিয়েছে। ফ্রেমস ব্যাথের সাথে মেয়েকে বললঃ 'সেদিন আমার কথা শুনলেনা। ইস। তোমার চোখের পানিতে প্রভাবিত না হয়ে যদি হাত পা বেঁধে নৌকায় তুলে দিতাম। এখন কোন নৌকাও নেই। স্থলপথে ঘোড়ায় সফর করা যায়। আন্তুনি ! রোমানরা এখন ব্যাবিলন আসবেনা। ব্যাবিলনের গভর্নরও পালিয়ে গেছেন। এখানকার ফৌজ ইরানীদের ঠেকাতে পারবেনা। শেষ পর্যন্ত স্থল পথও বন্ধ হয়ে যাবে।'

আন্তুনি ব্যথা ভরা কণ্ঠে বললঃ 'আপনি যান আববা। আমি যাবনা। আমি ওর অপেক্ষা করব।'

ফ্রেমস ক্রুদ্ধ স্বরে বললেনঃ 'বেআক্কেল। শত্রুরা তোমার সাথে কি ব্যবহার করবে জান। তোমার স্বামী তোমায় ফিলিস্তিনের বিজয় কাহিনী শুনবেনা। তোমার অশ্রু তোমার পিতাকে বোকা বানাতে পারে। কিন্তু দুশমনকে বাঁধা দিতে পারবেনা। এখনো যদি মনে কর ক্লেডিস আসবে তবে চাকর একটা রেখে যাব।'

ঃ 'আববা, শুধু আজকের দিনটা দেখুন। না এলে কাল চলে যাব। কিন্তু ....।'

ঃ 'আবার কিন্তু কি?' ফ্রেমসের কণ্ঠে তিক্ততা।

ঃ 'আববা ও নিশ্চয়ই আসবে।'

হঠাৎ কারো পায়ের শব্দ ভেসে এল। আন্তুনি তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সামনে ঘোড়ার বলগা হাতে ক্লেডিস দাঁড়িয়ে। পোশাকে ছোপ ছোপ রক্ত। ঘোড়ার বাগ ছেড়ে দিল ক্লেডিস। কম্পিত পায়ে এগোতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

ক্লেডিস যখন চোখ মেলল তখন কক্ষের এক বিছানায় শুয়ে আছে সে। আন্তুনি ফ্রেমস এবং ব্যাবিলনের এক ডাক্তার তার পাশে বসে আছে। তার বাম বাহুতে মারাত্মক ক্ষত। ডাক্তার তাড়াতাড়ি গরম লোহা দিয়ে ছ্যাকা দেয়ার পরামর্শ দিলেন।

তিন দিন পর। জ্বরে ক্লেডিসের গা পুড়ে যাচ্ছে। পারভেজের সৈন্যরা এসে হানা দিল শহরের ফটকে। অসহায় ফ্রেমস মেয়েকে বললেনঃ ' আন্তুনি। ঈশ্বর তোমার স্বামীকে পাঠালেন। কিন্তু এখন আর ইস্কান্দারিয়া যাবার সুযোগ নেই। ও যদি সওয়ারী করতে পারত।'

দশদিন পর ইরানীরা শহরে চূড়ান্ত আঘাত হানল। ক্লেডিস তখনো ভাল করে হাঁটতে পারছেনা। আন্তনির পিতা এবং স্বামী ভবিষ্যতের কল্পনায় শিউরে উঠছিলেন। কিন্তু ও ছিল অলৌকিক সাহায্যের আশাবাদী। ঈশ্বরের কি অপার মহিমা। মৃত্যুদূত যখন দুয়ারে দাঁড়িয়ে, ইরান বাহিনীর এক সালার এসে দাঁড়াল। দুশমন হিসেবে নয়, বন্ধুরূপে।

ফ্রেমসের দৃষ্টিতে আসেম ছিল এক বাহাদুর ও কৃতজ্ঞ আরব। ক্লেডিস তার ব্যক্তিত্বের কথা ভেবে ভেবে হয়রান হয়ে যেত। কিন্তু আন্তুনি মনে করত, আসেম আকাশের অগুনিত্ব ফেরেস্তাদের একজন। বিপদের দিনে ঈশ্বর তাকে তাদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন।

বেবিলনের মত ইস্কান্দারিয়ায়ও রোমানরা পরাজিত হল। এশিয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়া সেনাদল পথের শহর নগর বরবাদ করে আলকদুন পৌঁছেছিল। প্রতিটি দিন অগ্নি পূজারীদের জন্য বয়ে আনত বিজয়ের সুসংবাদ। কিন্তু নতুন ধ্বংসের মুখোমুখী হচ্ছিল খৃষ্টানরা। একের পর এক পরাজয়ে ওরা সাহস হারিয়ে ফেলছিল। এতদিন পরাজয়ের পরও পাদ্রীরা নতুন আশার বাণী শোনাত। এখন ওরাও নিশ্চুপ।

বসফরাস প্রণালীর পাড়ে পারভেজের আলীশান তাবু। তাবুর বাইরে সীন এবং অন্যান্য জেনারেলদের সাথে দাঁড়িয়েছিলেন সম্রাট। চারদিকে যদ্দুর দৃষ্টি যায় শুধু ইরানী বাহিনীর তাবু আর তাবু। সামনে প্রণালীর ওপাড়ে কন্তুনতুনিয়া ঐতিহ্যবাহী শহর। ইরান শাহের গর্বিত দৃষ্টি আটকে ছিল কাইজারের শেষ ঘাটিতে।

এ আত্মম্ভর সম্রাট পানির উপর দিয়ে হেঁটে একা রোমানদের কিল্লায় হামলা করলেও তাঁর সংগীরা আশ্চর্য হতো না। মানবতার সকল অহংকার যেন একা তারই পাওনা। আচম্বিত ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেনঃ 'এ সুনীল পানি বাধা না হলে আজই আমরা কাইজারের মহলে বিশ্রাম করতে পারতাম। আমি কন্তুনতুনিয়া পতনের অপেক্ষায় থাকব। যেখানে বিশাল বৃক্ষের অভাব নেই সেখানে নৌকা তৈরী করতে সময় নেবে কেন? আমরা ওদের সুযোগ দেবনা। সীন! ওই দেখ কাইজারের মহল। এ অভিযানের দায়িত্ব তোমার উপর। হেরাক্লিয়াসকে শিকল পরিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসবে।'

ঃ 'আলীজাহ! এ নাখান্দা গোলাম তার দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু..............।'

ঃ 'কিন্তু কি?' পারভেজের কণ্ঠে বাঁঝ।

ঃ 'জাঁহাপনা! অন্য সব শহরের চাইতে এর রক্ষা ব্যবস্থা মজবুত। আক্রমন করার পূর্বে আমাদেরকে শক্তিশালী নৌশক্তি গড়ে তুলতে হবে।'

শাহকে ক্রুদ্ধ হতে দেখে অন্যান্য জেনারেলরা বললেনঃ 'আলীজাহ! আমরা চেষ্টার ত্রুটি করবনা। প্রয়োজনে আমাদের লাশ দিয়ে পুল তৈরী হবে।'

ঃ 'জাহাপনা।' সীনের কণ্ঠ। 'লাশে ভরে দেয়া যাবে বসফরাস প্রণালী। কিন্তু কন্তুনতুনিয়া বিজয়ের জন্য আমাদের প্রয়োজন জীবন্ত মানুষ। আমি শুধু বলতে চাই, পরিপূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়া কন্তুনতুনিয়া আক্রমন করা ঠিক হবেনা।'

সকল জেনারেল ভয়ার্ত চোখে সীন এবং সম্রাটের দিকে চাইতে লাগল। অন্য কেউ এমন দুঃসাহস দেখালে পারভেজ তার জিহবা টেনে ছিড়ে ফেলতেন। কিন্তু সীনের সাহস এবং

দূরদর্শীতা ছিল সন্দেহের উর্ধে। সম্রাট তার নির্ভীকতায় বিরক্ত হলেও তার যোগ্যতা অস্বীকার করতেন না। তিনি বললেন : 'আমাদের এতগুলো বিজয়ের পরও মনে হয় তোমার মন থেকে রোমান ভীতি দূর হয়নি?'

: 'আলীজাহ! আমার সাহস ও নিষ্ঠার পরীক্ষা নিতে চাইলে প্রণালী পেরিয়ে একাই কান্তুনতুনিয়া আক্রমন করতে প্রস্তুত। কিন্তু আপনি যদি আমায় কন্তুনতুনিয়া বিজয়ের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন তবে প্রতিটি সিপাইকে বাঁচানো আমার প্রথম কর্তব্য। নিজের চোখে কন্তুনতুনিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখেছি। সফল আক্রমনের জন্য প্রয়োজন মজবুত নৌশক্তি। আমার বিশ্বাস অল্প কদিনেই আমরা সে প্রস্তুতি নিতে পারব।'

পারভেজ মোলায়েম কণ্ঠে বললেন: 'যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে ভাববে তুমি। আমি যাচ্ছি, তবে মনে রাখ, কন্তুনতুনিয়া বিজয় ছাড়া অন্য কোন সংবাদ আমি শুনতে চাইনা। তোমার পাঠানো ঐ দূতকেই আমি গ্রহণ করব যে কাইজারের পায়ে শিকল পরিয়ে আমার কাছে নিয়ে যাবে।'

: 'আপনার নির্দেশ পালিত হবে জাঁহাপনা।'

এরপর নিঃশব্দে পারভেজ তাবুর দিকে এগিয়ে চললেন। সীন যখন নিজের তাবুর দিকে হাঁটা দিল একজন বৃদ্ধ সালার দ্রুত পায়ে তার কাছে এসে বলল: 'আপনার ভাগ্য ভাল কিন্তু বার বার সিংহের মুখে হাত ঢুকিয়ে দেয়া ঠিক নয়। আপনি এখন আর শাহানশার দুঃসময়ের বন্ধু নন, এক বিজয়ী সম্রাটের সৈনিক । সঠিক পরামর্শ দেয়ার চাইতে তার ভুল সিদ্ধান্ত মেনে নেয়াই অধিক নিরাপদ।'

: 'আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি একজন সৈনিকের দায়িত্বই পালন করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ মুহূর্তে কন্তুনতুনিয়া আক্রমন হবে আত্মহত্যার শামিল।'

: 'জানি, শাহানশাহও নিশ্চয়ই জানেন। আপনার প্রতি আমার পরামর্শ হল, কারো সামনে শাহের সাথে আরো সাবধানে কথা বলবেন।'

: 'শাহানশা আমাকে ভুল বুঝবেন মনে হয়না। তবুও আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কথা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আরো সতর্ক হব।'

কন্তুনতুনিয়ায় কয়েকবার আক্রমন করেও ইরানীরা ব্যর্থ হল। এ শহরের জন্য বাজনাতিনরা গত চারশো বছর ধরে অজস্র সম্পদ ঢেলেছিল। ভৌগলিক দিক থেকেও এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল সুদৃঢ়। শহরের তিনদিকে জল। একদিকে সুউচ্চ প্রাচীর। বিভিন্ন শহরে পরাজিত হয়ে এ শহর রক্ষা করা ওদের জীবন মরণের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তদুপরি ওদের ছিল মজবুত নৌশক্তি। সমস্ত যুদ্ধ জাহাজগুলি ওরা এখানে এনে জড়ো করেছিল।

পশ্চিম দিকের পাঁচিলের পাশে ছিল প্রায় একশো ফিট গভীর খন্দক। পাঁচিলের উপর মেনজানিক কামান বসানো। এজন্য কেউ এপথেও আক্রমন করার সাহস পেতনা। ইরানীদের গত বিজয়গুলোতে পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্য যথেষ্ঠ ছিল কিন্তু কন্তুনতুনিয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল শক্তিশালী নৌবাহিনী। সীন ওদের দৃঢ় প্রতিরক্ষার কথা জানতেন। তিনি হাজার

হাজার মিস্ত্রিকে জাহাজ নির্মাণের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তার বিশ্বাস ছিল, মর্মরা সাগর কৃষ্ণ সাগর এবং বসফরাস প্রণালী থেকে শত্রু যুদ্ধ জাহাজগুলো সরিয়ে দিতে পারলে কস্তুনতুনিয়ার বিজয় সহজ হয়ে যাবে। ওদের রসদ আমদানীর সকল পথ বন্ধ করতে পারলে ওরা বাধ্য হবে আত্মসমর্পণ করতে। কিন্তু খসরুম যেন তর সইছিলনা। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে সীন কয়েকবার হামলা করেছিলেন। কিন্তু প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল প্রতিবারই।

সেনা ছাউনির মাইল আটেক পূর্বে কিল্লার মত এক বিশাল বাড়ীতে ছিল সীনের স্ত্রী কন্যা। সময় সুযোগ পেলে তিনি সেখানে যেতেন।

এক বাসন্তি প্রভাত। খোলা জানালার পাশে বসেছিল ফুস্তিনা এবং তার মা। বাইরে পাহাড়ের কোল ঘেষে নাশপাতির বাগান। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে গাছগুলো। ফুস্তিনা এখন যুবতী। বসন্তের মৃদু বাতাসে ওর শরীর জুড়ে খেলা করছিল রূপের চমক। দৃষ্টিতে কিশোরীর চপলতার পরিবর্তে এসেছে সীমাহীন গভীরতা।

ঃ 'ফুস্তিনা।' তার মায়ের কণ্ঠ। 'তোমার আব্বা সংবাদ পাঠিয়েছিলেন তিন দিনের মধ্যে আসতে পারবেন না। এখন যে হপ্তা শেষ হয়ে গেল। আমার মনে হয় আজ অবশ্যই আসবেন।'

কোন জবাব দিলনা ফুস্তিনা। নিঃশব্দে বাগানের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু তার উদাস চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন এখানে নেই। ওর মন খুঁজে বেড়াচ্ছে হারানো অতীতকে।

ঃ 'কি ভাবছ ফুস্তিনা!'

চমকে মায়ের দিকে তাকাল ও। বললঃ 'আম্মা, আপনি কি যেন বলছিলেন।'

ঃ 'আমি বলেছিলাম তোমার আব্বা কেন আসেন নি সেকথা।'

ঃ 'আজ নিশ্চয়ই আসবেন।'

ঃ 'সত্যি করে বলতো মা, সেদিন ইরজকে কি বলেছিলে। একমাসের মধ্যে ও চেহারা পর্যন্ত দেখায়নি।'

ঃ 'আম্মা, আপনি ওর ব্যাপারে এত পেরেশান কেন? সময় সুযোগ পেলেতো আসবে। আমরা তো আর কস্তুনতুনিয়ার কোন কিল্লায় বন্দী নই যে ওর জন্য তার ফটক বন্ধ।'

ঃ 'তুমি কেন যে ওকে ঘৃণা কর বুঝিনা।'

ঃ 'আমি তাকে ঘৃণা করিনা। কিন্তু আম্মা, আমাদের কোন উপকারীর কথা শুনলে ও যদি ক্ষেপে যায়, আমি কি করব।'

ঃ 'পাগলী মেয়ে।' মৃদু হাসল ইউসিবা। তার সামনে আসেমের প্রসংগ তোলার কি প্রয়োজন।

ঃ 'না আম্মা, আমি শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম, মিসরের দিকে এগিয়ে যাওয়া ফৌজের কোন সংবাদ এসেছে কিনা। সে সাঁই করে বেরিয়ে গেল।'

ঃ 'তাকে একথা জিজ্ঞেস করতে গেছে কেন? তোমার আব্বাইতো খোঁজ খবর নেয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু ভুলে যেয়োনা তুমি সীনের মেয়ে। আর আসেম..........।'

ঃ 'আসেম এক বিপন্ন আরব।' কথার মাঝে বলে উঠল কৃস্তিনা।' 'আপনি তো এই বলতে চাইছেন, তাই না আম্মা।'

ঃ 'ও সময় আরবের বাদশা হলেও আমি বলতাম ও আমাদের উপকার করেছে। জীবন ভর ওর কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিৎ। এর বেশী কিছু নয়। তার উপকারের কোন প্রতিদান দেয়া হয়নি তোমার আব্বাকে এ দোষ দিতে পারবে না। এক অসহায় নিঃস্ব রিক্ত আরবকে ইরানী সেনাবাহিনীর জেনারেলদের সাথে দাঁড় করিয়ে দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। আমার তো ধারণা, আমাদের কথাও এখন ওর মনে নেই। কিন্তু ইরজের ব্যাপারটা ভিন্ন। শাহী খান্দানের সাথে তার সম্পর্ক। ইরানে খুব কম লোকই তাদের সমকক্ষ হবার দাবী করতে পারে। তার পিতা তোমার পিতার বন্ধু। তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখা তার জীবনের বড় সাধ। আমার সাধ্যে কুলালে তোমার জন্য কোন খৃষ্টান পাত্র খুঁজতাম। তোমার পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে সে ইচ্ছেও ত্যাগ করেছি। তিনি জালেম নন। সময় তাকে এমনটি করেছে। দরবারে স্বীয় মর্যাদা রক্ষা করার জন্য তিনি যে কোন ত্যাগ স্বীকার করবেন। ইরজের মত গুণী ছেলে পাওয়া তো তোমার ভাগ্য। গুণী না হলেও শুধু শাহী খান্দানের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে তোমার পিতা তোমায় তার হাতে তুলে দিতেন।'

ঃ 'না, না, আম্মা। ক্ষমতার জন্য আব্বা আমার চোখে অশ্রু দেখতে চাইবেন না।' কৃস্তিনার কণ্ঠে বেদনার্ত প্রত্যয়।

ঃ 'তোমার আব্বার বিশ্বাস, তার কাছে তুমি সুখী হবে। এ বিশ্বাসে তিনি অটল থাকবেন।'

কৃস্তিনা ব্যথাতুর কণ্ঠে বললঃ 'আমায় ভুল বুঝবেন না আম্মা। আব্বার ইজ্জত সম্মানের জন্য প্রয়োজন হলে জীবন দেব। আমি জানি, আসেম আর আমার পথ দুটো ভিন্ন। কিন্তু মায়ের সামনেও নির্লজ্জের মত বলতে হচ্ছে, ওকে ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কমপক্ষে এন্দুর শুনতে চাই, ও বেঁচে আছে, সুখে আছে। হায়! জীবনে যদি একটি বার ওর দেখা পেতাম।'

অনিরুদ্ধ কান্নার আবেগে হারিয়ে গেল কৃস্তিনার শব্দরা। ইউসিবা তাকে বুকে টেনে নিলেন। তার সোনালী চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললেনঃ 'বেটি! মা আমার! আসেমের সাথে দেখা হওয়া নিছক দুর্ঘটনা। একটা দূর্ঘটনাকে এত গুরুত্ব দিওনা। তোমার আব্বা বলেছেন, এক গোত্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে ও এখন কয়েকটা কবিলার সর্দার। বেঁচে থাকার জন্য এখন ওর অন্য কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই। এখন হয়ত নিজের সুখ্যাতি ছড়িয়ে দেবার ইচ্ছেই ওর মধ্যে প্রবল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার কথা ওর মনেও নেই।'

কান্না সংবেত করে ও বললঃ 'আম্মা! যদি ভেবে থাকেন খ্যাতি আর নামের জন্য ও ফৌজে ভর্তি হয়েছে তাহলে ভুল করেছেন। আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না ও আমার জন্যই

সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। দামেশক ছাড়ার সময় ওর মনে একটাই ইচ্ছে ছিল, তাকে নিয়ে আমি যেন গর্ব করতে পারি।

ও যদি মরে গিয়ে থাকে তবে আমার জন্যই মরেছে। আহত হলে নিশ্চয়ই আমার কথা মনে পড়বে। আম্মা! আমি ওকে উত্তেজিত না করলে রাখাল গিরীতেই ও সন্তুষ্ট থাকত। আমি চাইছিলাম, ও এন্দুর উপরে উঠুক, যাতে ইরানের অহংকারী আমীর ওমরা এমনকি আমার আব্বাও তার সাথে হাত মেলাতে সংকোচ বোধ না করেন। এখন আমি অনুভব করছি, এ মহান বিজয়ে হাজার হাজার মানুষ নিহত হবার পরও ও আব্বার সমকক্ষ হতে পারবেনা।

এত বড় পদ পেলেও আব্বার ঠোঁটে কোনদিন হাসি দেখিনি। তিনি শুধু কন্তুনতুনিয়ার ফৌজের সাথেই নয় বরং নিজের বিবেকের সাথেও লড়াই করছেন। আপনার দিকে তাকালে মনে হয়, কুদরত আমাদের নিয়ে কৌতুক করছেন। আম্মা, সত্যি করে বলুন তো, আব্বার জীবন যদি হত স্বাধীন, দুশ্চিন্তাহীন তবে কি এ কিল্লার চাইতে কুঁড়ে ঘরেই আপনি বেশী শান্তি পেতেননা।'

ঃ 'অবশ্যই বেশী শান্তি পেতাম। কমপক্ষে এন্দুর ভাবতাম, আমার স্বামী আমার কওম, আমার ধর্মের দুশমনদের নেতা নন। কিন্তু বেটি! নিজের ভাগ্যতো আর বদলাতে পারিনা। তুমি আসেমের ব্যাপারে বলতে পার ও রাখাল হয়েও সন্তুষ্ট থাকতে পারবে। কিন্তু সীনের মেয়ে আর তার মাঝের ব্যবধান কে ঘুচাবে। ফুস্তিনা! শক্তি থাকলে দুনিয়ার সকল হাসি আনন্দ তোমায় এনে দিতাম। কিন্তু আমি যে অসহায়! ওর সাথে কখনো দেখা হয়েছিল তা ভুলে যাও। বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সম্ভবত তোমার আব্বা আসছেন।'

দাঁড়িয়ে অশ্রু মুছল ফুস্তিনা। পায়ের শব্দ বারান্দায় উঠে এসেছে। ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করলেন সীন। স্ত্রীর পাশে একটা চেয়ার টেনে ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে ছুড়ে ফেললেন।

ঃ 'আপনার শরীর কেমন?' ইউসিবার প্রশ্ন।

ঃ 'খুব ক্লান্ত। আচমকা আক্রমন করে দুশমন মর্মরা সাগরে আমাদের কয়েকটা জাহাজ ধ্বংস করে দিয়েছে। এ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আমাদের কয়েক মাস লেগে যাবে। গত পরশু শাহানশার দূত এসে বলেছে, তিনি আর দেরী সইবেন না। আমি নিজেই তার কাছে যেতে চাইছিলাম। অনুমতি পাইনি। বলেছেন, আসতে চাইলে হেরাক্লিয়াসকে বেঁধে নিয়ে আসবে। আমি অনুভব করছি, দরবারে আমার বিরোধীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে।'

ঃ 'আপনি বলতেন, ইরানী লশকর আত্মহত্যা করতে চাইলে বসফরাস পাড়ি দেবে। এরপরও কন্তুনতুনিয়া বিজয়ের দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হলে আপনি খুব খুশী হয়েছিলেন।'

ঃ 'আমি ভেবেছিলাম, আমাদের প্রচুর সৈন্য সমাবেশে ওরা ভয় পেয়ে সন্ধি করতে চাইবে। পারতপক্ষেও দীর্ঘ অবরোধে বিরক্ত হয়ে যাবেন। কিন্তু শাহানশার নির্দেশে প্রস্তুতি না নিয়েই আমরা কয়েকবার হামলা করেছিলাম। এতে আমাদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ওদেরও সাহস বেড়ে গেছে। এখন ওরা আমাদের সাথে সন্ধি করবে বলে মনে হয়না। এদিকে শাহানশা বিজয় সংবাদ ছাড়া

আর কোন সংবাদ শুনতে রাজি নন। একেকবার মনে হয়, তাকে গিয়ে বলি, আমি এর উপযুক্ত নই। এ দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আবার ভাবি, তাহলে আমাকে রোমানদের তরফদারীর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে।'

ইউসিবা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললঃ 'আপনার বিবি, বেটি খৃষ্টান এজন্যই শুধু এ অভিযোগ পেশ করা হবে। এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক দিন থেকে ভাবছি। অগ্নিপূজকদের সন্তুষ্ট করার জন্য আপনি নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের সমস্যা না হলে আপনি হয়ত এ যুদ্ধে শরীক হতেন না। কমপক্ষে কথা বলার সময় বুকে বল থাকত। কেউ আপনাকে খৃষ্টানদের তরফদার বলতে পারত না। আমি অনুভব করছি, আমরা আপনার পায়ে বেড়ি হয়ে আছি। এখন সময় এসেছে। যা সঠিক মনে করেন তাই করুন।'

ঃ 'তার মানে!' সীনের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা। 'তুমি কি বলতে চাইছ!'

ঃ 'আমরা আর আপনার পায়ে বেড়ি হয়ে থাকতে চাই না। আমাদের ফেলে আপনি কোথাও আত্মগোপন করুন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের বলবেন যে, খৃষ্টান স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন। খৃষ্টানদের হামদর্দীর কারণে কস্তুনতুনিয়া জয় করতে পারলেন না, এরপর কেউ আর এ অপবাদ দিতে পারবে না। ফুস্তিনার শিরায় শিরায় বইছে আপনার রক্তধারা। ও অগ্নিপূজকদের ধর্ম গ্রহণ করতে আপত্তি করবে না।'

মাথায় বাজপড়া মানুষের মত সীন কতক্ষণ হতবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরপর আচমকা উঠে দাঁড়ালেন। খানিক ঘরময় পায়চারী করে ইউসিবার মুখোমুখী দাঁড়ালেন।

ঃ 'ইউসিবা, আমার দিকে তাকাও।' তার কণ্ঠে একঝাঁক বিষন্নতা।

ইউসিবা ধীরে ধীরে মাথা তুলল। দু'চোখে তার অশ্রুর বান। সীন পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। অবশেষে বললেনঃ 'ইউসিবা! কোন ভয় অথবা লোভে পড়ে তোমায় ছেড়ে দেব একথা কি করে ভাবতে পারলে! তুমি বললে আমি এখনই শাহানশার কাছে ইস্তফা দিচ্ছি। বেপরোয়া হয়েই বলব, আমি এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। এ পদের অযোগ্য।'

দিগ্বিজয়ী কিসরার সেনা প্রধানের কণ্ঠে পরাজয়ের সুর। এতে প্রভাবিত হয়ে ইউসিবা বললঃ 'আমার জীবন মরণ আপনার সাথে। আপনাকে ছেড়ে যে আমি এক মুহূর্তও থাকতে পারব না।'

সীন খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বসতে বসতে বললেনঃ 'তুমি জান ইউসিবা! ইরানের আমীর ওমরাদের বিরোধীতা সত্ত্বেও আমি কস্তুনতুনিয়া যাবার ঝুঁকি নিয়েছিলাম। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ভেবেছিলাম হেরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব পেয়ে পারভেজ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবেন। কিন্তু বিজয় তার চিন্তা চেতনা বদলে দিয়েছিল। স্বীকার করি, তার কাজে নিরাশ হয়েও বিদ্রোহ করতে পারিনি। আমি জানতাম, বিশ্ব-বিজয় লিপ্সু শাসক তার এক সংগীকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হবেন না। খসরু এবং তার মোসাহেবদের অবস্থা দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যে করেই হোক আমার হারানো মর্যাদা ফিরে পেতে হবে। আশা ছিল কয়েক বছর পর তিনি সন্ধি করতে রাজি হবেন। তাছাড়া তোমাদের নিরাপত্তার চিন্তাও করেছি। আমি

জানতাম, ধর্মগুরুরা যদি ফতোয়া দেয় আমি খৃষ্টান তবে খসরু আমায় জিন্নাতির শেষতক পৌঁছে দেবে। শাহানশার প্রিয়তমা স্ত্রীও খৃষ্টান। কিন্তু তার দিকে চোখ তুলে চাইতেও কেউ সাহস পায়নি। আমি চাইছিলাম, আমার স্ত্রীর দিকে অঙ্গুলি তুলতে ওরা যেন এ ভয় পায় যে, আমাদের হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে। অসহায়ের মত বেঁচে থাকা মৃত্যুর চেয়ে ভয়ংকর। মানুষের সব আশাই পূর্ণ হয় না। হয়ত আমার অনেক ইচ্ছেই অপূর্ণ রয়ে গেছে। যে খসরু ছিল আমার বন্ধু সে এখন অনেক দূরে। আমার আন্তরিকতা, আমার ত্যাগ-তিতিক্ষা তার দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেছে। তিনি এখন দেবতাদের মত কেবল নির্দেশ দিতে জানেন।

আমি যুদ্ধের আগুন নেভাতে চেয়েছি। বিজিত এলাকায় অযথা রক্তপাত হতে দেইনি। এখানে আমি ছাড়া অন্য কেউ হলে এর অবস্থা ইন্তাকিয় এবং দামেস্কের চেয়ে নিকৃষ্ট হত। ইউসিবা। এ যুদ্ধ শেষ হোক, এছাড়া আমি আর কিছুই চাইনা। এর একটাই পথ, হয় কস্তুনতুনিয়া জয় করব, আর না হয় খসরু অনুভব করবেন যে কস্তুনতুনিয়ার দুর্লভ প্রাচীর ডিংগানো সহজ নয়। যুদ্ধ বিলম্বিত না করলেই বরং তার কল্যাণ। আগামী দু'চার বছরে কস্তুনতুনিয়া জয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। তবুও এ আশায় কিসরার হুকুম পালন করে যাচ্ছি যে, কোন দিন হয়ত তার রক্তের পিপাসা মিটে যাবে। আশা করি সেদিনটি পর্যন্ত আমার স্ত্রী ধৈর্য এবং সাহসিকতার পরিচয় দেবে।'

ঃ 'আপনার অপারগতা আমি বুঝি।' কথা দিচ্ছি, আগামীতে কোন দিন এনিয়ে আলাপ করবনা।'

ঃ 'না ইউসিবা ও কথা বলো না। দুটো কথা বলে মনের ভার হালকা করার মত তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে। সৈন্যদের বসফরাসে ঝাপিয়ে পড়ার হুকুম দিতে পারি। কিন্তু তাদেরকে ডুবে মরার নির্দেশ দেয়ার অধিকার আমার নেই। অফিসারদের মধ্যেও এমন কেউ নেই যার সাথে মন খুলে কথা বলতে পারি। এখন তীব্রভাবে আসেমের অভাব অনুভব করছি।'

ঃ 'তাকে ডেকে পাঠালেই পারেন।'

ঃ 'কিছু দিনের মধ্যেই মিসর থেকে একদল সৈন্য এখানে আসবে। আসেম ওদের সাথে না থাকলে সিপাহসালারের কাছে দূত পাঠাব।'

আসেমের কথা শুনে ফুস্তিনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

ঃ 'ইরজের খবর কি?' ইউসিবার প্রশ্ন।

ঃ 'তার উপর আমি ততোটা সন্তুষ্ট নই। একটু তাড়াতাড়ি উন্নতি করে সে অহংকারী হয়ে গেছে। সেনাবাহিনীর কোন অফিসার তাকে দেখতে পারে না। এই কদিন পূর্বে সে এক প্রবীন অফিসারকে চড় মেরে বসেছিল। আমি তাকে ডেকে পাঠালাম। তখন সে মাতাল। তার পিতার কথা মনে না থাকলে তাকে কঠোর শাস্তি দিতাম। ওকে কদিনের ছুটিতে দেশে পাঠিয়ে দেব কয়েকদিন পূর্বে তার পিতা লিখেছিলেন যে, ছেলের জন্য প্রদেশের গভর্নরীর চেষ্টা করছেন।'

ঃ 'কিন্তু এই কাঁচা বয়েসে এতবড় দায়িত্ব!'

ঃ 'ও এমন এক বংশের, যাদেরকে কোন দায়িত্ব দেয়ার সময় বয়সের কথা জিজ্ঞেস করা হয়না। আর ও এখন তো ততো ছোট নয়। বিশের উপর হয়েছে বয়স। তার পিতা তার বিয়ের প্রসংগে লিখেছিলেন। ফুস্তিনা এখনো ছোট এখন তো আর এ বাহানাও দিতে পারছিনা।'

পিতার মুখে এই প্রথম নিজের বিয়ের কথা শুনছিল ফুস্তিনা। ও চঞ্চল হয়ে এদিক ওদিক চাইল। সহসা বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে।

ঃ 'আপনি তাকে কি লিখলেন?'

ঃ 'তাকে কোন জবাব দেবার পূর্বে তোমার সাথে পরামর্শ করা দরকার। কিন্তু ফুস্তিনা হঠাৎ উঠে গেল কেন? ইরজকে ও পছন্দ করেনা?'

ঃ 'আপনি আসার আগে তাকে বুঝাচ্ছিলাম যে, ইরজের সাথে তোমার বিয়ে হবে। এ ব্যাপারে তোমার আব্বা তোমার মতামত দেখবেন না।'

ঃ 'ওর সাথে এভাবে কথা বলা তোমার ঠিক হয়নি। যদিও আমার নিজেরও ইরজের উপর আস্থা নেই। কয়েক বছর থেকেই তো তাকে দেখছি। তার বিশেষত্ব হল, সে বড় ঘরের ছেলে, তাছাড়া দেখতেও বেশ। আমার বিশ্বাস, ফুস্তিনা গভীর ভাবে চিন্তা করলে অমত করবেনা।'

ঃ 'পিতার বন্ধুর সংখ্যা কমে শত্রুর সংখ্যা বাড়ুক আমার মনে হয় ফুস্তিনাও তা চাইবে না। তবুও তাড়াহুড়া করার দরকার নেই। আমি ওকে বুঝাতে চেষ্টা করব।'

ঃ 'তাড়াহুড়ার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু ওর বয়স এখন আঠারো। আমি ভেবেছিলাম ও ইরজকে পছন্দ করে। এখনো নিজের সম্পর্কে ভেবে না থাকলে ওকে বলো ইরজের সাথে সম্বন্ধ হলে আমাদের সবারই ভাল হবে। ইরজ ছাড়া ইরানের আর কেউ খৃষ্টান মেয়ে বিয়ে করার সাহস করবেনা। সাহস করলেও ওর কাছেই বেশী নিরাপত্তা পাবে। বিয়ের পর ও ক্রুশ গলায় ঝুলিয়ে সমস্ত শহর ঘুরলে এমনকি বাড়ীতে ছোট খাট গীর্জা তৈরী করলেও ধর্মীয় গুরুরা চোখ তোলারও সাহস পাবে না।'

ঃ 'আমি জানি। কিন্তু কথা দিন, মেয়েকে ভাববার সুযোগ দেবেন।'

সীন ঝাঁঝের সাথে বললেনঃ 'আমি কি বলেছি এখনি বিয়ে হয়ে যাবে?' এরপর তিনি ফুস্তিনাকে ডাকতে লাগলেনঃ 'ফুস্তিনা! ফুস্তিনা! এদিকে এসো।'

এতোক্ষণ পর্দার আড়ালে থেকে ফুস্তিনা সবকিছুই শুনেছে। পিতার ডাকে সে আলতো পায়ে কক্ষে প্রবেশ করল।

ঃ 'বসো। আমি কাল ভোরেই চলে যাচ্ছি। এক মুহূর্তও আমার চোখের আড়াল হবে না। ফুস্তিনা! ঈশ্বরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করবে না?'

কোন জবাব না দিয়ে ফুস্তিনা পিতার চওড়া বুকে মুখ লুকাল।

নীলনদের উপত্যকা বেয়ে দক্ষিণ দিকে চলছিল ইরানী লশকর। কোন বাঁধা ছাড়াই ওরা তাবার প্রাচীন শহরে প্রবেশ করল। শহর পেরিয়ে সামনে বিস্তৃত মরু। সেখানে নোভা কৃষ্ণাঙ্গদের আবাস। এরা ছিল প্রাচীন মিসরীয় ফেরাউনদের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। শহর পেরিয়ে সামনে এগুতেই এবার মুখোমুখী হল এই নোভা কৃষ্ণাঙ্গদের। বেবিলন থেকে যাত্রা করার পর এই প্রথম ওরা প্রচন্ড বাঁধার সম্মুখীন হল।

এদের যুদ্ধের ধরন ছিল ভিন্ন। গেরিলা হামলার মাধ্যমে ওরা সেনাবাহিনীকে বিব্রত করে তুলত। লশকর এগিয়ে গেলে পালিয়ে যেত ঘরবাড়ী ছেড়ে। শীত পেরিয়ে শুরু হয়েছিল গ্রীষ্মের দাবদাহ। মরুর তপ্ত সূর্য থেকে যেন আগুন ঝরছিল। ঘোড়াগুলো ধপাস করে পড়ে মরে যাচ্ছিল। গরমের তীব্রতা সইতে না পেরে পদাতিক ফৌজ ঝাঁপিয়ে পড়ছিল নীলের উন্মত্ত পানিতে। সূর্যাস্তের পর কয়েক ঘন্টা মাত্র বিশ্রামের সময় পেত ক্লান্ত সিপাইরা। কিন্তু রাতের স্তব্ধতা ভেঙ্গে দূরে কোথাও বেজে উঠত নাকারার শব্দ। মনে হত নিমিষে নড়ে উঠেছে আশপাশের ঝোপঝাড়, পাথর, শিলা। একসঙ্গে বেজে উঠত হাজার হাজার কাড়ানাকারা। রাতের আঁধারের বুক চিরে ভেসে আসত কলজে কাঁপানো চিৎকার। জবাবে সরব হয়ে উঠত চারদিকের নিস্তব্ধতা। আবার হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যেত কাড়ানাকারা আর মানুষের চিৎকারের শব্দ। গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠা শংকিত সিপাইরা ভয়ার্ত চোখে এদিক ওদিক চাইত। কিন্তু ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাং, ঝি ঝি পোকার একটানা ডাক আর হৃদয়ের ধুকধুকানী ছাড়া আর কিছুই শোনা যেত না। মনে হত কোন অশরীরি মরুদ্য নৈশব্দকে খান খান করে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই মরুর নীরব আকাশ কাড়ানাকারার শব্দে আবার গরম হয়ে উঠত। হাড় জ্বলা তেজী সূর্যের তপ্ত নিঃশ্বাসে যারা রাতের অপেক্ষা করত, তারাই তখন বসে থাকত ভোরের আশায়।

দিনের পর আবার আসত রাঁত। ভয়াল সে রাতের স্তব্দতা ওদের মনে ভয় ধরিয়ে দিত। হঠাৎ আবার ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসত অসংখ্য দুশমন। ছাউনীর এক দিক বরবাদ করে আবার অন্ধকারে মিশে যেত নোভা গেরিলারা। অজানা শত্রুর পিছু নেয়া মৃত্যুরই নামান্তর। ওরা একদিনের পথ এক হপ্তায় অতিক্রম করছিল। যতই সামনে যাচ্ছিল বাঁধা আসছিল ততো বেশী। ফৌজের বেশীর ভাগ সিপাই ছিল শীত প্রধান অঞ্চলের। অসহ্য গরমে ওদের মাঝে দেশ জয়ের আবেগে ভাটা পড়ছিল। আরব কবিলাগুলো এ আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হলেও ওরা এসেছিল লুটপাট করার জন্য। ওদের মুখে শোনা যাচ্ছিল হরেক রকমের অনুযোগ। আমরা মিসরের বিজয়

পর্যন্ত থাকব বলেছিলাম। মিসর সীমান্তের বাইরে কেন আমাদের নিয়ে আসা হল? কিসরা এ অঞ্চল জয় করলেও ধরে রাখতে পারবেনা। আমাদের ফিরে যাওয়া উচিৎ। এ স্থানটা কবরস্থান হওয়া পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করব? আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হলে কিসরাকে আমরা পশ্চিমের ভাল ভাল শহর জয় করে দিতে পারি।

সিপাহসালার যে এসব শোনতেন না তা নয়। কিন্তু কিসরার নির্দেশ ছাড়া থামতেও পারছিলেন না, পিছাতেও পারছিলেন না।

কৃষ্ণাংগ কবিলাগুলোর হামলার পদ্ধতি বুঝতে পেরে আসেম সেনা প্রধানের কাছে এক প্রস্তাব পেশ করল। সে বলল: 'আমরা সামনে না গিয়ে আশপাশের কোথাও ছাউনি ফেলে এদের শায়েস্তা করব।' কিন্তু সেনাপতির লক্ষ্য হাবশার রাজধানী। যত শীঘ্র সম্ভব সেখানে ইরানী পতাকা উড়াতে চাইছিলেন সেনাপতি। তিনি বললেন: 'হাবশা বিজয়ের পর ফিরতি পথে আমরা অনেক সুযোগ পাব। তখন এদের শায়েস্তা করা যাবে।' কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই অনেক অফিসার আসেমের সাথে একমত হল। সেনাপতি বাধ্য হয়ে নদী পাড় থেকে একটু দূরে সৈন্যদের ছাউনি ফেলার নির্দেশ দিলেন। শুরু হল জওয়াবী হামলা। রাতে তীরন্দাজরা পরিখায় বসে ছাউনি পাহারা দিত। দিনে বিভিন্ন উপদলে ভাগ হয়ে সৈন্যরা কৃষ্ণাংগদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ত। প্রথম দিন তেমন লাভ হয়নি। ইরানীরা নদী পাড়ে ঝোপঝাড় এবং পাথুরে পর্বতের ধারে কাছেও ঘেষতে চাইত না। কয়েকটা বস্তিতে আগুন দিয়ে ওরা কজন ছেলে বুড়ো এবং মহিলাকে ধরে নিয়ে এল। আসেম ছাড়া সবাই দুপুরের আগে ফিরে এসেছে। দারুন উৎকণ্ঠা নিয়ে সবাই তার অপেক্ষা করছিল। সন্ধ্যার দিকে সিপাহসালার তাবু থেকে বেরিয়ে অফিসারদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেন। গাছের ছায়া দীর্ঘ হওয়ার সাথে সাথে তার চঞ্চলতাও বেড়ে যাচ্ছিল। চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে তিনি এক আরব রইসকে বললেন: 'কিছু বুঝে আসছে না। তাদের কেউ বেঁচে নেই এমন হতে পারে না। আসেম তো নির্বোধ নয়। অবরুদ্ধ হয়ে থাকলে একটা সংবাদ নিশ্চয়ই পাঠাত।'

: 'আসেম শত্রু শক্তির সঠিক ধারনা পেতে চাইছিল। ওরা না এলে বুঝতে হবে সামনে যাওয়া আমাদের জন্য বিপজ্জনক। আমারতো মনে হয় জনবসতির সবাই আমাদের পথ রোধ করার জন্য জমায়েত হয়েছে।'

: 'আমি আসেমকে ভাল করে চিনি। ও দূরদর্শী।' আরেক আরব বলল। 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সঙ্গীদের ও বিপদে ফেলবে না। হয়ত অনেক দূর চলে গেছে। আর কত অপেক্ষা করব। আপনার অনুমতি পেলে বন্দীদের শেষ করে দিই।'

: 'না, বন্দীদের ব্যাপারে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেইনি।'

আরবটি আশ্চর্য হয়ে বলল: 'ওদের জীবিত ছেড়ে দেবেন?'

: 'আসেমকে কথা দিয়েছি, তার পরামর্শ নিয়ে বন্দীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।'

: 'কয়েদীদের ব্যাপারে আসেম খুব নমনীয়। কিন্তু সেও এদের দয়া করবে না।'

: 'সে যাই হোক, তার পরামর্শ ছাড়া কোন ফয়সালা করব না। ইস্! ওযে কোথায় কি অবস্থায় আছে ! ও হ্যাঁ, আসেমের রোমান চাকর কোথায়?'

: 'তাবুতেই আছে। একটু পূর্বেও আমি তাকে দেখেছি।'

এক রক্ষীর দিকে ফিরে সিপাহসালার বললেনঃ 'ডাকো তাকে।'

সিপাই আসেমের তাবুর দিকে হাঁটা দিল। খানিক পর ক্রেডিসকে সাথে নিয়ে ফিরে এল সে। এ দীর্ঘ দেহী যুবকের গলায় লোহার বেড়ী। তবুও তাকে দারুণ লাগছিল। সিপাহসালার তাকে দেখেই প্রশ্ন করলেনঃ 'তুমি আসেমেরে সাথে যাওনি কেন?'

: 'তিনি আমায় সাথে নেননি।'

: 'ও এখনো ফিরে আসেনি কেন, তুমি কিছু বলতে পারবে?'

: 'একজন গোলাম তার মুনীবের ভেতরের খবর কি করে জানবে?'

: 'আমি তো জানি সে তোমার সাথে চাকরের মত ব্যবহার করে না। বিপদের সময় নিজের চাইতে তোমার প্রতি বেশী খেয়াল রাখে।'

: 'আমার মুনীব বড় রহমদীল। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ভোরে তাকে যেতে দেখে আমার মনে হয়েছিল তিনি কোন বিপজ্জনক অভিযানে যাচ্ছেন। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত ফিরে আসবে না তা জানতাম না।'

: 'সে কি কিছু বলেছিল?'

: 'জ্বী। তিনি বলেছিলেন, আমার আজকের সফলতার উপর ফৌজের সফলতা নির্ভর করে। যদি কোন কারণে আমার দেরী হয়, কোন চিন্তা করো না। আমার মনে হয় তিনি অনেক দূরে চলে গেছেন।'

এক আরব বললঃ 'তাবার এক বন্দীকে সে সাথে নিয়ে গেছে। আমার আশংকা হচ্ছে, সে-ই আবার তাকে উল্টো পথ দেখায়নি তো?'

: 'কিছু বুঝে আসছে না। 'বেকুবটা যদি অতদূরই যাবে আমার সাথে পরামর্শ করল না কেন?'

একজন ইরানী অফিসার একদিকে ইঙ্গিত করে বললঃ 'ওই যে, সম্ভবত ওরা আসছে।'

সিপাহসালারের দৃষ্টি ঘুরে গেল। দক্ষিণ পশ্চিম দিকের টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে একদল সওয়ার। মুহূর্তের মধ্যে আনন্দের ঝড় বয়ে গেল। সূর্য পশ্চিম দিগন্ত রেখা ছুই ছুই করছিল। ওরা একদল কৃষ্ণাংগ কয়েদীসহ কাছের টিলা পার হতে লাগল।

: 'সীনের নির্বাচন ভুল হয়নি। মনে হয় ও আমাদের আশার চেয়ে বেশী সফল হয়েছে। যাও, ওকে সোজা আমার কাছে নিয়ে এসো।' বলেই সিপাহসালার একটা পাথরের উপর বসে পড়লেন। সঙ্গীরা আসেমকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে গেল। কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়াল ক্রেডিস। চোখ টান টান করে চাইতে লাগল সওয়ারদের দিকে। ওদের গতি শ্লথ। বসা থেকে

উঠে সেনাপতিও হাঁটা দিলেন। ক্রেডিসের কাছে এসে বললেনঃ 'মনে হয় মুনীবকে অভ্যর্থনা করলে ইজ্জত চলে যাবে?'

: 'না জনাব' ক্রেডিসের বিষন্ন কন্ঠ। 'আমার মুনীবের সবার আগে থাকার কথা। কিন্তু তার ঘোড়া দেখা যাচ্ছে না।'

সিপাহসালার চঞ্চল হয়ে উঠলেনঃ 'তার মানে তুমি বলতে চাও আসেম . . . . ।' জবাব না দিয়ে সেনাপতির দিকে চাইল ক্রেডিস। চোখে উছলে এল অশ্রুর বন্যা। সিপাহসালার চিৎকার দিয়ে বললেনঃ 'না, না, এ হতে পারে না।'

ক্রেডিস অশ্রু মুছে আবার কাফেলার দিকে তাকাল। আচম্বিত চিৎকার দিয়ে বললঃ 'ওই যে তিনি আসছেন। বেঁচে আছেন তিনি। কিন্তু অন্য ঘোড়ায়। সম্ভবত তিনি আহত।'

সিপাহসালার তাকালেন কাফেলার দিকে। সমগ্র শক্তি দিয়ে দৌড় মারল ক্রেডিস। কাফেলার কাছে পৌছতে পৌছতে হাফিয়ে উঠল। ঘোড়ার জ্বীনের উপর ঝুলে আছে আসেম। রক্তশূন্য চেহারা। তার বুকের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে। ক্রেডিসকে দেখে আসেমের শুকনো ঠোঁটে ফুটে উঠলো এক টুকরো হাসি। একটু সোজা হয়ে বললঃ 'আমি বেঁচে আছি ক্রেডিস। কিন্তু আমার সবচে প্রিয় বন্ধুকে হারিয়েছি।'

: 'আপনার ঘোড়া?'

: 'হ্যাঁ। সে ছিল আমার শেষ বন্ধু। আহত হয়েই ঘোড়াটা মরে গেল। দেশের কোন চিহ্ন আর আমার কাছে রইল না।'

আসেম চোখ দুটো বন্ধ করে নিল। ক্রেডিস ঘোড়ার বাগ তুলে হাঁটা শুরু করল। ওদের চারপাশে জড়ো হতে লাগল হাজার হাজার সিপাই। সিপাহসালার হাফাতে হাফাতে এগিয়ে এলেন। আসেম তাকে দেখেই ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। আদবের সাথে সালাম করে বললঃ 'আমার কারণে কোন কষ্ট হয়ে থাকলে ক্ষমা চাইছি।'

: 'অবশ্যই পেরেশান ছিলাম। সে যাক, তুমি আহত। তোমার জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন।'

: 'যখম খুব মামুলী।'

: 'আমার ধারণা ছিল তুমি কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে আসবে।'

: 'এ অভিযানে আমাদের নিহত হয়েছে শ খানেক। আহত হয়েছে দশজন। কিন্তু ওদের ক্ষতি হয়েছে অনেক বেশী।'

: 'বন্দীর সংখ্যা কত?'

: 'পঞ্চাশ জনকে গ্রেফতার করেছি। তিনজনকে ছেড়ে দিয়েছি পথে।'

: 'এখানেও কজন বন্দী রয়েছে। শোয়ার পূর্বেই ওদের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

: 'আমার কিছু বলার অধিকার থাকলে একটা প্রার্থনা করব। আজ রাতে ওদের কোন কষ্ট না দিয়ে আগামী দিন ওদের ব্যাপারে ফয়সালা করুন।'

: 'জানি কয়েদীদের জন্য তোমার খুব দরদ। কিন্তু এরা ভাল ব্যবহার পাবার যোগ্য নয়।'

এক আরব বলল: 'ছাউনিতে না নিয়ে এদের এখানেই শেষ করে দেয়া উচিৎ।'

: 'ওদের হত্যা করলে যদি আমাদের কোন লাভ হত তাহলে আপনাদের নিষেধ করতাম না। ওদের সাথে বরং ভাল ব্যবহার করলেই আমাদের উপকার হবে। যে তিনজনকে ছেড়ে দিয়েছি ওরা তাদের সর্দারের কাছে যাবে। আমি বলেছি, আমাদের পথে কোন বাঁধা সৃষ্টি না করলে বন্দীদের ছেড়ে দেয়া হবে।'

: 'তুমি কি মনে কর তোমার একথা শুনেই ওরা ভাল হয়ে যাবে?'

: 'ওদের একজন প্রভাবশালী সর্দার আমাদের বন্দী। তার সাথে আলোচনা করেই আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আসলে ওরা ভেবেছে আমরা এ এলাকা আক্রমন করব। কিন্তু যদি ওদেরকে আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিতে পারি তাহলে ওরা আমাদের পথে কোন বাঁধার সৃষ্টি করবে না।'

: 'নমনীয় ব্যবহার করলে এ জানোয়ারগুলো ভাল কাজ করবে আমার কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছেনা। তা থাক। তুমি যা ভাল মনে কর। কিন্তু এ মুহূর্তে তোমার চিকিৎসার বেশী প্রয়োজন। ক্ষত থেকে এখনো রক্ত ঝরছে। তুমি ঘোড়ায় উঠে বস।'

: 'দরকার নেই। পথতো মাত্র কয়েক কদম। এটুকু হেঁটেই যেতে পারব।'

আসেম হাঁটতে লাগল। কয়েক কদম এগুতেই কাঁপতে লাগল তার পা দু'টো। ক্লেডিস এগিয়ে তাকে ধরতে চাইল। কিন্তু তাকে সরিয়ে দিল আসেম। তাবুতে এসে শুয়ে পড়ল ও। ডাক্তার তার ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধতে লাগল। কজন অফিসার চারপাশে দাঁড়িয়ে। সিপাহসালার ভেতরে ঢুকে ডাক্তারকে বললেন: 'কি খবর ডাক্তার?'

: 'ভাগ্য ভাল। নেজা হাড়ের উপর দিয়ে পিছলে গেছে। তা না হলে বাঁচারই আশা ছিল না।'

: 'আসেম। তোমার সঙ্গীরা কয়েদীদের আগামী দিন পর্যন্ত রাখতে চাইছে না। আমি অনেক কষ্টে এদের ঠান্ডা করে রেখেছি।'

: 'বন্দীদেরকে আগামী দিন পর্যন্ত রাখা যে কত জরুরী তা ওরা বুঝতে পারছে না। আপনি সৈন্যদের নির্দেশ দিন, ওদের যেন কোন কষ্ট না দেয়া হয়।'

: 'তুমি চিন্তা করো না। আমি ওদেরকে ভাল খাবার দিতে বলেছি। কিন্তু সর্দাররা কাল পর্যন্ত না এলে এদের হত্যা না করে কোন উপায় থাকবে না।'

সিপাহসালার দরজা পর্যন্ত গিয়ে কি ভেবে পিছন ফিরে বললেন: 'তোমার ঘোড়ার জন্য আমারও দুঃখ হচ্ছে। আমি তোমায় উৎকৃষ্টজাতের একটা ঘোড়া দেব।' তিনি বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তার ব্যান্ডেজ শেষে উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে বললেন: 'এর বিশ্রামের প্রয়োজন।'

অফিসাররা একে একে সবাই বেরিয়ে গেল। একটু পর ক্লেডিস আসেমের জন্য খাবার নিয়ে এল। আসেম কয়েক গ্রাস মুখে দিয়ে একটু পানি পান করে শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে গেল। আসেমের নিমীলিত চোখ দু'টো ঈষৎ কেঁপে খুলে গেল। ক্লেডিসের চোখে চোখ রেখে বলল: 'আহত হবার পর সর্ব প্রথম তোমার কথা মনে পড়েছিল

ক্লেডিস। ভাবছিলাম, আমি মরে যাব জানলে তোমায় মুক্তি দিয়ে যেতাম। সিপাহসালার আমায় কি ভাবতেন তাও চিন্তা করতাম না?'

ঃ 'পথে ইরানীদের হাতে নিহত হওয়ার চাইতে আপনার গোলামী করা অনেক ভাল।'

ঃ 'না বন্ধু! তুমি আমার গোলাম নও।'

ক্লেডিস সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আসেমের দিকে তাকাল। ঃ 'আমি যদি একটা কথা বলি আপনি রাগ করবেন না তো?'

ঃ'কক্ষনোনা।'

ক্লেডিস বলল: 'আমার চিনতে ভুল না হলে আপনি সে সব লোকদের চে ভিন্ন, যারা রক্তের নেশায় তরবারী ধারণ করে। আপনি যেমন বাহাদুর তেমনি রহমদীল। আজ বন্দীদের সাথে যে ব্যবহার করলেন আমার কাছে তা অযাচিত নয়। কিন্তু বুঝতে পারছি না এযুদ্ধে আপনার আগ্রহের কারণ কি? মনে করবেন না এ প্রশ্ন করার জন্য আপনার আহত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। কাফেলায় আপনার ঘোড়া না দেখে আমার আশংকা হয়েছিল আপনি ফিরে আসবেন না। ডাক্তার যখন আপনার চিকিৎসা করছিল আমি তখন ভাবছিলাম, মানুষ তো কোন মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য জীবন দেয়। ইরানীরা তাদের সম্রাটের পতাকা উঁচু করতে চাইছে। রোমানরা চায় তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে। ইহুদীরা ইরানীদের মাধ্যমে নিজদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। আরবরা লুটপাট আর হত্যাযজ্ঞ ছাড়া কিছু বুঝে না। কিন্তু আপনি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি মজলুমের বিপক্ষে জালেমের সাহায্য করতে পারেন না। লুটপাটেও আপনার আগ্রহ নেই। তাহলে কি জন্য এ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বেড়াচ্ছেন?'

ক্লেডিসের কথা শুনতে শুনতে আসেম চোখ বুজে ফেলল। নিঃসাড় পড়ে রইল অনেক্ষণ। অবশেষে ক্লেডিসের দিকে তাকিয়ে বলল: 'ক্লেডিস! আমি বন্ধু আর শত্রুতার আবেগ শূন্য। ক'বছর আগেও নিজের কবিলার হয়ে লড়তে এবং প্রিয়জনদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে আমার অনুভূতি বাঁধা দিয়েছিল। কিছু কিছু দুর্ঘটনা আমার পৃথিবী বদলে দিল। গোত্রীয় রীতিনীতির বিরোধিতার অভিযোগে দেশ ছাড়তে হল আমায়। সব কথাইতো তুমি শুনেছ। সীনের সাথে দেখা হওয়ার পর আমার জীবন নদী বাঁক নিল নতুন দিকে। একজন সৈন্য হিসেবে তার ইচ্ছে পূরণ করাই আমার জীবনের লক্ষ্য। তুমি বলবে এ নতুন পথও ভুল। কিন্তু এছাড়া যে আমার আর কোন পথ নেই।'

ঃ 'সীন রোমান হলে আপনি কি ইরানীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলতেন না?' আসেম তিক্ত কণ্ঠে বলল: 'আমায় পেরেশান করো না ক্লেডিস। যাও শুয়ে পড়গে।'

ঃ 'আমি ক্ষমা চাইছি।' উঠতে উঠতে বলল ক্লেডিস। 'আমায় কথা বলার অনুমতি না দিলে এ গোস্তাখী করতাম না।'

আসেম মোলায়েম কণ্ঠে বলল: ' না, না, ক্লেডিস বসো। আমি তোমায় রাগ করিনি। কিন্তু তুমি তো জান এ পথ থেকে সরে দাঁড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

ক্লেডিস নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল আসেমের দিকে। অবশেষে বললঃ 'আমি শুধু জানি যারা চোখ বুজে সারা জীবন ভুল পথে চলে আপনি তাদের মত নন। তাহলে আপনি গোত্রীয় প্রথার বিরোধিতা করতেন না। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, একদিন না একদিন এ যুদ্ধ আপনার কাছে গোত্রীয় কলহের চাইতেও নিরর্থক মনে হবে।'

: 'আমি ইরানীদের সাথে ওফাদারী করার প্রতিজ্ঞা করেছি। তুমি আমায় গাদ্দার হওয়ার পরামর্শ দিতে পার না।'

: 'নিজের কবিলার অনুগত থাকার জন্য প্রতিজ্ঞা করেননি?'

: 'তুমি কি বলতে চাইছ?'

: 'আপনার মত লোকের ইরানীদের কাজে সন্তুষ্ট থাকার কথা নয়। এমন সময় আসবে, আপনার অশান্ত আত্মাই আপনাকে নতুন পথে চলতে বাধ্য করবে। লক্ষ্যহীন যুদ্ধে যে এমন বীরের মত লড়তে পারে, কোন স্থির লক্ষ্যের জন্য সে কী না করতে পারে। বিজয়ের উন্মাদনা আপনাকে এদ্দুর নিয়ে এসেছে। কিন্তু বিবেক বর্জিত বিজয়ের কোন মূল্য নেই। আপনার কাজে সীন সন্তুষ্ট। তার মেয়েও নিশ্চয় খুশী। ফিরে গেলে হয়ত তিনি আপনার বড় ইচ্ছেটাই পূরণ করবেন। কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, এরপরও আপনি আপনার বিবেকের হাত থেকে রক্ষা পাবেন না।'

: 'তোমার ধারণায় আমার বড় ইচ্ছেটা কি?'

: 'আপনার অতীত আমি শুনেছি। বুঝতে পারছি, দামেশকের পথে দেখা সেই বালিকাই আপনার আশার কেন্দ্র। আপনার ভেতর এত আবেগ সৃষ্টি করেছে সীন নয় বরং সেই মেয়েটি।'

: 'ক্লেডিস, তোমার কথা আমি মেনে নিচ্ছি। আমি যখন নিরাশার আঁধারে ঘুরপাক খাচ্ছিলাম, ফুস্তিনাই আমার হৃদয়ে জ্বেলেছিল আশার আলো। ও আমায় বুঝিয়েছিল যে, আমি অন্য সব মানুষের চেয়ে ভিন্ন। আমি তার এ উঁচু ধারণাটাই প্রমান করতে চাইছি। কিন্তু এত বড় বিজয়ের পর সীনের মেয়ের দিকে হাত প্রসারিত করলে আমি হব বড় নির্বোধ। রাতের মুসাফির জোন্না ধোয়া আলোয় পথ দেখে কিন্তু চাঁদের নাগাল পায় না। প্রথম আসার সময় ভেবেছিলাম বিজয় শেষে ফিরে গিয়ে দেখব ও আমার পথ পানে চেয়ে আছে। কিন্তু তা ছিল নিছক কল্পনা। সে কথা মনে পড়লে এখনো আমার হাসি পায়। আমি অনুভব করছি, বাড়ীর সীমানা থেকে দূরে রাখার জন্যই সীন আমায় এদিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাড়ী থেকে বের হবার সময় শুধু বেঁচে থাকতে চেয়েছিলাম। তখন ছাগ ভেড়া চড়িয়েও আমি সন্তুষ্ট থাকতে পারতাম। কিন্তু ফুস্তিনার পৃথিবীতে রিক্ততার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারলাম না। যে পথে চলেছি, জানিনা কোথায় এর শেষ। এদ্দুর এসে পিছিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়।'

: 'কিছু দুর্ঘটনাই আপনাকে এদ্দুর পৌঁছে দিয়েছে। আবার কোন দুর্ঘটনা কি আপনার জীবনের মোড় ঘুরাতে পারে না। সৈন্যদের অবস্থা তো আমার অজানা নয়। প্রচন্ড গরমে সিপাইরা দুর্বল হয়ে পড়ছে। একজন সৈন্য থেকে সিপাহসালার পর্যন্ত সবাই জানেন এর পরিণতি ধ্বংস ছাড়া

কিছুই নয়। খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে। পথে কোন শহরও নেই যেখান থেকে এ অভাব পুষিয়ে নেয়া যাবে। আমার মনে হয়, হাবশার সীমান্তে যাওয়া পর্যন্ত এদের কেউ অস্ত্র ধরার যোগ্য থাকবে না। পাহাড়ী উপজাতিগুলোর সাথে লড়তে গিয়ে লাশে লাশে ভরে যাবে নীলের উপকূল ভূমি। যদি প্রাণ নিয়ে ফিরে ও যেতে পারে, পরাজয়ের অপরাধে কিসরা আগে তাদেরকেই শাস্তি দেবেন।'

অধৈর্য হয়ে উঠল আসেম। হঠাৎ বিছানায় উঠে বসলঃ 'তুমি সীমালংঘন করছ ক্রেডিস। যদি ভেবে থাক তোমার কথায় আমি প্রভাবিত হব, তবে শুনে রাখো, কিছুদিনের মধ্যেই হাবশা আমাদের পদানত হবে। পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাবার জন্য এতদূর আসিনি।'

ক্রেডিস মুচকি হেসে বললঃ 'পরাজয় এবং পালানো' শব্দ দুটোয় মনে লেগে থাকলে ক্ষমা চাইছি। আচ্ছা ধরুন, হাবশা বিজয় করলেন, শুধু হাবশা নয় বরং সমগ্র ভূভাগের সব মানুষগুলোকে বেঁধে কিসরার পায়ের কাছে হাজির করলে আপনার লাভটা কি? তিনি কি আপনার কাছে আরো 'বিজয়' চাইবেন না। বলতে পারেন, কিসরার মনতুষ্টির জন্য আর কতকাল এভাবে লাশের পাহাড় মাড়িয়ে চলবেন? আপনি তো স্বীকার করেছেন, অধিকৃত অঞ্চলে ইরানীরা জুলুম করছে। সারা দুনিয়া কিসরার পদানত হলে কি জুলুমের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে? দু'কবিলার যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে আপনি পালিযে এসেছেন। রোম ইরানের যুদ্ধ তার চাইতে কি ভয়ংকর নয়? আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, আহত দুশমনের আর্ত চিৎকারে যে যুবক গোত্রীয় রীতির প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলতে পারে, লাখ লাখ মজলুমের আহাজারী শুনে সে নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। যেদিন আমার জীবন বাঁচিয়েছিলেন, আপনাকে আশ্চর্য মানুষ মনে হয়েছিল। কিসরার কোন সিপাইর মনে দয়া মায়া থাকতে পারে আমার যেন বুঝে আসছিল না। কিন্তু এখন অনুভব করছি, এক রহমদীল মানুষ পথ ভুলে হায়েনার দলে শামিল হয়ে গেছে। সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন আপনি নিজেই এপথ থেকে সরে দাঁড়াবেন।'

ঃ 'আমায় বিরক্ত করো না ক্রেডিস।' আসেমের কণ্ঠে বিষন্নতা। 'বলো আমায় কি করতে হবে। কি করতে পারি আমি।'

ঃ 'জানিনা। তবে এদ্দুর জানি, বড় রকমের সাহায্য ছাড়া আপনার সিপাহসালার এ অভিযানে সফল হতে পারবেন না। তিনি এখনো হয়তো আশা করছেন, কিসরা তাকে ডেকে পাঠাবেন এবং তিনি বেঁচে যাবেন পরাজয়ের গ্লানি থেকে। অফিসার এবং সিপাইরা তার চে' বেশী উৎকণ্ঠিত। আপনার কারণেই আরব সিপাইদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েনি। কিন্তু তাও হয়ত বেশী দিন থাকবে না। আপনার বিরুদ্ধে ওরা হয়ত বিদ্রোহ করবে না। কিন্তু আপনার শেষ সংগীটি মৃত্যুর সময় যদি আপনাকে প্রশ্ন করে, আমাদের এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি ছিল– এর কি জবাব দেবেন আপনি? থাক এসব কথা। আপনাকে আর পেরেশান করব না। এবার আমায় অনুমতি দিন।'

তাবুর বাইরে গিয়ে দরোজার সামনে শুয়ে পড়ল ক্রেডিস। ঘুমিয়ে পড়ল খানিক পর। কিন্তু আসেমের চোখে ঘুম এলনা। তার কানে বাজতে লাগল ক্রেডিসের শব্দগুলো। ওর মনে হল এর সাথে যেন এ নতুন পরিচয়। নিঃসাড় পড়ে রইল ও। শীত শীত অনুভব করল। কম্বল টেনে জড়িয়ে নিল গায়। কিন্তু এরপরও শরীরের কাঁপুনি থামল না। ক্রেডিসকে ডেকে পানি চাইল। পানি এনে দিল ক্রেডিস। আসেম বললঃ 'তোমার ঘুমটা ভেঙ্গে দিলাম বলে দুঃখিত।'

ঃ 'আপনার শরীর ভালতো?'

আসেম শুতে শুতে বললঃ 'খুব ঠান্ডা লাগছে।'

ক্রেডিস আসেমের কপালে হাত দিয়ে বললঃ 'হ্যাঁ, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।'

ঃ 'ব্যথায় মাথাটা মনে হয় ছিড়ে যাবে। শরীরের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা।'

ক্রেডিস চঞ্চল হয়ে বললঃ 'আমি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি।'

ঃ 'না থাক। এত রাতে ডাক্তাকে কষ্ট দেয়ার দরকার নেই। এ ধরনের জ্বরের রোগীকে তার কোন ওষুধে ভাল হতে দেখিনি। মশকটা আমার পাশে রেখে তুমি ঘুমিয়ে পড়।'

ক্রেডিস তার পাশে বসতে বসতে বললঃ 'আমার জন্য চিন্তা করবেন না। আমি দিনে অনেক ঘুমিয়েছি।'

ক্রেডিস আসেমের পাশে বসেই বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিল। ভোরে এক আরব দৌড়ে এসে আসেমের তাবুতে ঢুকে বললঃ 'আপনার ধারণাই ঠিক। এলাকার আটজন সর্দার এসেছে।'

জ্বরে আসেমের চেহারা ছিল রক্তলাল। তবু সংবাদ শুনেই তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসল আসেম। বললঃ 'কোথায় ওরা?'

ঃ 'পাহারাদাররা ওদেরকে সিপাহসালারের কাছে নিয়ে গেছে।'

আসেম এক গ্লাস পানি খেয়ে জুতো পরে উঠে দাঁড়াল। ক্রেডিস বললঃ 'আরে! এ শরীর নিয়ে আপনি কোথায় চললেন? ওদের সাথে কথা বলার দরকার হলে এখানেই ডেকে পাঠাই।'

ঃ 'না, সিপাহসালারের তাবুই ওদের সাথে কথা বলার উপযুক্ত স্থান।'

আসেম তাবু থেকে বেরিয়ে এল। ক্রেডিস এবং আরবটিও তার অনুসরণ করল। জ্বরের তোড়ে আসেমের পা কাঁপছিল। ক্রেডিস সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেল। কিন্তু আসেম তাকে সরিয়ে দিয়ে বললঃ 'না ক্রেডিস, এখনো ততোটা দুর্বল হইনি।'

আসেম পৌছল সিপাহসালারের তাবুর কাছে। তাবুর বাইরে সিপাইদের ভীড়। এক ইরানী অফিসার বললঃ 'সিপাহসালার আপনাকে কষ্ট দিতে চাননি। তবে এসেছেন ভালই হল।'

ঃ 'সকল বন্দীদের এনে তাবুর বাইরে বসিয়ে রাখুন।' বলেই আসেম ভেতরে প্রবেশ করল।

কবিলার সর্দাররা সুদৃশ্য গালিচায় বসে আছে। তাবুর একজন বন্দীর মাধ্যমে সিপাহসালার তাদের সাথে কথা বলছেন। সিপাহসালারের ইঙ্গিত পেয়ে আসেম তার পাশে বসে পড়ল। সিপাহসালার বললেনঃ 'আসেম, তোমায় কষ্ট দিতে চাইনি। যখন এসেই পড়েছ, এবার ওদের সাথে কথা বলো।'

ঃ 'আমার তো মনে হয় আলোচনা দীর্ঘ করার দরকার নেই।'

আসেম তাকাল দোভাষীর দিকে। ঃ'এদের বলো, আমাদের যুদ্ধ হাবশার সাথে। এরা কোন ঝামেলা না করলে আমাদের সৈন্যরা পথে কোন বাড়াবাড়ি করবে না। কিন্তু পথে কোন গন্ডগোল করলে তোমাদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়া হবে। তোমরা আমাদের শক্তি আন্দাজ করতে পারনি। ইরানের শাহানশা কয়েকটি দেশ জয় করেছেন। রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদের রাজধানী আমাদের দখলে এলো বলে। হাবশার শাসক রোমানদের বন্ধু। এজন্যই আমরা তার দেশ আক্রমন করব। কিন্তু তোমাদের সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই।'

দোভাষী কি যেন বলল ওদের। খানিক পর আসেম কে বললঃ 'ওরা বলছে, আমাদের যে সব লোককে ধরে আনা হয়েছে তাদের কি হবে?'

ঃ 'এরা যদি পথে কোন ঝামেলা না করার ওয়াদা করে তবে বন্দীদের ছেড়ে দেয়া হবে। তবে জামিন হিসেবে নেতৃস্থানীয় কয়েক জন থাকবে আমাদের সাথে।'

সর্দাররা নিজেদের মধ্যে অনেক্ষণ আলাপ করল। তাদের বিতর্ক দেখে সিপাহসালার চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে এক বুড়ো দোভাষীর মাধ্যমে বললেনঃ 'আমরা আপনাদের শর্ত মেনে নিচ্ছি। আমরা শুধু আমাদের কবিলাকে শান্ত রাখার দায়িত্ব নিতে পারি। আমাদের কোন লোক আপনাদের সাথে এ এলাকার বাইরে যাবে না। আমাদের একটা শর্ত। তা হলো, আমাদের এলাকা পার হবার সময় কোথাও একদিনের বেশী অবস্থান করতে পারবেন না।'

সিপাহসালার বললেনঃ 'আমরাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ এলাকা পেরিয়ে যেতে চাই।'

আলোচনা শেষে সিপাহসালার সর্দারদেরকে রেশমী কাপড়, তরবারী এবং রূপার পাত্র উপহার দিলেন। তাবু থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কয়েদীরা সর্দারদের দেখেই ডাকাডাকি শুরু করল। এক দীর্ঘ দেহী যুবক দৌড়ে এসে সর্দারকে জড়িয়ে ধরল। এর পর আসেমকে দেখিয়ে কি যেন বলল সর্দারকে। বুড়ো সর্দার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আসেমের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'আপনি আমার পুত্রের জীবন বাঁচিয়েছেন। আজ থেকে আমার সমগ্র কবিলা আপনার বন্ধু।'

আসেম সিপাহসালারকে বললঃ 'এ যুবক এক সর্দারের ছেলে জানতাম না। ওই আমার ঘোড়াটা মেরেছে। কঠোর শাস্তি দিতে পারতাম কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে দেইনি।'

: 'তুমি মহৎ আসেম। আমি তোমার শোকরগোজারী করছি। তুমি বিশ্রাম করোগে। মুখ দেখে মনে হয় তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

আসেম হাঁটা দিল। ডাক্তার এবং ক্রেডিস ওর সঙ্গী হল। আসেম ডাক্তারের দিকে তাকাল। মুখ খুলল ডাক্তার। : 'ক্রেডিস বলেছে সারারাত আপনার খুব কষ্ট হয়েছে। আমায় ডেকে পাঠাননি কেন?'

: 'এত রাতে আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনি। তাছাড়া কয়েকজন আমার চেয়ে গুরুতর আহত হয়েছে। আমার যখমে তো কষ্ট হচ্ছে না। শুধু জ্বরে একটু কাবু হয়ে পড়েছি। ভাবলাম, রাতে আহত লোকদের দেখাশোনা করার প্রয়োজন আমার চে' অনেক বেশী।'

ডাক্তার আসেমের নাড়ী দেখলঃ 'ইস! প্রচন্ড জ্বর। গা পুড়ে যাচ্ছে। আপনি এখনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আপনার বিছানা ছাড়ার অনুমতি নেই। আমি অষুধ নিয়ে আসছি।'

ডাক্তার চলে গেল। তাবুর দিকে পা বাড়াল আসেম। কিন্তু কয়েক কদম এগুতেই পা টলতে লাগল। ছুটে এল ক্রেডিস। আসেম বাঁধা দিলনা। তাবুতে ঢুকেই ও বিছানায় শুয়ে পড়ল।

সেনাবাহিনীতে আসেমের গুরুত্বের প্রতি খেয়াল রেখে ডাক্তার একটু পরপরই তাকে দেখে যেত। কিন্তু ডাক্তারের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হল। জ্বর কমলনা সারাদিনেও। একটু পরপরই আসেমের বন্ধুরা আসতো দেখতে। শেষ বিকেলে ডাক্তার আসেমকে অষুধ খাইয়ে বললঃ 'সিপাহসালার তিনবার আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছেন। এখন তিনি নিজেই আসছেন।'

: 'কেন তিনি খামাখা কষ্ট করছেন।'

: 'তিনি আগামীকালই এখান থেকে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমি যখন বললাম আপনি সফর করতে পারবেন না, তিনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। খুব সম্ভব আপনাকে দেখলে কালকে যাবার ইচ্ছে মুলতবী করবেন।'

: 'না। আমার জন্য বসে থাকা ঠিক হবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের এমন স্থানে পৌঁছা দরকার যেখানে খাদ্য এবং ঘোড়ার দানাপানি পাওয়া যাবে।'

: 'যেই ছেলেটা আপনার ঘোড়া মেরেছে তার পিতাও সিপাহসালারের সাথে আসছেন।'

: 'তারা এখনো ফিরে যায়নি?'

: 'বুড়ো এবং তার ছেলে ছাড়া বাকীরা চলে গেছে। এ দু'জন ফৌজের সঙ্গে থাকবে। ওরা সিপাহসালারকে আরো একদিন থাকার জন্য দাওয়াত দিয়েছে। সিপাহসালার এ শর্তে দাওয়াত কবুল করেছেন যে, বিপজ্জনক এলাকাগুলো তাদেরকে ফৌজের সঙ্গে থাকতে হবে। এক প্রভাবশালী সর্দারের ছেলের সাথে আপনি ভাল ব্যবহার করেছেন বলেই এ জংলী উপজাতিদের মধ্যে এ পরিবর্তন এসেছে।'

সিপাহসালার, কাফ্রী সর্দার, তার ছেলে এবং তাবার দোভাষী বন্দীটি তাবুতে প্রবেশ করল। আসেমের পাশে বসে সিপাহসালার প্রশ্ন করলেনঃ 'এখন কেমন মনে হচ্ছে আসেম?'

: 'ভাল বোধ করছি।' মুচকি হেসে বলল আসেম।

: 'না, তুমি এখনো সুস্থ হওনি। আমি তোমায় নিয়ে খুব চিন্তিত। কালই আমাদের রওয়ানা করতে হচ্ছে। কিন্তু তুমি কয়েকদিন হয়ত সওয়ারী করতে পারবে না। তোমার জন্য নৌকার ব্যবস্থা করব। এরা কজন দক্ষ মাঝি দেবে বলেছে।'

: 'স্রোতের প্রতিকূলে নৌকা খুব আস্তে চলবে। আমার কারণে আপনারা বারবার থামবেন তা হয় না। এ মুহূর্তে সওয়ারী ও করতে পারছি না। পথে বেশী অসুবিধা দেখলে কোথাও থেকে যাব। এসময় আমাদের সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। রসদের সমস্যা হয়ত প্রকট হয়ে উঠতে পারে।'

বুড়োকে দেখিয়ে সিপাহসালার বললেনঃ 'এলাকার সবচে প্রভাবশালী সর্দার তোমার সেবা করতে এসেছেন।' আসেম বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'আপনাকে ধন্যবাদ।'

সর্দারকে দোভাষী তা বুঝিয়ে দিল। সর্দার নিজের পক্ষ থেকে বিচিত্র রঙের পাথরের মালা খুলে আসেমকে পরিয়ে দিল। দোভাষীর দিকে প্রশ্ন মাখা দৃষ্টিতে চাইল আসেম। সে বললঃ 'এরা এভাবেই কাউকে পুরস্কৃত করে। আজ থেকে আপনার দোস্ত-দুশমন এদেরও দোস্ত-দুশমন। এ মালা দেখলেই আপনাকে ওরা বন্ধু মনে করবে।'

খানিক পর সবাই উঠে গেলেন। আসেম আবার শুয়ে পড়ল। সারা দিন জ্বরের তীব্রতা কমেনি। সন্ধ্যায় ডাক্তার এল। আসেমের শরীর তখন ঘামে ভিজে গেছে। গায়ে হাত দিয়ে ডাক্তার বললঃ 'গায়ে জ্বর নেই। কিন্তু সফর করার জন্য আরো দু'তিনদিন বিশ্রাম করতে হবে।'

আসেম বললঃ 'আমার এখন আর বিশ্রামেরও প্রয়োজন নেই।'

মরুর ঝাঝালো দুপুর। নীলের পারে সমবেত হয়েছে গাঁয়ের হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গ। ওরা এসেছে মেহমানদের অভ্যর্থনা জানাতে। শ্রান্ত ক্লান্ত আসেম ঘোড়া থেকে নেমে একটা গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে রইল কয়েক ঘন্টা। ও যখন চোখ মেলল, থোকা থোকা আঁধারে ছেয়ে গেছে কৃষ্ণাঙ্গদের গাঁও। ক্লেডিসের জোরাজুরিতে কিছু মুখে দিয়েই ও আবার শুয়ে পড়ল। ক্লেডিস বললঃ গাঁয়ের সর্দার এবং তার ছেলে আপনাকে তাদের বাড়ী নিতে চেয়েছিল। কিন্তু আপনি ঘুমিয়েছিলেন। আমি আপনাকে জাগাতে নিষেধ করেছি ওদের। এখানেই আপনার জন্য তাবু টানিয়ে দিয়েছি। তাবুতে এসে বিশ্রাম করুন।'

: 'তুমি চাটাইটা এখানে নিয়ে এসো। মুক্ত হাওয়া ভাল লাগছে।'

ক্লেডিস চাটাই এনে বিছিয়ে দিল। আসেম সরে এসে চাটাইতে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুসে কিছুক্ষণ কথা বলল ক্লেডিসের সাথে। ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল ঘুমের অতলে।

পরদিন ভোরে ফৌজ পরবর্তী মঞ্জিলের দিকে এগিয়ে চলল। ঘোড়ায় চড়ার সময় আসেমের শরীরে ছিল প্রচণ্ড ব্যাথা। কিছুক্ষণ চলার পর সারা শরীর শীতে কাঁপতে লাগল। মাইল তিনেক চলার পর শীতে দাঁতে দাঁত বাড়ি খেতে লাগল তার। ক্লেডিস আসেমের সাথে পায়দল আসছিল।

ও বলল: 'আপনার শরীর ভাল মনে হচ্ছে না। সমস্ত শরীর কাঁপছে। মনে হয় জ্বর আসছে। ডাক্তার ডাকব?'

: 'না, এখন না। পরবর্তী মঞ্জিলে দেখা যাবে।'

'মঞ্জিল এখনো অনেক দূরে। আমার কেমন যেন ভয় লাগছে।'

: 'কথাবলোনাতো।'

আসেমের মেজাজ দেখে ক্রেডিস কথা বাড়াল না। ঘন্টা খানেক চলার পর আসেমের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেল। ও ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে পারছিল না। কাত হয়ে যাচ্ছিল একবার এদিক আবার ওদিক।

ক্রেডিস তার ঘোড়ার বাগ ধরে পেছনে আসা সওয়ারদের ইঙ্গিত করল। থেমে গেল ফৌজ। ক্রেডিস আসেমকে ধরে ঘোড়া থেকে নামিয়ে পাশে এক গাছের ছায়ায় শুইয়ে দিল। একটু পর আসেমের বন্ধুবান্ধবরা চারপাশে এসে জড়ো হল। সিপাহসালার ঘোড়া ছুটিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন: 'কি ব্যাপার? থেমে গেলে কেন?'

এক আরব ইশারা করে বলল: 'এর শরীর আবার খারাপ হয়ে গেছে।'

: 'কি ব্যাপার আসেম?' ঘোড়া থেকে নেমে তার কপালে হাত দিয়ে সিপাহসালার বললেন: 'তোমার আবার জ্বর এসেছে?'

সিপাহসালারের দিকে চাইল আসেম। কিন্তু নিঃশব্দে আবার চোখ বুজে ফেলল। সিপাহসালার সওয়ারদের দিকে চেয়ে বললেন: 'ডাক্তার ডাকো। আর সবার কাছে সংবাদ পাঠাও, আমরা এখানে ক্যাম্প করব।'

আসেম চোখ মেলে ক্ষীণ কন্ঠে বলল: 'না। দুপুর পর্যন্ত সফর চলতে থাক। আশা করি সন্ধ্যা নাগাদ আমার জ্বর পড়ে যাবে। তখন আমি আপনাদের সাথে গিয়ে মিলব।'

ডাক্তার এল। গাঁয়ের বুড়ো সর্দার এবং তার ছেলেও একপাশে দাঁড়িয়ে। সিপাহসালার বৃদ্ধ সর্দারকে বললেন: 'এর জন্য একটা নৌকার ব্যবস্থা করতে হয়।'

: 'একটু দূরে সাগর পারের গ্রাম থেকে নৌকা পাওয়া যাবে। কিন্তু এ যুবককে এ অবস্থায় সামনে নেয়া তো বিপজ্জনক। আমায় বিশ্বাস করলে একে আমার গ্রামে পাঠিয়ে দিই। আমরা টোটকা চিকিৎসার মাধ্যমে এ মৌসুমী জ্বরের নিরাময় করতে পারি। ও সুস্থ হয়ে উঠলে আমার লোকেরা ওকে আপনার কাছে পৌছে দেবে।'

: 'হ্যাঁ। বুড়ো ঠিকই বলেছে।' ডাক্তার বলল। 'আসেম সফর করার উপযুক্ত নয়। ওর কয়েক দিনবিশ্রামেরপ্রয়োজন।'

মাথা নুইয়ে কি যেন ভাবলেন সিপাহসালার। অবশেষে বললেন: 'আসেম, তুমি এদের কাছে থাকতেপারবে?'

: 'আপনি ভাববেন না। আমি ওদেরকে বিশ্বাস করি।'

সিপাহসালার এক আরব রইসকে বললেনঃ 'এ অভিযানে আসেমকে সাথে রাখা যে কত প্রয়োজন তা নিশ্চয় তুমি জান। কিন্তু ও আহত এবং অসুস্থ। এমন বাহাদুর যুবকের জীবন ঝুকিপূর্ণ করতে চাইনা। নৌকা ছাড়া ওকে নেয়া সম্ভব নয়। স্রোত তীব্র হলে নৌকা ধীরে ধীরে চলবে। এখন তুমি আরবদের নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে পারলে এবং আসেমের অনুপস্থিতিতে এরা সাহস হারাবেনা এ ব্যাপারে আমায় আশ্বস্ত করতে পারলে ওকে রেখে যাব।'

ঃ 'আমাদের সর্দাররা আসেমকে সর্দার হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। আমাদের কারো জীবন এর জীবনের চেয়ে প্রিয় নয়। আপনার আস্থা না থাকলে নিজেই তা পরখ করে নিতে পারেন।'

ঃ 'তুমি আশ্বস্ত হলে আমার আর দরকার নেই। আসেমের দায়িত্ব তোমায় দিতে চাইছি।'

সিপাহসালার এবার বৃদ্ধের দিকে তাকালেন।

ঃ'সুস্থ হওয়া পর্যন্ত আসেম তোমার মেহমান। এক্ষুণি নৌকার বন্দোবস্ত করো। তবে তুমি কিন্তু আমাদের ছেড়ে যেতে পারবে না। কথা দিয়েছ কয়েক মঞ্জিল পর্যন্ত আমাদের পথ দেখাবে।'

ঃ 'আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি আপনার সাথেই থাকব। এর দায়িত্ব দেব আমার ছেলেকে। ও তার উপকারী বন্ধুর জন্য কিছুই করতে পারেনি। এজন্য দুঃখ করছিল ও আমি এখনি নৌকার ব্যবস্থা করছি।'

বুড়ো সর্দার ছেলে এবং কবিলার কজনকে নিয়ে হাঁটা দিলেন।

ঃ 'আসেম।' সিপাহসালার বললেন 'তোমার লোকদের সঙ্গে রাখবে?'

ঃ 'না। আমার সেবা শুশ্রুষার জন্য ক্রেডিসই যথেষ্ঠ।'

ঃ 'ক্রেডিসকে যথেষ্ঠ মনে করলে আমার কোন কথা নেই।'

ঃ 'ওর উপর আমার আস্থা রয়েছে। কিন্তু আমরা দু'জনের একজনও এলাকার লোকদের ভাবা বুঝিনা। সম্ভব হলে তাবার কয়েদী দোভাষীকে আমার কাছে রেখে যান।'

সিপাহসালার দোভাষীর দিকে তাকিয়ে আসেমকে বললেনঃ 'হ্যা, ওকে বিশ্বস্ত মনে হচ্ছে। তুমি ওকে সাথে নিয়ে যেতে পার।'

খানিক পর আসেম জ্ঞান হারাল। অজ্ঞান অবস্থায়ই তাকে নৌকায় তোলা হল। ক্রেডিস ছাড়াও সর্দারের ছেলে এবং তাবার কয়েদীও নৌকায় উঠল। কবিলার এক যুবক আসেমের ঘোড়া নিয়ে নদীর তীর ধরে হেঁটে আসছিল।

দিনের আলো নিভে গেছে বহু আগে। আসেমের জ্ঞান ফিরে এল ধীরে ধীরে। কেঁপে কেঁপে খুলে গেল তার চোখের পাতা। রাতের তারাভরা আকাশের দিকে চাইল আসেম। ঘামে ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গেছে তার। তৃষ্ণায় শুকিয়ে আসছে গলা। কিছুক্ষণ নিঃসাড় পড়ে রইল। আচম্বিত চঞ্চল হয়ে উঠে বসল ও। চাইল এদিক ওদিক। বুঝতে পারল ও নৌকায় বসে আছে।

মাঝিরা লগি ঠেলছে। তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে নৌকা। পাশে কয়েক ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে। দিনে ও যে নৌকায় উঠেছিল এ নৌকাটা তারচে বড় মনে হচ্ছে।

: 'আমি কোথায়?' নিজের কাছে ও নিজেই প্রশ্ন করল। সর্দারের গ্রামতো এতো দূরে নয়। সূর্যোদয় পর্যন্ত পৌছার কথা। নানান প্রশ্ন ওকে পেরেশান করে তুলছিল। ক্রেডিসকে ডাকতে লাগল ও। পাশে শোয়া ক্রেডিস আসেমের ডাকে ধড়কড়িয়ে উঠে বসল। আসেম বলল: 'ক্রেডিস' রাত হয়ে গেল। এখনো সে গ্রাম আসেনি।'

: 'এই তো ভোর হল প্রায়। সে গ্রাম আমরা কয়েক মাইল পেছনে রেখে এসেছি।'

স্তব্দ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল আসেম। কতক্ষণ মুখে কোন কথা ফুটল না। অবশেষে বলল: 'আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ক্রেডিস?'

আসেমের কাঁধে হাত রাখল ক্রেডিস। বলল: 'আপনি পেরেশান হবেন না। আমি শুধু এক বন্ধুর কর্তব্য পালন করছি। সে গ্রাম পেরোনোর সময় আপনি অজ্ঞান ছিলেন। সারা পথেই দোভাষী আমায় বলছিল, তাবা ছাড়া আপনার ভাল কোন চিকিৎসা হবে না। ভাগ্য ভাল, বড় একটা নৌকা পেয়েছি। আমার জোরাজুরীতে সর্দারের ছেলে আপনাকে তাবায় পৌছে দিতে রাজী হয়েছে।'

: 'সর্দারের ছেলেকে তুলে দাও। আমি ফিরে যাব।'

: 'সে এখানে নেই।'

: 'ও আমার কাছ থেকে সটকে পড়তে চাইছে, বিশ্বাস হয়না।'

: 'ও আপনাকে তার বাড়ীতে তুলতে চেয়েছিল। এ নিয়ে অনেক্ষণ ঝগড়া হয়েছে।'

: 'তুমি ভাল করনি ক্রেডিস। মাঝিদের ফিরে যেতে বল। তোমার প্রতি এ আমার নির্দেশ।'

: 'অসম্ভব।.এ হতে পারে না।'

আসেম নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলনা। অনেক্ষণ চোখ বড় বড় করে ও ক্রেডিসের দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে বলল: 'আমায় পানি দাও।'

কাঠের তৈরী বাটি ভরে পানি দিল ক্রেডিস। আসেম পানি খেয়ে বাটি ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল: 'ক্রেডিস, আমার তরবারীটাও হয়ত কোথাও লুকিয়ে ফেলেছ?'

: 'তরবারী এখানেই রয়েছে। আপনার কষ্ট হবে ভেবে সরিয়ে রেখেছিলাম।.এই নিন।'

খাপসহ তরবারী বাড়িয়ে ধরল ক্রেডিস। অকস্মাৎ আসেম একটানে তরবারী বের করে নিল। ক্রেডিস কিছু বুঝে উঠার পূর্বেই তরবারী ধরল তার বুকে।

: 'ক্রেডিস, আমি অসুস্থ। কিন্তু আমার গলায় গোলামীর বেড়ী পরাবে ততোটা অসহায় নই।'

: 'এক বাহাদুর নওজোয়ানের জীবন বাঁচানো যদি অপরাধ হয়ে থাকে, তবে আমি অপরাধী। আমায় হত্যা করতে পারেন।' ক্রেডিসের নির্বিকার কণ্ঠ।

: 'মাঝিদের ফিরে যেতে বল। আর নয়তো বলো নৌকা কিনারে ভিড়াতে।'

: 'মাঝিরা আমার কথা বুঝে না।'

ঃ 'তাহলে আরকেমসকে জাগিয়ে দাও।'

ঃ 'আমি জেগেই আছি।' উঠতে উঠতে বলল আরকেমস। 'আপনি যদি ওই গ্রামেই দাফন হতে চান তাহলে ক্লেডিসকে পরামর্শ দেব আপনার কথামত কাজ করতে।'

ঃ 'তোমরা কি করতে চাইছ?' আসেমের কণ্ঠে বিস্ময়।

ঃ 'মরার আগে বিবি বাচ্চাদের এক নজর দেখতে চাই।' আরকেমস বলল। 'ওরা আমার পথপানে চেয়ে আছে। আপনি আমায় রুখতে পারবেন না। জীবনের শেষ ইচ্ছে পূরণের জন্য প্রয়োজন হলে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ব। হয়ত মাছেরা আমায় গিলে ফেলবে। আপনার হাতে তো মরছিনা। ক্লেডিসের ইচ্ছেও আমার চে ভিন্ন নয়। কিন্তু আপনাকে এ অবস্থায় ছেড়ে যেতে পারছিনা। সর্দারের ছেলে আমাদের বলেছিল, তোমরা তাবা থেকে কোন ভাল ডাক্তার নিয়ে এসো। আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন,আপনি যখন অজ্ঞান ছিলেন আপনার তলোয়ার ছিল ক্লেডিসের হাতে।' আসেম তরবারী একদিকে ফেলে দিল। কণ্ঠে ফুটে উঠল অশান্ত বিষন্নতা।

ঃ'তুমি জান ক্লেডিস, আমি তোমায় হত্যা করতে পারব না।'

ঃ 'জানি বলেই তরবারী আপনার হাত তুলে দিয়েছি। আমি জীবনের উপর আপনার মত এতটা বিতৃষ্ণ হইনি।'

ঃ 'তোমরা কি আমায় তাবা নিয়ে যেতে চাইছ?'

ঃ 'না, আপনাকে আরো দূরে নিয়ে যাব। এমন স্থানে, যেখানে ফিরে পাবেন আপনার হারানো শান্তি। কিন্তু এ মুহূর্তে আপনাকে সুস্থ করে তোলাই আমার বড় কাজ। তাবায় আপনার শরীর সুস্থ না হলে বেবিলন যাব। সুস্থ হওয়ার পর আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন কোথায় যাবেন। যে শান্তির অন্বেষায় ঘর ছেড়েছিলেন তা কোথায় পাবেন খুঁজে নেবেন আপনি। কয়েক মঞ্জিল পর হয়ত দুজনার পথ দুদিকে চলে যাবে। তবু মনে সান্ত্বনা থাকবে, যে আমায় মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছিল, সামর্থানুযায়ী সে শরীফ দুশমনের উপকারের প্রতিদান দিতে পেরেছি।'

ঃ 'কিন্তু আমার সঙ্গীরা আমায় কি মনে করবে? সিপাহসালারইবা কি ভাববেন। আমায় পাড়ে নামিয়ে দাও ক্লেডিস। এরপর তোমরা মুক্ত। যেখানে ইচ্ছা চলে যেও।'

ঃ 'এ মুহূর্তে আমার মুক্তির চাইতে আপনার জীবন আমার কাছে বেশী প্রিয়।' ক্লেডিসের কণ্ঠে দৃঢ়তা। 'আপনি তো ভাবছেন সিপাহসালার আপনার অপেক্ষা করছেন। তার আশংকা ছিল, পথে আপনার কোন কিছু হলে আরব সৈন্যরা বেঁকে যাবে। কিন্তু তার সে আশংকা দূর হয়েছে। কয়েক মঞ্জিল পর ইরানীদের বিজয়ের জন্য না হোক নিজেদের অস্তিত্বের জন্য হলেও ওরা তার নির্দেশ মেনে নেবে। আমার তো বিশ্বাস, আপনার মৃত্যু অথবা আত্মগোপনের কথা যদি তিনি জানতে পারেন,আরবদের কাছে তা গোপন রাখবেন। সেনাবাহিনী ছেড়ে আসাতে জীবনটা শুন্যতায় ভরে যাবে ভেবে থাকলে ভুল করছেন। সিপাহসালার বাড়তি সাহায্যের আশায় এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কিসরার কাছে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করতে চাইছেন না। যে সেনাপতি পালিয়ে যাবার মন নিয়ে এগিয়ে যান তার নেতৃত্বে জীবন দেয়া নিরেট বোকামী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস,

কিসরা এখন কন্স্টান্টিনোপল আক্রমন করার জন্য সর্বশক্তি একত্রিত করছেন। এ অভিযানের জয় পরাজয়ে তার কিছু আসে যায় না। তা না হলে এতদিনে আপনাদের জন্য সাহায্য পাঠিয়ে দিতেন। আসেম! বন্ধু আমার! মুনীব আমার! দয়া করে আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এমন সময় আসবে, যখন আপনি আমায় দুশমন ভাববেন না।'

আসেম শুতে শুতে বললঃ 'আবার তুমি আমায় অন্তহীন হতাশার আঁধারে ঠেলে দিচ্ছ। ওখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে নিশানাহীন পথ।'

পূব আকাশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। রাতের কর্তব্যরত মাঝিরা সঙ্গীদের জাগিয়ে নৌকা ওদের হাওলা করে নিজেরা শুয়ে পড়ল। ভোরের মুক্ত বাতাসে অনেকটা ভাল বোধ করছিল আসেম। ও শুয়ে শুয়ে বিচিত্র পাখীর ওড়াউড়ি দেখছিল। সামনে বাঁক খেয়েছে নদী। হঠাৎ ভেসে এল নাকাড়ার শব্দ। আসেম এবং তার সঙ্গীরা ভয়ার্ত চোখে পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল। আরকেমস বললঃ 'ভয়ের কারণ নেই। নাকাড়া বাজিয়ে ওরা বন্ধুত্বের পয়গাম দিচ্ছে। সর্দারের ছেলে এসব গাঁয়ে দূত পাঠিয়েছিল।'

বাঁক পেরোল ওরা। পাড়ের টিলায় দেখা গেল কৃষ্ণাঙ্গদের ভীড়। তাদের মাঝখানে ঘোড়ার বলগা ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক। হাত নাড়ছিল সে। ক্লেডিস বললঃ 'ওতো সর্দারের ছেলে। কিন্তু এখানে কি করছে?'

ঃ 'সম্ভবত আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।'

ঃ ' আমার মনে হয় না আপনার সাথে ও এতটা শত্রুতা করবে।'

ঃ 'ক্লেডিস, ওর সাথে যেতে চাইলে আমায় বাঁধা দিওনা।'

ঃ 'বাঁধা দেব না বরং আমিও আপনার সাথে ফিরে যাবো।'

ক্লেডিসের এসব তৎপরতা আসেমের বোধগম্য ছিল না। ও প্রশ্ন করলঃ 'সুখের পায়রারা যেখানে ওড়াউড়ি করছে, যে জীবন হাসি আনন্দের পশরা সাজিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, তুমি কি সে জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবে?'

ঃ 'হয়ত তাতেই বাধ্য হব। কিন্তু আপনাকে ছাড়া আমি বেবিলন যেতে পারবনা। ইরানীরা আমায় তাবার সামনে যেতে দেবে না। কিন্তু আমার দুঃখ থাকবে যে আপনি অকারণে জীবনের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।'

ঃ 'ক্লেডিস, যেদিন দেশ ছেড়েছিলাম, জীবনের সাথে সব সম্পর্ক সেদিনই ছিড়ে গেছে। এখন হাসি আনন্দ আমার কাছে উপহাস বলে মনে হয়। আমি যে বেঁচে আছি কখনো কখনো এতেও

সন্দিহান হয়ে উঠি। আমার অতীত এক দুঃস্বপ্ন। সে স্বপ্নের কোন ব্যাখ্যা নেই। চারদিক থেকে নিরাশ হয়েই আমি যুদ্ধের হাঙ্গামায় ডুবে গিয়েছিলাম। আমার বীরত্বপূর্ণ কাজগুলোও এখন উপহাস মনে হচ্ছে। তুমি পেরেশান হয়ো না। ফিরে আমি যাব না। হয়ত তাবায়ও থাকব না। রাতে তোমার সাথে কথা বলার সময় মনে হয়েছিল মৃত্যু আমার কত নিকটে। জীবনটা কোন কাজে এলে আমি তোমার সাথে যাব ক্রেডিস। কিন্তু তোমায় একটা কথা দিতে হবে।'

ঃ 'বলুন।' ভারী শোনাল ক্রেডিসের কণ্ঠ।

ঃ 'তোমার দেশে যেন বেকার না থাকি এজন্য ভেড়া চরাবার মতো হলেও ছোটখাট কোন কাজ পাব?'

ঃ 'হ্যাঁ।' ক্রেডিস মুচকি হেসে বলল। 'কিন্তু আমার ভয় হয় ইরানীরা ওখানে গেলে ভেড়ার পাল রক্ষা করার জন্যও আপনি তরবারী তুলবেন।'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল আসেম। নৌকা তীরে ঠেকল। ঘোড়া ছেড়ে ছুটে এল সর্দারের ছেলে। আসেমের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'এখন আপনার শরীর কেমন। সারারাত ভেবেছি, ছইছাড়া নৌকায় মরুর তেজী রোদে খুব কষ্ট পাবেন। এরা আমাদের বন্ধু। আপনার কথা শুনে আপনাকে বিদেয় দিতে এসেছে। আপনার জন্য এরা হরিণ, মাছ আর পাখি শিকার করে নিয়ে এসেছে। উপরে উঠে খানিক বিশ্রাম করুন। নৌকায় ছই লাগিয়ে দিচ্ছি।'

আসেম তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পাড়ে নেমে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসল। সর্দারের ছেলে এবং স্থানীয় সর্দাররা তার পাশে বসল। কয়েক জন নেমে গেল ছই লাগানোর কাজে।'

ঘন্টাখানেকের মধ্যে ছই লাগিয়ে ওরা শিকারগুলো নৌকায় তুলে দিল। উঠে দাঁড়াল আসেম। মোসাফেহা করল সবার সাথে। আবার ধন্যবাদ জানিয়ে নৌকায় উঠে বসল। ঢেউয়ের তালে তালে এগিয়ে চলল নৌকা। কিনারে দাঁড়িয়ে সর্দারপুত্র চেঁচিয়ে বললঃ 'আমি ফিরে যাচ্ছি। সামনের মঞ্জিলগুলোতে আমার প্রয়োজন পড়বে না। আমি পরবর্তী মঞ্জিলে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি। ওরা আপনাদের সহযোগিতা করবে। এ ঘোড়াটা দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। অনেকদিন থেকে এমন একটা ঘোড়ার শখ ছিল।'

হাত তুলে তার সালামের জবাব দিল আসেম। নীলের পানি কেটে তর তর করে এগিয়ে চলল নৌকা।

তাবার প্রাচীন শাহী মহল। গভর্ণর চঞ্চল হয়ে এক কক্ষে পায়চারী করছিলেন। একজন সিপাই ভেতরে প্রবেশ করল। গভর্ণরকে স্যালুট দিয়ে বললঃ 'হুজুর। ইস্কানদারিয়ার দূত আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।'

গভর্ণর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সিপাইটির দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'ওকে নিয়ে এসো।' সিপাইটি ফিরে গেল। অকরুণ ভঙ্গীতে চেয়ারে বসে পড়লেন গভর্ণর। খানিকপর এক যুবক ভেতরে প্রবেশ করল।

পোষাকে তাকে খান্দানী ইরানীর মতো মনে হয়। ও নিঃশঙ্ক মনে গভর্ণরের পাশে বসে পড়ল।
ঃ 'আমি ভোর থেকে আপনার নির্দেশের অপেক্ষা করছি। কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন?'

ঃ 'কাল ভোরেই একদল সৈন্য পাঠাতে পারি। কিন্তু আপনারা নির্বিবাদে ওখানে পৌঁছবেন এ নিশ্চয়তা দিতে পারছি না।'

ঃ 'ইস্কান্দারিয়ার গভর্ণরের কাছে শাহানশার নির্দেশ ছিল যে, অনতিবিলম্বে হাবশার দিকে এগিয়ে যাওয়া সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তার অর্ধেক ফৌজ পাঠিয়ে দেবে এশিয়ার রণক্ষেত্রে। আপনি কি বুঝতে পারছেন এ নির্দেশ পালন না করা হলে আমাদের কি অবস্থা হবে।'

ঃ 'তা বুঝি। কিন্তু আপনি বিনা বাঁধায় ওখানে পৌঁছতে পারবেন তিনি তা মনে করলেন কিভাবে? ফৌজ এখন কদ্দুর গেছে তাও তো জানি না। নোতায় আমাদের হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে। সিপাহসালার সাহায্য চেয়ে পাঠালেন যে, নতুন করে সাহায্য না পেলে আমাদের বিজয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ। অথচ তার দূতকে বেবিলন থেকে ফিরিয়ে দেয়া হল। বলা হল, শাহানশা কেবল হাবশা বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে আসা দূতকেই গ্রহণ করবেন।'

ঃ 'শাহানশা হাবশা জয়ের আশা ত্যাগ করেননি। তিনি আগে কস্তুনতুনিয়া দখল করে নিতে চাইছেন। আগামীকাল রওয়ানা করতে পারলেই ভাল হয়।'

হন্তদন্ত হয়ে এক ইরানী অফিসার ভেতরে প্রবেশ করে বললঃ 'পাহারাদাররা একজন রোমানকে গ্রেফতার করেছে। সে বলছে, সে নাকি হাবশার দিকে যাওয়া আরবদের সালারের চাকর। ওরা নোতা থেকে নৌকায় চেপে এখানে এসেছে। আমি নৌকার তল্লাশী নেয়ার জন্য সিপাইদের পাঠিয়ে দিয়েছি।'

ঃ 'সে এখন কোথায়?' গভর্ণরের প্রশ্ন।

ঃ 'তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। কিন্তু সে আপনার সাথে দেখা করার জন্য জোরাজুরি করছে।'

ঃ 'তাকে নিয়ে এসো। না থাক, আমি নিজেই যাচ্ছি।'

গভর্ণর অফিসারের সাথে বেরিয়ে গেল।

ইস্কান্দারিয়ার গভর্ণর হতভম্বের মত বসে রইল খানিক। এরপর সেও ওদের অনুসরণ করল। ওরা এসে দাঁড়াল কয়েদখানার বন্ধ দরজার সামনে।

অফিসারের ইঙ্গিতে সেন্ট্রি দরজা খুলে দিল। এক লাফে বেরিয়ে এল ক্লেডিস। তাবার গভর্ণরের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'আপনি আসেমকে চেনেন? তিনি আরব পল্টনের সালার।'

ঃ 'হ্যাঁ। আমি তাকে চিনি। সম্ভবত তোমাকেও তার সাথে দেখেছি।'

ঃ 'তিনি অসুস্থ। নৌকায় শুয়ে আছেন। সিপাহসালার তাকে বেবিলন অথবা ইস্কান্দারিয়া পৌঁছে দিতে বলেছেন। এখানে ভাল কোন ডাক্তার থাকলে আমাদের সাথে দিয়ে দিন।'

ঃ 'আগে বল তোমরা এখানে কিভাবে এলে?'

ঃ 'তার অবস্থা ঘোড়ায় চড়ার মত নয়। এজন্য নৌকায় করে আসতে হয়েছে।'

ঃ 'পথে কোন অসুবিধা হয়নি?'

ঃ 'না। পথের কবিলাগুলো বরং আমাদের সহযোগিতা করেছে।'

ঃ 'কি করে সম্ভব। আমরা তো সংবাদ পেয়েছি ওরা প্রতি পদে পদে বাঁধা দিচ্ছে।'

ঃ 'এ সংবাদও সত্যি। একটা যুদ্ধে ওদের প্রচুর ক্ষতি হয়। এরপর থেকেই আমাদের সহযোগিতা শুরু করেছে ওরা। ওদের একজন সর্দার এ নৌকার ব্যবস্থা করেছেন। তা নয়তো আমরা আসতে পারতাম না।'

ঃ 'এসো। আমরা তোমার সাথে যাব।'

কিছুক্ষণ পর। গভর্ণর, শহরের নামকরা ডাক্তার এবং ইস্কান্দারিয়ার দূত নৌকায় পৌছল। শোয়া থেকে উঠে বসল আসেম। ডাক্তার আসেমের নাড়ী পরীক্ষা করে তাকে দু'হাত ধরে শুইয়ে দিতে দিতে বললঃ 'তুমি শুয়ে থাকো। আমি টাংগার ব্যবস্থা করছি।'

আসেম গভর্ণরের দিকে ফিরে বললঃ 'আমাদেরকে নৌকা থেকে না তুলে কিছু খাবার দিয়ে দিলে ভাল হয়। এ শরীর নিয়ে নৌকা থেকে নামতে চাই না। আমার মনে হয়, বেবিলন অথবা আরো সামনের সাগর পাড়ের শহরগুলোর আবহাওয়া এর চে ভাল হবে।'

ঃ 'কিন্তু এত জ্বর নিয়ে সফর করতে পারবে না। কয়েক দিন থেকে তারপর না হয় যেও।'

ঃ 'না, এখানকার উত্তপ্ত আবহাওয়া আমি সইতে পারছিনা।'

ঃ 'তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এখানে আটকে রাখব না। আচ্ছা, বল তো আসেম, সিপাহসালার পর্যন্ত কিভাবে সংবাদ পৌছাতে পারি। শাহানশা হাবশার দিকে এগিয়ে যাওয়া সৈন্যদের কস্তুনতুনিয়া পাঠিয়ে দিতে বলেছেন।' বলল গভর্ণর।

ঃ 'আমার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারলে এ মাঝিরা বিনা দ্বিধায় আপনার দূতকে সিপাহসালারের কাছে নিয়ে যাবে।'

ঃ 'তোমাকে আমি এরচে বড় নৌকা দিতে পারি। কিন্তু পথে আমাদেরকে এরা ধোকা দেবেনা, তোমায় এ জিম্মা নিতে হবে।'

ঃ 'এদের সর্দার আমাদের বন্ধু। আমার তো বিশ্বাস, এরা সাথে থাকলে পথের কোন কবিলাই আপনাদের পেরেশান করবেনা। পথে ওরা আমার সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেছে।'

ঃ 'নোভার সংবাদ শুনে ভেবেছিলাম সিপাহসালারের সাথে সম্পর্ক রাখতে হলেও কয়েক প্লাটুন সৈন্য পাঠাতে হবে। কিন্তু এখন মনে হয় কুদরত তোমাকে আমাদের সাহায্যে পাঠিয়েছেন।'

দূত বললো ঃ 'আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিপাহসালারের খিদমতে হাজির হতে চাই। মাঝিদের বলুন ওদের এ উপকার আমরা ভুলবোনা। সিপাহসালারও ওদের পুরস্কৃত করবেন।'

ঃ 'এরা আপনাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইবেনা। তবে ওদের খুশী করার জন্য একটা করে ঘোড়া দিয়ে দিলেই হবে। ওদের এলাকায় ঘোড়া দুষ্প্রাপ্য। তখন দেখবেন, ওরা আপনাদের জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হবে না।'

দূত আবার গভর্নরের দিকে তাকালো। গভর্নর বললেনঃ 'আস্তাবলের ভালো ঘোড়াগুলোই ওদেরদেবো।'

আসেম আরকেমসের মাধ্যমে মাঝিদের সাথে কথা বললো। অবশেষে গভর্ণরকে লক্ষ্য করে বললোঃ 'এরা আপনার দূতকে সিপাহসালারের কাছে পৌছে দিতে রাজী হয়েছে। কিন্তু ওদের ভাষা বুঝতে পারে এমন কাউকে ওদের সাথে পাঠনো উচিৎ।'

আবার গভর্নর আরকেমসকে দেখিয়ে বললেনঃ 'ও-কে?'

ঃ 'ও এক কয়েদী। কথা দিয়েছি ব্যাবিলন পৌছেই তাকে ছেড়ে দেবো। আমার তো ধারনা, এদের ভাষা বোঝার মত লোক আবারও পাওয়া যাবে।'

ঃ নোভার হাজার হাজার লোক এখানে কাজ করে।' আরকেমস বললো। 'আপনি ওদের কাউকে পাঠাতে পারেন।'

ঃ 'আরকেমসের উৎকণ্ঠা দেখে গভর্ণর মৃদু হাসলেন। ঃ 'তুমি পেরেশান হয়োনা। আসেম তোমায় মুক্তি দেবে বলেছে। আমি তোমায় ফিরিয়ে নেবো না।' এরপর গভর্ণর আসেমের দিকে ফিরলঃ 'তোমার শরীর সফরের উপযুক্ত নয়। কদিন এখানে বিশ্রাম করলে ভাল হয় না?'

ঃ 'না, আমায় যেতে দিন। এখানকার গরম আমার সহ্য হয় না।'

গভর্ণর ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'কি ডাক্তার। তুমি কি বল?'

ঃ 'আমি কদিন বিশ্রাম করারই পরামর্শ দিয়েছিলাম। তা ও যদি যেতেই চায় কদিনের অষুধ দিয়েদেব।'

ঃ 'ঠিক আছে। আসেম যেতে চাইলে এখুনি সফরের বন্দোবস্ত করছি।'

ঘন্টা খানেক পর। আসেম, ক্রেডিস এবং আরকেমস এক পালতোলা নৌকায় উঠে বসল।

নিশুতি রাত। বারান্দায় ফুরফুরে বাতাসে শুয়েছিল আতুনি এবং ক্রেমস। হঠাৎ আতুনির মনে হল কে যেন দরজার কড়া নাড়ছে। ধড়ফড় করে উঠে বসল ও। উৎকণ্ঠিত হয়ে চাইতে লাগল এদিক ওদিক। চারদিক নিঝুম, নিস্তব্ধ। ক্রেমসের নাকডাকার শব্দে থেকে থেকে সে নিরবতা খান খান হয়েযাচ্ছে।

শুয়ে পড়ল আতুনি। কিন্তু আবার ভেসে এল কড়া নাড়ার শব্দ। ওর হৃদপিন্ড লাফাতে লাগল। পিতাকে জাগাবে মনে করে বসল। কিন্তু কি ভেবে জাগালনা। আলতো পা ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। একটা চাকর দরজার পাশে ঘুমিয়ে আছে। দরজা থেকে কয়েক কদম দূরে থমকে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল আবার। নীচু কণ্ঠে বললঃ 'কে?'

ঃ 'আমি ক্রেডিস। দরজা খোল আতুনি।'

আত্তুনির মনে হল আকাশের সব নক্ষত্র টুপটাপ করে তার পায়ের কাছে ঝরে পড়ছে। বাঁধভাঙা আনন্দের সাগরে ও হাবুডুবু খেতে লাগল। আবার শব্দ হল বাইরে। ঃ 'দরজা খোল আত্তুনি।' জলদি করে ও কাঁপা হাতে দরজা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল ক্লেভিস। ও কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে তার, ক্লেভিস বলল: 'স্বপ্ন নয় আত্তুনি। আমি সত্যি সত্যি এসেছি।'

দুহাত প্রসারিত করল ক্লেভিস। আত্তুনি ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকে। অনিরুদ্ধ কান্নার আবেগ ওর বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল খাপছাড়া কথার মালাঃ 'যদি তুমি জানতে, কতদিন তোমায় স্বপ্নে দেখেছি, তুমি দরজার কড়া নাড়ছ। এখনো ভাবছিলাম, হয়ত আমার শোনার ভুল। পথের প্রতিটি পদশব্দে চমকে উঠতাম। মনে হত তুমি আসছ। এখন এলে নিশুতি রাতে। সত্যি করে বলো, তোমার কোন বিপদ নেইতো?'

ঃ 'না আত্তুনি। আমি এখন বিপদমুক্ত। আববা কোথায়?'

ঃ 'ঘুমিয়ে আছেন। আমি তাকে জাগিয়ে দিচ্ছি।' বলেই ক্লেভিসের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ও এক ছুটে ক্লেমসের বিছানার কাছে পৌঁছল। ঃ 'আব্বা। আব্বা। ও এসেছে।' ক্লেমস ধড়ফড়িয়ে উঠে বসতে বসতে প্রশ্ন করলঃ 'কে এসেছে?'

ঃ 'আব্বা, ক্লেভিস এসেছে।' অনেক কষ্টে আনন্দাশ্রু গোপন করছিল আত্তুনি।

ক্লেমস দাঁড়াল। দু'পা এগিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হল দুজন। ঃ 'বাবা, কিভাবে এসেছ? পালিয়ে না তো! সত্য বলতো তোমার কোন বিপদ নেইতো?' এক নিঃশ্বাসে এতগুলি প্রশ্ন করল ক্লেমস।

ঃ 'আপনি পেরেশান হবেননা। আসেম যতক্ষণ সাথে আছে আমার কোন ভয় নেই। তার কথা বলে বেবিলনের গভর্ণরের প্রাসাদেও ঢুকে যেতে পারব।'

ঃ 'আসেম? কোথায় আসেম?'

ঃ 'ও অসুস্থ। নৌকায় শুয়ে আছে। হাতে সময় খুব কম। আমরা কস্তুনতুনিয়া যাচ্ছি। আপনারা তৈরী হয়ে নিন।'

ঃ 'কস্তুনতুনিয়া?' ক্লেমস এবং আত্তুনি এক সঙ্গে প্রশ্ন করল।

ঃ 'নীলটা পার হওয়াই আমাদের জন্য সমস্যা। রোম উপসাগরে ঢুকলে আমরা বিপদমুক্ত। আমাদের নৌকায় ইরানী পতাকা। তাবার গভর্নরের চিঠি রয়েছে আমাদের সাথে। এরপরও কোন বিপদ দেখা দিলে বলব আসেমকে সিরিয়ার কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে পৌঁছে দিতে হবে। রোম উপসাগরে নিশ্চয় আমাদের জাহাজ পেয়ে যাব। শহর ছাড়িয়ে নৌকা নোঙ্গর করেছি। রাতে এখানে পৌঁছতে পারব কিনা আমার শুধু এই আশঙ্কাই ছিল।'

ঃ 'ইরানী সিপাইরা এখন আর শহরের অলি গলিতে টহল দিয়ে বেড়ায়না। তাদের অধিকাংশই কস্তুনতুনিয়ার দিকে চলে গেছে। ওরা এখন গভর্নরের প্রাসাদ আর সেনাছাউনি পাহারা দিচ্ছে। প্রশাসনিক দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে স্থানীয় লোকদের উপর।'

ঃ 'এখানে কোন অসুবিধা না হলে আপনাকে যেতে বাধ্য করবনা।'

ঃ 'না বাবা , আমরা তোমার সাথেই যাব। তোমার অপেক্ষা না করলে এতদিন আমরা এখানে থাকতাম না। বেবিলন থেকে হাজার হাজার লোক পালিয়ে গেছে। রোমান জাহাজগুলো ওদের সাহায্য করছে। কিন্তু আসেম তোমার সাথে পালিয়ে এল কেন বুঝতে পারলামনা।'

ঃ 'আসেম অসুস্থ। নিজের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার শক্তি এখন ওর নেই। তাড়াতাড়ি করুন। কথা বলার জন্য নৌকায় অনেক সময় পাওয়া যাবে। শুধু জরুরী জিনিষ আর খাবার দাবার সাথে নেবেন।'

ঃ 'মা আন্তুনি। চাকরটাকে তুলে দাও।'

ওরা প্রস্তুতি নিতে লাগল। একটু পর। ফ্লেমস, আন্তুনি এবং তাদের চাকর তৈরী হয়ে নিল। সুনসান গলি। ওরা নির্বঞ্ঝাটে নদী পারে চলে এল। নদী পারে ঘন বৃক্ষের সারি। গাছের ছায়া ছায়া পথ ধরে এগিয়ে চলল ওরা।

ঃ 'এখন কোন বিপদ নেইতো?' ফ্লেমসের প্রশ্ন। 'একটু দাঁড়াও, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তোমাদের নৌকা কি অনেক দূরে। ?'

ক্রেডিস দাঁড়িয়ে পড়ল। ঃ 'আরেকটু যেতে হবে। ইরানীদের চোখে পড়লে আজেবাজে প্রশ্ন করে আমাদের বিব্রত করে তুলবে এ জন্য শহরের কাছে নৌকা রাখিনি।'

ঃ 'মাঝিদের বিশ্বাস করা যায়?'

ঃ 'হ্যাঁ। ওরা সবাই কিবতি বংশের লোক। নীলের শেষ মাথা পর্যন্ত চোখ বুজেই ওরা আমাদের হুকুম মেনে নেবে। নীল পার হলে বলব আমরা সিরিয়া যাচ্ছি। সাগরে পড়লে নৌকা আমাদের নির্দেশ মতই ঘুরবে।'

ওরা নৌকার কাছাকাছি পৌছল। তাড়াহুড়া করে নৌকা থেকে নেমে এল আরকেমস। বললঃ 'আপনারা অনেক দেরী করে ফেলেছেন। ভোর হল প্রায়। তাড়াতাড়ি করুন।'

ঃ 'আসেমের অবস্থা কি?' ক্রেডিসের প্রশ্ন।

ঃ 'না, কোন পরিবর্তন নেই। একটু পূর্বে পানি চাইলেন। কিছুক্ষণ কথা বললেন আমার সাথে। কিন্তু এখন আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।'

ঃ 'এবার তুমি মুক্ত। আমাদের ব্যাপারে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে যে, আমায় রাতে তীরে নামিয়ে দেয়া হয়েছিল।'

ঃ 'আপনি নিশ্চিত থাকুন। বেবিলন এখনো দূরে। ইরানীরা আমায় দেখতেই পাবেনা।'

ফ্লেমসের চাকর জিনিষ পত্তর নৌকায় তুলে দিল। ক্রেডিস বললঃ 'বেবিলনে যদি আমাদের খোঁজাখুজি শুরু হয় প্রথমেই তোমার মুনীবের ঘরে তল্লাশী নেয়া হবে। আন্তুনি এবং তার পিতার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবে তারা ইস্কান্দারিয়া চলে গেছে। আসি।'

ফ্রেমস বললঃ 'আর শোন, অবস্থার পরিবর্তন হলে আমি ফিরে আসব। কিন্তু যদি না আসি, বাড়ী এবং সরাইখানা তোমার।'

ঃ 'আমায় সাথে নেবেন না?' চাকরের চোখে ছলকে এল অশ্রু রাশি।

ফ্রেমস তার কাঁধে স্নেহের হাত বুলিয়ে বলল, ঃ'চিন্তা করোনা। নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে।'

আয়কেমস অস্থির হয়ে বললঃ 'দেরী হয়ে যাচ্ছে তো। তাড়াতাড়ি করুন।' ক্রেডিস, আজুনি এবং ফ্রেমস নৌকার দিকে পা বাড়াল।

পুব আকাশ ফিকে হয়ে উঠেছে। নৌকা বেবিলন থেকে কয়েক মাইল দূরে চলে এসেছে। ক্রেডিস এবং আজুনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ফ্রেমস আসেমের কাছেই বসে তার রোগপাভুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বার বার আসেমের নাড়ী পরীক্ষা করে ফ্রেমস উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছিল। সূর্যোদয়ের খানিক পর চোখ মেলল আসেম। ফ্রেমস তার কপালে হাত দিয়ে বললঃ 'তোমার জ্বর কিছুটা পড়ে আসছে।'

ঃ 'আপনি কখন এসেছেন। আমি এখন কোথায়?' আসেমের ক্ষীণ কণ্ঠ।

ঃ 'আমরা শেষ রাতে নৌকায় উঠেছি। তখন তোমার প্রচন্ড জ্বর ছিল। এখন আমরা বেবিলন থেকে কয়েক মাইল দূরে আছি।'

ঃ 'ক্রেডিস কোথায়?'

ঃ'ঘুমিয়ে আছে।'

ঃ এ অবস্থায় আপনাদের সাথে বেশীদূর যেতে পারবনা। আমায় বেবিলন রেখে আসলে ভাল হতো।'

ঃ 'নিজেই তো বুঝ তোমায় ছেড়ে ক্রেডিস যেতে পারবে না। তুমি অসুস্থ। এ অবস্থায় আমিও তোমায় রেখে যেতাম না। সিরিয়ার মিঠে হাওয়ায় আশা করি খুব শীঘ্র সেরে উঠবে।' আসেমের ঠোঁটে ফুটে উঠল এক টুকরো বিষন্ন হাসি।

ঃ 'ওর মনোভাব আমি বুঝি। ও ভালোয় ভালোয় বাড়ী পৌছাক প্রথম থেকেই চাইছিলাম।

ঃ 'এ জ্বরের অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। ক্রেডিসের কাছে তোমার অবস্থা শুনে আমি অষুধ নিয়ে এসেছি। এই নাও, অষুধটুকু খেয়ে ফেল।' আসেম বসে অষুধ মুখে পুরে এক ঢোক পানি খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল। নিঃশব্দে কেটে গেল কিছু সময়। একে অপরের দিকে নির্ণিমেষ তাকিয়ে রইল। অবশেষে ফ্রেমস বলল ঃ 'তোমার অনুমতি পেলে ক্ষতটা একটু দেখব।'

ঃ 'ক্ষতে কোন ব্যথা নেই। শুকিয়ে আসছে প্রায়। কিন্তু জ্বরটাই আমায় নিরাশ করে দিয়েছে। খোদা হয়ত চাইছিলেন মৃত্যুর পূর্বে জীবনের প্রতি যেন কোন আগ্রহ না থাকে।'

ঃ 'না, না। তুমি নিরাশ হয়ো না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কুদরত তোমায় দিয়ে কোন মহান কাজ করাবেন। হাওয়া বদলালে শরীর এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে।'

ঃ 'অতীত নিয়ে যখন ভাবি, আমার দৃঢ়তা ও আশা আকাংখার কথা মনে হলে হাসি পায়। আমি বার বার ভুল পথেই পা দিয়েছি।'

ঃ 'শুধু চোখ দিয়ে সঠিক পথ খুঁজে নিতে পারলে আজকে পৃথিবীর অবস্থা এমন হতো না। জুলুমের আঁধারে ঢাকা বিশ্বে এমন একজন পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন, আমাদের জ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে যাবে যার দৃষ্টি। হতাশার আঁধারে ঘুরপাক খাওয়া মানুষ এক নতুন প্রভাতের অপেক্ষা

করছে। পূর্বাকাশে যখন ভোরের আলো ফুটবে, তখন তোমার মত শার্দুলরাই নতুন যুগের আলোর মশাল তুলে এগিয়ে যাবে।'

আসেমের শুকনো ঠোঁটে খেলে গেল এক টুকরো ব্যথাতুর হাসি। ঃ 'আমি কোন ভাল পথ পেলেই গ্রহণ করব আপনি ভাবলেন কিভাবে? কেন ভাবছেন না, নদীর তরঙ্গের সাথে খড়কুটোর মতন আমিও ভেসে চলছি। তৃষিত মানুষের মত ছুটে চলছি মায়ামরিচীকার পেছনে।'

ঃ 'তুমি আমার কাছে নতুন নও। যে ব্যক্তির উপর কারো ঋণের বোঝা চেপে আছে সে নিশ্চয়ই তাকে চিনতে ভুল করবে না। তুমি দু'দুবার আমার ইজ্জত এবং জীবন বাঁচিয়েছ। তৃতীয় বার এমন নরক থেকে বের করে নিচ্ছ যেখানে বাঁচার চেয়ে মরাই শ্রেয়। তুমি যদি আত্তুনি এবং তার স্বামীর মনের অবস্থা বুঝতে পারতে, তাহলে বুঝতে ওদের কি দিয়েছ তুমি।'

ঃ 'ক্লেডিস দেশে যাচ্ছে এজন্য আমি আনন্দিত। কিন্তু এখানে আমার কোন দাম নেই। বরং এক অসুস্থ অসহায় মানুষকে সাথে নিয়ে যাবার জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। ও ইচ্ছে করলে আমায় সাগরেও ফেলে দিতে পারতো।'

ঃ 'আসেম! তুমি একি বলছো! তোমার সান্নিধ্য কোন পশুকেও মানুষ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ঠ।'

চমকে পাশের দিকে চাইল আসেম। আত্তুনি এবং ক্লেডিস দাঁড়িয়ে আছে। ও উঠে বসল। আত্তুনি বললঃ 'আব্বা, এখন আমি ওকে দেখব। আপনি বিশ্রাম করুন গে।' এরপর আসেমের দিকে ফিরে বললঃ 'এখন কেমন বোধ করছেন? রাতে আপনার দারুন জ্বর ছিল।'

ঃ 'এখন কিছুটা ভাল।'

আত্তুনি নীরবে আসেমের দিকে তাকিয়ে রইল। তার কাজল কালো দু'টো চোখ অশ্রুয় ভরে গেল। ও বললঃ 'আমি আপনার শোকর গোজারী করছি। আমরা সবাই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

নদীর তীরে ঘন বৃক্ষের সারি। গাছের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে গ্রাম। ফ্রেমস ক্লেডিসকে বললঃ নৌকাটা কিনারে নিলে আসেমের জন্য টাটকা দুধ আনা যেত।'

ঃ 'না, না। আমার জন্য কোন ঝুঁকি নেবেন না।'

ঃ 'আমাদের কোন বিপদ নেই আসেম।' ফ্রেমস বলল। 'ইরানী সৈন্যরা এসব গ্রামে আসেনা। এখন স্থানীয় লোকেরাই খাজনা পত্র আদায় করছে।'

ক্লেডিস মাঝিদেরকে নৌকা তীরে ভিড়াতে বলল। একটা কাঠের তৈরী ভান্ড নিয়ে ফ্রেমস নৌকা থেকে নেমে গেল। ফিরে এল ঘন্টা খানেক পর। সাথে দু'জন গ্রাম্য যুবক। ওরা দু'কলসী দুধ নিয়ে এসেছে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত আসেমের অনেকটা উন্নতি হল। আত্তুনি সারাদিন তার সেবা করেছে। বিকেলের দিকে ও নৌকার একদিকে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ফ্রেমস এবং ক্লেডিস, আসেমের পাশে বসে। আসেম বলল ঃ 'এ কি আপনার অষুধের প্রভাব না টাটকা দুধের ফল বুঝতে পারছিনা। অনেকদিন পর শরীরটা ঝরঝরে মনে হচ্ছে।'

ঃ 'অষুধ এবং দুধ দু'টারই প্রভাব।'

ইস্কানদারিয়া থেকে পঞ্চাশ মাইল পূর্বে নদী পথ বেয়ে বেয়ে নৌকা সাগরে এসে পড়ল। মাঝিদের পাঁচজনের মধ্যে চারজন ইতিপূর্বে বেবিলন ছেড়ে সামনে যায়নি। একজন ইস্কানদারিয়া পর্যন্ত সফর করেছিল। ওরা নৌকা চালাতে অস্বীকার করল। কিবতীদের ভাঙ্গাচুরা দুএকটা শব্দ শিখেছিল ক্রেডিস। ও চেষ্টা করল। কিন্তু মাঝিরা অটল। ফ্রেমস খুব নরম ভাষায় বুঝাল ওদের। কিন্তু না, ওরা এক হাতও সামনে যাবে না। আচমকা আসেমের তরবারী তুলে নিল ক্রেডিস। এরপর গর্জে উঠলঃ 'নির্দেশ না মানাই যদি তোমাদের স্বভাব হয়ে থাকে তাহলে এ তরবারী দেখো।'

ক্রেডিসের এ আকস্মিক পরিবর্তনে মাঝিরা ভড়কে গেল। হতভম্বের মত চাইতে লাগল একে অপরের দিকে। সবশেষে এক বুড়ো মাঝি অনেকটা সাহস করে বললঃ 'দেখুন, আমরা আপনাদেরকে উপকূল পর্যন্ত পৌঁছানোর দায়িত্ব নিয়েছিলাম। যদি সাগর পাড়ি দিতে চান আপনাদের ইস্কান্দারিয়া পৌঁছে দিলে ওখানে সিরিয়াগামী জাহাজ পাবেন।'

ঃ 'আমরা সিরিয়া যাচ্ছি না। কবরস অথবা গ্রীস যাব। এখন ইস্কান্দারিয়ার কোন জাহাজ ওদিকে যাবেনা।'

ঃ 'কবরস আর গ্রীসের পথে কদমে কদমে রোমান জাহাজের সম্মুখীন হবেন।'

ঃ 'আমরা রোমান জাহাজই খুঁজছি। কোন জাহাজ পেলে তোমাদের নৌকাসহ ফিরিয়ে দেব। সময় নষ্ট করো না। আমরা এখানে কোন বিপদে পড়লে তোমাদেরকে সাগরে ফেলে দেব।'

ঃ 'যতক্ষণ ইরানী পতাকা থাকবে মিসরের আশপাশে কোন বিপদই আসবে না।'

ঃ 'কিন্তু আপনার মুনীব রোমান নন। তাবার গভর্ণর শুধু তার কথা শোনার জন্য আমাদের বলে দিয়েছেন।'

ঃ 'তোমরা কি মনে কর মুনীবকে আমি জোর করে কোথাও নিয়ে যাচ্ছি। তাকেই জিজ্ঞেস করে দেখনা।'

মাঝিরা পেরেশান হয়ে আসেমের দিকে চাইতে লাগল। তার শরীর অনেকটা ভালোর দিকে। ফ্রেমস মাঝিদের কথাবার্তা তাকে বুঝিয়ে বলল। ক্রেডিস বললঃ 'ওদের নিশ্চিন্ত করুন। ওরা মনে করছে আপনাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছি।'

মৃদু হাসল আসেম। ঃ'তার প্রয়োজন হবে না। এরা একজন রোমানের হাতে তলোয়ার দেখেছে।' এরপর মাঝিদের লক্ষ্য করে বললঃ 'আমি নিজের ইচ্ছায় যাচ্ছি। ইচ্ছে না থাকলেও তোমাদেরকে আমাদের সাথে থাকতে হবে। তাবার গভর্ণরকে ভয় পাচ্ছ? তোমরা বলবে, অসুস্থ লোকটি নৌকায় মরে গেছে। তার সঙ্গীরা আমাদেরকে জোর করে নিয়ে গেছে নীলের শেষ প্রান্তে। এরপর নৌকা থেকে নেমে কোথায় যেন চলে গেছে। বাকী জীবন যেন আরামে কাটাতে পার এজন্য আমি তোমাদের যথেষ্ঠ পরিমাণ অর্থ দেব।'

ফ্রেমস মাঝিদেরকে আসেমের কথা বুঝিয়ে পকেট থেকে কতগুলি মুদ্রা বের করল। মুদ্রাগুলো বুড়ো মাঝির হাতে দিতে দিতে বললঃ 'তোমাদের বখশিস। আপাতত এর চে বেশী দিতে পারলাম না।'

মাঝিরা কোন কথা বলল না। নীরবে যে যার স্থানে ফিরে গেল। কয়েক ঘন্টা পর আসেম নৌকার গলুইয়ে এসে বসল। মিসরের উপকূল ধীরে ধীরে রেখার মত মিলিয়ে যাচ্ছিল। অনুকূল হাওয়ায় সমুদ্রের তরঙ্গ ঠেলে নৌকা দুলে দুলে চলছিল। দিগন্তের নীলাকাশ সাগরের সাথে এসে মিশেছে। কে যেন গোধূলির আকাশে ভেসে থাকা টুকরো টুকরো মেঘের গায় মুঠোমুঠো সোনা রং ছড়িয়ে দিচ্ছিল। ধূসর সূর্যটা সোনার চাকতি হয়ে ধীরে ধীরে সাগরের অথৈ পানিতে হারিয়ে গেল। আঁধারের কাল চাদরে ঢেকে গেল বিশ্ব প্রকৃতি। অন্ধকারের বুক ফুঁড়ে আকাশের গায় ঝলমলিয়ে উঠল এক ঝাক নক্ষত্র। আসেম এ তারকাগুলোকেই আরব এবং সিরিয়ার আকাশে ভেসে থাকতে দেখেছিল। অতীতের কত স্মৃতি, কত ঘটনার সাক্ষী এ তারা। কত আনন্দ বেদনা হারিয়ে গেছে ওর জীবন থেকে। আসেম আজ অন্য মানুষ। কিন্তু একজন পথহারা মুসাফির যে ক্ষীণ আশা নিয়ে বেঁচে থাকে আজ তাও তার নেই। এখন মঞ্জিল আর পথ, শব্দগুলো তার কাছে অর্থহীন। কিন্তু ও তবু বেঁচে থাকতে চাইছে। কতদিন পর ও আজ বিছানা ছেড়ে বসতে পেরেছে। সমুদ্রের মিষ্টি হাওয়ার পরশে ওর শরীর ফুরফুরে মনে হচ্ছিল। ক্লেডিস আলতোভাবে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললঃ 'বসে কেন? আপনার শুয়ে থাকা উচিত।'

ঃ 'আমি আমার সঙ্গীর অপেক্ষা করছি।' আসেম বলল 'সম্ভবত ও চিরদিনের জন্য আমায় ছেড়ে চলে গেছে।' আন্তুনি চমকে উঠে প্রশ্ন করলঃ 'আপনার কোন সঙ্গী?'

ঃ 'জ্বর।'

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল আন্তুনি। আসেম ক্লেডিসকে বললঃ 'তুমি কি নিশ্চিত যে আমরা পথে কোন জাহাজ পেয়ে যাব?'

ঃ 'হ্যাঁ, জাহাজ না পেলেও কবরস পর্যন্ত পৌছার মত খাবার আমাদের সাথে রয়েছে। ওখানে নিশ্চয়ই কোন না কোন জাহাজ পাবই। আমি ভাবছি, নৌকা ঝড়ের মোকাবিলা করতে পারবে কী না।'

আটদিন কেটে গেছে। সূর্যোদয়ের একটু আগে সাগরে তিনটে জাহাজ দেখা গেল। এ সময় বাতাসও পড়ে গেল। কমে গেল নৌকার গতি। ক্লেডিস মাঝিদের বললঃ 'পাল নামিয়ে বৈঠা হাতে নাও। এ জাহাজগুলো আমাদের দেখতে না পেলে মুশকিলে পড়ব।'

মাঝিরা নৌকা বাইতে লাগল। ফ্রেমস বললঃ 'এগুলি যে রোমান জাহাজ এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। ইরানীরা উপকূল ছেড়ে এত দূরে আসবে না। ঐ দেখুন, ঐ জাহাজে রোমান পতাকা। ওরা আমাদের দেখেছে। দেখুন, জাহাজের মুখ আমাদের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে।'

একটু পর তিনটে জাহাজই সাগরে নোঙর ফেলল। সামনের জাহাজের গায় ঠেকল নৌকা। কাপ্তান নীচের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ 'কে তুমি?'

ঃ 'ক্রেডিস নিজের পরিচয়ের সাথে সাথে পিতা এবং চাচার পরিচয় দিল। কাপ্তান ক্রেডিসকে চিনতে না পারলেও রোমের একজন সিনেট সদস্য এবং ইস্কান্দারিয়ার সাবেক গভর্ণরকে অবশ্যই চিনত। সে মাঝিদের রশির সিঁড়ি নামানোর নির্দেশ দিল। ক্রেডিস এবং তার সঙ্গীরা উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। কাপ্তানের প্রশ্নের জবাবে ক্রেডিস সংক্ষেপে নিজের কাহিনী বর্ণনা করল। ততোক্ষণে অন্য দ'টো জাহাজের কাপ্তান সেখানে পৌঁছে গেছে। দু'জনের একজন দীলরেস। ক্রেডিসকে দেখেই সে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।

ঃ 'আমরা তো তোমার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলাম। তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?'

ঃ 'ইরানীদের হাতে বন্দী ছিলাম।'

ঃ 'ওরা কে?'

ঃ 'আমার স্ত্রী এবং তার পিতা। আর এ যুবক আমার সে বন্ধু, যার কারণে আমি আজ তোমাদের সামনে ফিরে আসতে পেরেছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তুমি আছ। নয়তো এরা আমায় ইরানীদের গুপ্তচর মনে করত। আসেম ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু।'

দীলরেস আবেগ ভরে তার সাথে মোসাফেহা করে বলল ঃ 'আপনি ক্রেডিসের সাহায্য করেছেন। আমরা সবাই আপনার শোকর গোজারী করছি।' তার পর ক্রেডিসের দিকে ফিরে বললঃ 'ক্রেডিস, তোমার কাহিনী শুনার পূর্বে গলার বেড়িটা খুলে দেয়া দরকার।'

ক্রেডিস মৃদু হাসল। ঃ 'না বন্ধু, অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এখন আমার কোন কষ্ট হয়না। আগে বল তুমি কোথেকে এসেছ। যাচ্ছ কোথায়?'

ঃ 'আমি কবরস থেকে এসেছি। যাচ্ছি কার্টাজেনা।'

ঃ 'আমি জানতে চাই, কস্তুনতুনিয়া যাবার জন্য তুমি আমাদের কি সাহায্য করতে পারবে?'

ঃ 'আমাকে কবরস এবং কার্টাজেনা থেকে খাদ্য আমদানীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।'

ঃ 'তার মানে এখন তোমার কোন জাহাজ পেলে তাড়াতাড়ি কস্তুনতুনিয়া পৌছতে পারব।'

ঃ 'কস্তুনতুনিয়া পৌছা আপনার যে কত জরুরী। ওখানে আপনার সংবাদ দাতার জন্য বড় ধরনের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আমি আপনাকে ওখানে পৌছানোর দায়িত্ব নিতে পারি। গ্রীসের কোন বন্দর থেকে খাদ্য বোঝাই করে নেব।'

ঃ 'যুদ্ধের অবস্থা কি?' ক্রেডিসের কণ্ঠে জড়তা।

তিনজন কাপ্তানই উৎকণ্ঠা জড়ানো চোখে পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল। ওদের বিষন্ন দৃষ্টিরা বলে দিচ্ছিল ক্রেডিস এক অবাঞ্ছিত বিষয়ের অবতারণা করেছে।

অনেক্ষণ নীরব থেকে দীলরেস বলল ঃ 'আপনাকে ভাল কোন সংবাদ শোনাতে পারবনা। আপনি যখন কস্তুনতুনিয়া পৌছবেন, দেখবেন, বসফরাসের ওপারে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত ইরানীদের তাবু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।'

ঃ 'এ সংবাদ আমার জন্য অযাচিত নয়। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রোমান যুদ্ধ জাহাজগুলো বছরের পর বছর ধরে ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।'

ঃ 'ইরানী হামলার চে' আমাদের জন্য পশ্চিমা হান উপজাতিগুলোর আক্রমন বিপজ্জনক রূপ গ্রহণ করেছে। দু চাকার মাঝে পড়ে আমরা পিষে যাচ্ছি। কিন্তু এসব কথা বলার সময় এখন নয়। আপনাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।'

আসেম অসুস্থতার কারণে এতক্ষণ চনবন করছিল। ও একদিকে বসে পড়ল। আন্তুনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে বলল ঃ 'আপনার কি খারাপ লাগছে?'

ঃ 'একটু মাথা ঘুরে গিয়েছিল।'

দীলরেস সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললঃ 'আপনাদের সঙ্গে যেতে পারলামনা বলে দুঃখিত। কিন্তু ক্রেডিসকে কন্তুনতুনিয়া পৌছানো জরুরী।'

এক কাপ্তান বললঃ 'আপনাদের তো মাত্র একটা জাহাজ দরকার। আমরা সবাই যেতে পারলাম না বলে আফসোস হচ্ছে। সে যাই হোক, এখন সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।'

ঃ 'যাবার পূর্বে আপনাদের একটা দায়িত্ব দেব।' ক্রেডিস বলল। 'নৌকার মাঝিদেরকে কথা দিয়েছি ওদের তালোয় ভালোয় ফিরে যেতে দেব। আপনারা ওদের সাথে নিয়ে যান। মিসর উপকূলের কোথাও নামিয়ে দিলেই চলবে। এদের সমূদ্র ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নেই। তাছাড়া নৌকাওতো নিয়ে যেতে পারবেনা।'

একজন কাপ্তান বললঃ 'এত সুন্দর নৌকা নষ্ট হতে দেব না। কর্টাজেনা নিয়ে বিক্রি করলে অনেক পয়সা পাওয়া যাবে।'

ঃ 'বহুত আচ্ছা। তাহলে নৌকা নিয়ে যাও। আশা করি এদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।'

ঃ 'আপনি সে চিন্তা করবেন না।'

একটু পর আসেম, ক্রেডিস, আন্তুনি এবং ফ্রেমস দীলরেসের জাহাজে গিয়ে উঠল। কামার এসে খুলে দিল ক্রেডিসের গলার বেড়ী।

নৌকা ভ্রমনের চাইতে জাহাজ ছিল অনেক আরামপ্রদ। আসেমের শরীর ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠল। একদিন বিকেলে সাগরে সূর্য ডোবা দেখছিল ফ্রেমস, আন্তুনি এবং ক্রেডিস। আমেস

দীলরেস জাহাজের খোল থেকে উপরে উঠে এল। ফ্রেমস, আসেমকে দেখেই প্রশ্ন করলঃ 'এতোক্ষণ কোথায় ছিলে?'

ঃ 'দীলরেসের সাথে জাহাজের খোলে ঢুকেছিলাম।' ভারী শোনাল আসেমের কণ্ঠ। দীলরেস অসহায় দৃষ্টি মেলে ফ্রেমস, আন্তুনি এবং ক্রেডিসের দিকে চাইল। এরপর আসেমকে বললঃ 'আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু মাল্লাদের দেখে আপনি এতটা মন খারাপ করবেন ভাবতে পারিনি।'

ঃ 'ইরানের যুদ্ধ বন্দী এবং গোলামদের এর চে' নিকৃষ্ট অবস্থায় দেখেছি। কিন্তু আমার ধারণা ছিল . . . . .।'

ঃ 'আপনার কি ধারণা ছিল।' দীলরেসের প্রশ্ন।

ঃ 'আমি ভেবেছিলাম আপনারা শত্রুর সাথে আরো ভাল ব্যবহার করেন।'

ঃ 'ওরা চাকর। চাকররা দোস্ত দুশমন হতে পারে না। আপনি যা দেখলেন ওদের কাছ থেকে কাজ আদায় করার এটাই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।'

ঃ 'আমি দেখেছি ভুখা, তৃষ্ণার্ত কতগুলি মানুষকে চাবুক মারা হচ্ছে।'

ঃ 'জাহাজ তীব্র গতিতে চলুক আপনি কি চাননা?'

ঃ 'আমার চাওয়া না চাওয়ায় কি এসে যায়।'

ঃ 'দীলরেস। ফ্রেমস বলল, ও মরুর অধিবাসী। উট এবং ঘোড়া থেকেই কেবল কাজ আদায় করতে জানে।'

ঃ 'কিন্তু আমরা উট ঘোড়া না খাইয়ে রাখি না। আজ এক সুদর্শন যুবককে দেখেছি। যদি আপনাদের নীতি বিরুদ্ধ না হয় তবে আমার ভাগের খাবার ওকে দেবেন।'

ক্রেডিস বললঃ 'না, না, তার দরকার নেই। এতে আপনি খুশী হলে আমি নিজেই ওদের প্রতি খেয়াল রাখব। এসো দীলরেস, আমি সে নওজোয়ানকে দেখব।'

ওরা চলে গেল। ফ্রেমস বললঃ 'আসেম, আমরা এ সমাজকে অস্বীকার করতে পারি। কিন্তু একে বদলে দেবার সাধ্য আমাদের নেই। ইরানীদের চে' খৃষ্টানরা ভাল এ আশা নিয়ে গেলে নিরাশ হবে। এ পৃথিবী শাসক আর শাসিতের পৃথিবী। জালিম আর মজলুমের রূপ সর্বত্রই এক।'

ঃ 'কিন্তু আপনি তো বলতেন, খৃষ্টবাদ মানুষকে প্রেমের বাণী শোনায়। দুশমনের সাথে ভাল ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়।'

ঃ 'আমি ভুল বলিনি। কিন্তু খৃষ্টবাদ সম্রাটদের মানসিকতা বদলে দিয়েছে একথা তো বলিনি। খৃষ্টবাদের ধ্বজাধারীরা আজ বঞ্চিত মানুষের পক্ষে নয়। বরং তারা আজ মজলুমকে আরো অত্যাচার সহ্য করার তালিম দেয়। শাসককে ওরা ওদের শক্তির উৎস মনে করে। আজ তুমি আমাদের শাহানশার চাকরদের নির্যাতীত হতে দেখেছ। কিন্তু এসব পাদ্রীরা ক্ষমতায় গেলে যে কি অত্যাচার করবে তা কল্পনাও করতে পারবে না। গীর্জার পাত্রীদের লোভ কাইজারের চে' কম নয়। যে গীর্জা একদিন বঞ্চিত মানুষের কুঁড়ে ঘরে প্রদীপ জ্বেলেছিল, আজ সে গীর্জাই আলোহীন, নিষ্প্রভ। এখন মানবতার জন্য এমন এক দ্বীনের প্রয়োজন, যে দ্বীন মানুষকে

জালিমের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানোর সাহস যোগাবে। শক্তিমানের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে অত্যাচারের খড়্গ কৃপাণ। ভেঙ্গে দেবে বংশ, গোত্র এবং জাতিভেদের দেয়াল। বর্ণবাদের প্রাচীর ভেঙ্গে সাদা-কালো, আমীর-গরীব, এবং ধনী-নির্ধনকে এক কাতারে শামিল করবে।

আমি যুদ্ধকে ঘৃণা করি। কিন্তু কোন দ্বীন যদি ইনসাফ এবং সাম্যের বাণী নিয়ে আসে, তাদের পক্ষে তরবারী তুলতে পিছপা হবনা। সত্যি বলতো আসেম, যদি এমন কোন শাসক আসেন যার হৃদয় মানবতার ভালবাসায় পূর্ণ, যিনি সমগ্র বিশ্বে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে চান, যার মহানুভতার সাক্ষ্য দেবে তার শত্রুরাও, যিনি মানুষের উপর খোদা হয়ে বসা সম্রাটদের শক্তিমত্তা চূর্ণ করে দেয়ার সাহস রাখেন, তুমি তখন কি করবে? তুমি কি তার ইঙ্গিতে জীবন দিয়েও তৃপ্তি পাবে না?'

ঃ'এমন কেউ যদি আসেন, একবার নয়, তার নির্দেশে বারবার জীবন দিয়েও আমার তৃপ্তি মিটবে না। কিন্তু এযে এক স্বপ্ন।'

ঃ 'না আসেম, এ স্বপ্ন নয়। রাত যত আঁধার হবে ভোরের আলো হবে ততো নিকটবর্তী। ভয়াল রাতের আঁধার আমদেরকে নতুন সূর্যের সুসংবাদ দিচ্ছে। তিনি আসবেন। বঞ্চিত মানবতা তার পথের দিকে তাকিয়ে আছে। দুনিয়ার সকল গোমরাহীর বিরুদ্ধে তার দ্বীন হবে প্রকাশ্য যুদ্ধের ঘোষণা। তার গোলামরা কাইজার ও কিসরার মসনদ উল্টে দেবে। তার বিজয় হবে মানবতার বিজয়। আমি অনেক প্রবীণ পাত্রীদের সাথে কথা বলেছি। যারা লোকচক্ষুর আড়ালে বসে তার ইন্তেজার করছেন।

তুমি হয়ত একে আত্মপ্রবঞ্চনা মনে কর। কিন্তু যিনি আকাশ জমিনের স্রষ্টা, মরুসাহারার তৃষ্ণা মিটানোর জন্য যার নির্দেশে মেঘমালা আকাশে ভেসে বেড়ায়, যিনি প্রতিটি প্রাণীকে দিয়েছেন সুখ দুঃখের অনুভূতি, বান্দার অবস্থা সম্পর্কে তিনি বেখবর নন। আসেম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার দরবার থেকে নিপীড়িত, মজলুম মানুষের ফরিয়াদের জবাব আসার সময় এসেছে।'

আসেমের কাছে ফ্রেমসের এসব কথার কোন জবাব ছিল না। ও বললঃ 'মানবতার এ দুঃসময়েও আপনি যদি ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে থাকেন তবে নিঃসন্দেহে আপনি আমার চেয়ে ভাগ্যবান। কিন্তু জীবনের মধুর অনুভূতি হারিয়েও আমি বেঁচে আছি। মরু সাইমুমের কুজ্ঝটিকায় হারিয়ে গেছে আমার অতীত। ভবিষ্যতের চোরাবালি থেকে আত্মরক্ষার হিম্মত নেই আমার। কস্তুনতুনিয়া যাচ্ছি। সেখানে আমার কি অবস্থা হবে সে ভাবনা আমার নেই। জীবনের সব আশা আকাংখা ত্যাগ করার মধ্যেই হয়ত আমার মুক্তি।'

ঃ 'তোমার সব কথা আমি শুনেছি। তোমার এ নৈরাশ্যের কারণ আমি বুঝতে পারি। কিন্তু মনে পড়ে কি আসেম, দেশ ছেড়ে যে রাতে আমার কাছে এসেছিলে, তুমি কি এর চে' বেশী হতাশ ছিলে না? সীনের স্ত্রী এবং তার মেয়ের বিপদ তোমায় নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। তেমনি কস্তুনতুনিয়ার কোন ঘটনাও তোমার জীবনের গতি পাল্টে দেবে।'

ঃ 'আপনি কি ইরানের পরিবর্তে আমায় রোমান ফৌজে ভর্তি হবার পরামর্শ দিচ্ছেন?'

ঃ 'না। এছাড়াও তো আরো কত আকর্ষণ থাকতে পারে।' আসেম কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু ক্রেডিস এবং দীলরেসকে ফিরতে দেখে নিরব হয়ে গেল।

দানিয়েলের শান্ত পানিতে ঢেউ তুলে জাহাজ মর্মরা সাগরে প্রবেশ করল। অতপর একদিন ওদের চোখের সামনে ভেসে উঠল বসফরাসের পশ্চিম তীরে কন্তুনতুনিয়ার মনমুগ্ধকর দৃশ্য। বাজনাতিনদের রাজধানীর পাশে বসফরাস এবং মর্মরা সাগরে রোমানদের অসংখ্য যুদ্ধ জাহাজ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। পূর্বতীরে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত ইরানী সৈন্যদের তাবু।

দীলরেস আসেমকে বললঃ 'এখন ইরানীদের কোন জাহাজ বসফরাসে প্রবেশ করার সাহস করবে না। শুনেছি, কৃষ্ণসাগর এবং মর্মরার পূর্ব তীরের বন্দরগুলোতে ওরা যুদ্ধ জাহাজ তৈরী করছে। হয়ত প্রচন্ড শক্তি নিয়ে আক্রমণ করবে। ওদিকে দেখুন, টিলার পরের পাহাড়ে ইরানী সেনাপ্রধানের তাবু। এ তাবু বসফরাসের এত নিকটে ছিল যে, কন্তুনতুনিয়ার পাচিলে দাঁড়িয়ে আমরা তাকে দেখতে পেতাম। আপনি কি জানেন তার স্ত্রী খৃষ্টান? এক রোমান অফিসারের মেয়ে? আনাতোলিয়ার যেসব লোক কন্তুনতুনিয়া পালিয়ে এসেছে ওদের ধারণা সিপাহসালার স্ত্রীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হলে ওখানে একজন খৃষ্টানও জীবিত থাকত না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা, কিসরা এমন এক লোককে কেন কন্তুনতুনিয়া অভিযানের দায়িত্ব দিলেন।'

আসেম চঞ্চল হয়ে দীলরেসের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'তার নাম যদি সীন হয় তবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। আমি তার স্ত্রীকে চিনি। তার পিতা একজন রোমান অফিসার ছিলেন। দামেশকের খৃষ্টানরা শত্রুর চর ভেবে তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে।'

ঃ 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তার নাম সীন।'

ক্রেডিস বললঃ দীলরেস, যদি বলি ইরানের সিপাহসালার আসেমকে নিজের ছেলের মত স্নেহ করেন, বিশ্বাস করবে?' দীলরেস অনেক্ষণ আসেমের দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে বললঃ 'আপনি ইরানী সিপাহসালারের এত প্রিয় হলে এদের সাথে আপনার সম্পর্কের কারণ বুঝতে পারলাম না। আমার বিশ্বাস, শুধু এদের জন্য আপনি ইরান সেনাবাহিনী ছেড়ে চলে এসেছেন, কন্তুনতুনিয়ার কেউ তা বিশ্বাস করবে না।'

ঃ 'তুমি ঠিকই বলেছ।' ক্রেডিস বলল, 'ইরান ফৌজের এক বিখ্যাত সালার এক রোমানের জীবন বাঁচাতে সেনাবাহিনী ছেড়ে এসেছে, কেউ তা বিশ্বাস করবে না। কন্তুনতুনিয়ার লোকেরা ইরানীদের মনে করে হৃদয়হীন। আমার আশংকা হচ্ছে, ওরা আমার কথাও বিশ্বাস করবে না। এজন্য কন্তুনতুনিয়া গিয়ে ইরানীদের সাথে ওর সম্পর্কের কথা বলার দরকার নেই।'

ঃ 'ইরনীদের উপর সবাই বিগড়ে আছে। এক ইরানীকে বন্ধু বানিয়ে সাথে করে নিয়ে এসেছেন আপনার পিতাও তা ভাল চোখে দেখবেন না।'

ঃ 'আব্বার ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে যাও। কিন্তু সাধারণ মানুষ যেন একথা জানতে না পারে।' বলে ক্লেডিস আসেমের দিকে তাকাল। বললঃ 'বন্ধু! আমাদের কথায় পেরেশান হয়ো না। এর আগে এ ব্যাপার নিয়ে আমি গভীরভাবে ভাবিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সতর্ক না থাকলে কস্তুনতুনিয়ার লোকেরা আমায়ও অবিশ্বাস করতে পারে।'

আসেম নিরুত্তর। তার নির্লীপ্ত মুখ দেখে মনে হয় আসেম কিছুই শোনেনি। ও অনিমেষ চোখে বসফরাসের পশ্চিম তীরের দিকে তাকিয়েছিল। ওর দৃষ্টির দিগন্তে এক হয়ে মিশে গেছে তার অতীত বর্তমান। আবার ভেসে উঠছে কালের আবর্তনে মিশে যাওয়া চিহ্ন সমূহ। পেছনের হারিয়ে যাওয়া নিথর শব্দরা আবার বাঙময় হয়ে উঠল। চোখের সামনে নেচে বেড়াতে লাগল ফৃস্তিনার মুক্তো ঝরা অনাবিল হাসি।

মারকেশের বিশাল প্রাসাদ। প্রাসাদের সামনে মনোরম বাগান। শেষ বিকেলে বাগানে বসেছিলেন মারকেশ। মাথার সবগুলো চুল সাদা। দুধে আলতা মেশানো গায়ের রং। নিটোল স্বাস্থ্য। এ বয়েসেও তাকে যথেষ্ট সুপুরুষ মনে হচ্ছিল। তার গা ঘেঁষে বসেছিল তার প্রিয় শিকারী কুকুর।

জুলিয়া আলতো পায়ে বাগানে প্রবেশ করল। পিতার কাছে এসে বললঃ 'আব্বা, এখনো চাচার চিঠির জবাব দেননি?'

ঃ 'কি লিখবো এখনো কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি।'

জুলিয়া পিতার পাশেই একটা চেয়ার টেনে বসল। নিঃশব্দে বাপ বেটী তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। নিরবতা ভাঙলেন মারকেশ ঃ 'মা, কাল তোমার চাচাকে লিখতে চাইছিলাম–তুমি ভীরু, কাপুরুষ। কাইজার তোমায় কার্টাজেনার গভর্ণর করে পাঠিয়েছে। যাবার পূর্বে কমপক্ষে আমার সাথে দেখা করার দরকার ছিল। প্রয়োজনে আমি ভর জলসায় এর বিরোধীতা করতাম। এখন তোমায় ফিরিয়ে আনা আমার সাধ্যের বাইরে। তোমার ভীরুতা এমন বংশের গায়ে কলংক এঁকে দিল রোমানরা যাদের বীরত্ব আর সাহস নিয়ে গর্ব করে।'

ঃ 'আব্বা। আমি চাচার পক্ষে বলছি না। কিন্তু ওরাইতো কস্তুনতুনিয়া ছেড়ে চাচাকে কার্টাজেনা যাবার পরামর্শ দিয়েছিল। আপনি তো জানেন তিনি স্বেচ্ছায় এ পদ গ্রহণ করেননি। আপনার বন্ধুরাইতো তাকে এই বলে বাধ্য করেছিল যে, কাইজারের নির্দেশ মানা উচিৎ। তিনি যখন ইস্কান্দারিয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন, সিনেটে, আপনি তার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি রাহেবের পথ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।'

ঃ 'এমন লোকদের পাদ্রী হওয়াই উচিৎ। সালতানাতের কাজ অল্প ক'জন সাহসী লোকের হাতে এলে আজ দেশের এ অবস্থা হতো না। আমার যে বন্ধুরা ওকে কার্টাজেনা যাবার পরামর্শ দিয়েছিল আমি তাদের চিনি। ঐ সব বুযদীলরা কস্তুনতুনিয়ার চে' কার্টাজেনাকেই নিরাপদ মনে করছে। ওরা ভেবেছিল আমার ভাই যদি কাইজারকে রাজধানী পরিবর্তনে রাজী করাতে পারে তবে তাদের ভাগ্য খুলে যাবে।'

: 'আব্বা! কয়েকদিন থেকেই তো এ গুজব শুনছি। অবস্থার আরো অবনতি ঘটলে কার্টাজেনাতেই নাকি রাজধানী স্থানান্তর করা হবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। যে হেরাক্লিয়াস আমাদের ফোকাসের জুলুম থেকে রক্ষা করলেন, তিনি কস্তুনতুনিয়া ছেড়ে যেতে পারেন না।'

মারকেশ ঝাঁঝের সাথে বললেনঃ 'যে হেরাক্লিয়াস ফোকাসের হাত থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন তিনি মরে গেছেন সেদিন, যেদিন সিনেট আর গীর্জার নিষেধ অমান্য করে নিজের ভায়ের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। এ রোম সালতানাত এখন বুযদীল, অলস এবং বিলাসী শাসকের হাতে। আমাদের উপর এখন কি কঠিন সময় যাচ্ছে। বসফরাসের ওপারে মাসের পর মাস ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরানীরা। আমাদের উত্তর এবং পশ্চিম এলাকা পাহাড়ী উপজাতির শিকার ভূমিতে পরিণত হয়েছে। ওরা ইরানীদের চেয়েও হিংস্র। আমার তো আশংকা হচ্ছে, কোনদিন ঘুম থেকে জেগে হয়ত শুনব কাইজার নতুন রানীকে নিয়ে কার্টাজেনা পালিয়ে গেছেন। শত্রু এসে গেছে কস্তুনতুনিয়ার ফটকে। জুলি, আমার সামনে তোমার সমস্যা না থাকলে তোমার চাচাকে এমন চিঠি লিখতাম, যা পড়ে তার মাথা গুলিয়ে যেত। কিন্তু তোমার ভবিষ্যতের ব্যাপারে তো উদাসীন থাকতে পারিনা। আমার ইচ্ছে, তুমিও কার্টাজেনা চলে যাও।'

: 'আপনি?'

: 'তুমি তো জান আমি কস্তুনতুনিয়া ত্যাগ করতে পারব না। আমার বংশের কয়েকজন সালতানাতের জন্য প্রাণ দিয়েছে। আমি এ সম্মান নষ্ট করতে চাইনা।'

জুলিয়ার চোখের পাতা ভিজে এল। : 'আব্বা ! আমি আপনার মেয়ে, কস্তুনতুনিয়ার উপর কোন বিপদ নেমে এলেও আপনার সাথে এখানকার মাটি আঁকড়ে থাকব। মরতে হয় একসঙ্গে মরব। তবু কার্টাজেনা পালিয়েযাবনা।'

: 'জুলি, পরাজয়ের গ্লানি অত্যন্ত করুণ। বিশেষ করে মেয়েদের জন্য তা মৃত্যুর চেয়ে ভয়ংকর।'

: 'আব্বা ! এ বিপদে তো আমি একা থাকব না। রোমের লক্ষ লক্ষ মেয়ে আমার সঙ্গী হবে।'

আবার নিরব হয়ে গেল দু'জন। তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে। সহসা কারো পায়ের শব্দে জুলিয়া উৎকর্ণ হয়ে উঠল। তাকাল ডানে। ক্লেডিস কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে। জুলিয়া কতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। আচম্বিত ভাইয়া, ভাইয়া বলে ছুটে গিয়ে ক্লেডিসকে জড়িয়ে ধরল। মারকেশের হৃদয় ভরা মমতা তার চোখে এসে জমা হল। জুলিয়া ক্লেডিসকে ছেড়ে পিতার দিকে তাকিয়ে বললঃ 'আব্বা, ভাইয়া এসেছেন। আপনি চিনতে পারেন নি আব্বা। এ ক্লেডিস ভাইয়া?'

বুড়ো কম্পিত পায়ে উঠে দাঁড়াল। ক্লেডিস এগিয়ে আসতেই বুড়ো তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল। বাইরের ফটকে অপরিচিত ক'জন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জুলিয়া ক্লেডিসের বাহু ঝাকুনি দিয়ে বললঃ 'ওরা কে ভাইয়া?'

: 'আমাদের মেহমান।'

মারকেশ ছেলেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল। ঃ 'তুমি কোথায় ছিলে? কেন, সংবাদ দাওনি কেন? এখানে কিভাবে পৌছলে? মেহমান কে? ওদের ফটকে রেখে এলে কেন?'

ঃ 'ঐ মেয়েটা কে ভাইয়া?'

ঃ 'আব্বা। আমার বিয়ে হয়েছে। আপনার বৌমা ভেতরে আসার জন্য অনুমতি চাইছে।'

জুলিয়া দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কয়েক পা গিয়েই ছুটতে লাগল। চোখে তার অশ্রু। ঠোঁটে মৃদু হাসি। আন্তুনির কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। এর পর হাত ধরে বলল ঃ ভাবী, আমি ক্লেডিসের বোন। আপনি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? আসুন আমার সাথে।'

ওরা গিয়ে বসল বড় সড় এক কক্ষে। পিতা আর বোনের সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল ক্লেডিস। আসেমের কথা বলতে গিয়ে ও বললঃ 'আব্বা, ও আমার উপকারী বন্ধু। ওর জন্য একবার প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। আরেকবার ও-ই গোলামীর জিঞ্জির ছিঁড়ে আমায় মুক্ত করেছে।'

পরের রাতে মারকেশের বাসায় জাকজমকের সাথে দাওয়াতের আয়োজন হল। শহরের সম্মানিত লোকজন, সরকারী কর্মকর্তা এবং গীর্জার পাদ্রীরা কেউ বাদ গেলনা এ দাওয়াত থেকে।

এক সন্ধ্যা। খালকদুনের কেল্লার পাঁচিলে দাঁড়িয়েছিল ফুস্তিনা এবং তারমা। হঠাৎ পশ্চিমে তাকিয়ে দেখল একদল সওয়ার আসছে। ইউসিবা বললঃ 'সম্ভবতঃ তোমার আব্বা আসছেন।'

ফুস্তিনা চোখ টানটান করে তাকিয়ে বললঃ 'না আম্মা। ও ইরজ। আব্বা এদের সাথে নেই।'

ঃ 'তোমার আব্বা বলেছেন ইরজ নাকি ছুটিতে যাচ্ছে। হয়তো কোন প্রদেশের গভর্নরী পেয়ে যাবে। তখন আর এদিকে ও আসতে পারবেনা। তুমি কিন্তু ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করোনা। তাকে অযথা চটয়ে লাভকি। আমার বিশ্বাস, একদিন নিশ্চয় তুমি ওর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবে। চলো। ওর সামনে যেন তোমার মুখে হাসি দেখতে পাই।'

ঃ 'আম্মা। এমন কিছু করা ঠিক নয় যাতে ও মিথ্যে আশার পেছনে ঘুরে বেড়ায়। বরং ওর সামনে সত্য কথা বলব। এতে তার ভুলটা ভেঙ্গে যাবে।'

ঃ 'না, মা। এ ব্যাপারটা তোমার আব্বার উপর ছেড়ে দাও। সময় এলে তিনি তার বাবাকে উপযুক্ত জবাব দিবেন। তিনি কথা দিয়েছেন, তিনি তোমার সম্মতি ছাড়া কোন কিছুই করবেন না। বয়সের সাথে সাথে মানুষের চিন্তারও পরিবর্তন আসে। কাল হয়তো তার ব্যাপারে অন্য কিছু ভাববে। এখন চলো।

সিঁড়ি ভাঙতে লাগলো ওরা। নীচের প্রশস্ত হলরুমে এসে ইরজের অপেক্ষা করতে লাগল। এক চাকর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল: 'ইরজ এসেছেন। তিনি এ মুহূর্তে আপনার সাথে দেখা করতে চাইছেন।'

: 'নিয়ে এসো তাকে'।

চাকর ফিরে গেল। খানিক পর কক্ষে প্রবেশ করল ইরজ। জরিদার রেশমী জামা গায়ে। ভূড়ি দেখে মনে হয় যুদ্ধের ময়দানে আরামেই ছিল। ফুস্তিনার পাশের চেয়ারটাতে বসতে বসতে বলল: 'বাড়ী যাচ্ছি। ফুস্তিনার যদি কোন আপত্তি না থাকে রাতে আপনার মেহমান হতে চাই।'

: 'ফুস্তিনার আবার আপত্তি কিসের? তোমার যতদিন ইচ্ছা থাকবে।'

: 'শুকরিয়া, কিন্তু ফুস্তিনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, আমায় দেখে ও খুশী হয়নি। কি ফুস্তিনা। আমি থাকতে পারবো।'

: 'আমারতো মনে হয় কেল্লাটা অত ছোট নয়। আর আমি ইচ্ছে করলেও তো আপনাকে নিষেধ করতে পারছিনা।'

: 'দেখুন চাচী। ফুস্তিনা এখনো আমার উপর মন খারাপ করে আছে।'

: 'ফুস্তিনা তোমার উপর অসন্তুষ্ট নয়। বাচ্চাদের মত মারামারি না করে খেতে যাবে চলো।'

: 'আমার সংগীদের খাবারের আয়োজন করতে কিল্লার মুহাফিজকে বলে এসেছি, শুধু আমার জন্য আর কষ্ট করতে হবে না। আমি তাদের সঙ্গে খেয়ে নেব।

: 'আম্মা আপনি বসুন আমি খাবারের ব্যবস্থা করি।' ফুস্তিনা উঠতে যাচ্ছিল।

: 'না ফুস্তিনা, তুমি বসো। তোমার সাথে কিছু কথা আছে।' বলেই ইরজ খপ করে ফুস্তিনার হাত ধরে ফেলল। অসহায় ভঙ্গিতে আবার চেয়ারে বসে পড়ল ফুস্তিনা। ইউসিবা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

ইরজ খানিক নীরব থেকে বলল: 'আমি ছুটিতে যাচ্ছি ফুস্তিনা। হয়ত কোন বড় পদ পেলে এদিকে আসা হবেনা। তার মানে কিন্তু তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি না। আব্বা তোমার আব্বার কাছে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। তিনি এখনো কোন জবাব দেননি। ময়দান থেকে তার সাথে খোলাখুলি আলাপ করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলাম। তিনি এড়িয়ে গেলেন। বললেন: 'মেয়ে এখনো ছোট। ভবিষ্যত নিয়ে ভাবার বয়েস হয়নি। তার কাছে থেকে তোমার সাথে কথা বলার অনুমতি নিয়ে এসেছি। সকালের মধ্যেই তোমাকে একটা জবাব দিতে হবে।'

: 'একটা রাত সময় দিয়েছেন এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। নয়তো আপনি তো বলতে পারতেন, আমার সময় খুব মূল্যবান। বিয়ে পড়ানোর জন্য পাদ্রীও সাথে এনেছি।'

ইরজ ঝাঁঝের সাথে বলল: 'আমি আবার যখন আসব তখন পাদ্রী নিয়েই আসবো। এমনো হতে পারে যে আমি এত দীর্ঘ সফর স্বীকার করতে পারবনা। তোমাকেই আমার কাছে যেতে হবে। তোমার মা একজন খৃষ্টান একথা ভুলে যেওনা।'

ফুস্তিনা দাঁড়িয়ে গেল। ইরজ তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে বললঃ 'আমার কথা এখনো শেষ হয়নি। আজই তোমার মানসিক অস্বস্তি দূর করতে চাই। আমি জানি আমার সাথে তোমার এ আচরণের কারণ সেই নিঃস্ব আরব। কিন্তু এখন আর তোমায় সে পেরেশান করবে না।'

আচম্বিত ফুস্তিনার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সর্প দংশনে নেতিয়ে পড়ার পূর্বে সাপ যেমন শিকারের দিকে চেয়ে থাকে, ইরজ তেমনি ফুস্তিনার দিকে তাকিয়ে রইল।

ঃ 'তোমার আসেম আর কোনদিন তোমার কাছে আসবেনা। মিসর থেকে খবর পেয়েছি অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য ওকে বেবিলন পাঠানো হয়েছিল। এরপর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। এক রোমান চাকরও তার সাথে নৌকায় ছিল, সেও লাপাত্তা। চাকরের স্ত্রী এবং তার পিতা বেবিলন ছিল। তাদেরও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। বেবিলনের গভর্নরের ধারনা, আসেমকে হত্যা করে ওরা নদীতে ফেলে দিয়েছে। অথবা যুদ্ধের ভয়ে গোপনে গোপনে সে নিজের দেশে চলে গেছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তোমার পিতার কাছে জিজ্ঞেস করে দেখো। দু'চারদিনেরমধ্যেইতিনিআসছেন।'

ফুস্তিনা স্তব্ধ বিস্ময়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কেঁপে কেঁপে উঠলো তার ঠোঁট দু'টো। ঝরণার মত দু'চোখ ফেটে বেরিয়ে এল অশ্রু রাশি। ইরজ তাকে টেনে পাশে বসাতে চাইল। কিন্তু এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে ক'কদম পিছনে সরে গেল ফুস্তিনা।

ঃ 'ফুস্তিনা!' তোমার অশ্রু বলছে আমার অনুমান মিথ্যে নয়। এখনো যদি মন থেকে ওর চিন্তা ছেড়ে দাও তবে তোমার পেছনের সব ভুল ক্ষমা করে দেব।'

ফুস্তিনার চোখ মুখ ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল। ঃ 'আমার কোন ভুল হয়নি। আপনার করুণা করতে হবেনা। আমি জানতামনা একজন সাহসী ভদ্র যুবককে আপনি এতটা ঘৃণা করেন। আপনি হয়ত ভেবেছেন আসেমের আত্মগোপনের কথা শুনে আমি বলব-এবার তোমায় আমি ভালবাসি। কিন্তু আপনি অযথাই খুশী হচ্ছেন। ও যদি বেঁচে থাকে তবে তার পথ চেয়ে থাকব। কেউ আমায় বাঁধা দিতে পারবেনা। ও যদি মরে গিয়ে থাকে আমার হৃদয় থেকে ওর ভালবাসা কেউ কেড়ে নিতে পারবেনা। শুনুন, আকাশের সব নক্ষত্রও যদি আপনার পা স্পর্শ করে তবুও আমার চোখে আপনি আসেম হতে পারবেননা।'

ঃ 'আমি জানতাম না এক জংলী আরবের মৃত্যু সংবাদে এভাবে নিজের বুদ্ধি বিবেক হারিয়ে বসবে।'

ঃ 'আমি যাকে চিনি সে বাহাদুর, রহমদীল এবং মধুর চরিত্রের অধিকারী। তাকে দেখা, শ্রদ্ধা করা যদি অপরাধ হয় মৃত্যু পর্যন্ত এ অপরাধ করে আমি গর্ব বোধ করব।

ইরজ আহত কণ্ঠে বললঃ 'ফুস্তিনা , আসলে আমি তোমায় রাগাতে আসিনি। আমি জানি তুমি কৃতজ্ঞ। বিপদে যে সাহায্য করেছে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা স্বাভাবিক। তোমার কারনে আমিও ওর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তার মানে এ নয় যে এক আরব এসে আমাদের মাঝে দাঁড়াবে। তুমি বারে বার তার প্রসংগ তুলে আমায় ক্ষেপাতে চেয়েছে বলেই আমি এমন কথা বলেছি। আর

কখনো বলবনা। যদি তোমার মনে ব্যথা দিয়ে থাকি ক্ষমা চাইছি। এসো ফুস্তিনা। আমার কাছে বসো। আসেমকে ভুলে যাও, আর কোনদিন ওর কথা বলবনা।'

ইরজ উঠে এগিয়ে গেল। এক ছুটে পাশের কক্ষে ঢুকে গেল ফুস্তিনা। এরপর দরজার খিল এঁটে বিছানায় উপড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। ইরজ দরজা ধাক্কা দিতে দিতে বললঃ 'ফুস্তিনা, দরজা খোল ফুস্তিনা, পাগলামী করোনা।'

ইউসিবা কক্ষে ঢুকল। দু'কদম পিছিয়ে গেল ইরজ। ইউসিবা বললঃ 'মনে হয় তোমরা ঝগড়া শুরু করেছিলে?'

ঃ 'আমি ওকে একটা দুঃসংবাদ শুনিয়েছি। ও এতটা ভেঙ্গে যাবে জানতাম না'

ঃ 'কি দুঃসংবাদ, ইউসিবার কন্ঠে উৎকন্ঠা।'

ঃ 'মিসর থেকে সংবাদ পেয়েছি আসেমের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা।'

ইউসিবার প্রশ্নের জবাবে ইরজকে বিস্তারিত বলতে হল। অবসন্নের মত চেয়ারে বসে পড়ল ইউসিবা।

ঃ 'আমি সংগীদের কাছে যাচ্ছি। ওখানে দেরী হলে খাবার টেবিলে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন না।'

ইউসিবা চমকে তার দিকে তাকাল। কিন্তু ইউসিবাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ইরজ পই করে বেরিয়ে গেল। ইউসিবা কতক্ষণ নিঃস্বাড় পড়ে রইল। এরপর উঠে দরজা ধাক্কা দিতে দিতে ফুস্তিনাকে ডাকতে লাগলঃ 'ফুস্তিনা। দরজা খোলে ফুস্তিনা।'

ভেতর থেকে ভেসে এল কান্নার মৃদু শব্দ। ফুস্তিনা দরজা খুলল। এর পর কাঁদতে কাঁদতে মাকে জড়িয়ে ধরল।

ইউসিবা ব্যথাভরা কন্ঠে বললেনঃ 'কদিন থেকে অনুভব করছিলাম, মিসর থেকে সম্ভবত একটা দুঃসংবাদ আসবে। এখন তোমার মনোবল ভাঙলে চলবেনা।'

ঃ 'আম্মা! ওর মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী। আমিই ওকে যুদ্ধে যাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলাম।'

ঃ 'এখন সবর করা ছাড়া কিইবা করার আছে। কমপক্ষে ওর সামনে নিজকে সংযত রাখো।'

ঃ 'আম্মা। ওকে সন্তুষ্ট করার জন্য আজ আমার ঠোঁটে মুচকি হাসি টেনে আনা সম্ভব নয়। আসেমের জন্য অশ্রু ঝরানোর মত আমি ছাড়াতো আর কেউ নেই।'

ইউসিবা তাকে শান্তনা দিয়ে বললঃ 'আসেম মরে গিয়ে থাকলে তোমার অশ্রু তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবেনা।'

ঃ 'আমার মন বলছে ও মরেনি। আম্মা ও বেঁচে আছে।'

ঃ 'ইশ্বর করুন তার মৃত্যু সংবাদ যেন মিথ্যে হয়।'

ঃ 'আম্মা সত্যি করে বলুনতো, ও যদি বেঁচে থাকে আর এখানে এসে পৌঁছে আপনি তাকে বাড়তি ঝামেলা মনে করবেননা তো।'

ঃ 'পাগলী মেয়ে। আমি মনে করব আমার মেয়ের অশ্রু মুছে দেয়ার জন্য ঈশ্বর তাকে পাঠিয়েছেন। ফুস্তিনা, আমি তোমার মা একজন মা চায় তার মেয়ে সুখে থাকুক।'

ঃ 'আম্মা। ইরজ মনে করছে তার পথের বিরাট পর্বতের বাধা সরে গেছে। সে আজ খুব খুশী। কথা দিন আম্মা, ওকে আর আস্কারা দেবেননা। এমন কঠিন প্রাণ মানুষের সাথে ঘর করার চাইতে পাদ্রী হওয়া অনেক ভাল। ও আপনার মেহমান। কিন্তু আমি অশ্রু ছাড়া আর কিছু দিয়েই ওর মেহমানদারী করতে পারব না। আজকেও আমায় বলেছে আব্বার রাজী–গররাজীতে কিচ্ছু আসবে যাবেনা। আমায় নাকি জোর করে নিয়ে যাবে। আব্বা তার সামনে এত অসহায় হলে আমার মরে যাওয়াই ভাল।'

ঃ 'তোমার আব্বা তার খান্দানকে চটাতে চাইছেন না। ইরজকে তোমার পছন্দ না হলে দুনিয়ার কোন শক্তিই তোমার আব্বাকে রাজি করাতে পারবে না।'

ঃ 'আজকে আমায় ভয় দেখানোর জন্য সে কি বলছে জানেনা? সে বলেছে, তুমি এক খৃষ্টান মহিলার কন্যা। যখন ইচ্ছে তোমায় দাসী বানাতে পারি।'

ঃ 'ও এত নীচে নামবে আশা করিনি। তুমি চিন্তা করোনা। আমি খৃষ্টান হওযার কারণে তোমার আব্বার সম্মান তো কমেনি। তা হলে শাহানশা তাকে কস্তুনতুনিয়া বিজয়ের দায়িত্ব দিতেন না। তা যাক। ইরজ ছুটিতে যাচ্ছে। ওখানে গিয়ে হয়ত তোমার কথা ভুলে যাবে।'

মা মেয়ে অনেক্ষণ ধরে কথা বলল। টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইরজের দেখা নেই। ইউসিবা বললঃ 'অনেক দেরী হয়ে গেল। চাকর দিয়ে ওকে ডেকে পাঠাই।'

ঃ 'আম্মা, আমার ক্ষুধা নেই। আমি আমার কামরায় যাচ্ছি।'

ঃ 'ক্ষুধা তো আমারও নেই। কিন্তু ও কি মনে করবে?'

ঃ 'আপনি যদি ওকে এতই ভয় পান, বলবেন যে ওর শরীর ভাল নেই।'

ফুস্তিনা পাশের কক্ষে চলে গেল। ইউসিবা উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে রইল কতক্ষণ। এরপর এক চাকরকে ডেকে বললঃ 'ইরজ কে ডেকে নিয়ে এসো।'

চাকর চলে গেলে দরজার ফাঁকে বারান্দায় চোখ রাখ ইউসিবা। একটু পর চাকর ফিরে এল। ইরজের পরিবর্তে তার সাথে রয়েছে কিল্লার মুহাফিজ। দুর্গ রক্ষী ঝুঁকে ইউসিবা কে সালাম করে বললঃ 'তিনি তো শহরের দিকে চলে গেছেন। তার অবস্থা স্বাভাবিক নয়।'

ঃ 'তোমার কথা আমি বুঝিনি।' ইউসিবার কণ্ঠে উদ্বেগ।

ঃ 'তিনি বেশি করে শরাব পান করেছেন। এ অবস্থায় তাকে আপনার কাছে পাঠানো ভাল মনে করিনি। আমি তার খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।'

ঃ 'এখন সে নিশ্চয়ই শহরের কোন ঘরের দরজা ভাঙছে?'

ঃ 'তাকে বাঁধা দেয়ার সাহস পাইনি। তার সংগীরাও আমার কোন কথাই শোনেনি। দুর্গের মধ্যে কিছু একটা না হয় শেষতক আমি এই চেষ্টাই করেছি।'

ফুস্তিনা কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে বললঃ 'আম্মা! কি হয়েছে?'

ঃ 'কিছু হয়নি। ইরজ মদ খেয়ে শহরের দিকে চলে গেছে।'

ঃ 'আপনি কি এ শহরের গভর্ণর নন?' ফুস্তিনার ঝাঁঝালো প্রশ্ন।

ঃ 'জ্বী কিন্তু ইরজের মত লোকের উপর আমার হুকুম চলেনা। তার সাথে রয়েছে সাতজন সশস্ত্র ব্যক্তি।'

ঃ 'আপনি কি শহরের অসহায় মানুষদের হিংস্র জানোয়ারের মুখে ছেড়ে দেবেন? আপনার কাছে লোক আছে কজন?'

ঃ 'দেড়শো। কিন্তু ইরজের বিরুদ্ধে কিছু করার সাহস আমার নেই।'

ফুস্তিনা চিৎকার করে বললঃ 'আমি নির্দেশ দিচ্ছি। সিপাইদের নিয়ে এখনই তার পিছু নিন। ভোরে যদি শুনতে পাই রাতের আকাশ বিদীর্ন করেছে কোন অসহায় মেয়ের কান্না, তবে আপনি এ কিল্লার মুহাফিজ থাকবেন না।'

ঃ 'ওরা যদি বাঁধা দেয়?

ঃ 'বেঁধে নিয়ে আসবেন।

ঃ 'আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এর পরিণতির জিম্মী আপনাকে নিতে হবে।'

ঃ 'যান। সময় নষ্ট করবেন না।'

দুর্গ রক্ষী ইউসিবার দিকে তাকাল। ঃ 'আপনারও কি এই হুকুম?'

সীন্নের মেয়ের নিদের্শের পর আমার কোন কথা নেই। বুঝতে পারছিনা, কয়েকটা মাতাল কে কাবু করার জন্য তোমার একদল সৈন্যের কি প্রয়োজন?'

কিল্লার মুহাফিজ নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ইউসিবা ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে বললঃ 'কাজটা ভাল হয়নি ফুস্তিনা। ইরজ ফিরে আমাদের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন গড়ে তুলবে। ইস! এখন যদি তোমার আব্বা থাকতেন।'

ঃ 'আব্বা থাকলে ও মাতলামী করার জন্য শহরে যাবার সাহস পেতনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইরজকে কেন বাঁধা দিয়েছে মুহাফিজকে আব্বা একথা জিজ্ঞেস করবেননা। শহরের কেউ ওকে মেরে ফেললে কি মুহাফিজকেই পাকড়াও করা হবেনা। এমন ঘটনা এর আগেওতো ঘটেছে।'

ঘন্টা খানেক পর কিল্লার ফটক থেকে হট্টগোলের শব্দ ভেসে এল। ফুস্তিনা নেমে এল বারান্দায়। এক চাকর দৌড়ে এসে বললঃ 'মুহাফিজ ওদের ধরে নিয়ে এসেছে।'

ঃ 'শহরে কোন ঝুট ঝামেলা হয়নি তো?'

ঃ 'না, সিপাইরা যখন শহরে প্রবেশ করছিল একটা গলি থেকে পাথর খেয়ে ওরা ফিরে আসছিল। একটা পাথর খেয়ে ইরজের এক সংগীর মাথা কেটে গেছে। আমার মনে হয় কয়েকদিন সে সফর করতে পারবেনা।'

আঙ্গিনায় কারো ভারী বুটের শব্দ শোনা গেল। চাকর পেছনে তাকিয়ে বললঃ 'সম্ভবত মুহাফিজ আসছেন।'

ঃ ' ঠিক আছে এবার তুমি যাও।'

দুর্গরক্ষী দরজার কাছে এসে বললঃ 'তাদের নিয়ে এসেছি। ভাগ্য ভাল যে কোন ঝামেলা করতেহয়নি।'

ঃ 'শহরে নাকি কারা ওদের পাথর মেরেছে?' ইউসিবার প্রশ্ন।

ঃ 'জ্বী ওরা ফিরে আসছিল। ইরজ আমাদের দেখে মনে করেছে তাদেরকে সাহায্য করতে গিয়েছি। সে আমাকে আক্রমন করার নির্দেশ দিল। কিন্তু আমি সরাসরি অস্বীকার করে বললাম, সিপাহসালারের হুকুম ছাড়া এ শহরে আক্রমন করতে পারব না। আসলে লোকেরা ভেবেছিল এরা ডাকাত। ইরজ আমার উপর দারুন রেগে আছে। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে নিয়ে এসেছি। এসেই নালিশ নিয়ে আপনার কাছে আসতে চাইছিল। আমি বলেছি, আপনারা বিশ্রাম করছেন। কথাবার্তায় মনে হল খুব ভোরে চলে যাবে ও।'

ফুস্তিনা বললঃ 'আম্মা, বিশ্রাম করোগে।'

রক্ষী ফিরে গেল। দরজার খিল এঁটে দিল ইউসিবা। এরপর মেয়ের বাহু ধরে বললঃ 'চল মা। আমরা বিশ্রাম করিগে।'

ওরা নীরবে একটা কক্ষে প্রবেশ করল। একই বিছানায় শুয়ে পড়ল মা-মেয়ে। কথা বলতে বলতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু অনেক্ষণ পর্যন্ত ফুস্তিনার ঘুম এল না।

পরদিন অনেক বেলায় ওর ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে দেখল ইউসিবা বিছানায় পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ঃ 'উঠ মা। প্রায় দুপুর হয়ে গেল।' ফুস্তিনা বিছানায় উঠে বসে অনিমেষ চোখে অনেক্ষণ মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে বললঃ 'ও চলে গেছে?'

ঃ 'ভোরেই চলে গেছে। তোমার ধারনাই ঠিক। আমার কাছে আসতে সাহস করেনি।'

ঃ 'আম্মা। আসেম বেঁচে আছে। এই মাত্র তাকে স্বপ্নে দেখলাম।'

ইউসিবা মেয়ের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বললঃ 'মা, ঈশ্বর করেন ও যেন বেঁচে থাকে।'

এশিয়া এবং আফ্রিকার রণক্ষেত্রে একটানা পরাজয়ের পর বাজনাতিনরা ইউরোপেও চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখী হচ্ছিল। যাযাবর বেদুঈনদের আকস্মিক আক্রমন ওদের পর্যুদস্ত করে ফেলত। এরা মধ্য এশিয়া থেকে বেরিয়ে কখনো কাস্পিয়ান সাগর এবং কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণে আবার কখনো উত্তর এলাকা পদদলিত করে ইউরোপের দিকে এগিয়ে যেত।

জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে ওরা বেরোত নতুন চারণভূমির খোঁজে। পথে কোন নগর বন্দর পড়লে ওরা নিভিয়ে দিত সেখানকার সভ্যতার আলো। বিরান হয়ে যেত সবুজ

ফসলের ক্ষেত। ছাইয়ের স্তুপের নীচে চাপা পড়ত এতদিনকার গড়ে উঠা সভ্যতা। ধীরে ধীরে বেদুঈন রক্ত হিম হয়ে আসতো। ওরাও অভ্যস্ত হয়ে পড়ত নগর জীবনে। তুষারে ঢাকা পার্বত্য এলাকায় আর ফিরে যেতনা। লুটপাট ছেড়ে এ শস্য শ্যামল এলাকায় স্থায়ী আবাস গড়ত। পরিশ্রমী যাযাবর হয়ে পড়ত আরাম প্রিয়, এবং অলস। চামড়ার তাবুর স্থানে শোভা পেত বিশাল বাড়ী। সভ্যতার ছোঁয়া লাগত ওদের মনেও। গ্রামগুলো শহরে রূপ নিত। শিকারী আর রাখাল বেদুঈন দস্তুরমত কৃষক বনে যেত। দিগন্ত বিস্তৃত জমিন ভরে উঠত সবুজের সমারোহে। হঠাৎ একদিন গোবি মরু এবং মঙ্গোলিয়া থেকে ছুটে আসত ভুখা মানুষের মিছিল। নদীর তরঙ্গে ভেসে চলা খড় কুটার মত এ শহর নগরও হারিয়ে যেত সে সয়লাবে।

রোমান ঈগল আহত। তার পালক ছিড়ে ফেলেছিল ইরানীরা। এবার তাকে শেষ করার পালা। দানিয়ুব থেকে ইটালী পর্যন্ত তাতারীরা হাজার হাজার জনপদ ধ্বংস করেছে, হত্যা করেছে লাখো মানুষ। এবার ওরা হারাক্লিয়ার কাছে তাবু ফেলে অপেক্ষা করছিল। তাতারীদের হিংস্র চরিত্রের ফলে রোমানরা ভীত হয়ে পড়েছিল। ওদের মনে হত, তাতারীরা যে কোন মুহূর্তে লাশের স্তুপ মাড়িয়ে কাইজারের মহলে এসে পৌছবে।

এশিয়া ও আফ্রিকার ফসলী জমিন হারাবার ফলে কস্তুনতুনিয়ায় এখন দুর্ভিক্ষ চলছে। চারদিক থেকে ছুটে আসছে ভুখা নাংগা সন্ত্রস্ত মানুষের মিছিল। কস্তুনতুনিয়ার খাদ্য সমস্যা প্রকট হয়ে উঠল। কাইজার আগেই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন।

কস্তুনতুনিয়ার পোপ স্যার হবস একদিন সেন্ট সুফিয়ার বিশাল গীর্জায় প্রার্থনা করছিলেন। তিনি সংবাদ পেলেন, সম্রাট কার্টাজেনা চলে যাচ্ছেন। জিনিষ পত্র জাহাজে তোলা হচ্ছে। চঞ্চল হয়ে পোপ গীর্জা থেকে বেরিয়ে হন্তদন্ত হয়ে কাইজারের মহলে প্রবেশ করলেন। রাজা এবং রানী সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাদের সাথে কারো দেখা করার অনুমতি ছিল না। কিন্তু পাহারাদার পোপকে বাঁধা দেয়ার সাহস পেলনা।

হেরাক্লিয়াস মদ পান করছিলেন। আচম্বিত পোপকে সামনে দেখে মদ ভর্তি গ্লাস তার হাত থেকে খসে পড়ল। ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি বললেনঃ 'পবিত্র পিতা। জানি আপনি কি জন্য এসেছেন। কিন্তু এখন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি রাজধানী পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।'

স্যার হবস হেরাক্লিয়াসের সামনে বসলেন। উদ্বেগহীন চোখে তাকালেন সম্রাটের দিকে। বললেন ঃ'কস্তুনতুনিয়ার অবস্থা বিপজ্জনক বলেই তো আপনি পালাচ্ছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ইরানীরা কার্টাজেনা পৌছে গেলে আপনি কি করবেন?'

ঃ 'পবিত্র পিতা ! আমি ভীরু নই।' সম্রাটের কণ্ঠে বিনয়। 'কত বছর ধরে ইরানীদের সাথে যুদ্ধ করছি। শুধুমাত্র কিসরার সেনাবাহিনী হলে বসফরাসের ওপারেই ওদের সাথে বোঝাপড়া হত। কিন্তু জংলী উপজাতিগুলোকে বাঁধা দেয়ার সাধ্য আমার নেই। ওদের নাম শুনলেই আমার সিপাইরা কেঁপে উঠে। সিপাহসালার হতাশ। কোষাগার শূন্য। জনগণ আর কত ত্যাগ স্বীকার

করবে। কার্টাজেনা গেলে প্রস্তুতি নেয়ার সময় পাব। তাতারীরা যুদ্ধ জাহাজ ছাড়া ওখানে যেতে পারবেনা। ইরানীরা যদি আমার পিছু নেয় তবুও প্রস্তুতির জন্য কিছুটা হলেও সময় পাব।'

ঃ 'আত্মাকে প্রতারিত করবেন না সম্রাট। বাজনাতিন সাম্রাজ্যের আপনি বিধাতা। কস্তুনতুনিয়া হারালে এ সাম্রাজ্যের কোন মূল্য নেই। মাথা কেটে পায়ের হেফাজত করা যায় না। যাদের সন্তানেরা আরমেনিয়া, সিরিয়া এবং মিসরের রণক্ষেত্রে জীবন দিয়েছে, আপনি তাদেরকে শত্রুর মুখে ছেড়ে যেতে পারেন না। যদি এ ভুল করেন, কার্টাজেনার লোকেরা আপনার জন্য এক ফোটা রক্ত দিতেও রাজী হবেনা। ইন্তাকিয়া, দামেশক, জেরুজালেম এবং ইস্কান্দারিয়া হাত ছাড়া হয়ে যাবার পর কস্তুনতুনিয়াই খৃষ্টানদের শেষ আশ্রয়। এ আশ্রয় শেষ হয়ে গেলে দুনিয়া থেকে খৃষ্টবাদের নাম নিশানা মুছে যাবে। আপনি হয়তো আত্মগোপন করে আরো কয়েক বছর বেঁচে থাকবেন। কিন্তু যারা স্বাধীনতার স্বাদ এবং আত্মসম্মানের ছোঁয়া পেয়েছে তাদের জন্য বেঁচে থাকা হবে মৃত্যুর চেয়ে ভয়ংকর। আমি যে হেরাক্লিয়াসকে জানি, প্রতিটি গীর্জায় তার বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করা হয়। চরম মুহূর্তে ঈশ্বর যাকে আমাদের সহায় করে পাঠিয়েছিলেন, আমার নিজের হাতে যার শিরে মুকুট পরিয়েছিলাম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি ঈশ্বর এবং তার বান্দাদের সামনে আমায় লজ্জিত করবেন না।'

অসহায় দৃষ্টি মেলে পোপের দিকে তাকিয়ে রইলেন কাইজার। বললেনঃ 'পবিত্র পিতা ! আপনি কি চান বলুন। আমি এখন কি করতে পরি। আপনিতো জানেন অধিকাংশ সিনেট সদস্যই আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে।'

ঃ 'সিনেটে ভোট বেশী পেলেই কোন ভুল সিদ্ধান্ত শুদ্ধ হয়ে যায় না। আমি তর্ক করার জন্য আসিনি। আমার সাথে গীর্জায় চলুন। আশা করি বুযর্গদের রুহ আমাদের সাহায্য করবে।'

বিমূঢ়ের মত হেরাক্লিয়াস এদিক ওদিক তাকালেন। স্যার হবস দাঁড়িয়ে সম্মানের সাথে তার হাত ধরে বললেনঃ 'চলুন।'

সম্রাট তার রাজকীয় পোশাকের বোঝা সামলে নিয়ে পোপের সাথে চলতে লাগলেন। শহরবাসী পূর্বেই সম্রাটের শহর ছাড়ার সংবাদ পেয়েছিল। ওরা মহলের দরজায় জমায়েত হতে লাগল। অপেক্ষামান জনতার কেউ কেউ শ্লোগান দিচ্ছিল। পাহারাদার নেযা উচিয়ে ওদের ঠেকানোর চেষ্টা করছিল। লজ্জা আর আতংকে সম্রাটের পা চলছিলনা।

পোপ সম্রাটের হাত ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বললেনঃ 'আমার ভায়েরা, পথ ছেড়ে দাও। তোমাদের শাহানশাহ তোমাদের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করতে সেন্ট সুফিয়ার পবিত্র গীর্জায় যাচ্ছেন।'

মিছিলকারীরা সম্রাটের জন্য পথ ছেড়ে দিলেন। হেরাক্লিয়াস সশস্ত্র প্রহরায় গীর্জায় গিয়ে ঢুকলেন। মুহূর্তের মধ্যে গীর্জা লোকেলোকারণ্য হয়ে গেল। পোপ বক্তৃতা শুরু করলেন। তার কণ্ঠ থেকে আগুন ঝরতে লাগল। কিন্তু হেরাক্লিয়াসকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি নির্বাক হয়ে

গেছেন। ক্লান্ত অবসন্ন চোখে তিনি জনতার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে রইলেন। পোপ বললেন 'জাহাপনা ! আপনার প্রজারা তাদের ভাগ্যের ফয়সালা শুনতে চাইছে।'

হেরাক্লিয়াস জনতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ পোপের সামনে হাটু গেড়ে বসে বললেনঃ 'পবিত্র পিতা ! আমি গীর্জা এবং প্রজাদের সামনে লজ্জিত। কথা দিচ্ছি, কস্তুনতুনিয়া ছেড়ে যাব না। বাঁচলে এদের সাথে বাঁচব। মরলে সবাইকে নিয়ে মরব। প্রার্থনা করুন, ঈশ্বর যেন আমায় শাসকের দায়িত্ব পালনের শক্তি দেন।'

একটু পর গীর্জা থেকে বেরিয়ে মহলের পথ ধরলেন হেরাক্লিয়াস। সশস্ত্র পাহারাদারদের সরিয়ে সাধারণ জনতা তার হিফাজত করতে লাগল। একটু পূর্বে যারা তাকে গালি দিচ্ছিল, তারাই এখন তার বিজয় এবং নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করছিল।

কস্তুনতুনিয়ায় এসে আসেমের শরীর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। ক্রেডিসদের বাড়ীতে ওর কোন অসুবিধা ছিল না। স্বাভাবিক অবস্থায় মারকেশ একজন আরবের সাথে কথাই বলতেন না। কিন্তু আসেম তার পুত্রের উপকারী বন্ধু। সুতরাং তাকে খুশী করার জন্য তিনিও সবসময় চেষ্টা করতেন। আন্তুনির মত জুলিয়াও তার প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখতো। দীলব্রেসের জাহাজ ফিরে গেল বসফরাসের অন্যান্য যুদ্ধ জাহাজের সারিতে। ক্রেডিসের মত সেও এখন আসেমের একজন অনুরক্ত ভক্ত। প্রায় বিকেলেই সে ছুটে আসতো আসেমের কাছে।

কিন্তু আজীবন মেহমান হয়ে থাকাটা আসেমের ভাল লাগল না। মাস খানেক পর সে নিজের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে শুরু করল। কয়েকবারই এ নিয়ে ও ক্রেডিসের সাথে কথা বলতে চাইল। কিন্তু ক্রেডিস এড়িয়ে যেত এই বলে যে, তোমার শরীর এখনো পূর্ণ সুস্থ হয়নি। আরো কদিন থাক। পরে সময় মত দেখা যাবে। এ বাড়ীকে তোমার নিজের বাড়ী মনে করবে। ফ্রেমসেরও ওই একই অবস্থা। ব্যবসা করার মত কিছু মূলধন তার কাছে ছিল। কস্তুনতুনিয়া আসার কদিন পরই তিনি বাজারের অলি গলিতে ঘর খুঁজতে শুরু করলেন। আসেম জানতে পেরে নিজের সব পুঁজি তার হাতে তুলে দিয়ে বললঃ 'আমি আপনার সাথে ব্যবসায় অংশীদার হব। তাহলে আসুন আমরা কাজ শুরু করি।'

ঃ 'আসেম ! আমার তো ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা সরাইখানার। এখানেও তাই করবো ভাবছি। আজকে শহরের বাইরে বড় একটা বাড়ী দেখে এলাম। সামান্য রদ বদল করলে উঁচুদরের সরাইখানা হয়। বাড়ীর মালিক ছেলেমেয়েদের কার্টাজেনা পাঠিয়ে দিয়েছেন। সয় সম্পত্তি বিক্রি করে নিজেও চলে যাবেন। বাড়ীটা অল্প দামেই পাওয়া যাবে। কিন্তু আমি অন্য ব্যাপারে ভাবছি। কস্তুনতুনিয়ার আমীর ওমরারা সরাইখানার ব্যবসাকে ভাল চোখে দেখেনা। ক্রেডিস কিছু না বললেও তার পিতা নিশ্চয়ই এতে সম্মত হবেন না।'

ঃ 'কস্তুনতুনিয়ায় এ ব্যবসা আপনাকে মানায়ও না। আপনাকে সম্মান করে বলে ক্রেডিস হয়ত কিছু বলবে না। কিন্তু তার বন্ধুবান্ধবরা তাকে টিটকারী দিয়ে বলবে, তোমার শ্বশুর

সাধারণ একজন সরাইখানার মালিক। আমায় যদি বিশ্বাস করেন, এ দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিন। এখানে আমার সম্মান অসম্মানের কিছু নেই। বন থেকে কাঠ কেটে বিক্রী করলেও কেউ কিছু বলবেনা। আপনি অমত না করলে আমার যৎসামান্য পুঁজিও এ ব্যবসায় খাটাব।'

ঃ 'আমি আমার চে' তোমাকে নিয়ে বেশী ভাবি। এক বুড়োর পেট চালানোর জন্য কিইবা প্রয়োজন। তুমি এখনো যুবক, ভবিষ্যতের জন্য হলেও তোমায় কিছু একটা করতেই হবে। তুমি কপর্দকশূণ্য হলেও আমি তোমায় আমার ব্যবসায়ে অংশীদার করে নিতাম। প্রথম প্রথম সব কাজই তোমায় করতে হবে। আমি শুধু তোমার বন্ধু হিসেবে থাকব। পরে খোলাখুলি কাজ শুরু করব। কিন্তু তার পূর্বে বল, তুমি কি সত্যি সত্যি কন্তুনতুনিয়ায় থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছ?'

আসেম কতক্ষণ মাথা নুইয়ে কি যেন চিন্তা করল। অবশেষে ফ্রেমসের চোখে চোখ রেখে বললঃ 'অতীতের সাথে আমার সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে আপনার কি এখনো বিশ্বাস হয়না?'

ঃ 'আমি প্রায়ই ভাবি, কন্তুনতুনিয়ায় তুমি বেশী দিন থাকতে পারবে না। অতীতের মোহময় স্বপ্নের টানে কোন দিন হয়ত বসফরাসের ওপারে চলে যাবে।'

আবার ভাবতে লাগল আসেম। মাথা তুলে ফ্রেমসের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'অতীতের সোনালী দিনগুলো এখন আমার কাছে স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়। বৃক্ষের ভাঙ্গা ডালের মত নদীর তরঙ্গের আঘাতে আমি অনেক দূরে চলে এসেছি। ফিরে যেতে হলে নদীর তরঙ্গের সাথে আমায় লড়তে হবে। বদলে দিতে হবে সেই স্রোতধারা, যার কারণে আমি মিসর সিরিয়ার পথ থেকে এখানে এসে পড়েছি। কিন্তু সে সাধ্য যে আমার নেই। মরুভূমির নিশানহীন পথে যদি কোন খর্জুরবীথি দেখে থাকি, তা ছিল আমার দৃষ্টিভ্রম। চলার পথে বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছে করে থাকলে বোকামী করেছি। হতাশার আঁধারে যে প্রদীপ আমি জ্বেলেছিলাম তা নিভে গেছে। আর কোন দিন নিজেকে এই বলে প্রবঞ্চিত করব না যে বসফরাসের ওপারে কেউ আমার পথ চেয়ে আছে।'

ঃ 'যে ইরানী বালিকার মৃদু হাসির জন্য তুমি মৃত্যুর সাথে খেলতে পেরেছ, তাকে কি ভুলে যেতে পারবে আসেম?'

ঃ 'সে এক মায়া মরীচিকা। যে মরীচিকার পেছনে ঘুরে ঘুরে পথিক অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। কিন্তু আমার দৃষ্টি থেকে তা হারিয়ে গেছে। সীনের বন্ধুত্বের কারণে ইরানী ফৌজের হয়ে যা করেছি এখন তা নিজের কাছেই এক বিদ্রুপ মনে হয়। যে কারণে পথিক মরীচিকার পেছনে ঘুরে মরে সে অনুভূতি আমি হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমি শুধু বেঁচে থাকতে চাই। দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, কোন দিন আর তরবারী ধরব না। আমি বেকার, কন্তুনতুনিয়ায় এজন্যই কেবল আমার খারাপ লাগছে। আপনি যদি কোন কাজ জুটিয়ে না দিতে পারেন, তবে সীনের মত ক্লেডিসের বন্ধুত্বও আমায় হয়ত সেনা জীবনে ফিরে যেতে বাধ্য করবে। রোম ইরানের ভবিষ্যত নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমার জীবন নতুন মোড় নিয়েছে। তবে এদ্দুর বুঝি, বাকি দিনগুলো আমার কন্তুনতুনিয়ায়ই কাটাতে হবে। উত্তর এবং পশ্চিমের

উপজাতিগুলোর বর্বরতার কাহিনী শুনলে আবার তরবারী তুলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যখন মনে হয়, আমার ক'ফোটা রক্তে কি রোম ইরান অথবা উপজাতিগুলোর বর্বরতার আগুন নিভে যাবে– তখন আবেগে ভাটা পড়ে। স্বীকার করি, আমি সাধারণ একজন মানুষ। সীমা অতিক্রম করতে গিয়ে বার বার ধাক্কা খেয়েছি। আমার মত সাধারণ মানুষেরা রোম ইরানের পতাকা না তুলে যদি নিজের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত তবে পৃথিবীর অবস্থা এর চে' বেশী ভালো হতো।'

ঃ 'তুমি সাধারণ নও আসেম। কখনো কখনো তরবারী কোষমুক্ত করার চাইতে কোষ বদ্ধ করার জন্যও সাহসের প্রয়োজন হয়। আগামী দিন তুমি নিজের জন্য কি ভাববে জানিনা। কিন্তু আমি তোমায় যদ্দুর বুঝেছি, তুমি আত্মগোপন করে থাকার মত লোকও নও। নিশানহীন পথে চলার জন্য তোমার সৃষ্টি হয়নি। তা না হলে ইয়াসবির থেকে বেরিয়ে দুশমনের উপর প্রতিশোধ নেয়াই হতো তোমার জীবনের একমাত্র ব্রত। কিন্তু ঈশ্বর তোমায় নতুন পথ খুঁজে নেয়ার শক্তি দিয়েছেন। কোন বিপ্লবই তোমার এ সাহস ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তোমার মনের এ পরিবর্তন ক্ষণস্থায়ী। অসুস্থতার জন্যই তা হয়েছে। হারানো শৌর্য ফিরে পেলে তুমি অন্যরূপ ভাববে। তবুও তোমায় আমি নিরাশ করবো না। সরাইখানায় কাজ করে সন্তুষ্ট থাকতে পারলে এক হপ্তার মধ্যেই আমি তার ব্যবস্থা করব। ইরান সেনাবাহিনীর একজন প্রখ্যাত সালার এতে অস্বস্তি অনুভব না করলে, আমার আবার লজ্জা কিসের। আসেম, তোমার সান্নিধ্যকে আমি পুরস্কার মনে করব।'

আসেম মুচকি হেসে বললঃ 'আমার স্বাস্থ্য ভাল নায় এরপর এ অনুযোগ থাকবে না।'

পরদিন তৃতীয় প্রহরে নতুন বাড়ী খরিদ করে ফ্রেমস বাড়ী ফিরল। আসেম আর ক্লেডিস বসেছিল মেহমান খানায়। ক্লেডিস বললঃ 'কদ্দুর কি করলেন?'

ফ্রেমস চাইল আসেমের দিকে। চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। আসেম বললঃ 'পেরেশান হওয়ার দরকার নেই। আমি ওকে বলেছি আপনি আমর জন্য সরাইখানা হওয়ার মত একটা বাড়ী কিনতে গেছেন। ক্লেডিসকে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কালই চলে যাচ্ছে ও। এ জন্য কথাটা তাকে বলে দিয়েছি।'

ঃ 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' ফ্রেমসের প্রশ্ন।

ঃ 'আমায় হিরাক্লিয়ার কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ চৌকি হিফাজতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এই মাত্র সিপাহসালারের সাথে দেখা করে এসেছি। তিনি আমায় ভোরেই রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।'

ফ্রেমস চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। খানিক চুপ থেকে ক্লেডিস বললঃ 'আসেমের ব্যাপারে আমার চিন্তা ভাবনা আপনার চে' ভিন্ন নয়। আমি জানতাম ও বেকার বসে থাকার মত লোক নয়। ভেবেছিলাম ও সুস্থ্য হলে কোন ভাল কাজে লাগিয়ে দেব। বর্তমানে কস্তুনতুনিয়ায় সৈন্য বাড়ানো দরকার। আসেমের মত দুঃসাহসী সালার পাওয়াতো আমাদের সৌভাগ্য। কিন্তু আমার যে বন্ধু একবার তরবারী কোষবদ্ধ করেছে তাকে আর টানাহেঁচড়া করবনা। ও সরাইখানায়

ব্যবসা করে সন্তুষ্ট হলে আমার আপত্তি নেই। এমনকি ও কুলি মজুরের কাজ করলেও আমি তাকে বন্ধু বলে গর্ব করব। ও আমায় না বললেও আমি বুঝি, আপনিও বেকার বসে থাকতে চাইছেন না। এখানে আপনার স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করব না। আপনার যে কোন ব্যবসাকে আমি খারাপ চোখে দেখব ভেবে থাকলে ভুল করেছেন।

ব্যাবিলনে একজন সরাইখানার মালিক যদি আমার চোখে পৃথিবীর সব মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং সম্মানিত হয়ে থাকে তবে এখানেও তার ব্যতিক্রম হবেনা। এখানে আসার সাথে সাথেই আন্তুনি আমায় বলল, আপনি কাজ ছাড়া থাকতে পারেন না। আর আপনি যে কাজ জানেন সে কাজ আমি পছন্দ করব না। আসেম যখন আমায় বলল, আপনি ওর জন্য বাড়ী দেখতে গেছেন, তখনি আমি বুঝেছি যে এ ব্যবসায় আপনিও ওর সাথে জড়িত। আপনার পেরেশান হবার কারণ নেই। আব্বার সাথে আমি কথা বলেছি। তাঁরও কোন আপত্তি নেই। তবে তিনি বলেছেন, সরাইখানা যেন এমন হয় যেখানে উঁচু তবকার লোকজনও থাকতে পারে। এজন্য তিনি আপনাকে প্রয়োজনীয় ঋণ দিতেও প্রস্তুত।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ফ্রেমস। ক্লেডিসকে বললঃ 'তোমার পিতা এতটা মহৎ জানলে এত পেরেশান হতাম না। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন জমকালো ব্যবসা করা ঠিক হবে না। বাড়ী কেনার পর যা রয়েছে এ ব্যবসার জন্য তাই যথেষ্ঠ। দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে তোমার আব্বার কাছ থেকে ঋণ নেয়া যাবে।'

একটা চাকর দরজায় মুখ বাড়িয়ে বললঃ 'দীলরেস সাহেব এসেছেন।'

ঃ 'এখানেনিয়েএসো।'

চাকর ফিরে গেল। খানিক পর কক্ষে প্রবেশ করল দীলরেস। আসেম এবং ফ্রেমস দাঁড়িয়ে তার সাথে মোসাফেহা করল। চেয়ার এগিয়ে দিল ক্লেডিস। দীলরেস বললঃ 'ক্লেডিস, আমি শুধু তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। কার্টাজেনা থেকে রসদ বোঝাই জাহাজ আসছে। ভোরের দিকে মর্মরা সাগরে প্রবেশ করবে। যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে আজ রাতেই আমি ওগুলোর হেফাজতে যাচ্ছি।'

ঃ 'কি আশ্চর্য! আমিও ভোরে কস্তুনতুনিয়া ছেড়ে যাচ্ছি। এক্ষুণি তোমার খোঁজে যেতাম।'

ঃ 'কোথায় যাচ্ছ?'

ঃ 'হেরোক্লিয়া।'

ঃ 'ওখানে একা যাচ্ছ?' দীলরেসের উদ্বেগ মাখা কণ্ঠ।

ঃ 'না, ফৌজনিয়েযাচ্ছি।'

ঃ 'না তা নয়। মানে ভাবীকে সাথে নিয়ে যাচ্ছ?'

ঃ 'দুর বোকা। আমি কি এতই গবেট। ওখানকার অবস্থা আমি জানি। তোমায় একটা দায়িত্ব দিতে চাই দীলরেস। আমার অনুপস্থিতিতে আসেম যেন একাকীত্ব অনুভব না করে।'

ঃ 'ঠিক আছে। কথা দিচ্ছি ওখান থেকে ফিরে প্রতিদিন কমসেকম একবার হাজিরা দেব।'

ঃ 'আসেম সরাইখানার ব্যবসা করতে চাইছে। আশা করি তুমি থাকলে ও কোন ঝুট ঝামেলায় পড়বেনা।'

ঃ 'সরাইখানার ব্যবসা।' দীলরেসের চোখে মুখে বিস্ময়।

ঃ 'হ্যাঁ। আববাও তার সাথে থাকবে।'

ঃ 'ইরান সেনাবাহিনীতে এতটা সুখ্যাতি লাভের পর আমাদের সাথে আসবে না তা জানি। কিন্তু একজন সৈনিক সরাইখানা চালাবে তা কি করে হয়। আসেম মেহমান হিসেবে তোমার কাছে থাকতে না চাইলে আমি নিয়ে যাই। সময় বুঝে ভাল কোন চাকরী খুঁজে দেব।'

ঃ 'এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। আসেম কাল কি ভাববে তাও জানি না। সময় এলেই তা বুঝা যাবে। ও যেন মনে করে বন্ধু বন্ধুর প্রতিটি ইচ্ছেই পূরণ করতে চাইছে।'

ঃ 'ঠিক আছে। সুযোগ পেলেই ওর ব্যবসায় সাহায্য করার চেষ্টা করব। আকস্মিক কোন ঝামেলা না এলে চার–পাঁচ দিনের মধ্যেই ফিরে আসব। এবার আমায় উঠতে হচ্ছে।'

দীলরেস দাঁড়িয়ে মোসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু ক্রেডিস বললঃ 'সেকি? তুমি আমাদের সাথে খাবে না?'

ঃ 'না ভাই। আমি খুব ব্যস্ত।'

ঃ 'ঠিক আছে, চল তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।'

আসেম এবং ফ্রেমসও ক্রেডিসের সাথে হাঁটা দিল। বাড়ীর বাইরে এসে সবাই দীলরেসের সাথে হাত মিলাল। আসেম হাত মিলাতে মিলাতে প্রশ্ন করল ঃ 'আপনার এ অভিযান ততো বিপজ্জনক নয় তো?'

ঃ 'নাহ।' মুচকি হেসে জবাব দিল দীলরেস। 'ইরানী যুদ্ধ জাহাজ সম্পর্কে যা শুনেছি, তা ওরা আমাদেরকে বাঁধা দেবার সাহস করবে না। পূর্ব উপকূলের সমুদ্র বন্দর ছেড়ে ওরা সামনে এগোয়না। ওরা এখন নৌশক্তি বৃদ্ধি করছে। কস্তুনতুনিয়ার বাইরে গেলে আমার আশংকা হয়, শহরের বাসিন্দারা কখন আবার আক্রান্ত হয়। ইরানীদের চে' উপজাতিগুলোই আমাদের জন্য বেশী বিপদ সৃষ্টি করছে। ওরা যে কোন সময় প্রলয়ংকরী ঝড়ের মত এখানে এসে পৌঁছতে পারে। আমি কি ভাবি জান? ফিরে এসে যেন কস্তুনতুনিয়ার নির্বাক দেয়ালকে জিজ্ঞেস করতে না হয় যে, বাজনতীন সালতানাতের শেষ রক্ষক এখন কোথায়?'

ঃ 'দীলরেস ! এতটা নিরাশা তোমার কাছে আশা করিনি।' ক্রেডিসের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা।

ঃ 'আমার দুঃখ হচ্ছে ক্রেডিস। আগামী দিনের চলার পথগুলো খুব অন্ধকার মনে হয়। তা যাক। এখন এ নিয়ে কথা বলার সময় নয়। কস্তুনতুনিয়াকে নিরাপদ ভেবে যে এসেছে তাকে সঠিক পরিস্থিতি জানানো জরুরী মনে করেছি বলেই একথা বললাম। এবার আমায় অনুমতি দাও।'

ক্রেডিস কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু তাকে কোন সুযোগ না দিয়েই হাঁটা দিল দীলরেস। পরদিন ক্রেডিসও চলে গেল। কদিন পর আসেম আর ফ্রেমস ও সরাইখানার কাজ শুরু করল।

সরাইখানার ব্যবসায় আশাতিরিক্ত লাভ হতে লাগল। কস্তুনতুনিয়ায় আশ্রয় প্রার্থীদের ভীড়ের কারণে থাকার সমস্যা দেখা দিল। ওদের প্রয়োজন ছিল মাথা গোঁজার একটু আশ্রয়। বাড়তি জনসংখ্যার চাপে প্রথম মাসে একটা এবং দ্বিতীয় মাসে আরেকটা তাবু কিনে ফ্রেসম সরাইখানার সামনে টানিয়ে দিল। এরপর সরাইখানাকে আরো প্রশস্ত করার কাজে হাত দিল। কস্তুনতুনিয়ার অধিকাংশ সরাইখানার মালিক ছিল আরমেনীয়। এই সুযোগে ওরা বর্ডাদের দু'হাতে লুটতো। কিন্তু লাভের চেয়ে গ্রাহক বৃদ্ধি করা ছিল ফ্রেমসের নীতি। ফলে, যে একদিন থাকতো পরে সে ব্যক্তি আরো দু'চার জন নিয়ে ফ্রেমসের সরাইখানায় উঠত। সুযোগ পেলেই এখানে চলে আসত দীলরেস। শহরে নতুন মুখ দেখলেই সে আসেমের সরাইখানার ঠিকানা দিয়ে দিত। ফ্রেমস মেয়েকে দেখার জন্য গেলে আসেমকেও সাথে নিয়ে নিত।

প্রায়ই ক্রেডিসের চিঠি আসতো। প্রথম দিকে লিখতো আমি খুবশীঘ্রই কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে আসছি। কিন্তু ধীরে ধীরে চিঠির ভাষা বদলে যেতে লাগল। কখনো লিখত আমি খুব ব্যস্ত। আবার লিখত শত্রুরা অমুক এলাকায় হামলা করেছে। আমরা অমুক কিল্লা আবার দখল করেছি। আজ ওরা আমাদের অমুক চৌকি দখল করে নিয়েছে। কয়েক হপ্তার মধ্যে বাড়ী আসা সম্ভব হবে না।

এভাবে কেটে গেল প্রায় চার মাস। সরাইখানার সীমাবদ্ধ পরিবেশ আসেমের হৃদয়ে পূর্ণতা দিতে ব্যর্থ হল। হারানো শান্তি ফিরে পাবার পর তার অবস্থা হল এমন পাথিকের মত যে বিশাল বিস্তীর্ন মরুতে ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হয়ে অবশেষে এক মনোরম খর্জুর বীথিতে পৌঁছে ওখানকার ঝরনার শীতল পানিতে তৃষ্ণা নিবারণ করার পর বিশ্রাম করে বৃক্ষের ছায়ায়। কিন্তু হঠাৎ তার মনে জেগে উঠে নতুন শংকা। যে ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি মঞ্জিল সংগ্রাম করে অতিক্রম করেছে এভাবে নিভৃতে বসে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। ওর অতীত হারিয়ে গেছে। ঝরে ঝরে পড়ে গেছে ভবিষ্যতের আশার সবগুলো ফুল।

প্রথমদিকে সরাইখানাকেই ও মনে করত বেঁচে থাকার অবলম্বন। কিন্তু এখন এ সরাইখানা ওর কাছে জেলের মত মনে হচ্ছে। সাধারণ চাকর বাকরের মত ও সাধারণ কাজ করতেও কুণ্ঠা বোধ করতোনা। সকাল বিকাল ডুবে থাকত কাজে। কিন্তু কখনো একাকী হলে হৃদয়ের মুগ্ধ অনুভূতির চাপা গর্জন ওকে দিশেহারা করে তুলত। কাজ করতে করতে হাত থেমে যেত। কারো দিক তাকাতো উদাস দৃষ্টি নিয়ে। কারো সাথে কথা বলতে গিয়ে আচমকা নির্বাক হয়ে যেত।

তখন সরাইখানার এক কোণ থেকে ভেসে আসত পরিচিত কণ্ঠস্বরঃ 'কি ভাবছ বাপ। তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। এসো আমার কাছে বসে খানিক বিশ্রাম করো। তোমার কাঠ কাটার অথবা ঘোড়ার সামনে খাবার দেয়ার দরকার নেই। এ কাজের জন্য চাকর বাকররাই যথেষ্ঠ।' আসেমের মনে হতো গহীন সাগরে ডুবে গিয়ে হঠাৎ তীরের নাগাল পেয়েছে সে।

মেয়েকে দেখার জন্য তিন চারদিন পর পরই ফ্রেমস বাসায় যেতো। প্রতিবার আসেমকে সাথে নিতে চাইতো। কিন্তু আসেমের ব্যবহারে মনে হত ও ক্রেডিসের বাসায় যেতে অস্বস্তি অনুভব করছে। প্রায়ই ও বিভিন্ন বাহানায় থেকে যেতো। একদিন ফ্রেমস তাকে সাথে নিতে চাইলে সে বললঃ 'আমি একটু বসফরাসের পাড়ে বেড়াতে যাব।'

ঃ 'আমার সাথে না যাওয়ার জন্য এ কোন কারণ হলনা। আন্তুনি কিন্তু তোমার উপর রেগে আছে। তুমি কেন যাওনি গতবার জুলিয়া বার বার সে কথা জিজ্ঞেস করেছে। ক্রেডিসের পিতাও তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।'

ঃ 'আন্তুনিকে আমি বোনের মত স্নেহ করি। একে দেখলে মনে কিছুটা শান্তি পাই। কিন্তু জুলিয়ার সামনে গেলেই আমার অসহায়ত্বের অনুভূতি চাঙ্গা হয়ে উঠে। যতদিন ওখানে ছিলাম আমার কেবলি মনে হত, ওরা যেন আমায় করুণা করছে। আমি নিঃস্ব, রিক্ত হয়েও কারো করুণার পাত্র হতে চাইনা।'

ঃ 'আচ্ছা আসেম! ওই নীল নয়না মেয়েটা যদি আন্তুনির কাছে তোমার বীরত্বের কাহিনী শুনে তোমার প্রতি খানিকটা দূর্বল হয়েই পড়ে তবে তাকে কি ভাববে?'

ঃ 'তবে তো তার কাছ থেকে আমাকে আরো দূরে থাকতে হবে।'

ঃ 'একি আত্মম্ভরিতা না অসহায়ত্বের কারণে।'

ঃ 'জানিনা, শুধু জানি এ পথের শেষে কোন মঞ্জিল নেই।'

ঃ 'তুমি আমায় ভুল বুঝেছ আসেম। জুলিয়া তোমার হৃদয়ে আসন করে নিয়েছে আমি তা বলিনি। আমি জানি তুমি এতটা বেকুব নও। আমি শুধু তোমার নিঃসঙ্গতা দূর করতে চাইছি। তোমার বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা যত বাড়বে ততোই অতীতের বেদনা মুছে যাবে।'

ঃ 'আপনি কি আমার জন্য যথেষ্ঠ নন।'

ঃ 'কিন্তু চিরদিন আমি তোমার সাথে থাকবনা। আমার অন্তিম সময়ের তো বেশী দেরী নেই।'

উৎকণ্ঠিত চোখে আসেম ফ্রেমসের দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে বললঃ 'আপনি যখন আমার সাথে থাকবেন না, মনে করব জীবনের সাথে আমার শেষ সম্পর্কটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে। তখন আমি এ সরাইখানায় থাকবনা।'

ঃ 'কোথায় যাবে!' ফ্রেমসের কণ্ঠে বেদনা।

ঃ 'জানিনা। সে কথা ভাবলে এখনো শিউরে উঠি।'

ঃ 'আসেম ! যার জীবন মরন অপরের জন্য সে কোন অতীত নিয়ে ভাববে। বর্তমান নিয়ে উৎকণ্ঠা আর ভবিষ্যতের ব্যাপারে নিরাশ হওয়াও তার সাজেনা। অতীত নিয়ে ভাবতে গিয়ে কি তোমায় মনে হয়নি বিভিন্ন সময় নিজের অজান্তেই এক অদৃশ্য শক্তি তোমায় সাহায্য করেছে। আগামী দিনেও সে শক্তিই তোমায় পথ দেখাবে।'

ঃ 'আমার অতীত! আমি কেবল মিথ্যে স্বপ্নের সৌধ গড়েছিলাম। ভেবেছিলাম ঝড়ের গতি রুখে দিতে পারব। কিন্তু কি হয়েছে? কি পেয়েছি আমি? যদি জানতাম যে পুষ্প বীথিকায়

আমি পানি সিঞ্চন করতে চাই, ওই পুষ্প কেবল জ্বলন্ত অঙ্গারের জন্য দেয়। প্রেমের রশিতে বাঁধতে চেয়েছিলাম ইয়াসরিববাসীকে। সে মনোহর উপত্যকা আমায় সইতে পারলনা। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়েই ওখান থেকে বেরিয়েছিলাম। নিজের অসহায়ত্বের অনুভূতি আমার তরবারী ফেলে দিতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু ফুস্তিনা এবং তার মায়ের বিপদ এক নতুন ঝড়ের মোকাবিলায় আমাকে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করল। এরপর আমার প্রতিটি পদক্ষেপই ভুল ছিল। কারো বিপদে উপকার করেছি। এ নিয়ে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। আত্ম প্রচারনার ইচ্ছে গুলো আমার সুকীর্তির উপর বিজয়ী হয়েছিল। বিপন্ন শত্রুর জন্যে যে বিবেক দয়ার সাগরে ঢেউ তুলেছিল মিশর সিরিয়া এবং ফিলিস্থিনের রণক্ষেত্রে সে বিবেককে গলা টিপে হত্যা করেছি। অন্যসব মানুষের মতই ইরানী বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার পর সে ধারণার মৃত্যু ঘটেছে।'

ঃ 'তুমি অন্য সবার চেয়ে ভিন্ন না হলে নিজের কবিলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেনা। ইরানী ফৌজের সালার হয়েও ছেড়ে দিতেনা তরবারী। আসেম, ভুল পথ ছেড়ে সঠিক পথে চলার হিম্মত তোমার রয়েছে। এ জন্য তোমার গর্ব করা উচিৎ।'

ঃ 'আপনি হয়ত আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। সত্যি বলতে কি, অতীত আমায় কিছু শেখায়নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যদি আবার পেছনে ফিরে যাই বার বার এ ভুলের পুনরাবৃত্তি করব। আবার কোন আহত দুশমন কে অসংকোচে তার বাড়ী পৌঁছে দেব। আবার ভালবাসব সামিরানকে। আমার ভালবাসার ফুলগুলি তার জন্য আগুনের ফুলকি হয়ে উঠবে একবার ও সে চিন্তা করবনা। নিঃস্ব রিক্ত হয়ে ছুটে যাব জেরুজালেমের কাছের এক সরাইখানায়। ফুস্তিনাদের সাহায্য করতে গিয়ে ভাবব এই বুঝি আমার জীবনের লক্ষ্য। এরপর আমার বিবেক মজলুমের পক্ষে তরবারী তোলার জন্য আমায় অনুপ্রাণিত করবেনা। আমার শক্তি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি জালিমের সাহায্য করব। মজলুমের রক্তে আমার হাত রংগীন না হওয়া পর্যন্ত তরবারী কোষ বদ্ধ করবনা। নিষ্পাপ মানুষের বুকে খঞ্জর চালাতে হাত কাঁপবেনা।

শত্রুকে যে যুবক শান্তির বানী শুনাতো , দুশমনকে রক্ষা করার জন্য যে হত্যা করেছিল স্বজন কে, একি সেই নওজোয়ান? কবিলার সাথে সর্ম্পক ছিন্ন হয়ে যাবার পর মানসিক প্রশান্তির জন্য হিংস্র হায়েনার সংগী হবো, কখনো ভাবিনি। সিরিয়া থেকে হাবশার সীমান্ত পর্যন্ত আবার হাবশা থেকে কস্তুনতুনিয়া পর্যন্ত ভ্রমন কারীর পথ কি দু'টো নয়। এত কিছুর পরও কি নিজকে বিশ্বাস করতে পারি? জীবন ভর পথে ঠোকর খেয়ে খেয়ে ক্লান্ত হয়ে একস্থানে বসে থাকাই আমার পুরস্কার। আমায় স্বীকার করতে হবে, পৃথিবী পূর্বে যেমন ছিল, ভবিষ্যতেও তেমন থাকবে। আমি ক্লান্ত চাচা, আমি হেরে গেছি। আগামী দিনের প্রতিটি পথের বাঁকে আমার জন্য অপেক্ষা করছে নিঃসীম অন্ধকার। আপনি বলতেন, পৃথিবী আঁধারে ছেয়ে গেলে খোদার কোন বান্দা প্রভাত রশ্মির পয়গাম নিয়ে আসেন। ক্লান্ত শ্রান্ত কাফেলা নতুন আশায় বুক বেঁধে তার পেছনে চলতে থাকবে। হায়! মৃত্যুর পূর্বে যদি এমন কোন রাহনুমা পেতাম যার আওয়াজ হবে আমার বিবেকের প্রতিধ্বনি। যিনি আমায় বলবেন পৃথিবীতে কেন এসেছি? কোন [illegible] নেই

হতাশা, প্রবঞ্চনা। কোন বিধান সমাজ জীবনের অশান্তির কাল মেঘ দূর করে দিতে পারে। সে কোন শক্তি জালিমের কৃপাণ তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। কোন সে আইন যা বংশ গোত্রের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করে।'

ঃ 'আমার দোস্ত! তুমি একা নও। দুনিয়ার হাজার হাজার মানুষ তোমার মত ভাবে। তুমি যার সন্ধান করছো তার আসার সময় হয়ে গেছে। যার আলোর ঝলক আঁধারের ভাঁজ কেটে কেটে দুনিয়াটা আলোময় করে তুলবে, তার আসার সময় আসন্ন। আঁধার রাতের ঝলমলে তারা যেমন উষার আলো ফোটার সুসংবাদ দেয়, মজলুম মানবতার ভবিষ্যত তেমনি তার আগমন সংবাদ দিচ্ছে। যে সব খোদা প্রেমিক তার পথ পানে চেয়ে আছেন আমি তাদের দেখেছি। তাদের ধারণা, গীর্জা এবং সম্রাটরা এ সমাজ বদলে দিতে অক্ষম। মানুষের মুক্তির জন্য সে মহামানবের প্রয়োজন যাকে দেখলে মনে হবে ঈশ্বরের নুর দেখছি।

এ ব্যবসার প্রতি আমার এত আগ্রহ কেন জান আসেম ঃ আমি কবছর থেকে ভাবছি, কোন এক মুসাফির আমার সরাইখানায় এসে বলবে, তুমি যার পথ চেয়ে আছ, তিনি পৃথিবীতে এসেছেন। তখন আমি সব ছেড়ে দৌড়ে তার কাছে ছুটে যাব। একবার এক ব্যবসায়ীর কাছে শুনেছিলাম, মক্কায় একজন নবী এসেছেন। কিন্তু ব্যবসায়ী তাকে উপহাস করল। এরপর ভেবেছি মক্কার কোন বিশ্বস্ত লোক পেলে তাকে তাঁর কথা জিজ্ঞেস করব। এমনকি আমি নিজেই মক্কা যাবার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। কিন্তু পরিস্থিতি আমায় সে সুযোগ দেয়নি। হয়ত এ সংবাদ ঠিক নয়। তবুও আমি নিরাশ নই। পয়গাম নিয়ে কয়েকজন বুযুর্গের মুখে যা শুনেছি তা মিথ্যে হতে পারেনা।'

ঃ 'আমি যে আপনার মত ভাবতে পারিনা। আমার দৃষ্টিরা আমায় বার বার প্রতারিত করেছে। কিভাবে আপনার মত করে ভাবব? আসল নকলে কিভাবে পার্থক্য করব। আমার যে বিবেক আমায় ইরান সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল তাকে বিশ্বাস করব কি ভাবে? যে পথ প্রদর্শককে মানুষ খোদার নবী মনে করে কি করে বুঝব সে আর সব মানুষেরচে ভিন্ন?'

ঃ 'তিনি ঈশ্বরের নিদর্শন নিয়ে আসবেন। শত্রুও তার প্রশংসা করবে। অসহায় বঞ্চিত মানুষকে তিনি আশ্রয় দেবেন। প্রতিষ্ঠা করবেন ন্যায় ইনসাফ। তার ব্যক্তিত্বে অত্যাচারীর মাথা নুয়ে পড়বে। তার পথে বাঁধা দানকারীরা উড়ে যাবে খড়কুটার মত, যেখানে তিনি পা রাখবেন খোদার অনন্ত রহমতের ধারায় তা সিক্ত হবে। সম্মান পাবে তার অনুসারীরা। বিরোধীরা হবে লাঞ্ছিত। তিনি নিশ্চই আসবেন। আসেম ! তাকে দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে, তোমার আকাশ থেকে দুর্ভাগ্যের কাল মেঘ কেটে গেছে।'

আসেম কতক্ষণ নিঃশব্দে ফ্রেমসের দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে বললঃ 'হায়! আপনার কথাগুলো যদি বিশ্বাস করতে পারতাম!'

ঃ 'তোমার বয়েস আমার সমান হলে বুঝবে এ বিশ্বাসই তোমার শেষ সম্বল। উঠে দাঁড়াল ফ্রেমস। ঃ 'আপনিযাচ্ছেন?'

ঃ 'হ্যাঁ। আন্তুনি কে কথা দিয়েছি। ও আমার জন্য অপেক্ষা করবে। জুলিয়া কে ভয় পেলে আমার সাথে চল।

আসেম মুচকি হেসে ফ্রেমসের সাথে হাঁটা দিল। খানিক দূরে গিয়ে বললঃ 'আমি জুলিয়াকে ভয় পাইনা। ও আমার কাছে চৌরাস্তার ষ্ট্রেচোর মতোন। তবুও কখনো কখনো মনে হয় ও আমার অতীতের ব্যথা গুলো চাঙ্গা করে তুলবে। ওকে মনে হয় আয়নার মত। ওর দিকে তাকালে মনে হয় আমার হারানো অতীত দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এটা ওর আন্তরিকতা ও কৃতজ্ঞতার প্রতিফলন। কিন্তু ওর এ হৃদ্যতা দেখলে মনে হয় ফুস্তিনা নতুন রূপ নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ও যেন আমায় বলছে, আমি সীনের কন্যা হলেও নিরহংকার। আমি স্বার্থপর নই। বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমি অতীত ভুলে যাব তোমার এ ধারণা ঠিক নয়। তোমার হাত থেকে বাঁচবার জন্যই আমার পিতা তোমায় মিসর পাঠিয়েছিলেন তোমার এধারনাও ভুল। তাকে আমি সব বলেছি। যুদ্ধে যাবার জন্য আমি তোমায় বাধা করেছি আমায় এ দোষ দিতে পারবেনা। তুমি ইচ্ছে করেই যুদ্ধে গেছ। আমি কেবল তোমায় সন্তুষ্ট করতে চাইছিলাম। যদি জানতাম বিজয় লিপ্সা তোমায় আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে, তবে তোমায় জোর করে ধরে রাখতাম। তুমি ফিরে এসো, আহত হলে সেবা করব, অসুস্থ হলে শুশ্রুষা করব। আমার চোখে ভেসে বেড়ায় ওর মায়াময় চাহনী। যে চাহনীতে খেলা করছে অফুরন্ত ভালবাসা।'

আসেম থামল। কয়েক পা এগিয়ে আবার বললঃ 'চাচা, কি বলছি নিজেই জানিনা। আরো কতক্ষণ এভাবে বলতে থাকলে আপনি হয়ত আমায় পাগল মনে করবেন। বলতে লজ্জা নেই, ফুস্তিনার স্মৃতিরা আজো আমায় উদাস করে ফেলে। পৃথিবীর প্রতিটি সুন্দর মেয়ের চোখেই দেখতে পাই তার ছবি। একদিন ক্লেডিসের বাড়ী থেকে আমি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম ফিরেছিলাম, রাতে। বলতে পারেন কোথায় গিয়ে ছিলাম?'

ঃ 'তুমিতো বলেছিলে শহরের বাইরে গিয়েছিলে। ফেরার সময় রাত হওয়ায় পথ হারিয়ে ফেলেছিলে। কিন্তু সেদিন তোমায় দেখে বুঝেছিলাম যে, তুমি মানসিক অশান্তিতে ভুগছ।'

ঃ 'আমি সেদিন ঐসব পাহাড়ের টিলায় টিলায় ঘুরেছিলাম, যেখান থেকে বসফরাসের ওপারে ইরানীদের তাবু দেখা যায়। তখন বসফরাস সাঁতরে পার হবার ইচ্ছে জেগেছিল। জানতাম, এখান থেকে [illegible] গেলেও ইরানীদের তীর আমায় ঝাঝরা করে ফেলবে। তবুও কয়েক বারই পানিতে ঝাপিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম। এরপর ভাবলাম, মরে গেলেতো আর ফুস্তিনাকে দেখতে পাবনা। শুধু ওকে এক নজর দেখার জন্যই সেদিন নদীতে ঝাপ দেইনি। মন কে মিথ্যে প্রবোধ দিয়েছি যে, ফুস্তিনা আমার পথ চেয়ে আছে। যে করেই হোক তার কাছে যাব। ওকে এক নজর দেখার জন্য আমি মরতেও প্রস্তুত ওকে বলব, ফুস্তিনা, আমি নিঃস্ব, অসহায়, তবু আমি তোমায় ভালবাসি।'

সূর্যাস্তের পর পানির কাছে চলে গেলাম। ঝাপ দেব হঠাৎ মনে হল আপনি পেছন থেকে আমার জামা চেপে ধরে বলছেন, পাগলামী করোনা আসেম। তুমি সাঁতরে ওপারে যেতে পারবেনা। রোমানদের হাতে না হলেও ইরানীদের হাতে মারা পড়বে। ফুস্তিনা জানবেনা তুমি ওর প্রেমের জন্য জীবন দিয়েছ। এরপর রাতে নৌকা চুরি করে বসফরাস পাড়ি দেব ভেবেছি। কিন্তু সুযোগ পাইনি। কয়েক ঘন্টা এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করার পর নিরাশ হয়ে পড়লাম। আবেগে ভাটা পড়ল। তখন মনে হল, কি এক ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি।

কস্তুনতুনিয়া যাবার এ ছিল আমার প্রথম এবং শেষ চেষ্টা। সেদিন লজ্জা আর অসহায়ত্বের অনুভূতি আমায় চেপে না ধরলে আপনার কাছে কিছুই গোপন করতামনা। আচ্ছা, আমি যদি সেদিন না আসতাম, আপনি কি বুঝতেন আমি বসফরাসের ওপারে চলে গেছি। আপনি আমায় কি ভাবতেন?'

: 'আমি ভাবতাম, এক অসাধারণ যুবক দুঃসাহসিক অভিযানে চলে গেছে। মনে করতাম, বসফরাসের ওপার থেকে হয়ত কোন মজলুমের আর্তচিৎকার তোমার কানে ভেসে এসেছে। অথবা স্বপ্নে কেউ তোমার সাহায্য চেয়েছে। তুমি চলে গেছ তাকে সাহায্য করতে।'

আসেম বললঃ 'বাড়ী থেকে বের হবার সময় যদি বলি আমি ফুস্তিনা কে দেখতে যাচ্ছি। আমি ফিরে পেতে চাই আমার হারানো অতীতকে তখন আপনি কি করতেন?'

: 'আমি তোমায় বাঁধা দিতামনা। তুমি অযথা নিজের জীবন বিপন্ন করবে এমনটি আমি কল্পনাও করিনা। আর তা হলেও কিছুই বলতামনা তোমায়। আমি ভাবতাম, নিরাপদে বসফরাসের ওপারে পৌঁছার কি সুযোগ রয়েছে। তোমার কোন বিপদ এলে আমি কদ্দুর তোমায় সাহায্য করতে পারি।'

আসেম চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে ফ্রেমসের দিকে তাকাল।

: 'আমার সাথে কৌতুক করছেন?'

: 'না আসেম। আমি কৌতুক করছিনা। চোখ বন্ধ করে যারা পথ চলে আমার কাছে তুমি তাদের মত নও। আমি দেখেছি তোমার সচেতন আত্মা। তুমি আমায় তোমার মনের সব কথা বললেও মনে করব তুমি বিপথে চলবেনা। '

নীরবে উভয়ে পথ চলতে লাগল। হঠাৎ থেমে আসেম বললঃ 'সরাইখানার ব্যবসায় আমি তৃপ্ত। এতে কি মনে হয়না আমি কোন বিপদজনক পথ গ্রহণ করার সাহস হারিয়ে ফেলেছি। আমি শুধু বেঁচে থাকতে চাই।'

: 'না। বর্তমানকে নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট থাকতে পারবেনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার বিবেক হঠাৎ করেই একদিন তোমায় সচেতন করে তুলবে। এক মুহূর্তও দেরী না করে তুমি দাঁড়িয়ে যাবে ঝড়ের মুখোমুখী।'

: 'কস্তুনতুনিয়ার লাখো মানুষ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমি কিছু করতে পারি একথাতো আপনি আমায় কোনদিন বলেননি। আপনি যদি আমায় বিশ্বাস করতেন তাহলে

নিশ্চয়ই ক্রেডিসের সাথে যাবার জন্য আমায় বাধ্য করতেন। ও যে কি বিপজ্জনক অভিযানে গিয়েছে তা আপনার অজানা নয়। শোনা যাচ্ছে, কাইজারের সাথে জংলী কবিলাগুলোর সন্ধি হচ্ছে। এরপরও কস্তুনতুনিয়া সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত নই।'

ক্রেডিস একজন রোমান সৈনিক। দেশ রক্ষার জন্য যে কোন ঝুঁকি তাকে নিতে হবে। কিন্তু তুমি নিজের ইচ্ছের উপর স্বাধীন।'

ঃ 'আপনি কি জানেন, ক্রেডিস আমায় তার সাথে যেতে বললেঃ অস্বীকার করতাম না। '

ঃ 'জানি। ও নিজের জিম্মাদারীতে তোমায় শরীক করলে তাকে প্রকৃত বন্ধু মনে করতামনা।'

ঃ 'জীবনের একটা সময় ইরানীদের বিজয়ের জন্য ব্যয় করলেও আমার সহানুভূতি রয়েছে রোমানদের জন্য। ক্রেডিসের সাথে কেন গেলাম না এ ভাবনা কখনো আমায় চঞ্চল করে তোলে। আমি চাই, বাজনাতীন সালতানাতের দুঃখের রাত শেষ হয়ে যাক। জানিনা কবে সে দিন আসবে। বলুন তো আমি কি করতে পারি।'

ঃ 'শুধু অপেক্ষা করতে পার। আসেম। দুঃসময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হলেও হিম্মতের প্রয়োজন। আমি বলতে পারি, এ যুদ্ধ ইরান, রোমান অথবা ত াতারীদের রক্তের পিপাসা মিটাতে পারবে না। এ যুদ্ধে একজন অন্যজনকে পরাজিত করতে পারবে। যার ফলে আজকের জালেম কাল হবে মজলুম। যে বিধানে আছে ইরানীদের কাছে, না আছে রোমান অথবা তাতারীদের কাছেই।'

ঃ 'আপনি আবার পূর্বের কথায় ফিরে গেলেন। আমার আশংকা হচ্ছে, আপনি আবার সে পথ প্রদর্শকের প্রসঙ্গ টেনে আনবেন, যার আগমন ছাড়া ইনসানিয়াতের মুক্তি সম্ভব নয়।'

ঃ 'তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানি ছাড়া আর কি চাইতে পারে। ওদিকে দেখব বলেই ফ্রেমস সামনের দিকে ইংগিত করে বললঃ মারকেশের চাকর, সম্ভবত আমাদের খোঁজে আসছে।'

ঃ 'ওরা থেমে গেল। চাকরটা তাদের দেখেই এক দৌড়ে কাছে এসে বললঃ 'আমি আপনাদের খোঁজেই যাচ্ছিলাম। মুনীব আপনাদের স্মরণ করেছেন।'

ঃ 'কে ক্রেডিস!' ফ্রেমস প্রশ্ন করল।

ঃ'জ্বী।'

ঃ 'ও কবে এসেছে?'

ঃ 'গত সন্ধ্যায়। এসেই তিনি কাইজারের সাথে দেখা করতে চলে গেছেন। আজ দুপুর পর্যন্ত খুব ব্যস্ত ছিলেন। খাবার পর আপনাদের কাছে আসতে চেয়ে ছিলেন কিন্তু ব্যস্ততার জন্য সম্ভব হয়নি। এখনো তিনি তার কজন বন্ধু এবং কজন সিনেট সদস্যের সাথে কথা বলছেন।'

ফ্রেমস আসেমকে বললঃ 'মনে হয় ক্রেডিস কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে এসেছে।'

ঃ 'তাই হবে!' চাকরটি বলল, 'তিনি নিশ্চয়ই কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে এসেছেন। তা না হলে ফৌজি অফিসার এবং সিনেট সদস্যরা এত ঘন ঘন তার কাছে আসতেননা। ভোরে পাদ্রীও তার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন।'

ক্রেডিসের বাড়ীতে শহরের বড় বড় লোকদের আনাগোনায় মনে হচ্ছিল আদতেই ও কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে এসেছে। লোকের ভীড় ঠেলে আসেম এবং ফ্রেমস ভেতরে প্রবেশ করল। খোলা জায়গাটুকু পার হয়ে এল ওরা। কিন্তু বৈঠকখানার সিঁড়ি পর্যন্ত প্রচন্ড ভীড়। ওরা দাড়িঁয়ে পড়ল। চাকর বলল ঃ 'আমরা পেছন থেকে ঢুকব। আসুন আমার সাথে।'

ওরা চাকরের পেছনে চলল। কিন্তু বাড়ীর পেছন দিকে মহিলাদের ভীড়। বাধ্য হয়ে ফিরে এল ওরা। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর পনর বিশজন লোক বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এল। বারান্দার লোকেরা ঢুকে গেল ভেতরে। ফ্রেমস এবং আসেম দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

লোকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল ক্রেডিস। ডানে বায়ে ক'জন উচ্চ পদস্ত লোক চেয়ারে বসে। কার্পেটের উপর চাদর পেতে দেয়া হয়েছে। বাকীরা বসেছে সেখানে। এক দীর্ঘকায় কাফ্রী আসেম এবং ফ্রেমসকে সরিয়ে একজন প্রবীন রোমানের জন্য পথ করে দিল। বৃদ্ধ ভেতরে ঢুকতেই কক্ষের সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্রেডিস কয়েক পা এগিয়ে বুড়োর সাথে মোসাফেহা করে বলল ঃ 'এসে আপনার কাছে যাওয়া দরকার ছিল। কিন্তু বাড়ী থেকে বেরোতেই পারছিনে।' বৃদ্ধ মুচকি হেসে বললেন ঃ 'জানতাম, এমন সংবাদ শুনলে কস্তুনতুনিয়ার প্রতিটি সচেতন ব্যক্তি তোমার সাথে দেখা করতে আসবে।'

ক্রেডিসের পিতা বৃদ্ধের হাত ধরে নিজের চেয়ারে বসিয়ে দিল। এই বৃদ্ধ একজন সিনেট সদস্য। ক্রেডিসকে ছেড়ে লোকজনের দৃষ্টি এবার তার দিকে ঘুরে গেল। তিনি কয়েক মুহূর্ত নীবর থেকে ক্রেডিসকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'আমি কাইজারের সাথে দেখা করে এসেছি। তোমায় বেশী প্রশ্ন করে পেরেশান করবনা। তবুও তুমি যে জংলী রাজার সাথে দেখা করেছ একথা নিজের কানে শুনতে চাই।'

ঃ 'এ খবর তো বাসী হয়ে গেছে। এখন অস্বীকার করলেও কেউ বিশ্বাস করবেনা।'

বৃদ্ধ বললেনঃ 'বেটা। তোমায় মোবারকবাদ দিচ্ছি। এ সাক্ষাতে যদি কাইজারের ইচ্ছে পূরণ হয়, আগামী দিনের ঐতিহাসিকরা তোমায় রোমের ত্রাণকর্তা মনে করবে। কিন্তু তোমার কি ধারণা, জংলীরা আমাদের সাথে কোন সমঝোতায় আসবে?'

খানিকটা ভেবে নিয়ে ক্রেডিস বলল ঃ 'আপনাকে কোন শান্তনাপ্রদ জবাব দিতে পারছিনা। শুধুমাত্র কস্তুনতুনিয়ার পরিস্থিতি আমাকে তাতারীদের ক্যাম্পে যেতে বাধ্য করেছিল। খাকানের সাথে দেখা করেছি। ইরানীদের মত ওরা সন্ধির ব্যাপারে একরোখা নয়।'

এক রোমান বলল ঃ 'খাকানের সন্ধির ইচ্ছে থাকলে কস্তুনতুনিয়া আসতে চাইলনা কেন।'

ক্রেডিসের পরিবর্তে মারকাশ বললেন : 'সন্ধির প্রয়োজন আমাদের, ওদের নয়। খাকান যে হেরাক্লিয়া আসতে রাজী হয়েছেন এটিই ঈশ্বরের করুণা।' আরেকজন বলল :'একা একা তাতারীদের ক্যাম্পে যাবার ঝুঁকি নিয়ে নিঃসন্দেহে ক্রেডিস দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু কাইজার এ মুহূর্তে কস্তুনতুনিয়া ছেড়ে কোথাও যেতে চাইবেন না।'

: 'নিজের মহলে বসে কাইজার তাতারীদের অপেক্ষা করবেন না।' মার্টিনের কণ্ঠে বিরক্তি। 'সন্ধির জন্য সম্রাট তাদের ক্যাম্পে যেতেও পিছপা হবেন না।'

ক্রেডিস বলল : 'আমি যদ্দুর জানি, কস্তুনতুনিয়ার জন্য সম্রাট যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। কিন্তু তিনি একা সেখানে যাবেননা। জনসাধারণকেও তার সাথে যেতে হবে। আমাদেরকে প্রমান করতে হবে, আমরা এখনো মরে যাইনি। এ কিন্তু আমরা যদি কস্তুনতুনিয়া থেকে বেরোতে ভয় পাই তাহলে সন্ধির ব্যাপারে ওরা আরো কঠোর হয়ে উঠবে। তাতারীদের ছাউনীতে দেখেছি কুস্তি, তীরন্দাজী এবং ঘোড় দৌড়ের অনুশীলন। আমি পাঁচদিন ওখানে ছিলাম। আমাকে জংলী রাজ খাকানের সামনে হাজির হওয়ার পূর্বে এক দৈত্যের সাথে লড়তে হয়েছিল। তার ঘাড় ভেংগে দিতে পেরেছি বলেই আজ আমি আপনাদের সামনে। আস্তাবলের শাদা ঘোড়াটা আমায় কুস্তির পর পুরস্কার দেয়া হয়েছিল। আমি যদ্দুর বুঝেছি, খাকান নিজের শক্তি প্রদর্শন করে কাইজারকে দূর্বল করে দিতে চাইবে।'

এক যুবক বলল : 'কস্তুনতুনিয়ার জনগণ আপনাকে নিরাশ করবেনা। কিন্তু কোন কোন সিনেট সদস্য সম্রাটের কস্তুনতুনিয়ার বাইরে যাওয়াটা হয়ত পসন্দ করবেননা। কাইজারের নির্দেশ পেলেও এরা হেরাকল যায় কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

: 'আমরা তাদের চিনি।' মারকেশ বললেন। 'কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কেউ এ ব্যাপারে দূর্বলতা দেখালে কস্তুনতুনিয়ায় তার স্থান হবেনা।'

মার্টিন মৃদু হেসে ক্রেডিসকে জিজ্ঞেস করলেন : 'এখানে সিনেট সদস্যদের সমালোচনা করা হচ্ছে। আমিও হেরাকল যেতে ভয় পাচ্ছি, তোমার বন্ধুদের আবার এ সন্দেহ হচ্ছে নাকি?'

: 'আমার বন্ধুরা এখনো এতটা নিরাশ হয়নি। ওরা জানে, তাতারীদের ছাউনীতে কোন অভিজ্ঞ লোক পাঠানোর দরকার হলে প্রথমেই আপনার নাম আসবে।'

মার্টিন দাঁড়িয়ে বললেন : 'ক্রেডিস, তুমি ক্লান্ত। তা নয়তো খাকানের সাথে তোমার সাক্ষাতের বিস্তারিত বর্ণনা শুনতাম। তুমি বিশ্রাম কর। তোমার দোস্তদের প্রতি অনুরোধ, তারা যেন তোমায় বিশ্রামের সুযোগ দেয়।'

মার্টিন বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে কক্ষ খালি হয়ে যেতে লাগল। ক্রেডিস পিতার পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। ফ্রেমস এবং আসেম ভেতরে ঢুকল। ক্রেডিস শ্বশুরের সাথে মোসাফেহা করে আসেমকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল : 'আসেম, আমি নিজেই তোমার কাছে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ব্যস্ততার জন্য পারিনি।'

: 'আপনার ব্যস্ততা তো নিজেই দেখলাম।'

তখনো ক'জন উচ্চ পদস্থ লোক বসে ছিলেন। এক অপরিচিত ব্যক্তির সাথে ক্লেডিসের এতটা মাখামাখি দেখে ওরা পেরেশান হয়ে উঠল। ক্লেডিস আসেমের সাথে কথা শেষ করে উপস্থিত লোকদের বললঃ 'আপনারা সম্ভবত আসেমকে চেনেননা। ও এক আরব। ওকে বন্ধু এবং ভাই বলে আমি গর্ব অনুভব করি।'

ঃ 'ক্লেডিস ! তোমার বন্ধু কয়েকদিন থেকে এখানে আসতে চাইছেনা।' মারকাশ বললেন।

ঃ 'গত কয়েকদিন আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম। আশা করি ভবিষ্যতে এমনটি হবেনা।'

এক রোমান যুবক আসেমের দিকে ফিরে বলল ঃ 'আপনি কি কাজ করেন, জানতে পারি ?'

তার ঠোঁটের কোণে শ্লেষের হাসি দেখে ফ্রেমসের গা জ্বলে উঠল। ঃ ও একটা সরাইখানায় কাজ করে। কেন তোমার কি কোন আপত্তি আছে?'

ঃ 'না তা নয়।'

ক্লেডিস ফ্রেমসের সাথে খানিক আলাপ করে আসেমের দিকে ফিরে বলল ঃ 'আসেম! হেরাকলে খুব শীঘ্রই আমরা একটা মেলার আয়োজন করছি। আমার কস্তুনতুনিয়ার সব বন্ধুরা ওখানে যাচ্ছে। কদিনের ভেতর তুমিও ওখানে চলে এসো।'

ঃ 'আপনি সেখানে যাচ্ছেন, অন্য কোন আকর্ষণ না থাকলেও আমি সেখানে যেতাম।'

ঃ 'এসো আসেম, একটা জিনিষ দেখাব। যা দেখাব তা কেবল কোন আরবই চিনতে পারে।'

ঃ 'কি দেখাবে ক্লেডিস!' দীলব্রেসের প্রশ্ন।

ঃ 'তুমিও এসো। আপনারাও আসতে পারেন।'

ক্লেডিস আসেমের হাত ধরে বেরিয়ে এল। তার পেছনে পেছনে এল বাকী সবাই। বারান্দার শেষ মাথায় পৌছে ক্লেডিস চাকরকে ডেকে বললঃ 'লাগাম বেঁধে ঘোড়াটা নিয়ে এসো।'

চাকরটা আস্তাবলের দিকে চলে গেল। খানিক পর ফিরে এল একটা টগবগে ঘোড়া নিয়ে। চাকরটা তাকে ধরে রাখতে পারছিলনা। বাইরে লোকজনের ভীড় দেখে বাড়ীর মেয়েরাও আঙ্গিনায় নেমে এসেছিল। চাকরের অসহায়ত্ব দেখে ওরা হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল। ক্লেডিস আসেমের কাঁধে হাত রেখে বলল ঃ 'কি দোস্ত! ঘোড়াটা কেমন মনে হচ্ছে?'

আসেম এগিয়ে ঘোড়ার বলগা হাতে তুলে নিল। ঘোড়ার কাঁধে হাত বুলিয়ে বলল ঃ 'একে চেনার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। চোখই যথেষ্ট।'

ঃ 'আসেম। এটি খুব বেয়াড়া। এর একজন উৎকৃষ্ট সওয়ার দরকার। তুমি সওয়ারী করবে?'

ঃ 'ক্লেডিস ! সাওয়ারীর ইচ্ছে অনেক দূরে ছেড়ে এসেছি। তবুও তুমি সন্তুষ্ট হলে আমি এতে সওয়ারীকরব।'

ঃ 'এর পিঠ থেকে আমি দু'দুবার পড়ে গিয়েছিলাম। ও আমায় তৃতীয়বার ফেলবেনা এ নিরাপত্তা কেবল তুমিই আমায় দিতে পার।'

এক যুবক বললঃ 'তার মানে আপনি চাইছেন ও তৃতীয় বার পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করুক?'

অন্যসময় হলে এ কথায় আসেম ততোটা গা করতনা। কিন্তু দর্শকদের বিদ্রুপ, মেয়েদের চাপা হাসিতে ওর ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগল। ও কাউকে কিছু না বলেই বাগ টেনে ঘোড়ার পিঠ চাপড়ে সওয়ার হয়ে গেল। ঘোড়াটা লাফ দিল কয়েকবার। আসেম বৃত্তের মত কয়েকবার ঘুরে দ্রুত আঙ্গিনা থেকে বেরিয়ে গেল।

মারকাশ ছেলেকে বললেনঃ 'ক্রেডিস। ঘোড়াটা সত্যিই তোমায় দু'দুবার ফেলে দিয়েছিল?'

ঃ 'না আববা। আসেমের মত বন্ধুকে তেমন বেয়াড়া ঘোড়ায় চড়তে বলি কি করে?'

একজন প্রবীন এগিয়ে এলেন ঃ 'খাকানের এ উপহার ভালই হবে। জীবনে কোনদিন এমন চমৎকার ঘোড়া দেখিনি।'

ঃ 'আসেম এ ঘোড়াটা পসন্দ করলে নিজকে আমি ভাগ্যবান মনে করব। ওর ঘোড়াটা এরচে' সুন্দরছিল।'

ধীরে ধীরে লোকজন আঙ্গিনা থেকে সরে যেতে লাগল। ক্রেডিস কজন বন্ধুর সাথে এক কক্ষে বসে আসেমের অপেক্ষা করতে লাগল। সূর্য ডুবোডুবো। ভেতরে চঞ্চলতা ফুটে উঠল ক্রেডিসের চেহারায়। হঠাৎ বাইরে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দ। এক চাকর দরজায় উকি দিয়ে বলল ঃ 'ওইযে তিনি এসে গেছেন।'

ওরা সবাই কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। ঘোড়াটা হাফাচ্ছে। আসেম ঘোড়ার বাগ তুলে দিল এক চাকরের হাতে। এগিয়ে এসে ক্রেডিসকে বলল ঃ 'আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করেছেন। ঘোড়া তো সুবোধ বালকের মত শান্ত।'

ঃ 'ঘোড়া কি তোমার পসন্দ হয়েছে? আজ থেকে এ তোমার জন্য উপহার।'

আসেম কৃতজ্ঞ নয়নে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললঃ 'তুমি আমার জন্য এতই যখন করলে আমায় অকৃতজ্ঞ পাবেনা।

রাতের বেলা আসেম এবং ক্রেমস বসেছিল সরাইখানার এক কক্ষে। আসেম বললঃ 'আসলেও আমার একটা ঘোড়া দরকার ছিল। কি আশ্চর্য্য। ঘোড়ায় চড়ে বের হতে এই প্রথম আমার মনে হলে আমি তরবারী ছাড়া কোথাও যাচ্ছি।'

মাস ভর প্রস্তুতি চলল। দেখে মনে হচ্ছিল বাজনাতীন সালতানাতের পুরনো শান শওকত আবার ফিরে এসেছে। হেরাক্লিয়াস রাজধানী ছেড়ে যাবেন কিনা প্রজারা শেষ পর্যন্তও এ ব্যপারে নিশ্চিত ছিলনা। কিন্তু সময়ের এক হপ্তা পূর্বেই তিনি পৌঁছে গেলেন। এতে জনসাধারণের মনের আকাশ থেকে নিরাশার কাল মেঘ কেটে গেল। সাহস বেড়ে গেল। ওদের। দলে দলে লোক হিরাকলা জমায়েত হতে লাগল। শহরের বাইরে বিস্তীর্ণ মঠে শুরু হল অনুশীলন। শহরে স্থান না পেয়ে অনেকে মাঠের আশপাশে তাবুর ব্যবস্থা করল। শহরের ভেতর বাইরের স্থানে স্থানে বসল গায়ক এবং নর্তকীদের জমজমাট আসর। হাজার হাজার পাদ্রী এবং রাহেব কাইজারের সফলতার জন্য প্রার্থনা করতে লাগল।

আসেম এবং দীলরেস সম্রাটের একদিন পূর্বে ওখানে পৌছে ছিল। কিন্তু কাইজারের অনুপস্থিতিতে মারকেশের উপর পড়ল রাজধানী রক্ষার ভার। তিনি কন্তুনতুনিয়া রয়ে গেলেন। হেরাক্ল এসে আসেমের মনে হল এতদিনের নিস্তব্ধ প্রকৃতি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। আনন্দের বাঁধ ভাংগা জোয়ারে হাবুডুবু খাচ্ছে কন্তুনতুনিয়ার জনগণ। ইরানীদের বিজয় পরবর্তী উচ্ছাসও দেখেছিল ও কিন্তু রোমানদের আনন্দ ছিল তারচে অনেক বেশী। আসেম দিনের বেলা কখনো সৈন্যদের প্যারেড, কখনো ঘোড়দৌড় আবার কখনো রথযাত্রা দেখত। রাতে দীলরেসের সাথে চলে যেত গানের আসরে। কাইজারের হিফাজত, বড় বড় লোকদের থাকার ব্যবস্থা এবং খেলার মাঠ ঠিকঠাক করার কাজে ব্যস্ত থাকত ক্রেডিস। আসেমের সাথে দু'দন্ড বসে কথা বলার সুযোগ ও পেতনা।

একরাতে ক্লান্ত ক্রেডিস কক্ষে প্রবেশ করল। আসেমকে একা বসে থাকতে দেখে প্রশ্ন করল

ঃ 'কি আসেম, একা একা কি করছ? দীলরেস কোথায় ?'

ঃ 'ও নাচ দেখছে। আমি চলে এসেছি।'

ঃ 'কেন? তুমি নাচ পসন্দ করনা?'

ঃ 'তা নয়। তবে প্রচন্ড ভীড়ে আমি হাফিয়ে উঠি।'

আসেমের পাশে বসল ক্রেডিস।ঃ 'আমি খুব ক্লান্ত আসেম। কাইজার আর খাকানের এ সাক্ষাতে কোন লাভ না হলে লোকগুলো নিরাশ হয়ে যাবে।'

ঃ 'একথা ভেবে আমিও পেরেশান হয়ে পড়ি। লোকদের আবেগ উচ্ছাস দেখে মনে হয় সন্ধির জন্য নয় বরং ওরা বিজয় আনন্দের প্রস্তুতি নিচ্ছে। আজ নাচের এক জলসায় লোকদের হাসির বহর দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। ক্রেডিস! সন্ধি না হলে, অথবা খাকান এখানে না এলে কি মুশকিল হবে বলতো? আমার সাধ্যে কুলালে এই সরল প্রাণ মানুষগুলোকে সব বিপদ মুসীবত থেকে মুক্তি দিতাম। জলসার পাশ দিয়ে আসার সময় আমার মনে পড়েছে যুদ্ধের মুহূর্ত গুলো। সেতারের তান তলোয়ারের ঝংকার হয়ে বেজেছে আমার কানে। আমার মনে হল এ গান নয়, বরং শত শত অসহায় মানুষের আর্তচিৎকার। আমি আর ওখানে দাঁড়াতে পারলামনা। এই মাত্র ভাবছিলাম, জংলীরা যুদ্ধ চালিয়ে গেলে বসফরাস পাড়ি দিতে ইরানীদের বেশী সময় লাগবেনা। জংলীরা ইরানীদের সাথে মিশে কন্তুনতুনিয়া আক্রমন করলে পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে।'

ঃ 'জানিনা। কিন্তু ততোদিন আমি বেঁচে থাকবনা। আমার কানে ঢুকবেনা লাঞ্ছিত মা বোনের করুণ চিৎকার। আসেম! হতাশ হলেই মানুষ নিজকে ধোকা দেয়। এখন আমি সে আত্মপ্রবঞ্চনায় ডুবে থাকতে চাই। আমি চাই সমগ্র কওম এ ধোকার সাগরে ডুবে থাকুক।'

মাথা নুইয়ে খানিক চিন্তা করল আসেম। অবশেষে বললঃ জুলুম অত্যাচারের দিন নিঃশেষ হয়ে গেছে, দুনিয়ার প্রতিটি মজলুম এ আত্মপ্রবঞ্চনায় ডুবে আছে। অথচ জালেমের খড়গ কৃপাণ পৌছেছে ওদের শাহরগ পর্যন্ত। কিন্তু কোথায় তিনি ? তিনি কবে আসবেন? মজলুম আর কতদিন দেখবে জালেমের চোখ রাংগানী। আর কতদিন ওরা তাঁর পথ পানে চেয়ে থাকবে।'

ঃ 'কে সে?' ক্লেডিসের চোখে মুখে অবাক চাঞ্চল্য।

চমকে উঠল আসেম। ক্লেডিসের চোখে চোখ রেখে বলল ঃ ' হঠাৎ করেই ক্রেমস কাকার কথা মনে পড়ল। তার ধারণা, শান্তির পয়গাম নিয়ে কে একজন আসবেন। তার সাথে থাকবে খোদায়ী নিদর্শন। তিনি মানুষকে শিখাবেন নতুন জীবন যাপন পদ্ধতি। তিনি হবেন মজলুমের বন্ধু। তার অমিত তেজ অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ধূলায় লুটিয়ে পড়বে। '

ক্লেডিস মুচকি হেসে বলল ঃ আব্বুনিও এ ধরনের কথা বলে। আমি তাকে বলেছি, তিনি যখন আসবেন, আমরা দু'জন ছুটে গিয়ে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ব।'

দু'দিন পর। বিশাল চাঁদোয়ার নীচে সোনার কারুকাজ করা চেয়ারে বসেছিলেন কাইজার এবং খাকান। প্রচন্ড শীতের মধ্যেও খেলার মাঠে দারুন উত্তেজনা। কাইজারের বাঁয়ে খাকান। তারো বায়ে জংলী সর্দারদের জন্য চারটে চেয়ার পাতা। ডানে মন্ত্রী এবং সিনেট সদস্যদের আসন। পেছনের সারিগুলোতে প্রতিটি জংলীর সাথে একজন রোমান। কাইজার এবং খাকানের ঠিক পেছনে কিছুটা স্থান ফাঁকা। ওখানে অস্ত্র হাতে দু'জন রোমান ক্লেডিস এবং দু'জন জংলী দাঁড়ানো। এ মূল শামিয়ানার ডানে বায়ে কয়েক কদম দূরে আরো দুটো চাদোয়া টানানো। রোমান এবং হান কর্মকর্তারা সেখানে বসে। ময়দানের চারপাশে দর্শকের উপচে পড়া ভীড়।

খাকান প্রায় তিনশো সওয়ার নিয়ে এসেছিলেন। রোমানরা ওদের চাদোয়ার নীচে বসাতে চেয়েছিল। কিন্তু সওয়াররা নিজদের ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে রাজি হয়নি। শ'খানেক সওয়ার চলে গেল শামিয়ানার পেছন দিকে। বাকী দু'শ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইল দর্শকদের ভীড়ে। রোমানদের ঘোড়াগুলো ছিল মাঠের বাইরে। রোম এবং গ্রীকের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী খেলার শুরু হল প্যারেড দিয়ে। পদাতিক বাহিনী মার্চ করে কাইজার এবং মেহমানদের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেল। এদের পেছনে এল নর্তকীর দল। মিষ্টি হাসির ফুল ছড়িয়ে ওরাও এগিয়ে গেল সামনে। এরপর পালোয়ান, যাদুকর এবং ভাড়দের পালা। সবশেষে রথের দৌড়। 'রথ' প্রাচীন গ্রীকের মত রোমানদেরও জাতীয় খেলায় রূপ নিয়েছিল। প্রতিটি রথের সাথে চারটা ঘোড়া। রোমান রথের সওয়ার ছিল দামী পোষাকে আবৃত। কিন্তু জংলীদের পোষাক ছিল নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত। মাথায় পালকের টুপি। খাকানকে একজন গরীব রোমানেরচে' নিঃস্ব মনে হচ্ছিল। ওদের লোভনীয় দৃষ্টিরা কখনো খেলোয়াড়দের কখনো রোমানদের পোষাকগুলো দেখছিল। আসেম এবং দীলরেস স্থান পেয়েছিল বায়ের শামিয়ানার নীচে। ওদের মাঝে দৈত্যের মত এক রোমানের পাশে বসেছিল হালকা পাতলা এক রোমান। আচম্বিত জংলীর চেহারায় আটকে গে' আসেমের দৃষ্টি। নোংরা পোষাক পরার পরও তাকে কেমন যেন পরিচিত মনে হচ্ছে। গভীর ভাবে তাকিয়ে রইল ও। ওযে ইরজ এতে আসেমের কোন সন্দেহ রইলনা। কিন্তু ইরজ এখানে

কেন? একটু পরে জংলী আসেমের দিকে তাকাল। চোখে চোখ পড়তেই চটজলদি ও মুখ ফিরিয়ে নিল। এবার আরো গাঢ় হল আসেমের সন্দেহ। মাঠে কুস্তি শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু খেলার প্রতি আসেমের এখন আর কোন মনযোগ নেই। ও বার বার লোকটির দিকে তাকাতে লাগল। ওর হৃদস্পন্দন বেড়ে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। মাঠে খেলা চলছে। এক রোমান দু'জনকে কাবু করে তৃতীয় জনের সাথে লড়ছে। হর্ষোৎফুল্ল জনতা শ্লোগানে শ্লোগানে দিক বিদিক মুখরিত করে তুলল। আচমকা নিজের আসন ছেড়ে দীলরেসের কাছে চলে এল আসেম। তার হাত ধরে বলল: 'দীলরেস! কষ্ট না হলে আমার আসনে গিয়ে বসো।' দীলরেস কুস্তি দেখায় এতই মগ্ন ছিল যে নিঃশব্দে আসেমের আসনে গিয়ে বসে পড়ল। আসেম বসল তার সিটে। খানিক পর লোকটির কাঁধে হাত রেখে ফারসীতে বলল : 'তুমি আমায় চিনতে পারনি ইরজ?'

পাংশুটে হয়ে গেল ইরজের চেহারা। জিহবা দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে বলল : 'তা চিনেছি। কিন্তু এটা কথা বলার উপযুক্ত স্থান নয়।'

: 'আমার মনে হয় এরা কেউই ফারসী জানেনা। তাছাড়া তোমায় কোন গোপন কথাও ফাঁস করতে হবেনা। আমি ভেবেছিলাম তিনি এ অভিযানে কোন অভিজ্ঞ লোক পাঠাবেন।'

এবার ইরজের মধ্যে স্বাভাবিকতা ফিরে আসতে লাগল। মৃদু হেসে ও বলল : 'যেখানে তুমি আছ সেখানে কোন অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন নেই। যদি জানতাম তুমি আসবে তবে আমি আসতামনা। কিন্তু ওখানে তো সবাই জানে তুমি কোথায় গায়েব হয়ে গেছ।'

: 'যে দায়িত্ব আমায় দেয়া হয়েছে তার জন্য আত্মগোপন করার দরকার ছিল। তেবে আশ্চর্য হচ্ছি, সীন তোমায় এখানে পাঠালেন কেন? তিনি কি আমায় বিশ্বাস করতে পারছেননা।'

: 'সীন আমায় পাঠাননি। আমি সরাসরি কিসরার নির্দেশে খাকানের কাছে এসেছিলাম।'

আসেম খানিকটা ভেবে নিয়ে বলল : 'তার মানে তুমি খাকানের কাছে এসেছ সীন জানেনা?'

: 'না। আসার সময় তার সাথে দেখা করেছি। কিন্তু তিনি তোমার কথা কিছুই ত বললেননা। ফুস্তিনা এবং তার মায়ের কথায় বুঝেছি তারাও তোমার ব্যাপারে কিছুই জানেননা'

: 'ইরজ! আমার ব্যর্থতার জন্য দুঃখ হলেও তোমার সাফল্যে আমি আনন্দিত। কিন্তু তোমার তো কাইজার আর খাকানের পাশে বসা উচিৎ ছিল।'

ইরজ ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল : 'আসেম! আমি খাকানের কাছে দূত হিসেবে এসেছিলাম। আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি।'

: 'আমি তোমায় দেখেই চিনেছি। আমি কেবলই ভাবছিলাম জংলীরা হঠাৎ মারামারি শুরু করলে তুমি বাঁচবে কিভাবে? রোমানরা যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত।'

ইরজের চেহারা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। তবুও জোর করে ঠোঁটে হাসি টেনে বলল ঃ 'আমার ঘোড়া কাছে পিঠেই রেখেছি। সময় মত তার পিঠে বসতে পারলেই হল।'

আসেমের বুকের স্পন্দন আরো দ্রুত হল।

ঃ 'ইরজ, কিসরাকে খুশী করতে হলে খাকান এরচে' ভাল সুযোগ পাবেননা। কিন্তু আমার মনে হয়, জংলীরা কাইজারের গায় হাত তোলায় ভুল করে বসলে তিনশো লোকের একজনও ফিরে যেতে পারবেনা। ওরা প্রস্তুতি নিয়েই এখানে এসেছে। বাইরে পাঁচ হাজার সৈন্য সম্পূর্ন তৈরী। কাইজারের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত সুদৃঢ়। কোন বিপদ দেখলে তারা চোখের পলকে খাকানকে হত্যা করবে।'

ঃ 'একটু সতর্ক হয়ে কথা বল আসেম।' ইরজের কণ্ঠে অনুনয়। 'আমাদের কথার ছিটে ফোটা বুঝলেও রোমানরা আমাদের দুজনকেই হত্যা করবে।'

ঃ ' তুমি ভেবোনা। এখন খেলা ছাড়া আর কিছুতেই রোমানদের আকর্ষণ নেই।'

ঃ ' ইরজ! কোথাও আমার সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমায় হুকুম দিতে পার। কথা দিচ্ছি, আজকের সফলতার সব কৃতিত্ব তোমার। জীবন বাজি রেখে তোমার হুকুম পালন করেও এ পুরস্কারের হিসসা চাইবনা।'

ঃ ' আমার নির্দেশ মানতে চাইলে বলছি নীরবে এখানে বসে থাকো। তুমি কদ্দুর রোমানদের বিশ্বাসভাজন হতে পেরেছ জানিনা। কিন্তু খাকান আমায় একজন দূতের বেশী মনে করেননা। আশংকা হচ্ছে, তোমার সাথে এতটা মাখামাখি দেখলে ওরা আমায় ভুল না বুঝে। তুমি ঐ রোমানকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছ। এতে সে সন্দেহ করতে পারে। তোমার বায়ের জংলীটা অনেক্ষণ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার সাথে আর কথাবলার চেষ্টা করোনা।'

ঃ 'এ ভুলের জন্য আমি দুঃখিত। আসলে তোমায় দেখে চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। ওই জংলীটাকে বলো যে আমি তোমার দোস্ত।'

ঃ 'ও আমার ভাষা বোঝেনা। দোভাষী ভয়ে আসেনি। সে খাকানের তাবুতে রয়ে গেছে।'

ঃ 'ইরজ! তোমার এ দুঃসাহস প্রশংসা পাবার যোগ্য। কিন্তু ভেবে পাইনা রোমানরা আগে ভাগে টের পেয়ে গেলে তুমি পালাবে কিভাবে? ঘোড়ার পিঠে যারা বসে আছে ওরা শামিয়ানার নীচে বসা জংলীদেরচে' সতর্ক। এই জংলীদেরচে' তোমার জীবনের মূল্য অনেক বেশী। তুমি কোন বিপদে পড়লে ফিরে গিয়ে তোমার বন্ধু বান্ধবকে কি জবাব দেব?'

ঃ 'পালাবার সময় এলে তুমি আমায় এখানে দেখবেনা।'

ঃ 'তোমার জীবনের মূল্য অনেক। জংলীটা তোমার দিকে তাকাচ্ছে বলে যদি ভয় পেয়ে থাক, তবে রোমানরাও তো আমায় গভীর ভাবে দেখছে।'

ঃ 'কি করতে হবে সূর্য মাথার উপর এলে বুঝতে পারবে।'

ঃ 'আমি একজন সৈনিক। জীবন মৃত্যুর খেলায় একজন সৈনিক অন্ধকারে থাকতে চায়না।'

ঃ 'তোমার ধারণা খাকান সৈন্য নয়। তিনি কি আত্মহত্যা করার জন্যই বসে আছেন।'

উপরে নিশ্চিন্ত হওয়ার ভাব দেখিয়ে আসেম বলল ঃ 'অহেতুক প্রশ্ন করে তোমায় বিব্রত করবনা। আমি বুঝে ফেলেছি। সূর্য মাথার উপর এলে খাকান এবং তার সংগীরা কোন বাহানায় শামিয়ানা থেকে বেরিয়ে আসবেন। এরপর ঝড়ের বেগে ছুটে আসবে পথে ছেড়ে আসা লশকর। ইরজ। খাকান কে তুমি এখানে আসতে বাধ্য করেছ। কিসরা তোমায় বড় পুরস্কার দেবেন।'

ঃ 'খাকানকে আমি আনিনি। রোমানদের চেষ্টায়ই এটা হয়েছে। আমি কেবল বন্ধুত্বের পয়গাম নিয়ে তার কাছে গিয়েছিলাম। এক হপ্তা পূর্বেই কাইজারের দূত খাকানের সাথে দেখা করেছে।'

ঃ 'একটা বড় বিপদ সম্পর্কে আমায় খবরদার করায় তোমায় ধন্যবাদ ইরজ। তোমার আপত্তি না হলে ঘোড়ার পিঠে বসেই খেলা দেখি। আমার ঘোড়া তো দূরে, কোন বিপদ এলে হঠাৎ করে বেরিয়ে যেতে পারবনা।'

আসেম দাঁড়াল। কিন্তু বায়ের দৈত্যের মত জংলীটা তার কাঁধে চাপ দিয়ে বসিয়ে দিল। সাথে সাথে ইরজ আসমের বাহু ধরে বললঃ ' আসেম। বাড়াবাড়ি করলে আমাদের দু'জনেরই ক্ষতি হবে। ওদের সন্দেহ দূর করার একটাই পথ, তুমি নীরবে বসে থাকো।' ততোক্ষনে জংলীর খঞ্জর আসেমের পাজরে এসে ঠেকল। আসেম বললঃ ' তুমি ওদের বল আমি তোমার বন্ধু।'

ঃ ' কোন লাভ হবেনা। ওরা আমার ভাষা বুঝবেনা।'

বাধ্য হয়ে বসে রইল আসেম। ওকে যেন কতগুলি হিংস্র পশুর মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছে। রোমানদের দৃষ্টি তখনো খেলার মাঠে।

দীলরেস একবার আসেমের দিকে তাকাল। কিন্তু জংলীর বিশাল দেহ খঞ্জরকে আড়াল করে রেখেছিল। যতই সূর্য উপরে উঠতে লাগল আসেমের উৎকণ্ঠা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ওর চিৎকারে বিপদ কেটে গেলে ও জীবনের পরোয়া করতোনা। কিন্তু এ মুহূর্তে বাহাদুরীর চাইতে অধিক প্রয়োজনছিল ধৈর্যের।

রথ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী রোমানদের আবেগ উচ্ছাস চরমে পৌছেছে। রথ যখন শামিয়ানার সামনে দিয়ে যেতে লাগল আর সব রোমানদের মত আসেমও হাত তুলে তুলে শ্লোগান দিতে লাগল, জংলীটা তার পাঁজরে খঞ্জরের খোঁচা মেরে তাকে নীরব করতে চাইছিল। কিন্তু আসেম বেপরোয়া ভাবে তার হাত সরিয়ে দিল। রথের দ্বিতীয় চক্করে ও আবার চিৎকার শুরু করল। ওদিকে জংলীটা ফুসছিল রাগে। রথ তৃতীয়বার শামিয়ানার সামনে যেতেই আসেম শ্লোগান দিতে দিতে দাঁড়িয়ে গেল। জংলী রক্ত ঝরা দৃষ্টিতে চাইতে লাগল তার দিকে। আশপাশের আরো কজন রোমান আসেমের সাথে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিতে লাগল। রথ চলে যাওয়ার পর বসে পড়ল আসেম। জংলীরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল।

মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল আসেম। চতুর্থ বার রথ কাছে আসতেই শ্লোগান দিতে দিতে ও দাঁড়িয়ে গেল। তার জুব্বার দুপ্রান্ত শক্ত করে ধরে রেখেছিল জংলীরা। কিন্তু আসেম বোতাম খুলে ফেলেছিল পূর্বেই। শেষ রথ কাছে আসতেই জুব্বা কাঁধ থেকে ফেলে হঠাৎ এক লাফ মারল। ক্রোধে বিবর্ণ জংলীরা জুব্বা ফেলে পিছু নিল তার। কিন্তু আসেম জংলীদের সারি ভেংগে তীব্র গতিতে শামিয়ানার দিকে ছুটে চলল। শামিয়ানার ত্রিশ চল্লিশ কদম দূরে পাহারাদাররা দাঁড়ানো। এক অপরিচিতকে সম্রাটের তাবুর দিকে ছুটতে দেখে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালো। পাশ কেটে যেতে চাইল আসেম। কিন্তু কাইজারের দেহ রক্ষীরা তাকে ঘেরাও করে ফেলল। আসেম চিৎকার দিয়ে বললঃ খোদার দিকে চেয়ে আমায় কাইজারের কাছে নিয়ে চলো। তার জীবন বিপন্ন। তোমরা সবাই বিপদে পড়তে যাচ্ছ।' কিন্তু ওর চিৎকার হারিয়ে গেল পাহারাদারদের হাকডাকের মধ্যে। দু'জন রোমান তাকে এক পাশে দাঁড় করিয়ে দিল। ধাওয়াকারী জংলীরা দাঁড়িয়ে পড়ল কয়েক কদম দূরে। হঠাৎ দীলরেস ছুটে এসে বলল ঃ 'ওকে ছেড়ে দাও।'

সিপাইরা ছেড়ে দিল ওকে। ও বলল ঃ 'দীলরেস, আমায় কাইজারের কাছে নিয়ে চল।'

ঃ 'এখন কাইজারের কাছে যাওয়া সহজ নয়।' দীলরেস বলল। 'কোন জরুরী কথা হলে না ছুটে আমাকে বললেই পারতে।'

ঃ 'কাইজারের জীবন বিপন্ন দীলরেস। ওই দেখ আমার ধাওয়াকারীরা কাইজারের শামিয়ানার দিকে ছুটে যাচ্ছে।'

আসেম একটানে এক রোমানদের হাত থেকে নেজা তুলে ওদের পেছনে ছুটল। দীলরেস এবং ক'জন রোমানও ছুটল তার পিছুপিছু। কিন্তু পথ রোধ করে দাঁড়াল কাইজারের দেহ রক্ষীরা।

আসেম বেপরোয়া হয়ে ওদেরকে আক্রমন করল। ওরা উল্টো পায়ে পেছনে সরতে লাগল। দীলরেস তরবারী নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল আসেমের পাশে। ততোক্ষণে শামিয়ানা থেকে ধাওয়াকারী জংলীদের সাহায্যে আরো কজন ছুটে এল। কিন্তু খাকানের সিপাইদের গায়ে হাত তোলার সাহস পেলনা রোমান সৈনিকরা। দীলরেসের ডাক চিৎকারে ওরা ময়দানে এলেও জংলীদেরকে ভয় দেখানোর মধ্যেই ওদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখল। কিন্তু রথ এগিয়ে আসতেই সবাই এদিক ওদিক সরে গেল। রথ চলে যাবার পর জংলীরা খাকানের কাছে ছুটে গেল। খাকান দাঁড়িয়ে ওদের ইংগিতে কি যেন বলল। ওরা তার চারপাশে জমায়েত হতে লাগল। কাইজার হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। রোমানরা ভীড় করতে লাগল তার চার পাশে। আসেম একছুটে শামিয়ানার নীচে ঢুকে পড়ল। কোন রাজকীয় নিয়মের তোয়াক্কা না করেই সে বললঃ 'আপনার জীবন বিপন্ন। তাড়াতাড়ি সরে পড়ুন।'

খাকান এতক্ষণ সংগীদের সাথে কথা বলছিল। এবার কাইজারের কাছে এসে বলল 'আমার লোকেরা বলছে এ পাগলটা নাকি আমায় হত্যা করার জন্য এদিকে এসেছে।'

ঃ 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এ পাগলটাকে এর আগে কখনো দেখিনি।'

ক্রেডিস এগিয়ে এল। আলীজাহ! ও পাগল নয়। আমি ওকে চিনি।' এরপর সে খাকানের দিকে ফিরে বললঃ 'আপনার লোকেরা ভুল বুঝেছে, আমি ওকে ভাল করেই চিনি।'

ঃ 'কি? তোমরা আমার লোকদের মিথ্যে বলার অপবাদ দিচ্ছ। আমি আর এখানেই থাকবনা।'

ঃ 'আপনি বিশ্বাস রাখুন, এ ঘটনার পুরো তদন্ত করা হবে।' কাইজারের কণ্ঠে অনুনয়। 'ওর অপরাধ প্রমানিত হলে ওকে আপনার হাওলা করে দেব। কিন্তু ঐ দেখুন, আপনার লোকেরা ঘোড়া সহ ময়দানে নেমে এসেছে।'

ঃ'ওরা ভেবেছে আমার বিপদ হয়েছে। নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাদের এ খেলা পন্ড হতে দেবনা।'

খাকান হাঁটা দিলেন। সংগী হল জংলীরা। কাইজার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে পারিষদকে বললেন ঃ' একটা পাগল আমাদের সম্মানিত মেহমানকে রাগিয়ে দিয়েছে। যাও, ওকে বুঝিয়ে নিয়ে এসো।'

সিনেট সদস্যরা খাকানের পেছনে ছুটে গেল। খাকান একবারও পেছনে তাকালনা। মাঠে নেমে আসা জংলীরা খাকানের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কিন্তু খাকানের হাতের ইশারায় ওরা মধ্য মাঠেই থেমে গেল।

প্রথম আটটা রথের প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। পরবর্তী প্রতিযোগিতা কাইজারের নির্দেশের অপেক্ষায়। কিন্তু কাইজার অসহিষ্ণু ভংগীতে খাকানের ফিরে আসার অপেক্ষা করছিলেন। ক্রেডিস আসেমকে কয়েকটা প্রশ্ন করল। জবাবে আসেম বলে দিল ইরজের সাথে সাক্ষাতের ঘটনা। ক্রেডিস একজন অফিসারকে বলল ঃ ' সিপাইদেরকে ঘোড়াগুলো শামিয়ানার পেছনে নিয়েআসতেবল।'

হেরাক্লিয়াস আরক্ত চোখে ক্রেডিসের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ ক্রেডিস! আমায় পালাবার পরামর্শদিওনা।'

ঃ 'না আলীজাহ! আমি কেবল সতর্ক থাকতে চাইছি।'

হেরাক্লিয়াস ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন ঃ 'ক্রেডিস ! এই হাতে গোনা কটা জংলী যদি আমাদের গোটা লশকর নিঃশেষ করে দেয় তবে কস্তুনতুনিয়ার সিংহাসনে না বসে কারো রাখালগিরী করা উচিৎ। তুমি আমার জন্য অপমানকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছ। যদি জানতে পারি, এ পাগলটা তোমার আস্কারা পেয়ে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তবে তোমায়ও ক্ষমা করবনা।'

ঃ 'জাহাঁপনা! ও কিসরার ফৌজে দায়িত্বশীল অফিসার ছিল। ব্যাবিলনে ওই ইরানীদের হাত থেকেআমায়বাঁচিয়েছিল।'

ঃ 'ও কিসরার ফৌজের সিপাই হয়ে থাকলে ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে গেল। ওরা আমাদের এ মোলাকাত ব্যর্থ করে দিতে চাইছে। ওকে বন্দী করে খাকানের হাতে তুলে দাও।'

ঃ 'আলীজাহ ! ওর ব্যাপারে এত তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত নেবেননা। এর পুরো জিম্মা আমার। ও আমাদের শত্রু হলে আমিও যে কোন শাস্তি গ্রহনে প্রস্তুত।'

ঃ 'খামোশ! আমরা তোমার কোন কথা শুনতে চাইনা।'

সিপাইরা আসেমকে ধরে শামিয়ানার একদিকে নিয়ে গেল। ও অসহায় চঞ্চলতা আর উৎকণ্ঠা নিয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। কাইজার এবং রোমানদের দৃষ্টি ছুটে গেল মধ্য মাঠে। আচমকা জংলীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি শামিয়ানার দিকে ছুট দিল। মুহূর্তের মধ্যে জংলীরা ধাওয়া করতে লাগল তাকে। ও শামিয়ানার প্রায় একশ গজের ভেতর এসে পড়েছে। আসেম চিৎকার দিয়ে বললঃ ওকে বাঁচাও। ওকে সাহায্য কর। জংলীরা ওকে মেরে ফেলবে। ওর অপরাধ, শুধু আমার সাথে কথা বলেছে। জংলীরা বুঝতে পেরেছে ওর জন্যই খাকানের ষড়যন্ত্র ফাঁসহয়ে গেছে।'

লোকটি প্রাণপনে দৌড়োচ্ছিল। ধাওয়াকারীদের তুলনায় তার গতি ছিল তীব্র। প্রায় কাছে এসে পড়েছে সে। আচম্বিত এক জংলী তার কাছে এসে তরবারী দিয়ে আঘাত করল। গা বাঁচিয়ে সরে গেল সে। আরেক জংলীর নেজার আঘাত লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল। এবার সে নেজা ছুঁড়ে মারল। কলজে ফাটা চিৎকার করে পড়ে গেল ইরজ। আবার উঠার চেষ্টা করল। অপর এক জংলী তার বুকে খঞ্জর চালানোর চেষ্ট করল। ততোক্ষনে ক্লেডিস এবং ক'জন সিপাই ওখানে পৌঁছে গেছে। জংলীদের ওরা পেছনে সরিয়ে দিল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে কতক জংলী ইরজকে গালি দিচ্ছিল। ওরা ইরজের মৃত্যু নিশ্চিত জেনে আর বাড়াবাড়ি করলনা। সিপাইদের হাত থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করছিল আসেম। ক্লেডিস ঘাড় ফিরিয়ে সিপাইদের বলল ঃ ' ওকে ছেড়ে দাও।'

ছাড়া পেয়ে ইরজের কাছে ছুটে এল আসেম। মাটিতে বসে 'ইরজ ইরজ' বলে ডাকতে লাগল। কিন্তু ইরজ কোন জবাব দিলনা। এবার জংলীরা নিশ্চিন্ত হয়ে সরে যেতে লাগল। আসেম নির্বাক হয়ে বসে রইল কতক্ষন। কেঁপে কেঁপে ইরজের চোখের পাতা খুলে গেল। উঠতে চাইল ও। আসেম তার মাথা কোলে তুলে নিল। ঃ 'ইরজ! তোমায় বাঁচাতে পারলামনা বলে দুঃখিত। কিন্তু তোমার মুখের কয়েকটা শব্দ হাজার হাজার মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে।'

ইরজ ধরা আওয়াজে বলল ঃ 'আমার কথায় এখন আর কোন ফায়দা হবেনা। খাকানের লশকর এল বলে। নিজের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা কর। কি আশ্চর্য! আমি তোমায় পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিচ্ছি। একটু আগে আমিই তোমায় হত্যা করতে চাইছিলাম। জংলীরা খাকানকে বলেছে আমি রোমানদের গোয়েন্দা। তিনিও তা বিশ্বাস করেছেন। ওরা আমায় হত্যা করতে চাইছিল। আসেম! এদিকে ছুটে আসার সময় আমার বিশ্বাস ছিল তুমি আমায় আশ্রয় দেবে। কিন্তু এখন তুমি আমার কোন সাহায্য করতে পারবেনা। পালিয়ে যাও আসেম, জলদি পালাও। নিজের জন্য না হলেও ফুস্তিনার জন্য। তোমায় বলিনি যে ও এখনো তোমার পথ চেয়ে আছে। যাও

আসেম। যদি কোন দিন ফুস্তিনার সাথে দেখা হয়, ওকে বলো, যাকে তুমি মনে প্রাণে ঘৃণা করতে মৃত্যুর সময়ও তোমার নাম ওর মুখে ছিল।' ইরজ কাশতে লাগল। কাশির সাথে উঠে এল থোকা থোকা রক্ত। এক সময় নিস্তেজ হয়ে গেল ওর দেহ।

হেরাক্লিয়াস তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দোভাষী ইরজ এবং আসেমের কথা বার্তা তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। একজন প্রবীন রোমান বললেন ঃ 'আলীজাহ! মৃত্যুর সময় কোন মানুষ মিথ্যে বলতে পারেনা। খাকানের লশকর এদিকে এলে কস্তুনতুনিয়ার দিকে পালানো ছাড়া উপায় নেই।'

হেরাক্লিয়াস নির্বাক। কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। এসময় খাকানের কাছে যাওয়া সিনেট সদস্যরা ফিরে এল। এক সিনেট সদস্য এসেই সিপাইদের গালাগালি শুরু করল। ঃ 'তেমাদের মাথা খারাপ। এক গোয়েন্দাকে হত্যা করার জন্য জংলীদের বাঁধা দেয়ার কি প্রয়োজন ছিল?'

সিপাইরা কাইজারের দিকে চাইতে লাগল। সিনেট সদস্য অনেকটা মোলায়েম স্বরে বলল ঃ 'আলীজাহ! পরিস্থিতি মারাত্মক রূপ নিয়েছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, জংলীরা এত তাড়াতাড়ি ইরানী গোয়েন্দাকে চিনতে পেরেছে। ও আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে চাইছিল।'

ঃ 'কিছু বুঝে আসছেনা। তোমার কথা সত্য হলে গোয়েন্দা একজন নয়, দু'জন। ক্লেডিসের বন্ধুকে এরচে ভয়ংকের মনে হচ্ছে। খাকান নিশ্চিন্ত হলে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

ঃ 'জাহাঁপনা! তার লোকেরা আমাদেরকে সন্দেহ করছেন। তিনি তাদের সন্দেহ দূর করার চেষ্টাকরছেন।'

ঃ 'জংলীরা কি চাইছে যে আমি নিজে গিয়েই ওদের বলব?'

আসেম এতক্ষণ ইরজের পাশে বসেছিল। দাঁড়িয়ে ক্লেডিসকে লক্ষ্য করে বলল ঃ 'ও আসলেও ইরানী গোয়েন্দা। খাকান নিজের কাজ দেখানোর জন্য তাকে সাথে নিয়ে এসেছিল। ও এখন মরে গেছে। আপনারা আমার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিলেন?'

ক্লেডিস কাইজারের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ 'আলীজাহ! যদি মনে করেন ও ষড়যন্ত্র পাকানোর জন্য এখানে এসেছে তবে আমিও সমভাবে অপরাধী। আমাদের দুজনের একই শাস্তি হওয়া উচিৎ। কিন্তু আমাদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে জংলীদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলে ভাল হয়না?'

ঃ 'আলীজাহ! একে খাকানের হাতে তুলে দিন।' এক রোমানের কণ্ঠ। 'জংলীরা এর মুখ থেকে সত্য কথা বের করতে পারবে।'

কাইজার হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ মাঠের বাম দিকে শোনা গেল দ্রুতগামী ঘোড়ার পায়ের শব্দ। লোকজন সওয়ারের জন্য পথ করে দিল। ময়দানে ঢুকল একজন রোমান। দুহাত উঁচু করে চিৎকার দিয়ে বলল ঃ 'সাবধান! হুশিয়ার! জংলীরা আসছে।'

আগন্তুক সওয়ারকে দেখেই মাঠের জংলীরা ঘোড়ার পিঠে চেপে দ্রুত মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল। সওয়ার কাইজারের সামনে এসেও চিৎকার অব্যাহত রাখল। সাপে কাটা ব্যক্তির মত হেরাক্লিয়াস বিস্ময়ে 'থ' হয়ে রইলেন।

আরো ক'জন রোমান সওয়ার বিভিন্ন দিক থেকে ময়দানে প্রবেশ করল। মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল একটা আওয়াজ : 'ওরা আসছে, জংলীরা আসছে।'

শুরু হল হৈ হুল্লোড়, ছুটাছুটি। স্থানীয় লোকেরা ছুটল বাড়ীর দিকে। কস্তুনতুনিয়া এবং অন্যান্য শহর থেকে আসা লোকেরা যে যার ঘোড়ায় চেপে বসল। ফৌজের সওয়ার এবং পদাতিক সিপাইরা কাইজারের চারপাশে জমায়েত হতে লাগল। কাইজারের সহিস ঘোড়া নিয়ে এল। একলাফে তার পিঠে উঠে বসলেন কাইজার।

ক্রেডিস চিৎকার দিয়ে বলল : 'আলীজাহ, সোজা কস্তুনতুনিয়ার পথ ধরুন। আমরা শত্রুদের বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করব।'

কাইজার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। রক্ষী দল চলল তার সাথে। দীলরেস এবং আসেমের মত ক্রেডিসও ঘোড়া দূরে রেখে এসেছিল। এখন আর সেখানে ফিরে যাবার সুযোগ নেই। এক সিপাই নিজের ঘোড়া ক্রেডিসকে দিয়ে দিল। ক্রেডিস তাতে সওয়ার হয়ে লোকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে লাগল। দর্শকদের অনেকেই ঘোড়া হারিয়ে একে অপরকে ডাকা ডাকি করছিল। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সবাই জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত।

যারা পাল্কীতে এসেছিল, তাদের পাল্কী পড়ে আছে, বেহারারা নেই। রথ প্রতিযোগিরা জংলীদের কথা শুনেই লাপাত্তা। ওদের রথের চাকায় পিষ্ট হয়ে কেউ প্রাণ হারাল, কেউবা হল আহত।

নিজের ঘোড়া আনতে ছুটল আসেম। পথে পালিয়ে যাওয়া মানুষের ধাক্কাধাক্কি। পালানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে সবাই। অনেক শিশু নারী ভীড়ের চাপে চেপ্টা হয়ে যাচ্ছিল। এক তাবুতে দুজন শক্ত সামর্থ লোক একটা ঘোড়া কব্জা করার চেষ্ট করছিল। এক বৃদ্ধ চিৎকার করে বলছিল : 'এ ডাকাতদের হাত থেকে আমায় বাঁচাও। এ ঘোড়া আমার। ওরা নিয়ে যাচ্ছে।'

মানুষের প্রচন্ড ভীড়ে আসেম কোন দিকে যাচ্ছে বুঝতে পারলনা। এরপর ওর কানে ভেসে এল হাজার হাজার অশ্বের ক্ষুর ধ্বনি। আচম্বিত তার দৃষ্টি ছুটে গেল ক্রেডিসের বুড়ো চাকরের দিকে। বৃদ্ধ তাবুর কাছে দাঁড়িয়ে।

: 'আমার ঘোড়া কোথায়?' বুড়োকে প্রশ্ন করল আসেম।

: 'কেন! দীলরেস সাহেবের সাথে দেখা হয়নি? এইমাত্র তিনি তিনটে ঘোড়াই নিয়ে গেলেন। বললেন, মুনীব নাকি এখানে আসতে পারবেনেনা। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম কি করব।'

ঃ 'মরতে না চাইলে পালিয়ে যাও। আর নয়তো এমন স্থানে লুকিয়ে থাকো, জংলীরা যেন তোমায় দেখতে না পায়।'

আসেম পেছনে ফিরল। মাঠের দিক থেকে ভেসে আসছিল আর্তনাদ আর শ্লোগান। তাতারীরা হামলা করেছে। আসেম কি করবে ভেবে পেলনা। জংলীরা ধরতে পারলে হত্যা করবে সন্দেহ নেই। ঘোড়া ছাড়া কস্তুনতুনিয়ায়ও যাওয়া যাবেনা। ও কতক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে হেরাক্লিয়ার দিকে ছুটতে শুরু করল। সম্পূর্ন নিরস্ত্র হয়ে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য এই প্রথম বারের মত ও দৌড়াচ্ছিল। প্রচন্ড শীতেও ঘামছিল দরদর করে। অনেক্ষণ দৌড়ানোর পর ও হাফিয়ে উঠল। থামল খানিক।

আবার দৌড়াতে লাগল। শহর থেকে আধা মাইল দূরে এক তরুনী এক বৃদ্ধের হাত ধরে পথ চলছিল। পোষাকে আশাকে বুড়োকে সম্ভ্রান্ত বলেই মনে হয়। ঃ 'মা আমি তোমার চলতে পারছিনা। ঈশ্বরের দোহাই, তুমি নিজের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করো। আমাদের ফৌজ ওদেরকে বেশীক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারবেনা।'

অসহায় অবস্থায়ও তরুনীকে শাহজাদীর মত মনে হচ্ছিল। ও বলছিল ঃ 'একটু সাহস করুন আববা। ওইতো শহরের ফটক দেখা যাচ্ছে।'

ওদের কাছে এসে আসেম থমকে দাঁড়াল। আবার দৌড়াতে লাগল আর সব মানুষের মত। কিছু দূর গিয়ে চকিতে পিছন ফিরল। বৃদ্ধ মাটিতে বসে আছেন। মেয়েটা তার হাত ধরে তোলার চেষ্টা করছে।

বুড়ো দাঁড়াল। কিন্তু পা টলছিল তার। আসেম হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। এর পর এক ছুটে তার কাছে এস বলল ঃ 'আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারি?'

বৃদ্ধ কিছু বলার পূর্বেই আসেম তাকে কাঁধে তুলে দৌড়া লাগাল। একটু পর ক্লান্ত ঘোড়ার মত হাফাতে লাগল আসেম। তবুও মেয়েটি তার গতির সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছিলনা। ওরা যখন ফটক থেকে শ'দুয়েক কদম দূরে পেছনে শোনা গেল মানুষের চিৎকার। আসেম পেছন ফিরে চাইল।

জংলী তাতারীদের একদল এদিকেই আসছে। সর্বশেষ শক্তি দিয়ে ছুটতে লাগল আসেম। ফটকের সামনে এবং পাঁচিলের উপর কজন সিপাই চিৎকার করে বলছিল ঃ'জংলীরা এসে গেছে। পালাও। জলদি পালাও।'

ফটকে ঢোকার সময় মানুষের হট্টগোলের মধ্যে ঘোড়ার পায়ের শব্দও ভেসে এল। বুড়োকে কাঁধ থেকে নামিয়ে ও একদিকে বসে পড়ল। আসেমের পর পঞ্চাশ ষাট জনের বেশী ভেতরে ঢুকতে পারেনি। জংলীরা কাছে এসে পড়ায় পাহারাদার বাধ্য হয়ে ফটক বন্ধ করে দিল।

ঘাম মুছে উঠে দাঁড়াল আসেম। এদিক ওদিক তাকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে পাঁচিলে উঠতে লাগল। বাইরে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। এদিক সেদিক পড়ে আছে লাশের স্তূপ। জংলীরা মাত্র পঞ্চাশ কি ষাট জন।

ওরা অনেক নারী পুরুষকে পশুর মত হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাহারাদারদের অফিসারের মত দেখতে এক যুবককে আসেম বলল : 'ফটক বন্ধ করার দরকার ছিলনা। দশজন ভাল তীরন্দাজই ওদের ঠেকাতে পারতো।'

: ' কে আপনি?' অফিসারের প্রশ্ন।

: 'আমি এক আগন্তুক।' বলেই আসেম পাঁচিল থেকে নেমে এল। বৃদ্ধ তাকে দেখেই বলল : 'দেখার ভুল না হলে তুমি নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি যে এ হামলা সম্পর্কে কাইজারকে সতর্ক করার চেষ্টা করছিলে?'

: ' জ্বী আমি সেই।' আসেমের কণ্ঠে বিষন্নতা।

যুবক অফিসারটি পাঁচিল থেকে নেমে এসে বৃদ্ধকে সালাম করে বললঃ 'আমার মনে হয় ওরা এখনি শহর আক্রমন করার ইচ্ছে বাতিল করেছে। বাইরে এখনো যারা বেঁচে আছে ওদেরকে হত্যা করার পর সম্ভবত ওরা সমগ্র শক্তি দিয়ে শহর আক্রমন করবে।'

: ' আপনাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকার কোন আগন্তুকের নেই। তবুও আমার মনে হয়, খাকানের লক্ষ্য হেরাকল নয় কস্তুনতুনিয়া। এ শহর আক্রমন করার ইচ্ছে থাকলে মাত্র পঞ্চাশ ষাটজন এদিকে আসতনা'

: 'হেরাকল আক্রমন না করলে তো ঈশ্বরের কৃপা। এখানে দেয়ালের ইট ছাড়া ওদের মোকাবেলা করার কেউ নেই। আমি এ শহরের মুন্সেফ। আমার চাকরটা পর্যন্ত আমায় ছেড়ে চলে গেছে। বলতো তুমি আমার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করলে কেন?'

: 'জানিনা। সম্ভবত আপনার মেয়ের সাহস আমর বিবেক উসকে দিয়েছিল।'

: 'এবার বল তোমার কি খেদমত করতে পারি। জীবনের চেয়ে মৃত্যু আমাদের বেশী কাছে। শত্রুর তরবারী আমাদের শাহরগ স্পর্শ না করা পর্যন্ত আমরা মেজবানের দায়িত্ব পালন করি।'

: 'আমার লক্ষ্য কস্তুনতুনিয়া। কিন্তু ঘোড়া হারিয়ে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি। আপনি যদি একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দেন তাহলে কস্তুনতুনিয়া রওয়ানা হয়ে যেতে পারি।'

: 'ঘোড়ার ব্যাপারে চিন্তা করোনা। কিন্তু এ মুহূর্তে কস্তুনতুনিয়া যাওয়া কি ঠিক হবে?'

: 'ওখানে আমার এক বন্ধু আমার অপেক্ষা করছেন। বিপদের দিনে আমি তার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইনা।'

: 'ঠিক আছে। ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তবে রাতে সফর করাই তোমার জন্য নিরাপদ। কমপক্ষে অবাঞ্ছিত সংঘর্ষ থেকে বাঁচতে পারবে। তাতারীরা শহর অবরোধ না করলে সন্ধ্যার পরই রওয়ানা করো। তোমার সাথে একজন শক্তসামর্থ লোক দেয়ার চেষ্টা করব।'

ময়দানে কতক্ষণ জংলীদের মোকাবিলা করে রোমানরা পেছনে সরে এল। কিন্তু খাকান কাইজারকে ধরার জন্য তখনো তার পেছনে ছুটে চলেছেন। হেরোকলের আশপাশে লুটপাট করেই ওরা হেরোকলা থেকে ফিরে গেল।

তাতারীদের হাত থেকে যারা বেঁচে গিয়েছিল সূর্য ডোবার পর ওরা ফিরে আসতে লাগল। আসেম এক সংগী সহ ঘোড়ায় চেপে কন্তুনতুনিয়ার পথ ধরল।

মারকাশ, ক্লেডিস এবং দীলরেস বিষন্ন মনে এক কক্ষে বসেছিল। জুলিয়া ভেতরের দরজা দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে বলল : ' আম্মুনি খাবার স্পর্শও করছেনা। ওকে বুঝানো আমার কর্ম নয়। আসেমের ব্যাপারে কোন সংবাদ পেলে হয়তো কিছুটা শান্ত হতো। পিতার চেয়ে ও বেশী করে কাঁদছে আসেমের জন্য। আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি। বলেছি, আসেম বেঁচে আছে। কিন্তু ও বলছে, আসেম বেঁচে থাকলে আব্বার কবরে মাটি দেয়ার জন্য হাজির হত। আসেমের ঘোড়াটা দেখার জন্য ও একা একা আস্তবল পর্যন্ত গিয়েছিল।'

দীলরেস ক্লেডিসকে বলল: 'ও ফিরে না এলে আমি আমৃত্যু নিজের কাছে অপরাধী হয়ে থাকব। নিশ্চয়ই ও ঘোড়ার খোঁজে গিয়েছিলাম। যখন শুনেছি আমি ঘোড়া নিয়ে এসেছি, তখন নিশ্চয়ই মনে করেছে তাকে মৃত্যুর মুখে ফেলে আমরা পালিয়ে এসেছি। ও মৃত্যুকে ভয় পাবার মতো নয়। হলফ করে বলতে পারি ও এক বীরের মতো জীবন দিয়েছে। আমি কি ভাবছি জান? ভাবছি আমি ওর স্থানে হলে কি করতাম। তুমি হয়ত বিশ্বাস করবেনা ক্লেডিস আমি ওকে অনেক করে খুঁজেছি। পালানোর পূর্বে বেপরোয়া হয়ে তাবু পর্যন্ত গিয়েছিলাম। নিরাশ হয়ে আমার ঘোড়া ছেড়ে যখন তার ঘোড়ায় চাপি তখনো ভেবেছি ওকে পেলেই ওর ঘোড়া ওকে দিয়ে দিব। কিন্তু আমার এ কথাতো কেউ বিশ্বাস করবেনা। আসেম ফিরে এলে হয়ত বলবে পালানোর জন্যই তার দ্রুতগতি ঘোড়াটা হাতিয়ে নিয়েছি।'

মারকাশ তাকে শান্তনা দিয়ে বললেন : 'বেটা! ও সুশীল এবং ভদ্র। ওর মত ছেলেরা চরম মুহূর্তেও বন্ধু সম্পর্কে এমন ধারণা করবেনা। তাকে না বলে তার ঘোড়া আনতে গিয়ে তুমি

দুসই করেছিলে। কে জানতো খাকানের পেটে পেটে এত কুমতলব। হেরাক্লস থেকে কস্তুনতুনিয়া পর্যন্ত পড়ে থাকবে রোমানদের লাশ? আমাদের লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে? সন্ধির ব্যাপারে আমরা অনেক বেশী আশা করেছিলাম। এমন বিপর্যয় আর কখনো আমাদের জীবনে আসেনি। হেরাক্লিয়াসের চাইতে এর জন্য আমার ছেলেই বেশী দায়ী। ক্লেডিস খাকানের কাছে না গেলে তো এ বিপদ আসতোনা। আমার দোষও কম নয়। সিনেট সদস্যদেরকে বলতে গেলে আমিই হেলোক্ল যেতে বাধ্য করেছি। কিন্তু আমাদের মনছিল পরিষ্কার। নিয়তে কোন দুরভিসন্ধি ছিলনা।'

: 'আব্বা! দীলরেসের ব্যাপার তো আমাদেরচে ভিন্ন ক্লেডিসের কণ্ঠে বিষন্নতা। এদুর্ঘটনার জন্য কস্তুনতুনিয়ার প্রতিটি লোক আমাকে দায়ী করছে। কাল সিনেটের বৈঠক হচ্ছে। ওখানে আমার সমালোচনাই বেশী হবে। কাইজার আমায় পুরস্কৃত করার জন্য সবায় যেতে বলেননি। বলল যাবা আমায় বন্ধু ভেবেছে তারাই আমার গালি দেবে। আব্বা! আমি চাকরী থেকে ইস্তফা দেব। কাইজারের সামনে আমায় ঘোষণা করতে হবে যে আমি এ দায়িত্বের যোগ্য নই।'

কণ্ঠে শান্তনার সুর টেনে মারকাশ বললেন : 'না বেটা। যে জন্য এ অসভ্যদের কাছে আমাদেরকে বন্ধুত্বের ভিখ মাঙ্গত হয়েছে সে জন্য কাইজার তোমায় দায়ী করবেননা। আমার বিশ্বাস কোন সিনেট সদস্য তোমার বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস পাবেনা।'

ক্লেডিস কিছু বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাইরে কারো পায়ের শব্দ শুনে ও দরোজার দিকে [illegible]লো। ভেজানো পাল্লা ঠেলে ভেসে উঠল আসেমের মুখ। তড়াক করে উঠে ক্লেডিস তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। আসেমের বিধ্বস্ত চেহারা। দীলরেস নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলনা। ও দাঁড়িয়ে ধরা আওয়াজে বলল : 'তুমি হয়তো বিশ্বাস করবেনা আসেম, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ তোমায় না বলে তোমার ঘোড়া আনতে যাওয়াটাই বোকামী হয়েছিল।'

: 'আরে! তুমি এত পেরেশান হচ্ছ কেন? আমি চাকরটার কাছে সব শুনেছি।'

: 'কোথায় সে?' ক্লেডিসের প্রশ্ন।

: 'কে? আপনার চাকর? জানিনা। ও আপনার অপেক্ষা করছিল। আমি তাকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে বলেছি।' মারকাশ আসেমের সাথে মোসাফেহা করে নিজের কাছে বসালেন। কক্ষে নেমে এল বিষন্ন নিরবতা। চারজনই বেদনাহত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিল। নিরবতা ভাঙল ক্লেডিস। 'আসেম! তুমি জান---'

: 'সব শুনেছি! মাঝখানে কথা কেটে আসেম বলল।' আমি প্রথমেই সরাইখানায় গিয়েছিলাম। ওখান থেকে তার কবর হয়ে এসেছি।'

আন্তুনি দাঁড়িয়েছিল ভেতরের দরজায়। : 'আমি আন্তুনিকে সংবাদ দিচ্ছি বলেই ও চলে গেল। ফিরে এল আন্তুনিকে নিয়ে। পর্দা ফাঁক করে আন্তুনি তাকিয়ে রইল আসেমের দিকে। আসেম

উঠে তাকে হাত ধরে এনে কাছে বসাল। আস্তুনি তখনো অনিমেষ চোখে আসেমের দিকে তাকিঁয়ে ছিল। তার ব্যথা করুণ দৃষ্টি আসেমকে ব্যথাহত করে তুলল।

ঃ 'বোনটি আমার। ফ্রেমস ছিলেন তোমার পিতা।' ভারী শোনাল আসেমের কণ্ঠ। 'কিন্তু পৃথিবীতে তাকে আমার প্রয়োজন ছিল বেশী। আমার দূর্ভাগ্যের মেঘলা আকাশে এক নক্ষত্র দেখেছিলাম। তাও আজ হারিয়ে গেল।'

আস্তুনি চোখ ফেটে বেরিয়ে এল অশ্রুর বাঁধ ভাংগা জোয়ার। অনেক্ষণ কেঁদে চোখের পানি মুছে ও বললঃ 'আক্রমণের কয়েক ঘন্টা পূর্বে তিনি এখানে এসেছিলেন। আমি অনেক করে বললাম থেকে যেতে। তিনি বললেনঃ এখনো তুমি শিশুদের অভ্যাস ছাড়তে পারলেনা। তুমি এখন বড় হয়েছ। যখন শুনলাম শত্রু শহরের কাছে এসে গেছে এক চাকরকে সাথে নিয়ে তার খোঁজে ছুটলাম। ততোক্ষণে শহরের ফটক বন্ধ হয়ে গেছে। সব জেনেও পাহারাদাররা আমায় মিথ্যে প্রবোধ দিয়ে বলছিলঃ 'তিনি ভেতরে এসে গেছেন।'

ঃ 'ক্রেডিস?' 'জংলীরাকি তোমাদের পূর্বেই এখানে পৌছে গিয়েছিল?' আসেম প্রশ্ন করল,

ঃ 'ওরা এসেছিল কয়েক দিক থেকে। খানিক আগেই এদেরকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ওরা গ্রাম গুলো ধ্বংস করে দিয়েছে। আমাদের সৌভাগ্য যে তেমন বাঁধ ছাড়াই আমরা শহরে ঢুকতে পেরেছি। নয়তো আমরা কেউ বাঁচতে পারতামনা। ওরা একটু সময় আমাদেরকে বাইরে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই পেছনের ফৌজ এসে যেতো। আস্তনির আব্বার কথা স্মরণ থাকলে সাথে নিয়ে আসতাম। ফটক বন্ধ হয়ে যাবার পর আমাদের সমগ্র ফৌজ নিয়ে বের হলেও জংলীদের জন্য কয়েক কদমের বেশী এগুতে পারতামনা। পাঁচীলের উপর থেকে তীর মেরে মেরে আমরা ওদের তাড়িয়েছি। পরে বাসায় না এসে গিয়েছি সরাইখানায়। যা দেখলাম তা বলার যোগ্য নয়। বেঁচেছিল মাত্র এক বুড়ো চাকর। তাও সে ঘাসের স্তুপের ভেতর লুকিয়েছিল।'

আসেম ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল ঃ 'চাকরটা এখনো সেখানে তার কাছেই আমি সব শুনেছি।'

ঃ'তুমি সোজা সরাইখানায় উঠবে,এজন্যই তাকে ওখানে থাকার পারামর্শ দিয়েছিলাম।'

দীলরেস বলল ঃ 'আসেম! তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে।'

ঃ'ঘোড়া হারিয়ে শহরের দিকে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিলনা। ওখানে এক ভদ্রলোক আমার সাহায্য করেছেন। তিনি আমায় ঘোড়া এবং সাথে একজন সংগী দিয়েছেন। দুশমনের হামলার আশংকায় অনেকটা পথ ঘুরে আসতে হয়েছে। গতকাল একটা বনে লুকিয়েছিলাম। আমি একা হলে একমুহূর্তও দেরী করতামনা কিন্তু আমার সংগী ছিল খুব সতর্ক। তাছাড়া অচেনা পথে তাকে আমার দরকারও ছিল।'

ঃ 'তোমার সে সংগী কোথায়?'

ঃ 'ফিরে গেছে। কন্সুনতুনিয়ার আশপাশের হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখে ও সামনে এগুতে সাহস পায়নি। এখন কি হবে?'

ঃ 'আমরা এখন কিইবা করতে পারি। আগামীকাল সিনেটের অধিবেশন বসছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর সব দায় দায়িত্ব চাপানো হবে আমার কাঁধে।'

ঃ 'না, বেটা না। এ হতেই পারেনা।' মারকাশ বললেন।

ঃ 'আমার পিতা সিনেটের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত। কিন্তু আমি জানি ওখানে একজন লোকও আমার পক্ষে কথা বলবেনা। আমার দেশ থেকে বের না করলেও চাকরীচ্যুত করা হবে এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ নেই।'

পিতার মৃত্যুতে আন্তুনীর ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল। স্বামী এবং আসেমের কথা শুনে ও চঞ্চল হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। আসেম ক্লেডিসকে বলল ঃ 'আমি সিনেটে যেতে পারব?'

ঃ 'অসম্ভব নয়। কিন্তু তুমি ওখানে আমার অসহায়ত্ব ছাড়া আর কিছুই দেখবেনা।'

ঃ 'প্রতিটি রোমান আজ তোমারচে বেশী অসহায়। খাকানের বেঈমানীর কারণে তোমাদের যে আশাগুলো নিরাশার আঁধারে হারিয়ে গেছে তা আবার চাঙ্গা করে তুলতে হবে।'

ঃ 'তুমি কি তাদের নতুন আশার আলো দেখাতে পারবে ভেবেছ?'

ঃ 'নিজের অসহায়ত্ব সম্পর্কে আমি বেখবর নই। আজ যখন ফ্রেমসের কবরের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম আমায় যেন তিনি বলছিলেন, আসেম! তোমার বোন যে শহরে থাকে তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করো। ওর চোখের অশ্রু কাইজারের সমস্ত সম্পদের চেয়েও দামী।'

ঃ 'এমন কথা একজন রোমানের মুখে শোভা পায়না। কিন্তু একথা সত্য যে কোন দৈব শক্তিই এখন কন্সুনতুনিয়াকে রক্ষা করতে পারে। কালকের সিনেট অধিবেশনের পর হয়ত শুনবে শাহানশা কার্টাজেনা চলে গেছেন।'

ঃ 'আমি এক আগন্তুক। কাইজার এবং সিনেট সদস্যদের সামনে মুখ খোলার অনুমতি পেলে তাদের ভাল কোন পরামর্শ দিতে পারব।'

ঃ 'তুমি এখনই কাইজারের কাছে যেতে পারবে। এখানে এসেই তিনি তোমায় খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু অধিবেশনে যাওয়া তোমার জন্য উচিৎ হবেনা। তিনি আমার উপর এতটা ক্ষেপে আছেন যে তুমি আমার পক্ষে কিছু বলতে গেলেই বিপাকে পড়বে। তা আমি সহ্য করতে পারবনা। কাইজারকে তোমার সংবাদ দিয়েছি। সময় মতো তিনিই ডেকে পাঠাবেন।'

ঃ 'না ক্লেডিস, তোমাকে সামনে রেখেই আমি সদস্যদের কিছু বলতে চাই। আমার বিশ্বাস ওরা আমায় উপহাস করবেনা।'

: 'আমাদের ভালোর জন্য কোন পরিকল্পনা তোমার মাথায় এসে থাকলে তোমায় অধিবেশনে নেয়ার যিম্মা আমি নিচ্ছি।' মারকাশ মাঝখানে বলে উঠলেন। 'হেরোকল্লায় যারা তোমার সাহস দেখেছে আমার বিশ্বাস তুমি কিছু বললে ওরা তোমায় বিদ্রুপ করবেনা'

: 'আমার মাথায় কোন পরিকল্পনা এসেছে কিনা বলতে পারছিনা। তবে আমায় দেখলে ওদের দৃষ্টি ক্রেডিসের উপর থেকে সরে আসবে। আমার বন্ধু যেন না ভাবে কোন কথা বলে আমি তাকে লজ্জিত করব।'

হাউজে মন্ত্রী পরিষদ এবং সিনেট সদস্যরা সবাই এসেছেন। দর্শক গ্যালারী লোকে ঠাসা। যে সব মহিলাদের আত্মীয় স্বজন হেরোকল্লায় নিহত হয়েছেন অথবা পালিয়ে এসেছেন তারাও রয়েছেন দর্শকদের মাঝে। রানীকে পাশে নিয়ে বসে আছেন কাইজার। বিমর্ষ, কঠিন চেহারা। সিংহাসনের কয়েক কদম দূরে ক্রেডিস মাথা নীচু করে বসে আছে। সিনেট সদস্যরা সবাই নিজ নিজ বক্তৃতায় দূর্ঘটনার সব দায় দায়িত্ব ক্রেডিসের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। দুএকজন ক্রেডিসের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে অন্যান্য সদস্যদের প্রতিরোধের মুখে বক্তৃতা শেষ করতে পারেনি। স্যাইমন ছিলেন ক্রেডিসের পক্ষে। কিন্তু তিনিও অসহায়। মারকাশ দাঁড়িয়ে পুত্রের পক্ষে কিছু না বলে সমালোচনাকারীদের বিরোধিতা করতে লাগলেন। ফলে বিরোধীরা আরো ক্ষেপে উঠল।'

সিনেটের যে সদস্য কাইজারকে কার্টাজেনা যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি দাঁড়িয়ে বললেনঃ 'আলীজাহ! ক্রেডিসের অদূরদর্শীতার ফল তার বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে আমাদের বলার কিছুই ছিলনা। কিন্তু এ সমস্যা এখন জাতীয় সমস্যায় রূপ নিয়েছে। যে সব বোনের অশ্রু এখনো শুকায়নি তারাও হাউজে রয়েছে। ক্রেডিসের ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে কস্তুনতুনিয়ায় শুরু হয়েছে লাখো মানুষের আহাজারী। ক্রেডিসের জন্য মারকাশের ভেতরে রয়েছে পিতার স্নেহ বাৎসল্য। কিন্তু জংগীরা যে সব লাখ লাখ মানুষকে দামিয়ুবের ওপাড়ে উড়ে নিয়ে গেছে, তারা কি রোমানদের সন্তান নয়? আমাদের একজন পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা খাকানের ফাঁদে পা দেয়ার কি এ বিপর্যয় আমাদের উপর নেমে আসেনি? আলীজাহ! প্রজাসাধারনের জন্য আপনি যেকোন ঝুঁকি নেতে বাধ্য। কিন্তু শত্রুর উদ্দেশ্য যাচাই না করে যারা আপনাকে এক অরক্ষিত স্থানে নিয়েছিল তারা কি ক্ষমার অযোগ্য নয়? এক আগন্তুক সময় মতো আমাদের সাবধান না করলে একটি প্রানীও বেঁচে আসতে পারতাম না। এক অপরিচিত ব্যক্তি শত্রুর উদ্দেশ্য জানতে পারলো অথচ ব্যবস্থাপকরা শেষ পর্যন্ত কিছুই জানতে পারলনা, এ কি কোন কথা হলো?'

হেরাক্লিয়াস ডান হাত উপরে তুললেন : 'একথা কয়েকবার বলা হয়ে গেছে।'

সদস্য বসে পড়লেন। সম্রাট ক্রেডিসের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'তুমি কিছু বলবে?'

দাঁড়াল ক্রেডিস। : 'আলীজাহ! আমায় অপরাধী বানানোর জন্য এত দীর্ঘ বক্তৃতার প্রয়োজন ছিলনা। আমার ভুলের পরিনাম সামনেই রয়েছে। স্বিকার করি আমি এ দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত

ইলামনা। এখানে আমি নিজের পক্ষে সাফাই পেশ করার জন্য আসিনি। আমি এসেছি শাস্তির নির্দেশশোনারজন্য।'

হাউজে নেমে এল অখন্ড নীরবতা। বিরোধীরা ঠোঁটে বিজয়ের হাসি টেনে পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল। কাইজার বললেনঃ 'তোমার ভুলের মধ্যে তারাও শরীক যারা খাকানের সাথে আমাদের এ মোলাকাতের সমর্থন করেছিল।'

ঃ 'আলীজাহ। এর বিচারের ভার তাদের বিবেকের উপর ছেড়ে দিচ্ছি।'

ঃ 'আমার অনুমতি নিয়ে তুমি খাকানের কাছে গিয়েছ একথাও বলতে চাইছনা?'

ঃ 'আপনার অনুমতির অর্থ এ ছিলনা যে আমার অদূরদর্শীতার ফলে সাম্রাজ্যে কোন বিপদ এলে আমায় ছেড়ে দেয়া হবে?'

ঃ 'তুমি জান উদ্দেশ্য সৎ হবার পরও তোমার চে দূরদর্শী ব্যক্তিরা প্রবঞ্চিত হয়েছেন?

ঃ 'আমি কাউকে দোষী করতে চাইনা জাঁহাপনা। খাকানের কাছ থেকে বড় আশা বুকে নিয়ে না এলে এভাবে প্রতারিত হতাম না। দুশমনের নোকবে ঢাকা চোহারায় আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি। আমার বিরুদ্ধে কেউ কিছু না বললেও আমি যে অযোগ্য তা নিজেই স্বীকার করতাম। কোন শাস্তি না দিলেও কমপক্ষে আমাকে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হোক। একথা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম।'

ঃ 'ইচ্ছে করলে দুনিয়ার সব অপরাধ নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিতে পার। কিন্তু শাস্তি নির্ধারণ করার দায়িত্ব তোমার নয়।'

রানী কাইজারের কানে কানে কি যেন বললেন। সম্রাট ক্রেডিসকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'সে আরব ছেলেটার কোন খোঁজ এখনো পাওনি?'

ঃ 'ও এখন হাউজের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

কাইজার রেগে গেলেন। তোমার কাছে এটা আশা করিনি। ওর খোঁজ পাওয়ার সাথে সাথে আমার কাছে নিয়ে এলেন কেন?'

ঃ 'আলীজাহ। আমি মনে করেছিলাম এক অপরিচিতকে হাউজে প্রবেশ করানো ঠিক হবেনা। অধিবেশন শেষে ওকে আপনার কাছে নিয়ে আসার জন্য পাহারাদারকে বলে দিয়েছি।'

ঃ 'জীবন বাজী রেখে যে যুবক আমাদের সতর্ক করল আমরা তার কৃতজ্ঞতা আদায় করবনা তুমি তা ভাবলে কি ভাবে?'

ঃ 'ও আমার সাথে আসতে চেয়েছিল। এ অধিবেশনে আমি এক অপরাধী। আশংকা করেছিলাম সিনেট সদস্যরা তাকে না আবার আমার পক্ষ সমর্থনকারী মনে করেন। ও আমার বন্ধু। এ অবস্থায় হয়ত ও মুখ বুজে থাকবে না।'

'ওকে নিয়ে এস।'

ক্রেডিস সম্রাটকে কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল। বিরোধী সদস্যরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। ওরা বার বার চাইতে লাগল দারোজার দিকে। খানিক পর আসেম এবং ক্রেডিস ভেতরে প্রবেশ করে কাইজার কে কুর্নিশ করল। এরপর ক্রেডিস ইংগিতেও কাইজারের সামনে এসে দাঁড়াল। কাইজার এবং রানী গভীর চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে সম্রাট বললেন ঃ 'নওজোন! কাইজারের জীবন রক্ষা করার জন্য কোন পুরস্কার থাকলে সে পুরস্কার তোমার প্রাপ্য। আমরা তোমার অপেক্ষায় ছিলাম।'

ঃ 'জাঁহাপনা এ এক আকস্মিক ব্যাপার। ওখানে যাবার অনেক পরে আমি এ ষড়যন্ত্রের খবর পেয়েছি। আমি আপনার সালতানাতের আশ্রয়ে ছিলাম। কৃতজ্ঞতার দাবী হচ্ছে, যে কোন বিপদ সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করা। এর জন্য কোন পুরস্কার পাওয়াটা আমি সংকীর্ণতা এবং লজ্জাজনক মনে করি।'

ঃ 'তুমি নিজেকেই বিপদে ফেলেছিলে। এমনওতো হতে পারতো যে জাংলীদের হাত থেকে বাঁচলেও আমরাই তোমার ফাসীতে ঝুলিয়ে দিতাম।'

ঃ 'আমার বিশ্বাস ছিল। ক্রেডিসের উপস্থিতিতে আমার দায়িত্ব আমি পালন করতে পারব। ক্রেডিস না থাকলেও কর্তব্য পালন করতে আমি পিছপা হতামনা।'

ঃ 'এখানে আসার পূর্বে তুমি ইরানী ফৌজে ছিঁলে?'

ঃ'হ্যাঁ।'

ঃ 'সিরিয়া এবং মিসর বিজয় অংশ নিয়েছিলে?'

ঃ 'সিরিয়া এবং মিসরের যুদ্ধে আমি আরব ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলাম।'

ঃ 'তুমি কি হাবশার দিকে যাওয়া ফৌজের সাথে ছিলে?'

ঃ'হ্যাঁ।'

ঃ 'তাহলে কন্তুনতুনিয়ার দিকে আসার সময় একবারও কি মনে হয়নি যে, রোমানরা ইরানীদের দুশমন। একটু জানতে পারলেই ওরা তোমায় হত্যা করবে।'

ঃ 'মনে হয়নি তা নয়। বরং কোন মানুষ যখন নিজের পথ পরিবর্তন করে তখন কোথায় যাচ্ছে ভাবেনা। যখন ক্রেডিসের সাথে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তখন জীবনের চেয়ে আমি মৃত্যুর কাছাকাছি ছিলাম।'

ঃ 'কিন্তু ক্রেডিস স্বীকার করেছে, সে তোমার সবই জানত। এরপরও ও তোমায় আশ্রয় দিয়েছে। আমাদেরকে না বলে তোমায় আশ্রয় দিয়ে সে কি অপরাধ করেনি।'

ঃ 'আমি বলব , ক্রেডিস বিশ্বাস করে ভুল করেনি। সে জানত , আমি তাকে ধোকা দেবনা।'

কাইজার খানিকটা ভেবে নিয়ে বললেনঃ এ বিপর্যয়ের সব দায় দায়িত্ব ক্রেডিসের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। আমরা ওকে শাস্তি দিতে চাই। তোমার এতে কি অভিমত।'

ঃ 'ক্রেডিসকে কথা দিয়েছি তার পক্ষে কিছুই বলবনা। তবু ওকে শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে বলব রোমানদের ভবিষ্যত আমার ধারনার চে' বেশী অন্ধকার।'

ঃ 'তুমি ক্রেডিসকে নিরপরাধ মনে কর?'

ঃ 'আলীজাহ! আমি ক্রেডিসকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য আসিনি। আমি জানি পরিষদ আমার অনুভূতির তোয়াক্কা করবেনা। কিন্তু এসব সম্মাণিত ব্যক্তিদের উচিৎ এক শরীফ এবং সাহসী যুবকের উপর ক্রোধ না ঝেড়ে রোমের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করা। হেরোকলার মত এখানেও আমায় উপহাস করা না হলে আমি একটা পরামর্শ দিতে চাই।' লোকগুলো নিঃশ্বাস বন্ধ করে আসেমের দিকে চাইতে লাগল। কাইজার চঞ্চল হয়ে বললেনঃ 'বলো! তুমি থামলে কেন?'

ঃ 'রোমানরা শান্তি চায়। খাকানের দিক থেকে নিরাশ হয়ে যাবার পর ইরানের দিকে তাকানো ছাড়া আপনাদের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই।'

কাইজারের চোখে আশার ঝিলিক। ঃ 'আমরা ওদের দিকেই তাকিয়ে আছি। কিন্তু ওরা শান্তি এবং সন্ধি এ দুটো শব্দ শুনতেই নারাজ। দু'বছর পূর্বে সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে ইরানী সিপাহসারের কাছে তিনজন লোক পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু একজন মাঝি ছাড়া বসফরাসের ওপারে কেউ আসতে পারেনি। পরে শুনেছি আমাদের দুতদের সাথে কোন কথাবার্তা ছাড়াই তাদের হত্যা করা হয়েছে। এরও পূর্বে একজন দুত সিপাসালারের কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের প্রথম শর্ত ছিল কন্তুনতুনিয়ায় দুয়ার তাদের জন্য খুলে দিতে হবে।'

ঃ 'তাদের নতুন শর্ত কি হবে এ ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারছিনা। আমি সিপাহসালারের কাছে যাবো। আমার বিশ্বাস সিপাহসালারের সামনে না নেয়া পর্যন্ত ওরা আমায় হত্যা করবেনা। সীন যদি এখনো সেনাপতি থেকে থাকেন আমার কথা নিশ্চই শুনবেন। এককালে তিনি আমায় নিজের ছেলের মত স্নেহ করতেন।'

ঃ 'সীনকে এককালে আমিও বন্ধু মনে করতাম। তাকে জেল থেকে মুক্তি দেয়ার সময় ভেবেছিলাম সন্ধির ব্যাপারে কিসরার সাথে আলাপ করবে। কিন্তু এছিল আত্মপ্রবঞ্চতা। রোমানদের সাথে শত্রুতায় সে বরং কিসরার চেয়ে এক কদম এগিয়ে আছে।'

ঃ 'এ ব্যাপারে আমারচে কেউ বেশী জানেনা। তিনি যুদ্ধ বন্ধের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কিসরা ভেবেছিলেন মিশর সিরিয়া জয়ের পর অতি সহজেই কন্তুনতুনিয়া পদানত করতে পারবেন। এজন্য তিনি সীনের প্রস্তাবে কান দেননি। এখন দীর্ঘ বর্বতার ফলে হয়ত কিসরার চিন্তাধারায় পরিবর্তন এসে যেতে পারে।'

হাউজের আশা ভরা দৃষ্টিগুলো আসেমের দিকে তাকিয়েছিল। কাইজার বললেনঃ কন্তুনতুনিয়া ছাড়া ইরানীদের যে কোন প্রস্তাব আমি মেনে নিতে প্রস্তুত।'

ঃ 'সন্ধির শর্ত নিয়ে ভাববেন কিসরা এবং কাইজার। আমি শুধু সীনের সাহায্যে কিসরার কান পর্যন্ত কথাটা পৌছে দেবার দায়িত্ব নিয়েছি। সীনের আশ্বাস পেলে আমি ফিরে আসব। ফিরে না এলে ভাববেন আমি ব্যর্থ হয়েছি। তিনি যদি আপনার সাথে কথা বলতে রাজী হন আমি সফল। তবে আপনাকে দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, খাকানের মত সীন ধোকা দেবেন না।'

ঃ 'আমি কি সরাসরি সীনের সাথে কথা বলব?'

ঃ 'আলীজাহ! সীন আপনাকে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ জানালে আমি ভাল মনে করি।'

ঃ ' তাকে কস্তুনতুনিয়া নিয়ে আসতে পারবে?'

ঃ 'আপনাকে এমন আশ্বাস দিতে পারিনা। তিনি অহংকারী নন তিনি এখানে এলে একজন সিপাই পর্যন্ত তাকে ঘৃণা করবে। ভুলে গেলে চলবেনা ওরা বিজয়ী। সন্ধির শর্তাবলীও হয়ত অপমানকরা হবে। কিন্তু সন্ধি রোমানদের অস্তিত্বের প্রশ্ন। বাজনাতীন সালতানাতকে রক্ষা করার জন্য সন্ধি ভিক্ষা করা ছাড়া আপনাদের কোন উপায় নেই। কস্তুনতুনিয়ায় জেরুজালেম এবং ইস্তাকিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটুক আপনি কি তা চাইবেন?'

অন্য সময় হলে একথা বলার পর আসেম জীবন নিয়ে দিয়ে যেতে পারতোনা। কিন্তু ওরা এতটা অসহায় ছিল যে ওরা আসেমের আগমনকে গায়েবী সাহায্য মনে করছিল।

কাইজার পেরেশান হয়ে এদিক ওদিক চাইলেনঃ 'কথা বলার জন্য সীনের কাছে গেলে কোন বিপদ আসবেনা এ ব্যাপারে তুমি কি নিশ্চিত?'

ঃ 'আলীজাহ! তার সাথে কথা না বলে আপনাকে কিছুই বলতে পারছিনা।'

কাইজার ক্রেডিসের দিকে ফিরে বললেন ঃ 'আমার বিশ্বাস তোমার ব্যাপারে এবার সবার ভুল ভেংগে গেছে। সিনেট সদস্যরা তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এবার নিশ্চয়ই তোমার সাহসিকতার প্রশংসা করবেন। আমাদের দোষগুলিও তুমি ওদের বলনি। প্রজাদের স্বার্থে আমি খাকানের তাবুতে পর্যন্ত যেতে চেয়েছিলাম। এরপরও আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আশাকরি আগামীতে আরো বড় দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রস্তুত থাকবে।'

হাউজে অখন্ড নীরবতা। কৃতজ্ঞতার অশ্রুভরা চোখে ক্রেডিস কাইজারের দিকে তাকিয়ে রইল। হেরাক্লিয়াস আসেমের দিকে ফিরে বললেনঃ 'তুমি একবার আমাদের বাঁচিয়েছ। তোমায় সন্দেহ করতে পারিনা। তবুও কোন সিদ্ধান্তের জন্য আমাদেরকে পরামর্শ করতে হবে। দু'তিন দিনের মধ্যে তুমি জবাব পেয়ে যাবে। কিন্তু এখন থেকে তুমি ক্রেডিসের নও আমার মেহমান। আজকের মত অধিবেশনের এখানেই সমাপ্তি।'

দশদিন পর। গভীর রাতে বসফরাস প্রনালী থেকে মর্মরা সাগরে পড়ল একটা নৌকা। মর্মরার তীর ঘেষে নৌকা এগিয়ে চলল পূর্ব দিকে। আরোহী আসেম, ক্লেডিস এবং দীলরেস। দাঁড় বাইছিল চারজন মাল্লা। থমথমে মেঘলা আকাশ থেকে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি ঝরছিল।

দীলরেসের হাতে নৌকার হাল। চোখে টানটান করে ও পাড়ের ছোট ছোট টিলায় দিকে তাকচ্ছিল। নৌকার সামনের মাথায় আসেম এবং ক্লেডিস বসে কথা বলছিল।

আসেম বলল: 'ক্লেডিস। বৃষ্টি তীব্র হচ্ছে। বসফরাস পার হওয়ার পর আমায় নামিয়ে দিলেই ভালছিল।'

: 'সতর্কতায় দোষ কি? দীলরেসের ধারনা, খালকদুনের আশেপাশে ইরানী সিপাইরা বেশী সর্তক থাকবে। এদিকটায় ওরা নেই তা বলছি না বরং ওই এলাকারচে অনেকটা নিরাপদ।

আসেম নীরব হয়ে গেল। ক্লেডিস তার কাঁধে হাত রেখে বলল: 'আসেম। সাধ্যে কুলালে তোমায় এখানে না নামিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতাম। আমার কেবলি মনে হচ্ছে, আর কোনদিন একেঅপরকে দেখবনা।'

: 'সীন যদি এখনো সেনাপতি থেকে থাকেন তবে আমিই তোমাদের অপেক্ষায় থাকব। উপকূলে আগুন জ্বললে বুঝবে আমি বেঁচে আছি।'

নৌকার ওমাথা থেকে দীলরেসের কণ্ঠ ভেসে এল : 'মনে হয় আমাদের আর সামনে না গেলেও চলবে। আমি কিনারের দিকে চললাম। কেউ কোন শব্দ করবেন না।'

নৌকার গতি কমে এল। ওরা শুনতে লাগল নদীর তীরে আছড়ে পড়া তরঙ্গের শব্দমালা হঠাৎ একটা বড় পাথরে ধাক্কা খেয়ে নৌকা থেমে গেল। একজন মাল্লা টুপ করে নেমে পড়ল পানিতে। হাটু পানি। সে নেমেই বলল : 'নৌকা আর সামনে নেয়া যাবেনা। পানি খুব কম।'

আসেম জুতা খুলে পানিতে নেমে পড়ল। কয়েক কদম পেছনে ঠেলে নৌকায় উঠে বসল মাল্লা। আসেম এগিয়ে চলল হাটুপানি ভেংগে। পাড়ে এসে ছোট টিলায় চড়ে এদিক ওদিক তাকাল তারপর চোখ ফেরাল নদীর দিকে। নৌকা ততোক্ষণে আঁধারে মিশে গেছে। বৃষ্টি পরছিল মুসলধারায়। জুতা পরে ও একদিকে হাঁটা দিল। গাঢ় আধারে সবদিকই একরকম মনে হচ্ছিল।

কতক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ফারসী ভাষায় বলল: 'কেউ আছেন? ইরানীদের বন্ধু আমি, সিপাহসালার আমায় চেনে। আমার সাহায্য প্রয়োজন। আমি সিপাহসালারের বাসায় যাব। কেউ কি আছেন?'

আসেমের শব্দগুলো বৃষ্টি ঝরা রাতের অখন্ড আঁধারে হারিয়ে গেল। খানিক পরপরই ও ভাবে ডাকতে লাগল। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। হঠাৎ তার মনে হল কয়েকটা ছায়া তার দিকে এগিয়ে আসছে।

বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে কারো গায়ের শব্দ ভেসে এল। ও দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে বলল ঃ 'আমি পথ ভুলে গেছি। আমি সিপাহসালারের কাছে যাব।'

ছায়া গুলো তার চার পাশে এসে জমায়েত হল। আসেম বলে যেতে লাগল।

ঃ 'তোমরা যদি ইরানী সিপাই হও আমি তোমাদের সংগী। সিপাহসালার আমায় চেনেন।'

একজন প্রশ্ন করল ঃ 'এ সময় তুমি কোথেকে এসেছ?'

ঃ 'আমি কোথেকে এসেছি সিপাহসালার জানেন। সে কথা অন্য কাউকে বলা যাবে না।'

ওরা নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কি সব আলাপ করে বলল ঃ 'তুমি একা?'

ঃ'হ্যাঁ।'

ঃ 'রোমান গোয়েন্দার সাথে আমরা কেমন ব্যবহার করি জানো?'

ঃ 'রোমান গোয়েন্দারা সাহায্যের জন্য ইরানী সৈন্যদের ডাকবেনা। তোমরা আসেমকে চেন?'

একদিক থেকে আওয়াজ এল ঃ 'আমি আসেমকে চিনি। সে সিরিয়া এবং মিশরের যুদ্ধে আমাদের সাথে ছিল। হাবশা যাওয়ার পথে আহত হয়ে পেছনে পড়ে গিয়েছিল। সিপাহসালার তার সংবাদদাতার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সে মরে গেছে।'

ঃ 'সে বেঁচে আছে। তাকে সিপাহসালারের কাছে নিয়ে পুরস্কার নিতে পার। আমিই আসেম।'

সিপাই এগিয়ে এসে বলল ঃ 'আপনি আসেম হলে এতোক্ষণ বৃষ্টিতে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য ক্ষমা চাইছি। কিন্তু এতো রাতে সিপাহসালারের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি বিশ্রাম করছেন। ভোরে তাঁকে সংবাদ পাঠাব। তার নির্দেশ পেলে আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব। এখন আমাদের সাথে ছাউনীতে যাবেন। ওখানে আপনার কোন কষ্টই হবে না।'

ঃ 'না। আমি সোজা সিপাহসালারের কাছে যাব।' আসেমের কণ্ঠে দৃঢ়তা। 'তোমরা যদি তাকে রাগাতে চাও তবে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পার। তোমাদের সাথে তর্ক করব না। তবে তার কাছে যাবার পূর্বে কেউ যেন আমার আসার সংবাদ না পায়। সবচে' ভাল হয় আমায় সেনাপতির কাছে নিয়ে চল।'

অফিসার খানিকটা ভেবে সংগীদের দিকে ফিরে বলল ঃ 'ও আসেম হলে সেনাপতিকে ক্ষেপিয়ে লাভ নেই। আর আসেম না হলে এর ব্যাপারে সেনাপতিই কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।'

ফুস্তিনা ঘুমিয়েছিল। তার বৃদ্ধ চাকর ফিরোজ আলতো ভাবে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল। ঃ 'ফুস্তিনা, ফুস্তিনা। উঠো বেটি, সূর্য উঠে গেল যে।' তাকে জাগাতে চাইল বুড়ো।

ফুস্তিনা চমকে চোখ খুলল। বুড়োকে সামনে দেখেই রেগে বলল ঃ 'চাচা! তুমি জান আব্বার স্ত্রীর অসুস্থ থাকায় আজ রাতে আমি দেরীতে শুয়েছি।'

ফিরোজ দুষ্টোমির হাসি টেনে বললঃ 'জানি মা। কিন্তু আজতো দেরী করে উঠা ঠিক নয়।'

ঃ 'কেন? আজ আবার কি হল?' ফুস্তিনার কণ্ঠে বিরক্তি।

ঃ 'কিছুতো আবশ্যই আছে। একটু বেরিয়ে এসো।'

ঃ 'বাইরে কি তুষার ঝরছে নাকি?'

ঃ না, আকাশ বিলকুল ফর্সা। এইতো সূর্য উঠলো বলে।'

ফুস্তিনা মুখের উপর লেপ টেনে বলল ঃ'ঠিক আছে, এখনি উঠব।'

ঃ 'ফুস্তিনা! আজ রাতে একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি। শুনবে? দেখলাম রাতে কজন সিপাই আসেমের হাত পা বেঁধে কেল্লায় নিয়ে এসেছে। মশালের আলো জ্বালিয়ে চিনতে পেরে আমি তাকে মেহমান খানায় নিয়ে এলাম। ও নাকি

বিশেষ কোন কারণে আত্মগোপন করেছিল। তোমার ব্যাপারে অনেক কথা জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম, ফুস্তিনার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি বেঁচে আছ। ও তোমায় স্বপ্নে দেখতো, এবার ওর স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। এর পর তোমায় সংবাদ দেয়ার জন্য আসতে চাইলাম। ও বলল, এখন থাক। ওর বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটবে। সে শুয়ে পরতেই আমি নিঃশব্দ পায়ে এখানে এলাম। তুমি তখন গভীরভাবে ঘুমিয়ে আছ। জাগাতে সাহস পেলাম না। কক্ষে ফিরে গিয়ে ঘুমাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘুমুতে পারলাম না।'

আচমকা লেপ ফেলে উঠে বসল ফুস্তিনা। ঃ 'এরপর কি হল চাচা?' ফুস্তিনার কণ্ঠে অনুনয়।

ঃ 'যখন বাইরে ফর্সা হওয়া শুরু করল আবার উঠে এলাম। এদিক ওদিক ঘুরে আরো কিছু সময় কাটিয়ে এক ছুটে এসে তোমার কক্ষে ঢুকে গেলাম।'

স্তব্ধ বেদনাত দুচোখ মেলে ফুস্তিনা বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে রইল। আচম্বিত ওর সব আবেগ সব অনুভূতি অশ্রু হয়ে বেরিয়ে এলো। ফিরোজ বললঃ 'তোমায় জিজ্ঞেস করতে এসেছি, আসেমের ব্যাপারে আজ কোন স্বপ্ন দেখনি?' ফুস্তিনা ধরা কণ্ঠে বলল ঃ 'চাচা! আমার সাথে এভাবে রসিকতা করা ঠিক হয়নি।'

ঃ 'আমি উপহাস করছিনা। এসো আমার সাথে।'

বিস্ময়ে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে রইল ফুস্তিনা। আচমকা ওর চোখে ভেসে উঠল আশার আলো। ফুলের পবিত্র হাসি ছড়িয়ে পড়ল ওর সারা মুখে। বুড়ো তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললঃ 'ও এসেছে বেটি। তোমার এতদিনের স্বপ্নের তাবির দেখবে তো তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।'

বৃদ্ধ চাকর মুচকি হেসে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পর ফুস্তিনা বেরিয়ে এল বারান্দায়। দাঁড়াল এসে ফিরোজের পাশে। আবেগে ওর পা কাঁপছিল। বুড়ো একদিকে ইঙ্গিত করল।

কম্পিত পায়ে ও দরজার দিকে এগিয়ে গেল। থমকে দাঁড়াল। পিছন ফিরে চাইল একবার। অবশেষে সসংকোচে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ঘুমিয়ে ছিল আসেম। তার চেহারায় তার উপর বয়ে যাওয়া ঝড়ের চিহ্ন স্পষ্ট। এ চিহ্ন ধরা পড়ে কেবল একজন নারীর চোখে।

ফুস্তিনা এগিয়ে কম্পিত হাতে একদিকে ঝুলে থাকা লেপ তার গায়ে তুলে দিল। ওর ঠোঁটে হাসি, চোখে অশ্রুর বাঁধ ভাংগা জোয়ার। ও অনেকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। আচম্বিত কেঁপে কেঁপে খুলে গেল আসেমের চোখের পাতা। ধরফর করে উঠে বসল ও ।

সামনে দাঁড়িয়ে এক তরুণী। এতো জেরুজালেমের পথে সরাইখানার দেখা সেই বালিকা নয়। সৃষ্টির সব রূপ লাবন্য এসে জমা হয়েছে তার ভেতর। আসেমের হৃদপিন্ড লাফাতে লাগলো। নত হয়ে এল দৃষ্টি। বিচ্ছেদের কঠিন দিন গুলোতে যা বলবে ভেবে মনের ভিতর জমা করে রেখেছিল, এ মুহূর্তে হারিয়ে গেছে তার সবই।

অনেক কষ্টে ও মুখ খুললো ঃ'ফুস্তিনা। ফুস্তিনা। আমি এসেছি। আমি অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম ফুস্তিনা। কিন্তু পথের প্রতিটি বাঁকেই তোমার শব্দহীন আহবান আমায় বেচইন করে তুলেছে। আমায় দেখ ফুস্তিনা। তোমার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় আমি ছিলাম এক অসহায়। আরো বেশী অসহায় রিক্ত, নিঃস্ব হয়ে আবার ফিরে এসেছি।'

উদগত কান্না রোধ করে ফুস্তিনা বলল ঃ 'বল এ স্বপ্ন নয়। তুমি যখন এখানে ছিলেনা প্রতিটি রাত কেটেছে ঘুমহীন চোখে। আজ তুমি এলে, অথচ আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল তুমি আসবে। কল্পনায় কতবার তোমার সাথে অভিনয় করেছি। বিনিদ্র রাতে স্মৃতির খাতায় জমা করেছি কত অনুযোগ। কিন্তু ফিরোজ যখন তোমার আসার কথা বলল, সব অনুযোগ, সব মান অভিমান দূর হয়ে গেছে। বল আসেম, তুমি আর পালিয়ে যাবেনা?'

বাইরে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজার পাল্লা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল ফিরোজ।

ঃ 'এবার গিয়ে তোমার আব্বাকে সংবাদ দাও।'

ঃ 'যাচ্ছি চাচা। কিন্তু কথা দিন ওকে পালিয়ে যেতে দেবেন না।'

ফিরোজ মৃদু হাসল ঃ 'আর পালাতে পারবেনা। যে সিপাইরা ওকে নিয়ে এসেছিল ওরা পুরস্কার নেওয়ার আশায় বাইরে বসে আছে। ওরা ওকে পালানোর সুযোগ দেবেনা।'

ফুস্তিনা কক্ষ থেকে বেরিয়ে দৌড়াতে লাগলো। সিপাইরা যে ওকে দেখছে এ অনুভূতিও ওর ছিলনা। সীন তখনো বিছানায় শুয়ে ছিলেন। ইউসিরা বসেছিলেন তার পাশে।

ঃ 'আব্বা। আম্মা।' হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে ঢুকেই ও বলল 'ও এসেছে।'

ঃ 'কে এসছে মা।' সীন প্রশ্ন করলেন।

ঃ'আসেম এসেছে আব্বা।'

ঃ'আসেম। কোথায় সে।'

: 'মেহমানখানায়।'

: 'তুমি নিজে তাকে দেখেছ?'

: 'হাঁআব্বা।'

: 'কিন্তু ও সোজা আমার কাছে এলোনা কেন?' সীন জুতা পরতে পরতে বললেন।

: 'আব্বা আপনি তো ঘুমিয়েছিলেন।'

ইউসিবা বললেনঃ 'সত্যি করে বল তো মা, কোন স্বপ্ন দেখিসনিতো?'

: 'না মা। স্বপ্ন নয়।' মাকে জড়িয়ে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল ফুস্তিনা।

: 'আমি দেখে আসি বলে সীন বেরিয়ে গেল।

: 'ও যদি সত্যিই এসে থাকে তবে তোমরা আমার চেয়ে বেশী আনন্দিত হবেনা।' ইউসিবা বললেন। 'কিন্তু ও এতোদিন ছিল কোথায়?'

: 'আমি জানিনা। শুধু জানি ও এসেছে। ঈশ্বর আমার প্রার্থনা কবুল করেছেন। আম্মা, এখন বলতে পারবেননা আমি খৃষ্টবাদের দুশমন হয়ে গেছি।' ইউসিবার চোখে টলমল করছিল আনন্দের অশ্রু। : 'মা আমার! আমার ফুস্তিনা। আসেমের আগমনে সবার চেয়ে আমি বেশি খুশী হয়েছি এ জন্য যে, ঈশ্বর তোমায় গোমরা হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।'

মা মেয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকাতে লাগলো। সীন আসেমের সাথে কথা বলতে বলতে কক্ষ থেকে বের হচ্ছেন। ইউসিবা এগিয়ে আসেমকে স্বাগত জানাল মায়ের স্নেহ নিয়ে। এরপর চারজন গিয়ে বসল একটা প্রশস্ত কক্ষে।

সীন বললেনঃ 'এবার তোমার কাহিনী শুনাতে পার। আমাদের কাছে শেষ সংবাদ ছিল তুমি তাবা রওয়ানা হয়ে গেছ। কিবতী মাল্লা ছাড়া সাথে এক রোমান চাকরও ছিল। তুমি যে নৌকায় ছিলে, কয়েকদিন পর তা ব্যাবিলনের আশপাশে দেখা গেছে। আমাদের আশংকা হয়েছিল কিবতী এবং রোমান চাকরকে বিশ্বাস করে তুমি ভুল করেছ। ওরা তোমায় সাগরে ফেলে আত্মগোপন করেছে। আর ওরা তোমায় ধোকা না দিয়ে থাকলে মিশর অথবা সিরিয়ার কাছে কোথাও সামুদ্রিক দুর্ঘটনায় পড়েছে। কিন্তু তখন সাগরে উল্লেখযোগ্য কোন ঝড় হয়নি। এজন্যে সন্দেহ করেছিলাম যে, রোমানদের যুদ্ধজাহাজের সাথে সংঘর্ষে তোমার নৌকা ডুবে গেছে। আমাদের এসব সন্দেহ কেবল তুমিই দূর করতে পার। এতদিন তুমি ছিলে কোথায়?'

: 'তাবা রওয়ানা হবার পর আমি কয়েক দিন অজ্ঞান ছিলাম। জ্ঞান ফিরলে বুঝলাম আমায় কস্তুনতুনিয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

: 'এতদিন পর কস্তুনতুনিয়ার জেল থেকে পালিয়ে এখানে এসেছ?'

কিছুটা ভেবে নিয়ে আসেম বলল : 'জ্বীনা। আমি এক রোমানের আশ্রয়ে ছিলাম। ও বড় ভাল।'

: 'সে ভাল রোমানটা কে?'

ঃ 'নোভা মরুভূমি থেকে আমি যাকে সাথে নিয়েছিলাম।'

ঃ 'বুঝতে পারছিনা সে ভাল হলে তোমায় ধোকা দিয়ে কন্তুনতুনিয়ায় নিয়ে গেল কেন?'

ঃ 'আমি তখন অসুস্থ ছিলাম। ও ভেবেছিল আমাকে বাঁচানোর এই একটাই মাত্র পথ খোলা।

ঃ 'তোমার যখন জ্ঞান ফিরল, নৌকা ফিরাতে বলনি?'

ঃ 'না। তখন আমি অনেক দূরে চলে এসেছিলাম। পেছনে তাকাবার সাহসও আমার ছিল না।'

ঃ 'এখন এখানে এলে কিভাবে?'

ঃ 'এ জন্য আমি সে রোমানের কাছে কৃতজ্ঞ। রাতে ও একটানৌকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।'

সীন আসেমের দিকে গভীর ভাবে তাকালেন।

ঃ 'বেটা! তোমার চেহারা বলছে, তুমি কি যেন আমার কাছ থেকে গোপন করছো।'

ঃ 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না।'

ঃ 'তুমি আমার কাছে নতুন নও আসেম। তোমার কোন কথা আমি অবিশ্বাস করব এমনটি চিন্তাইকরোনা।'

ঃ 'যদি বলি আমি কয়েকদিন কাইজারের মেহমান ছিলাম, আসার সময় তিনি আমায় বন্দর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছেন, আপনি বিশ্বাস করবেন? আসার সময় তিনি বলেছিলেন, রোমানরা যে কোন মূল্যে ইরানের সাথে সন্ধি করতে চায়।

আমি তার এ প্রস্তাব আপনার কাছে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।'

সীন উদ্বেগ ভরা চোখে আসেমের দিকে চাইতে লাগলেন। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বললেন, কাইজার যে কিসরার পায়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে আমি তা জানি। কিন্তু তুমি রোমানদের দূত হয়ে আসবে আশা করিনি।'

ঃ 'আমি জানি জোড় হাতে যারা সন্ধির প্রার্থনা করে আপনি তাদেরকে আঘাত করেন না।'

ঃ 'রোমানদের সাথে যুদ্ধ অথবা সন্ধি আমার এখতিয়ারে নয়। আমি কিসরার চাকর। আমার প্রতি তার নির্দেশ হল কন্তুনতুনিয়া বিজয়ের পূর্বে রোমানদের সাথে কোন কথা নয়।'

ঃ 'কিন্তু আপনিতো জানেন কন্তুনতুনিয়া জয় করা সহজ নয়।'

ঃ 'জানি । কিন্তু কিসরার নির্দেশের বাইরে কিছু করলে আমার পায়ে বেড়ি লাগিয়ে তার কাছে হাজির করা হবে।'

ঃ 'আপনি এবারও যদি ব্যর্থ হন, কি হবে? ইরানের দৃঢ়চেতা সেনানায়কের সাহস ভেংগে দেয়ার জন্য একথা জিজ্ঞেস করিনি। আপনি তো কন্তুনতুনিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখেছেন।'

সীন বিষন্ন কণ্ঠে বললেন : 'তাহলে সেনাপতির পদ আর থাকবে না। এ অভিযানের সব দায়দায়িত্ব চাপান হবে আমার কাঁধে। তুমি হয়ত জাননা আসেম! এক পরাজিত সেনাপতির পরিণতি কি করুণ হয়ে থাকে।'

ঃ 'যুদ্ধের উদ্দেশ্য যদি হয় কিসরার মনোরঞ্জন তবে আমার বলার কিছুই নেই। বলুন আমার জন্য কি শাস্তি নির্ধারণ করছেন।'

ঃ 'তুমি একথা আর কাউকে বলে না থাকলে উদ্বেগের কিছু নেই।'

ঃ 'না, একথা আর কাউকে বলিনি। কিন্তু আমি তো ইরান সেনাবাহিনী ছেড়ে রোমানদের আশ্রয়ে চলে গিয়েছিলাম। এ অপরাধ ফেলে দেয়ার মত নয়।'

ঃ 'তুমি ছিলে স্বেচ্ছাসেবক। ইরানী সৈন্যরা যেসব আইনের অধীন তুমি তা থেকে মুক্ত। বিভিন্ন কবিলার সকল স্বেচ্ছা সেবকরাই চলে গেছে। আমরা আপত্তি করিনি। বরং পুরস্কার দিয়ে ওদের বিদায় করেছি। তুমি কস্তুনতুনিয়া চলে গেছ, সাধারণ ইরানীরা তা হয়ত সহ্য করবে না। এজন্য একথা তুমি আর কারো সামনে প্রকাশ করো না। আমি তোমার অপারগতা বুঝি, পালিয়ে যাওয়াটা অপরাধ হলেও আমি তোমায় বাঁচানোর চেষ্টা করতাম।'

ঃ 'তার মানে আমি স্বাধীনভাবে নিজের ভবিষ্যতের ফয়সালা করতে পারি? যেতে পারি যেখানেইচ্ছে?'

ঃ 'বেটা। তুমি মুক্ত। স্বাধীন । অতীতেও মুক্ত ছিলে। কিন্তু তুমি আমায় ছেড়ে যাবে.একথা ভাবতেওপারছিনা।'

ঃ 'আমি অকৃতজ্ঞ নই। পৃথিবীতে যখন আমার কেউ ছিলা না আপনি তখন আমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন। তখন চোখ বন্ধ করে আপনার পেছনে চলাই ছিল কৃতজ্ঞতা। এখন কৃতজ্ঞত প্রকাশ করতে হলে আপনার পথে বাঁধা দিতে হয়। আমি চিৎকার দিয়ে বলব, মানবতার ধ্বংসে ছাড়া এ যুদ্ধের পরিনাম আর কিছুই নয়। এ লড়াইয়ে মানুষের সামান্য উপকার হলে, প্রতিষ্ঠিত হলে সাম্য ও শান্তি, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি কিসরার ফৌজের সাথে থাকতাম। কিন্তু কিসরার বিজয়ের মধ্যে মানবতার আশা করা, আগুনের কুন্ডে ফুল খোঁজার শামিল। আপনারা একদিন হয়ত কস্তুনতুনিয়া পদানত করতে পারবেন। লাশের স্তুপ মাড়িয়ে ছুটে যেতে পারবেন রোমান সাম্রাজ্যের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। কিন্তু আপনাদের তরবারী ওই সমাজ সৃষ্টি করতে পারবে না যেখানে বঞ্চিতদের হাহাকার শোনা যাবে না। আমি রোমানদের সমর্থন করছিনা। আমি জানি বাজনা তীন সালতানাত তার বিজয় যুগে রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছিল। আজ ওরা মজলুম। যতদিন পর্যন্ত ইরানের সাথে হিসেব নিকেশ করার সময় না আসবে ততোদিন ওরা মজলুম থাকবে। কিন্তু ওরা যতদিন মজলুম থাকবে, আমার সহানুভূতি থাকবে ওদের সাথে।'

আসেমের এতটা দুঃসাহস সীন আশা করেন নি। তিনি রেগে বললেনঃ 'আসেম ! তুমি যে খৃষ্টান হয়ে গেছ একথা বলছনা কেন?'

ইউসিবা এতোক্ষণ নিরবে কথা শুনেছিলেন। মুখ খুললেন এবার ঃ 'আসেম, বাবা। তুমি নিরব হয়ে গেলে কেন? সাহস হারিও না, আমার স্বামী খৃষ্টানদের ঘৃণা করেন না। শুধু কাইজারের দুর্বলতাকে ক্ষমার অযোগ্য মনে করেন। খৃষ্টান হওয়া অপরাধ হলে এ ঘরে তার স্ত্রী এবং

মেয়ের কোন স্থান হতো না। তিনি খৃষ্টানদের শত্রু না। তিনি স্বীকার করেন এখনো খৃষ্টধর্ম অগ্নিপূজার চাইতে ভাল। কিন্তু তাকে কস্তুনতুনিয়া দখল করার ভার দিয়েছেন কিস্রা। তিনি তার হুকুম মানতে বাধ্য।'

ঃ 'চুপ করো ইউসিরা!' সীনের কণ্ঠে বিরক্তি।

ইউসিবার চোখ পানিতে ভরে গেল। ঃ 'কেন বলছেন না আমি এক পরাজিত কওমের মেয়ে। বিজয়ী কওমের সিপাহসালারের সামনে মুখ খোলার কোন অধিকার তার নেই।'

ঃ 'আসেম তুমি আমার গর্ব। তুমি ভেবোনা তোমার কথায় তিনি সাহস হারিয়ে ফেলবেন।'

সীন আহত কণ্ঠে বললেন ঃ 'ইউসিবা। ইউসিবা। চুপ কর।'

চোখের পানি মুছতে মুছতে ইউসিবা পাশের কক্ষে চলে গেলেন। সীন দু'হাতে মাথা চেপে ধরে অনেকক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। অবশেষে বললেনঃ 'আসেম। পৃথিবী আমায় কেবল কিসরার সৈন্য হিসেবেই জানে। কিন্তু ওরা জানেনা এ যুদ্ধ বন্ধ করতে আমি কত চেষ্টা করেছি।

আগামী দিনের ইতিহাস এ বিজয়ের কাহিনী লিখবে, কিন্তু আমি যে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি একথা কেউ লিখবেনা। যুদ্ধ বন্ধের জন্য আমি কস্তুনতুনিয়া যাওয়ার ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছি। যখন জেল থেকে ফিরে এলাম, ভেবেছিলাম ফোকাসের মৃত্যুর পর কিসরা কাইজারের সন্ধির প্রস্তাব মেনে নিবেন। আমার আশা সফল হয়নি। এর পর আমার স্ত্রী কন্যা কে মজুসীদের ক্রোধ থেকে বাঁচানো ছিল আমার প্রথম কর্তব্য। কিসরার প্রতিটি নির্দেশ মেনে নেয়া ছাড়া আমার উপায় ছিল না। আমি কিসরার নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করলেও এ যুদ্ধ বন্ধ হতো না। ফল হত এই যে, খৃষ্টানদের সহযোগী ভেবে আমায় কঠিন শাস্তি দেয়া হত। আমার স্থানে নিয়োগ করা হত আরো নিষ্ঠুর নির্দয় কাউকে। দাবী করছিনা আমি রহমদীল। তবে অবশ্যই বলব, আমার সৈন্যদের অহেতুক রক্তপাত থেকে যথা সাধ্য বিরত রেখেছি। আমার স্থানে আর কেউ হলে আনাতোলিয়ার শহর এবং গ্রামে একজন খৃষ্টানও বেঁচে থাকত না। আমার বিরুদ্ধে মজুসী পাদ্রী এবং ওমরাদের বড় অভিযোগ হচ্ছে, আমি খৃষ্টানদের সাথে নরম ব্যবহার করি। আমার কয়েকজন বন্ধু এ সংবাদও পাঠিয়েছে, পাদ্রীরা খোলাখোলি আমার বিরোধীতা করে বলছে যে, খৃষ্টান মেয়ে বিয়ে করে আমি তাদের সমর্থক হয়ে গেছি। আমাকে সরিয়ে ওরা অন্য কাউকে বসানোর চেষ্টা করছে। আমি ভেবেছিলাম, যুদ্ধের দীর্ঘসূত্রিতায় পারভেজ সন্ধি প্রস্তাব মেনে নেবেন। কিন্তু এও এক আত্ম প্রবঞ্চনা।

বাজনাতীন সালতানাতের নাম নিশান মুছে দেয়ার জন্য কিসরা পশ্চিমে এক বন্ধু পেয়ে গেছেন। শাহানশার দূত খাকানোর কাছে গিয়েছে। ও সফল হয়ে ফিরে এলে কস্তুনতুনিয়া আক্রমনের জন্য আমরা হয়ত বসন্তের অপেক্ষাও করব না। কয়েকদিন পূর্বে আমাদের এক গোয়েন্দা সংবাদ দিয়েছিল যে, জংলীরা আচমকা আক্রমন করে কস্তুনতুনিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এ সংবাদ সত্য হলে বলতে হবে, শাহানশার দূত অনেক বেশী সফল হয়েছে।'

ঃ 'এ সংবাদ সত্য। কিসরার বন্ধু হিসেবে নয় বরং জংলীরা লুটপাট করার জন্য হামলা করেছিল। এ হামলার পুর্বেই নিহত হয়েছে কিসরার দূত। হেরাকলায় আমার সামনেই ইরজকে হত্যা করা হয়েছে।' সীন হতভম্বের মত আসেমের দিকে তাকাতে লাগলেন। ইউসিবা দ্রুত পায়ে কক্ষে ঢুকল ঃ 'কি বললে? ইরজ নিহত হয়েছে?'

ঃ'হ্যাঁ।'

ঃ 'এ কি করে সম্ভব?' সীনের কণ্ঠে বিস্ময়।

ঃ 'ওরা কাউকে হত্যা করতে ততো ভাবে না। চিন্তা করবেন না। জংলীরা ইরান থেকে দূরে এতোআপনাদের সৌভাগ্য।'

ঃ 'তুমি তো জান-ইরজ ইরানের সবচে' প্রভাবশালী বংশের ছেলে। তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে গোটা ইরান জংলীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপেউঠবে।'

ঃ 'এতে জংলীদের কিছু আসবে যাবে না। ওরা কিসরার সিপাইদের চাইতে হিংস্র।'

ঃ 'ওই গবেটটাকে যদি আমি রুখতে পারতাম। ও আমায় না জানিয়েই শাহানশার অনুমতি নিয়ে নিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল আমায় একটু হেয় করা।'

ঃ 'এখন কি কিসরাকে বলতে পারবেন না, রোমানদের বন্ধুত্ব জংলীদের বন্ধুত্বের চে শ্রেয়।'

ঃ 'হয়ত সম্ভব। ঠিক আছে।আমি আর একবার কিসরার কাছে যাবার ঝুঁকি নেব।'

ইউসিবা এবং ফুস্তিনা আশান্বিতা হয়ে সীনের দিকে তাকিয়ে রইল।

ঃ 'এ ঝুঁকি কি কস্তুনতুনিয়ায় ব্যর্থ হামলা করার চাইতে বিপজ্জনক?'

ঃ 'আমি জানিনা আসেম।' সীনের কণ্ঠে বিষন্নতা। 'প্রতিটি পথের শেষ আছে। আমি যদি কিসরার কাছে যাই, কোন সহজ শর্তে তিনি সন্ধি করতে রাজি হবেন না। সন্ধির জন্য রোমানদেরকে অপমানকর শর্তও মানতে হবে।'

ঃ 'আমি তা জানি। এ কথা কাইজারকেও বলেছি। ইরানীরা তাদের জান মালের হেফাজত করবে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলে কাইজার কস্তুনতুনিয়ার ফটকও খুলে দিতে প্রস্তুত।'

ঃ ইউসিবা চঞ্চল হয়ে বলল ঃ 'না, না।' ইরানীরা কস্তুনতুনিয়া দখল করলে মজুসীরা হবে সর্বেসর্বা। ওখানে ইন্তাকিয়া, দামেশক এবং জেরুজালেমের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। তখন আমার স্বামী থাকবেন একজন নীরব দর্শক।'

ঃ 'ইশ্বরের দোহাই আম্মা একটু চুপ করুন।'

ঃ 'হ্যাঁ মা। তোমার আম্মা ঠিকই বলেছেন।' সীন বললো। এরপর আসেমের দিকে ফিরে বললেন ঃ 'শহরের ফটক খুলে দিলে আমাদের সৈন্যরা রোমানদের জান মালের হেফাজত করবে কাইজারকে এ নিশ্চয়তা দিতে পারছিনা। তবুও কিসরার কাছে যাবার পূর্বে আমাকে জানতে হবে কাইজার সন্ধির কি কি শর্ত মানতে পারবেন।'

ঃ 'আপনি কাইজারের সাথে কথা বলবেন?'

ঃ 'কাইজারের সাথে?'

ঃ 'জ্বী, আপনি চাইলে সে ব্যবস্থা করতে পারি।'

ঃ ' কোথায়?'

ঃ 'আপনি তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিলে এখানেই ।'

ইউসিবা এবং ফুস্তিনা হতবাক হয়ে আসেমের দিকে তাকিয়ে রইল। সীন কক্ষময় পায়চারী শুরু করলেন। খানিক পর আসেমের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'আসেম ! যদি বলি আমি হেরাক্লিয়াসের সাথে কথা বলব তিনি কি এখানে আসবেন?'

ঃ'হ্যাঁ।'

ঃ 'আমি যদি তাকে গ্রেফতার করে কিসরার কাছে পাঠিয়ে দিই।'

ঃ 'কস্তুনতুনিয়ায় আমায় এ প্রশ্ন করা হয়েছিল। আমি জবাব দিয়েছিলাম, যদি আমায় বিশ্বাস করেন তবে তাকে অবিশ্বাস করবেন কেন, যাকে আমি সবচে' বিশ্বাস করি। কিসরাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি আমায় কোরবানী দেবেন না।'

ঃ ' তোমার কথা বুঝলাম না।'

ঃ 'আমি বলেছি, কাইজার ওখানে গেলে আমায় এখানে রাখবেন । তার কিছু হলে আমার জীবনআপনাদেরহাতে।'

ঃ 'মনে হয় স্বপ্ন দেখছি।' বলে সীন বসে পড়লেন।

তিনি খানিকটা ভেবে নিয়ে বললেনঃ 'আসেম তোমায় নিরাশ করব না। কিন্তু বলতো তোমার ভেতর এ পরিবর্তন কিভাবে এল?'

ঃ 'আমার সব কথা এখনো বলিনি। সব শুনলে আমার এ পরিবর্তনে আশ্চর্য হবেন না।'

ঃ 'ঠিক আছে। তোমার কাহিনী শোনার পরই কোন্ সিদ্ধান্ত নেব।'

আসেম বলা শুরু করল। সীনের সাথে শেষ সাক্ষাত থেকে শুরু করে খালকদুন পৌছা পর্যন্ত সব কাহিনী শোনাল। শেষদিকে এক ঝাঁক অনুনয় ঝরে পড়ল তার কণ্ঠ থেকে ঃ 'বড় আশায় বুক বেঁধে আপনার কাছে এসেছি। কেবল আপনিই পারেন মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে। আপনার অপারগতাও আমি বুঝি। কিন্তু আপনার সাহস এবং হিম্মতে আমার আস্থা রয়েছে।'

ফুস্তিনা এবং তার মা আবদার ভরা চোখে সীনের দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ ভেবে সীন বললেন ঃ 'আসেম! আমায় যখন এত বিশ্বাস কর তোমায় নিরাশ করবনা। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে কিসরার কাছে যাবার সাহস পেতামনা। ইরজের মৃত্যুর পর

একটা বাহানা খুঁজে পেয়েছি। কাইজারের সাথে দেখা করার পর ব্যাপারটা আরো সহজ হবে। তবুও আমার মনে হয় না হেরাক্লিয়াস এখানে আসার ঝুঁকি নেবেন।'

: 'এ ছাড়া তাঁর কোন উপায় নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি আসবেন।'

ইউসিবা স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেনঃ ' হেরাক্লিয়াসকে দাওয়াত দেয়ার পূর্বে তাঁর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করবেন। তার কিছু হলে কেবল আসেমের ক্ষতি হবে তা নয়। বরং আমি সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমার মেয়েও হয়ত তাই করবে।'

সীন আহত কণ্ঠে বললেন : 'ইউসিবা ! তোমরা আমায় বিশ্বাস না করলে নিজেই কস্তুনতুনিয়া যাব। কিন্তু কিসরা তা সহ্য করবেন না।'

লজ্জিত হল ইউসিবা। : 'না, না, আমি তো তা বলিনি। আমি বলেছি, তাকে এখানে দাওয়াত দেয়ার পূর্বে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার।'

: 'আসেম, কিসরার কাছে যাচ্ছি। কদ্দুর সফল হব জানিনা। তবুও আমি যাব। তার আগে আমি হেরাক্লিয়াসের সাথে কথা বলব। তাঁকে সংবাদ দিতে পার। কিন্তু তুমি যাবে কি ভাবে?'

: 'আপনি সে চিন্তা করবেন না। আগামী রাতে রোমানদের একটা নৌকা আসবে। সমুদ্রের পাড়ে আমায় শুধু আগুন জ্বালাতে হবে। তবে ওখানে কজন বিশ্বস্ত লোক ছাড়া আর কেউ যেন যেতে না পারে আপনি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।'

সন্ধ্যায় ফুস্তিনা কিল্লার পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। ফটকের সামনে বৃক্ষের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল আসেম। তাকে দেখেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ফুস্তিনা। দরোজার কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে তার অপেক্ষা করতে লাগল। আসেম কাছে আসতেই অভিমানী কণ্ঠে বলল : 'তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে?'

: 'এই, একটু বাইরে বেড়াতে।'

: 'এসো।' বলেই ফুস্তিনা সিঁড়ির দিকে এগোতে লাগল। পেছনে চলল আসেম। পাঁচিলে উঠে ফুস্তিনা পশ্চিমে ইশারা করে বলল : 'ঐ দেখ, আকাশে আজ নতুন চাঁদ উঠেছে।'

: 'এ তো আমি আগেই দেখেছি।' আসেম মুচকি হেসে বলল।

: 'না, তুমি আমার আগে দেখেনি। সূর্য ডোবার পূর্বেই আমি এখানে দাঁড়িয়ে চাঁদ উঠার অপেক্ষা করছিলাম। প্রতিটি নতুন চাঁদ আমায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। প্রতিবার মনকে প্রবোধ দিতাম, এ মাস শেষ না হতেই তুমি আসবে।

ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ ধীরে ধীরে নিঃসীম আঁধারে হারিয়ে যেত। আকাশে দেখা দিত নতুন চাঁদ। নতুন চাঁদ আমার জন্য নতুন আশার আলো নিয়ে আসতো। কাল আবার তুমি যাচ্ছ। কথা দাও, এবার মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তোমার পথ পানে তাকিয়ে থাকতে হবে না। এখন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তোমার অপেক্ষা করাও আমার জন্য দুঃসহ মনে হয়। আজ তুমি যখন তোমার অতীত কাহিনী বলছিলে, আমার মনে হয়েছিল আফ্রিকার মরু বিয়াবানে ভ্রার

বনবাদারে আমি তোমার সাথে ছিলাম। তুমি যখন আহত ছিলে, আমি বেন্ডেজ বেঁধে দিয়েছি। তুমি সুস্থ ছিলে, আমি সেবা করেছি। তুমি যখন নিঃসঙ্গ ছিলে আমি বলেছি আমি তোমার পাশে রয়েছি। তোমার কাহিনী শেষ হবার পর আমার মনে হল, তোমার সাথে মরু সাহারা পাড়ি দিয়ে আমরা আবার ফিরে এসেছি। তুমি কি আমার কথা শুনছ? তুমি নীরব কেন আসেম?'

ঃ 'ফুস্তিনা! ফুস্তিনা!' আসেম কম্পিত কণ্ঠে বললঃ 'আমরা দুজন ভিন্ন পথে চলার জন্য পয়দা হয়েছি, এ ভাবনা তোমায় কখনো বিব্রত করেনি?'

কিছুক্ষণ ফুস্তিনার মুখে কোন কথা ফুটল না। অবশেষে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল ঃ 'না, আসেম! ওকথা কখনো ভাবিনি। আমি কেবল জানতাম তুমি আসবে।'

ঃ 'ফুস্তিনা তুমি সীনের মেয়ে আর আমি.......।'

ঃ 'সীনের মেয়েকে পরীক্ষা করতে চাইলে আমার সাথে এসো। আমি সবার সামনে চিৎকার দিয়ে বলব যে আমি তোমায় ছাড়া বাঁচনো না। তোমায় ভালবেসে যদি অপরাধ করে থাকি, সে অপরাধের শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এসো।'

ফুস্তিনা আসেমের বাহু ধরে টানতে লাগল।

ঃ 'অবুঝ হয়োনা ফুস্তিনা। এর পরিনতি কি হবে তুমি জাননা। আমার মনের কথা শুনবে? আমার পায়ের কাছে যদি কাইজার ও কিসরার মুকুট থাকত, তুমি হতে এক গরীব কৃষকের মেয়ে, তখনো তোমায় পাবার জন্য আমি সব কিছু ত্যাগ করতে পারতাম।'

ঃ 'কৃষক এবং রাখালের মেয়ে হই নি একি আমার অপরাধ?'

ঃ 'না ফুস্তিনা। তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আমার নেই। কিন্তু নিঃস্ব, অসহায় হয়েও তোমায় চাওয়াটা কি অপরাধ নয়? ফুস্তিনা। ফুল বিছানো পথে চলার জন্যে তোমার সৃষ্টি। আমার পথ তো কাঁটায় ভরা। পর্বত পরিমান দুঃখের বোঝা বইতে পারব, কিন্তু তোমার দুঃখ আমি সইতে পারব না। আমি তোমায় ভালবাসি। কিন্তু আমার ব্যথা ভরা জীবনে এসে তুমিও কষ্ট পাও তা চাই না।'

ফুস্তিনার চোখে অশ্রু ছলকে এল। ও দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

ঃ 'আমি তোমার ব্যথা বুঝি ফুস্তিনা। এক নিঃস্ব ব্যক্তির সাথে দুঃসহ জীবন যাপন করার জন্য নয় বরং মর্মর প্রাসাদের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য তোমার সৃষ্টি। তুমি যে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছ, আমি তোমার সাথে কথা বলছি, 'এই আমার পরম পাওয়া। এর বেশী চাইতে গেলে তোমার আব্বা আম্মা আমায় পাগল ভাববেন।'

হঠাৎ কারো পায়ের শব্দ ভেসে এল। দুজনই চমকে তাকাল সিঁড়ির দিকে। ফুস্তিনার মা সিঁড়ি মুখে দেখা দিলেন। ঃ 'এই ঠান্ডার মধ্যে তোমরা কি করছ।'

ফুস্তিনা এগিয়ে বলল ঃ 'আম্মা। যদি আব্বার সামনে বলি যে আমি ওকে ছাড়া বাঁচবো না, তিনি আমায় কি শাস্তি দিবেন?'

ঃ 'তোমার আব্বা তোমার এ পাগলামীর কথা জানেন।' এরপর আসেমের দিকে ফিরে বললেন, 'বেটা! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি তোমাদের কথা শুনেছি। তোমার ভদ্রতা এবং শালীনতার কাছে আমি এটাই আশা করেছিলাম। কিন্তু মনে করোনা আমরা ফুস্তিনার দুশমন। শ্বেতপাথরের প্রাসাদে পশু থাকে, আমার মেয়ের তার প্রয়োজন নেই। তোমার মনের কথা ফুস্তিনার আব্বার কাছে গোপন নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি দাঁড়িয়ে তোমাদের কথা শুনলে বেশী করে ভাবতেন যে, পৃথিবীর কোথায় তোমরা নিরাপদে থাকবে।'

আসেম নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলনা। অনেক্ষণ ও মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাথা তুলে তাকাল ইউসিবার দিকে। কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভিজে গেছে ওর দুচোখ। ও ধরা গলায় বলল ঃ 'প্রার্থনা করুন, পশুদের এ পৃথিবীতে যেন মানুষের আবাদ হয়। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, পাহাড়, পর্বত অথবা যে কোন মরুভূমিতে হলেও আমি ফুস্তিনার হেফাজত করতে পারব। কাইজার এবং কিসরার মধ্যে সন্ধি হয়ে গেলে ফুস্তিনার দিকে হাত প্রসারিত করার সময় ভাববনা আমি অসহায়। আপাততঃ এ প্রার্থনা করুন যেন এ কাজে সফল হতে পারি।'

ঃ 'বেটা। তুমি একটা ভাল কাজে নেমেছ। প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমায় সফল করুন। এখানে ঠান্ডা পড়ছে। নীচে এস।'

ইউসিবা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। পেছনে চলল আসেম এবং ফুস্তিনা। সিঁড়ির মাঝামাঝি পৌঁছে আসেম ফুস্তিনার একটা হাত নিজের মুঠোয় পুরে নিয়ে ফিস ফিস করে বলল ঃ 'ফুস্তিনা। আমার উপর রাগ করনি তো?'

ঃ 'না।'

ঃ 'কস্তুনতুনিয়া থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। তোমার আব্বা কিসরার কাছে গেলে আমার ও সাথে যেতে হবে। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারবে?'

ঃ 'হ্যাঁ। যদি নিশ্চিত হই তুমি আসবে, তবে মৃত্যু পর্যন্ত তোমার অপেক্ষা করতে পারব।'

ইউসিবা নীচে নেমে ওদের দিকে তাকালেন। আসেম ফুস্তিনার হাত ছেড়ে দিল। এরপর ধীরে ধীরে ঘরের দিকে পা বাড়াল ওরা।

সাগর পাড়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে। আসেম ক'জন ইরানী সৈন্যের সাথে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে। নির্মেঘ আকাশ। শিরশিরে হিমেল বাতাস বইছে। একজন সৈনিক পাশের স্তূপ থেকে কাঠ তুলে আগুনে ফেলল। ধীরে ধীরে লকলকিয়ে উঠল অগ্নি শিখা। আসেম আগুনের উপর হাত

প্রসারিত করে বলল ঃ ' আমি সিপাহসালারের কাছে যাচ্ছি। নদীতে কোন নৌকা দেখলেই আমায় ডাকবে।' এক সিপাই বললঃ ' আপনি ভাববেননা। কিন্তু নদীতে যা ঢেউ রোমানরা আসবে বলে মনে হয়না।'

ঃ 'অবশ্যই আসবে। তোমরা আগুন নিভতে দেবেনা।' বলেই আসেম হাঁটা দিল। শ'দুয়েক কদম দূরে পাহারাদার টহল দিচ্ছে। কে একজন চিৎকার দিয়ে বললো ঃ 'থামো। কে তুমি?'

ঃ 'আমি আসেম।' একটু দাঁড়িয়ে তাবুর পর্দা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। সীন বালিশে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। আসেমকে দেখেই প্রশ্ন করলেন ঃ 'ওরা এসে গেছে?'

ঃ 'এখনো আসেনি। এ শীতে আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমি দুঃখিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জংলীরা কস্তুনতুনিয়া আক্রমন না করে থাকলে ওরা অবশ্যই আসবে। আজ বাতাস তীব্র হলেও ওদের অনুকূলে। কয়েক মাইল দূর থেকে আগুনের শিখা দেখা যাবে। এতোক্ষণে ওদের এখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা। এখোনো যখন এল না, আপনি কি কিল্লায় গিয়ে বিশ্রাম করবেন?'

ঃ 'না, না, তুমি নিরাপদে পৌঁছেছ এনিশ্চয়তা না নিয়ে আমি যাবনা। আমার আশংকা হচ্ছে, সিঁপাইদের বিন্দুমাত্র অসতর্কতায় এ পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে। কথা আছে, বসো।'

আসেম তার সামনে বসে পড়ল। নিঃশব্দে কেটে গেল কতক্ষণ। নিরবতা ভাংলেন সীন।

ঃ 'অফিসার ও সৈন্যদের কেউ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাইছেনা। এরপরও ওরা যদি জানতে পারে যে আমি রোমানদের সাথে সন্ধির কথা বার্তা বলছি, তবে আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করবে। কয়েকজন অফিসার আমার বিরুদ্ধে এরই মধ্যে সম্রাটের কান ভারী করা শুরু করেছে। আমার দুর্বলতা আমার স্ত্রী। অনেকে আমার উপর রোমানদের সার্থক হওয়ার অপবাদ আরোপের জন্য কেবল কোন বাহানা খুঁজছে। বিবেকের বিরুদ্ধে এযুদ্ধে অংশ নিয়েই আমি ভুল করেছি। আমার দ্বিতীয় ভুল ছিল এই যে, আমায় বিদ্রুপ করবে জেনেও সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে কিসরার কাছে গিয়েছিলাম। আমার স্ত্রী কন্যার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারলে সব ছেড়ে পালিয়ে যেতাম।'

ঃ 'পালিয়ে গেলেই কেউ মুক্তি পায়না। আজ সারা দুনিয়ায় চলছে বর্বরতা আর পাশবিকতার দুঃশাসন। চলছে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। অসহায় বঞ্চিতরা শক্তিমানের আশ্রয় খুঁজছে। আপনি সে ভাগ্যবান পুরুষ, যিনি অন্ধকারে ঘুরপাক খাওয়া মানুষগুলোকে আশার আলো দেখাতে পারেন। কাইজার আমার মত অসহায় মানুষকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, এ কোন সাধারন কথা নয়।'

ঃ 'তুমি জাননা আসেম, দুর্বল এবং পরাজিত লোকদের ব্যাপারে কিসরা এক বিজয়ীর মন নিয়ে চিন্তা করেন। একের পর এক বিজয় তাকে এমন অহংকারী করে তুলেছে যে, সারা দুনিয়ার মানুষ এক হয়ে যদি বলে যে যুদ্ধের দীর্ঘসূত্রিতায় আপনার ক্ষতি হবে, তিনি তা মানবেননা। প্রতিটি মানুষের বিশ্বাস, কোন অলৌকিক শক্তিও কিসরার বিজয় রুখতে পারবেনা। কয়েক বছর পূর্বে কেবল তোমাদের দেশের একজন লোক ভবিষ্যতবানী করেছিল যে রোমানরা

বিজয়ী হবে। আমার মনে হয় আমাদের বিজয়ের পর তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা লোকেরাও তাকে উপহাস করবে।'

: 'মক্কায় একজন নবুয়তের দাবী করেছে। সে ব্যাপারে আমি অনেক কিছুই শুনেছি। কিন্তু রোম ইরানের ব্যাপারে তার ভবিষ্যতবানীর কথা আপনি কিভাবে জানলেন?'

: ' ইয়ামেন থেকে একদল ব্যবসায়ী যেরুজালেম এসেছিল। ওরা পথে কার কাছে শুনেছে। যেরুজালেমের গভর্নর আমাদের সিপাইদেরকে ভয় দেখাবার জন্য এ গুজব ছড়িয়েছে। এরপর আমি খোঁজ খবর নিয়েছি। কথাটা আসলেও সত্যি। আরবের সবাই এ ভবিষ্যতবানীর কথা জানে। প্রথম প্রথম এ কথা শুনে আমি হাসতাম। কিন্তু এখন মনে হয়, কোন মানুষের চোখ যদি বর্তমানের পর্দা ছিড়ে ভবিষ্যত দেখতে পেত তবে এ লড়াই নিয়ে সে নিশ্চয় শংকিত হবে।'

: 'দেশ ছাড়ার পূর্বে সে নবীর ব্যাপারে অনেক আশ্চর্য কথা শুনেছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, উষর মরু এমন কাউকে জন্ম দিতে পারেনা যার প্রভাব আরবের বাইরে এসে পৌছবে। ওখানে কোন নবী যদি মানবতার মুক্তির পয়গাম নিয়ে আসেন আরবরাই তার পথে বাঁধার প্রাচীর তুলে দেবে। এ সেই ধুসর মরু যেখানে কোন ঝর্ণা ধারা বয়না। প্রবাহিত হয়না কোন নদী। বরং মরুর শুষ্ক বালুকারাশি নদী ও ঝরণার সব পানি শুষে নেয়। রোম ইরানের সম্রাটেরা চরম ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্য তরবারী কোষবদ্ধ করতে পারে। কিন্তু আরবে কেউ শান্তির পথ দেখালে লোকজন তার অনুসরণ করবে, এ সম্ভব নয়। চরম ধ্বংসও ওদেরকে শান্তির পথে নিতে পারবেনা।

যে কেবল ধ্বংস করতে পারে ওরা শুধু তার নেতৃত্ব কবুল করে। আরবের সে নবী প্রথমে তার বংশের বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। ওই লোকগুলো পূর্ব পশ্চিমের সম্রাটদের চাইতে বেশী জালেম এবং অহংকারী। গোত্র যদি তাঁর পক্ষে দাঁড়ায় অন্য সব গোত্র তাদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে। ইয়াসরিব ছেড়ে আসার পূর্বে যা শুনেছি, গরীব, অসহায় আর দুর্বল মানুষগুলোই কেবল তার অনুসরণ করছে।

নিজের কবিলার হাতে নিহত না হলেও তার আওয়াজ মক্কার বাইরে পৌছবে বলে আমার মনে হয়না। যে নবী সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিচ্ছেন, তিনি কামিয়াব হতে পারেন না। দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ এক মুক্তি দূতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। আমিও চাই এমন নেতৃত্ব, যার আওয়াজ বংশ গোত্র এবং জাতির সীমানা ছিন্ন করতে পারে। সেদিন হবে কত সুন্দর, যেদিন উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র, কালো-শাদা , চাকর-মুনীব আর সবল-দুর্বলে পার্থক্য ঘুচে যাবে। কখনো কখনো মনকে এই বলে শান্তনা দেই যে, মানবতার মুক্তি দূত হয়ত এসেছেন। কিন্তু আরবের অবস্থা যারা জানে তারা দৃঢ়তার সাথে বলবে যে, অন্ধকারের এ গোলক ধাঁধায় আলো জন্ম নিতে পারেনা।'

ঃ 'তুমি আরবের ব্যাপারে যদ্দুর নিরাশ, আমি তারচে বেশী নিরাশ ইরানের ব্যাপারে। অগ্নিপূজক পাদ্রীরা সমগ্র পৃথিবী কব্জা করার স্বপ্ন দেখছে। ওরা যখন শুনবে আমি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কিসরার কাছে গিয়েছি, তখন আমার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যাবে। এরপরও আমি তোমায় নিরাশ করবনা। কাইজার আমার সাথে দেখা করার ইচ্ছে ত্যাগ না করলে আমি অবশ্যই কিসরার কাছে যাব।'

ঃ 'কাইজার অবশ্যই আপনার কাছে আসবেন। আমার মন বলছে, সন্ধির জন্য আপনার এবারকার চেষ্টা বিফলে যাবেনা।'

বাইরে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেল। একজন সিপাই হন্তদন্ত হয়ে তাবুতে প্রবেশ করে বললঃ 'জনাব, ওরা এসে গেছে। ওদের জাহাজ নদীর মাঝে থেমে আছে। একটা ছোট নৌকা আসছে কিনারের দিকে।' আসেম তড়াক করে দাঁড়িয়ে সীনকে বলল ঃ 'আপনি এখানেই থাকুন। আমি ওদের এখানে নিয়ে আসছি।'

নৌকা পাড়ে ভিড়ল। কিছুক্ষন পর ক্লেডিস এবং দীলরেশ নেমে এল নৌকা থেকে। আসেম দুজনের সাথে মোসাফেহা করে বলল ঃ 'ক্লেডিস। ভেবে ছিলাম আরো লোক নিয়ে আসবে।'

ঃ 'সাথে আরো অনেকে আছেন। কিন্তু সতর্কতার জন্য জাহাজ একটু দূরে রেখেছি। আমাদের সংগীরা এখানে আসার পূর্বে বল, ওদের কতটুকু নিরাপত্তা দিতে পারবে?'

ঃ 'ইরানের সেনাপতির চাইতে সম্ভবত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা আর কেউ বেশী দিতে পারবেনা। চলো তার কাছে।'

ঃ 'সিপাহসালার কোথায়!'

এইতো ক'কদম দূরে তাবুতে অপেক্ষা করছেন। তোমার সঙ্গীরা এখানে আসতে ভয় পেলে আমাকে জামানত হিসেবে জাহাজে রেখে দাও।'

ঃ 'ছি! আসেম, তোমায় আমরা অবিশ্বাস করিনা। এখন তো কাইজার নিজে এখানে এলেও কাউকে জামানত রাখবেননা। আমার সঙ্গীরা নিরাপদ কিনা তা কেবল শুনতে চাই।'

ঃ 'নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে না পারলে উপকূলে আগুন জ্বালাতাম না। আমি যতটা সফল হয়েছি ততোটা আশা করিনি। সিপাহসালার বড় উদ্বিগ্ন হয়ে তোমাদের অপেক্ষা করছেন। তোমার আর সংগীরা কে?'

ক্লেডিস আসেমের কানে কানে বলল ঃ 'এদের সামনে সব প্রশ্নের জবাব দেয়া যাবেনা।'

ঃ 'ক্লেডিস, এত সর্তকতার দরকার নেই। এরা সিপাহসালারের একান্ত বিশ্বস্ত। কেউ যেন রোমান ভাষা না বুঝে বাছাই করার সময় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে।'

ঃ 'সর্তকতার কারণ অবশ্যই আছে। জান আমার সাথে কে আছে?'

: ' না, তবে নিশ্চয়ই উচ্চপদস্ত কেউ হবেন। তাকে এ সংবাদ দিতে পার যে, আপনি নিশ্চিন্তে নেমে আসতে পারেন।'

: 'আচ্ছা আসেম, মনে কারো কাইজার নিজেই যদি আমার সাথে আসেন তাকে কদ্দুর নিরাপত্তা দিতে পারবে?'

আসেম চঞ্চল হয়ে ক্লেডিসের দিকে তাকাল : 'তোমায় এদ্দুর বলতে পারি যে, এখানে যারা আছে তারা সিপাসালারের ইশারায় জীবন দিতে পারে। কাইজার তোমার সাথে এলে তোমাদের চাইতে সিপাহসালার তার নিরাপত্তার প্রতি বেশী দৃষ্টি দেবেন । আমি তোমাদের এ নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, সিপাহসালার নিজের জীবন বাজি রেখে হলেও তার হেফাজত করবেন।'

: 'আমি সীনকে চিনিনা। তবু তোমার কথায় মনে হয় তিনি কোন মহান ব্যক্তি। কারন, কোন বিশ্বাসঘাতক সঙ্গীদের মনে এতটা বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারেনা। বন্ধু আমার! রোমানদের ভাগ্য এখন তোমার হাতে। ভেবে দেখ, এ জিম্মাদারী কদ্দুর পালন করতে পারবে । একটু পরই হিরাক্লিয়াস তোমাদের সিপাহসালারের সামনে এসে দাঁড়াবেন। কাইজারের এখানে আসাটাকে যদি তুমি এক পরাজিত শাসকের দুঃসাহস মনে কর অথবা তোমার মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তবে এখনো ফিরে যাবার পথ খোলা রয়েছে।'

আসেম কতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল । অবশেষে বলল : 'আমি কোন আশংকা করছিনা। তবুও বলব, কাইজার সত্যি দুঃসাহস দেখিয়েছেন।'

: ' কাইজারের এ সিদ্ধান্তে আমি হতবাক হয়ে গেছি। আমরা নোঙ্গর তুলছি এসময় তার দূত এসে বলল, মহামান্য সম্রাট তশরিফ আনছেন। তিনি জাহাজে উঠলেন। আমরা নিষেধ করলাম। তিনি বললেন, সীন এক শরীফ দুশমন। তার কাছে যেতে আমার কোন ভয় নেই। তার নিয়ত ঠিক না হলে আমায় গ্রেফতার করার জন্য হাজার হাজার লোক কোরবানী দিতে পারেন। আমি ভেবেছিলাম অর্ধেক পথ এলে তিনি ফিরে যেতে বলবেন। আমি আশ্চর্য হচ্ছি, ক'দিন পূর্বে যিনি কার্টাজেনা পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কি করে তার ভেতর এ সাহস জন্ম নিল। পোপ তার সাথে ছিলেন । আমি তার সাথে আলাপ করেছি। তিনি বললেন, এ হচ্ছে মানুষের প্রার্থনার ফল।'

: 'তুমি তাকে নিয়ে এসো। আমি সিপাহসালারকে সংবাদ দিচ্ছি । কাইজারকে অভ্যর্থনা করার জন্য তিনি নিজেই এখানে আসবেন।'

: 'সংবাদ না দিয়েই কাইজার সিপাহসালারের কাছে যেতে চাইছেন। তাঁর ধারনা, এতে তিনি প্রভাবিত হবেন।' ক্লেডিস সংগীর দিকে তাকিয়ে বলল, ' দীলরেস। সম্রাটকে নিয়ে এসো।'

দীলরেস ছুটে গিয়ে নৌকায় উঠল। চারজন মাল্লা দাঁড় টানতে লাগল। আসেম ও ক্লেডিস নদীর দিকে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ। অবশেষে ক্লেডিস বলল : ' আসেম, ফুস্তিনার ব্যাপারে কিছু বললেনা, ও কোথায়?'

ঃ 'ও পাশের কিস্তায় থাকে। আমার সাথে দেখা হয়েছে। এবার আমাদের মাঝে কোন দূরত্ব নেই। এক পথহারা মুসাফির ঘুরে ফিরে আবার এসে গেছে, এজন্য ওই বোকাটা খুশী। ওর সাথে কথা বলার সময়, ওকে নিয়ে ভাবার সময়, এখন মনে হয়না আমি নিজকে ধোকা দিচ্ছি। ক্লেডিস, নিজের ভবিষ্যত সর্ম্পকে আমি ততোটা আশাবাদী নই। কিন্তু, এখন আর পালাবনা। আমাদের দু'জনের পথে কেউ বাঁধা দেবেনা এদ্দুরই আমার জন্য যথেষ্ট।'

ঃ 'ও যদি এতদিন পর্যন্ত তোমার অপেক্ষায় থেকে থাকে, আমি তাকে বোকা বলবো না।'

সিপাহসালারের তাবু থেকে আলো হাতে কেউ একজন বের হল। আসেম বলল ঃ ' সম্ভবত সিপাহসালার নিজেই আসছেন।' ওরা কয়েক পা এগিয়ে গেল। সীন এবং দুজন রক্ষী আসছে। তিনি আসেমকে দেখতে পেয়েই বলেন ঃ 'আমায় বড় পেরেশান করেছ।'

ঃ 'জনাব, ও ক্লেডিস। ওর কথাই আপনাকে বলেছিলাম। ও এবং ওর এক সংগী আমাদের কাছে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চাইতে এসেছিল। ও জাহাজে ফিরে গেছে। এক্ষুনি চলে আসবে।'

সীন ক্লেডিসের সাথে মোসাফেহা করে বললেন ঃ ' আসেমের সকল বন্ধুকেই আমি বন্ধু মনে করি।' কৃতজ্ঞতায় মাথা ঝুকিযে দিল ক্লেডিস।' ঃ 'এ আমার খোশ কিসমত।'

ঃ 'শীতে আপনার কষ্ট হবে। আসেম বলল। ' নৌকা ফিরে আশা পর্যন্ত আপনি তাবুতে গিয়ে বিশ্রামকরুন।'

ঃ 'তাবুর চাইতে এখানে আগুন পোহাতে ভাল লাগবে। কিন্তু সিপাইরা গেল কোথায়?'

ঃ 'ওরা আশ পাশেই আছে। আমি ইচ্ছে করেই সরিয়ে দিয়েছি।'

সীন ক্লেডিসের দিকে ফিরলেন। ঃ 'সন্ধির শর্তের ব্যাপারে কাইজার দূতকে কদ্দুর স্বাধীনতা দেবেন?' প্রজাদের বাঁচানোর নিশ্চয়তাপূর্ণ শর্তাবলীতে সন্ধি করা যেতে পারে। আমরা আমাদের সম্রাটের পক্ষ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে এসেছি।'

সীন নীরবে ক্লেডিসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরপর বললেন ঃ 'তুমি কি জান? সন্ধির ব্যাপারে কিসরা আমায় কোন স্বাধীনতা দেননি? এখানে যে এসেছি তাও তার হুকুম অমান্য করে।' ক্লেডিস নিরাশ কণ্ঠে বলল ঃ 'আমি জানি। কিন্তু ডুবে যাওয়া ব্যক্তিকে খড় কুটোর আশ্রয় নিতেতো কেউ নিষেধ করতে পারেনা । রোমের পরাজিত শাসক আপনার মাধ্যমে 'আমরা হেরে গেছি' এ কথাটা কিসরার কান পর্যন্ত পৌছাতে চাইলে তিনি হয়ত পতিত দুশমনকে শেষ আঘাত করবেন না। এ আশাই আমাদের শেষ আশ্রয়।'

ঃ 'যার কান তরবারীর ঝংকার আর আহত ব্যক্তির চিৎকার শুনে অভ্যস্ত, জানিনা তিনি তোমাদের ফরিয়াদ কদ্দুর শুনবেন। এরপরও আমি কাইজারকে নিরাশ করবনা। কিন্তু তোমার সঙ্গী আসবে কখন?'

ঃ 'সম্ভবতঃ ওরা আসছে।' আসেম সাগরের দিকে তাকিয়ে বলল।

সবাই তাকাল সাগরের দিকে। একটা নৌকা এসে তীরে ঠেকল। দীলরেস এবং তার সংগীরা একে একে নৌকা থেকে পাড়ে নামল। ক্রেডিস এবং আসেম এগিয়ে অভ্যর্থনা জানাল তাদের। সীন দাঁড়িয়ে রইলেন আগুনের কাছে। নৌকা থেকে নেমে ওরা আসেম এবং ক্রেডিসের সাথে কি যেন বলে হাঁটা দিল। দামী জুব্বা পরা এক দীর্ঘদেহী ওদের চাইতে দু'কদম সামনে। সীন আগুনের আলোয় তার চেহারা দেখে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল।

ঃ 'জনাব, আমাদের শাহানশাহ।' ক্রেডিস বলল।

সীন চঞ্চল হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে হেরাক্লিয়াসের হাতে চুমো খেলেন। এর পর দাঁড়িয়ে আদবের সাথে বললেনঃ ' আলীজাহ! আপনার এখানে আসার প্রয়োজন ছিলনা। আপনার সাথে দেখা না করেই আমি কিসরার কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আপনাকে কিছু বলতে হবে না। যত শীঘ্র সম্ভব আমি কিসরার কাছে যাব। ওখানে কি বলতে হবে তা আমি জানি।'

ঃ 'ঈশ্বর যদি আমাদের মঙ্গল চান, আপনি সফল হবেন। আমার দুঃখ হল, এর আগে আপনার কাছে আসার পথ খুঁজে পাইনি।'

ঃ 'সন্ধির কথাবার্তা না করার জন্য কিসরা আমায় নির্দেশ দিয়েছেন। আমি কল্পনাও করিনি, এমন এক ব্যক্তি আপনার পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসবে যার ফলে আমাকে শাহানশার নির্দেশ অমান্য করতে হবে। এ তাবু আপনার উপযুক্ত নয়। আপনি আসবেন জানলে আরো ভাল ব্যবস্থাকরতাম।আসুন।'

এক বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন। চুল দাড়ি শাদা। সীনকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ ' এ মহান কাজের জন্য ঈশ্বর আপনাকে নির্বাচন করেছেন। দুনিয়ার সকল সম্রাট যার কাছে অসহায় আপনি চলছেন তাঁর নির্দেশে। পৃথিবীর সকল মজলুম, বঞ্চিত আর সর্বহারা মানুষ আপনার জন্য প্রার্থনা করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি ব্যর্থ হবেন না।'

পোপ স্যার হবস কে দেখেই চিনতে পারলেন সীন। হঠাৎ তিনি হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে পড়লেন। ঃ 'পবিত্র পিতা, আমার জন্য দোয়া করুন। আমি বিশ্বাস এবং স্বস্তি হারিয়ে ফেলেছি। জানিনা আমার মঞ্জিল কোথায়?'

ঃ 'প্রার্থনা করছি, পবিত্র পিতা, পবিত্র আত্মা এবং মা মেরী তোমার সাহায্য করুন। তুমি বিপন্ন, অসহায় মানুষকে শান্তির পয়গাম দিতে পারবে।' সীন দাঁড়ালেনঃ ' চলুন আলীজাহ! এখানকার ছোট্ট তাবু আপনার উপযুক্ত না হলেও ওখানেই নিশ্চিন্ত কথা বলতে পারব।'

ঃ 'ঠিক আছে চলুন। তবে বেশী দেরী করতে পারবোনা। সুর্যোদয়ের পূর্বেই ফিরে যেতে হবে।'

ওরা তাবুতে প্রবেশ করল। হেরাক্লিয়াসের সামনে বসে পড়ল সবাই। নীরবে কেটে গেল কতক্ষণ। মুখ খুললেন সীন ঃ 'বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনার দূতকেই কেবল কিসরার দরববার পর্যন্ত পৌছানোর দায়িত্ব নিতে পারি। আমি আশংকা করছি, সন্ধির শর্তের ব্যাপারে কিসরা

অত্যন্ত কঠোর হবেন। একজন সৈনিক হিসেবে সাধ্যমত তাকে বুঝানোর চেষ্টা করবো যে যুদ্ধের দীর্ঘসুত্রিতা আমাদের ক্ষতি করছে। কিন্তু সন্ধির শর্ত নমনীয় করতে আমি অসহায়।'

: 'তা আমি জানি। আমার দূত সন্ধি আলোচনার ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে যাচ্ছে। এখন বলুন কবে নাগাদ রওয়ানা করছেন।'

: 'আগামী দু'দিনের মধ্যেই রওয়ানা করব। এর মধ্যেই আপনার দূত পাঠিয়ে দেবেন।'

হেরাক্লিয়াস এক প্রধান ব্যাক্তিকে দেখিয়ে বললেনঃ 'দূত এখানেই আছে। নাম সাইমন। আমার বড় বিশ্বস্ত। সবার সামনে তাকে বলছি সন্ধি এখন আমাদের জীবন মরন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্লেডিস এবং দীলরেসও তার সাথে যাচ্ছে। কিসরার জন্য কিছু উপঢৌকন নিয়ে এসেছি। ওগুলো নৌকায় আছে।'

সীন খানিক ভেবে বললেন : ' এরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে আমার পরিনতি ভাল হবেনা। কথা দিন আমার স্ত্রী এবং মেয়েকে বসফরাসের ওপারে মাথা গোঁজার একটু আশ্রয় দেবেন।'

: ' ওরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে বসফরাসের ওপারের কোন বসতি এবং শহর নিরাপদ থাকবেনা। ইরানীরা না হলেও জংলীরা সব বরবাদ করে দেবে। ঈশ্বর যদি আমাদের ধ্বংস না চান ওরা ব্যর্থ হয়ে ফিরবেনা। পারভেজের মানবিক অনুকম্পাই আমাদের শেষ ভরসা। পতিত দুশমনের আহাজারী যদি গর্বিত পারভেজের প্রাণকে দোলা দিতে না পারে তবে প্রার্থনা করুন ঈশ্বর যেন মৃত্যু দিয়ে আমাদেরকে লাঞ্চনার জীবন থেকে মুক্তি দেন।'

: 'না, না।' স্যার হবসের কণ্ঠে বেদনা। 'আমাদেরকে প্রার্থনা করতে হবে ঈশ্বর যেন জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানোর হিম্মত আমাদের দেন। জুলুম যখন সীমা অতিক্রম করে, এক অদৃশ্য শক্তি জালিমকে খড় কুটোর মতই উড়িয়ে নিয়ে যায়। অসহায় মানুষ যখন বিশ্বাসে বলিয়ান হয়, তার দুর্বল হাত ছিনিয়ে নেয় অত্যাচারী সম্রাটের রাজমুকুট। সন্ধি আলোচনায় ব্যর্থ হলে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে, পবিত্র পিতা যেন কাইজারকে লাখো মানুষের জীবন বাঁচানোর জিম্মাদারী পালনের হিম্মত দেন।'

হিরাক্লিয়াস সীনকে বললেনঃ 'পারভেজকে আমার পক্ষ থেকে বলবেন, ইরানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ না হলে খালি মাথায় তার কাছে যেতাম। এখনতো আমি এক চোরের মত তার সেনাপতির কাছে এসেছি। হারানো এলাকা কিসরার কাছে ফিরে চাইনা। আমার অনুরোধ, বসফরাসের ওপারের ক্ষুদ্র সালতানাতকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিন, তারা যেন রক্ত পিপাসু জংলীদের মোকাবিলা করতে পারে।'

: ' আপনার দূতদের কিসরার দরবার পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জিম্মা নিয়েছি। আমি তা পালন করব। সুযোগ পেলে বসফরাসের ওপারে আক্রমন ইচ্ছে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ করব। কিন্তু কদ্দুর সফল হই বলতে পারিনা। আমার আশংকা হচ্ছে, অগ্নিপূজক পাদ্রীরা এ কথা শুনলেই

আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করবে। আপনাকে কথা দিচ্ছি, এবার ব্যর্থ হলে সিপাহসালার হিসেবে আমাকে এখানে দেখবেন না।'

ঃ 'ক্রেডিস! সম্ভবত এবার উঠা যায়।' কাইজার বললেন। 'সীনকে আর কিছু বলার আছে বলে মনে করিনা। তুমি জাহাজ থেকে উপহারগুলো নিয়ে এসো। সূর্যোদয়ের পূর্বেই আমাদের কস্তুনতুনিয়া পৌছতে হবে।'

ক্রেডিস আসেমের দিকে চাইল। দুজনই বেরিয়ে গেল তাবু থেকে। কিছুক্ষন পর কাইজার নৌকায় চেপে বসলেন। সীন তাকিয়ে রইলেন সাগরের দিকে। নৌকা দৃষ্টির আড়াল হতেই সীন কাইজারের সংগীদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'এবার কিল্লায় ফিরে যাওয়া উচিৎ। আপনাদের জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিপাইরা জিনিষ পত্র নিয়ে আসবে। এতো পরিশ্রমের পর সফর করতে আপনাদের কষ্ট হবেনাতো?'

ঃ 'আমাদের কোন কষ্ট হবেনা।' সাইমন জবাব দিলেন।

সিপাইরা ঘোড়া নিয়ে এল। সীন সাইমন কে বললেনঃ 'আমার সাথে থাকলে আপনাদেরকে কেউ কোন প্রশ্ন করবেনা। তবুও কিসারার কাছে না যাওয়া পর্যন্ত একটু সর্তক থাকতে হবে। আপনারা আনাতোলিয়ার ইহুদী ব্যবসায়ীদের বেশে সফর করবেন। পোষাকের ব্যবস্থা করে দেয়া হবে। এবার চলুন।'

টিলা আর উপত্যকায় মোচড় খেয়ে খেয়ে চলে গেছে সড়ক। ফুস্তিনা কিল্লার পাঁচিলে দাড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়েছিল। আচানক ওর দৃষ্টি পড়ল টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা কজন সওয়ারের প্রতি।

ওর উদাস চোখে আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল। বেড়ে গেল হৃদস্পন্দন। আসেম ওদের সাথে। তার রাতের প্রার্থনা বিফলে যায়নি। ওর অশ্রু ভেজা দুচোখে মোহন হাসির ছটা। ও অনিমেষ তাকিয়ে রইল আসেমের দিকে। নীচে নামার জন্য ও সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। কি ভেবে থেমে গেল হঠাৎ। এরপর বুরুজের একটা থামের আড়ালে দাড়িয়ে পড়ল।

ঘোড়াসহ কিল্লায় ঢুকে পড়ল সওয়াররা। ফিরোজ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললঃ 'বেটি! ওরা এসে গেছে। আসেমও এসেছে। এসো। তোমার আম্মা তোমায় ডাকছেন।'

ফুস্তিনা নীচে নেমে এল। সীন বারান্দায় দাড়িয়ে স্ত্রীকে বললেনঃ 'আমার মেহমানরা ক্ষুধার্ত। তুমি এক্ষুনি খাবারের ব্যবস্থা কর। তোমরা নাস্তা না করে থাকলে এক সাথেই বসব।'

ঃ 'নাস্তা তৈরী। আমরাতো আপনার অপেক্ষা করছিলাম।'

ঃ 'ফুস্তিনা কোথায়?'

ঃ 'ঐতো আপনার পেছনে।'

সীন পেছনে ফিরলেন। ফুস্তিনা খিল খিলিয়ে হেসে বাবাকে জড়িয়ে ধরলঃ 'আসেমকে কন্তুনতুনিয়া পাঠাননি কেন?' ফুস্তিনার প্রশ্ন।

ঃ 'দরকার হয়নি। রাতে কাইজারের সাথে কথা হয়েছে।'

ঃ ' কোথায় ?'

ঃ ' সাগর পাড়ে। তিনি আসবেন জানতামনা। নচেৎ কোন ব্যবস্থা করতাম। তোমাদেরও ডেকে নিতাম। তোমরা এখন তার দূতের সাথে দেখা করতে পারবে। দু'তিন দিনের মধ্যে আমি ওদের নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাব। আসেমকে তোমাদের কাছে রেখে যেতে চাইছিলাম। কিন্তু ও আমার সাথে যাবার জন্য জেদ ধরেছে। আমিও ভাবছি ও সাথে থাকলে আমারও ভাল হবে। ইরানের চেয়ে এস্থানটাই তোমাদের জন্য নিরাপদ। তোমাদেরকে সথে নিলে মজুসী পাদ্রীরা হয়ত ক্ষেপে উঠবে। যাও, টেবিলে খাবার দাও। আমি মেহমানদের নিয়ে আসছি।'

সীন মেহমানখানার দিকে চলে গেলেন।

মেহমানরা দস্তরখানে বসেছিলেন। ইউসিবা এবং ফুস্তিনা কক্ষে প্রবেশ করল। ওরা দাঁড়িয়ে গেল সবাই। ইউসিবা জোর করে ফুস্তিনাকে ভাল পোষাকে সাজিয়ে ছিলেন। মেহমানরা বার বার অপাঙ্গে তার দিকে তাকাচ্ছিল। পরিচয় পর্ব শেষ হল। ইউসিবা বসলেন সীনের ডানে, ফুস্তিনা বাঁয়ে। ফুস্তিনা খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে আসেমকে দেখছিল।

চোখে চোখ পড়লেই লজ্জায় রাঙ্গা হযে উঠত ওর চেহারা। ইউসিবা দস্তরখানে বসেই মেহামানদের সাথে স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। তিনি বার বার আফসোস করে বলছিলেনঃ ' ইস। কাইজার ও পোপ এলেন। কিন্তু তাদের কদমবুছি করার সৌভাগ্য আমার হলনা।'

ক্লেডিস হঠাৎ ফুস্তিনার দিকে ফিরে বললঃ 'আপনার সাথে দেখা হওয়াতে যে কি খুশী হয়েছি, তা বলতে পারছিনা। আমি আপনাদের কাছে নতুন। এরপরও আমার মনে হয়, আপনার পিতামাতা এবং আসেমের পর আমিই আপনাকে সবচে বেশি জানি।'

আসেম শরমে মরে যাচ্ছিল। ও অনুনয়ের দৃষ্টিতে চাইতে লাগল ক্লেডিসের দিকে। ক্লেডিস আসেমের দিকে না তাকিয়েই বলতে লাগলঃ 'ব্যাবিলন থেকে নোভা মরুভূমি পর্যন্ত এবং নোভা থেকে কন্তুনতুনিয়া পর্যন্ত আমরা একত্রে সফর করেছি। দীর্ঘ সে সফর। দিন রাত দুজন একান্তে বসে কথা বলেছি। আসেমের এমন কোন মুহূর্ত ছিলনা যখন আপনার প্রসঙ্গে বলেনি।'

ইউসিবা চঞ্চল হয়ে স্বামী আসেমের দিকে তাকালেন। কিন্তু সীনকে দেখে তার মনের প্রতিক্রিয়া বুঝা গেলনা। আচম্বিত ফুস্তিনা মাথা তুলল। শান্ত এবং নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলল ঃ'আপনার বন্ধু আমাদের সাথে কথা বলার ততোটা সময় পায়নি। তবুও আপনি অপরিচিত নন। আপনার বন্ধু প্রায়ই আপনার কথা বলতেন। ফ্রেমস এবং তার মেয়েকেও আমরা চিনি।'

দীলরেস কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে বললঃ 'আসেমের বন্ধু হয়ে আমি গর্বিত। কিন্তু আমার নামটা আপনাদের কাছে পৌছার উপযুক্ত নয়।'

মৃদু হাসল ফুস্তিনা। ঃ 'না। আপনার ব্যাপারেও অনেক কিছু শুনেছি।'

সীন বললেন ঃ 'আমরা আসেমের কাছে কৃতজ্ঞ। শত বিপদেও সে আমাদের ভুলে যায়নি।'

ঃ 'আপনাদেরকে ভুলে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়।' ক্লেডিস বলল। 'রোগ শয্যায় বার বার ও আপনাদের কথাই বলত। আমার মনে হয় জীবনের সাথে ওর সম্পর্ক শুধু আপনাদেরকে স্মরণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমার স্ত্রী আমায় বলত, যারা আসেমের এত প্রিয়, নিশ্চয় তারা সাধারণ মানুষ নন। আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে, তার ধারণা অমূলক ছিলনা।'

আসেমের উৎকণ্ঠা চরমে পৌছল। ও কড়া চোখে ক্লেডিসের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু ক্লেডিস যেন দেখেনি এমন ভাব করে বলে যেতে লাগল আসেমের সাথে থাকার সময়ের টুকরো টুকরো ঘটনা।

অবশেষে আসেম বলল ঃ 'এবার আমাদের বিশ্রাম করা প্রয়োজন।'

ওরা সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল।

মেহমান খানায় এসে ক্লেডিসকে একা পেল আসেম। ঝাঝের সাথে তাকে বলল ঃ 'আমার অসহায়ত্বের কাহিনী এভাবে প্রচার করার দরকারটা কি ছিল?'

ক্লেডিস মুচকি হেসে বলল ঃ 'আমি এক বন্ধুর কর্তব্য পালন করেছি আসেম। ওরা আমার কথায় ভুল বুঝবে এমনটি ভেবোনা। সীন একজন বাস্তববাদী। তোমার সম্পর্কে তার মেয়ের মনোভাব নিশ্চয়ই তার কাছে গোপন নয়। এবার তোমার আর ফুস্তিনার ভবিষ্যত নিয়ে তার সাথে খোলাখোলি কথা বলতে পারব।'

ঃ 'তুমি কি বলতে চাও।' আসেমের কণ্ঠে উদ্বেগ।

ঃ 'আমি তাকে বলব যে আসেম এবং ফুস্তিনা একে অপরের জন্য পয়দা হয়েছে।'

ঃ 'না না এখনো এসব কথা বলার সময় আসেনি। এক অনিশ্চিত ভবিষ্যত ছাড়া সীনের মেয়েকে আমি কিছুই দিতে পারবনা।'

ঃ 'আসেম! তোমার হৃদয়ের বিস্তীর্ন মাঠে ওর জন্য এমন কুঁড়ে ঘর তৈরী রাখতে পার, যা মেয়েদের কাছে শ্বেত পাথরের প্রাসাদের চাইতে আকর্ষনীয়। আমি ফুস্তিনাকে দেখেছি, সিপাহসালারের মেয়ে হলেও সে এক নারী। ও এমন ভাবে তোমার পায়ের দিকে তাকাচ্ছিল যেন কাইজার ও কিসরার সমস্ত ধন ভান্ডার তোমার পায়ের নীচে পড়ে আছে। ওর পিতামাতা জানেন, ও তোমায় ছাড়া আর কাউকে গ্রহণ করবেনা। তা না হলে এতদিনে ও কোন শাহজাদার প্রাসাদের সুষমা বৃদ্ধি করত।'

আসেম খানিক ভেবে বলল ঃ 'আমার ভয় হচ্ছে ক্লেডিস।'

ঃ 'ফুস্তিনা তোমায় গ্রহণ করবেনা এ ভয় পাচ্ছ?'

ঃ না।'

ঃ 'সীনকে ভয় পাও?'

ঃ 'না না ক্রেডিস। আমি আমার ভাগ্যকে ভয় পাই।'

ঃ 'বন্ধু! তোমার ভাগ্য তোমায় রাতের আঁধার থেকে বের করে ভোরের ঝলমলে আলোর মধ্যে নিয়ে এসেছে। এখন আর চোখ বন্ধ করে ভবিষ্যতের পথ খুঁজতে হবেনা। তোমার অনুমতি পেলে আমি সীনের কাছে যাব।'

ঃ 'তোমায় তো আর বাঁধা দিয়ে রাখতে পারবনা। কিন্তু আমার মনে হয় এখনো তার সাথে কথা বলার সময় আসেনি। এ অভিযান থেকে সফল হয়ে ফিরে এলে অসংকোচে তার সামনে হাত প্রসারিত করতে পারব।'

অফিসারদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে সীনের দুদিন কেটে গেল। তৃীতয় দিন তিনি কিল্লায় ফিরে এলেন। এসেই ক্রেডিস কে সংবাদ দিলেন আগামী ভোরে রওয়ানা হওয়ার জন্য যেন তৈরীথাকে।

পরদিন সূর্যোদয়ের সময় আসেম এবং তার সংগীরা কিল্লার ফটকে সীনের অপেক্ষা করছিল। সাথে এক প্লাটুন ইরানী সৈন্য। ফিরোজ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আসেমকে বলল ঃ 'মনীব আপনাকেডাকছেন।'

আসেম নীরবে বুড়ো চাকরের পেছন পেছন চলল। সীন বারান্দায় দাঁড়িয়ে, পাশে ফুস্তিনা এবং তার মা। আসেম কয়েক পা দুরে দাঁড়াল।

সীন ইংগীতে তাকে কাছে ডেকে বললেনঃ 'আসেম! যাবার পুর্বে স্ত্রী এবং মেয়ের সামনে তোমায় কিছু বলতে চাই। গতকাল পর্যন্ত ভেবেছিলাম অভিযান থেকে ফিরে এসেই ফুস্তিনার ভবিষ্যত নিয়ে ভাবব, কিন্তু এ নিয়ে রাতভর ভেবেছি। সম্ভবত আমায় ওখানে রেখে দেয়া হবে। তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবনা। এমন ও হতে পারে, আমি ভাবিনি এর পরিনতি তাই হবে। আর কোন দিন এখানে ফিরে আসতে পারবনা। এ বয়েসে কোন কাজ অসম্পর্ণ ফেলে রাখা ঠিক না। তুমি যেদিন ফিরে এসেছিলে সেদিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ফুস্তিনা তোমার। তুমি সন্ধি আলোচনার জন্য আমায় ওখানে যেতে বাধ্য না করলে ওর বিয়ের ব্যাপারেই চিন্তা করতাম। বলতো আসেম, পৃথিবীর কোন কোণে তোমরা স্বস্তিতে থাকতে পারবে! আমার বড় সাধ কিসরার দরবার থেকে এ সুসংবাদ নিয়ে আসব যে এ পৃথিবী তোমার। এর সব হাসি আনন্দ তোমাদের জন্য। কিন্তু যদি এ সাধ পুরণ না হয়, মনে শান্তনা থাকবে, ওদের দেখাশুনার জন্য একজন বিশ্বস্ত এবং যোগ্য বন্ধু রয়েছে। কথা দাও আসেম। বিপদের সময় ফুস্তিনা এবং তার মাকে নিরাশ করবেনা।

তোমার বিবেকের আলো জ্বেলে যেন এরা সত্যের পথ খুঁজে নিতে পারে। প্রচার আর খ্যাতির জন্য সারা জীবন চেষ্টা করেছি। আজ যখন স্ত্রী কন্যার জন্য বেঁচে থাকতে চাইছি, মনে হয় আমি

মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলছি। প্রতিজ্ঞা কর আসেম। ওখানে আমার কোন বিপদ এলে এদের কাছে চলে আসবে। কিসরার বন্ধু এবং সিপাহ্সালার হয়ে স্ত্রী কন্যাকে যে সুখ দিতে পারিনি, তুমি ওদের সে সুখ দেবে।'

সীনের কথা বলার সময় আসেমের চোখের পাতা ভিজে যাচ্ছিল। এবার জবাব দেয়ার চেষ্টা করতেই ফোটায় ফোটায় গড়িয়ে পড়ল সে অশ্রু রাশি।

স্বকৃতজ্ঞ কণ্ঠে ও বলল ঃ 'কিসরার দরবারে আপনার কি বিপদ আসতে পারে বুঝতে পারছিনা। তবুও কথা দিচ্ছি, ফুস্তিনা এবং তার মা আমায় অকৃতজ্ঞ বলতে পারবেননা।'

ঃ 'তোমার শোকর গোজারী করছি। এবার তোমরা সবাই আমার জন্য প্রার্থনা করবে।'

ঃ 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।' কাঁপা কণ্ঠে বললেন ইউসিবা।

ভারী শোনাল তার কণ্ঠ। সাথে সাথে তার দুচোখ উপচে এল অশ্রুর বন্যা। ফুস্তিনা মায়ের এই শব্দটা বার বার আওড়াতে লাগল। অনিরুদ্ধ কান্নার আবেগে হারিয়ে গেল তার কণ্ঠ।

ও সীনকে জড়িয়ে ধরে বললঃ 'আব্বা, আমি আপনার অপেক্ষা করব। আপনি নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন। শাহাশাহ্ আপনার দুশমন নন।

একটু পর সঙ্গীদের নিয়ে ইরানের পথ ধরলেন সীন।

দিগ্বিজয়ী পারভেজ। তার সাম্রাজ্য কৃষ্ণ সাগর থেকে নোভা মরু এবং কোহ্ আলবুরুজ থেকে উত্তর পাহাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। মাদায়েন ছিল পুরনো রাজধানী। যে শহরকে কেন্দ্র করে পারভেজের জীবনে ঘটেছিল কিছু তিক্ত ঘটনা। তাই এ শহরটাকে তিনি দুর্ভাগ্যের প্রতীক মনে করতেন। এজন্য আরমেনিয়া, সিরিয়া এবং ফিলিস্তিন বিজয়ের পর দজলার ওপাড়ে নতুন রাজধানী নির্মাণ শুরু করলেন।

স্থানটি মাদায়েন থেকে প্রায় ষাট মাইল উত্তরে। নতুন শহরের নাম ছিল দস্তগিরদ। বিজিত এলাকার সমস্ত ধন সম্পদ এ রাজধানী নির্মাণে ব্যয় হচ্ছিল। শ্রমিক হিসাবে কাজ করছিল, তাবা, ব্যাবিলন, রোম এবং এথেন্সের যুদ্ধবন্দীরা। এ সব বন্দীদের রক্তঝরা শ্রমে তৈরি হচ্ছিল এমন শহর, যার সামনে ম্লান হয়ে পড়ছিল মাদায়েন আর পুরসিপুসের সৌন্দর্য। এখানে তৈরী হচ্ছিল বিশাল রাজ প্রাসাদ। এ প্রাসাদের চল্লিশ হাজার স্তম্ভ ছিল সোনা, রূপা এবং হাতির দাঁতের কাজ করা। দেয়ালে অংকিত ছিল ত্রিশ হাজার চিত্র কর্ম। মূল গম্বুজের নীচে ঝলমল করছিল স্বর্ণের তৈরী একহাজার ঝারবাতি। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মনিমুক্তার জন্য নির্মিত ছিলো

একশত গোপন কুঠুরী। মহলের দেয়ালের ভিতর ছিল বার হাজার চাকর এবং তিন হাজার সুন্দরী চাকরানী। এদের আনা হতো বিজিত এলাকা থেকে।

বাইরে সব সময় পাহারায় থাকতো ছয় হাজার সশস্ত্র পাহারাদার। সম্রাটের বিশেষ বাহিনীর জন্য ছিল ন'শ বাটটা হাতি। মহলের চার পাশে তৈরি করা হয়েছিল প্রমোদ কানন। দিগন্ত বিস্তৃত শস্য শ্যামল জমিতে গড়ে তোলা হয়েছিল শিকার ভূমি। বিভিন্ন দেশ থেকে নানান জাতের পশুপাখি এনে ঐ বনে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। সম্রাট কখনো বাইরে বেরুলে এক হাজার উটে চাপানো হত বিলাস সামগ্রী।

কসরে শাহীর বাইরে অধিকাংশ বসতি ছিল সরকারী আমলা এবং রক্ষী বাহিনীর। সম্রাট পিতার করুণ পরিনতির কথা ভুলেননি। নিজের সন্তানদেরকেও তিনি বিশ্বাস করতেননা। একদিন যাকে দেখা যেত ক্ষমতার শীর্ষে অন্য দিন তাকেই খুঁজে পাওয়া যেত কয়েদখানায়। দস্তগীরদের আমীর ওমরারা একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। পারভেজ নিজেই এদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। তার ধারনা ছিল, এরা এক হলে তার ক্ষতি হতে পারে।

সন্ধ্যা। সীন এবং আসেম সংগীদের দস্তগীরদের শাহী মেহমান খানায় রেখে রক্ষী প্রধানের বাসায় পৌঁছলেন। রক্ষী প্রধান তুরজা কিসরার দুর্দিনে তিনিও সীনের সাথে ছিলেন। তুরজ উষ্ণ আলিঙ্গনের মাধ্যমে সীনকে অভ্যর্থনা জানালেন।

ঃ 'আপনি কিভাবে এলেন? নিশ্চয়ই যুদ্ধের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কোন সংবাদ নিয়ে এসেছেন। আপনাকে পেরেশান মনে হচ্ছে। শাহানশা ডেকে পাঠাননিতো।' তুরজ এক নিঃশ্বাসে এতগুলোপ্রশ্ন করলেন।

ঃ 'আমি এক জরুরী কাজে এসেছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শাহানশার খিদমতে হাজির হতেচাই।'

তুরজ সীনের হাত ধরে এক বিশাল কক্ষে নিয়ে গেলেন। চেয়ারে বসলেন তারা। তুরজ বললো ঃ 'আমি এখনি মহলের দারোগাকে সাংবাদ পাঠাচ্ছি। কিন্তু কোন দুঃসংবাদ নিয়ে এলে রাতে তাকে বিরক্ত না করলেই ভাল হবে। শাহানশাহ এখন নাচের আসরে রয়েছেন।'

ঃ 'আমারও বিশ্রামের প্রয়োজন। মহলের দারোগাকে ভোরের দিকে সাংবাদ পাঠলেই হবে।'

ঃ 'যুদ্ধের কথা তো কিছু বললেননা।'

ঃ 'কোন নতুন খবর নেই। আমাদের মাঝে এখনো বসফরাস বাধা হয়ে আছে।'

ঃ 'তাহলে হঠাৎ এ আসার কারন? স্বেচ্ছায় না শাহানশার নির্দেশে?'

ঃ 'আমি নিজের ইচ্ছায় এসেছি।'

ঃ 'মাফ করবেন। আপনার সংগীকে চিনতে পারলামনা। ওর পরিচয় কি?'

ঃ 'ও এক আরব। নাম আসেম। ফিলিস্তিন এবং মিশর যুদ্ধে আমাদের সঙ্গে ছিল। ওর বন্ধুত্ব নিয়ে আমি গর্ব করতে পারি।'

ঃ 'মনে হয় কোন ভাল সংবাদ নিয়ে আসেননি।'

ঃ 'আমি কাইজারের পক্ষ থেকে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।' আসেম বলল। 'তার দূত মেহমানখানায়। কিসরার সাথে দেখা হওয়ার পর দস্তগিরদে আমাদের কাজ শেষ।'

তুরজ নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না। অবাক বিস্ময়ে অনেক্ষণ আসেমের দিকে তাকিয়ে রইল।

অবশেষে বললঃ 'কাইজারের দূত মেহমান খানায় অবস্থান করছে। আর আপনারা তাদেরকে শাহানশার সামনে হাজির করার জিম্মা নিয়েছেন?'

ঃ 'হ্যা, ওদের আমরা সাথে নিয়ে এসেছি।'

ঃ 'এর চেয়ে বড় কোন দুঃসাহসের কল্পনাও আমি করতে পারিনা।'

সীন বললেনঃ 'এ দুঃসাহস হলে এর পরিণতি শুধু আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কোন বন্ধুকে আমার অপরাধের ভাগী করবনা। ভুলে যান আপনাকে কাইজারের দূতের কথা বলেছি।'

ঃ 'কিন্তু শাহী মেহমানখানায় ওরা যায়গা পেল কিভাবে?'

ঃ 'পেরেশান হবার কারন নেই। মেহমানখানার কর্মকর্তা তাদেরকে ব্যবসায়ীর পোষাকে দেখেছে। যে সব ব্যবসায়ী কিসরার জন্য উপহার নিয়ে আসে তাদের যাচাই করা হয়না।'

ঃ 'আর আপনারা কিসরাকে বলবেন যে, এরা আসলে ব্যবসায়ী নয়।'

ঃ 'হ্যা, তাহলে আপনাকে পুরো ঘটনাই বলতে হয়। তবে তার অর্থ এই নয় যে, এ অভিযানে আপনি আমাদের সংগী। আমি আমার একান্ত প্রিয় বন্ধুদেরকে এর থেকে দূরে রাখতে চাই।'

ঃ 'বহত আচ্ছা। বলুন। সব শুনলে হয়ত আপনাকে কোন ভাল পরামর্শ দিতে পারব।'

সীন সংক্ষেপে কাইজারের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা বললেন। কিন্তু আসেমের নাম বাদ রেখে কাইজারের একজন দূতের কথা বললেন। সীনের কথা শেষ হবার পর তুরজ হতভম্বের মত কতক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। এরপর বললঃ 'সীন! আমিতো স্বপ্ন দেখছিনা! আপনি কি সত্যিই আমার সামনে বসে আছেন! যদি কাইজারের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়ে থাকে আর তার দূত আপনার সাথে এসে থাকে তবে আমার পরামর্শ হচ্ছে, যে পথে এসেছেন, সে পথেই ফিরে যাওয়া উচিৎ।

যুদ্ধ চলুক আমিও তা চাইনা। কস্তুনতুনিয়া জয় করার জন্য আমাদের যে পরিমাণ সৈন্য ক্ষয় হয়েছে, তারা একটা দেশ জয় করতে পারতো। কিন্তু কিসরার সামনে সন্ধি প্রস্তাব পেশ করাটা ধৃষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। হায়! আপনি যদি জানতেন তার ভেতর কি পরিবর্তন এসেছে, খোশামুদে আর চাটুকারদের কথায় তিনি উঠেন বসেন। আপনি তার অনুমতি না নিয়ে এসেছেন এও তিনি বরদাশত করবেননা।'

ঃ 'আফসোস। আপনাকে বিরক্ত করলাম।' সীন উঠতে উঠতে বললেনঃ 'আপনাকে ঝামেলায় না ফেলে আমরা মেহমান খানায়ই থাকবো। আমরা যে এখানে এসেছি একথা কাউকে বলবেননা। কারণ আমরা অবশ্যই কিসরার কাছে যাব।'

তুরজ ব্যথা ভরা চোখে তাকালেন সীনের দিকে। বললেনঃ 'বন্ধু! তুমি এখানে থাকতে পারবেনা একথা আমি বলিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি যে ভুল করেছ একথাটা তোমাকে বুঝাতে পারবো।'

ঃ 'না, আমরা একটা শর্তে থাকতে পারি। তাহল আমাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবেননা।'

ঃ 'এতেই যদি তোমরা সন্তুষ্ট থাক, তবে এশর্ত আমি মেনে নিলাম।'

খানিক পর ওরা দস্তরখানে বসে পুরনো দিনের গল্প জুড়ে দিল। কিভাবে পারভেজের সাথে সফর করেছিল, কিভাবে সীমান্ত অতিক্রম করেছিল এইসব।'

পরদিন। কিসরার সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন সীন। কিসরার ডানে বামে সুন্দরী তরুণী। তাদের হাতে সুরা ভর্তি পানপাত্র। সীনের পেছনে দরোজার পাশে মহলের দারোগা, কজন সশস্ত্র সিপাই এবং চাটুকার দল। পারভেজ কতক্ষণ রক্তলাল চোখে সীনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এর পর ডান হাত ঈষৎ উপরে তুললেন ।

সুরা ভর্তি সোনার পিয়ালা হাতে এগিয়ে এলো এক যুবতী। পারভেজ পেয়ালা তুলে ঠোঁটে ছোয়ালেন। কয়েক চুমুকে পেয়ালা শুন্য করে ফিরলেন সীনের দিকে। আমি যদ্দুর জানি কস্তুনতুনিয়া জয় না করে স্থান ত্যাগ করতে তোমায় নিষেধ করা হয়েছিল। কোন সুসংবাদ হলেই আমার সামনে আসা উচিৎ ছিল।'

ঃ 'আলিজাহ। এ গোলাম আপনার হুকুম অমান্য করার কল্পনাও করতে পারে না। আমি এক গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে এসেছি। আমি মনে করেছি অতিসত্বর হুজুরের কদমবুচি করার জন্য হাজির হওয়া দরকার।'

ঃ 'কস্তুনতুনিয়া বিজয় ছাড়া তোমার কোন সংবাদই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

ঃ 'আলীজাহ। বিজয় আনতে পারিনি বলে আমি লজ্জিত। কিন্তু একটা সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। যে উদ্দেশ্যে আমরা তরবারী ধরেছিলাম তা পূর্ণ হয়েছে। কাইজার পরাজিত । তিনি আমাদের যে কোন শর্ত মানতে প্রস্তুত। তার জন্য দস্তগিরদের পথ রুদ্ধ না হয়ে গেলে নিজে এসে আপনার কাছে সন্ধি ভিক্ষা চাইতেন।'

আহত সিংহকে খোঁচা মেরে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলে যে অবস্থা হয়, পারভেজ তেমনি ক্রোধ উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। অনেক কষ্টে রাগ সংযত করে বললেনঃ 'কাইজারের পায়ে বেড়ি লাগিয়ে এখানে নিয়ে আসার হুকুম তোমায় দিয়েছিলাম। তুমি এলে তার দূত হয়ে। এত দুঃসাহস পেলে কোথায়?'

ঃ 'আলীজাহ! কয়েক বছরের ব্যর্থ চেষ্টার পর বুঝতে পেরেছি যে, বসফরাসের পানি ইরানী সৈন্যদের রক্তে লাল না করে কন্তুনতুনিয়া বিজয় সম্ভব নয়। যুদ্ধের উদ্দেশ্য যদি হয় ইরানের প্রাধান্য বিস্তার, তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কাইজার একজন করদ রাজা হয়ে থাকতে প্রস্তুত। এ পরিস্থিতিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার কোন মানে হয় না।

রোমানদের প্রতিপক্ষ জংলী কবিলাগুলো আমাদের বন্ধু হতে পারেনা। রোমানরা পরাজিত হলে ওরা বরং আমাদের চিরস্থায়ী শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। আমরা কাইজারকে নিরাশ করলে তিনি জংলীদের সাথে সন্ধি করে আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আক্রমন চালাবে। আপনি হয়ত জানেন না, যে ইরজকে জংলীদের কাছে পাঠানো হয়েছিল সে নিহত।'

কিসরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। শরাবের আরেক জাম নিঃশেষ করে বললেনঃ 'না, এ অসম্ভব। এ হতে পারেনা। খাকান এ দুঃসাহস করবেনা।'

ঃ 'জাঁহাপানা, আপনার বিশ্বাস না হলে আমি এমন ব্যাক্তিকে হাজির করতে পারি, যে তাকে শহীদ হতে দেখেছে।'

ঃ 'তুমি কি মনে করেছো ইরজের নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে আমি ভড়কে যাব?'

ঃ 'না আলীজাহ, আমি বলতে চাই, রোমানরা আমাদের শর্তগুলো মেনে নিলে ওদের বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু জংগলীদের বিশ্বাস করা যায়না।'

ঃ 'হেরাক্লিয়াস আমাদের সকল শর্ত মেনে নেবেন, তুমি জানলে কিভাবে?'

ঃ 'হুজুরের কদমবুচির জন্য হেরাক্লিয়াসের দূত এখানে এসে পৌঁছেছে। সন্ধির শর্ত নিয়ে আলোচনা করার পুরো অধিকার ওদের দেয়া হয়েছে।'

শরীরের সব রক্ত এসে কিসরার চেহারার জমা হল। ক্রোধ কাঁপা কণ্ঠে তিনি বললেনঃ 'ওরা কিভাবে এখানে এল? এখন ওরা কোথায়?'

ঃ 'ওরা আমার সাথেই এসেছে। ওদের শাহী মেহমানখানায় রেখে এসেছি।'

কিসরার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দরজার পাশে দাঁড়ানো মহলের দারোগার উপর। কম্পিত পায়ে এগিয়ে এসে দারোগা বললঃ 'আমি বেকসুর জাঁহাপনা। মেহমানখানায় আসেম আমায় বলেছিলেন সিপাহসালারের সাথে কজন ব্যবসায়ী সম্রাটের জন্য উপহার নিয়ে এসেছে।'

কিসরা ক্ষুধার্ত সিংহের মত সীনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে প্রশ্ন করলন ঃ 'তুমি কবে থেকে কাইজারের সাথে সন্ধির ব্যাপারে আলাপ করছ? সে আমাদের সব শর্ত মেনে নেবে এর কি নিশ্চয়তা আছে!'

ঃ 'জাঁহাপনা। কেবলমাত্র কাইজারের দূত এলে এতটা গা করতাম না। কাইজার নিজেই আপনার এ গোলামের কাছে এসেছিলেন। আমার আশংকা ছিল তার পয়গাম আপনার কাছে না পৌঁছালে আপনি হয়তো আমায় ক্ষমা করবেন না।'

কিসরা তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেলেন। সাকী শরাবের জাম এগিয়ে ধরল। কিন্তু ক্রোধে উন্মত্ত কিসরা থাপ্পড় মেরে সাকীর হাত থেকে পিয়ালা ফেলে দিলেন। সোনার তৈরী পিয়ালা মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আবার তিনি মসনদে বসে পড়লেন। বললেন ঃ 'হেরাক্লিয়াস তোমার কাছে এসেছিল?'

ঃ 'আমি মিথ্যে বলিনি। রওয়ানা হবার দুদিন পূর্বে সাগর পাড়ে তার সাথে দেখা হয়েছিল।'

ঃ 'তখন আমাদের সৈন্যরা ছিল কোথায়?'

ঃ 'ছাউনিতে। তার সাথে দেখা হয়েছিল ছাউনি থেকে একটু দূরে।'

ঃ 'তার মানে হেরাক্লিয়াসের সাথে গোপন সাক্ষাতের সব ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিলে?'

ঃ 'আমি দূতের সাথে দেখা করব বলেছিলাম। কিন্তু তিনি নিজেই এসে গিয়েছিলেন।'

ঃ 'তুমি তাকে গ্রেফতার করতে পারলেনা? তাকে বন্দী করে নিয়ে আসবে আমার এ নির্দেশ কি তোমার মনে ছিলনা?'

ঃ 'আলীজাহ! তিনি অস্ত্র ছেড়ে আমার কাছে এসেছিলেন। এ অবস্থায় আপনি তাকে গ্রেফতার করতে চাইবেন একথা আমি ভাবতেও পারিনি।'

ঃ 'একজন খৃষ্টান মেয়ের স্বামীর কাছে তার কোন ভয় নেই একথা কেন বলছনা। কেন বলছনা হেরাক্লিয়াসের প্রেম তোমায় গাদ্দার বানিয়ে দিয়েছে।'

ঃ'আলীজাহ!'

ঃ 'খামোশ! আমায় ধোকা দেবে ভেবেছ। আমি জানি, শুধু তোমার গাদ্দারীর জন্যই আজ পর্যন্ত কুস্তুনতুনিয়া বিজয় হয়নি। প্রথম থেকেই তুমি যুদ্ধ বিরোধী ছিলে পবিত্র রাহেবদের একথা না মেনে তোমায় বিশ্বাস করেছি। অথচ তুমি সবার সামনে আমায় লজ্জিত করলে। এবার ফিরে গিয়ে শত্রুর কাছ থেকে এ গাদ্দারীর প্রতিদান নেবেনা?'

ঃ 'আমি গাদ্দার নই আলীজাহ!' সীনের কণ্ঠে বিনয়। 'আপনার খিদমত করেই আমার চুল সাদা হয়েছে। দুশমনের অনেকগুলো শহর এবং কিল্লায় উড়িয়েছি আপনার বিজয় পতাকা।'

ঃ 'খামোশ।' পারভেজ চিৎকার করে উঠলেন। 'এ গাদ্দারকে এখান থেকে নিয়ে যাও। ওর চামড়া তুলে ওর লাশ শহরের পশ্চিম ফটকে ঝুলিয়ে দাও। যে গোয়েন্দাগুলো এর সাথে এসেছে ওদের কে পাকড়াও করো।'

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সীন। কিসরার সামনে আসার সময় তিনি আশংকা করেছিলেন যে, কিসরা নীরবে সন্ধির কথা শুনবেন না। হয়ত তাকে পদচ্যুত করে বন্দী করা হবে। তবুও তার আশা ছিল, এক সময় পারভেজের রাগ পড়ে আসবে। তখন তিনি তার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দেবেন।

কিন্তু সীন মৃত্যুর শাস্তির কথা কল্পনাও করেননি। চড় খাওয়া শিশুর মতো তিনি পারভেজের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দারোগা স্তব্ধ বিস্ময়ে কতক্ষণ সীন এবং পারভেজের দিকে তাকিয়ে

রইল। অন্য কেউ হলে এতক্ষণ ওরা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঝাপিয়ে পড়ত। কিন্তু ইরান বাহিনীর সিপাহসালার যে পারভেজের আবাল্য বন্ধু।'

পারভেজ আবার চিৎকার দিয়ে বললেন : 'কি দেখছ দাঁড়িয়ে। ওকে নিয়ে যাও।' দারোগা এগিয়ে সীনের কাঁধে হাত রেখে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল: 'চলুন।'

সীনের মনে হল আচমকা তার চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি এক ঝটকায় দারোগার হাত সরিয়ে চিৎকার দিয়ে বললেন : 'হরমুজের বেটা! যখন পৃথিবীতে তোমার কেউ ছিলনা আমি তোমার সে সময়কার বন্ধু। যখন তোমার কোন আশ্রয় ছিল না আমি তখনকার সঙ্গী। তুমি আমার চামড়া তুলে নিতে পার, পার আমায় শূলে চড়াতে। কিন্তু আমার মুখ বন্ধ রাখতে পারবে না। তুমি জালেম! তুমি অত্যাচারী। তুমি তোমার পিতার পরিনতিই বরণ করবে। তুমি শান্তির দুশমন, তুমি হন্তারক। আমার দুঃখ, তোমার এ অত্যাচারে আমিও শরীক ছিলাম।

পাপের প্রায়শ্চিত্য করেছি, কমপক্ষে আমি এ প্রশান্তি নিয়ে মরব। কিন্তু তুমি বেঁচে থাকবে এ অনুভূতি নিয়ে যে, তোমার প্রতিটি শ্বাস তোমায় ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর সময় তোমার চিৎকার আমার এ আকুতির চাইতে ভয়াবহ শোনাবে। ভবিষ্যতের দিগন্ত রেখায় আমি সে ঝড়ের চিহ্ন দেখেছি, সে ঝড় তোমার সালতানাতকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে। সকল অত্যাচারীর জন্যই শাস্তি নির্ধারিত। তোমার শেষ দিনও ঘনিয়ে এসেছে।'

পারভেজের নির্দেশ সীনের জন্য যেমন অপ্রত্যাশিত ছিল, পারভেজের জন্য সীনের এ কথাগুলোও ছিল অযাচিত। প্রথমে চঞ্চলতা, এরপর ভয় ধরে গেল তার মনে। কেউ যেন কাউকে চিনছেনা। দারোগা বিমূঢ়ের মত এদিকে ওদিক চাইতে লাগল।

পারভেজের ক্রোধ বিবর্ণ মুখ থেকে বেরিয়ে এল : 'ওকে নিয়ে যাও। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি যেন শুনতে পাই ওকে শেষ করে দেয়া হয়েছে।'

নাংগা তলোয়ার নিয়ে সিপাইরা সীনকে ঘিরে ফেলল। তার আগুন ঝরা দৃষ্টিতে পারভেজও থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। দারোগা তার বাহু ধরে টানতে লাগল। বাঁধা দিলেন না তিনি। নাংগা তলোয়ারের পাহারায় লম্বা লম্বা পা ফেলে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পারভেজের কানে তখনো সীনের কণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছিল। তিনি মুকুট খুলে পাশে দাঁড়ানো এক যুবতীর হাতে দিলেন। মাথা ধরে বসে রইলেন খানিক। আচমকা চেঁচিয়ে বললেন : 'শরাব দাও। এত বেশী শরাব দাও যেন সব দুঃখ ভুলে যাই। এই নিরবতা আমার ভাল লাগে না। গানের আসর লাগাও। শরাব, এসময়ে শরাবের নদী বইয়ে দাও।'

বাজনার তালে তালে নাচ চলছে। তুরজ হন্ত দন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করে বললেন : 'আলীজাহ! অসময়ে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইছি। শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে আপনি নাকি সীনকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।'

পারভেজ মাতাল চোখে তার দিকে তাকালেন। কাঁপা হাতে শরাবের জাম তার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন ঃ এই নও।' তুরজ পাত্র হাতে নিতে নিতে বলল ঃ 'জাঁহাপনা। আমি সীনের জন্য অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইতে এসেছি।'

ঃ 'ওই গাদ্দারটা এখনো জীবিত?'

ঃ 'আলীজাহ। আপনি তাকে বাঁচাতে পারেন।'

ঃ 'এখন তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। তুমি এখানে বাসো।'

ঃ'আলীজাহ।'

ঃ 'বসো। এ আমার নির্দেশ। জানো, আমার হুকুম অমান্য করার শাস্তি কি?'

তুরজ বসল। পারভেজ অনেক্ষণ গভীর চোখে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন ঃ 'এই শরাব তোমার ভাল লাগে না?'

তুরজ এক চুমুকে গ্লাস খালি করে বলল ঃ 'জাঁহাপনা। সীন আপনার অনুগত।'

পারভেজ চিৎকার করে বললেন ঃ 'ও এখনো সীনের কথা বলছে। ওকে আরো শরাব দাও।'

সাকী এগিয়ে মদ ঢেলে দিল। একান্ত বাধ্য হয়ে গ্লাসে চুমুক দিল তুরজ।

ঃ 'সীনের স্থানে আমি তোমাকে কস্তুনতুনিয়া অভিযানে পাঠাব। তবে এখন সে সব কথা নয়। প্রাণ ভরে খাও। সীনের স্মরণ তোমার বিব্রত করবে না। এ নাচ গান তোমার ভাল লাগেনি?'

ঃ 'দারুণ ভাল লেগেছে জাঁহাপনা।' বলেই গ্লাস তুলে নিল তুরজ। পরপর কয়েক গ্লাস খেয়ে তার চঞ্চলতা অনেকটা দূর হল। সাকী আবার সোরাহী নিয়ে এগিয়ে এল। এক ঝটকায় তার হাত থেকে সোরাহী নিয়ে তা শুন্য করে ফেলল তুরজ।

পারভেজের হাতে নুতন গ্লাস তুলে দিল সাকী। কয়েক ঢোক পান করে তিনি নেশার চোখে তুরজের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ 'তুমি এক গাদ্দারের জন্য অনুগ্রহ চাইতে আমার কাছে এসেছ?'

ঃ 'না আলীজাহ।' তুরজের কণ্ঠে জড়তা।

ঃ 'তবে তুমি যে বললে শহরে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছে।'

আচম্বিত তুরজের নেশা ছুটে গেল। সে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল ঃ 'না আলমপনা, প্রজাদের কেউ এক গাদ্দারের পক্ষে কথা বলার সাহস পাবে না।'

ঃ 'আফসোস! ওই গাদ্দারের চিৎকার আমার কান পর্যন্ত পৌছবে না। কিন্তু তুমি কি জান সে আমায় ধমক দিয়েছে?' তুরজ বললো ঃ 'আমি কাছে থাকলে তার জিহবা ছিড়ে ফেলতাম।'

ঃ 'সে সময় তোমার গরহাজির থাকা ঠিক হয়নি। তুমি ছিলে কোথায়?'

ঃ 'ঘটনা এদ্দুর গড়াবে জানলে অবশ্যই উপস্থিত থাকতাম।'

ঃ 'তোমায় নির্দেশ দিচ্ছি, দস্তগিরদে তার সমর্থক থাকলে তাকেও ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দাও।'

ঃ 'আপনার হুকুম পালন করব জাঁহাপনা। আমার বিশ্বাস, দস্তগিরদে তার পক্ষে কেউ নেই।'

ঃ 'এ আমার খোশ কিসমত যে দস্তগিরদ মাদেয়েন থেকে অনেক দূরে। দুশমন এদিকে রোখ করার সাহস পাবে না। মাদায়েনের সব লোক এদিকে এলেও আমাদের হাতীগুলিই যথেষ্ট।'

ঃ 'না আলীজাহ! হাতীর চেয়ে আপনার নামটাই দুশমনের মনে কাঁপন ধরিয়ে দেয়।'

ঃ 'তুমি যে একটা গান গাইতে মনে আছে, গানটা আমার খুব ভাল লাগত।'

ঃ 'আমরা যখন সীমান্তের কিল্লায় আশ্রয় নিয়েছিলাম তখন আপনি এ গানটা গাইতে বলতেন।'

ঃ 'আজও সে গানটা শুনতে চাই।'

ঃ 'আলীজাহ! এখন গান আসছেনা।'

ঃ 'আমি তোমায় নির্দেশ দিচ্ছি।'

ঃ 'আপনার হুকুম অমান্য করতে পারব না জাঁহাপনা। কিন্তু জাঁহাপনা, গানটা লিখেছিল সীন।'

ঃ 'আমার সামনে তার নাম নেবেন না।' পারভেজের কণ্ঠে ঝাঝ। 'এ গানটা লিখেছিল আমার এক বাল্য বন্ধু। আজ যাকে মৃত্যুদন্ড দিলাম সে এক গাদ্দার। তুমি গাও।'

তুরজ হতভম্বের মত নর্তকীদের দিকে চাইতে লাগল। পারভেজ আবার চিৎকার দিয়ে বললেন ঃ 'নাচ বন্ধ করো।'

নর্তকীরা সরে গেল একদিকে। তুরজ গাইতে লাগল। গানের তালে তালে বেজে উঠল বাজনা। তুরজের আবেগহীন কণ্ঠ থেকে বের হতে লাগল গানের শব্দ গুলো। কণ্ঠের তাল ঠিক রাখতে পারেনি তুরজ। বড়ো মুশকিলে উদগত কান্নারোধ করছিল সে। উছলে উঠা অশ্রুয় ভিজে যাচ্ছিল চোখের পাতা।

পারভেজের দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য সে মাথা নুয়ে রেখেছিল। গান শেষ করে তুরজ ঠোঁট ছোয়াল মদের পিয়ালায়। শরাবের সাথে মিশে যেতে লাগল ফোটা ফোটা অশ্রু।

ঃ 'তুরজ, তোমার গান আজ ভাল লাগেনি। কণ্ঠটাও কেমন যেন ভোতা।'

ঃ 'আলীজাহ!' অনেক কষ্টে জবাব দিল তুরজ। 'আমি জানতাম আমার কণ্ঠ আপনার ভাল লাগবে না। তবুও আপনার নির্দেশ পালন করেছি।'

পারভেজ নর্তকীদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? নাচো। গাও।'

আবার নাচ গানের আসর জমে উঠল। শংকিত পায়ে ভেতরে ঢুকল মহলের দারোগা। কাছে এসে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল ঃ 'জাঁহাপনা! আপনার হুকুম পালন করা হয়েছে।'

আচম্বিত থেমে গেল নর্তকীদের নুপুরের ঝংকার। গানের কণ্ঠ। নর্তকীরা একদৃষ্টে কিসরার দিকে তাকিয়ে রইল। পারভেজ খানিক দারোগার দিকে তাকিয়ে মদের গ্লাস তুলে ঠোঁটে ছোয়ালেন। কিন্তু ঠোঁটের পাশ বেয়ে বেয়ে তার দামী জুব্বা মদে রংগীন হয়ে উঠল।

পারভেজ গ্লাস দেয়ালে ছুঁড়ে মারলেন। ঃ 'সে মানুষের সামনে আমার অপমানিত করেছে। তার চামড়া তোলার পূর্বে টেনে জিহ্বাটা ছিড়ে ফেলার উচিৎ ছিল।'

ঃ 'আলীজাহ, তাকে বেশীক্ষণ চিৎকার দেয়ার সুযোগ দেইনি।'

ঃ 'আমার ব্যাপারে সে কি বলেছিল?'

ঃ 'কিছুই না জাঁহাপনা। মৃত্যুর সময় তার মাথা ঠিক ছিল না।'

ঃ 'সে কি বলে ছিল তাই আমি জানতে চাই।' পারভেজ ঝাঝের সাথে বললেন।

ঃ 'ও বলছিল আরবের কোন এক নবীর ভবিষ্যত বাণী পূর্ণ হবার সময় এসেছে।'

ঃ 'তোমার কথা আমি বুঝিনি?'

ঃ 'আলীজাহ! আরবের সে নবীর ভবিষ্যতবাণী হল, কিছুদিনের মধ্যেই রোমানরা বিজয়ী হবে। ধূলায় মিশে যাবে ইরানীদের জুলুমের হাত। খুলে নেয়া হবে দস্তগিরদের প্রতিটি ইট। আমি ভেবেছিলাম মরার সময় সে কাপুরুষতা দেখাবে না। কিন্তু সে একটা পাগলের মত চেঁচাচ্ছিল। যারা হাজির ছিল তারা সবাই বুঝে নিয়েছে ও এক গাদ্দার।'

ঃ 'আমার ব্যাপারে আর কি বলেছিল?'

ঃ 'সে কথা মুখে নেয়ার সাহস পাচ্ছিনা জাঁহাপনা।'

ঃ 'তোমায় আমি নির্দেশ দিচ্ছি।'

ঃ 'জাঁহাপনা! সে বলছিল মরনে আমার দুঃখ নেই। দুখ হল সারা জীবন এক জালিমের খেদমত করেছি। আজ আমি আমার সে কর্ম ফল ভোগ করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার চেয়ে করুণ হবে তার পরিণতি। জাঁহাপনা, মানুষকে উত্তেজিত করার জন্য সে আরো বলেছিল, এক জালেম শাসকের অদম্য লোভ তোমাদের অসংখ্য জীবন নষ্ট করেছে। তোমাদের সন্তানদের জন্য যদি স্নেহ থাকে, দরদ থাকে ভায়ের জন্য, ভালবাসা থাকে স্ত্রী কন্যার জন্য তবে এখনো সন্ধির শান্তিময় পথ তোমাদের সামনে খোলা রয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, ইরান তার শেষ রক্ত বিন্দু ঢেলে দিয়ে অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তখন তোমাদের সে আবেদন নাকচ করা হবে। আলীজাহ! লোকজন তার কথায় প্রভাবিত হতে পারে ভেবে তাকে আর সুযোগ দেইনি।'

ঃ 'আমাদের সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী করেছে কে সে আরবের নবী?'

ঃ 'আমরা জনিনা। সম্ভবত লোকদের ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্য সীন একথা বলেছে। আরবের শক্তিশালী কবিলাগুলো আমাদের বন্ধু। অন্যরা সে নবীর সহযোগিতা করার সাহস পাবে না।'

ঃ 'গাদ্দারের পরিণতি দেখে হেরাক্লিয়াসের দূতরা পালিয়ে যায়নি তো?'

ঃ 'না জাঁহাপনা। সম্ভবত এ সংবাদ ওরা এখনো শোনেনি। শুনেছি ওরা মেহমানখানায় এখনো তার অপেক্ষায় বসে আছে। তাদের সাথে এক আরব রয়েছে। সে মেহমানখানায় থাকেনি। সীনের সাথে তুরজের বাড়ীতে ছিল। তার ব্যাপারে সম্ভবত তুরজ বলতে পারবেন।'

পারভেজ তুরজের দিকে চাইলেন। নেশা ছুটে গেল তার। ফ্যাকাশে হয়ে গেল চেহারা।

ঃ 'আলিজাহ!' বলল সে। 'সীনকে হুজুরের অনুগত ভেবে স্থান দিয়েছিলাম। সে যে গাদ্দার হয়ে গেছে তা কল্পনাও করতে পারিনি। সে আরব যুবকের ব্যাপারে সীন বলেছিল সে নাকি ফিলিস্তিন এবং মিসরের যুদ্ধে আমাদের সাথে ছিল। সীন আরো বলেছিল, হাবশার অভিযানে সে ছিল আরব স্বেচ্ছাসেবকদের সালার। এদের জন্য আপনার গোলামের দুয়ার বন্ধ হতে পারে না।'

ঃ 'হাঁ, জেরুজালেমের যুদ্ধের সময় সীনের সাথে এক আরবকে দেখেছিলাম। সম্ভবত পুরস্কারও দিয়েছিলাম তাকে। এ সে আরব হলে তাকে পালানোর সুযোগ দেবেনা। হয়ত সীনের ষড়যন্ত্রের অনেক কিছুই ও জানে। পালাতে চাইলেই গ্রেফতার করবে।'

খানিটা সাহসে ভর করে বলল ঃ 'কাইজারের দূতদের ব্যাপারে আপনার কি নির্দেশ ?'

ঃ 'এই মুহূর্তে কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারছি না। তবে ওরা যেন পালাতে না পারে। আজ তোমরা এক গাদ্দারের পরিণাম দেখলে। কাল যেন বলো না তার সংগীরা চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেছে।' তুরজ কিছু বলতে চাইছিল। আচমকা পেছনের পর্দা দুলে উঠল। পারভেজের ছোট রানী পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। মসনদের কাছে এসেই ঝাঁঝের সাথে প্রশ্ন করলেন ঃ 'জাঁহাপনার কি একটু নীরব সময়ের প্রয়োজন?'

আশ্চর্য হয়ে সবাই কখনো তার দিকে কখনো পারভেজের দিকে তাকাতে লাগল। পারভেজ গরম চোখে রাণীর দিকে চাইলেন। কিন্তু রাণী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেনঃ 'তোমরা শুননি, জাঁহাপনা এখন একা থাকবেন?'

উপস্থিত সবাই একে একে সরে গেল। শূন্য দরবার। রাণী ব্যথা ভরা কণ্ঠে বললেন ঃ 'আলমপানা। আপনি সত্যিই কি সীনকে মৃত্যু দন্ড দিয়েছেন?'

ঃ 'বসো রাণী। আমায় এখন পেরেশান করো না।' পারভেজের কণ্ঠে মিনতি।

ঃ 'তাহলে এ কথা সত্যি?'

ঃ 'হ্যাঁ, সত্যি। কিন্তু এ মুহূর্তে কে তোমার বিশ্রাম নষ্ট করেছে?'

ঃ 'এসব সংবাদ ইরানীদের রাণীর অজানা থাকে না। যারা মনে করেন আমি সম্রাটের কোন ভুল শোধরাতে পারব, আমার দরজা তাদের জন্য বন্ধ থাকতে পারে না। আলীজাহ! সীনের মত অনুগত লোককে হত্যার নির্দেশ দেবেন, আমার বিশ্বাস হয়না।'

ঃ 'রানী! ওই গাদ্দারের ব্যাপারে তুমি কিছুই জাননা। সবকথা শুনলে তুমিও বুঝবে আমি ভুল করিনি। এখন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কাজ শেষ হয়ে গেছে।'

ঃ 'আমি শুধু বলব, আমার স্বামী বন্ধু আর শত্রুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারলনা।'

ঃ 'আমায় পেরেশান করো না রাণী। আমার বিশ্রামের প্রয়োজন।'

পারভেজ মসনদ থেকে উঠলেন। এরপর লম্বা লম্বা পা ফেলে অন্দর মহলে চলে গেলেন। রাণী শিরীর সুন্দর দুটিচোখ ফেটে বেরিয়ে অশ্রুর ধারা।

মহলের দারোগা যখন পারভেজকে সীনের মৃত্যু সংবাদ শোনাচ্ছিল, আসেম এবং ক্রেডিস তখন মেহমানখানার দরোজায়। কথা বলছিল ওরা। সাইমন আর দীলরেস সামনের খোলা জায়গায় অস্থির ভাবে পায়চারী করছিল।

ক্রেডিস বললঃ 'আসেম! তার অনেক দেরী হয়ে গেল। আমার কেমন যেন চিন্তা লাগছে। যদি জানতাম এ মুহূর্তে কিসরার দরবারে কি হচ্ছে?'

ঃ 'চিন্তার কোন কারণ নেই। আমার মনে হয় কিসরা তাকে খাবার জন্য রেখে দিয়েছেন।'

ঃ কিন্তু তিনি বলেছিলেন আশাব্যাঞ্জক কোন জবাব পেলে আজই আমাদের ডেকে পাঠাবেন।'

ঃ 'দিনে দরবার ততোটা দীর্ঘ হয়না। দরবার শেষে হয়তো তিনি তুরজের ওখানে চলে গেছেন। এখানে না এসে ওখানেই তার অপেক্ষা করা উচিৎ ছিল।'

ঃ 'তুরজ তার সাথে যাননি?'

ঃ 'না, সেনা ছাউনীতে তার কাজ ছিল। তবে তিনি সীনকে বলেছেন, ফিরতি পথে মেহমানদের সাথে দেখা করে যাবেন। সম্ভবত এদিকে না এসে তিনি দরবারে গিয়ে সীনকে সাথে নিয়ে ঘরে ফিরে গেছেন।'

ঃ 'আমার কি মনে হয় জান? কোন ভাল সংবাদ হলে তিনি অবশ্যই ফিরে আসতেন।'

ঃ 'ঠিক আছে। আমি তুরজের কাছ থেকে খোঁজ নিযে আসি, তুরজের বাড়ী শহরের শেষ মাথায়। আমি ঘোড়া নিয়েই যাচ্ছি।'

ঃ 'আমিও তোমার সাথে যাব।' বলে ক্রেডিস আসেমের সাথে আস্তাবলের দিকে পা বাড়াল। আঙ্গিনায় সাইমন এবং দীলরেসের কাছে এসে বললঃ 'আমরা তুরজের বাড়ী যাচ্ছি। শাহানশার সাথে দেখা করে তিনি হয়ত সেখানে চলে গেছেন।'

ঃ'সীনের সোজা আমাদের এখানে আসা উচিৎ ছিল। আমার মনে হয় তাকে এদিক ওদিক না খুঁজে এখানে অপেক্ষা করাই ভাল। এমনো হতে পারে যে, তিনি এখনো দরবারে ঢোকার অনুমতিই পাননি। কিসরার সাথে দেখা করার জন্য এই মেহমানখানায় আমি অনেক দূতক মাসের পর মাস বসে থাকতে দেখেছি।'

আসেম কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় এক দ্রুতগামী সওয়ার ভেতরে এসে ঢুকল। চারজনই চঞ্চল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। এ সওয়ার সীনের সাথে এসেছিলেন।

সওয়ার আসেমের কাছে এসেই ঘোড়া থেকে নেমে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'আপনারা সিপাহসালারের ব্যাপারে কিছু শুনেছেন?'

ওরা উৎকণ্ঠা জড়ানো চোখে চাইতে লাগল পরস্পরের দিকে। অবশেষে আসেম ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললঃ 'তোমার চেহারা বলছে কোন ভাল সংবাদ নিয়ে আসনি।' সিপাইটি বিষন্ন কণ্ঠে বললঃ 'তিনি নিহত হয়েছেন।'

স্তব্দ বিস্ময়ে ওরা সিপাইটির দিকে তাকিয়ে রইল। আচম্বিত আসেম এগিয়ে সৈনিকটির কাঁধ খামচে ধরল। এর পর জোরে জোরে ঝাকুনি দিয়ে বললঃ 'তুমি মিথ্যে বলছ। এ হতেই পারেনা। তুমি ছিলে ছাউনীতে আর তিনি গেছেন কিসরার দরবারে। শত্রুরা তার মৃত্যুর গুজব ছড়িয়েছে।'

সৈনিকটির চোখ অশ্রুতে চিক চিক করতে লাগল। অতি কষ্টে উদগত কান্না রোধ করে সে বলল ঃ 'হায়! এ সংবাদ যদি মিথ্যে হতো! ছাউনীতে এখবর শুনে আমিও গুজব মনে করেছিলাম। কিন্তু শহরের চৌরাস্তায় নিজের চোখে তার লাশ দেখেছি।'

ঃ 'তুমি কি নিশ্চিত যে তুমি ভুল দেখনি?'

ঃ 'লাশ দেখে চেনার উপায় নেই। দেহে চামড়া নেই। শকুন তার গেশত ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছে। ওখানে অনেক মানুষ ভীড় করে আছে। ওরা সবাই বলছে, এ সীনের লাশ। তার বন্ধুকে ওখানে কাঁদতে দেখেছি। তাদের কাছে আমি সব শুনেছি। যে জল্লাদকে তার চামড়া তুলে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, আমি তার সাথেও দেখা করেছি। একজন ফৌজি অফিসার আমায় তার রক্তমাখা কাপড় দেখিয়েছেন। লোকেরা যখন শুনল আমি তার সাথে এসেছি তখন সবাই আমার চারপাশে জামায়েত হতে লাগল। ওরা আমায় প্রশ্ন করল, সীন কেন শাহানশার সাথে গাদ্দারী করলেন। বিদ্রোহ করবেনই যদি তাহলে এখানে এলেন কেন? সত্যিই কি তিনি কাইজারের সাথে দেখা করেছিলেন। আমি রাগের মাথায় কি বলেছি জানিনা। পাশেই দেখলাম এক পাদ্রী লোকদের বলছে, এ গাদ্দারকে সেনাপতি না করলে এতদিনে কস্তুনতুনিয়া বিজয় হতো। শাহানশাকে অনেক বলেছিলাম রোমান স্ত্রীর স্বামী ইরানের অনুগত হতে পারেনা। তাকে এ দায়িত্ব দেবেন না। কিন্তু শাহানশা আমাদের কথা কানেই তোলেননি। আমি সমগ্র শক্তি দিয়ে চিৎকার দিয়ে বললাম, মিথ্যে কথা, সীন গাদ্দার নয়। গাদ্দার তারাই, যারা এক মহান ব্যক্তির মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করছে।

কেউ কেউ আমায় তেড়ে এল। কিন্তু একজন অফিসার সিপাইদের সাহায্যে তাদের সরিয়ে দিলেন। আমায় বললেন, আমি সীনের বন্ধু। তোমার এ আবেগকে আমি সম্মান করি। কিন্তু এটা হাঙ্গামা করার স্থান নয়। এতে কিছু লাভ হবেনা। সীনের মত আরো কটা নিরাপরাধ মানুষের লাশ দেখতে না চাইলে এখান থেকে পালিয়ে যাও। এখন ছাউনীই তোমাদের জন্য নিরাপদ। এরপর আমি সঙ্গীদের নিয়ে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু খানিকদূর গিয়ে মনেহল আপনাকে খবরটা দেয়া জরুরী। তাই সঙ্গীদের ছেড়ে এদিকে এসেছি।'

বিষন্ন আবেগে আসেম হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বলল: 'সীনের মৃত্যুর জন্য পারভেজ নয় আমিই দায়ী। আমিই তাকে এ পথ দেখিয়েছি। তাকে সন্ধির কথা বলার জন্য এখানে আসতে বাধ্য করেছি আমি। হায়। আমি যদি তার সাথে থাকতাম। তার পূর্বে আমার চামড়া তুলে নেয়া হতো। যদি বলতে পারতাম এ অপরাধের জন্য সীন নয় আমি দায়ী।

পরিনতি সম্পর্কে সীন বেখবর ছিলেন না। খালকদুন থেকে রওনা হবার সময় তিনি জানতেন যে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন।'

: 'দীলরেস। আস্তাবল থেকে তাড়াতাড়ি আসেমের ঘোড়াটা নিয়ে এস।' ক্রেডিস বলল। : 'আসেম, এখন তোমায় সাহসী হতে হবে। আমরা যে জন্য এসেছি তার কিছু একটা এখন না করে যাবনা। কিন্তু এক মুহূর্ত এখানে থাকাও তোমার জন্য নিরাপদ নয়। তুমি পালিয়ে যাও। সীনের স্ত্রী কন্যার জীবন বিপন্ন হতে পারে। আমার আশংকা হচ্ছে, ওদেরকে কোন ষড়যন্ত্রে ফাসিয়ে দিতে পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদেরকে বসফরাসের ওপাড়ে পৌছে দেবে। ওখানে কেউ তোমাকে সন্দেহ করবেনা। কিন্তু তোমার যাবার পূর্বেই যদি সীনের মৃত্যু সংবাদ খালকদুন পৌছে থাকে তবে তুমিও ওখানে যেতে পারবেনা। এখানে তুমি আমাদের কোন উপকার করতে পারবেনা।

কিসরা আমাদের মারবেন না। কারণ, আমরা দূত। বড় জোর গলা ধাক্কা দিয়ে আমাদেরকে দস্তগিরদ থেকে বের করে দেবে। কিন্তু তুমি সীনের বন্ধু। তোমার সাথে কোন ভাল ব্যবহার নিশ্চয়ই করা হবেনা। আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হলেও তুমি আমাদের কোন উপকার করতে পারবেনা।'

আসেম সিদ্ধান্ত নেয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। ও অনিমেষ চোখে ক্রেডিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্রেডিস তাকে ঝাকুনি দিয়ে বলল : 'আসেম, নিজের জন্য না হলেও ফুস্তিনার জন্য পালাও। তুমিই ওর শেষ আশ্রয়।'

আসেম আনমনে বার কয়েক ফুস্তিনার নাম উচ্চারণ করল। আচমকা স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে উঠল ওর। চকিতে ফিরে চাইল পেছনে। দীলরেস ঘোড়া নিয়ে আসছে। ও ছুটে গেল ঘোড়ার কাছে। ঝটকা মেরে দীলরেসের হাত থেকে টেনে নিল ঘোড়ার বাগ। কিন্তু এর পরই হতভম্বের মত দীলরেসের দিকে তাকিয়ে রইল।

: 'ভাবাভাবির সময় নেই আসেম।' ক্রেডিস চেঁচিয়ে বলল। 'ঈশ্বরের দিকে চেয়ে যাও।'

সিপাইটি এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে বলল : 'চলুন। আমিও আপনার সাথে যাচ্ছি।'

আসেম এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘোড়ার পিঠে বসল। এখনো গেট পেরোয়নি কজন সশস্ত্র লোক এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। আসেম পালাতে চাইলে তিন চারজন বাঁধা দিয়ে রাখতে পারতোনা। কিন্তু পাহাড় গুড়ো করে ফেলার যে হিম্মত তার মধ্যে ছিল আজ যেন তা হারিয়ে

গেছে। যে রক্তধারা বিপদের সময় তার শিরা উপশিরায় সচল হয়ে উঠত আজ যেন তা শীতল হয়ে গেছে।

এ চার জনের পেছনে দেখা গেল আরো কজন অস্ত্রধারী। ঘোড়ার বাগ ঘুরিয়ে দিল ও। পেছনের সংগীদের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'এখন পালানোর চেষ্টা করা নিরর্থক।'

এক সুদর্শন অফিসার এগিয়ে বললঃ 'তুমি বাইরে যেতে পারবে না।'

ঃ 'একজনের পথ রোধ করার জন্য একপ্লাটুন দরকার হয়না।' বলেই আসেম ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। অফিসার এক সিপাইকে ইংগিতে ডাকল। সিপাইটি আসেমের ঘোড়ার বাগ ধরে হাঁটা দিল। অপর সিপাই আসেমের সংগীর দিকে এগিয়ে আসতেই সেও ঘোড়া থেকে নামল।

ঃ 'এদের হাজতে নিয়ে যাও।' অফিসার বলল।

ক্রেডিস একটু দূরে দাঁড়িয়ে এদের কার্যকলাপ দেখছিল। সিপাইরা আসেম এবং তার সংগীকে পাকড়াও করতেই সে এগিয়ে বললঃ ' এদের গ্রেফতারের কারণ জানতে পারি?'

ঃ 'তোমাদের কেউ পালাতে চাইলে তাকেও হাজতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

ঃ 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমরা পালিয়ে যাবার জন্য এখানে আসিনি। আসেমকে আমাদের কাছে রেখে গেলে আমরা তারও জিম্মা নিতে পারি।'

আসেম ক্রেডিসের দিকে তাকিয়ে রোমান ভাষায় বললঃ 'এখানে আমার কাজ শেষ। তোমাদের কাজ শেষ হয়নি। সীনের মৃত্যুতে উদ্ভুত পরিস্থিতি হয়েতো তোমাদের কথা শুনতে কিসরাকে বাধ্য করবে। আমার জন্য মুখ খুলে তোমরা কেবল নিজের বিপদই ডেকে আনবে।'

অফিসার সিপাইদের বললঃ 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? নিয়ে যাও এদের।'

নাংগা তলোয়ারের পাহারায় কয়েক পা গিয়ে আসেম হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। পেছনের অফিসারকে লক্ষ্য করে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই।'

অফিসার এগিয়ে এসে বললঃ ' তোমার কোন সাহায্য করতে পারছিনা বলে দুঃখিত।'

ঃ 'আমি জানি। কিন্তু আমি বলতে চাইছি আমার সাথে এ গরীব সিপাইটির কোন সম্পর্ক নেই। সীনের দেহরক্ষীদের সাথে ও ছাউনীতে অবস্থান করছিল। ওখানে সীনের মৃত্যুর সংবাদ শুনে শহরে দেখতে এসেছে। আমি সীনের বন্ধু। এজন্য সংবাদটা আমায় দিতে এসেছিল। কাউকে মৃত্য সংবাদ শোনালে ফেসে যেতে হবে, এ ব্যাপারটা এখনো ওর মাথায় ঢুকছেনা। ওকে আমার সাথে নেবেননা।'

অফিসার খানিক্ষণ ভেবে এক সিপাইকে বলল ঃ 'ওকে ছাউনীতে নিয়ে যাও। কড়া নজর রাখবে। পাহারাদারকে বলবে, পরবর্তী নির্দেশ ছাড়া কাউকে যেন ছাউনী হতে বের হতে না দেয়। ঘোড়াও সাথে নিয়ে যাও। এর সাথে যাবে পাঁচজন।'

এরপর আসেমের দিকে ফিরে বলল ঃ 'আর কিছু বলবে?'

ঃ 'হ্যাঁ। সম্ভব হলে এসব সম্মানিত মেহমানদের অকারণে কষ্ট দেবেননা। ওরা কাইজারের পক্ষ থেকে সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। সন্ধির গুরুত্ব বুঝতে কিসরার বেশী সময় লাগবেনা।'

ঃ 'কিসরার নির্দেশ ছাড়া ওদের কিছুই করা হবেনা। তবে ওরা যেন পালানোর চেষ্টা না করে।' আসেম সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অফিসারের দিকে তাকিয়ে সশস্ত্র পাহারায় হাঁটা দিল।

দস্তুগিরদের কয়েদখানার অন্ধকুঠরী। এখানে নিঃসঙ্গ ভাবে আসেমের পাঁচদিন কেটে গেছে। ভয় আর উৎকণ্ঠা মেশানো প্রহর গুলি ওর কাছে বছরের চেয়েও দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। এ জেল ছিল অসংখ্য জীবন্ত মানুষের কবরস্থান। দীর্ঘ কারাবাসের কষ্ট সইতে না পেরে অনেকেই এখন পাগল। আশপাশের বদ্ধ কক্ষ থেকে কখনো ভেসে আসতো পৈচাশিক অট্টহাসি। চরম দুর্দিনেও আসেমের আশার আলো নিভে যায়নি। কিন্তু অশ্রু দিয়ে জ্বালানো তার আশার প্রদীপ এখানে এসে নিভে গিয়েছিল। ওর সোনাঝরা অতীত কয়েদখানার বাইরে হারিয়ে গেছে। সাহসী আবেগ কায়েদখানার চার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়ছিল মেঝেয়।

পেছনের এবড়ো থেবড়ো পথের পদ চিহ্নগুলো এখানে এসে মুছে গিয়েছিল। কখনো ওর অশান্ত আত্মা ছুটে যেতো হাজার মাইল দূরের সে খর্জুর বীথিতে, সে মরু উপত্যকায় যেখানে মুক্ত বাতাসে ভেসে বেড়ায় আনন্দ সংগীতের সুর ঝংকার। ফুরফুরে বাতাস যেখানে বৃক্ষের পত্র পল্লবে চুমো খায়। যেখানে মৃদুমন্দ বায়ুর পরশে হেসে ওঠে নানান রংগের ফুল। আচমকা জেলের প্রাচীরের গায় আটকে যেত ওর দৃষ্টি। ওর সে হারানো পৃথিবীর মুখ পিছনে ঝলমলিয়ে উঠত। চাঁদের স্নিগ্ধ আলো সৃষ্টি করত মোহনীয় পরিবেশ। যে পৃথিবীর আকাশের অগনিত নক্ষত্র মৃদু হেসে ওকে স্বাগত জানাত, তার সবই এক স্বপ্নের মত মনে হতো। জেলের বদ্ধ কক্ষে যখন ওর দম আটকে আসতো কক্ষময় পায়চারী শুরু করতো ও।

আবার যখন আশপাশের কক্ষ থেকে ছুটে আসতো অট্টহাসি অথবা কলজে কাঁপানো চিৎকারের ভয়ংকর শব্দ, তখন ও এক কোণে বসে পড়তো। কি এক দুর্বিসহ ভাবনা পিষে মারত ওকে।

আমি কি বেঁচে আছি? এই কি জীবন? এরচে ভালভাবে কি মরা যেতোনা। কেন আমি এখানে এলাম? সীনের মৃত্যু সংবাদ পাবার পূর্ব পর্যন্ত মনে হয়েছিল এক মহান কাজের আঞ্জাম দিচ্ছি। কিন্তু এখন সব কিছুই উপহাস বলে মনে হয়। একপা একপা করে আমি ধ্বংসের দুয়ারে এসে পৌঁছেছি। রোম ইরানের যুদ্ধ অথবা সন্ধিতে আমার কি এসে যায়? কেন ভাবিনি পৃথিবীর সব অশান্তি একা আমি দূর করতে পারবনা।

সীনও জানতেন রোম ইরানের মধ্যে সন্ধি হওয়া প্রায় অসম্ভব। খালকদূন থেকে রওয়ানা করার সময় তিনি বুঝেছিলেন, এগিয়ে যাচ্ছেন মৃত্যুর দিকে। তবে কোন সে আবেগ তাকে এদ্দূর পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল। আমি তাকে আসতে বাধ্য না করলে কি এ অবস্থার সৃষ্টি হতো?

আবার ও হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে চিৎকার করতঃ 'আমিই সীনের হত্যাকারী। আমিই তাকে মৃত্যুর পথ দেখিয়েছি। কিন্তু ....তা না হলে আমি কি করতাম? আমার কি করা উচিৎ ছিল।'

বেদনার দুর্বিসহ বোঝা যখন ওর হৃদয়মন ভারী করে তুলত, কল্পনার পাখায় ভর করে ও চলে যেত অনেক দূরে। মন ছুটে যেত খালকদুনের কেল্লায়। আচমকা ওর সামনে দেখা দিত ফুস্তিনা। অনুনয় ফুটে উঠত ওর কন্ঠে।

ঃ 'ফুস্তিনা, আমি অপরাধী। তোমার পিতাকে যদি দস্তগিরদ যাবার পরামর্শ না দিতাম! আমায় ক্ষমা করো ফুস্তিনা। আমার দিকে তাকাও। তুমি ছাড়া যে পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। আমি সব হারিয়েছি। কিন্তু তুমি আমার। তোমায় হারাতে চাইনা ফুস্তিনা। রোম-ইরান নিয়ে আর মাথা ঘামাবনা। ফুস্তিনা, আমায় ক্ষমা করো। তোমার চোখের অশ্রু আমি সইতে পারিনা। তোমার কান্না শুনতে পারিনা ফুস্তিনা।'

ওর কল্পনা যখন চিৎকার হয়ে বেরিয়ে আসতো, শিউরে উঠে এদিক ওদিক চাইত ও। বাস্তবে ফিরে আসতো হঠাৎ। বাইরের দুনিয়া হারিয়ে যেত কারা প্রকোষ্ঠের নিঃসঙ্গ আঁধারে। আবার ওর মনে হতো, অন্ধকারের আবর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে ফুস্তিনার আত্মা। কি এক মমতায় ভরিয়ে দিচ্ছে ওর শূন্য হৃদয়। বেঁচে থাকার ইচ্ছেরা ওর ভেতর মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াত।

প্রতিদিন একবার করে কক্ষের দরজা খোলা হত। তার সামনে খাবার রেখে পাহারাদার ফিরে যেত। প্রথম দুদিন ও খাবার ছোঁয়নি।

তৃতীয় দিন একজন পুলিশ অফিসার তার কাছে এসে বললেন ঃ 'তোমার যেন কোন কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেসব কয়েদী জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় পড়েছে ওরাই কেবল না খেয়ে মরতে চায়। তুরজের মত লোক তোমায় ভাল জানেন। যে ব্যক্তি সীনের সঙ্গে থেকেছে তার পক্ষে এতটা ভেংগে পড়া সাজেনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেনাবাহিনীতে সীনের অনেক সমর্থক রয়েছে। তারা তোমার মুক্তির ব্যাপারে চেষ্টা করবেন। জীবনের প্রতি অনীহা না এসে থাকলে তোমাকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। মত পরিবর্তন করতে কিসরার সময় লাগেনা। আমি অনেক মন্ত্রী ও সিপাহসালারকে ফাঁসী কাঠে ঝুলতে দেখেছি। অনেক বন্দীর প্রতি ফুল ছড়াতেও দেখেছি।'

ঃ 'আমি তুরজের সাথে দেখা করতে চাই। তাকে কি এ সংবাদটা দেবেন?'

ঃ 'ঠিক আছে, তাঁকে বলব। তবে সরাসরি হয়ত তিনি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবেননা। একহপ্তা কি এক মাসও তোমায় অপেক্ষা করতে হতে পারে এমনও তো হতে পারে যে, তোমার মুক্তির নির্দেশ নিয়েই তিনি এখানে আসবেন।'

অফিসার ফিরে গেল। আঁধার কারা প্রকোষ্ঠে আসেমের জন্য রেখে গেল আশার ক্ষীণ আলো। এই প্রথম ও পেট পুরে খেল। এর পর নিজের মুক্তির ব্যাপারে চিন্তা করতে লাগল।

ষষ্ঠ দিন। চারজন সশস্ত্র সিপাই আসেমকে কয়েদখানা থেকে বের করে দারোগার বাসায় নিয়ে এল। এক বড়সড় কক্ষে দারোগা ছাড়াও তুরজ এবং এক বৃদ্ধ ছিলেন। পোষাকে বুড়োকে একজন সন্মানিত ব্যক্তি বলে মনে হচ্ছিল। তুরজ পাহারাদারদের ইংগীত করল। বেরিয়ে গেল ওরা। এরপর আসেমের দিকে ফিরে বললঃ 'ইরজের সাথে তোমার ভাল জানা শোনা আছে?'

ঃ 'জী। ও সীনের কোন আত্মীয়ের ছেলে। তার সাথে কয়েকবার আমার দেখা হয়েছিল।'

ঃ 'সে কি নিহত?'

ঃ 'জ্বী। আমার চোখের সামনেই জংলীরা তাকে হত্যা করেছে।'

তুরজ বৃদ্ধের দিকে ইশারা করে বলল ঃ 'ইনি ইরজের পিতা। পুত্রের মৃত্যুর ঘটনা শোনার জন্য মাদায়েন থেকে এসেছেন।'

আসেম বৃদ্ধকে বলল ঃ 'মৃত্যুর সময় আপনার ছেলের মাথা আমার কোলের উপর ছিল। আফসোস। তাকে বাঁচাতে পারলাম না।'

বৃদ্ধ স্তব্ধ বিস্ময়ে আসেমের দিকে তাকিয়ে রইল। অবশেষে নিজেকে সংযত করে বলল ঃ ইরজ আমায় বলেছিল সীনের ঘরে এক আরবকে খুব গুরুত্ব দেয়া হয়। সম্ভবতঃ এর পর তুমি হাবশার অভিযানে চলে গিয়েছিলে। তার পর থেকেই তুমি লাপাত্তা। যদি তুমি সেই হও তবে তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি। জংলীরা আমার ছেলেকে হত্যা করে থাকলে তুমি ওখানে গেলে কিভাবে?'

ঃ 'সে এক বিরাট কাহিনী। হাবশার পথে আমি আহত হয়েছিলাম। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম প্রচন্ড জ্বরে। সেনাবাহিনী আমায় পেছনে রেখে এগিয়ে গেল। জ্ঞান ফিরলে দেখলাম রোমান চাকর এবং কিবতী মাল্লারা আমায় ব্যাবিলন না পৌঁছিয়ে নীলের পথে সাগরের দিকে এগিয়ে চলছে। ওখানে একটা রোমান জাহাজে তুলে আমায় কন্তুনতুনিয়া নিয়ে আসা হল। এই রোমান চাকরটা ছিল প্রভাবশালী বংশের ছেলে। কন্তুনতুনিয়ায় ওরা আমার সাথে দারুন ভদ্র ব্যবহার করেছে। তার সাথেই আমি ওখানে গিয়েছিলাম। জানতাম না ওখানে ইরজের সাথে দেখা হবে।'

ঃ 'কিন্তু তুমি যে বললে আমার ছেলে জংলীদের হাতে নিহত হয়েছে?'

ঃ 'জ্বী। কাইজারকে অকষাৎ আক্রমন করার জন্য ওরা এসেছিল। কিন্তু জংলীরা রোমানদের উপর চড়াও হবার পুর্বেই আপনার ছেলেকে হত্যা করেছে।'

ঃ 'এ কি করে সম্ভব। ইরজ খাকানের কাছে একজন দূত হিসেবে গিয়েছিল। তার সংগীদের কেউ ফিরে আসেনি।'

ঃ 'আমি ওখানে আর কোন ইরানীকে দেখিনি। সম্ভবতঃ ওদেরকে পূর্বেই হত্যা করা হয়েছিল। এমনও হতে পারে যে ওদের বন্দী করে রাখা হয়েছে। কোন দূতকে হত্যা করা জংলীদের জন্য সাধারন ব্যাপার। সন্ধির জন্য কাইজারের দূতকে নিয়ে আসার কারনে যদি

সীনকে হত্যা করা যায় তাহলে ইরজকে হত্যা করার জন্য ওরাও হয়ত কিছু একটা বাহানা খুঁজে পেয়েছে। এমনও হতে পারে, ইরজের কোন কথায় ওরা তাকে সন্দেহ করেছিল।'

আসেম বিস্তারিত বর্ননায় গেলনা। কারন এতে হয়তো ঝামেলা বাড়তে পারে। তুরজ এবং ইরজের পিতার বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়া শেষ করে ও বলল : 'ইরজ হেরাকল্লা কেন গিয়েছিল জানিনা। এও জানিনা জংলীরা ওর উপর ক্ষেপে গিয়েছিল কেন। রথ খেলার সময় ওকে নিয়ে জংলীরা জটলা করছিল। হঠাৎ ও দৌড়ে রোমানদেরর দিকে ছুটে এল।

কিন্তু রোমানরা কোন সাহায্য করার পূর্বেই ও এক জংলীর বল্লমের আঘাতে লুটিয়ে পড়ল। এরপর খাকানের ফৌজ ঝড়ের বেগে এসে রোমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। প্রশ্ন হল, আপনার ছেলেকে কেন ওরা হত্যা করল। এর জবাব শুধু ইরজের সঙ্গীরাই দিতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় ওদের কেউ বেঁচে নেই।'

বুড়ো খানিক ভেবে বললেন : 'আমার ছেলেকে কি রোমানরা হত্যা করতে পারেনা।'

আসেম বলল : 'রোমানরা দোষী হলে জংলীদেরকে অপবাদ দিতে যাব কেন?'

: 'তুমি যে রোমানদের সাথী।'

আসেম ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল : 'আমি সীনের সংগী ছিলাম। শুধু জানতাম সীনের বন্ধুরা আমার বন্ধু, তার শত্রু আমার ও শত্রু। তিনি বেঁচে নেই। এখন আমার বন্ধু অথবা শত্রু কেউ নেই। ইরজের মৃত্যুর সঠিক কোন কারন আপনাকে দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত। তবে এতটুকু সত্য যে, জংলীরাই ওকে হত্যা করেছে। মৃত্যুর সময় আমি তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলাম। আমরা ছিলাম একে অপরের বন্ধু। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে, আমরা কেন আরো কাছাকাছি আসিনি। আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য একথা বলিনি। আমি জানি আপনাদের খুশী অখুশীতে আমার কিছু আসে যাবেনা।'

: 'আমার বিশ্বাস তুমি মিথ্যে বলছনা। তোমার শোকর গোজারী করছি। মৃত্যুর সময় যে আমার ছেলেকে সাহায্য করেছে তার কোন সাহায্য করতে পারছিনা বলে দুঃখিত।'

ভারী হয়ে এল বুড়োর কণ্ঠ। তুরজ দারোগাকে বলল: 'তুমি একে গেট পর্যন্ত দিয়ে এস। আমি কয়েদীর সাথে কিছু দরকারী আলাপ করব।'

দারোগা চলে গেল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তুরজ বলল : 'কেউ সিংহের মুখে মাথা গলিয়ে দিলে আপন বন্ধুরাও তার কোন উপকার করতে পারেনা সীনের ক্ষেত্রে আমি অসহায়। তবে তুমি একটু বুদ্ধি খাটালে বেঁচে যেতে পারো। আমার কথা মত চললে শাহানশা হয়তো তোমায় মুক্ত করে দিতে পারেন। সীনের রক্ত বৃথা যাবেনা। এখন আমি কি বলছি শোন।

সীনকে হত্যা করার কারনে বিভিন্ন শহরে শাহানশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আশংকা দেখা দিয়েছে। ফৌজের এক বিরাট অংশ এখন আর যুদ্ধ চায়না। এই প্রথম দস্তগিরদের আমীর ওমরা এবং অফিসারদের পরামর্শের জন্য ডাকা হয়েছে। রোমের দূতদের সাথে কেমন ব্যবহার করা

হবে সভায় এব্যাপারেই আলোচনা হয়েছে। অনেকেই বলেছেন, ওদের সাথে দেখা করুন। কেউ বলেছেন, ওদের দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিন। অন্য কজন তাদেরকে শাস্তি দেয়ার প্রস্তাব পেশ করেছিল। এখন শাহানশা ওদের সাথে দেখা করবেন। এখন থেকে ওরা রাজকীয় অতিথি। কিছুদিনের মধ্যেই ওদের ডেকে পাঠান হবে। রোমানরা সকল শর্ত মেনে নিলে সন্ধি হয়ে যাবে হয়ত।

আজ আমি কইজারের দূতদের সাথে দেখা করেছি। ওরা বলেছে, সর্বপ্রথম শাহের কাছে তোমার মুক্তির কথা বলবে। আমি নিষেধ করে দিয়েছি। বলেছি এমন হলে পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিতে পারে। তোমরা নিরাশ হয়োনা। আশা করি ওর মুক্তির একটা পথ বের হবেই।'

দারোগা ভেতরে ঢুকল। তুরজ তাকে ইংগিত করল সরে যেতে। দারোগা বেরিয়ে যেতেই তুরজ আবার বলতে লাগল। ঃ 'তোমায় বলেছি, সীনের মৃত্যুর কারনে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে শাহ উদ্বিগ্ন। তুমি ইচ্ছে করলে তার এ উদ্বেগ দূর করে দিতে পার।'

ঃ ' আমি! আমি কি ভাবে শাহানশার উৎকণ্ঠা দূর করব?'

তুমি অনেকদিন সীনের সংগে ছিলে। তার ব্যাপারে তোমার যে কোন কথাই বিশ্বাস করা হবে। তুমিতো জান শাহানশা কখনো নিজের ভুল স্বীকার করেন না। তিনি সবসময় এমন লোক খোঁজেন যে জনগনের সামনে তার ভুলকে সঠিক প্রমান করবে।'

ঃ 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারলাম না।' আসেমের কণ্ঠে উদ্বেগ।

ঃ 'নিজের জীবন বাচানোর জন্য তোমাকে ভরজলসায় বলতে হবে যে, আসলেও সীন এক গাদ্দার। রোমানদের বাচানার জন্য সে সেনাবাহিনী ভুল পথে পরিচালনা করেছিল। আরো বলবে, সীন খৃষ্টান হয়ে গিয়েছিলেন। তার অনুগত সৈন্যরা রোমানদের সাহায্য করত।'

ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল আসেমের চেহারা। সে চিৎকার দিয়ে বললঃ 'না, না, মরার পুর্বেই আমি মরতে চাইনা। তার সাথে সর্ম্পক থাকার কারনে আমি বেঁচে আছি। তার প্রতি আনুগত্য আমার জীবনের শেষ সম্বল।'

ঃ 'বোকামী করোনা। সীনের সাথে সর্ম্পক তো তোমায় মৃত্যুর পথ দেখাবে। তাকে তুমি ফিরিয়ে আনতে পারবেনা। তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলে দারোগা জেলের দুয়ার খুলে তোমায় বলবেনা যে তুমি মুক্ত। কিন্তু তাকে গালি দিলে তোমার ভাল হবে। মৃত্যুর সাথে সাথে তার সাথে তোমার সব সর্ম্পক শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কিসরা বেঁছে আছে। তার হাতে তোমার জীবন মরন। নিজের জন্য না হলেও সীনের অসহায় পরিবারের জন্য আমার কথা শোন। তুমি বেঁচে থাকলে তার স্ত্রীর দুঃখ দুর করতে পারবে। পারবে তার মেয়ের চোখের পানি মুছে দিতে।'

ঃ 'পতিত ব্যক্তি কারো সাহায্য করতে পারেনা। আমি জানি, মৃত্যুর রূপ অতি ভয়ংকর। কিন্তু আপনি আমাকে তারচে ভয়ংকর এক পথ দেখাচ্ছেন। যদি আমাকে পরীক্ষা করতে চান, শাহানশার কাছে নিয়ে চলুন। ভরজলসায় বুক ফুলিয়ে বলব, আমি সীনের বন্ধু। সীনের

হত্যাকারীর কাছে আমি জীবন ভিক্ষা চাইনা। সীনের মত আমার চামড়াও তুলে নিতে পার। কোন ভয় অথবা লোভ আমার মুখ থেকে এ মহান ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছু বের করতে পারবেনা। আমার জীবনের প্রতি এতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু অপমানকর জীবনের ঘানিটানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তুরজ অপলক চোখে আসেমের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে আসেমের কাঁধে হাত রেখে বললেনঃ 'বন্ধু! আমি অসহায়। হুকুম দেয়ার অধিকার থাকলে আমার প্রথম নির্দেশ হতো একে মুক্ত করে দাও। ইরানের সকল সম্পদ এনে ওর পায়ের কাছে জমা করো।'

ঃ 'আমার উপর যদি না রেগে গিয়ে থাকেন তবে একটা অনুরোধ করব। সীনের স্ত্রী এবং মেয়েকে একটু দেখবেন। আমার আশংকা হচ্ছে, তাদের পরিনতি সীনের চাইতে ভয়াবহ হবে।'

ঃ 'রাগ করিনি বরং তোমায় ঈর্ষা করছি। এ মূহূর্তে কিসরা ওদের দিকে দৃষ্টি দেবেন না। তবুও আমি ওদের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি রাখব। তোমার ব্যাপারেও আমি নিরাশ নই। আমার মন বলছে, সন্ধি হয়ে গেলে তোমায় মুক্ত করা ততো কঠিন হবেনা। কিসরা সেনাপতির দায়িত্ব আমায় দিতে চাইছেন। রোমের দূতদের সাথে কথা বলার জন্য আপাততঃ 'তা স্থগিত রাখা হয়েছে। সন্ধি হয়ে গেলে তো তার দরকারই হবেনা।'

তুরজ হাত তালি দিল। দারোগা এবং কজন সশস্ত্র সিপাই ঢুকল ভেতরে। তুরজ আসেমকে নিয়েযেতেবললেন।

কাইজারের দূতদের সাথে দেখা করার পূর্বে সন্ধির শর্ত নিয়ে আলোচনাশ জন্য মন্ত্রী পরিষদের সদস্য, সামরিক অফিসার এবং পাদ্রীদেরকে দায়িত্ব দেয়া হল। এরা ওদের সামনে এমন অপমানকর প্রস্তাব পেশ করল যা পরাজিত দুশমনের বুকে ছুরি ধরে স্বীকার করানো হয়। কিন্তু শর্তগুলো মেনে নেয়া ছাড়া রোমানদের কোন উপায় ছিল না।

পারভেজকে সংবাদ দেওয়া হল যে, কাইজারের দূত সন্ধির সকল শর্ত মেনে নিয়েছে। কিসরা অত্যন্ত শান শওকতের সাথে দরবার বসালেন। দূতদেরকে বন্দীর মত দরবারে হাজির করা হল। মসনদের পাশে কার্পেট মোড়া উঁচু স্তম্ভে 'পবিত্র আগুন' জ্বলছিল। সামনে ছিলেন সালতানাতের আমীর ওমরাগণ। শাহানশার পাশে বসেছিলেন রাণী শিরী। দরবার মহলের সুসজ্জিত দেয়ালে শোভাপাচ্ছিল সোনার কারুকাজ করা বিচিত্র আর দুর্লভ শিল্পকর্ম। মেঝেয় দামী কার্পেট। ছাদে ঝুলানো অসংখ্য ঝারবাতি। রোমানদের কাছে দরবার কক্ষটি স্বপ্নপুরীর মত

মনে হচ্ছিল। দরবারীদের পরণে ছিল শাহী পোশাক, জওহারের কারুকার্যময় টুপী। যেন পৃথিবীর সব সম্পদ এখানে এনে জমা করা হয়েছে। ওরা এ আশা নিয়ে এসেছিল যে ওদের বিনম্র আবদারে শাহ্ হয়তো সন্ধির শর্তাবলী সহজ করবেন।

কিন্তু ওরা যখন মসনদ থেকে কয়েক কদম দূরে এসে দাঁড়াল সিপাইরা জোর করে তাদের মাথা মাটিতে ঠুকে দিল। কিসরার ইঙ্গিতে ওদের আবার হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়া হল।

ঘোষক চিৎকার দিয়ে রোমান ভাষায় বললঃ 'দিগ্বিজয়ী সম্রাটের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াও। প্রাণের মায়া থাকলে দৃষ্টি অবনত কর।' ওরা নির্দেশ পালন করল। সাইমন অনেকটা সাহসে ভর করে বললঃ 'আলীজাহ! আমরা হেরোক্লিয়াসের পক্ষ থেকে............।

আবার নকীবের কণ্ঠ গর্জে উঠল ঃ 'খামোশ! রাজাধিরাজের সাথে সরাসরি কথা বলার দুঃসাহসদেখিওনা।'

নির্বাক হয়ে গেল সাইমন। উজীর কিসরাকে বললেন ঃ 'জাহাপনা! আপনার এ গোলাম সন্ধির শর্তাবলী ঘোষণা করার অনুমতি চাইছে।'

কিসরা ঈষৎ মাথা নাড়লেন। উজীর বলতে লাগলঃ 'দিগ্বিজয়ী বীর মহানুভব সম্রাট খসরু পারভেজ রোম সম্রাটের আবেদন কবুল করেছেন। হেরোক্লিয়াসের দূতদের সাথে সন্ধির শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা হয়েছে। হেরোক্লিয়াস সিরিয়া, ফিলিস্তিন, আরমেনিয়া এবং পশ্চিম এশিয়ায় শাহানশাহে ইরানের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন। শাহানশাহ বলছেন বসফরাসের ওপাড়ের আর কোন এলাকা দখল করা হবে না।

রোম সম্রাটকে এক হাজার সোনার বাট, এক হাজার রৌপ্য বাট, এক হাজার রেশমের জুব্বা, উন্নত মানের এক হাজার ঘোড়া এবং এক হাজার রোমান যুবতী খেরাজ হিসেবে ইরানকে দেবেন। দু'মাসের মধ্যে শর্ত পূরণ নাহলে সন্ধি নাকচ বলে বিবেচেত হবে। মহামান্য সম্রাট দূতদের জিজ্ঞেস করছেন, তারা কি এ সব শর্তে রাজী?'

সাইমন কিসরার দিকে তাকিয়ে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন ঃ 'আলীজাহ! হেরোক্লিয়াস আপনার শর্ত পালন করতে অস্বীকার করবেন না। কিন্তু রোমের অবস্থা আপনার অজানা নয়। এত সম্পদ জমা করার জন্য আমাদের কিছু সময়ের প্রয়োজন।'

রাণী চাপা স্বরে কিসরাকে কি যেন বললেন। কিসরা এই প্রথম ওদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ' আমাদের শর্ত মেনে নেবে, হেরোক্লিয়াস আমাদেরকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে পারলে তাকে কিছু সময় দেয়ার কথা চিন্তা করতে পারি।

ঃ 'আলীজাহ! আমরা আপনাকে এ আশ্বাস দিচ্ছি যে, হেরোক্লিয়াস এসব শর্তাবলী মেনে নেবেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তার লিখিত প্রতিশ্রুতি আপনার কাছে পৌছে যাবে।'

হেরোক্লিয়াসকে বলবেঃ কোন রকমের চালাকী করলে আমার সিপাইরা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাঁকে ধাওয়া করবে। দুনিয়ার বুক থেকে কস্তুনতুনিয়ার নাম নিশানা মুছে দেবে।'

ঃ 'জাঁহাপনা! আপনাকে ক্ষেপালে আমাদের যে কি অবস্থা দাঁড়াবে হেরাক্লিয়াস তা জানেন মহামান্য শাহানশার অনুমতি পেলে একটা আবদার করতে চাই।'

ঃ 'বলো, কি বলবে।'

ঃ 'আলীজাহ! এক আরব দস্তগিরদ পর্যন্ত আমাদের পথ দেখিয়ে এনেছে। যে এখন আপনার বন্দী। তার অপরাধ, সে রোম ইরানের মধ্যে সন্ধি চাইছিল। মহামান্য সম্রাটের কাছে তার মুক্তির আবেদনকরছি।'

পারভেজ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন ঃ 'সে এমন এক গাদ্দারের সঙ্গী যাকে হত্যা করা হয়েছে। আর একটা কথাও বলবেনা। এবার যেতে পারো।' সাইমন কিসরাকে কুর্ণিশ করে উল্টো পায়ে বেরিয়েগেল।

দস্তগিরদের বড় পাদ্রী মসনদের কাছে এগিয়ে এসে বললঃ 'আলীজাহ! এ মহান বিজয়ের জন্য প্রজাদের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে মোবারকবাদ দিচ্ছি। এবার ইরানের প্রতিটি লোক বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে যে, কাইজার তাদের শাহানশাহের এক নিকৃষ্ট গোলাম।'

এক উজীর শ্লোগান তুলল ঃ ' দিগ্বিজয়ী কিসরা, জিন্দাবাদ, ইরানের শত্রুরা ধ্বংস হোক।'

সম্মিলিত কণ্ঠের শ্লোগানে কেঁপে উঠল সমগ্র দরবার কক্ষ। হঠাৎ পারভেজ হাত তুললেন। শ্লোগান থেমে গেল, তিনি বললেন ঃ 'এ বিজয়ের জন্য এক হপ্তা আনন্দ উৎসব করা হবে।'

কাইজারের দূত পরদিন কস্তুনতুনিয়ার পথ ধরল।

সূর্য ডুবেছে অনেক আগে। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছেন ইউসিবা। পাশের পালংকে বালিশে ঠেশ দিয়ে ফুস্তিনা সুইয়ের কাজ করছিল। হঠাৎ দরজায় আলতো টোকা পড়ল। চমকে ফুস্তিনা প্রশ্ন করলঃ 'কে?'

ঃ 'আমিফিরোজ।'

হাতের কাপড় একদিকে রেখে ও দরজা খুলে দিল। বুড়ো চাকর হতভম্বের মত ইউসিবার বিছানার দিকে চাইতে লাগল। ঃ 'কি হয়েছে চাচা। আম্মাকে তুলে দেব?'

ঃ 'না, তার ঘুম ভাংগানো ঠিক হবেনা। তুমি আমার সাথে এসো। দস্তগিরদ থেকে ক'জন লোক কি সংবাদ নিয়ে এসেছে।'

ক্ষণিকের জন্য শিহরিত হল ফুস্তিনা। দুশ্চিন্তা আড়াল করে বলল ঃ' তারা এখন কোথায়?'

ঃ 'বৈঠকখানায়বসিয়ে রেখে এসেছি।'

ঃ 'ফুস্তিনা বেরিয়ে এল। শক্ত হবার চেষ্টা করার পরও পা কাঁপছিল ওর। চকিতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল ঃ 'চাচা! ওদেরকে আব্বার কথা জিজ্ঞেস করনি।'

ঃ 'জিজ্ঞেস করেছি। কিন্তু ওরা তোমার আম্মা বা তোমাকে ছাড়া কাউকে কিছু বলবে না।'

ঃ 'ওরা অপরিচিত হলে আম্মাকে তুলে দিই।'

ঃ 'ওদের সাথে ক্রেডিস রয়েছে।'

ঃ 'ক্রেডিস! ওই যে আব্বার সাথে গিয়েছিল?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'তা আগে বলনি কেন?' বলেই ফুস্তিনা দ্রুত পা বাড়াল।

ক্রেডিস পায়চারী করছিল কক্ষময়। ফুস্তিনা কামরায় ঢুকেই প্রশ্ন করর ঃ 'আপনি কখন এসেছেন? আব্বা কোথায়? আপনারা একা কেন? আপনার বন্ধু সাথে আসেনি?'

এক নিঃশ্বাসে কথা কটি বলে ক্রেডিসের দিকে তাকিয়ে রইল ফুস্তিনা। ক্রেডিস নির্বাক চোখে কতক্ষণ ফুস্তিনার দিকে চেয়ে রইল। এরপর তার কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ল একরাশ বেদনা।

ঃ 'আপনার আব্বা এবাং আসেম আমাদের সাথে আসতে পারেনি। আমরা সূর্যাস্তের সময় এখানে পৌছেছি। অবস্থান করছি বাইরের সেনা ছাউনীতে। আগামীকাল ভোরে দেশে চলে যাব। আশংকো ছিল, যাবার পূর্বে হয়তো আপনাকে দেখব না। কেল্লার মুহাফিজের কাছে বলে অনেক কষ্টে ভেতরে ঢোকার অনুমতি নিয়েছি। আপনার আম্মা কেমন আছেন?'

ঃ 'কদিন থেকেই আম্মার শরীরটা খারাপ যাচ্ছে, এজন্য একটু তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়েছেন। কোন জরুরী কথা থাকলে তুলে দিই।'

ঃ 'না থাক। তাঁকে কষ্ট দেয়ার দরকার নেই। আপনি বসুন। কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলব।'

ফুস্তিনা উৎকণ্ঠা নিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। ক্রেডিস খানিক্ষণ পেরেশান চোখে তাকিয়ে রইর দরোজায় দাঁড়ানো ফিরোজের দিকে। এরপর ফুস্তিনার দিকে ফিরে বললঃ 'আপনার বুড়ো চাকর কতটা বিশ্বস্ত?'

ঃ 'আব্বা ওকে কখনো সন্দেহ করেন নি। আমি তো তাকে ফিরোজ চাচা বলেই ডাকি।'

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে ক্রেডিস বলল ঃ ' আমি যে আসেমের বন্ধু আপনি তা জানেন?'

ঃ 'হ্যাঁ জানি। আমিও আপনাকে আমার ভায়ের মতই মনে করি। কিন্তু কি হয়েছে? ঈশ্বরের দোহাই আমায় সব খুলে বলুন।'

ক্রেডিস এগিয়ে এল। ফুস্তিনার মাথায় হাত রেখে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল ঃ ' বোন। আমি কোন ভাল খবর নিয়ে আসিনি। তোমায় শান্ত্বনা দেয়ার সময়টুকু পর্যন্ত আমার হাতে নেই। তোমাদেরকে অনাগত বিপদ থেকে বাঁচানো আমার কর্তব্য। তুমি হিম্মত না হারালেই কেবল আমি সে দায়িত্ব পালন করতে পারব। আমি জানি, দস্তগিরদের সংবাদ বরদাশত করার জন্য পর্বতের মত কঠিন প্রাণের প্রয়োজন। এখন পরিস্থিতির দাবী হচ্ছে, তোমাদের কান্নার শব্দ মুখ থেকে যেননা বেরোয়।'

ফুস্তিনা হতভম্বের মত ক্রেডিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ক্রেডিসের মুখে আর কোন কথা ফুটল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে যাবার পর ও বললঃ 'ফুস্তিনা! তোমার পিতা আর কোনদিন

ফিরে আসবেন না। যদি কোন দিন জেল থেকে বেরোতে পারে তবে হয়তো আসেম ফিরে আসবে। কিন্তু দস্তগিরদে তোমার আব্বার বন্ধুদের আশংকা হচ্ছে, তোমাদের ব্যাপারেও পারভেজের নিয়ত ভাল না। মূজুসী পাদ্রীরা কিসরাকে তোমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে। ওরা যদি বলে, তোমরা খৃষ্টান তাহলেই হলো। তোমার আব্বার বন্ধুদের কেউই এখন আর নিরাপদনয়।

এখন আমার প্রথম কাজ হল, তোমাদেরকে কস্তুনতুনিয়া পৌছে দেয়া। ইরানের দূত আমাদের সাথে যাচ্ছে। পরশু রাতে যদি তোমরা বেরোতে পার, শহর থেকে মাইল তিনেক দক্ষিণে চলে যাবে। সাগর পাড়ে দেখবে একটা পতিত গীর্জা। ওখানে কজন লোক তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। কোন কারণে আমি না এলে দীলরেস অবশ্যই আসবে। আমাদের জাহাজ থাকবে উপকূল থেকে একটু দূরে। রাতে তোমাদের জন্য নৌকার ব্যবস্থা করা হবে।'

ফুস্তিনা কোন জবাব দিলনা। পাথর প্রতিমার মত ও নিথর হয়ে বসে রইল। হঠাৎ কেঁপে কেঁপে উঠল ওর শরীর। চোখ ভরে এল অশ্রুতে।'

ক্লেডিস ধরা আওয়াজে বলল : 'তোমাদেরকে অগ্নিপূজারীদের হাত থেকে রক্ষা করাই হয়ত তোমার পিতার অন্তিম ইচ্ছা ছিল। জানিনা তোমরা কস্তুনতুনিয়ায় কদ্দুর নিরাপদ থাকবে। কথা দিচ্ছি, বসফরাসের পানি আমাদের রক্তে লাল হয়ে যাবে, কস্তুনতুনিয়ার অলি গলি ভরে যাবে আমাদের লাশে, তবুও তোমাদের জীবন এবং সম্ভ্রমের হেফাযত করব। কমপক্ষে তোমরা এ অনুযোগ করবেনা যে কাইজারের সিপাইরা সীনের স্ত্রী কন্যার অসহায়ত্বে বিদ্রুপ করেছে। সীনের আত্মদানের বিনিময়ে কিসরা আমাদের সাথে কথা বলেছেন।

তার সন্ধির শর্তাবলী একজন কাপুরুষ রোমানও বরদাশত করবেনা। তার কথা না মানলে আমরা দস্তগিরদ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারতামনা। এখন মনে হচ্ছে, যুদ্ধ থামেনি। বরং রোম ইরান চূড়ান্ত সংঘর্ষের মুখোমুখী হয়েছে। তুমি বুঝতেই পারছো যুদ্ধ লেগে গেলে আমরা আর কোন সহযোগিতাই করতে পারব না। এখানে এখনো সীনের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ পায়নি। দস্তগিরদ থেকে আসা ইরানীরা অল্প ক'জন দায়িত্বশীল অফিসারের সাথে আলাপ করেছে। এ সংবাদ সাধারণ সৈন্যদের কাছে প্রকাশ করতে তারা কঠোর ভাবে নিষেধ করে দিয়েছেন।

কিন্তু আমার ধারণা, খুব শীঘ্রই এ খবর ছড়িয়ে পড়বে। তখন তোমরা কিল্লা থেকে বেরোতে পারবে না। আর দুচারদিনের মধ্যে যদি তোমাদেরকে দস্তগিরদ পৌছানোর জন্য পারভেজের নির্দেশ পৌছে যায়, তাহলে তোমার আব্বার বন্ধুরাও কিছু বলতে পারবে না। তোমরা যে এ সংবাদ পেয়েছো একথাও যেন কেউ জানতে না পারে। বোন! আমি বুঝি তোমার মনের অবস্থা। কিন্তু এখন যে কান্নার সময় নয়।'

ফুস্তিনা অনেক কষ্টে অনিরুদ্ধ কান্নার আবেগ সংযত করে বলল ঃ 'পারভেজ আব্বাকে হত্যা করেছে, কেন যেন বিশ্বাস করতে পারছিনা। এ কি করে সম্ভব? আম্মা বলতেন, তারা দু'জন বাল্য বন্ধু। আপনার কথা যদি সত্যি হয়, আমি কেন বেঁচে থাকব?'

ক্লেডিসের দু'চোখে অশ্রু টলমল করছিল। ও বিষন্ন কণ্ঠে বলল ঃ 'ফুস্তিনা! তোমার আব্বা বেঁচে নেই। কিন্তু আসেম তো আছে। তার জন্য তোমায় বেঁচে থাকতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ছাড়া পেয়েই সে পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে তোমায় খুঁজবে। তুমি কি বন্দিনী হয়ে কিসরার হারেমে যেতে চাও! তুমি কি চাও তোমার আর আসেমের মাঝে বাঁধা হয়ে থাকুক কিসরার মহলের পাষাণ প্রাচীর। তুমি কি জান, হারেমে এখনো তোমার মত তিন হাজার তরুণী রয়েছে। ওদের করুণ ফরিয়াদ ওদের পিতা মাতা, স্বামীর কান পর্যন্ত পৌছছেনা, পৌছবে না কোন দিন।'

অন্তহীন বিষন্নতায় ফুস্তিনা হাত মুঠো পাকাতে লাগল।

কিছুক্ষণ থেমে ক্লেডিস ফিরোজের দিকে ফিরে বলল ঃ ' তুমি যদি সীনের অনুগত হও তাহলে এদের সাহায্য করতে পার। পরশু রাতে আমার লোকেরা এদের এখান থেকে বের করে নেয়ার চেষ্টা করবে। এ চেষ্টা হবে প্রথম এবং শেষ। এরপর হয়ত এমন সুযোগ আর পাব না। ফৌজের কোন বড় অফিসার থাকলে আমার কথার সত্যতা যাচাই করতে পারতো।'

ফিরোজের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। ঃ ' কোন ফৌজি অফিসার এ সংবাদ আমার কাছে গোপন করবে না। আপনার কথা আমি অবিশ্বাস করিনি। মুনীব যাবার সময়ই বুঝতে পেরেছিলেন দস্তগিরদ থেকে আর ফিরে আসবেন না। পরশু পর্যন্ত কোন ঝুট ঝামেলা না এলে আমরা সাগর পাড়ে আপনাদের অপেক্ষায় থাকব। পুরনো গীর্জা আমি কয়েক বার দেখেছি।'

ঃ 'ফুস্তিনা! তোমার মাকে সান্ত্বনা দিয়ে যেতে পারলাম না। তিনি এখানে থাকলে হয়ত আমি আরো বিপাকে পড়তাম। এবার আমায় যেতে হয়।'

ফুস্তিনা তার চোখে চোখ রাখল। অনেক চেষ্টা করেও একটা শব্দও বলতে পারল না। ক্লেডিস 'খোদা হাফেজ' বলে দরজার দিকে পা বাড়াল। ফিরোজ অনুগমন করল তার।

রোম সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য-গৌরব ধূলায় মিশে গেছে। ইরান বিজয় গর্বে মদমত্ত। রোমানরা ওদের করদ প্রজা। ইরানের জনগণ আনন্দ উৎসবে মুখর। মদের ভান্ডগুলো শূন্য হয়ে গেছে। বিজিত এলাকার সৈন্যরা এ সংবাদ পেয়েছিল একটু দেরীতে। ওরাও হপ্তা ভর উৎসব করল। কিন্তু এসব এলাকার জনসাধারণের উপর নেমে এসেছিল সীমাহীন বিপর্যয়। মদে মাতাল ইরানী

সিপাইরা রোমানদের বাড়ীতে ঢুকে পড়ত। ওদের চিৎকারে কেঁপে উঠত নিথর প্রকৃতি। যুদ্ধ সময়কার বর্বরতার ঝড় আবার ফিরে এসেছিল ওদের কাছে। মজলুমের মর্সিয়া আর জালেমের অট্টহাসিতে ভারী হয়ে উঠেছিল মিসর, সিরিয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার বাতাস।

কিসরা প্রতিদিন উৎসব করতেন। সাধারণতঃ মাতাল হয়ে পড়ে থাকতেন তিনি। মদ আর নাচ গানের জলসায় হাফিয়ে উঠলে চাটুকারদের ডেকে নিতেন। ওরা কিসরার বিজয়কে দারার বিজয়ের সাথে তুলনা করে বোঝাতে চাইত যে, পৃথিবীতে কিসরার সমান আর কেউই নেই। অগ্নিপূজারী পাদ্রীরা তাঁকে দেবতার মত পূজা করত। বিজিত এলাকার গীর্জাগুলি অগ্নিবেদীতে রূপান্তরিত না করায় এদের দুঃখের অন্ত ছিল না।

একদিন ইরানের গভর্ণর খাজনা জমা দেয়ার জন্য দস্তগিরদ এসে পৌছল। পারভেজ তাকে ডেকে পাঠালেন। ইয়াসেন সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করে বললেন ঃ 'আরবের এক লোক নবুওতের দাবী করছে। তার ব্যাপারে তুমি কি জান?'

ঃ 'আলীজাহ! শুনেছি মক্কায় তার জন্ম। তাঁর দাবী, তাঁর কাছে খোদার কালাম আসে।

ঃ 'তুমি কি জান সে রোমানদের হাতে আমাদের পরাজয়ের ভবিষ্যতবাণী করেছে?'

ঃ 'শুনেছি জাঁহাপনা। কিন্তু আপনি পেরেশান হবেন না। মক্কার লোকেরা তার অনুসারী ক'জন অসহায়কে দেশ থেকে বের করে দিয়েছে। ওরা আশ্রয় নিয়েছে ইয়াসরিবে। মক্কা থেকে আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তার নিজের কবিলাই তার দুশমন। ওরা তাকে ইয়াসরিবে বেশীদিন থাকতে দেবেনা। সিরিয়া থেকে মক্কা হয়ে যে সব ব্যবসায়ীরা ইয়ামেন আসে আমি তাদের মাধ্যমে আরবের সব খবর জানতে পাই। ইরানীদের বিজয় সংবাদ শুনলে ওখানকার লোকেরা সে নবীকে বিদ্রূপ করে।

কাইজারের দূতদের দূরাবস্থা দেখলে এরা আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে আরবের কোন পাগলও তা বিশ্বাস করবেনা। সম্ভবত সন্ধির খবর এখনো ইয়াসরিব পৌছেনি। শুনলে ইয়াসরিবের লোকেরাও তাকে উপহাস করবে। জাঁহাপনা! আমি আশ্চর্য হচ্ছি ওইসব লোকদের দুঃসাহস দেখে, যারা আপনাকে এ ভবিষ্যত বাণী শুনিয়ে পেরেশান করছে।'

কিসরা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেনঃ 'এ সংবাদে আমি পেরেশান নই। আমি কাইজারের অহংকার চিরদিনের জন্য ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছি। ওরা আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু আমার বুঝে আসছেনা, এক আরব কেন আমাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতবাণী করল। আমাদের শক্তির খবর জানেনা, পৃথিবীতে কি এমন লোকও আছে!'

ঃ 'আলীজাহ! রোমানদের ফুসফুসে যখন খানিকটা বাতাস ছিল, আরবের নবী তখন ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন। ওরা ভেবেছিল, যুদ্ধের গতি ফিরে যাবে। আমি তো পাঁচ বছর পূর্বেই এ সংবাদ পেয়েছিলাম। কিন্তু তখন কেউই এ ভবিষ্যতবাণীর কোন গুরুত্ব দেইনি।'

পারভেজ ঝাঁঝের সাথে বললেনঃ 'পাঁচবছর পূর্বে খবর পেয়ে থাকলে আমায় জানাওনি কেন?'

ঃ 'জাঁহাপনা! দুনিয়ার কোন শক্তি আপনাকে পরাজিত করতে পারে, এ ব্যাপারে আমার নুন্যতম আশংকো থাকলেও আপনার খিদমতে হাজির হতাম। কিন্তু আপনার বিজয় সয়লাবের সামনে এ ভবিষ্যতবাণী অর্থহীন। খৃষ্টান পাদ্রীরাওতো বলেছিল, ইরানী ফৌজ জেরুজালেমের প্রাচীর লংঘন করতে পারবে না।' কিসরার নির্দয় ঠোঁটে ফুটে উঠল এক চিলতে কুটিল হাসি। গভর্ণরের মনে হল অকস্মাৎ খড়গটি তাঁর মাথার উপর থেকে নেমে গেছে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে সবাই দেখছিল রোমদের অপমানকর পতন। কস্তুনতুনিয়ার শাসকরা আঁধারের গভীর আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল। নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল আবার মাথা তুলে দাঁড়াবার সব সম্ভাবনা। দিগন্তে হারিয়ে গিয়েছিল হেরাক্লিয়াসের সৌভাগ্য সূর্য। তার ভাগ্যের কালো রাতের নিস্প্রদীপ আকাশে কে দেবে ভোরের পয়গাম!

কিন্তু পৃথিবীর এক কোণের কিছু মানুষের কাছে জয় পরাজয় তখনো নির্ধারিত হয়নি। ইরানীদের বিজয় সংবাদে কোরেশরা তাদের উত্যক্ত করতো। পরিশেষে রোমানরা বিজয়ী হবে, মহানবীর (সঃ) এ ভবিষ্যতবাণী ওরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিল। যুগের কোন পরিবর্তন, কোন ইনকিলাব তাদের এ বিশ্বাসে চিড় ধরাতে পারেনি।

রোমানরা বিজয়ী হবে মক্কার কাফেরদের কাছে এ ছিল অবাস্তব। ওরা আশ্চর্য হতো এই ভেবে যে, এ ভবিষ্যতবাণীর সাথে সাথে মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদও দেয়া হয়েছিল। আর তাই ওরা রোমানদের পরাজয়ের অপেক্ষা করছিল। কিসরার যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, রোমানরা মাথা তুলবেনা, মুহাম্মদের (সঃ) অনুসারী সেই মুষ্টিমেয় মানুষেরও তেমনি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, রোমানরাইবিজয়ীহবে।

রাতের আঁধারে পালিয়ে যাওয়া অসহায় মানুষগুলো কোন ময়দানে জয়লাভ করবে, কোরেশদের কাছে এ হাস্যকর মনে হতো। তবু তারা বলতো পরাজিত হলেও কাইজার রোম সম্রাট। বসফরাসের পাড়ে রয়েছে তার বিশাল সেনা ছাউনী। গীর্জা তার পক্ষে। দেশের হাজার হাজার মানুষ তার ডাকে সাড়া দেবে। কিন্তু মুহম্মদ (দঃ)! আর ক'জন চাকর বাকর সহ তাঁকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। কি আছে তার? সেও নাকি বিজয়ের স্বপ্নদেখে!

আত্মীয় স্বজন আর আপনজনদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অসহায় এবং নিঃসম্বল অবস্থায় যিনি একদিন মদিনার পথ ধরেছিলে, কে জানতো তার এ ক্ষুদ্র কাফেলার প্রতিটি কদম বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলছে কে জানতো, পথের দুধারের যে পর্বত উপত্যকা এদের অসহায় ছবি দেখেছিল তারাই একদিন এদের পদভারে কেঁপে উঠবে। কুফরের কুজ্ঝটিকা থেকে বাঁচার জন্য যে আলো অন্যত্র আশ্রয় খুঁজছিল, তারই আলোকছটায় মক্কার দিকবিদিক ঝলমলিয়ে উঠবে একথা কি করে ভাববে সাধারণ মানুষ। পৃথিবী চেয়ে চেয়ে দেখছিল আরবের সর্বত্রই, কেবল ইসলামের দুশমন আর অনারবে রোমানদের শত্রু। ওদের কাছে ইসলামের ভাগ্য ছিল মক্কার মুশরিকদের হাতে। আর রোমানদের ভাগ্য ছিল ইরানীদের হাতে।

যরদশতের ধর্ম খৃষ্টবাদের উপরে বিজয়ী হয়েছে, এ ভেবে অগ্নিপূজারীরা উল্লাস করছিল। লাত মানাত ইসলাম কে নিঃশেষ করতে পেরেছে ভেবে কোরেশরা ছিল আনন্দিত। কিন্তু মহানবীর (সঃ) ভবিষ্যতবাণী অবিশ্বাস করার মত একজন মুসলমানও ছিল না। ওরা ছিল তাঁর সে চিন্তাধারার সাথে একাত্ম। অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্নীল আশায় ওরা নির্যাতন সয়ে যাচ্ছিল। পৃথিবীর কেউ ওদের মত এতটা অত্যাচার সয়নি। আবার নিজের ভবিষ্যত নিয়ে ওদের মত এতটা আশাবাদীও কেউ ছিল না। রোমানরা কিভাবে বিজয়ী হবে, অসহায় মুসলমানরা কাফিরদের পরাজিত করবে কি ভাবে, তাদের এসব ভাববার দরকার ছিল না। ওরা শুধু জানত, মহানবী (সঃ) বিজয়ের ভবিষ্যত বাণী করেছেন।

রোমান সৈন্যরা ময়দান ছেড়েছে। কোষাগার শূন্য। গর্বিত দুশমন তাদেরকে অপমানকর শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য করেছে। প্রজা সাধারণ নিরাশ। ওরা উপহাস করছে হেরাক্লিয়াসকে। রোমের রাজমুকুটে গোলামীর শৃংখল। তার নৌকায় এখন শতছিদ্র। কিছু দিন পূর্বেও রোমানরা যাকে মুক্তিদাতা মনে করত, যার পথে ফুল বিছিয়ে দিতো, আজ তাকে উটকো ঝামেলা মনে করছে।

কিন্তু তারা কি জানতো, পতনের সর্ব নিম্নে অবস্থান করে হঠাৎ করেই এক অদেখা শক্তি তৎপর হয়ে উঠবে। যে শক্তি রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন, শীতের প্রকোপে পাতা ঝরা মরা বৃক্ষে যার ইশারায় হেসে ওঠে জীবনের স্পন্দন, গাছে গাছে দেখা দেয় সবুজের সমারোহ। সে শক্তিই তো মানবের কপালে এঁকে দেয় ভাগ্য লেখা। ওরা কি জানতো, তাদের অলস, বিলাস প্রিয় সম্রাট হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠবেন। অগ্নিতাপে যে শিরা উপশিরা স্পন্দিত হয়নি তাতেই শুরু হবে টগবগে খুনের সন্তরণ। কোন রোমান কল্পনাও করেনি কোন ঐশী শক্তি এক মৃত সম্রাটকে কবরের গভীর থেকে টেনে দুঃসাহসী মানুষের কাতারে এনে দাঁড় করাবে।

হেরাক্লিয়াসের অপাংক্তেয় অতীত ওদেরকে একথা ভাবতে বাধ্য করেছিল যে, কুদরত যদি তাদের কল্যাণ চান তবে আগে এ অযোগ্য সম্রাটের বোঝা তাদের ঘাড় থেকে সরিয়ে দেবেন। যে সম্রাট পরাজয় আর অপমান ছাড়া ওদের কিছুই দিতে পারে নি।

এই ক'বছর পূর্বেও মক্কার অলি গলিতে ইসলামের নবীর ভবিষ্যত বাণীকে উপহাস করা হয়েছিল। আজ তারই রূপায়নের সময় এসেছে। সবাই যখন নিরাশ, হেরাক্লিয়াস তখনি জড়তার নিদ্রা থেকে আড়মোড়া দিয়ে উঠলেন। বাহু যখন দুর্বল তখনি মরচে পড়া তরবারী হাতে তুলে নিলেন। পৃথিবীর সব অপমান আর জিল্লতীর বোঝা যখন তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হল, তখনি তিনি ইজ্জতের পথ বেছে নিলেন।

কিসরার মত এক শক্তিমান দুশমনের মোকাবিলা করার জন্য সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন ছিল। তার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থ। পারভেজ তাকে খেরাজ জমা করার

জন্য যে সময়টুকু দিয়েছিলেন, তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতিতে তা ব্যয় করলেন। কোষাগার শূন্য। সুতরাং হেরাক্লিয়াস গীর্জা এবং খানকায় দীর্ঘ দিনের জমা করা সম্পদে হাত দিলেন।

পাদ্রীরা এ সম্পদ হাতছাড়া করতে সহজে রাজি হলনা। কাইজার তাদের বললেন : 'তোমাদের কাছ থেকে ধার নিচ্ছি। সময়মত সুদসহ এর সব ফিরিয়ে দেব। ইরানী খেরাজ দেয়ার পরও যে শান্তি আসবেনা, পাদ্রীরা তা জানতো। ওরা জানতো, এ সম্পদ একদিন ইরানীদের হাতে চলে যাবে। এজন্য ইচ্ছা– অনিচ্ছায় হোক পাদ্রীরা তাদের লুকানো সম্পদ কাইজারের হাতে তুলে দিল।

ইরানের সাথে একটা যুদ্ধ জরুরী হয়ে পড়েছিল। ওরা এক হাজার তরুনী দাবী না করলে কাইজার হয়তো প্রজাদের হাত থেকে শুকনো রুটির টুকরা ছিনিয়ে হলেও কিসরার দাবী মেটাতেন। দূতদের মুখে কিসরার শর্তাবলী শুনে তার করণীয় ছিল দুটো, অসহায় প্রজাদেরকে ইরানীদের হাতে ছেড়ে দেয়া অথবা জীবন মৃত্যু সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে ইরানের বিরুদ্ধে লড়াই করা। কাইজার দ্বিতীয় পথই গ্রহণ করলেন। আধমরা প্রজাদে মনে হল, দুর্বল, অসহায় এবাং বিলাসপ্রিয় সম্রাটের মনে হঠাৎ করে পরিবর্তন এসেছে।

যে সব গরীব প্রজারা কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্য সকল অপমান নীরবে সহ্য করছিল, ওদের ভেতর এল নতুন উদ্দীপনা। ওরা মুক্তির শ্লোগান তুলে কাইজারের পতাকা তলে জমায়েত হতে লাগল। যে সেনাবাহিনী শুধুমাত্র কস্তুনতুনিয়ার হিফাজতের জন্য যুদ্ধ করতে পারতো, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত অভিযান পরিচালনার হিম্মত সৃষ্টি হল ওদের ভেতর। বাজনাতীন সালতানের সম্রাট এবং প্রজাদের এ পরিবর্তন ইতিহাসের এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।

সেনাবাহিনীতে নতুন ভর্তি এবং মর্মরা সাগরে নৌ–শক্তি বৃদ্ধির কাজে ব্যস্ত রইলেন কাইজার। তখনো বসফরাসের ওপারে দেখা যাচ্ছিল ইরান বাহিনীর সেনা ছাউনী। পূর্ণ প্রস্তুতির পরও হেরাক্লিয়াস ইরানীদেরকে হামলা করার ঝুঁকি নিলেন না। তিনি জানতেন, ব্যর্থ হলে ওদের জবাবী আক্রমনে কস্তুনতুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। আর বিজয়ী হয়ে তার ফৌজ পুব দিকে এগিয়ে গেলে পেছন দিকে বিপজ্জনক রূপ নিতে পারে।'

চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হল। কস্তুনতুনিয়ার দায়িত্ব সিনেটের উপর ছেড়ে দিয়ে হেরাক্লিয়াস স্বসৈন্যে জাহাজে চেপে বসলেন। মর্মরার ঢেউ কেটে তর তর করে এগিয়ে চলল রোমানদের যুদ্ধ জাহাজ। সিরিয়ার পশ্চিমে ইস্কন্দারিয়ার উপসাগরে জাহাজ নোংগর করল। এককালে এখানেই আলেকজান্ডার দারাকে পরাজিত করেছিলেন। হেরাক্লিয়াসের এ অভিযান ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। ইরানীরা ইচ্ছে করলে বসফরাসের পূর্ব পাড় ধরে এগিয়ে কস্তুনতুনিয়ায় আঘাত হানতেপারতো।

এ জন্যই সিনেটকে তিনি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে, পরাজিত হলে যেন আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু খালকদুনের আশপাশের ইরানীরা তড়িৎ কোন ফয়সালা করতে পারেনি। হেরাক্লিয়াস

হেরাক্লিয়াস এরপর এমন স্থানে পৌছলেন যেখান থেকে সিরিয়া এবং আরমেনিয়া অরক্ষিত হয়ে পড়ল। ইরানীরা ভয়ে কস্তুনতুনিয়া হামলা করল না। এশিয়া সীমান্তের পাহাড়ী কবিলাগুলোর সাথে তাঁর ছোট খাট সংঘর্ষ হল। কিন্তু কস্তুনতুনিয়ার পরিস্থিতি তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করল। এ অভিযানে কোন লাভ না হলেও এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

এই প্রথমবার রোমানরা বুঝল যে তাদের অলস সম্রাট প্রজাদের জন্য যে কোন ঝুঁকি নিতে পারেন। এর ফলে নিস্প্রাণ জনগণের মধ্যে জেগে উঠল বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা। ফিরে এলো হিম্মত ও সাহস। অপরদিকে উত্তর পশ্চিম এশিয়ায় নিপিড়ীত খৃষ্টানদের ভেতর জ্বলে উঠল আশার ক্ষীণ আলো। প্রতিটি বিজিত এলাকায় খৃষ্টানরা সীমাহীন আবেগ নিয়ে রোমান সৈন্যদেরকে অভ্যর্থনা করতে লাগল। হেরাক্লিয়াস বুঝলেন, এরা এখনো তাহলে ভোলেনি।

একবার ইরানীদের পরাজিত করতে পারলে চারদিকে বিদ্রোহে আগুন জ্বলে উঠবে। কিন্তু ইরানীরা হেরাক্লিয়াসের এ অভিযানে কৌতুক বোধ করছিল। দস্তগিরদে তার এ আক্রমনের সংবাদ পৌছার পর পোরোহিতরা কিসরাকে বলতে লাগল ঃ 'জাঁহাপনা, এবার হেরাক্লিয়াসের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে।' হেরাক্লিয়াসের ফিরে যাবার সংবাদ পেয়ে পারভেজ আর মোসাহেবরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। হেরাক্লিয়াস তখন নিনুয়া অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করল হেরাক্লিয়াসের যুদ্ধ জাহাজ। তরাবজনের কাছে এক স্থানে জাহাজ নোংগর ফেল্‌ল। আরমেনিয়ার খ্রীষ্টনরা দলে দলে কাইজারের পতাকা তলে সমবেত হতে লাগল। কোন ফয়সালা করার পূর্বেই কিসরার কাছে পরপর এ সংবাদ পৌছতে লাগল। হেরাক্লিয়াস তখন আজারবাইজানে প্রবেশ করেছেন।

একদিন খবর এল, যরদশতের জন্ম স্থান ইরানীদের প্রাচীন শহর আরমিয়া রোমানরা জয় করে নিয়েছে। নিভিয়ে দেয়া হয়েছে ওদের পবিত্র অগ্নিকুন্ড। যেরুজালেমের যে মর্যাদা খৃষ্টানদের কাছে ইরানীদের কাছেও আরমিয়ার সে মর্যাদা ছিল। খৃষ্টানদের মতোই এরা এ শহরকে অপরাজেয় মনে করতো। এ শহরের পতনের ফলে ইরানীরা ভড়কে গেল। ক'দিন পূর্বে রোমানদের অবস্থার মত হল এদের অবস্থা।

কুদরত এবার ভাগ্যের পাতা উল্টে দিচ্ছিলেন। ইতিহাস সোনার অক্ষরে লিখে রেখেছে এ সময়ের আরেক বিজয়ের কাহিনী। যে কাহিনী বদরের ময়দানে তিনশত তেরজনের বিজয়ের কাহিনী। বিজয়ী হল যে দ্বীন, সে দ্বীন শুধু আরবই নয় বরং পৃথিবীর সকল জুলুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এ বিজয় কোন ব্যক্তি বা বংশের নয়। এ বিজয় সত্যের। এ বিজয় শাশত বিধানের। এর পতাকা তুলেছিলেন প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)।

একদিকে ইরানীদের পরাজিত করে রোমানরা উল্লাস করছিল। অপরদিকে বদরের বিজয়ে মহানবীর অনুসারীরা আল্লার দরবারে ছিল সিজদায় রত। একদিকে ইরানে অপরদিকে মক্কার কাফিরদের ঘরে ঘরে শুরু হল আহাজারী। পূর্ণ হল মহানবীর (সঃ) ভবিষ্যৎ বাণী। রোমানরা

ইরানীদের উপর আর মুসলমানরা কাফেরদের উপর বিজয়ী হতে লাগল। এরপর ও ইরানীদের মতো কোরেশরাও আশাবাদী ছিল যে, ওরা আবার পরাজিত করবে প্রতিপক্ষকে।

উত্তর পূর্ব এলাকাগুলি পদানত করে কাইজার কাজওয়াইন এবং ইস্পাহানের দিকে এগিয়ে চললেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেনাবাহিনীকে ডেকে পাঠালেন কিসরা। কিসরার ফৌজ আসার পূর্বেই কাইজার সিরিয়া এবং অস্ট্রিয়া দখল করে নিলেন। যুদ্ধের পলিসি পাল্টে দিলেন কাইজার। নিয়মিত লড়াই বাদ দিয়ে তিনি বিভিন্ন শহর এবং কেল্লায় হামলা করতে লাগলেন। কোন ময়দানে ইরানী ফৌজের জমায়েত হওয়ার সংবাদ পেলেই হঠাৎ তার গতিপথ বদলে যেত। মাসের পথ অতিক্রম করতেন হপ্তায়। ওখানে গিয়ে ইরানীদের ওপর কিল্লায় আঘাত হানতেন।

পারভেজ সেনাবাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করলেন। পঞ্চাশ হাজার অভিজ্ঞ ফৌজ পাঠালেন হেরাক্লিয়াসের সাথে মোকাবিলা করার জন্য। অন্য দশ হাজার পাঠালেন রোমানদের পেছনে রসদ আসার পথ বন্ধ করে দিতে। তৃতীয় দলকে পাঠালেন কস্তুনতুনিয়া আক্রমণ করার জন্য। বাধ্য হয়ে কাইজারকে কৃষ্ণ সাগরের দিকে সরে আসতে হল। এখানকার লোকেরা একজন বিজয়ী বীর হিসেবে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। হাজার হাজার খৃষ্টান তার পতাকা তলে জমায়েত হতে লাগল। কৃষ্ণ সাগরের পাড়ে ছাউনী ফেলে তিনি নতুন আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

পেছনে শক্তিশালী নৌবহব। রসদ আগমনের পথ তার জন্য খোলা ছিল। কিন্তু যখনই ইরানীরা পুর্ণ তৎপর হয়ে উঠল অবস্থারও কিছুটা পরিবর্তন হতে লাগল। বিজিত এলাকার যে সব খৃষ্টানরা হেরাক্লিয়াসের বিজয়ের মধ্যে দেখেছিল সুখের হাতছানি ওরা এবার নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারল না। যে ইরানী সেনাপতি কস্তুনতুনিয়ায় হামলা করার জন্য এগিয়ে আসছিলেন তিনি তখন খালকদুন। রোমনরা খাকান কে এক লক্ষ আশরাফি দিয়েছিলেন। কিন্তু ওরা শেষ পর্যন্ত ইরানীদের সাথে মিশে গেল। এছিল ইরান সেনাপতির প্রথম বিজয়। জংলীরা গ্রামগঞ্জ মাড়িয়ে কস্তুনতুনিয়ার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

রোমের রাজধানীর জন্য এর চেয়ে বড় বিপদ আর কখনো আসেনি। খাকানের সাথে সন্ধির চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো কস্তুনতুনিয়ার নেতারা। রাজধানী থেকে সরকারী প্রতিনিধি দল যখন খাকানের কাছে পৌছল খাকানের দুপাশে তখন ইরানের দূত। রোমানরা অনেক সোনা রূপার উপঢৌকন নিয়েছিল। ওদের কথা শুনে খাকান তাচ্ছিল্যের সাথে বলল: এ সামান্য উপহারে আমার মন ভরবেনা। আমাকে কস্তুনতুনিয়া শহরটা নজরানা দিতে হবে। তোমাদের সম্রাট পালিয়ে গিয়ে না থাকলে এতোক্ষণে নিশ্চয় ইরানীদের হাতে বন্দী হয়েছে। কস্তুনতুনিয়া এখন আমার করুণার ভিখারী। তোমরা পাখী হয়ে উড়ে গেলে অথবা মাছ হয়ে সাগর পাড়ি দিলেও আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না।' রোমের প্রতিনিধি দল যখন খাকানের ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এল তখন ওদের পরনে জাইঙ্গা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এরপর জংলীদের উপর্যুপরী হামলায় কস্তুনতুনিয়ার জনজীবনে নেমে এল চরম বিপর্যয়।

ইরানী জেনারেল বসফরাসের ওপাড়ে বসে অর্ধমৃত শিকারের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানার অপেক্ষায় ছিলেন। রোমানদের প্রতিরোধ শক্তি নিঃশেষ প্রায়। যে আবেগ হেরাক্লিয়াসের জন্য বিজয়ের দুয়ার খুলে দিয়েছিল সে আবেগে ভাটা পড়ে এসেছিল। হেরাক্লিয়াস কোথায় ওরা জানতনা। যুগ যুগ থেকে যে বিপর্যয় ওরা দূরে ঠেলে রেখেছিল,তাই এখন মাথার উপরে।

একদিন আচম্বিত বসফরাসের কালো জলরাশির বুক চিরে এগিয়ে এল একটা যুদ্ধ জাহাজ। আনন্দে চিৎকার করে উঠল পাঁচিলের উপর পাহারারত সিপাইরা। হেরাক্লিয়াস আসছেন। ঈশ্বর শুনেছেন তাদের প্রার্থনা। কিন্তু কাইজার এ জাহাজে ছিলেন না। তিনি কস্তুনতুনিয়ার হেফাজতের জন্য বার হাজার সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। এই বিশাল নৌবহর সমস্ত শত্রু জাহাজ ধ্বংস করে দিল।

একজন নীরব দর্শকের মত ইরানী সিপাহসালার এ দৃশ্য দেখছিলেন। তাতারীরাও ভরকে গেল। লুটপাট করার জন্য এসেছিল ওরা। কিন্তু এবার ওরা নিরাশ হয়ে অবরোধ তুলে নিল।

এছিল কস্তুনতুনিয়ার জন্য সবচে চরম অবস্থা। কিন্তু তখনো রোমানদের আকাশ থেকে বিপদের কাল মেঘ কেটে যায়নি। পারভেজ তখনো পাঁচ লাখ সৈন্য ময়দানে হাজির করতে পারতেন। তাতারীরা ফিরে গেলেও খালকদুনের ইরানী ছাউনীতে হতাশা নেমে আসে নি। ওরা তখনো বিজয় সম্পর্কে আশাবাদী। ওরা যে কোন সময় কস্তুনতুনিয়া ধুলায় মিশিয়ে দিতে পারে।

হেরাক্লিয়াস নতুন চাল চাললেন। ভলগার ওপরের তুর্কী সম্রাটের কাছে তিনি বন্ধুত্বের পয়গাম পাঠালেন। ওরা ছিল জাত যোদ্ধা। সম্রাটের নাম জেবল। কাইজার তৈফলসের কাছে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। নিজের মুকুট খুলে তার মাথায় পরিয়ে দিয়ে বললেনঃ 'তুমি আমার ছেলে।' এরপর এক প্রীতি ভোজের ব্যবস্থা করলেন। সম্মানিত সবাইকে দামী উপহার দেয়া হল। নিজের রূপসী মেয়েকে যুবক সম্রাটের কাছে বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিলেন হেরাক্লিয়াস।

তুর্কী সম্রাট এতে দারুণ প্রভাবিত হলেন। চল্লিশ হাজার লড়াকু শামিল হল কাইজারের সাথে। এনিয়ে রোমান সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াল সত্তর হাজারে। এরপর কাইজার মধ্য ইরানে গিয়ে অসংখ্য ইরানীর মোকাবিলা করার ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। তিনি কখনো আরমেনিয়া, কখনো সিরিয়ার ইরানী চৌকিতে হামলা করতে লাগলেন। এভাবে কাটল ক'দিন। বসফরাসের পূর্ব পাড়ের সেনা ছাউনী কাইজারের জন্য বিপদ হয়ে দেখা দিল। পূর্ব দিকে এগিয়ে আসাও তার জন্য বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু কুদরত আর একবার তাকে সাহায্য করলেন।

একদিন সহকারী সেনাপতির কাছে পৌছল পারভেজের দূত। সাথে সরকারী হুকুম নামা। হুকুমনামায় লিখা ছিল সেনাপতিকে হত্যা করে তার মাথা আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। তুমি নিজে গ্রহণ কর সেনাপতির দায়িত্ব।

দূত ভুল করে চিঠি তুলে দিল সেনাপতির। তার মন বিষিয়ে উঠল। তিনি চিঠি লিখলেন। তাতে পারভেজের সীলপ্রায় চারশো ফৌজি অফিসারকে জমায়েত করলেন তিনি। ভর জলসায় পারভেজের এ নির্দেশনামা শুনিয়ে সহকারী সেনাপতিকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 'তুমি এ চারশো

ফৌজি অফিসারকে হত্যা করার নির্দেশ পেয়েছো। পারভেজের নির্দেশ পালন করতে কি তুমি প্রস্তুত?'

কোন জবাব দিল না সে। ফৌজি অফিসাররা অত্যাচারী সম্রাটের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হল। কিন্তু সেনাপতি বললেনঃ 'রোমানদের সাথে মিশে আমরা নিজের দেশ আক্রমণ করব না। আমার পরামর্শ হল, এ যুদ্ধে আমরা নিশ্চুপ বসে থাকব।'

অফিসাররা সেনাপতির এ নির্দেশ মেনে নিল। সেনাপতি কাইজারের কাছে লিখে পাঠালেন যে, 'আমার সৈন্যরা ভবিষ্যতে আপনার বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে অংশ নেবেনা।'

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

'আল্লার রাসূল মুহম্মদ (সাঃ) এর পক্ষ থেকে ইরান সম্রাট কিসরার নামে। তাকে সালাম, যে হেদায়েতের অনুসরন করে। আল্লাহ এবং তার রাসুলের (সঃ) উপর ঈমান আনার পর ঘোষনা করে যে আল্লাহ এক একক। তিনি আমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য নবী করে পাঠিয়েছেন। প্রতিটি মানুষকে তিনি আল্লার ভয় দেখাতে পারেন। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর শান্তি পাবে। আর যদি ফিরে যাও তবে প্রজাদের সকল দায় দায়িত্ব তোমার।'

'কারস্ নদী'র পাড়ে ছাউনী ফেলেছেন কিসরা। মহানবীর (সাঃ) এ চিঠি পৌছল তার কাছে। সিরিয়া এবং আরমেনিয়া থেকে রোমানদের অগ্রাভিযানের খবর আসছিল। এরপর ও পারভেজের যেন কোন দুঃশ্চিন্তা ছিলনা। শিকার এবং নাচ গানের আসর জমিয়ে রাখতেন তিনি। প্রতিটি নতুন সংবাদ পাওয়ার পর চাটুকাররা তাকে বলত ঃ 'কাইজারের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

খোলা ময়দানে এলে সমগ্র বাহিনীসহ সে ধ্বংস হয়ে যাবে। পারভেজের অহংকারের কারণ রোমানদের চে' কয়েকগুন বেশী ছিল তার ফৌজ। তার হাতীগুলোই রোমান সেনাবাহিনীকে পিষে ফেলার জন্য যথেষ্ট। পারভেজ রোমানদেরকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বাঁধা দিতে চাইলেন না। তিনি ওদেরকে এগিয়ে আসার সুযোগ দিলেন যেখান থেকে ওরা পালিয়ে যেতে পারবেনা।

এমন এক পরিস্থিতিতে আল্লার নবী কিসরার কাছে দূত পাঠালেন, যার সাম্রাজ্য মক্কার ক'জন মুহাজির এবং মদিনার ক'জন আনসারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এমন এক ব্যক্তি পরাক্রমশালী সম্রাটকে আনুগত্যের দাওয়াত দিলেন, যার অনুসারীরা দু'বেলা পেট পুরে খেতে পায়না। যার ছিলনা কোন দূর্গ অথবা নিয়মিত সেনাবাহিনী। শক্তি প্রদর্শনের জন্য যা প্রয়োজন তার কিছুই তার ছিলনা। এর আগে ইরান সম্রাটের নামের পূর্বে নিজের নাম লিখার দুঃসাহস কেউ করেনি।

দোভাষী সম্রাটকে চিঠির ভাষা বুঝাচ্ছিল। দরবারী হাসি চেপে রাখছিল বড় মুশকিলে। ওদের কাছে এ চিঠি এক উপহাস। রক্তলাল চোখে দূতের দিকে তাকালেন পারভেজ। হঠাৎ দোভাষীর হাত থেকে টেনে নিলেন মহানবীর পবিত্র চিঠি। টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেললেন তা। এরপর ইয়ামেনের গভর্নর বাজানকে নির্দেশ দিলেন, যে নবী আমার কাছে চিঠি লিখার দুঃসাহস দেখিয়েছে, তাকে গ্রেফতার করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

ইরানের অহংকারী শাসক রাসূলের (সঃ) চিঠির কোন গুরুত্বই দেননি। এমনকি দূতকে শাস্তি দেয়াও নিজের জন্য অপমানকর মনে করলেন। কিন্তু পারভেজ কি জানতেন, যে চিঠি তিনি ছিঁড়ে ফেললেন, তা লৌহ মাহফুজে লিখা হয়ে গেছে। দূত যখন রিক্ত হাতে ফিরে আসছিলেন, তখন কে বলতে পারতো, এসব নিঃস্ব মুজাহিদদের পদভারে প্রকম্পিত হবে কিসরারসালতানাত।

কিসরা এবং তার দরবারীরা ভাবতো বাজানের একজন দূত গিয়ে মদিনাবাসীকে বলবে, মুহম্মদকে আমাদের হাতে ছেড়ে দাও। কার সাধ্য তখন তাকে আটকে রাখে।

আরব সাগরের আশপাশ মাড়িয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেলেন কাইজার। ছাউনী ফেললেন দজলার পাড়ের বিশাল ময়দানে। এ বিস্তীর্ণ মাঠে আজো নিনোয়ার ভাংগা চিহ্ন চোখে পড়ে। এতদিন পর্যন্ত রোমানদের পিছু ধাওয়া করার মধ্যেই ইরানীদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল। এবার ওরা চূড়ান্ত লড়াইর নির্দেশ পেল।

এক প্রভাতে রোম ইরানের সৈন্যরা পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড়াল। তৎপর হয়ে উঠল দু'দল। ধূলায় ছেয়ে গেল নিনোয়ার বিশাল বিস্তীর্ন ময়দান। হেরাক্লিয়াসের বীরত্ব হতবাক করে দিয়েছিল সবাইকে। দুশমনের সারি ভেদ করে তিনি ভেতরে ঢুকে পড়লেন। সাথে অল্প কজন সিপাই। ইরানের সেনাপতি ছাড়াও তার হাতে নিহত হল আরো দুজন বিখ্যাত সালার। নেজার আঘাতে তার ঠোঁট কেটে গেল। কেটে গেল ঘোড়ার একটা পা।

দুশমনের বুহ্য ভেংগে আবার তিনি নিজের দলে ফিরে এলেন। রোমানদের ভিতর কিন্তু এল অমিত তেজ। কিন্তু সেনাপতির মৃত্যুতে ইরানীরা ভয় পেয়ে পিছু হটতে লাগল।

ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এল ময়দান। শক্তিমান ইরানীরা ছেড়ে গেল অসংখ্য লাশ এবং অস্ত্র সম্ভার। কয়েকবার পাল্টা হামলা করেছিল ইরানীরা। কিন্তু রোমানদের প্রচন্ড বিক্রমের সামনে দাঁড়াতে পারেনি ওরা। সূর্যাস্তের সময় ওরা পিছু সরে নতুন করে সারিবদ্ধ হতে লাগল। ময়দানে এখন আর তলোয়ারের ঝংকার নেই। গোধূলির বাতাস ভারী করে তুলছিল আহতদের চিৎকার।

রোমানরা ভেবেছিল ইরানীরা পালাবেনা। আবার ফিরে আসবে ময়দানে। কিন্তু রাতের আঁধার নেমে আসার সাথে সাথে ওরা আচম্বিত ছাউনীর দিকে সরে যেতে লাগল। রোমানরা নিহতদের সৎকার আর আহতদের সেবা করল রাতভর। ভোরে দেখা গেল ইরানী ছাউনী শূন্য। এ অযাচিত বিজয়ের পর ওদের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শত্রুর পিছু নেয়াকে ওরা জরুরী মনে করল।

এই প্রথম ময়দানে বিজয় পতাকা উড়িয়ে রোমানরা সামনে এগোতে লাগল। ক'দিন পর ধ্বংসের মুখোমুখী হল দস্তগিরদের বিশাল শহর। দূর থেকে দেখা গেল শাহী মহলের লেলিহান অগ্নি শিখা। রোমানদের আসার ন'দিন পূর্বে পারভেজ মাদায়েনের দিকে পালিয়ে গেলেন।

ইয়ামেনের গভর্নরের দরবার বসেছে। দরবারে সরকারী কর্মকর্তা ছাড়াও হাজির হয়েছে স্থানীয় ক'জন আরব এবং ক'জন ইহুদী সর্দার।

এক ফৌজি অফিসার ভেতরে ঢুকে মসনদের কাছে এসে বললঃ 'জনাব, মদিনা থেকে আমাদের দূত ফিরে এসেছে। ওরা আপনার খিদমতে হাজির হওয়ার অনুমতি চাইছে।'

বাজান চঞ্চল হয়ে বললঃ 'এক্ষুনি ওদের নিয়ে এসো'

বেরিয়ে গেল অফিসার। ফিরে এল দূতকে সংগে করে। দূত দুজনের একজনের নাম বাবুইয়া, অন্যজন খসরু। ওরা ভেতরে ঢুকেই পিট পিট করে বাজানের দিকে চাইতে লাগল।

ঃ 'চেহারা বলছে এ অভিযানে তোমরা সফল হওনি।' বাজানের কণ্ঠ।

ঃ 'ঠিকই ধরেছেন আলীজাহ।' বাবুইয়া বলল। 'ধমক ধামকে কাজ না হলে কোন বাড়াবাড়ি করতে আপনি নিষেধ করেছিলেন।'

ঃ 'তোমরা কি বলনি মহামান্য শাহানশার নির্দেশে তাকে গ্রেফতার করতে গিয়েছ।'

ঃ 'বলেছি জাঁহাপনা। আমরা আরো বলেছি, তোমরা শাহানশার এ হুকুম অমান্য করলে তার ইশারায় সমগ্র আরব মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হবে।'

ঃ 'সে কি বলল।'

বাবুইয়া উৎকণ্ঠিত চোখে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বললঃ'আলীজাহ! আপনার গোলাম এ ভর জলসায় সে কথা মুখে আনতে পারবেনা।'

ঃ 'আমি সে কথা শুনতে চাই।' বাজানের কণ্ঠে ক্রোধ।

বাবুইয়া সসংকোচে বলল ঃ 'আলীজাহ! সে বলল, তোমার সম্রাটকে বলগে যে, খুব শীঘ্রই মুসলমানদের হুকুমত কিসরার রাজ দরবার পর্যন্ত পৌঁছবে।'

বিস্ময়ে থ হয়ে রইল দরবারীরা। কক্ষে নেমে এল নিরবতা। এরপর পরস্পরের ফিসফিসানীর শব্দের সাথে ওদের ঠোঁটে ফুটে উঠল বিদ্রূপের হাসি। ধীরে ধীরে অট্টহাসিতে দরবার কক্ষ ভেংগে পড়তে লাগল।

কিন্তু বাজান গম্ভীর চোখে দূতের দিকে তাকিয়ে রইল। তার শীতল দৃষ্টি দরবারীদের হাসি থামিয়ে দিল। আবার দরবারে নেমে এল নিরবতা।

ঃ 'তোমরা মদিনার সর্দারদের বলনি যে শাহানশাকে ক্ষ্যাপালে তার পরিনতি ভয়াবহ হবে?'

ঃ 'আলিজাহ! সে নবীকে (সঃ) যারা বিশ্বাস করেছে আমাদের কথা তারা কানেই তোলেনি। তাদের হুকুমত ইরান পর্যন্ত পৌঁছবে এজন্য তারা আনন্দিত। আমরা আশ্চর্য হয়েছি এজন্য যে, ভর জলসায় এ ঘোষনা দেয়ার পর কেউ টু শব্দটি করলনা। কেউ জিজ্ঞেস করলনা কি দিয়ে তারা এত বড় একটা সাম্রাজ্যকে পরাজিত করবে। আমাদের তখন মনে হয়েছে, তিনি যদি বলেন আকাশের সব তারাগুলো এনে তোমাদের হাতে তুলে দেব, কেউ তাকে প্রশ্ন করবেনা ওখান পর্যন্ত আপনার হাত পৌঁছবে কিভাবে?'

ঃ 'জাঁহাপনা।' বলল বাবুইয়া 'তাদের ভয় দেখানোর জন্য আমরা আমাদের অসংখ্য সৈন্য এবং হাতীর উল্লেখ করেছি। কিন্তু ওদের কথায় মনে হল এগুলোকে ওরা ভেড়া বকরীর চেয়ে বেশী কিছু মনে করেনা।

ওদের শিশু কিশোর যুবক বৃদ্ধ সবার কণ্ঠে একটাই শ্লোগান ঃ 'খোদার জমিনে আমরা তার দীন কায়েম করব। এজন্যই আমাদেরকে পয়দা করা হয়েছে। আমাদের নেতা যখন আমাদেরকে জিহাদের হুকুম দেবেন, পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের মোকাবিলা করতে পারবেনা।'

বাজান প্রশ্ন করল ঃ 'মদিনার মুসলমানদের জিজ্ঞেস করলেনা যে তোমাদের হাতী ঘোড়া কতগুলো। আর ইরানকে পরাজিত করার জন্য তোমাদের সেনাবাহিনী কোথায়?'

ঃ 'তার দরকার ছিলনা। নিজের চোখে ওদের অসহায়ত্ব দেখেছি। ওরা কত যে নিঃস্ব। তাদের নবী খেজুর পাতার চাটাইতে বিশ্রাম করে। শুনেছি মক্কার লোকদের সাথে যুদ্ধে ওদের দারুন ক্ষতি হয়েছে। কোরেশদের সাথে আরবের আরো কটা কবিলা এক হয়ে গেলে ওরা আরবেই থাকতেপারবেনা।

তায়েফের পথে আসার সময় বুঝেছি লোকজন ওদের উপর কতটা ক্ষ্যাপা। ওদের বুকে ক্রোধের যে আগুন জ্বলছে তা মুসলমানদের ঘর পর্যন্ত পৌছতে বেশী দেরী হবেনা। আমরা ইয়াসরেবের ইহুদীদের সাথে কথা বলেছি। মুসলমানদেরকে মদিনা থেকে বের করে দিতে ওরা একাই যথেষ্ঠ।'

ঃ 'আরেকটা প্রশ্ন। মুসলমানদের নবীকে গ্রেফতার করার জন্য কজন সিপাই মদিনা পাঠালে এর ফলাফল কি দাঁড়াবে?'

ঃ 'আমার বিশ্বাস পথের সকল কবিলা এবং মদিনার ইহুদীরা আমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু মুসলমানরা তাদের নবীর জন্য দেহের শেষ রক্ত বিন্দুও বিলিয়ে দেবে।'

ঃ ' তার মানে ওরা আমাদের শক্তি দেখলেও ভয় পাবেনা?'

ঃ 'জাঁহাপনা। ওরা খোদাকে ছাড়া কাউকে ভয় পায়না।'

এক ইহুদী বললঃ 'গোস্তাখী না হলে একটা কথা বলতে চাই।'

ঃবলো।'

ঃ 'এ সব আমার কাছে উপহাসের মত লাগছে। মদিনা কজন সিপাই পাঠিয়েই দেখুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোন বুদ্ধিমান তাদেরকে বাঁধা দেবেনা। যেমন রিক্ত হাতে ওরা মক্কা থেকে বেরিয়েছে, তারচে অসহায় হয়ে ওরা মদিনা থেকে পালাবে।'

এক আরব রইস বয়ে উঠলঃ 'আলীজাহ। মুসলমানদের কে তাদের নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিলেও আপনার বিপদের কারণ হবেনা। এ মুহূর্তে আমরা কিসরার বিজয় আর কাইজারের পরাজয়ের খবর শুনতে চাই। নিনোয়ার যুদ্ধের সংবাদে আপনার প্রজারা দারুন পেরেশান।'

ঃ 'আমাদের প্রজাদের এ আশ্বাস দিতে পার যে, হেরাক্লিয়াস আর এক কদম এগোলে তার ধ্বংসে কেউ রুখতে পারবেনা। দস্তগিরদ অভিযানের ইচ্ছে না বদলে থাকলে তোমরা তার চরম পরাজয়েরখবরইশুনবে।'

ঃ 'জাহাপনা।' বাবুইয়া বলল 'নয় বছর পার হয়ে যাবার পরও মুসলমানরা সে ভবিষ্যতবাণী বিশ্বাস করছে। ওদের ধারনা শেষতক হেরাক্লিয়াসই বিজয়ী হবেন। আমরা তাদের সামনে যখন আমাদের সেনাপতির কথা বলছিলাম, তখন ওরা সবাই বলল যে, সে ভবিষ্যত বাণী পূর্ণ হবার সময়এসেছে।'

এক ফৌজি অফিসার গরম চোখে বাবুইয়ার দিকে তাকাল। বাজান নিজের উৎকণ্ঠা লুকোতে গিয়ে বললঃ 'যুদ্ধের ফয়সালা যদি তরবারীতে লেখা হয়, তবে রোমানদের কিসমতের ফয়সালা করবে ইরানীদের তলোয়ার। কিন্তু যদি আমাদের বিরুদ্ধে কোন অদৃশ্য শক্তি ময়দানে এসে যায় তবে আমি কিছুই বলতে পারছিনা।'

এক ইহুদী বললঃ 'যে নবী দেশ ছাড়া হয়ে মদিনায় গিয়ে অসহায় অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছে, তার ভবিষ্যতবাণীর এমন কি গুরুত্ব আছে?'

বাজান কিছু বলতে চাইছিল। এক যুবক হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করে বললঃ 'আলীজাহ। মাদায়েন থেকে দূত এসেছে। এক্ষুনি আপনার খিদমতে হাজির হবার অনুমতি চাইছে।'

পাহারাদারদের বাঁধা উপেক্ষা করে তিন ব্যক্তি ভেতরে ঢুকল। পোশাক ধুলা মলিন। একজনের হাতে চিঠি। মসনদের কাছে এগিয়ে সে বললঃ 'গোস্তাখীর জন্য ক্ষমা চাইছি। কিন্তু আপনার খিদমতে হাজির হওয়া জরুরী ছিল। আমরা মাদায়েন থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে এসেছি। এই নিনচিঠি।'

বাজান চিঠি হাতে নিয়ে বললঃ 'মনে হয় মাদায়েন থেকে কোন ভাল সংবাদ নিয়ে আসনি।'

মাথা নুইয়ে ফেলল দূত। বাজান কাঁপা হাতে চিঠি খুলল। বাকরুদ্ধ দরবারীরা বিমূঢ়ের মত তার চেহারার পরিবর্তন দেখতে লাগল। অবশেষে বাজান গভীর শ্বাস টেনে বললঃ 'মুসলমানদের নবীর ভবিষ্যতবাণী পূর্ণ হয়েছে। দস্তগিরদ ধ্বংস হয়ে গেছে।'

স্তব্ধ বিস্ময়ে নীরব হয়ে গেল দরবার। নিরবতা ভাংল বাজানের ডানপাশে বসা পুরোহিত।

ঃ 'এ নিশ্চয়ই দুঃসংবাদ। কিন্তু দস্তগিরদ পতন হলেও আমাদের নিরাশ হওয়া ঠিক হবেনা। চূড়ান্ত লড়াই হবে মাদায়েনের গলিতে। আমাদের শাহ দুশমনকে পরাজিত করে কস্তুনতুনিয়ার মহল পর্যন্ত কাইজারকে ধাওয়া করবেন।'

ঃ 'ইরানের যে শাহের নাম ছিল পারভেজ, তার মৃত্যু ঘটেছে।' বাজান বলল। 'তোমাদের নতুন সম্রাটের নাম শেরওয়া।'

এরপর বাজান দূতের দিকে ফিরে বললঃ 'চিঠি খুব সংক্ষিপ্ত। আমি তোমার মুখে সব শুনতে চাই।'

দূত বলতে লাগল। দরবারীরা গাঢ় নিরবতায় শুনতে লাগল পারভেজের চরম বিপর্যয়ের কাহিনী।

কি এক আশ্চর্য আর অকল্পনীয় বিজয়! হেরাক্লিয়াস দস্তগিরদ আসছে নিনোয়ার জয়ের পর এ সংবাদ পারভেজের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। রোমানরা আসার ন'দিন পূবেই কারো সাথে পরামর্শ না করে মহলের গোপন পথে মাদায়েনের দিকে ভেগে গেলেন তিনি।

হারেমের তিন শত তরুনীর মধ্যে মাত্র তিন জন এবং বেগম শিরীকে নিয়েছিলেন সাথে। বাকী রাত কাটালেন দস্তগিরদের কাছে এক কৃষকের ঝুপড়িতে। তৃতীয় দিন প্রবেশ করলেন মাদায়েন। তখন সেনাবাহিনীর কথা মনে পড়ল। মনে জাগল ধনরত্ন সংরক্ষণ করার চিন্তা।

দস্তগিরদের সেনাবাহিনী তার চাইতে রোমানদের ভয়ে তার হুকুম মানতে বাধ্য হল। হাতের সামনে যা পেয়েছিলেন তা নিয়েই তিনি মাদায়েনের পথ ধরেছিলেন। পরে তিন হাজার নর্তকীকে দস্তগিরদের পাশেই এক কিল্লায় পৌঁছে দেয়া হয়েছিল। ঝড়ের বেগে দস্তগিরদ প্রবেশ করল রোমান ফৌজ। কিসরার মহল থেকে লকলকিয়ে উঠল আগুনের লেলিহান শিখা। রোমানরা আসার পূর্বেই তাদের কাজ শেষ করে রেখেছিল বিজিত এলাকার বন্দী গোলামরা।

ইরানী ফৌজ শহর থেকে বেরিয়ে যেতেই ওরা লুটপাট শুরু করল। রোমানরা শহরে ঢুকে দেখল শহরের অলি গলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইরানীদের লাশ। ইরানীরা ধন সম্পদ সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল। এরপরও যে স্বর্ণ রৌপ্য কাইজারের হাতে এল তা ছিল আশাতিরিক্ত। দস্তগিরদ ধুলায় মিশিয়ে দেয়া হল। শাহী মহল পুড়িয়ে কাইজার মাদায়েনের পথ ধরলেন।

মাদায়েনের কাছে গিয়ে তিনি অনুভব করলেন সৈন্যরা ক্লান্ত। কয়েক হপ্তার লাগাতার পরিশ্রমে ওরা ভেংগে পড়েছে। তাছাড়া মাদায়েনের লোকেরা সেনাবাহিনীর সহযোগিতা ছাড়াই

কয়েকদিন পর্যন্ত রোমানদের মোকাবিলা করতে পারবে। পারভেজের কাপুরুষতার কারণে দস্তগিরদের বিজয় সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মাদায়েন ইরানীদের অস্তিত্ব।

এ শহর রক্ষায় ওরা শরীরের শেষ রক্তবিন্দু টুকুনও বিলিয়ে দেবে। এত বড় বিজয়ের পর হেরাক্লিয়াস এ ঝুকি নিতে চাইলেননা। পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ওদের আঘাত করতে হবে। সুতরাং তিনি সেনাবাহিনীকে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন।

এবার তার লক্ষ্য হল তাবরীজ। আসিরিয়ার ময়দান থেকে বেরিয়ে ফৌজ যখন পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ করল, শুরু হল তুষার পর্বত। কিন্তু এ তুষার পর্বত উপেক্ষা করে এগিয়ে চলল বিজয়ী লশকর। প্রায় পাঁচ হপ্তা পর ওরা ছাউনী ফেলল তাবরিজের কাছে।

সামনে বিপদ। এজন্য ইরানীরা পারভেজের নির্দেশ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু এখন বিপদ সরে গেছে। ওরা ঘৃণা ভরে তাকাতে লাগল বুযদীল সম্রাটের দিকে। নওশেরওয়ার নাতি তখন দেবতা নন। প্রতিটি অগ্নিপিন্ডে পুরোহিতরা এখন আর তার জন্য প্রার্থনা করেনা। বরং এ উটকো ঝামেলা থেকে ওরা নিস্কৃতি চায়।

মাদায়েনের অলি গলি কেঁপে উঠল মিছিলে মিছিলে। পারভেজ সীনের হত্যাকারী। নিনোয়ার আর দস্তগিরদের পরাজয়ের জন্য দায়ী পারভেজ। এ সব যুদ্ধে নিহত হয়েছে ইরানের লক্ষ লক্ষ তরুন। রোমানরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পারভেজকে হত্যা করলেই আমরা তাদের সাথে সন্ধি করতেপারব।

পারভেজও জন সাধারণের মনের অবস্থা বুঝতেন। তিনি জানতেন, আওয়াম তাকে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই দেবেনা। তিনি বর্তমান নিয়ে পেরেশান এবং ভবিষ্যতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। তার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা লোপ পেয়েছিল। মদে মাতাল হলে ও তার কানে ভেসে আসত সে সব মানুষের চিৎকার, যাদের তিনি হত্যা করেছিলেন।

অবশেষে একদিন ওমরাদের সভা ডেকে নিজের ছেলে মুরোজার শিরে মুকুট পরাবার ইচ্ছে ব্যক্ত করলেন। কিন্তু পরাজিত সম্রাটের প্রতিটি ইচ্ছেই অর্থহীন । ওমরাদের একটা দল তখন তার অপর ছেলে শেরওয়ার সাথে নিজেদের ভবিষ্যত জুড়ে দিয়েছে। সে ছিল পিতার চাইতে হিংস্রে, রক্ত পিপাসু।

মরোজা জন্মসূত্রে নিজকে মসনদের দাবীদার ভাবত শেরওয়া। সিপাইদের বেতন বাড়াবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং আওয়ামকে যুদ্ধের ঝামেলা থেকে মুক্ত করার আশ্বাস দিয়ে তাদের সাথে নিয়ে নিল। কিসরা যখন ব্যাপারটা অনুভব করলেন, তখন আর সময় নেই। তিনি পালানোর চেষ্টা করলেন। সিপাইরা তাকে সে সুযোগও দিলনা। পারভেজকে পাকড়াও করে শেরওয়ার সামনে নিয়ে এল।

শেরওয়া পিতার চোখের সামনেই নিজের আঠারোজন ভাইকে হত্যা করল। পারভেজকে নিক্ষেপ করল কয়েদখানার অন্ধ কোঠায়। ইরানের প্রতাপশালী শাসককে যেন জীবন্ত কবর দেয়া

হয়েছে। হাজার হাজার মানুষকে তিনি যে যন্ত্রণা দিয়েছিলেন এখন ছেলের হাতে নিজেই তা ভোগকরছেন।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর পারভেজের চিৎকার, আর আবেদন দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে জবাব হয়ে তার কাছে ফিরে আসতো। যে ছিল চরম অহংকারী অত্যাচারী সে নিজেই অসহায় হয়ে কারা কক্ষের কঠিন যন্ত্রণা ভোগ করছিল।

শেরওয়া পিতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইল। পাঁচদিন পর্যন্ত খুঁজল উপযুক্ত ব্যক্তি। অবশেষে এক যুবক এল। নাম হরমুজ। পারভেজ তার পিতাকে হত্যা করেছিলেন। সে বললঃ'আমায় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে দিন।'

ঃ 'হ্যাঁ। তুমি তোমার পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে পার।' জবাব দিল শেরওয়া।

এর একটু পরই ভেসে এল ইরান সম্রাটের অন্তিম চিৎকার। রক্ত মাখা পোশাক নিয়ে হরমুজ শেরওয়ার সামনে এসে বললঃ 'আপনার হুকুম পালন করেছি। আমি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি।'

শেরওয়ার ঠোঁটে ফুটে উঠল বিভৎস হাসি। ঃ 'তুমি তোমার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছ। কিন্তু আমি এখনো আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেইনি।'

ফ্যাকাশে হয়ে গেল হরমুজের চেহারা। চিৎকার দিয়ে বললঃ 'আলিজাহ! আমি শুধু আপনার নির্দেশপালনকরেছি।'

শেরওয়া সশস্ত্র পাহারাদারদের ইঙ্গিত করলেন। ওরা এগিয়ে এল, এক সংগে উঁচু হল চারটে তলোয়ার। এক চিৎকারের সাথে শেরওয়ার পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ল হরমুজের লাশ।

কয়েদখানার অন্ধ কোঠায় আসেমের দুবছর কেটে গেছে। ও এখন আর হপ্তা এবং মাসের হিসাব করে না। প্রথম তার সাথে তুরজ এবং মেহরান দেখা করতেন। এর ফলে জেলর তার সাথে ভাল ব্যবহার করত। জেলরের সহযোগিতায় সীনের বন্ধু ফৌজি অফিসারদের সাথেও তার মোলাকাত হতো। পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে এসব অফিসাররা যে আসেম কে ভুলবেনা জেলর তাও বুঝতে পেরেছিল। এ জন্য আসেমের সাথে তার হৃদ্যতা ছিল বেশী।

প্রথম প্রথম দস্তগিরদের আওয়ামের মত জেলরও সীনকে গাদ্দার মনে করত। কিন্তু আসেমের সাথে কথা বলে তার ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। ফলে, আসেমের সাথে ও আরো ভাল ব্যবহার করতে লাগল। কিন্তু এ ভাল ব্যবহার তার দুঃখ লাঘব করতে পারতনা। অতীত ছেড়ে, ভবিষ্যত

যাদ দিয়ে এ বন্দী জীবন ওর কাছে অকল্পনীয় ছিল। একদিন কক্ষের দরোজা খুলে গেল। জেলর ভেতরে ঢুকে বললেনঃ 'শুনলাম দু'দিন থেকে তুমি খাবারে হাত লাগাও না?'

আসেম তার দিকে চাইল। নির্লীপ্ত দৃষ্টি। কিন্তু কোন জবাব দিলনা। জেলর এগিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বলল 'তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আগামী দিন থেকে আমার বাসা থেকে তোমার জন্য খাবার পাঠাব।'

আসেম গভীর চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললঃ 'বুঝতে পারছিনা এক বদনসীব, কয়েক মাস অথবা কয়েক বছর এ অন্ধ কুঠুরীতে পড়ে থাকলে আপনার কি লাভ হবে?'

ঃ 'তোমার স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমার দায়িত্ব। আজ থেকে কয়েদখানার চার দেয়ালের ভেতর খোলাখুলি হাঁটাহাঁটি করার অনুমতি পাবে।'

আনন্দের ঝিলিক খেলে গেল আসেমের চোখে মুখে। জেলর হঠাৎ স্বর পাল্টে ফেললেন। হঠাৎ হাঁটার কথা শুনে এত উতলা হয়ো না। এ জেলে প্রায় তিন শো জনের মত লোককে শাহের হুকুমে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুধু তার নির্দেশেই এদের মুক্তি দেয়া যেতে পারে। কয়েদীদের অধিকাংশই এমন বংশের, যাদের দ্বারা বিদ্রোহের সম্ভাবনা রয়েছে। শাহানশা জানেন, এরা যতোদিন বন্দী থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত বিদ্রোহের সম্ভাবনা নেই। এদের দেখা শোনার ভার পড়েছে আমার উপর। শাহানশা চাইলেই এদেরকে তার সামনে হাজির করতে হবে।

আমায় কেন এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে জান? আমার পাঁচ সন্তান। আমার অবহেলার কারণে কোন কয়েদী যদি পালিয়ে যায়, তবে আমার সামনে আমার পাঁচ সন্তানকে হত্যা করা হবে। আমার আত্মীয় স্বজনকে দেয়া হবে কঠিন শাস্তি। তোমায় ঘোরাফেরা করার অনুমতি দিচ্ছি, কারণ আমি জানি, নিজের মুক্তির জন্য তুমি ওদের জীবন বিপন্ন করবে না। পালানোর চেষ্টা করলেও পারবে না। তুমি এতটা ভেংগে পড়েছ কেন? এইতো কিসরার পরাজয় সবে মাত্র শুরু। এবার হয়তো তিনি গ্রহণযোগ্য শর্তে রোমানদের সাথে সন্ধি করবেন। রোমানরা তোমার উপকার ভুলে গিয়ে না থাকলে শর্তের মধ্যে তোমার মুক্তির ব্যাপারটাও আনবে। এমনও হতে পারে যে, সিপাইরা কিসরার বিরুদ্ধে কোন বিপ্লব ঘটাতে পারে। নতুন বিপ্লব এলে সীনের বন্ধুরা তোমায় নিশ্চয়ই ভুলবেনা।

তুমি আরবের এক নবীর ভবিষ্যত বাণীর কথা বলেছিলে। আরমিয়ার পতনের পর আমার কেবলি মনে হয়, সে ভবিষ্যতবাণী সত্য হওয়ার সময় এসেছে। সাহস হারিও না। এখন তোমার জন্য খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

জেলর বেরিয়ে গেল। আসেমের চোখে ভেসে উঠল দস্তগিরদের কয়েদখানা থেকে শত মাইল দূরে এক নতুন মঞ্জিলের নতুন মহলের আলোর ঝলক।

ঃ 'ফুস্তিনা! ফুস্তিনা!' নিজের মনে বলছিল ও, 'তুমি কি আমার পথ চেয়ে থাকবে? প্রাণ আমার! আমার আসা পর্যন্ত কি তুমি ইন্তেজার করবে?' সাথে সাথে তার কল্পনার জগতে ছড়িয়ে পড়ত ফুস্তিনার ফুলেল হাসি।

সন্ধ্যা। জেলের চারদেয়ালের ভেতর ঘুরছিল আসেম কয়েকজন কয়েদীর সাথে কথা বলে তার মনে হল, সে একাই মজলুম নয়। জিন্দানখানার অনেক বন্দী তার চেয়ে বেশী অত্যাচারিত।

কেটে গেল আরো কমাস। একদিন ও শুনল রোমানরা নিনোয়ার ময়দানে ইরানীদের পরাজিত করে দস্তগিরদের দিকে এগিয়ে আসছে। কিসরা পালিয়ে গেছেন। আসেমের মনে হল বিপদের দিন শেষ হয়ে আসছে। জেলর বলেছিলেন রোমানরা দস্তগিরদে প্রবেশ করলে আমাকে কয়েদখানার কবাট খুলে দিতে হবে। কিন্তু কিসরা মাদায়েন পৌঁছেই হারেমের নর্তকী এবং এসব কয়েদীদের জন্য পাঁচশো সিপাই পাঠালেন।

নাংগা তলোয়ারের পাহারায় ওদের নিয়ে যাওয়া হল মাদায়েন থেকে খানিক দূরের এক পুরনো কিল্লায়। কিল্লার দায়িত্বে ছিলেন মেহরান। সে ছিল এমন কঠিন প্রাণ, জালিম শাসকের চরম নির্দেশ গুলো পালন করে সে মজা পেত। কিসরা তাকে বলেছিলেন ঃ 'মাদায়েনে কিছু হলে আমার হুকুমের অপেক্ষা না করেই এদের হত্যা করে ফেলবে।'

দস্তগিরদের জেলরকে ধন সম্পদ বহনকারী সিপাইদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ভবিষ্যতের আকাশে আসেম যে আশার ক্ষীণ আলো দেখেছিল তা আবার হতাশায় কালো মেঘে ছেয়ে গেল। কিল্লার ভেতর থেকে ও বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে যে খবর ছিল। কয়েদীদের সাথে কথা বলার অনুমতি ছিল না কোন পাহারাদারেরও। কয়েকদিন পর্যন্ত চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে ও রোমানদের অপেক্ষায় রইল। কিন্তু ওরা এলনা। ও প্রায়ই ভাবত, দস্তগিরদ আসার ইচ্ছে বাদ দিয়ে কাইজার কি করে ফিরে গেলেন! তাহলে কি রোমানরা পরাজিত? এমন কি হতে পারে যে, মাদায়েন বিজয়ের পর ক্লান্ত সিপাইরা এ অখ্যাত কেল্লার প্রতি নজর দেয়নি?'

কিল্লার মুহাফিজ বন্দীদেরকে ভাংগা দেয়াল মেরামত এবং পরিখা খোঁড়ার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। একজন পাহারাদার বেত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কোন কয়েদী ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাহিল হয়ে পড়লে তাকে বেত মারা হত। কখনো উপোস কখনো আধপেটা খাইয়ে ওদেরকে অমানুবিক কাজ করানো হত। তার উপর ছিল দৈহিক শাস্তি। কয়েকজন কয়েদী এতে অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রতি হপ্তায় বেড়ে যেতে লাগল মৃত কয়েদীর সংখ্যা।

একরাতে কয়েকজন বন্দী পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু টের পেল পাহারাদাররা। ওরা বন্দীদের ধাওয়া করল। বাঁধা দিতে গিয়ে মারা পড়ল কজন। চারজন ধরা পড়ল। বাকীরা দজলা পাড়ি দিয়ে পালাতে সক্ষম হল।

ধরা পড়া চারজনকে কিল্লার ফটকের সামনে ফাঁসীতে ঝুলান হল। কয়েকদিন পর্যন্ত ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলে রইল ওদের লাশ। লাশ যখন কঙ্কাল, একদল দ্রুতগামী সওয়ার কিল্লার ফটকে

এসে থামল। পোষাকে আশাকে যাকে অফিসার মনে হচ্ছিল। তিনি পাঁচিলের উপর পাহারারত সিপাইদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ 'দরজা খোল। শাহানশা আমাদের পাঠিয়েছেন।'

কেল্লার ফটক খুলে গেল। ক'জন সিপাই সাথে নিয়ে বেরিয়ে এল মুহাফিজ।

ঃ 'আমায় চেন?' বৃদ্ধ তাকে বললেন।

কিছুক্ষণ তার মুখে কোন কথা ফুটল না। অবশেষে বলল ঃ 'তুমি শাসান। এ কেল্লা থেকে পালিয়েগিয়েছিলে।'

শাসান বললো ঃ 'স্মরণ শক্তি লোপ না পেলে দেখ আরো দু'জন লোক আমার সাথে রয়েছে।' কিল্লার মুহাফিজ অন্য সওয়ার দিকে তাকিয়ে চিৎকার দিয়ে নিজের সিপাইদের বলল ঃ 'ওদের গ্রেফতার কর।'

ঃ 'তোমার লোকেরা শাহানশার সিপাইদের গায় হাত তোলার সাহস পাবে না। এখন থেকে আমি এ কিল্লার মুহাফিজ। আমি তোমাকে গ্রেফতার করার হুকুম দিচ্ছি।'

মুহাফিজের ক্রোধ এবার উৎকণ্ঠায় রূপান্তরিত হল। সে একবার নিজের সিপাইদের দিকে আবার সওয়ারদের দিকে চাইতে লাগল। শাসান পেছনে এক অফিসারের দিকে তাকাল।

অফিসার ঘোড়াসহ এগিয়ে মুহাফিজকে একটা চিঠি দিতে দিতে বললঃ 'ইনি সত্যি কথাই বলছেন। ইরানের শাহানশার হুকুমনামা পড়ে দেখতে পার।'

মেহরান চিঠির ভাঁজ খুলে পড়তে লাগল। তার চোখেমুখে ভেসে উঠল মৃত্যুর ছায়া। শাসান কিল্লার সিপাইদের বললেন ঃ 'পারভেজের হুকুমত খতম। নতুন সম্রাটের আনুগত্যের মাঝেই তোমাদের কল্যাণ। মাদায়েন এখান থেকে দূরে নয়। আমার কথা বিশ্বাস না হলে কাউকে ওখানে পাঠাতে পার।'

ঃ 'কাউকে না পাঠিয়ে আমি নিজেই মাদায়েন যাব।'

ঃ ' না, তোমায় কোথাও পাঠানো যাবেনা।' বলেই শাসান সংগীদের দিকে চাইল। চার ব্যক্তি ঘোড়া থেকে নেমে বেঁধে ফেলল মেহরানের হাত। এরপর ফটকের সামনে ঝুলন্ত চারটে কংকালের সাথে ঝুলতে লাগল আরেকটা নতুন লাশ।

যে পাহারাদার চাবুকের আঘাতে কয়েদীদের চামড়া তুলে নিত, তাদের লাগানো হল পাঁচিল মেরামত আর পরিখা খননের কাজে। অপরদিকে এদের দেখা শোনার জন্য কতক কয়েদীর হাতে তুলে দেয়া হল চাবুক।

ইরানের নতুন ইনকিলাবের খবর এখন আর কারো কাছে গোপন নয়। চারদিন পর মাদায়েন থেকে একজন দূত এসে বলল ঃ 'কয়েদখানার অন্ধ কোঠায় পারভেজকে হত্যা করা হয়েছে।' শাসান ছিলেন উত্তর ইরানের এক প্রভাবশালী কবিলার সন্তান। তিনি পারভেজের বন্দী হিসেবে কাটিয়েছিলেন দশ বছর। যে সব কবিলার সাথে তার আত্মীয়তা রয়েছে অথবা ভবিষ্যতে কাজে

আসতে পারে, শেরওয়ার কাছ থেকে এমন সব বন্দীদেরকে মুক্তি দেয়ার অনুমতি নিয়ে এসেছিলেনতিনি।

হপ্তাখানেকের মধ্যে শেরওয়ার প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়ে প্রায় দেড়শো বন্দীকে মুক্তি দেয়া হল। ওরা ফিরে গেল নিজ নিজ বাড়ীতে। তাদের শূন্যস্থান পূরনের জন্য মাদায়েন থেকে নতুন নতুন বন্দী আসতে লাগল। পুরনো বন্দীদের মধ্যে তারাই রয়ে গেল, যারা দূরের। অথবা যাদের দিয়ে বিদ্রোহের সম্ভবনা ছিল।

আসেমের অবস্থা ছিল অন্যসব কয়েদী থেকে ভিন্ন। তার চার্জশীটে রোমের গোয়েন্দা শব্দটি লিখা ছিল। কয়েকদিন পর আসেমকে শাসানের সামনে হাজির করা হল। শাসান তাকে শান্তনা দিয়ে বললেনঃ 'তুমি আমার কাছে অপরিচিত নও। আমি তোমার সব ব্যাপার জেনেছি। কিন্তু শেরওয়ার অনুমতি ছাড়া তোমায় ছাড়তে পারছিনা বলে দুঃখিত। রিপোর্টে তোমায় গোয়েন্দা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি জেনেছি, এ অভিযোগ সত্য নয়। কিন্তু রোমানদের হামলার আশংকা দূর না হওয়া পর্যন্ত তোমার পক্ষে কিছু বলা যাবে না। তোমার জন্য সুসংবাদ হল, ইরানের নতুন শাসক রোমানদের সাথে সন্ধী করার পক্ষপাতি। প্রতিনিধিদল তাবরিজ রওয়ানা হয়ে গেছে। কাইজারকে খুশী করার জন্য ওরা জেরুজালেমের ক্রুশও সাথে নিয়ে গেছে। ওরা সফল হলে সে ব্যক্তি কে ভুলবেনা, যে জীবন দিয়ে ইরানকে যুদ্ধের ধ্বংস থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল। তাছাড়া তোমার রোমান বন্ধুরা তোমায় ভুলে গিয়ে না থাকলে সন্ধী আলোচনার সময় নিশ্চয় তোমার ব্যাপারেও আলাপ করবে।'

ঃ 'তার মানে রোম ইরানের মধ্যে সন্ধী না হলে আমার ছাড়া পাওয়ার সম্ভবনা নেই!' আসেমের কণ্ঠে বিষন্নতা।

ঃ 'আমি তা বলিনি। তুমি বুঝছনা কেন' কি পরিস্থিতিতে শেরওয়া ক্ষমতা হাতে নিয়েছেন। তোমায় কথা দিচ্ছি, তিনি একটু নিশ্চিত হতে পারলে তার সাথে আমি নিজেই তোমার প্রসংগে আলাপ করব।'

ঃ 'ভেবেছিলাম তুরজ আমায় ভুলবেনা। আমি যে নিরপরাধ তিনি তা জানেন। আমি যে বেঁচে আছি এ সংবাদটা কি তাকে পৌঁছাতে পারবেন? সীনের সাথে আমি যখন দস্তগিরদ আসি তখন তিনি ওখানকার ফৌজের সিপাহসালার ছিলেন।'

ঃ 'তুরজ বেঁচে নেই। নিনোয়ার অভিযানে তিনি নিহত হয়েছেন।'

শাসানের সাথে কথা বলার পর আসেমের অবস্থা হল বিশাল বিস্তীর্ণ মরু বিয়াবানে নিঃসঙ্গ পথ চলা মুসাফিরের মত। সীনের কাছে ও শিখেছিল আশার ক্ষীণ আলোর পেছনে ছুটে চলার উদ্দাম গতি। কিন্তু তিনি তাকে ছেড়ে গেছেন। ফুস্তিনা ওর জীবনে তুলেছিল মরুভুমির ঝড়।

কিন্তু ও বেঁচে আছে কিনা তাও তার জানা নেই। ও প্রায়ই ভাবত, কিল্লার বাইরে কোথায় দু'দণ্ড নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। ফুস্তিনা যদি না থাকে তবে ছাড়া পেয়ে আমি যাবো কোথায়?

আরো আড়াই মাস কেটে গেছে। এক সন্ধ্যায় শাসানের কাছে একজন দূত এল। রাতের শেষ প্রহরে তিনি মাদায়েন রওয়ানা হয়ে গেলেন। এর দশদিন পর ও কক্ষের বাইরে পায়চারী করছিল, এক সিপাই এসে বলল ঃ শাসান আপনাকে স্মরণ করেছেন।'

ঃ 'তিনি মাদায়েন থেকে ফিরে এসেছেন?'

ঃ'জী।'

ঃ'কবে?'

ঃ 'প্রায় মাঝ রাতে।'

খানিক পর আসেম প্রবেশ করল এক প্রশস্ত কক্ষে। শাসানের পাশে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। তার ভ্রূযুগল পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে। ঃ 'তুমি একে চেন?' আসেমকে দেখেই শাসান প্রশ্ন করল।

আসেম গভীর চোখে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'এক বন্দীর স্মরণ শক্তির পরীক্ষা নেয়া কি উচিৎ? এখন আমি দুঃখ মুসিবত ছাড়া আর কিছুই চিনিনা।'

ঃ 'আমি মেহরান।' বৃদ্ধ বললেন 'আর তুমি কিন্তু বন্দী নও।'

আসেম অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। বেড়ে গেল তার হৃদকম্পন। আনন্দের আবেগে চোখ ফেটে বেরিয়ে এল অশ্রু রাশি।

ঃ 'তুমি মুক্ত।' বৃদ্ধের কণ্ঠ। 'জেলের বাইরে তোমার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত।'

আসেম শাসানের দিকে তাকিয়ে কাঁপা আওয়াজে বলল ঃ 'আমি কি সত্যিই মুক্ত?'

ঃ 'হ্যাঁ, তুমি মুক্ত। আমাদের প্রতিনিধি দল কাইজারের সাথে আলোচনা শেষে ফিরে এসেছেন। খবর শুনেই শাহানশাহর সাথে তোমার ব্যাপারে আলাপ করাব জন্য গেলাম। কিন্তু তার প্রয়োজন হয়নি। আমার যাবার পূর্বেই এমন এক সন্মানিত ব্যক্তি শাহানশাহর কাছ থেকে তোমার মুক্তির ফরমান হাসিল করেছেন, যিনি প্রতিনিধি দলের একজন।'

শাসান টেবিলের উপর থেকে একটা কাগজ আসেমের হাতে তুলে দিলেন। আসেম স্বকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে প্রথমে শাসানের দিকে পরে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললঃ 'আমি জানি কে সে সম্মানিত ব্যক্তি, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

ঃ 'আমি চেষ্টা না করলেও কয়েক হপ্তার মধ্যেই তুমি ছাড়া পেয়ে যেতে। দুঃখ হচ্ছে, এর পূর্বে তোমার ব্যাপারে মনযোগ দিতে পারিনি।'

ঃ ' সীনের সাথে যারা দস্তগিরদ এসেছিল, আপনারা তাদের সাথে দেখা করেছেন?'

ঃ 'ওদের সাথে আমার পরিচয় ছিলনা।'

ঃ 'কোন রোমান আমার কথা জিজ্ঞেস করেনি?'

ঃ 'না। ওখানে কেউ তোমার কথা জিজ্ঞেস করেনি। আমরা যখন কাইজারের ছাউনীতে প্রবেশ করি, তখন ওরা বিজয়ের আনন্দে মত্ত।'

নিরাশার কাল মেঘ আসেমের চেহারা ঢেকে ফেলল। শাসান তাকে শান্তনা দিয়ে বললেন ঃ 'তোমার রোমান বন্ধুরা তোমায় ভুলে গেছে বলে চিন্তা করো না। এত বড় বিজয়ের পর পুরনো বন্ধুদের কথা কারই বা মনে থাকে।'

ঃ 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার বন্ধুরা কেউ কাইজারের সাথে ছিল না। থাকলে অবশ্যই আমার কথা জিজ্ঞেস করত। আচ্ছা, সীনের স্ত্রী যে খালকদুন ছেড়ে গেছে তা কি আপনি জানেন?'

ঃ'জানি।'

ঃ 'ওরা এখন কোথায়?'

ঃ 'সীনের মৃত্যুর পর পারভেজ সীনের স্ত্রী কন্যাকে দস্তগীরদ নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু তার হুকুম পৌঁছার দুদিন পূর্বেই ওরা কোথাও পালিয়ে গিয়েছিল। কিল্লার মুহাফিজ বলেছে, ওরা বৈকালিক ভ্রমনে বেরিয়ে আর ফিরে আসেনি। তাদের এক চাকরও তাদের সাথে গায়েবহয়ে গেছে।'

আশার ঝিলিক খেলে গেল আসেমের চোখে মুখে। ঃ ' কিসরার যে দূত মাদায়েন এসেছিল ওরা কি কস্তুনতুনিয়া যেতে পেরেছে?'

ঃ 'হ্যাঁ। আমাদের সৈন্যরাই ওদেরকে বরফরাসের ওপাড়ে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু খেরাজ আনার জন্য যে সব ইরানী ওখানে গিয়েছিল, ওরা আর ফিরে আসেনি। পরে শুনেছি, ওদের হত্যা করা হয়েছে।'

ঃ 'কাইজারের দূতরা ফিরতি পথে খালকদুন অবস্থান করেছিল?'

ঃ 'হ্যা। ওরা খালকদুন ছিল এক রাত। ওদের একজন কেল্লায় গিয়ে সীনের মেয়ের সাথে দেখাও করেছিল। যদি মনে কর ওরাই তাদের কে পালাতে সাহায্য করেছে তবে ভুল করবে। কারন, ওরা পালিয়েছে রোমানদের চলে যাবার দুদিন পর। পারভেজ এসংবোদ শুনে কিল্লার বিশজন পাহারাদারকে হত্যা করেছেন। যে সিপাইরা তার নির্দেশনামা নিয়ে দেরী করে খালকদুন পৌঁছেছিল, ওদের ও শাস্তি দেয়া হয়েছে। ফিরতি পথে তাদের গতি ছিল তীব্র। আমরা জেনেছি, ওরা কোন মঞ্জিলে একদন্ড বিশ্রাম করেনি। এজন্য ওদের উপর আমার খানিকটা সন্দেহ হয়।'

ঃ 'তাহলে আপনি বলছেন, যারা সীনের স্ত্রী কন্যাকে গ্রেফতার করতে গিয়েছিল, ওরা খালকদুন পৌঁছেছিল রোমানদের পরে?'

ঃ 'হ্যা। দেরীতে পৌঁছার কারণ ওরা চলে যাবার পর পুরোহিতদের পরামর্শে পারভেজ ওদের গ্রেফতারীর হুকুম দিয়েছিলেন। তাছাড়া সিপাইরাও তাড়াতাড়ি পৌঁছার প্রয়োজন মনে করেনি। তবে একথা ঠিক যে, সীনের স্ত্রী কন্যা রোমানদের সাথে যায়নি। যখন ওদের খোঁজ করা হচ্ছিল আমি তখন প্রায়ই দস্তগীরদ যেতাম। তুরজের মত আমার ও ধারণা ছিল ওদেরকে হত্যা করা

হয়েছে। অপরাধ ঢাকার জন্যই শুধু এই খোঁজাখুজি। খালকদুনে সে সেনাবাহিনীর অনেকের সাথেই আমি কথা বলেছি। ওরা সবাই বলেছে, সত্যি ওদেরকে পাওয়া যাচ্ছেনা। রাতের আঁধারে কিল্লার বাইরে কিছু একটা হয়ে থাকলে তার জন্য সেনাবাহিনী দায়ী নয়।'

অস্থিরতায় আসেম যেজলদি উঠে দাঁড়াল। শাসানের দিকে তাকিয়ে বিষন্ন কণ্ঠে বললঃ 'আমি কি এখন যেতে পারি?'

শাসান উঠে দাঁড়ালেন। ঃ 'না। আগে কক্ষে গিয়ে নাস্তা করে নাও। আমি কাপড় পাঠাচ্ছি।। তোমার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ঘোড়ার সাথের থলিতে দিয়ে দেয়া হবে।'

ঃ 'আমরা কেল্লার ফটকে তোমার অপেক্ষা করব। কিন্তু তুমি এখন কোথায় যাবে ?'

ঃ 'জানিনা।' ভারী শোনাল আসেমের কণ্ঠ। সাথে সাথে এতোক্ষনে ধরে রাখা অশ্রু বিন্দু বিন্দু হয়ে ঝরে পড়ল। মেহরান দাঁড়ালেন।

আসেমের কাঁধে স্নেহের হাত বুলিয়ে বললেন ঃ 'তুমি হয়তো জাননা আসেম, সীন ছিল আমার একান্ত বন্ধু। ইরজ থেকে থাকলে ফুস্তিনা হতো আমার পুত্র বধু।'

ঃ 'না। আমার উপকারী বন্ধুকে খুশী করার জন্য মিথ্যে বলবনা। মৃত্যুর পূর্বে ইরজ আপনার কাছে কথা বলতে পারলে বলতো ফুস্তিনা আপনার ছেলের মুখে হাসি ফোটানোর পরিবর্তে এমন এক বদনসীবকে হৃদয় দিয়েছিল, যে তাকে ভালবাসার অশ্রু ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবেনা। মর্মরের প্রাসাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে সে বোকা মেয়ে এমন একজনকে গ্রহন করতে চেয়েছিল যে তাকে কুঁড়ে ঘরও দিতে পারবে না।'

মেহরান হতবাক হয়ে আসেমের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেনঃ 'তুমি যদি ফুস্তিনাকে খুঁজে পাও তবে কুঁড়ে ঘরে থাকার দরকার হবে না। আমার ঘরের দুয়ার তোমার জন্য সব সময় খোলা থাকবে। তুমি এলে আমি বুঝব ইরজ নতুন রূপ নিয়ে আমার কাছে ফিরে এসেছে।'

ঃ 'কোন দিন হয়ত আপনার কাছে ফিরে আসব। কিন্তু এখন কথা দিতে পারছিনা।'

ঃ 'তুমি কস্তুনতুনিয়া যাবে?'

ঃ'জী।'

ঃ'তারপর?'

ঃ 'জীবন ভর ফুস্তিনাকে খুঁজে ফিরব।'

শাসান বললেনঃ 'ফুস্তিনা তোমাকে এতটা ভালবেসে থাকলে ওকে বোকা বলা যায় না। আমার বিশ্বাস, মাদায়েনের সকল শ্বেত পাথরের প্রাসাদের চাইতে তোমার কুঁড়েই ওর কাছে বেশী সুন্দর মনে হবে।'

কিছু না বলে হাঁটা দিল আসেম। খানিক পর নতুন পোষাক পরে ও পৌঁছল কেল্লার ফটকে। একটা সুন্দর ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে এক সিপাই। শাসান এবং ইরজের পিতা ছাড়াও কেল্লার কয়েকজন মুহাফিজ তার অপেক্ষা করছিলেন।

একে একে সবার সাথে মোসাফেহা করে ও ঘোড়ায় চেপে বসল। শাসান তার সাথে কয়েক কদম এগিয়ে আবার মোসাফেহা করে বললেন ঃ 'ঘোড়ায় বাঁধা থলিতে হাত দিলে ছোট্ট একটা ব্যাগ পাবে। ওটা তোমার পথ খরচের জন্য দেয়া উপহার।'

ফোরাতের তীর ঘেঁষে চলতে লাগল আসেম। বিদায় বেলা মেহমান যে থলি দিয়েছিল তা ছিল আশরাফিতে ভরা। এজন্য পথে ওর কোন অসুবিধা হয়নি। ইরানের পুরনো শহর পার হয়ে ও সিরিয়ার পথটাকে নিরাপদ মনে করল। এপথ আবাদী এলাকা দিয়ে অতিক্রম করেছে।

এক দুপুরে ও হলব থেকে কয়েক ক্রোশ দূরের এক গাঁয়ে প্রবেশ করল। সরাইখানায় চারটে খেয়েই ঘোড়া পাল্টে ও চলে এল নদীর পাড়ে। যাত্রীদের আনার জন্য নৌকাগুলো কখন ওপাড়ে চলে গেছে। সন্ধ্যার পূর্বেই ও সামনের মঞ্জিলে পৌঁছাতে চেয়েছিল। চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে ও নৌকা ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগল।

খানিক পর দেখা গেল যাত্রী বোঝাই পাঁচটা নৌকা ফিরে আসছে। যাত্রীদের পোষাকে আশাকে ইরানী সিপাই মনে হচ্ছে। কিন্তু সামনের নৌকার আটজনের গায়ে রোমান পোষাক।

গ্রামের কয়েক ব্যক্তি নদীর পাড়ে জটলা করছিল। ওদের ক্রুদ্ধ চোখগুলো তাকিয়ে ছিল ইরানী সিপাইদের প্রতি। এক বৃদ্ধ সিরীয় পাদ্রী বললেনঃ 'আজ ইরানীরা রোমানদের বন্ধু সেজেছে। ওদের আমি এ গ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে দেব না।'

এক যুবক এগিয়ে বললঃ ' পবিত্র পিতা। ওদর সাথে তো আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ওরা ফিরে যাচ্ছে নিজ নিজ বাড়ীতে।'

ঃ 'না, না, অগ্নি পূজারীদের সাথে আমাদের লড়াই শেষ হয়নি। ইন্তাকিয়া, হলব, দামেশক এবং জেরুজালেম যারা ধ্বংস করেছে ওদের জীবিত রাখা যায় না।'

যুবক বিরক্ত কণ্ঠে বললঃ 'আপনি লড়তে চাইলে বাঁধা দেবনা। কিন্তু আপনার জন্য আমরা আর রক্ত ঝরাতে পারবনা। রোমানরাও হয় তো আপনার জন্য কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চাইবে না। দেখুন, ওরা এসে গেছে প্রায়। মুখ সামলে রাখবেন। ... অনুগ্রহ করে সরে যান। নয়তো-----'

ঃ 'নয়তো। নয়তো কি? কি করবে তুমি?'

ঃ 'নয়তো আপনাকে এই নদীতে ফেলে দেব। আমি জানি আপনি সাঁতারও জানেন না।'

পাদ্রী কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু দর্শকদের অট্টহাসিতে তা হারিয়ে গেল। বুড়ো পাদ্রী গজর গজর করতে করতে অন্যদিকে হাঁটা দিল। নৌকা নিকটে এসে গেছে। আসেম অনিমেষ চোখে তাকিয়ে রইল প্রথম নৌকার এক আরোহীর দিকে। বুকের ভেতর হৃদপিন্ডটা লাফিয়ে উঠল। থেমে গেল আবার। আনন্দের উচ্ছ্বসিত আবেগে একবার বিচরণ করছিল সপ্তম আকাশে। আবার ডুবে যাচ্ছিল হতাশার গহীন সাগরে।

আরোহী এক ইরানীর সাথে কথা বলে আচমকা তীরের দিকে চাইল। দৃষ্টি এসে আটকে রইল আসেমের উপর। হঠাৎ দুহাত উপরে তুলে ধরল। তীরে ঠেকল নৌকা। আসেম ঘোড়ার বাগ ছেড়ে এগিয়ে এল। দীলরেস একলাফে নৌকা থেকে নেমে আসেমকে জড়িয়ে ধরল।

ঃ 'ঈশ্বরের শোকর তোমায় এখানে পেয়েছি। আমি তোমায় খুঁজতে মাদায়েন যাচ্ছিলাম। ইরানের কত শহরে যে ঘুরতে হত তা জানা ছিলনা।'

আসেম কিছু বলতে চাইল। কিন্তু তার বাকরুদ্ধ। শুধু নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল দীলরেসের দিকে। ও তার কাঁধে হাত রেখে বললঃ 'আসেম। ফুস্তিনা বেঁচে আছে।'

পৃথিবীর সব হাসি আনন্দ, নেচে উঠল তার চোখের সামনে।

ঃ 'কোথায় ও।' কেঁপে উঠল আসেমের কণ্ঠ। এর সাথে সাথে চোখে উছলে এল আঁসুর দরিয়া।

ঃ 'ও এখন কন্তুনতুনিয়া। আমরা খুব তাড়া তাড়ি সেখানে পৌঁছে যাব।'

ততোক্ষণে কতক রোমান এবং ইরানী তাদের আশ পাশে জমা হল। দীলরেস এক ইরানী অফিসারকে বলল ঃ 'ঈশ্বর আমায় এক দীর্ঘ সফর থেকে বাঁচিয়েছেন। আমি এখান থেকেই ফিরে যাব। এ হলো আসেম। একে খোঁজার জন্যই আমি মাদায়েন যাচ্ছিলাম।'

ইরানী অফিসার এগিয়ে আসেমের সাথে হাত মেলাল। একে একে সবাই মোসাফেহা করল তার সাথে। খানিক পর দীলরেস এবং আসেম ওপারে যাবার জন্য ইরানীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নৌকায় চেপে বসল।

ঃ 'তুমি তো জিজ্ঞেস করলেনা, ফুস্তিনা কিভাবে কন্তুনতুনিয়া পৌঁছল।'

ঃ 'তার দরকার নেই। ও বেঁচে আছে এই আমার জন্য যথেষ্ঠ। কয়েদ থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় শুনেছি ওরা কিল্লা থেকে পালিয়ে গেছে। তাছাড়া তোমরা ওখানে একরাত ছিলে। তোমাদের মধ্যে কে একজন তার সাথে দেখাও করেছ। কিন্তু ওরা তোমাদের সাথে যায়নি। আমার ধারণা, সীনের কোন বন্ধুই হয়ত ওদের বসফরাসের ওপাড়ে পৌঁছে দিয়েছিল।'

ঃ 'খালকদুনে সীনের একজন বন্ধুকেই আমরা বিশ্বাস করতে পারতাম। সে তার বুড়ো চাকর ফিরোজ। ক্লেডিসের কথা মত আমাদের চলে যাবার তিন দিন পর সে বুড়ো ওদেরকে নদী তীরে পৌঁছে দিয়েছিল। রাতে আমরা নৌকা নিয়ে এসেছিলাম। কাইজারের অভিযানের সময় আমাদের সামনে বড় সমস্যা ছিল তোমায় খুঁজে বের করা। ফুস্তিনাকে দেখা শোনার দায়িত্ব নিয়েছিল ক্লেডিস। রসদ সামানের জন্য আমায় কয়েকবার কার্টাজেনা যেতে হয়েছে।'

ঃ 'ক্লেডিস এখন কোথায়?'

ঃ 'রাজধানীতেই আছে। এক সাথে আসার ছিলাম। কিন্তু হেরাক্লিয়াস তরাবজোন থেকে ফিরে আসছেন শুনে ও রয়ে গেছে। কন্তুনতুনিয়ায় আমাদের শাহানশার বিজয় মিছিল দেখতে পাবনা ভেবে বন্ধুরা দুঃখ করছিল। এখনতো আমরা সময়মত পৌঁছে যাচ্ছি। ইস্তাকিয়া গেলেই আমরা জাহাজ পেয়ে যাব। বাতাস অনুকূলে থাকলে অল্প কদিনেই পৌঁছে যেতে পারব। ঘোড়ায় সওয়ারী করতে আর ইচ্ছে করছেনা।'

ঃ 'ইরানীরা কি খালকদূন থেকেই আপনার সাথে এসেছে?'

ঃ 'হ্যাঁ। সন্ধির পর ক্লেডিস ওখানে গিয়েছিল। সিপাহসালার তোমায় খুঁজে বের করবেন বলে কথাও দিয়েছিলেন। আনাতোলিয়ার পথে ইরানীরা যখন ফিরে যাচ্ছিল, ক্লেডিসের ধারণা ছিল যে, ওরা খুব শীঘ্র তোমার সংবাদ দেবে। ওদের কোন সংবাদ না পেয়ে আমরা মাদায়েন যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইরানীদের বসফরাসের ওপাড়ের ছাউনী শূন্য প্রায়। সিপাহসালার ও চলে গেছেন। আমার সাথে যারা এসেছে এরা হল তরাবজোনের কয়েদী। ওদের বন্দী করে কন্তুনতুনিয়া পাঠানো হয়েছিল। এবার তোমায় একটা দুঃসংবাদ দেব।'

ঃ ' ফুস্তিনার মায়ের ব্যাপারে?' আসেমের কণ্ঠে উদ্বেগ।

ঃ ' হ্যাঁ। কন্তুনতুনিয়া যাবার তিন মাস পর তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এর কয়েকমাস পর ফিরোজও মারা গেছে। এতে দারুণ ব্যথা পেয়েছে ফুস্তিনা। ক্লেডিসের স্ত্রী এবং বোন না থাকলে যে ওর কি হতো ঈশ্বরই জানেন। মায়ের মৃত্যুর পর তার ধারণা জন্মেছে যে ঈশ্বর তার উপর নাখাশ। ও বার বার একটা কথাই বলে, জেরুজালেমে রাহেবা হয়ে গেলে আমার পিতা মাতার উপর এ বিপদ আসতোনা। ও কয়েকবারই রাহেবা হতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্লেডিসের স্ত্রী এবং বোন ওকে বুঝিয়েছে যে, আসেম বেঁচে আছে। অল্প কদিনের মধ্যেই ও এখানে আসবে।

গত বছর হঠাৎ একদিন ওকে পাওয়া গেলনা। দুদিন পরও কোন খোঁজ নেই। ফিরে এল তৃতীয় দিন ভোরে। ওনাকি রাহেবা হওয়ার জন্য গীর্জায় চলে গিয়েছিল। রাতে স্বপ্নে দেখে তুমি এসেছ। আর থাকতে পারেনি। ভোরেই পালিয়ে এসেছে। এর পর থেকে গীর্জার পাদ্রীরা লেগেছে তার পেছনে। প্রায়ই ক্লেডিসের বাড়ীতে এসে ফুস্তিনাকে ফুসলায়। ফুস্তিনা প্রতিবার ওদের বলে, আমি তো রাহেবা হতে অস্বীকার করিনি। অল্প কদিন সময় চাইছি মাত্র। ক্লেডিসের আশংকা, কবে আবার ও গীর্জায় চলে যায়। একবার ওখানে ঢুকলে আর বের হবার পথ থাকবেনা।'

আসেম নিরুত্তর। ওর মাথায় তখন ফুস্তিনার চিন্তা। কানে বাজছে ওর কান্নার মৃদু শব্দ।

ঃ 'আরেক কথা। আমি বিয়ে করেছি আসেম!'

আসেম মুচকি হেসে বলল ঃ 'মোবারকবাদ। কনের নাম নিশ্চয়ই জুলিয়া।'

ঃ 'হ্যাঁ। কিন্তু এ আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হয়। বিয়ের এক হপ্তা পূর্বেও আশা করিনি জুলিয়ার পিতা আমার উপর এতটা মেহেরবান হবেন। আমি জুলিয়াকে ভালবাসতাম। কিন্তু মারকাশের বংশ গৌরব বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্লেডিস আমার একান্ত বন্ধু হলেও নিজের ব্যাপারে আমি সচেতন ছিলাম। দস্তগিরদ থেকে ফিরে আসার পর মারকাশ এই প্রথম আমার সাথে কোলাকুলি করলেন। সব শুনে তিনি ঘোষণা করলেনঃ 'কস্তুনতুনিয়ার উপর নতুন করে কোন বিপদ না এলে চলতি সপ্তার মধ্যে জুলিয়ার বিয়ে হবে।'

আমি লজ্জা জড়িত কণ্ঠে বরের কথা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেনঃ 'এক যুদ্ধ বিজয়ী বিশস্ত যুবক হবে আমার জামাতা। তার নাম দীলরেস।'

দীলরেস বিয়ের সব ঘটনা শোনাতে চাইছিল। কিন্তু আসেমের চেহারা বলছিল ও এখন কল্পনার আকাশে বিচরণ করছে। তাকে অন্যমনস্ক দেখে দীলরেসও কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল।

কয়েকদিন পর ওরা ইস্তাকিয়া প্রবেশ করল। তখন দুপুর। ওরা শুনল বন্দরে একটা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। বন্দরের দিকে ছুটল ওরা। গিয়ে দেখল জাহাজে জায়গা নেই। জাহাজে স্থান না পেয়ে কয়েকজন যাত্রী কেপ্টেনের সাথে ঝগড়া করছে। এক গাসসানী রইস গলা ফাটিয়ে বলছিলেনঃ 'আমি আমাদের সম্রাটের দেয়া উপহার নিয়ে কাইজারের কাছে যাচ্ছি। যদি এ জাহাজে যেতে না পারি তবে ইস্তাকিয়ার গভর্নরের কাছে তোমার নামে অভিযোগ করব। বিজয় মিছিলের পূর্বেই আমায় রাজধানীতে পৌঁছতে হবে।'

ক্যাপ্টেন বড় কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করে বললঃ 'ঠিক আছে, তোমার উপহার আমি পৌঁছে দেব। কিন্তু আমার জাহাজে আর কাউকে তোলা যাবে না। বিজয় আনন্দ একদিনেই শেষ হয়ে যাবে না। দু' তিন দিনের মধ্যে তুমি অন্য জাহাজ পেয়ে যাবে।'

ঃ 'কিন্তু আমি কাইজারের মিছিল দেখতে চাই। আমি জানি তিনি খুব শীঘ্রই পৌঁছে যাবেন।'

ঃ 'এরা সবাই মিছিল দেখার জন্য যাচ্ছে। জাহাজে কাকে তুলব আর কাকে তুলব না সে আমার ইচ্ছে। তুমি হয়ত জাননা, ইস্তাকিয়ার প্রতিটি যাত্রী কাইজারের জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে যাচ্ছে। মিছিল দেখতে চায়না যাত্রীদের মাঝে এমন কেউ নেই।'

দীলরেস এগিয়ে এল। ঃ 'তোমার জাহাজে একজন অভিজ্ঞ সারেং এর স্থান হবেনা?'

ঃ 'আপনি?' চমকে উঠল ক্যাপ্টেন। 'আপনি এত শীঘ্র ফিরে এসেছেন? আমি তো শুনেছি আপনিমাদায়েনযাচ্ছেন।'

ঃ 'মাদায়েন যাওয়া লাগেনি। এখন যত শীঘ্র সম্ভব আমায় রাজধানীতে পৌঁছতে হবে। আমার সংগীরা ঘোড়ার পিঠেই সফর করবে। তোমার কিন্তু আরো একজন যাত্রীকে স্থান দিতে হবে।'

ঃ 'আপনারা জাহাজে উঠবেন, তাতে আমার অনুমতির দরকার নেই।'

ঃ 'তুমি না বললে জাহাজে স্থান নেই।' গাসসানীর কণ্ঠে অনুযোগ।

ঃ 'আমি ঠিকই বলেছি। তুমি হয়ত জান না এ হুকুম করলে জাহাজের সব যাত্রীকে নামিয়ে দিতেআমিবাধ্য।'

দীলরেস আর আসেম জাহাজে উঠল। বাতাস অনুকূলে পেয়ে তর তর করে এগিয়ে চলল জাহাজ। কয়েকদিন পর মর্মরা থেকে বেরিয়ে জাহাজ বসফরাসে পড়ল। বায়ে কস্তুনতুনিয়ার পাঁচিল। পাঁচিলের উপর নারীপুরুষের ভীড়। বন্দর ঘেষে নদীর দুপাশে জাহাজের সারি। কৃষ্ণ সাগরের দিক থেকে এগিয়ে আসছে বিশটি যুদ্ধ জাহাজ। সামনের জাহাজে কাইজারের পতাকা।

দীলরেস, আসেম এবং আরো কজন যাত্রী জাহাজের সামনে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিল। ক্যাপ্টেন দীলরেসকে বলল ঃ 'জনাব! মহামান্য কাইজার আসছেন। আমাদেরকে এখন বন্দর থেকে একটু দূরে অপেক্ষা করতে হবে। আপনার কি হুকুম।'

ঃ 'আমার তো মনে হয় জংগী জাহাজ আসার পূর্বেই আমরা বন্দরে পৌছতে পারব।'

ঃ 'কিন্তু বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরা আমাদের এ দুঃসাহস কে ভাল চোখে দেখবে না।'

ঃ 'ঠিক আছে। একটু এগিয়ে জাহাজ নোংগর কর। আমরা টুপ করে নেমে যাব।'

যাত্রীরা হৈহল্লা শুরু করল ঃ 'আমরাও কাইজারের মিছিল দেখব।' আমরা কতদূর থেকে এসেছি। কত বছর ধরে এ মিছিলের ইন্তেজারে ছিলাম।'

ঃ 'এখন আমাদের জাহাজ বন্দরের কাছে যেতে পারছেনা। আর মিছিল তোমরা অবশ্যই দেখবে। সে ব্যবস্থা আমি করব।'

রশির সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল আসেম, দীলরেস এবং আরো কজন যাত্রী। কিন্তু তীব্র গতিতে একটা নৌকা ওদের দিকে ছুটে এল। কাছে এসেই এক রোমান অফিসার চিৎকার দিয়ে বলল ঃ 'থামো। তোমাদের নৌকা এখন বন্দরের দিকে যেতে পারবেনা।'

ঘাড় ফিরিয়ে অফিসারের দিকে তাকাল দীলরেস। অফিসারের মুখের কথা আটকে গেল।

ঃ 'কস্তুনতুনিয়ার বন্দর এত ছোট নয় যে এ ছোট্ট নৌকা কাইজারের পথ আটকে ফেলবে।'

ঃ 'আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। জাহাজ নিকটে এসে গেছে। একটু তাড়াতাড়ি করুন।'

ঃ 'তুমি কিছু ভেবনা। জাহাজ এখনো বেশ দূরে। এর মধ্যে জাহাজের যাত্রীদের নামিয়ে নিতে পারব। দুটো নৌকাই যথেষ্ট। এরা সবাই শাহানশার মিছিল দেখতে চায়।'

ঃ 'ঠিক আছে। আমি নিজেই তার ব্যবস্থা করছি।'

হেরাক্লিয়াসের জাহাজ এসে বন্দরে লাগল। উল্লাস ধ্বনিতে মুখরিত হল আকাশ বাতাস। তিনি জাহাজ থেকে নামলেন। হাজার হাজার দর্শক হাটু গেড়ে কুর্নিশ করল বিজয়ী সম্রাটকে। পথে বিছানো লাল গলিচায় ফুলের স্তুপ। সামনে দাঁড়িয়ে রাজকীয় রথ। রথে শাদা ঘোড়া জুড়ে দেয়াহয়েছে।

ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন সম্রাট। রথে চেপেই তিনি ডান হাত উপরে তুললেন। দিক দিগন্ত প্রকম্পিত হতে লাগল শ্লোগানে শ্লোগানে। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল রথ। নাকারা হাতে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষ। সিপাইরা ভীড় সামাল দিচ্ছিল। কখনো হাত উপরে তুলে কখনো ডানে বায়ে আর পাঁচিলের উপর চোখ বুলাচ্ছিলেন তিনি। তার প্রতিটি তৎপরতা বলছিল, 'খোদার এ পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই।'

দীলরেসের কারণে ভীড়ের মাঝেও একটা বুরুজের নীচে স্থান পেল আসেম। বিজয় গর্বে গর্বিত সম্রাটকে দেখে ও বারবার বলছিলঃ 'এ যে সেই হেরাক্লিয়াস আমার বিশ্বাস হচ্ছেনা।'

ঃ 'আমার বন্ধু!' দীলরেস বলল। 'তুমি এই প্রথম তাকে এক বিজয়ীর বেশে দেখছ। কন্সুনতুনিয়া আজ চিনতে পারবেনা। পৃথিবীর সব অহংকার আজ রোমানদের জন্য। আজ শাহী মহলে যখন তার বক্তৃতা শুনবে তখন বুঝবে, এ কণ্ঠ তোমার অচেনা।'

আসেম ডানে বায়ে দেখছিল। অনেকের হাতে মদের পিপে। ওরা কাইজারের দিকে তাকিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে। প্রতিটি শ্লোগানের পর পরই মদ ঢালছে গলায়। অনেক মেয়ে মদে মাতাল হয়ে পুরুষের গলা জড়িয়ে আছে।

এক দীর্ঘ দেহী রোমান কাঁধে তুলে নিয়েছে এক যুবতীকে। হেসে লুটুপুটি খাচ্ছে ও। অন্য এক রোমান আকণ্ঠ মদ গিলে তার সংগীকে বলছেঃ 'পাঁচিলের উপর থেকে লাফ দিয়ে আমি বসফরাসের ওপাড় পৌঁছে যেতে পারি।' সঙ্গীটি বলছে ঃ 'মিথ্যে। তুমি মিথ্যে বলছ।' রোমান এক তরুণীর দিকে তাকিয়ে বললঃ 'তুমি বল, আমি কি মিথ্যে বলছি?'

ঃ 'হ্যাঁ।' মাতাল তরুণী জবাব দিল।

ঃ 'ঈশ্বরের দোহাই আমি সত্য কথা বলছি।' মেয়েটির চুলের মুঠি ধরে কটা ঘুসি মেরে রোমান পাঁচিলের উপর থেকে ফেলে দিল। পরিখার ভেতর ছটফট করতে লাগল তরুণী। দর্শকরা ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে।

দীলরেস তার এক গ্রীক বন্ধুর কাছ থেকে দু'জাম পান করে তৃতীয় জাম আসেমের দিকে বাড়িয়ে ধরল। কিন্তু হাতে নিল না আসেম।

ঃ 'বন্ধু! খুব ভাল শরাব। আর এমন দিনতো সব সময় আসবেনা। এখানে অপেক্ষা করতে তোমার কষ্ট হচ্ছে বুঝি। কিন্তু এ মুহূর্তে তাকেও তো খুঁজে পাবেনা। আমার বিশ্বাস, ফুস্তিনা এখন আন্তুনি এবং জুলিয়ার সাথে। মিছিল শেষ না হলে ওরা ঘরেও ফিরবেনা। কয়েক ঢোক গলায় ঢেলে দেখ তোমার সকল পেরেশানী দূর হয়ে যাবে।'

ঃ 'শিকল পরা দিনগুলোতে সব কিছু ভুলে থাকার জন্য এমন কোন নেশার দরকার হয়নি। আজ মাতাল হব কেন?'

দীলরেসের গ্রীক বন্ধু আসেমের কথা বুঝতে পারলনা। এক চমুকে হাতের গ্লাস শেষ করে সে বলল ঃ 'তোমার কথা বুঝলাম না, পৃথিবীতে মদ ছাড়া কেউ কি বেঁচে থাকতে পারে? দুশমন

যখন আমাদের মাথার উপর তখনো মদ পান করেছি। এখন তো আমরা বিজয়ী। একটু আনন্দ করবো তাতো মদ দিয়েই। দীলরেস। মনে হয় তোমার বন্ধু জয় পরাজয় চেনেনা। তার জীবনে কোন দুঃখ অথবা আনন্দ আসেনি।'

বিজয় মিছিল শুরু হয়েছে। পাঁচিল থেকে নেমে মিছিলে শরীক হচ্ছে লোকজন। দীলরেস বলল ঃ 'আসেম! এই মাত্র ক্রেডিসকে একপলক দেখছি কিন্তু এই ভীড়ের মধ্যে ওকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। মিছিলে না গিয়ে চলো আমরা অন্য পথে মহলের কাছে চলে যাই। মিছিল শেষে কাইজার যখন ভাষণ দেবেন তখন আমরা তাকে নিকট থেকে দেখতে পাব। আসেম! কাইজার ইরান বিজয় করে ফিরে আসার পর আমরা তার বিজয় মিছিল দেখেছি, কয়েক বছর পর একথা বলে তুমি গর্ব করতে পারবে। তোমার ছেলেমেয়ে একথা শুনলে আশ্চর্য হবে।'

আসেম এদিক ওদিক তাকাল। দীলরেসের গ্রীক বন্ধু নেই। যারা মিছিলে যায়নি তারা গভীর উৎসুক্য নিয়ে মিছিল দেখছিল।

ঃ 'দীলরেস!' আসেম বলল 'জীবনে অনেক কিছুই দেখেছি যা [illegible] অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। যে সম্রাটের ইঙ্গিতে পূর্ব পশ্চিমের ভাগ্য নির্ধারিত হয় তার [illegible] দেখেছি। দেখেছি সে সম্রাটকে, যার ক্ষমতার নৌকা মানব খুনে রংগীন হয়েছে আমি দেখেছি সে সেনাবাহিনীর বিজয়, যাদের গতির কাছে পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল। জেরুজালেম বিজয়ের পর মাতাল ইরানীদের অট্টহাসির সাথে শুনেছি অসহায় নারীর আর্ত চিৎকার কান্না আজো আমার কানে বাজছে। আমি ভুলতে চাই সে অতীত, যেখানে জালেম ও মজলুম [illegible] কাহিনী ছাড়া কিছুই নেই।'

ঃ ' পারভেজের সাথে সাথে তার জুলুমও শেষ হয়ে গেছে [illegible] মানবতার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছি। কিন্তু আমার মনে হয় রোমানদের বিজয়ে তুমি সন্তুষ্ট নও।'

আসেমের ঠোঁটে ফুটে উঠল এক চিলতে বিষন্ন হাসি। ঃ যারা অসম্ভবকে বিশ্বাস করে আমি হয়ত তাদের একজন। কতগুলো ব্যথাতুর ঘটনার পর আমি ভেবেছিলাম, যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার মধ্যেই মানুষের মুক্তি। আবার নিজকে প্রবোধ দিয়েছি এই ভেবে যে, শক্তিধর সম্রাটের বিজয়ে কবিলা, গোত্র এবং সকল বংশীয় কোন্দল থেমে যাবে। আমি পারভেজকে সে সম্রাট মনে করতাম। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি, অত্যাচারীরা ক্ষমতা পেলেও ইনসাফ রাখতে পারেনা। বরং আরো জালিম হয়ে ওঠে।

এক দুর্ঘটনা আমায় কস্তুনতুনিয়া নিয়ে এসেছিল। কাইজারের পক্ষ সমর্থন করতে আমার বিবেক আমায় বাধ্য করেছিল। চেষ্টা করেছি যুদ্ধ বন্ধ করতে। চেয়েছিলাম বসফরাসের এপাড়ের মজলুম মানুষগুলো একটু স্বস্তিতে থাক। কিন্তু সীনের সন্ধির চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এর পর কাইজারের বিজয় আমার কাছে ছিল এক অলৌকিক [illegible] কয়েদ থেকে ছাড়া পেয়ে মনে হয়েছিল কাইজারের এ বিজয় সীনের স্বপ্ন। তার স্বপ্ন ছিল শান্তি এবং ইনসাফপূর্ণ সমাজ গড়ার। যদি কিছু মনে না কর তবে বলব, একটু আগে কাইজারকে রথে চড়তে [illegible]

আমার মনে হয়েছিল কিসরা পারভেজ আবার ফিরে এসেছেন। জেরুজালেম বিজয়ের পর কিসরার যে ছবি আমি দেখেছিলাম কাইজারের ছবি তারচে ভিন্ন ছিল না। পারভেজকে দেখে যারা শ্লোগান তুলত তাদের আর এদের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পাইনি।'

দীলরেস তিক্ত কণ্ঠে বলল: 'তুমি বলতে চাইছ ইরানীদের এত বড় পরাজয়ে কাইজার এবং তার প্রজারা খুশী হবেনা?'

: 'না বন্ধু! আমি শুধু বলছি, যে বিজয়ে মানুষ দেবতার মত অহংকারী হয়তো শান্তির পরিবর্তে যুদ্ধের নতুন দ্বার খুলে দেয়। আমার মনে হচ্ছে, কোন মানুষ, কোন কওম অথবা কোন রাষ্ট্র অপর মানুষ, কওম অথবা রাষ্ট্রের উপর বিজয়ী হলেই শান্তি আসেনা। আমার কথায় চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। আমি একটা পাগলের মত বককব করছি। পৃথিবীতে এর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এখানে জালেম মজলুম হবে, মজলুম হবে জালেম।

ভবিষ্যত নিয়ে আমি ভাবিনা। দুঃখ যা পাবার তা পেয়েছি। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এবার আশা করব কাইজার যেন এ বিজয়ে সন্তুষ্ট থাকেন আর আমরা বাকী জীবন সুখে কাটাতে পারি। যদি কোনদিন কাইজারের ভেতর ফিরে আসে কিসরার আত্মা, তখন পরবর্তী বংশধরের কি হচ্ছে দেখার জন্য আমরা বেঁচে থাকব না।'

দীলরেসের চোখে মুখে মদের নেশা। : 'তোমার কথার জবাব দিতে পারবে ক্লেডিস।' জড়িয়ে জড়িয়ে বলল সে। 'আমি কিছু বুঝিনা, এখন চল, বক্তৃতা শুনব।'

: 'না, তুমি যাও। আমি সোজা ক্লেডিসদের বাড়ী যাব। ফুস্তিনা হয়ত এখন ওখানে থাকতে পারে। না থাকলেও ওখানে বসে বসে তার অপেক্ষা করা সহজ হবে।'

ক্লেডিসদের বাড়ীতে এক বুড়ো চাকর ছাড়া কেউ ছিলনা। বৃদ্ধ গভীর চোখে আসেমের দিকে তাকিয়ে বলল : 'আপনি আসেম না? মাফ করুন। আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আপনি এসে গেছেন। ক্লেডিস এবং তার পিতা আপনাকে দেখলে খুব খুশী হবেন।'

: 'ফুস্তিনা কেমন আছে?'

: 'মায়ের মৃত্যু শোক ও এখনো ভুলতে পারেনি। প্রতিদিন গীর্জায় গিয়ে আপনার জন্য প্রার্থনা করে। অধিকাংশ সময় আমি তার সাথে থাকি। প্রার্থনা করার সময় তার চোখে পানি দেখেছি। এইতো সে বেরিয়ে গেল। একটু আগেও এখানে ছিল। আন্তুনি আর জুলিয়া মিছিলে নেয়ার জন্য অনেক জোরাজুরী করেছে। কিন্তু ও যায়নি। গীর্জা আর কবরস্থান ছাড়া এখন আর ও কোথাও যায়না। জুলিয়ারা চলে যাবার পর ও আমায় বলল 'গীর্জায় যাচ্ছি।'

আমি বললাম:' গীর্জায় কাউকে পাবেনা। গীর্জার দুয়ারও হয়তো খোলা নেই।'

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর হঠাৎ বলল : 'আমি কবরস্থানে যাচ্ছি।'

এর পর কতগুলি ফুল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। বাড়ী খালি না হলে আমি ওর সাথে যেতাম। আপনি বসুন। কবরস্থান বেশী দূরে নয়। ও খুব শীঘ্রই ফিরে আসবে।'

ঃ 'কবরস্থান কোন দিকে?'

ঃ 'পশ্চিম ফটকের বাইরে। বসুন, আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসছি।'

ঃ ' না, আমি নিজেই যাচ্ছি।' বলে আসেম দাঁড়াল। বাগান থেকে কতগুলো ফুল ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে।

খানিক পর পশ্চিম ফটকের বাইরে কবরস্থানে প্রবেশ করল ও। টিলার উপর কবর। দূর থেকে কালো কাপড়ে ঢাকা নারী মূর্তি দেখা যাচ্ছে। ছুটল ও। দাঁড়াল আবার। এরপর দ্রুত টিলায় উঠতে লাগল। বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটার শব্দ। পা টলছে। এগোচ্ছে ও। আচম্বিত পেছনে ফিরল ফুস্তিনা। মাটির সাথে সেটে গেল যেন আসেমের পা। একজন আরেকজনের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল। হৃদয়ের শান্ত সাগরে ঝড় উঠল হঠাৎ। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল একে অপরকে।

ঃ 'ফুস্তিনা। আমি এসেছি। আমি বেঁচে আছি ফুস্তিনা। এখন আমি আর কোথাও যাবনা।'

ফুস্তিনার কাঁপা ঠোঁট থেকে ক্ষীণ কান্নার শব্দ ছাড়া কিছু শুনা গেলনা। ওর চোখের পানিতে আসেমের বুক ভিজে উঠল। একপা পেছনে সরে দাঁড়াল ও।

এগোল আসেম। থুতনীর নীচে ধরে ওর মুখ উপরে তুলতে চাইল। ঃ 'আমার দিকে তাকাও ফুস্তিনা। দেখো আমি সত্যিই বেঁচে আছি।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুফিয়ে ফুফিয়ে কাঁদতে লাগল ফুস্তিনা। আসেম ধরা কণ্ঠে বলল ঃ 'হায়। যদি তোমার ঠোঁটের হারানো হাসি ফিরিয়ে দিতে পারতাম। এই কি তোমার আমার কবর?'

আসেমের দিকে না তাকিয়েই উপর নীচে মাথা দোলাল ফুস্তিনা। হাতের ফুলগুলি কবরে ছড়িয়ে দিয়ে ফুস্তিনার দিকে ফিরল আসেম। বলল ঃ 'ফুস্তিনা। আমি জানি আমার ভালবাসা তোমায় অশ্রু ছাড়া কিছুই দিতে পারেনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কালো রাতে তোমার চোখের অশ্রুই ছিল আমার শেষ সম্বল। ফুস্তিনা, আমার দিকে তাকাও।'

ফুস্তিনা চোখ মুছে তার দিকে ফিরল। ঃ 'আসেম। তোমাকে অনেক কিছুই বলার আছে, বসো।' ঘাসের উপর সামনা সামনি বসল ওরা।

ফুস্তিনা মাথা নুইয়ে চিন্তা করল খানিক। বলল ঃ 'এ দিনটির জন্যই আমি প্রার্থনা করতাম। এবার ঈশ্বরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্য তোমার সাহায্য প্রয়োজন হবে। আমার কথাগুলো মনযোগ দিয়ে শোন। আব্বার বেদনাদায়ক মৃত্যুর খবর শোনার পর আমি অনুভব করেছিলাম যে আমার পাপের কারণে তিনি এ শাস্তি পেয়েছেন। মাদার হওয়ার চাইতে আমি দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছিলাম। জেরুজালেমের গীর্জার বিশপের কথাকে আমি উপহাস করেছি। আমি মাদার হইনি কারণ আমার আব্বা ইরান ফৌজের সিপাহসালার।

এক খৃষ্টান মায়ের সন্তান হওয়া সত্তেও আমার সম্পর্ক ছিল এক বিজয়ী কওমের সাথে। জীবন থাকতেই দুনিয়া থেকে সরে যাব মা–ও তা চাইতেননা। তিনি গীর্জাকে কবরের ভেয়াহ

মনে করতেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমায় রাহেবা হতে না দিয়ে তিনি মহা পাপ করেছেন। মায়ের মৃত্যুর পর আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্য করব ভেবেছি। শুধু তোমার কল্পনা বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। আন্তুনি বার বার আমায় বুঝাচ্ছিল যে, আসেম ফিরে এসে তোমায় না পেলে তার কি অবস্থা হবে। মাদার হলে তার সাথে কথাও বলতে পারবেনা। এরপর তুমি যখন এলেনা, ভাবলাম আমার পাপের কারণেইা তোমার বন্দী জীবন দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। আমাদের পরস্পরের দেখা হোক ঈশ্বর হয়ত তা চান না।

একদিন গীর্জায় চলে গেলাম। রাতে স্বপ্নে দেখলাম তুমি এসেছ। ভোরে পালিয়ে এলাম। আসার সময় প্রতিজ্ঞা করলাম, তুমি ফিরে এলে আমি মাদার হব। ঈশ্বর আমার প্রার্থনা কবুল করেছেন। এবার ঈশ্বরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে হবে। আমার ইচ্ছে যদি বদলে যায় তবে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। সব শাস্তি আমি সইতে পারব। কিন্তু আমার কারণে ঈশ্বর তোমায় শাস্তি দেবেন তা আমি সইতে পারবনা।'

আসেম বিষন্ন কণ্ঠে বলল ঃ 'তুমি বেঁচে আছ অথচ এ দুচোখ ত দেখবেনা, তোমার কণ্ঠ শুনবেনা এ দু'টো কান, আমার জন্য এরচে বড় শাস্তি আর কি আছে?

ঃ 'ঈশ্বরের দোহাই আসেম। এভাবে আমার দিকে তাকিওনা। আমি আজ চরম পরীক্ষার মুখোমুখী। কেবলমাত্র তুমিই আমাকে এ পরীক্ষায় উতরে যাবার সাহস দিতে পার। আজ সূর্য ডোবার পূর্বেই আমি গীর্জায় চলে যাব। তার আগে তুমি বল, আমায় ভুলে যাবে।'

ঃ 'কোন মানুষ মরার আগে মরতে পারেনা। আর আমার মরার সময় এখনো হয়নি। শোন ফুস্তিনা। জিন্দানখানার প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে তোমার স্মরণে। এরপরও যদি এমনটি বিশ্বাস করতে পারতাম যে, আমায় ছাড়াই তুমি সন্তুষ্ট থাকতে পারবে, তবে এখান থেকেই ফিরে যেতেপারতাম।

মরুভূমির নিঃসংগ বিজনে চলার অভ্যাস আমার আছে। কিন্তু আমি জানি, তোমার গীর্জা হবে আমার কয়েদখানার অন্ধকক্ষের চেয়েও ভয়ংকর। তুমি সীনের মেয়ে। তোমায় আমি সে সব পাদ্রীদের করুণার উপর ছেড়ে দিতে পারিনা, যারা মানবতার অপমানকেই পূণ্য মনে করে।'

ঃ 'কিন্তু এ অপমানই যে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্য।'

ঃ 'ফুস্তিনা।' আসেমের কণ্ঠে প্রতিবাদ। 'তুমি কোন পাপ করনি। তোমায় জীবন্ত কবর দেয়ার অধিকার কারো নেই। আমি তোমায় ভালবাসি ফুস্তিনা। আমার বুকের ভেতর তোমার গীর্জা। আন্তুনি আর ক্রেডিস কি তোমায় বলেনি ওই গীর্জাগুলোয় মানুষের সাথে কি ব্যবহার করা হয়? তুমি কি সে সব ফাদার মাদারকে দেখনি যাদের চেহারা বিগড়ে দেয়া হয়েছে।

ফুস্তিনা। আমি একজন শাহজাদাকে তোমার সামনে এনে বলতে পারব ও আমারচে সুদর্শন, বাহাদুর আর বিত্তশালী। এক সহায়হীন তোমায় যে সুখ দিতে পারবেনা এ যুবক তোমায় তাই

দিতে পারবে। কিন্তু খোদার কসম! গীর্জার পাদ্রীরা বাতাসে উড়ে এলেও কারো সুন্দর চেহারা নষ্ট করে দেবে আমি তা মেনে নেবনা। তুমি যে গীর্জায়ই যাবে তার লৌহ কবাট আমার গতি রুদ্ধ করতে পারবে না। আমি নিঃস্ব, রিক্ত। এরপরও বলব, গীর্জায় যেতে হয় যাও, তবে আমার লাশ না মাড়িয়ে নয়।'

ফ্লুন্তিনা অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলল ঃ 'ভেবেছিলাম তুমি আমায় সাহস দেবে। কিন্তু তুমি আমার দুশ্চিন্তাই বাড়িয়ে দিলে শুধু।'

ঃ 'ফ্লুন্তিনা!' আসেম তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল 'জেরুজালেম থেকে যে মেয়েটি আমার সাথে সফর করেছিল এ মেয়েটিকে তার চাইতে বোকা মনে হচ্ছে। তোমার পাপ আমি মাথা পেতে নেব। তুমি আমার। শুধু আমার।'

ফ্লুন্তিনা আসেমের বুকে মুখ লুকাল।

ঃ 'আসেম! আমি তোমার ছিলাম, তোমার থাকব। তোমার বুকে আমায় একটু স্থান দাও। আমায় এমন স্থানে নিয়ে চলো যেখানে কোন ভয় নেই। তোমায় ছাড়া আমি থাকতে পারবনা। আমি আমাকে ধোকা দিচ্ছিলাম। আমার ভাগ্যে যদি আগুন থাকে তাহলে দুজনই একসাথে মরব। তুমি আমার। আমি তোমার। এখন আমি কাউকে ভয় পাইনা। যে তোমার সাথে দামেশকের পথে সফর করেছিল আমি সেই অসহায়া। কিন্তু তুমি এখানে এলে কিভাবে? বাসায় গিয়েছিলে? বুড়ো চাকরটা বলেছে, সেই বোকা মেয়েটা এখন কবরস্থানে। তাই না? আমার কেবলি মনে হচ্ছিল তুমি আসছ। এজন্য হেরাক্লিয়াসের বিজয় মিছিলেও আমি যাইনি।'

মৃদু মৃদু হাসছিল ফ্লুন্তিনা কিন্তু বিন্দু বিন্দু অশ্রু জমা হচ্ছিল আসেমের চোখে। আচমকা ফ্লুন্তিনা একটু দূরে সরে গেল চোখে মুখে কৃত্রিম রাগ ফুটিয়ে বলল ঃ 'তুমি যে বললে একজন শাহজাদাকে ধরে এনে বলবে, সে তোমার চাইতে ভাল। কেন বললে? তুমি কি আমার শাহজাদা নও?' আসেম ওর সোনালী চুলে আঙ্গুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল ঃ 'কি জানি, তখন কি বলেছি মনে নেই। কিন্তু আমি চিরদিন তোমারই থাকব।'

এর পর একজনকে আর একজন নিজের অতীত কাহিনী শোনাতে লাগল। সূর্য মাথার উপর উঠে এলে এক চিনার বৃক্ষের ছায়ায় এসে বসল ওরা। ঃ 'তোমার ক্ষুধা পেয়েছে। বাড়ী চল।'

ঃ এখন আমি ক্ষুধা তৃষ্ণা আর ক্লান্তির উর্ধ্বে। বাড়ী যাবার পূর্বে তোমায় একটা প্রশ্ন করব। তুমি কি এমন ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে, যে তোমাকে ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবে না?'

ঃ এ প্রশ্নটা কি এখন অর্থহীন মনে হয়না?'

ঃ 'ফ্লুন্তিনা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বিয়েটা কবে এবং কোথায় হচ্ছে? বিয়ের পর তুমি কোথায় থাকতে চাও'

ফ্লুন্তিনা বললো ঃ 'এ ব্যাপারটা আমার চাইতে তুমি ভাল বোঝবে।'

ঃ 'যদি বলি আজই আমাদের বিয়ে হয়ে যাবে?'

ঃ 'মাদার হওয়ার প্রতিজ্ঞা ভেংগে ফেলেছি। এখন ক্রেডিসদের বাড়ী গিয়ে যদি ঘোষণা কর যে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে, আমি একটুও লজ্জা পাব না। কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, তুমি ফিরে এসেছ জানতে পারলে পাদ্রীরা আমার পিছু নেবে। তখন কোন পাদ্রী বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে রাজী হবেনা। তুমি খৃষ্টান নও একথা বললেই সাধারণ লোকেরা আমাদের উপর ক্ষেপে উঠবে। হায়! আমি যদি ওদের বোঝাতে পারতাম, কন্তুনতুনিয়ার সব খৃষ্টানের চাইতে তুমি অনেক ভাল।'

ঃ ' আরবে কতগুলি রসম রেওয়াজ ছিল আমার ধর্মের ভিত্তি। সেকথা বলতেও এখন লজ্জা লাগে। আমরা হজরত ইব্রাহীমের খোদাকে মানলেও পূজা করতাম অসংখ্য দেব দেবীর। আমরা মনে করতাম, লুটপাট, মারামারি ইত্যাদিতে তাদের সাহায্য প্রয়োজন। ইয়াসরিবে অন্যদের মত আমারও দেবতা ছিল মানাত। তা ছিল এক নিষ্প্রাণ পাথর। কিন্তু মনে করতাম, অন্য কবিলাকে পরাজিত করতে এবং প্রিয়জনদের রক্তের বদলা নিতে সে আমাদের সাহায্য করতে পারে। এখন কবিলার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এ জন্য আরবের ছোট বড় সকল দেবতার সাথে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। রক্ত ঝরানোর জন্য এখন তাদের প্রয়োজন পড়েনা। তুমি বলতে পার, এখন আমার কোন ধর্ম নেই।

আমি এমন এক ধর্ম খুঁজছি যেখানে একে অপরের উপর জুলুম করবেনা। দেশ ছাড়ার সময় মক্কায় একজন নবীর আর্বিভাবের কথা শুনেছিলাম। আরবের মরুবিয়াবানে কোন ঝর্না সৃষ্টি হতে পারে তা আমার বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু তার একটা কথা আমার কাছে আশ্চর্যজনক মনে হয়। চারদিকে যখন কিসরার বিজয় পতাকা উড়ছে, পরাজিত হচ্ছিলেন কাইজার তখন তিনি রোমানদেরবিজয়েরভবিষ্যতবাণীকরেছিলেন।

তোমার পিতা মৃত্যুর সময়ও এ ভবিষ্যত বাণী বিশ্বাস করতেন। আমি সে নবীকে কখনো দেখিনি। কিন্তু আরবের অবস্থাতো জানি। মানবতার কল্যাণকামী কোন দ্বীন সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনা। হয় তো তিনি গায়েব জানেন। তিনি যদি সমগ্র পৃথিবীকে শান্তির পয়গাম না শুনিয়ে কেবলমাত্র আরবের গোত্রীয় সংঘাত দূর করতে পারেন তাকেই আমি ইতিহাসের মহান বিজয় বলে মনে করব। আরবের আঁধারপুরী থেকে আলোক শিখা সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করবে তেমন সম্ভাবনা নেই। যদি এমনটি হয়, তবে তার পদতলে আশ্রয় নিয়ে আমি গর্বিত হবো। আপাততঃ সব ধর্মই আমার কাছে সমান। আমায় খৃষ্টান বললে যদি তুমি চিন্তামুক্ত হও, আমার কোন আপত্তি নেই।'

ঃ 'মাদার হওয়ার ইচ্ছে ত্যাগ করায় এখন ধর্মের দৃষ্টিতে আমি অপরাধী। এ জন্য তুমি কোন ধর্মের তা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই। আগেও ছিল না। আমি জানি, তুমি যেই হও আমার পাশে তুমি থাকলে আমি গীর্জাকে ভয় পাইনা। কিন্তু বিয়ের জন্য এখানকার নিয়ম-

কানুন মানতেই হবে। আন্তুনি বলেছে, আমার ধন সম্পদের প্রতি পাদ্রীদের লোভ। ওরা মনে করে ইরানের সিপাহসালারের মেয়ের কাছে নিশ্চয়ই অজস্র সম্পদ রয়েছে।

মায়ের মৃত্যুর পর আমার সবকিছু গীর্জায় দান করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আন্তুনি আমার হীরার অলংকার লুকিয়ে বলেছিল, তোমার বিয়েতে প্রয়োজন হবে, এগুলি আমার কাছে আমানত থাক। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তুমি আসবে। আমিও ভেবেছি, তুমি এলে আমার সম্পদ তোমার কাজে আসবে। গোপনে গীর্জায় যাবার পূর্বে আন্তুনিকে বলেছিলাম, আমার কিছু একটা হয়ে গেলে সব কিছু যেন তোমার হাতে তুলে দেয়। আমি দু'দিন গীর্জায় ছিলাম। পাদ্রী বারবার আমায় বলেছে, যদি কিছু ছেড়ে এসে থাক তার মানে দুনিয়ার সাথে তুমি এখনো সম্পর্ক ছাড়তে পারনি। ব্যধ্য হয়ে তাকে কথা দিতে হয়েছে যে, মাদার হওয়ার জন্য এলে আমার সব কিছু আপনার হাতে তুলে দেব। এরপর তো আমি ওখান থেকে পালিয়ে চলে এলাম। পাদ্রী কয়েকবার ক্রেডিসদের বাড়ী এসে আমায় ধমকে গেছে। 'ওর এক আপন জন ইরানীদের কয়েদখানায়। ও এলেই ফুস্তিনা আপনার কাছে চলে যাবে' বলে আন্তুনি অনেক কষ্টে পাদ্রীকে বিদায় করে। সে আন্তুনির উপরও ক্ষেপে গিয়েছিল।

আমি যখন প্রতিজ্ঞা করলাম আসেম জীবিত ফিরে এলে গীর্জায় চলে যাব পাদ্রী তখন শান্ত হয়েছে। এর পর থেকে বিশপ নিজে আসেননি। প্রতিমাসে দুজন মাদারকে পাঠিয়ে দিতেন। কস্তুনতুনিয়ার আরো দুটো গীর্জা কিভাবে যে আমার খবর জানল ঈশ্বরই জানেন। প্রত্যেকটি গীর্জার পাদ্রীরা আমার পেছনে লাগলো। কিন্তু কি আশ্চর্য জান? আমার কাছে এসে এক পাদ্রী আরেক পাদ্রীর বদনাম করতো। আমি শুনে শুনে হাসতাম।'

ঃ 'তবে তো আজই পালাতে হয়। নয়তো পাদ্রীরা এক হয়ে নিজেরা মারামারি শুরু করবে।'

ঃ 'না, অত চিন্তার কারণ নেই। আমার বিশ্বাস, বিয়ের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ হবেনা। বিশপ সাইমন আমায় যথেষ্ঠ স্নেহ করেন। তিনি তোমার সাথে দস্তগিরদ গিয়েছিলেন। আব্বাকে তিনি খৃষ্টবাদের বন্ধু মনে করেন। তিনি একদিন কিসরার লিখিত ফরমান নিয়ে হাজির। বললেন, এখন থেকে দামেশকের তোমার নানার সব সম্পত্তি তোমার। তিনি বলেছিলেন, আমি যদি ওখানে যাই তার সব ব্যবস্থাই তিনি করবেন।

তিনি তোমাকেও ভালবাসেন। আমার বিশ্বাস, তার কাছে গেলে তিনি আমাদের বিয়ের সব ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু 'আমি মাদার হব' সংবাদটি এমন রটে গেছে যে কস্তুনতুনিয়া থাকাই আমার জন্য মুশকিল হয়ে পড়বে। আমি আমার জন্য ভাবিনা। শুধু তোমার জন্যই পাদ্রীদের অভিশাপকে ভয় পাই।'

ঃ 'ফুস্তিনা যদি আমার সাথে থাকে, তবে কস্তুনতুনিয়া থাকলাম না দামেশকে থাকলাম তাতে কিছু এসে যায় না। সাইমন যদি বেঁচে থাকেন তাকে আমি বিশ্বাস করি। এখন চলো। সন্ধ্যার পূর্বে আমাদেরকে অনেক কিছুই করতে হবে।'

সাইমন অসুস্থ। শরীরের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা। বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছিলেন তিনি। চাকর ভেতরে ঢুকে বলল: 'পবিত্র পিতা, কজন লোক আপনার সাথে দেখা করতে চাইছে।'

: 'গাধা! ওদের বলতে পারিসনি পবিত্র পিতা অসুস্থ। এখন কারো সাথে দেখা হবেনা।'

: 'বলেছি। বলেছি আপনি শুয়ে আছেন। কিন্তু ওরা দেখা না করে যাবেনা।'

: 'গজব পড়ুক তোর উপর। ওরা তো মনে করেছে আমি বিছানায় শুয়ে আরাম করছি।'

: 'আমি ওদের বলেছি আপনার খুব কষ্ট। কিন্তু ওরা বলছে, আপনার যে বন্ধুকে দস্তগিরদে গ্রেফতার করা হয়েছিল সে ফিরে এসেছে। ওর নাম আসেম। আমি যখন বললাম দেখা হবেনা, তখন সে বলল, সে দেখা না করে ফিরে গেলে নাকি আপনি রাগ করবেন।'

সাই মন ধড়ফড় করে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। লাঠি হাতে নিয়ে কক্ষ থেকে বেরুতে বেরুতে বললেন: 'ঈশ্বরের দোহাই। ও দেখা না করে ফিরে গেলে তোর চামড়া তুলে ফেলতাম।'

হলরুমে ঢুকলেন সাইমন। দীলরেস, আসেম এবং ক্লেডিস তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেল। সাইমন লাঠি একদিকে ফেলে দিয়ে আসেমকে জড়িয়ে ধরলেন। : 'কাইজার আসায় যদ্দুর খুশী হয়েছি, তুমি আসায় তার চে কম খুশী হইনি। তোমায় এত জলদি ফিরে পাবো আশা করিনি।'

: 'পবিত্র পিতা। ইস্তাকিয়ার পথেই ওকে পেয়েছি। আমাকে মাদায়েন যেতে হয়নি।'

ওরা বসল সবাই। সাইমনের প্রশ্নের জবাবে আসেম সংক্ষেপে পুরো কাহিনী শোনাল। তার কথা শেষ হলে বৃদ্ধ বললেন: 'আমি অসুস্থ ছিলাম। মিছিলে যাইনি। যাইনি বলে মনে দুঃখ ছিল, কিন্তু এখন আর সে দুঃখ নেই।'

: 'আপনাকে অসময়ে কষ্ট দেয়ার জন্য আমি দুঃখিত।'

: 'না, না, একটু আগেও ব্যথার কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু এখন কোন কষ্ট অনুভব করছিনা। এবার বল কি করতে পারি। ত্রিশ বছরের পুরনো মদ আছে। তোমরাই এর উত্তম হকদার।'

: 'আপনি তো জানেন আমি মদ খাইনা। বন্ধুদের চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে আজকে অনেক বেশী গিলে ফেলেছে।'

: 'দূর ছাই। তুমি যে মদ খাওনা মনেই ছিলনা। আচ্ছা আর কি খেদমত করতে পারি?'

আসেম ক্লেডিসের দিকে তাকাল। ক্লেডিস বলল: 'পবিত্র পিতা। আসেমের ইচ্ছে তার বিয়ে হবে আপনার গীর্জায়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আপনি অসুস্থ।'

সাইমন মৃদু হাসলেন। : 'অন্য কেউ হলে বলতাম আমি অসুস্থ। কিন্তু আসেমের কথা আলাদা।'

এর পর আসেমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেটা! আমার ভুল না হলে কনে নিশ্চয়ই সীনের মেয়ে। আহ! সে ছিল গীর্জার বড় খেদমতগার। তার মেয়ের বিয়ের রসম পালন করা তো আমি

আমার কর্তব্য মনে করি। ভোরেই তুমি আমার গীর্জায় চলে এসো। আমি বেঁচে থাকলে অবশ্যই আসব। ফুস্তিনার দুশ্চিন্তার কারণ আমি জানি। তুমি ফিরে এসেছ ভালই হয়েছে।'

ঃ ' আপনার কষ্ট হবে। তারচে আমরা এখানে চলে আসলে হয়না।'

ঃ ' না। আমার কোন কষ্টই হবেনা। যদি নিরাপত্তার কথা চিন্তা কর তবে বলব, আমার গীর্জা এই ঘরের চেয়েও নিরাপদ।'

পরদিন ভোরে সাইমনের গীর্জায় আসেমের বিয়ের রসম পালিত হল। ক্রেডিসের বাসায় বৌভাতের ব্যবস্থা করা হল। শ দু'য়েক মেহমান দস্তরখানে বসেছে। একটা টাংগা এসে থামল দরোজায়। দু'ব্যক্তি কাঠের তৈরী একটা বড় মটকা গাড়ী থেকে নামাল। এরপর সাইমন গাড়ী থেকে নেমে এলেন। ক্রেডিস তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা করল তাকে।

সাইমন ক্রেডিসের পিতাকে বললেনঃ 'মারকাশ! তোমার এখানে কিছুর অভাব নেই। বিশেষ কোন উপলক্ষের জন্য ত্রিশ বছর ধরে এ মটকা আমি সংরক্ষণ করেছি। আমার কাছে এ অনুষ্ঠানই মটকার মুখ খোলার উপযুক্ত সময়। কিন্তু যার বিয়েতে এলাম, এক আরব হয়েও সে মদ পান করেনা। আশা করি তার বন্ধুরা নিরাশ করবেনা।'

একজন বলল ঃ 'পবিত্র পিতা! মটকায় পানি না হলে অবশ্যই আপনাকে নিরাশ করবনা।'

প্রায় মাঝ রাতে মেহমানরা চলে গেল। দোতালার এক কক্ষে তৈরী হয়েছিল ওদের বাসর।

ঃ 'ফুস্তিনা! আমি বেঁচে আছি। কত ঝড় ঝাপটা গেছে, তবুও আমি বেঁচে আছি।'

ফুস্তিনা তার মুখে হাত চাপা দিযে বলল ঃ 'অতীত নিয়ে ভাবার দরকার নেই। চোরাবালি থেকে আমাদের পা ছুটে এসেছে। ভবিষ্যত নিয়েও উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই।'

ঃ ' কাল আর আজকের ঘটনা গুলো আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হয়।'

ঃ 'এ স্বপ্নই আমার জীবনের পরম পাওয়া। যুগের পর যুগ পেরিয়েও যদি এ স্বপ্নের ঘোর কখনো না ভাংতো।'

ঃ 'ফুস্তিনা, পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ বর্তমান থেকে নিরাশ হয়ে ভবিষ্যতের আশা নিয়ে বেঁচে আছে। অনেকের আগামী দিন হবে বর্তমানের চাইতেও নিকৃষ্ট। ওরা চায়, চোখের পলকে সময় শেষ হয়ে যাক। আমার কখনো কখনো মনে হয়, সময়ই মানবতার সবচে বড়ো দুশমন।'

ঃ 'এ যুগটা সত্যই মানবতার দুশমন। কিন্তু যে জন্য এ যুগটা মানুষের শত্রু হয়েছে আগামীতে তা থাকবেনা। আমরা এমন কেন ভাবতে পারিনা যে, আমাদের চলার পথে থাকবে সুদৃশ্য উপত্যকা। যে পথ অতিক্রম করার সময় মনে হবে সময়টা এত তাড়াতাড়ি চেলে গেল!'

ঃ 'কুদরত যদি এমন কোন শিক্ষক পাঠান যিনি মানবতাকে মানুষ হবার প্রশিক্ষণ দেবেন, যিনি প্রতিটি মানুষকে এ অনুভূতি দেবেন যে, পরস্পরের অশ্রু ঝরানোর জন্য নয় বরং অপরের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যই মানুষের সৃষ্টি, তখনই কেবল তা সম্ভব।'

ঃ 'আবার কি সেই নবীকে নিয়ে ভাবছ?'

ঃ 'মানুষের চরম চাওয়াকে নিয়ে না ভেবে যে পারিনা।'

ফুস্তিনা মুচকি হেসে বলল ঃ 'এ মুহূর্তে তোমার পরম চাওয়া হচ্ছে সেই মেয়ে, যার জন্য পেরিয়ে এসেছ দুস্তর পারাবার। তোমার সে চাওয়া বৃথা যায়নি। শাহজাদা, আমার আকাশের চাঁদ সাক্ষী, সাক্ষী এ মরুর হাওয়া, তুমি আমার শান্তি আর আমি তোমার সুখ। আগামী দিনের পৃথিবী কেবল তোমার আমার।'

বিয়ের পাঁচ দিন পরের ঘটনা। বৈকালীন ভ্রমণ শেষে ফিরে এসেছে আসেম এবং ফুস্তিনা। মারকাশ, ক্লেডিস, দীলরেস, আন্তুনি এবং জুলিয়া হলরুমে তাদের আসার অপেক্ষা করছিলেন। ফুস্তিনা এসে আন্তুনি আর জুলিয়ার মাঝখানে বসে পড়ল।

আসেমকে নিজের বামপাশে বসিয়ে ক্লেডিস বলল ঃ 'এইমাত্র কবরস্থান থেকে এলাম। কিন্তু তোমাদের তো কোথাও দেখলাম না।'

ঃ 'ফুস্তিনার মায়ের কবর দেখে আমরা ফ্রেমসের কবরে গিয়েছিলাম।'

ঃ 'আপনি আব্বার কবরে গেলেন, আমায় সাথে নিলেন না কেন?' আন্তুনির কণ্ঠে অভিমান।

ঃ 'আজকে যাবার ইচ্ছে ছিলনা। কিন্তু বাড়ী থেকে বেরিয়ে হঠাৎ মনে পড়ল কাল সারা দিন সফরের প্রস্তুতি নিতে হবে। সময় নাও পেতে পারি। এজন্য ফুস্তিনার মার কবর যিয়ারত শেষে ওখানে চলে গিয়েছিলাম।'

ঃ 'আব্বাজান তোমাদেরকে এত তাড়াতাড়ি যেতে দিতে চাইছেন না। আরো ক'হপ্তা এখানে থাকলে হয় না। কাইজারের সাথে আমায় হয়ত জেরুজালেম যেতে হবে, তখন না হয় একসঙ্গেযাওয়াযাবে।'

ঃ 'না ভাই। আমরা দামেশকে তোমার অপেক্ষা করব। কিন্তু এ মুহূর্তে আমায় না আটকালেই ভাল হয়।'

ঃ 'বেটা। মারকাশ বললেন।' 'গীর্জাওয়ালারা তোমার স্ত্রীকে জোর করে নিয়ে যাবে এই ভেবেই কি পালিয়ে যাচ্ছ? আমি তোমাদের হেফাজতের জিম্মা নিলাম। তুমি হয়তো জাননা, বিবাহিতা মেয়েরা মাদার হতে পারে না।'

ঃ 'আপনার আশ্রয়ে থাকলে পাদ্রীদের ভয় নেই। দামেশকে মন না টিকলে ফিরেই আসব।'

ঃ 'ঠিক আছে। তোমায় থাকতে বাধ্য করব না। কিন্তু কাইজারের সাথে তোমার দেখা হল না বলে আমায় দুঃখ রয়ে গেল।'

ঃ 'কাইজার খুব ব্যস্ত। এইমাত্র যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছেন। এখন বিরক্ত করা ঠিক হবে না।'

ঃ 'ইরানের নতুন শাসক যে মরে গেছে শুনেছ?' ক্রেডিস বলল

ঃ 'নাতো! কবে শুনলে?'

ঃ 'কাইজারের কাছে মাদায়েন থেকে আজকেই দূত এসেছে। আমি তার সাথে দেখা করে এসেছি। তার কথায় মনে হল, তোমার জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার কয়েকদিন পরই শেরওয়ার মৃত্যু ঘটেছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন কিসরা কাইজারের কাছে পয়গাম পাঠিয়েছেন যে, তিনি রোমের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বহাল রাখবেন।'

মারকাশ বললেনঃ 'আমরাই পারভেজকে তার হারানো সালতানাৎ ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তখন কি জানতাম, তার সেনাবাহিনী আমাদের পূর্বাঞ্চল ধ্বংস করে রাজধানী পর্যন্ত তাকে পৌছাবে। এখনো আমার বিশ্বাস, অগ্নি পূজারীরা বেশীদিন মিশরে বসে থাকবে না। এ সামান্য পরাজয়ে ইরানের শক্তি হ্রাস পায়নি। ইরানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ওদের ধাওয়া করা উচিৎ ছিল।'

ঃ 'জেলে থাকায় বাইরের অনেক খবরই আমি জানতাম না। তবুও আসার পথে বিভিন্ন গ্রাম এবং শহর থেকে যেটুকু খবর পেয়েছি, তাতে বলতে পারি, সন্ধি করে কাইজার ভুল করেননি। ইরানী লশকর দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, এ কুদরতের অদৃশ্য সাহায্য। তাছাড়া নিনোয়ার পরাজয়ের পর পারভেজ সাহস না হারালে দস্তগীরদ পর্যন্ত রোমানরা প্রচন্ড বাঁধার সম্মুখীন হতো। এরপর মাদায়েনে সৈন্যদের জমা করার জন্য ওরা কয়েক হপ্তা সময় পেলে পরিস্থিতি হয়তো পাল্টে যেত। পুত্রের হাতে পিতার নিহত হওয়াও খোদারই ইশারা। আমি অনুভব করছি, পারভেজের বিরুদ্ধে এক অদৃশ্য শক্তি ময়দানে এসেছিল। সেখানেই তার ধ্বংসের সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

ঃ 'যখন বানের পানির মত পারভেজের সৈন্যরা আমাদের গ্রাম ও শহরগুলোতে প্রবেশ করছিল, আর আমরা সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল রাজধানী রক্ষা করার কথাই চিন্তা করছিলাম, শুনেছি তখন আরবের কে একজন নবুওতের দাবীদার আমাদের বিজয়ের ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন।'

ঃ 'আমিও শুনেছি। কিন্তু আমার বুঝে আসছে না, যে আরবে কোন ভাল কাজের আশা করা যায় না, সেখানে কিভাবে নবীর স্থান হতে পারে?'

ঃ 'আমি খোদা প্রমিক বুজর্গদের মুখে শুনেছি, একজন নবীর আগমনের সময় এসেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আরবে কোন নবী জন্ম নিয়ে থাকলে শুধু আরবে তার প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকবে না। তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে কোন পয়গাম এলে তখন বুঝা যাবে। আপাততঃ তাকে নিয়ে পেরেশান হওয়ায় কোন কারণ নেই। এ মুহূর্তে আমাদের সামনে বড় প্রশ্ন হল, এত বড় বিজয়ের পর আমরা কতদিন নিশ্চিন্তে থাকতে পারব।'

ঃ 'আপনি কিছু মনে না করলে বলব, যতদিন মানুষের ভাগ্য কোন কাইজার অথবা কিসরার হাতে থাকবে, ততোদিন শান্তি ফিরে আসবে না। মানুষের প্রভুত্বে মুক্তি নেই। মুক্তি রয়েছে সাম্যের ভেতর। তা না হলে আজকের জালেম হবে আগামী দিনের মজলুম। এতদিন রোমানরা মজলুম ছিল। ইরানীরা আজ নিজেদেরকে মজলুম ভাবছে। কাইজারের বিজয় না হয়ে যদি এমন আদর্শের বিজয় হতো, শক্তিমান–দুর্বল, উঁচুনীচু, রোমান–ইরানীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না, সবাই তখন বলতে পারতো, কোন রাজাবাদশার নায়, বরং বিজয় হয়েছে মানবতার।'

ঃ 'আমি মনে করি এমন আদর্শের পতাকাবাহীকে সকল বংশ, গোত্র এবং সকল রাজা বাদশার বিরোধিতার মুখোমুখী হতে হবে। সে লড়াই হবে রোম –ইরান লড়াইর চাইতে প্রচন্ড।'

ঃ 'তা ঠিক। তবে কুদরত যদি মানবতার কল্যাণ চান, শত প্রতিকূলতার মাঝেও তার জন্য বিজয়ের দুয়ার খুলে দেবেন। যেখানে তার রক্ত ঝরবে, সেখানে ফুঁড়ে বের হবে সাম্য, ইনসাফ আর ভ্রাতৃত্বের ঝর্ণাধারা। ওরা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবে বংশ, গোত্র আর কৌলিন্যের দেয়াল। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ঘুচে গেলে যুদ্ধের সম্ভাবনাও থাকবে না। গোত্র প্রধান আর সম্রাটরা সমস্ত শক্তি দিয়ে সে আদর্শকে ঠেকানোর চেষ্টা করবে। অনৈক্যই ওদের ক্ষমতার উৎস। কাইজার, কিসরা এবং পৃথিবীর ছোট বড় ক্ষমতাসীনরা তাকে চরম দুশমন মনে করবে। কিন্তু যারা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য শান্তি এবং মুক্তির প্রত্যাশা করবে, তাদের উচিত এ আদর্শের জন্য জীবন দেয়া।'

ঃ 'তাহলে তুমি বলতে চাও, মানুষের কাংখিত মুক্তিদূত পূর্ব এবং পশ্চিমের সাথে একসঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করবে?'

ঃ 'হ্যা। এটাই যুগেরদাবী।'

ঃ 'তুমি অন্য কোন গ্রহের কথা বলছ। তবুও বলছি, কোন খোদার বান্দা যদি মানুষের এ ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দিতে পারে তবে এ বুড়ো বয়সেও তার পতাকা তলে একত্রিত হয়ে আত্মদান করে নিজকে ধন্য মনে করব। আমার পূর্বে আমার পূর্বপুরুষ কাইজারের জন্য প্রাণ দিতেন। কিন্তু, মানবতার খাতিরে কেউ যদি পৃথিবীর সকল রাজা বাদশার মুকুট ছিনিয়ে নেয়, আমি বরং খুশী হব। আসেম, সত্যিই কি তুমি কোন মুক্তিদূতের আগমন প্রত্যাশা করছ?'

ঃ 'পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ অতীতের আঁধার থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। ওরা চায় প্রভাতের নির্মল রশ্মি। আমি তো তাদেরই একজন। হায়! যদি জানতাম কবে এবং কোথায় সে আলো ফুটবে! আমার মুক্তি পিয়াসী মন একজন শান্তি দূতের অপেক্ষা করছে। কিন্তু হায়! তিনি আসবেন এ বিশ্বাস নিয়ে যদি তার পথ পানে চেয়ে থাকতে পারতাম!'

ঃ 'তোমার এ স্বপ্ন মুছে দেয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি তো দামেশক যাচ্ছ। ওখানে কেউ হয়তো সে আলোর সন্ধান তোমায় দিতে পারবে।'

তৃতীয় দিন। জাহাজে সওয়ার হল আসেম ও ফুস্তিনা। মারকাশ, ক্রেডিস, দীলরেস, আন্তুনি, জুলিয়া, সাইমন এবং আরো ক'জন গন্যমান্য ব্যক্তি কিনারে দাঁড়িয়ে। জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। হাত নেড়ে নেড়ে বিদায় অভিনন্দন জানাচ্ছেন তারা। বন্দর ধীরে ধীরে ওদের চোখের আড়ালে হয়ে গেল। ঃ 'আসেম!' ফুস্তিনা বলল, 'দামেশক থেকে কি আবার আমরা জেরুজালেম যেতে পারিনা? যে পথে কৈশোরে হেঁটেছি, তোমার সাথে আর একবার সে পথটা দেখতে ইচ্ছে হয়।'

ঃ 'যেতে পারি। কিন্তু হায়। অতীত যদি আমরা ফিরিয়ে আনতে পারতাম।'

রাজকীয় শান শওকত নিয়ে বিজয়ী কাইজার কস্তুনতুনিয়া থেকে রওয়ানা হলেন। সাথে জেরুজালেমের উদ্ধারকৃত ক্রুশ। ইরানীরা আবার তা ফিরিয়ে দিয়েছিল। ক্রুশ দেখার জন্য পথে পথে ভীড় জমাচ্ছিল অসংখ্য মানুষ। তাদের স্বার্থক সম্রাট পবিত্র ক্রুশ আবার উদ্ধার করেছেন।

প্রতিটি বন্দরে ভিড়ত তার জাহাজ। কদিন পূর্বে যারা তাকে কাপুরুষ বলে গালি দিয়েছিল তাদের বিজয় শ্লোগানে আজ আকাশ বাতাস মুখরিত। সম্রাটের হাতে একটু চুমু খাওয়া অথবা তাকে এক নজর দেখাও যেন পূণ্যের কাজ। পবিত্র ক্রুশে সামনে আনা হলে ওরা পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ত। একটু ছুঁতে পারলেই যেন জীবন স্বার্থক। খনিক পর বন্দর ছেড়ে কাইজার এগিয়ে যেতেন। নদী পথের সফর শেষে স্থল পথে চলার সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে প্রাণ ভরে দেখত। প্রতিটি মঞ্জিলে বেড়ে যাচ্ছিল মিছিলকারীদের সংখ্যা। এই সেই সম্রাট, যিনি চরম নিরাশ মুহূর্তেও প্রজাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আজ কৃতজ্ঞতার অশ্রু দিয়ে প্রতিটি মানুষ তাকে স্বাগত জানাচ্ছিল। ক্রুশে পূর্বের স্থানে স্থাপন করা হল। ভক্তরা ভালবাসার নজরানা দিয়ে তাকে অভিষিক্ত করল। পাদ্রীরা প্রার্থনা করল প্রাণ ভরে। অনুষ্ঠিত হল বিশাল সমাবেশ।

তার তাবু ছিল শহরের বাইরে এক উঁচু টিলার উপর। কয়েক বছর আগে এখানেই ছিল কিসরার তাবু। এমন এক সময়, যখন কাইজার ভাবছিলেন যে, আজ আকাশের নীচে আমার চে' বড় বিজয়ী আর কেউ নেই। পৃথিবীতে অমিই শক্তিমান। ঠিক তখনি মহানবীর চিঠি মোবারক তার সামনে পেশ করা হল।

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আল্লার বান্দা এবং রসূল মুহম্মদের (সঃ) পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নামে। যে হেদায়েতের অনুসরণ করবে তার জন্য সালাম। আপনাকে আমি ইসলামের দিকে আহবান করছি। ইসলাম গ্রহণ করলে শান্তিতে থাকবেন। আল্লার কাছে পাবেন দ্বিগুণ প্রতিদান। যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন আপনার অনুসারীদের সকল পাপের বোঝা আপনার উপর চাপবে। হে কেতাব ধারীগণ। এসোনা এমন এক ব্যাপারে আমরা একমত হই, যেখানে দু'জনের নিয়ম নীতিই সমান। তাহল, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না। অন্য কাউকে তার শরীক করব না। তুমি যদি এ প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মত হও তবে শুনে রাখ, এ নীতিমালা আমি মেনে নিলাম।'

মক্কা বাসীর চাইতে ইসলামের এ আহবান ওদের কাছে নতুন মনে হল। এরা তো সে বিজয়ী সেনানী নিনোয়ার ময়দানে যারা সময়কার সবচে' বড় শক্তিকে পরাজিত করেছে। এতো সে

সম্রাট, যিনি কিসরার অত্যাচার, বর্বরতা আর জুলমের অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন জাতিকে যিনি সিরিয়া, ফিলিস্তিন, আরমেনিয়া এবং আরো অ নেক স্থানে ভাঙ্গা গীর্জাগুলো পুনঃ নির্মাণ করেছেন। আরব মরুর এক নবী এমন প্রতাপশালী সম্রাটকে আনুগত্য করার জন্য চিঠি লিখবে, এ যে অকল্পনীয়। কিন্তু হেরাক্লিয়াস পারভেজ ছিলেন না। মহানবীর (সঃ) চিঠি হাতে পেয়েই তিনি নির্দেশ দিলেনঃ 'আরবের কাউকে পেলে এখানে নিয়ে এসো।'

আরবের এক ব্যবসায়ী কাফেলা তখন গাজায় অবস্থান করছিল। কোরেশ নেতা আবু সুফিয়ান ছিল তাঁদের সাথে। কাইজারের লোকেরা তাকে জেরুজালেম নিয়ে এল। হেরাক্লিয়াস জাঁকজমকের সাথে দরবার বসালেন। দরবারে হাজির হলো বড় বড় সরকারী কর্মকর্তা এবং পোপ পাদ্রীরা। আরব ব্যবসায়ীদেরকে দরবারে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়া হল। আরবরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল জাঁকজমকপূর্ণ দরবারের দিকে। হেরাক্লিয়াস দোভাষীর মাধ্যমে প্রশ্ন করলেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে নবুওতের দাবীদারের আত্মীয় কে?'

আরবদের চোখগুলো আবু সুফিয়ানকে ঘিরে ধরল। তিনি বললেন ঃ 'আমি।'

ঃ 'বলতো সে নবীর বংশটা কেমন?'

ঃ 'তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান।'

ঃ 'এ বংশে এর আগে কেউ কি নবী হবার দাবী করেছিল?'

ঃ'না, করেনি।'

ঃ 'এ বংশের কেউ কখনো রাজাবাদশা হয়েছিলেন?'

ঃ 'না। তার বংশের কেউ কোনদিন বাদশা হয়নি।'

ঃ 'ইসলাম গ্রহণকারীরা শক্তিমান না দুর্বল?'

ঃ 'কেবল দুর্বল আর অসহায়রাই ইসলাম গ্রহণ করছে।' আবু সুফিয়ানের কণ্ঠে গর্ব।

ঃ 'তার অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে না কমছে?'

ঃ'বাড়ছে।'

ঃ 'তিনি কি কখনো মিথ্যে কথা বলেছেন?'

ঃ'না।'

ঃ 'প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন?'

ঃ 'এতকাল তো করেননি। ভবিষ্যতে বলা যাবে কদ্দুর রক্ষা করে।'

ঃ 'তার সাথে তোমাদের কোন যুদ্ধ হয়েছিল?'

ঃ'হ্যাঁ।'

ঃ 'ফলাফল কি?'

ঃ 'কখনো আমরা জয়লাভ করি কখনো সে।'

ঃ 'তিনি মানুষকে কি শিক্ষা দেন?'

ঃ 'তিনি বলেন, এক আল্লার ইবাদত কর। তার সাথে কাউকে শরীক করোনা। নামাজ পড়ো, সত্য কথা বলো। আত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার করো। নিজে ভাল হও।'

হেরাক্লিয়াস মাথা নুইয়ে খানিক ভাবলেন। এরপর মাথা তুলে বললেনঃ 'তুমি স্বীকার করেছ তার বংশ সম্রান্ত। নবীরা কুলীন বংশেই জন্ম নিয়ে থাকেন। তুমি বলছ, তার বংশে কেউ কখনো নবুওয়তের দাবী করেনি। এমন হলে ভাবতাম এ হচ্ছে বংশের প্রভাব। তুমি মেনে নিয়েছ, তার বংশে কোন রাজা বাদশা জন্মেনি। তাহলে মনে করতাম সেও বাদশা হতে চাইছে। তুমি এও স্বীকার করেছ, তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি। যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মিথ্যা বলেনা সে ঈশ্বরের সাথেও মিথ্যা বলতে পারে না।

তুমি বলছ, অসহায় নিঃস্বরাই তার অনুসরণ করছে। আমরা জানি, চিরদিন গরীবরাই নবীদের অনুসরণ করে। তুমি বললে, দিন দিন তার অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এও তার দ্বীনের সত্যতার পরিচয়। তুমি বলছ, তিনি কখনো প্রতারণা করেননি। নবীরা কখনো প্রতারণা করেন না। তিনি নামাজ পড়তে বলেন, ভাল হতে বলেন, বলেন অপরের কল্যাণ করতে। তাই যদি হয়, তবে আমার পায়ের নীচের মাটি পর্যন্ত তার অধিকারে চলে যাবে। জানতাম, একজন নবী আসবেন। কিন্তু তিনি যে আরবে আসবেন তা জানতাম না। তার কাছে যেতে পারলে আমি তার পা ধুয়ে দিতাম।'

সালতানাতের বড় বড় কর্মকর্তা এবং পাদ্রীপোপদের সামনে এমন এক ব্যক্তির মুখ থেকে এ কথাগুলো বের হল, যাকে তারা খৃষ্টবাদের শ্রেষ্ঠ রক্ষক মনে করেন। ওরা ঐসব আরবদের মুখে তাঁর প্রশংসা শুনল' যারা ইসলামের বড় দুশমন। ওদের বুকে জ্বলে উঠল বিদ্রোহের দাউ দাউ অগ্নি শিখা। কিন্তু কাইজারের সম্মানে নির্বাক হয়ে রইল সবাই। কাইজার ভরজলসায় চিঠিটি পড়ে শোনালেন। প্রতিবাদী দৃষ্টিগুলো ভাষায় রূপ পেয়ে সরব হয়ে উঠল। সে অনির্বাণ জ্যোতি নিজের বুকে স্থান দেওয়ার দুঃসাহস তিনি করলেন, বৈষয়িক স্বার্থ আর ক্ষমতার লোভ যার সামনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সহসা নন্দিত ফুলের দিকে এগিয়ে যাওয়া পা ভয়ে ফিরে এল। যে সাহস হতাশার পাঁক থেকে তাকে নিনোয়ার ময়দান পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল, তা হারিয়ে গেল সহসা। দরবারীদের উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য তিনি আরবদের দরবার থেকে বের করে দিলেন। হাসি ফুটল পাদ্রীদের ঠোঁটে। তাঁকে মোবারকবাদ জানাল সরকারী কর্তা ব্যক্তিরা। তৃষিত মুসাফিরকে ঝর্ণার শীতল পানি থেকে ফিরাতে পেরে ওরা উল্লসিত। কিন্তু ওরা কি জানত, মরুর বুক চিরে বেরিয়ে আসা এ ঝর্ণাধারার তরঙ্গে তরঙ্গে গুড়িয়ে যাবে খৃষ্টবাদ আর অগ্নি পূজারীদের বাধাঁর দেয়াল। কাইজারের হাত ওরা রুদ্ধ করতে পেরেছে, কিন্তু আরবের আকাশে যে রহমতের মেঘ জমেছে তার বর্ষণকে ওরা রুদ্ধ করবে কিভাবে?

মরু বিয়াবানের পথহারা মুসাফির খর্জুর বীথির শীতল ছায়ায় আশ্রয় পেলে তার অবস্থা যেমন হয়, দামেশকে এসে আসেমের অবস্থাও হল তাই। দামেশকের গভর্ণরকে শাহী ফরমান দেখাল ফুস্তিনা। নানার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দেয়া হল। তার নিজের ভাগেও ছিল অজস্র সম্পদ। কয়েক টুকরা হীরাই তার সমস্ত জীবনের জন্য যথেষ্ঠ ছিল। তাছাড়া আসেমের কাছে ছিল মেহরানের দেয়া সোনা। ও ব্যবসায় নামতে চাইছিল। কিন্তু ফুস্তিনা এক মুহূর্তও স্বামী সংগ ছাড়তে চাইল না। আসেম শহরের বাইরে একটা বাগান বাড়ী এবং কিছু জমি কিনে নিল।

বিয়ের এক বছর পর ওদের ঘর আলো করে জন্ম নিল এক ফুটফুটে ছেলে। ওরা তার নাম রাখল ইউনুস। ধীরে ধীরে আসেমের মন থেকে রিক্ততার অনুভূতি সরে যেতে লাগল। অতীতের দুঃখ ভরা দিনগুলো এখন মনে হয় স্বপ্নের মত। দামেশকের সবাই ওকে সম্মান করত। ও ছিল এমন এক মেয়ের স্বামী, যার পিতা ছিলেন ইরানী ফৌজের সিপাহসালার যিনি কিসরার বন্ধু হয়েও রোমানদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। এ জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছিলেন। পাদ্রীরা অন্তর দিয়ে না হলেও উপরে উপরে একে ঠিকই সম্মান দেখাত। ধর্মীয় ব্যাপারে স্বামী স্ত্রী দু'জনের দৃষ্টি ছিল ভিন্ন। ফুস্তিনা মনে করত, সিপাহসালার হিসেবে পিতার বিজয়গুলো ঈশ্বর পছন্দ করেননি। তা নিয়ে গর্ব করা পাপ।

সে অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য তার 'মাদার' হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মাঝখানে বাগড়া দিল আসেম। তার দুর্বল কাঁপা হাতে তুলে দিল জিন্দেগীর বোঝা। আনন্দ ঘন মুহূর্তগুলোতে ও শংকিত থাকত, কখন না জানি ঈশ্বর নাখোশ হয়ে নতুন বিপদ পাঠিয়ে দেন। রাতের বেলা ও কেঁদে কেঁদে আকুল হত। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত স্বামী সন্তানের জন্য। কখনো চলে যেত গীর্জায়। যে সব পাদ্রীদের প্রার্থনায় যে কোন বিপদ কেটে যায় বলে শুনতো ও তাদেরই খেদমতে মূল্যবান নজরানা পেশ করত। আসেমকেও বলত খৃষ্টান হওয়ার জন্য। ফুস্তিনাকে খুশী করার জন্য আসেমও মাঝে মাঝে গীর্জায় চলে যেত। তবুও খৃষ্টবাদের ব্যাপারে ওর তেমন আগ্রহ ছিল না।

এ অনাগ্রহ ঘৃণা অথবা বিদ্বেষের কারণে নয়। ও মনে করত, আরবের মূর্তি পূজার মতই অগ্নিপূজা বা গীর্জার প্রার্থনা ও চাইছিল এমন এক দ্বীন, যা মানুষকে ন্যায় ও ইনসাফের পথ দেখাবে। কিন্তু কিরূপ হবে যে দ্বীনের তা ও জানতনা।

ও পৃথিবীর মানুষগুলোকে দেখেছিল মূর্খতা আর স্বার্থপরতার শৃংখলে আবদ্ধ। এ শিকল ভাংগার জন্য সে দ্বীনের একান্ত প্রয়োজন। দামেশকের হাটে মাঠে কোন আরব ব্যবসায়ী দেখলে ও নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেত। যত্ন আত্তি করত ওদের। এরপর জিজ্ঞেস করত দেশের কথা। ওরা বলত, মক্কার যে অসহায় কাফেলা রিক্ত হাতে ইয়াসরিব পৌছেছিল, দুর্বার হিম্মত আর দৃঢ় মনোবলের কারণে ওরাই আজ সমগ্র আরবের কেন্দ্র বিন্দু। গুটিকতক মুসলমান বদরের ময়দানে কোরেশকে পরাজিত করেছে।

সংবাদটা ওর কাছে কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হল। এরপর যখন মুসলমানদের একটানা বিজয়ের খবর আসতে লাগল, ওর মনে হল আরবে সত্যি কোন বিপ্লব এসেছে। ইসলামের শিক্ষার কথা শুনে ভেতরে ভেতরে ও এক প্রশান্তি অনুভব করত। কিন্তু প্রবল প্রতাপশালী সম্রাটদের পৃথিবী পাল্টানোর জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা আসবে আরব থেকে, একথা ও তখনো বিশ্বাস করতে চাইত না।

হেরাক্লিয়াসের সাথে জেরুজালেম এসে ক্লেডিস আর ফিরে যায়নি। এখানেই রোমান সেনাবাহিনীর কমান্ডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে লাগল। কয়েক মাস পর আস্তুনিও চলে এল জেরুজালেম।

সীমান্তের গাসসানী রইসরা রোমানদেরকে নিয়মিত আরবের সংবাদ জানাত। আসেমের কাছে প্রায়ই চিঠি লিখত ক্লেডিস। সে চিঠির পাতা ভরে থাকত আরবের অবিশ্বাস্য বিপ্লবের আশ্চর্য কাহিনীতে। সত্যের পতাকাবাহী অল্প ক'জন মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন হত, আসেম তাতে অবাক হত না। মহানবী (সঃ) কেন হিজরত করেছেন তার কারণও সে বুঝত। কিন্তু ইয়াসরিবের আওস, খাজরাজ এবং অন্য সব গোত্র এক হয়ে তাঁর অনুসরণ শুরু করেছে, সহায়হীন মুসলমানরা পরাজিত করেছে কোরেশদের, এ তার বুঝেই আসছিল না।

আরব ব্যবসায়ীদের মুখে ও শুনেছে বদর, ওহোদ আর খন্দকের কাহিনী। ও অনুভব করছিল, ইয়াসরিবের প্রতিটি ঘর ধূলায় না মিশিয়ে কোরেশরা বিশ্রাম নেবে না। হোদাইবিয়ার সন্ধির পর সম্রাটদের নামে মহানবীর (সঃ) চিঠি পাঠানো ওর কাছে উপহাস মনে হচ্ছিল। কিন্তু আরব ব্যবসায়ী ও ক্লেডিসের চিঠিতে মনে হচ্ছিল এ কৌতুক বা উপহাস নয় বরং বাস্তব সত্য।

ইউনুসের বয়স এখন চার। খবর এল এক গাসসানী রইসের কাছ থেকে দূত হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মুতা আক্রমণ করেছে মুসলমানরা। ও যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারল না। কয়েক মাস পর ও ক্লেডিসের এক দীর্ঘ চিঠি পেল।

বন্ধু আমার।

গত কয়েক মাস অসম্ভব ব্যস্ত ছিলাম। তাই তোমায় লিখতে পারিনি। সীমান্তের চৌকিগুলো দেখাশুনা করতে গিয়েছিলাম। ওখানে এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে, যার কারণে মাসের পর

মাস আমায় জেরুজালেমের বাইরে কাটাতে হয়েছে। তুমি মুতায় মুসলমানদের অভিযানের কথা শুনেছ। মরুচারী তিন হাজার বেদুঈন দূত হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মুতায় সমবেত হয়েছিল। এই প্রথম কোন বিশাল শক্তির সাথে সংঘর্ষে আসার সাহস করল ওরা। গাসসানীরা আমাদের করদ প্রজা। মুসলমানদের তা অজানা নয়। গাসসানীদের কাছে ছিল লাখ খানেক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সৈন্য। আমাদের সেনাবাহিনী ছড়িয়ে আছে সমগ্র সিরিয়ায়। এত কিছুর পরও মুসলমানরা ভয় পায়নি।

সেনাবাহিনী কোথাও হামলা করে বিজয়ের উদ্দেশ্যে। কিন্তু মুসলমানদের তৎপরতা দেখলে মনে হয়, জয়-পরাজয় ওদের কাম্য নয়। ওদের পরাজয় নিশ্চিত ছিল। কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনেকে আমায় বলেছে, যে দুর্দম সাহসিকতা আর হিম্মত ওরা দেখিয়েছে, এর পূর্বে কেউ তা দেখায় নি। গাসসানীদের গর্ব ওরা মুসলমানদের এগোতে দেয়নি। আসলে পিছনে সরে যাবার সময় ওরা গাস্‌সানীদের এতটা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল যে ওরা তাদের পিছু নেয়ার সাহসও করেনি। তিন হাজার মুসলমানের বিপক্ষে একলাখ লোকের এ ঠুনকু বিজয়কে বিজয় বলতে আমার লজ্জা হয়। এ ছিল ভূমিকা মাত্র। মুসলমানরা আরবদের সম্মিলিতি শক্তিকে কয়েকটি ময়দানেই পরাজিত করেছে। ওরা দখল করে নিয়েছে আরবের কেন্দ্র বিন্দু মক্কা। ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে গোত্রীয় ব্যবধানের লৌহ প্রাচীর। তুমি বলতে, এক আরব নিজের কবিলার বিরুদ্ধে তরবারী তোলেনা। অনেক আরব ব্যবসায়ীর সাথে আমার কথা হয়েছে। ওরা বলছে, মুসলমানরা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় রক্তের সম্পর্কের দিকে খেয়াল রাখেনা। তুমি বলতে, রক্তের প্রতিশোধ নেয়া এক আরবের জীবনের চরম লক্ষ্য। আমি শুনেছি, যারা একে অপরের খুনের পিয়াসী ছিল তারাই এখন কাঁধে কাঁধ মিলিযে লড়াই করছে।

বন্ধু আমার!

আরবে এমন কোন বিপ্লব এসেছে যা তোমার আমার সম্ভবতঃ পৃথিবীর সবারই বোধের বাইরে। তুমি বলতে, আরবের ইহুদীরা এক প্রভাবশালী শক্তি। ওদের কেন্দ্র খায়বর। ইহুদীরা খায়বরে পরাজিত হয়ে সিরিয়ার দিকে পালিয়ে গেছে। ওরা বলছে, আরবের নতুন দ্বীনের সাথে জন্ম নিয়েছে বিশাল সামরিক শক্তি। ওদের যখন হাতে গোনা যেত তখনই আরবের ভেতরে বাইরে কাউকে ভয় পায়নি। ওদেরকে নিঃশেষ করার জন্য যখন সমগ্র আরব এক হয়েছে তখন তাদের নেতা পূর্ব পশ্চিমের সকল প্রতাপশালী সম্রাটদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পাঠিয়েছেন। তিনি ঘুচাতে চাইছেন মুনীব ভৃত্যের ব্যবধান। যে দ্বীন শুধু আরবেই নয় বরং সমগ্র পৃথিবীকে সাম্যের বাণী শিক্ষা দিচ্ছে। এ দ্বীন আমীর-গরীব, ধনী-নির্ধন, উঁচু-নীচু আর মুনীব-ভৃত্যের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে চাইছে তা গোটা সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধের ঘোষণা। আজ কাইজারও যদি বলেন, রোমান, সিরিয়া, মিশর সব এক সমান। ঈশ্বরের সামনে কেউ বড় নয়

তবে পাদ্রী পোপ এবং সমাজপতিরা সব শক্তি দিয়ে এর বিরোধিতা করবে। আমারতো মনে হয় এ সাম্যের স্থান হবে না গীর্জা, রাজপ্রাসাদ অথবা পৃথিবীর কোথাও। আমার কি মনে হয় জান? গোটা সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আরবের নবী (সঃ) যে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, এ যুদ্ধে তিনি টিকে থাকতে পারবেনতো! আরবের ভবিষ্যত সম্পর্কে নিরাশ হয়েই তুমি দেশ ছেড়েছিলে। এ উষ্ণ মরু নিয়ে আমিও আশাবাদী নই। কিন্তু তুমি শুনে আশ্চর্য হবে যে, তার চরম দুশমনও বলছে, শত বিপদ মুসিবতেও তার অনুসারীরা হতাশ হয় না। ওরা ওদের নবীর কথাকে মনে প্রণে বিশ্বাস করে। কদিন পূর্বে মক্কার এক ব্যবসায়ী মদীনা হয়ে জেরুজালেম পৌছেছে। সে বলল, মুসলমানরা যদি আকাশের তারাগুলো ছিড়ে আনে আমি আশ্চর্য হবো না। আমি মনে করি, ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্যের শিক্ষা আকাশের তারা ছেঁড়ারচে কম নয়।

আসেম।

শুনে আশ্চর্য হবে, মুতার যুদ্ধের পর আমরা শংকিত হয়ে পড়েছি। অপেক্ষা করছি আমাদের পূর্ব সীমান্তে কখন ওরা এগিয়ে আসে। গত চার মাস ধরে গাসসানীদের কিল্লা এবং চৌকিগুলোর পর্যবেক্ষণ শেষ করে জেরুজালেম ফিরে এসেছি। এ যুদ্ধে ওরা আমাদের শক্তির অবস্থা নিশ্চয়ই আঁচ করতে পেরেছে। এরপরও ওরা যদি সিরিয়া আক্রমণের দুঃসাহস করে, বাবলার কাঁটা ঘেরা ধু-ধু মরু পর্যন্ত আমরা ওদের ধাওয়া করতে বাধ্য হবো। কখনো আরবের সে নবীকে দেখার বড় ইচ্ছে করে। তা কি সম্ভব হবে কোন দিন?

কাইজার নতুন নবী এবং তার অনুসারীদের সাথে সংঘর্ষে যেতে চাইছেন না। কিন্তু গীর্জা এবং দেশের কর্তা ব্যক্তিরা আশংকা করছেন, যে শক্তি আরবদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারে, কদিন পর তারা রোমানদের জন্য বিপদের কারণ হবে না এর নিশ্চয়তা কোথায়? সিরিয়া, পশ্চিম এশিয়া এবং মিসরের আওয়ামকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাতে পারে এমন যে কোন আন্দোলনের বিরোধিতা করতে হবে। তাদের মতে, প্রয়োজন হলে আমরা আরবে হামলা করব। রোম ইরান যুদ্ধে আমি হাফিয়ে উঠেছি। এখন আর যুদ্ধ ভাল লাগে না। কিন্তু শান্তি আর নিরাপত্তা চাইলেও আমি একজন সৈনিক। ভবিষ্যত নির্ধারণ করি একজন সৈনিকের মন নিয়ে।

আরবের নবীর কাছে আমি এমন শক্তি দেখি না, যা দিয়ে তিনি রোমানদের সাথে যুদ্ধের দুঃসাহস করবেন। আর করলেও তাদের পরিণতি নিশ্চিত ধ্বংস ছাড়া কিছুই হবে না। তাদের দৃষ্টি শুধু আরবে সীমাবদ্ধ থাকলে হয়তো অজ্ঞতার পাঁক থেকে বেরিয়ে আরবরা সভ্য জাতিতে পরিণত হতে পারতো। কিন্তু সূচনাতেই তারা পূর্ব পশ্চিমের সকল সম্রাটদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিয়েছে। বর্তমানে শান্তি, নিরাপত্তা এবং ন্যায় ইনসাফের বড় প্রয়োজন। পারস্পরিক সমমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব আর সাম্য ছাড়া তা সম্ভবও নয়। কিন্তু যেখানে মুনীব-ভৃত্যের ব্যবধান থাকবে না রোম-ইরানের সম্রাটরাতো সে নিরাপত্তা চান না।

কখনো ভাবি, কোন্ শক্তির বলে আরবের নবী রোম ইরানের সম্রাটকে আনুগত্যের দাওয়াত দিলেন? সে কোন্ শক্তি যার আশ্বাসে তার অনুসারীরা নিজেদের বিজয় নিয়ে এতটা আশাবাদী! যতই ভাবি, আমার উদ্বেগ ততই বেড়ে যায়। আমার এ উদ্বেগের আরেক কারণ হল, জেরুজালেমের অনেক পাদ্রী আমার শ্বশুরের মত একজন নবীর আবির্ভাবকে বিশ্বাস করেন।

আরবের বেশ ক'জন ব্যবসায়ীর সাথে আমার কথা হয়েছে। তাদের অনেকেই মক্কার অধিবাসী। ওদের সবাই বলেছে, ইরানীরা যখন আমাদের মাথার উপর, তাদের সম্মিলিত চাপে আমাদের নিঃশ্বাস যখন বন্ধ হয়ে আসছিল, তখন সে নবী দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে, এ যুদ্ধে শেষতক রোমানরাই বিজয়ী হবে। ঈশ্বর তার কোন বান্দাকে হয়ত অনাগত ভবিষ্যতের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন। এক অদৃশ্য শক্তি এ নবীকে সাহায্য করছে। কিন্তু অদৃশ্য শক্তি বলে হলেও তারা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে একথা আমি স্বীকার করি না।

এ বিপর্যস্ত অবস্থায়ও ইরানীদের পর আমরা দ্বিতীয় শক্তি। পরাজয়ের গ্লানিময় দিনেও আমাদের মনে ক্ষীণ আশা ছিল যে আমাদের অবস্থা এমন থাকবে না। আমাদের শাসকের দুর্বল হাত একদিন তুলে ধরবে বিজয় পতাকা। কিন্তু রোম আর আরবদের শক্তির মধ্যে অনেক তফাৎ। আরবরা আমাদের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে, সব পাদ্রীরা এক হয়ে বললেও আমি বিশ্বাস করবনা।

মুসলমানদের দৃঢ়চেতা নবী রোম ইরান ছাড়াও আরো ক'জন সম্রাটের কাছে চিঠি লিখেছেন। মুসলমানদের দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর কোনশক্তি তাদের মোকাবিলা করতে পারবে না।

আসেম!

আমার বিশ্বাস, যে সয়লাব মূতা পর্যন্ত পৌঁছেছিল তা কোন দিন সিরিয়া মুখো হবে না। কখনো মনে হয়, তোমার মত আরব হলে জীবনে একবার হলেও সে নবীকে এক নজর দেখার চেষ্টা করতাম। সে নবীকে দেখার ইচ্ছে মনে জাগে যার শিক্ষা সমগ্র পৃথিবীর জন্য চ্যালেঞ্জ, যার নিঃস্ব অনুসারীরা নিজেদের বিজয় সম্পর্কে চূড়ান্ত আশাবাদী। তাকে দেখে ফিরে এসে আমার রোমান বন্ধুদের বলতাম, তিনি আমার চোখের পর্দা খুলে দিয়েছেন। পৃথিবীর মানুষের একমাত্র আশ্রয় হতে পারেন তিনি। সত্যের সে কাফেলা যখন আরবের সীমান্ত ছাড়িয়ে বের হবে তোমাদের তরবারী তখন তার পথ রোধ করতে পারবেনা।

বন্ধু আমার!

আমি কাইজারের একজন নিবেদিত সৈনিক। সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনা করি বাজনাতীন সালতানাতের নিরাপত্তার জন্য। এরপরও ভেতরে ভেতরে শংকিত হয় পড়ি। সে নবী যদি সত্য

নবী হন, তিনিই যদি হন প্রতিশ্রুত পয়গম্বর, তবে কি নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে তার সাথে সংঘর্ষ লিপ্ত হতে পারব?

এখানে এলেই আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। নিজকে এই বলে শান্তনা দেই, ক্রেডিস! তুমি রোমান, কাইজারের নিবেদিত সৈনিক। সালতানাতের সীমান্ত পাহারা দেয়াই তোমার দায়িত্ব। তখন মনে হয়, হৃদয়ের বোঝাভার খানিকটা হালকা হয়েছে। আমি তোমার কাছে থাকলে তোমায় অবশ্যই ইয়াসরিব পাঠিয়ে দিতাম। সব দেখে শুনে ফিরে এসে তুমি হয়ত আমাদের উৎকণ্ঠা দূর করতে পারতে। জেরুজালেমের মত দামেশকেও নিশ্চয়ই আরব ব্যবসায়ীর আসা যাওয়া আছে। ওদের কথাবার্তা শুনলেও কি তোমার দেশে যেতে ইচ্ছে করে না? এ প্রশ্নটা এজন্য করছি যে, কখনো আরবের পরিস্থিতি জানার প্রয়োজন হলে তুমি ছাড়া আর কারো উপর নির্ভর করতে পারব না।।

তোমার বন্ধু

'ক্রেডিস।'

চিঠি পড়া শেষ করে আসেম অনেক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইল। হঠাৎ ইউনুস ছুটে এসে পিতার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। আসেমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পেরে ও মায়ের কোলে গিয়ে বসল।

ঃ 'কি ভাবছ?' ফুস্তিনা প্রশ্ন করল।

ঃ 'কিছুই না।' আসেমের নির্লীপ্ত জবাব।

ফুস্তিনা খানিকটা ভেবে নিয়ে বলল ঃ 'তুমি তো জান, আমি তোমার পথে বাঁধা দেব না।'

চমকে উঠল আসেম। ফুস্তিনার দিকে তাকিয়ে বললঃ 'কোন পথ?'

ঃ 'তুমি তোমার দেশটা দেখতে চাইছ। ওখানে তোমার নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারলে দিন কয়েকের বিরহ ব্যথা সইতে পারব।'

ঃ 'এ পৃথিবীতে তোমার ঘর ছাড়া আমার আর কোন ঘর নেই।' বলেই আসেম ইউনুসের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ও মায়ের কোল ছেড়ে পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফুস্তিনার বিষন্ন ঠোঁটে ফুটে উঠল একটুকরো মিষ্টি হাসি।

ঃ 'ফুস্তিনা, তোমার ঠোঁটের একচিলতে হাসি আর ইউনুসের মনকাড়া উচ্ছ্বসিত হাসি ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না। হায় ফুস্তিনা, মুনীব – ভৃত্যের এ পৃথিবীতে কেউ যদি শেখাত চির শান্তির পদ্ধতি। বলে দিত তোমায় আনন্দ দেবার পথ। যদি তোমার জন্য খুঁজে পেতাম এমন নিকুঞ্জ যেখানে চির দিন বয়ে যায় বাসন্তি বাতাস। আরবের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই।

যদি বুঝতাম, সে নতুন দ্বীনের বিজয়ে সমগ্র মানবতা উপকৃত হবে, যে দ্বীনের নূরের চমকে আওস ও খাজরাজ পেয়েছে পথের দিশা, সে আলো একদিন এখানেও পৌছবে, যুগের বিক্ষুব্ধ

আঁধার থেকে রক্ষা করবে জনপদ, তবে সে নবীর আনুগত্য আমার জন্য অপরিহার্য। ওখানে যাবার সিদ্ধান্ত নিলে বুঝবে, একজন মানুষ হিসেবে, স্বামী হিসেবে এবং এক পিতা হিসেবে নিজের কর্তব্য পালন করছি। মৃত্যুর সময় এ নিশ্চয়তা নিয়ে মরতে পারব যে, আমার সন্তানের পৃথিবী আমার চে ভাল হবে।'

ফৃস্তিনা ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললঃ 'তুমি সত্য–সুন্দরের সন্ধানে বের হবে আর আমরা তোমার সাথে থাকব না, তুমি এমনটি ভাবলে কেন?'

ইউনুস চোখ বড় বড় করে একবার মা আবার বাবার দিকে চাইতে লাগল। ও বুঝেছে, তার পিতা কোথায়ও যাচ্ছে। চঞ্চল হয়ে উঠল সে। ঃ 'আব্বু! আমিও আপনার সাথে যাব।'

আসেম তাকে বুকে টেনে আদর করে বললঃ 'না, আব্বু! আমি কোথাও যাব না।' কথাটা বলতে পেরে ওর মনে হল মনের ভার ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। পরদিন ও ক্রেডিসের কাছে চিঠি লিখল। 'আমি স্ত্রী সন্তান নিয়ে সন্তুষ্ট। আমার বাড়ীর চার দেয়ালের বাইরে কি হচ্ছে তা আমার জানার দরকার নেই।' কথার ফাঁকে ও ইউনুসের দুষ্টুমীর কথাও উল্লেখ করল। আরব প্রসংগে ও লিখল, অন্য আর কোন মঞ্জিলের দিকে আমার আকর্ষণ নেই। লিখতে গিয়ে ও অনুভব করল, হৃদয়ের ভেতর থেকে এখনো বিপ্লবের কথা জানার আগ্রহ ওর প্রাণের গহীনে মোচড় দিয়ে উঠেছে। সব শেষে ক্রেডিসকে দামেশক আসার জন্য দাওয়াত দিয়ে ও চিঠি শেষ করল।

এরপর প্রায় প্রতিদিনই ইয়াসরিব থেকে নতুন নতুন সংবাদ আসত। ব্যবসায়ীরা নিয়ে আসতো নতুন বিজয়ের খবর। আরবদের ঐক্য, বাহাদুরী এবং ইসলামের সাফল্যের কথা শুনত ও। দেশ থেকে বের করে দেয়া ইহুদীরা এসব সংবাদ বেশী করে প্রচার করত। এরা মনে করত, মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে হলে রোমানদের সাথে ওদের যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিতে হবে।

সিরিয়ার রোমান গভর্ণরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য গাস্সানী রইসরাও তৎপর ছিল। এরা ছিল খৃষ্টান। গাস্সানী নেতারা আরব আক্রমণের জন্য সব সময় রোমানদের ক্ষেপাতে চাইত। গীর্জা থেকে ফিরে এসে ফৃস্তিনা আসেমকে অবিশ্বাস্য সব ঘটনা শোনাত। আমেস কৌতুকছলে উড়িয়ে দিত তার কথাগুলো। কিন্তু ও বুঝত, এত সব মিথ্যে হতে পারেনা। মদিনা এবং খয়বর থেকে বিতাড়িত ইহুদীরা, রোমান, সিরিয়া এবং খৃষ্টানদেরকে উত্তেজিত করার জন্য বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারে। কিন্তু যে আরব মরার সময়ও পরাজয় স্বীকার করেনা তারা অহেতুক কেনইবা প্রতিপক্ষের গুণগান করতে যাবে?

একদিন দামেশকের চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে এক ব্যবসায়ী বলতে লাগল ঃ 'মুসলমানরা মক্কা বিজয়করেনিয়েছে।'

ভীড় জমে গেল চারদিকে। ইয়ামেনের ব্যবসায়ী আরো বললঃ 'ইসলামের নবীর শক্তি সাহস আমি নিজের চোখে দেখেছি। ওখানে শুনেছি আল্লাহ আকবরের আজান ধ্বনি। কাবায় স্থাপিত

র্তমাগুলো ভেংগে ফেলা হয়েছে। মাটির সাথে মিশে গেছে কোরেশ সর্দারদের উদ্ধত অহংকার। আরবে এখন ইসলামের মোকাবিলা করার মত আর কোন শক্তি নেই। আমি যখন মক্কা থেকে রওয়ানা করেছি, আমি দেখেছি মুসলমানরা আওতাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মদিনা এসে সংবাদ পেলাম কোরেশদের মত হাওয়াজেন আর সকীফ কবিলাও পরাজিত।

এ সাধারণ ঘটনা নয়। মুসলমানরা যখন বলখ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছিল আমি তখন তাদের উপহাস করে ছিলাম। কিন্তু এখন ওদের কিছুই অবিশ্বাস করিনা। যদি শুনি ওরা দামেশকের দিকে এগিয়ে আসছে, তবুও অবিশ্বাস করবনা।'

এক সিরীয় ক্ষেপে গিয়ে ব্যবসায়ীর ঘাড় চেপে ধরে বললঃ 'বাজে কথা। তুমি মিথ্যে বলছ। নিশ্চয়ই তুমি আমাদের শত্রপক্ষের চর।'

ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল আসেম। সিরীয়টিকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে বলল ঃ 'শত্রুর চর চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেনা।'

অবস্থা সুবিধের নয় দেখে ব্যবসায়ী থমকে গেল। বললঃ 'ভায়েরা, আমি মুসলমান নই। আমি শুধু তোমাদেরকে ওদের অবস্থা জানাতে চাইছিলাম। আমার কবিলার কয়েজন মুসলমান হয়েছে। কিন্তু আমি বাপ দাদার ধর্ম ত্যাগ করিনি।'

আসেম ভীড়ের দিকে লক্ষ্য করে বলল ঃ 'আরে, তোমরা একটা গবেটের কথায় কান দিওনা।' এরপর ব্যবসায়ীর হাত ধরে একদিকে হাঁটা দিল। খানিক পর নিজের বাড়ীর একটা বড়সড় কক্ষে মুখোমুখী বসে আসেম তাকে প্রশ্ন করল ঃ 'সত্যিই তুমি মক্কা হয়ে এসেছ?'

ঃ ' হ্যাঁ। মিথ্যে বলায় আমার লাভ কি?'

ঃ 'মুসলমানরা কি মক্কা দখল করে নিয়েছে?'

ঃ 'হ্যাঁ।'

ঃ 'যুদ্ধের মূহূর্তে তুমি ওখানে ছিলে?'

ঃ 'মক্কা বিজয়ে মুসলমানদের যুদ্ধ করতে হয়নি। কোরেশদের একদল সামান্য বাঁধা দিয়েই পালিয়ে গিয়েছিল। এরপর মক্কাবাসীরা অস্ত্র সমর্পন করেছে।'

ঃ ' অসম্ভব। প্রাণ থাকতে কোরেশরা পরাজয় মেনে নেবে তা হতে পারেনা।'

ব্যবসায়ী মৃদু হাসল। ঃ 'পথে যতগুলি কবিলার সাথে আমার দেখা হয়েছে, এদের সবারই কথা কোরেশরা পরাজয় মেনে নিতে পারেনা। কিন্তু লোকের বলায় কি এসে যায়। ঘটনা তো আমিনিজের চোখেই দেখেছি।'

ঃ ' আচ্ছা, এবার বলো, পরাজিত শত্রুর সাথে মুসলমানরা কেমন ব্যবহার করেছে?'

ঃ 'আজতক কোন বিজয়ীদল যা করেনি মুসলমানরা কোরেশদের সাথে তাই করেছে। মক্কায় প্রবেশ করেই ওরা শত্রুদের ক্ষমা করে দিয়েছে। যারা নবীর (সঃ) চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো, তাদেরকেও কিছু জিজ্ঞেস করা হয়নি। একদিন যাদের হাত রংগীন হয়েছে অসহায়

মুসলমানদের খুনে, তাদেরকেও খোঁজ করা হয়নি। মুসলমানরা যখন মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিল, কোরেশরা ভেবেছিল, কুদরত ধ্বংসে আর বিপর্যয়ের ঝড়ের গতি ওদের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কয়েক ঘন্টা পরই সব শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু একটু পরই সে ঝড় রহমতের বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ল। অযথা মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষে গিয়ে তেরজন লোক মরে যাওয়ায় ওরা পরে আফসোস করেছে। আমি মুসলমানদের নবীকে সেদিনই প্রথম দেখেছিলাম যেদিন কোরেশ নেতারা মাথা নীচু করে তার সামনে দাঁড়িয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন ঃ 'তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে জান?'

কোরেশ নেতারা বলেছিল ঃ 'আপনি এক শরীফ ঘরের সুশীল সন্তান।'

আসেম চঞ্চল হয়ে প্রশ্ন করল ঃ 'এর পর মুসলমানদের নবী কি বললেন?'

তিনি বললেন ঃ 'তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। যাও তোমরা মুক্ত।'

আসেম আবেগ আপ্লুত হয়ে বললঃ 'যে নবী (সঃ) পরাজিত দুশমনের সাথে এমন ব্যবহার করতে পারেন, তিনিই সমগ্র মানবতার মুক্তির দিশারী। খোদার কসম! হাতে পেয়েও যারা শত্রুকে ক্ষমা করে, রোম ইরানের লশকর তাদের পথ রোধ করতে পারবেনা।'

ঃ ' আমি আশ্চর্য হচ্ছি কেন জানেন? দেশ ত্যাগের সময় ওরা যতটা মজলুম ছিল, বিজয়ের সময় ছিল তার চে'বেশী রহমদীল। কোরেশরা বিপর্যস্ত। ধুলায় লুণ্ঠিত ওদের পতাকা। কাবার তিনশো ষাটটি প্রতিমা পায়ে পিষে ফেলা হয়েছে। এতবড় বিজয়ের পরও মুসলমানদের চেহারায় অহংকারের চিহ্ন মাত্র দেখা যায়নি। বিভিন্ন কবিলার মুসলমানদের সাথে আমি দেখা করেছি। দ্বীনের সম্পর্ক ওদের কাছে রক্তের সম্পর্কের চাইতে অনেক বেশী দামী। যে গোত্রীয় সম্পর্ক আরবদের গর্ব, মুসলমান হওয়ার পর ওরা যেন সে অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে।'

ঃ ' নিজের চোখে এত কিছু দেখেও মুসলমান হলেনা?'

ঃ ' এক আরবের জীবন পদ্ধতি ত্যাগ করার ইচ্ছে এখনো করিনি। এখনো দুভাইয়ের রক্তের প্রতিশোধ নেয়া বাকী রয়ে গেছে। মুসলমান হলে বুকের ভেতরের প্রতিশোধের আগুন নিভে যায়। প্রতিশোধ নিতে না পারলে জীবনটাই হবে অর্থহীন।'

ঃ 'বন্ধু! তুমি আমার চেয়েও হতভাগা। যৌবনে আরব ছাড়া হলাম এ আশায় যে, উষর মরু জন্ম দেবে কোন মহামানব। তার ছায়ায় আরবের তৃষিত বালুকার পিপাসা হয়ত কোন দিন মিটবে। কিন্তু তুমি রহমতের দরিয়ার শীতল পানি পেয়েও তৃষ্ণার্ত রয়ে গেছ।'

ব্যবসায়ী কি যেন ভেবে বললঃ 'মক্কার কটা দিন মনে হয়েছিল আমি স্বপ্ন দেখছি। এখন মনে হয়, যে নূরের জ্যোতি আমি দেখেছি তা মৃত্যু পর্যন্ত আমায় তাড়া করে ফিরবে। হয়তো কোন দিন সে দ্বীনকে বিশ্বাস করব। যে দ্বীন আমার মত অহংকারী অনেকের মন বদলে দিয়েছে, কদিন আর সেদ্বীন থেকে দূরে থাকা যাবে? অনুভব করছি, আরবরা সর্ব শক্তি দিয়ে যে দ্বীনের বিরোধিতা করেছিল, আরবের বিশালতায় দ্রুত তার বিস্তার ঘটতে যাচ্ছে।'

মুচকি হেসে আসেম বলল ঃ 'মুসলমান না হয়েই কিন্তু ইসলামের প্রচার করছ।'

ঃ ' আমি কেবল আমার অনুভূতি প্রকাশ করলাম। আরবের ইহুদীদের সাথে কথা বলে দেখো ওরা আমার'চে বেশী শংকিত।'

আসেম নির্লীপ্ত চোখে ছাদের দিকে তাকাল। এরপর ব্যবসায়ীর দিকে ফিরে বললঃ 'তুমি আমার মেহমান। যতদিন দামেশক থাকবে এ বাড়ীকে নিজের বাড়ী মনে করো।'

ঃ 'আমি কালই দেশে ফিরে যাচ্ছি। আমার সংগীরা সরাইখানায় আমার অপেক্ষা করছে।'

তাকে বিদায় দিতে গিয়ে আসেম বলল ঃ 'আমার এখানে থাকলেনা বলে আমি দুঃখিত। তবে মনে রেখো, মুসলমানদের ব্যাপারে কথা বলতে সতর্ক থেকো। আরবরা ওদের বিপদের কারণ হতে পারে, ইরানকে পরাজিত করার পর রোমানরা এ কথা শুনতে চায়না।'

ঃ 'আপনার এ পরামর্শ আমার মনে থাকবে। আজকের বোকামীটা হওয়ার কারণ, বাজারে এক গাস্সানী মুসলামানদের সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিল। ইহুদীরা সায় দিয়ে যাচ্ছিল তার সাথে সাথে। যেহেতু মুসলমানদের সম্পর্কে আমি বেশী জানি, এজন্য নিশ্চুপ থাকতে পারিনি।'

কদিন পর খবর রটলো যে, সিরীয়ার সীমান্তে রোমান সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আরো কদিন পর কস্তুনতুনিয়া থেকে রোমান ফৌজ সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা করল। একদিন শোনা গেল, রোমান ফৌজ কিছু দিনের মধ্যেই আরবে হামলা করবে।

আরব আক্রান্ত হলে আসেম কি করবে ভেবে পেলনা। নিজের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করতে গেলেই ওর মনে হত সিরিয়া ছাড়াতো আমার কোন আশ্রয় নেই। একে শত্রুমুক্ত রাখতেই হবে। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করলে ওর মনে হত, ইসলামের নবীর পরাজয়ের সাথে আরব আবার অজ্ঞতার নিশ্চিদ্র আঁধারে ডুবে যাবে। সে অনুভব করত, যে দ্বীন সমগ্র আরবকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছে, তা দূর্বল হয়ে পড়লে আবার শুরু হবে গোত্রীয় সংঘর্ষ। নিজের অজান্তেই ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসতো ঃ 'হায়। রোমান আর সিরীয়রা যদি আরব আক্রমনের ইচ্ছা ত্যাগ করতো !!'

এক সন্ধ্যা। আসেম ও ফুস্তিনা বাগানে বসে আছে। পাশেই তীর ধনু নিয়ে খেলা করছে ইউনুস। এক চাকর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললঃ 'জনাব' আপনার চিঠি। জেরুজালেম থেকে এসেছে।' আসেম চিঠি হাতে নিয়ে ফুস্তিনার দিকে এগিয়ে ধরল। খাম খুলে পড়তে লাগল ফুস্তিনা। ক্রেডিস লিখেছেঃ

প্রিয় বন্ধু!

মুসলমানদের নতুন সংবাদ হল তাদের নবী ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তাবুক পৌঁছেছেন, ব্যাপারটা এতই আকস্মিক যে, গাস্‌সানীদের সাহায্যে আমরা কোন সৈন্য পাঠাতে পারিনি। তাঁর বাহিনীতে রয়েছে দশ হাজার সওয়ার। শুনেছি, ইলার সর্দার ভয় পেয়ে জিজিয়া কর দিতে রাজি হয়েছে। তাবুকে ওরা ছাউনি ফেলেছে। সম্ভবত আর সামনে এগোবেনা। কিন্তু আমাদের গোয়েন্দারা বলছে, তাদের একজন সালার কিছু সৈন্য নিয়ে তাবুক ছেড়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। ওরা যাবে কোথায় বুঝা যায়নি। তবুও আমার মনে হয়, তাবুকের আরো সামনে এগোলে ওদের প্রতিটি পা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। ওদের এ দুঃসাহস প্রশংসা পাবার মত। আমি তোমার মত আরব হলে জানতে চাইতাম, কিসের আশায় ওরা সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেছে। আর ওদের বিজয়ের সম্ভাবনাইবা কতটুকু।

আরবের সাথে তোমার আকর্ষণ একেবারে শেষ না হয়ে থাকলে বলব, একবার তাবুক ঘুরে এসো। আমাদের গোয়েন্দার অভাব নেই। প্রতি মুহূর্তেই ওরা আমাদের সবকিছু অবহিত করছে। কিন্তু আরবদের এ দুঃসাহস কোত্থেকে এল এর সন্তোষজনক কোন জবাব ওরা দিতে পারছেনা। মুসলমানরা তাবুক থেকে ফিরে গিয়ে থাকলে বলব, একবার ইয়াসরিব থেকে ঘুরে এসো। ওদের সার্বিক অবস্থা আমি জানতে চাই।

আমাদের শক্তি সম্পর্কে তুমি বললে হয়ত মুসলমানরা বিশ্বাস করবে। ওদের বলো, যে যুদ্ধে ধ্বংসে অনিবার্য তা যেন শুরু না করে। দিন দিন মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে কাইজারের কাছে তা গোপন নয়। আমাদের ফৌজি তৎপরতায় কেবল ওদের ভয় পাইয়ে দিতে চাই। রোমান ফৌজের অনেকেই নতুন যুদ্ধ চাইছেনা। আসলে এজন্যেই তাবুকে যাওয়া হয়নি, তার মানে আরবদের ব্যাপারে আমরা নিষ্ক্রিয় বসে থাকব এমন নয়।

তাবুকে যুদ্ধ বাঁধলে আমরা যে বিজয়ী হব এতে কোন সন্দেহ নেই। ওদের ধাওয়া করব মরুভূমির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। লড়াই যাদের কাছে খেলা, কাইজার শুধু তাদের পরামর্শই গ্রহণ করবেন। এমনও হতে পারে যে, আমার চিঠি পাবার দু'চার দিন পরই শুনবে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। প্রথম চাপেই মুসলমানরা সরে গেছে কয়েক মাইল পেছনে। তখন এমন এক ব্যক্তির প্রয়োজন, যে, তাদের বুঝাতে পারবে যে অস্ত্রের দিক থেকে রোম আরবের মধ্যে কত ব্যবধান। আমার মনে হয় একাজ তুমি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে সম্ভব নয়। এ সব লিখলাম রোমান সেনাবাহিনীর একজন অফিসার হিসেবে। কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে আমি অনুভব করছি, যে আলোর সন্ধানে তুমি ঘর ছেড়েছ, সে আলো ফুটেছে তোমার দেশেই।

ফ্রেমস যে সময়ের কথা বলতেন, আমার ধারণা ইতিহাসের সে সময় শুরু হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রেও তোমার দেশে যাওয়া জরুরী। এজন্য জরুরী যে, নতুন বিপ্লব সম্পর্কে তোমার কথা ছাড়া অন্য কারো কথায় বিশ্বাস করতে পারছিনা। তাবুকে মুসলমানদের ছাউনী পর্যন্ত যেতে

কমপক্ষে তোমার কোন অসুবিধা হবেনা। কয়েকদিন তাদের সাথে থাকলে বুঝতে পারবে, ওরা রোমানদের বিশাল ফৌজি শক্তিকে ভয় পাচ্ছে না কেন? ওরা তাবুক থেকে ফিরে গেলেও তুমি দেশে যেতে পারবে। পৃথিবীর বর্তমান ভবিষ্যত সম্পর্কে তোমার আবেগে ভাটা না পড়ে থাকলে খুব তাড়াতাড়ি জেরুজালেম চলে এসো।

তোমার বন্ধু
ক্রেডিস

ফুস্তিনা চিঠি শেষ করে প্রশ্নমাখা দৃষ্টিতে আসেমের দিকে তাকাল। আসেমের নির্লিপ্ত নিরবতা যখন অসহ্য হয়ে উঠল, ও আস্তে করে বললঃ 'তুমি ওখানে যাবে?'

ঃ 'জানিনা।'

ঃ 'কিন্তু আমি জানি।' ওর ঠোঁটে ফুটে উঠল দ্বিতীয়া চাঁদের হাসি।

ঃ কি জান তুমি?'

ঃ 'একদিন না একদিন তুমি অবশ্যই ওখানে যাবে। আমি তোমার ইচ্ছের ফুটন্ত শতদল াড়িয়েদিতেচাইনা।'

ঃ 'ওখানে যাওয়া আমার জীবনের চরম আকাংখা, একথা কখনো বলিনি।'

ঃ 'বলার দরকার হয়না। আমি তোমার মনের কথা বুঝি। আমার ব্যাপারে চিন্তা করোনা। কদিন হয় একা থাকলাম। বুড়ো বয়সে বরং একা থাকতে কষ্ট হবে। আমি চাই তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

ঃ 'ওখানে গিয়ে কি করব?'

ঃ 'জানিনা। আমি শুধু এদ্দুর জানি যে, আমার অশ্রু এবং শত বাঁধা নিষেধও তোমার আচমকা সিদ্ধান্তকে বদলাতে পারবেনা। কথা দিচ্ছি, আমার ভালবাসার আঁচলে তোমায় জড়িয়ে রাখবনা। জীবন চলার পথে আমি তোমার সংগীনি। কিন্তু ইপ্সিত মঞ্জিল খুঁজে নেয়া তোমার কাজ।'

আসেম দুহাতে ফুস্তিনার মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে বলল ঃ 'এ মুহূর্তে আমার মঞ্জিল আমার সামনে। এখন জীবনের চরম চাওয়া কি জান? মন চায় তোমার কাজল কালো চোখের ওই দুটো নীল পথের গভীরতায় হারিয়ে যাই।'

ঃ 'আমার চোখের গভীরতায় তুমি হয়ত খুঁজে পাবে তোমার প্রিয় মরুদ্যান।' হাসল ফুস্তিনা।

ঃ 'মরুভূমির যে নিকুঞ্জ আমি চিরদিনের জন্য ছেড়ে এসেছি, ওখানে গেলে বিষাদময় অতীত ছাড়াতো আমি আর কিছুই পাবনা।'

ঃ 'তুমি যে দেশ ছেড়ে ছিলে তা ছিল হিংস্র হায়েনার চারন ভূমি। কিন্তু এখন সেখানে বেজে উঠেছে মানবতার জয়গান। সত্য সুন্দরের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠছে সে দেশ। ক্লেডিসের চিঠি পড়ে আমি বুঝেছি, যে জমিন ছিল কাঁটায় ভরা , সেখানে ফুলের ডালি সাজিয়ে তোমার অপেক্ষা করা হচ্ছে। ওখান থেকে ফিরে এসে বলবে, তোমাদের জন্য এমন স্থান খুঁজে পেয়েছি, যেখানে একজনের হাত আরেকজনে টুটি চেপে ধরেনা।

সিরিয়ার চাইতেও সেখানে রয়েছে আমাদের সন্তানের জন্য স্বপীল ভবিষ্যত। এজন্য তোমার সেখানে যাওয়া দরকার, যাতে তুমি সে নবী এবং তার অনুসারীদেরকে নিকট থেকে দেখতে পার। যদি তোমার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ না হয়, তবে আগামী দিনগুলো নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবে। ভবিষ্যতের ক্ষীণ আশা তোমায় আর চঞ্চল করে তুলবেনা। ভোরের আলো ফোটার অপেক্ষায় থাকলেই কেবল রাত দীর্ঘ মনে হয়। ওখান থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে এ বাড়ীর চার দেয়ালের মধ্যেই খুঁজে নেবে চিরায়ত আনন্দ। তখন সকাল সন্ধ্যা দেখবনা তোমার উদাস করা বিষন্ন দৃষ্টি। দেখব না, নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছে আমার স্বামী। অথবা বিছানা ছেড়ে কক্ষময় পায়চারী করছ কেন, তখন এ চিন্তা আমায় পেরেশান করবেনা।

ঃ 'তুমি আমার জীবনের সেরা উপহার ফুস্তিনা। তুমি আমার যে উদাস দৃষ্টি আর চঞ্চল পদক্ষেপ দেখেছ, তা কেবল তোমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই। আমি দেখেছি নিরপরাধ মানুষের খুনের দরিয়া। দেখেছি, মজলুমের অশ্রু মাটির সাথে মিশে যেতে। অসহায় মানুষের বুক ফাটা কান্নার জবাবে শুনেছি জালিমের অট্টহাসি। গোলাম ভৃত্যের হাড়গোড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছি সম্রাটদের রংমহল। অহংকারের অগ্নিপিন্ডে জ্বলতে দেখেছি ভালবাসার শতদল। আমার জীবনে এমনও সময় ছিল, যখন এর সবকিছু সইতে পারতাম।

কিন্তু ইউনুসের পৃথিবী আমার মতো হোক তা চাইনা। হায়! ওর জন্য যদি এমন দুনিয়া খুঁজে পেতাম যেখানে দুর্বল আর মজলুমের অশ্রু দেখে কেঁপে উঠে মানবতার বিবেক। যেখানে অসহায়ের ভাষা থেকে ফরিয়াদ নয় কৃতজ্ঞতা বের হবে। আরবের নতুন দ্বীন যদি এ আশার ফুল গুলো ফোটাতে পারত।'

ঃ 'আপনি কবে যাচ্ছেন?' ফুস্তিনা প্রশ্ন করল।

ঃ 'এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেইনি। তুমি খুশী মনে অনুমতি দিলে ভেবে দেখব।'

পরদিন ভোরে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পরল আসেম। ফিরে এল তাড়াতাড়ি। তাকে দেখেই ফুস্তিনা প্রশ্ন করল ঃ'এত তাড়া-তাড়ি ফিরলে যে?'

ঃ 'একটা অবিশ্বাস্য খবর শুনলাম। মুসলমানদের একটা দল আচমিত দুমাতুল জন্দল আক্রমন করেছে। ওখানকার সর্দারকে গ্রেফতার করে তার ভাইকে হত্যা করেছে।'

ঃ 'অসম্ভব।'

ঃ 'আমি একজন দায়িত্বশীল অফিসারের মুখে একথা শুনেছি।'

'এ কি করে সম্ভব? ওরা কি এতই বেশী ছিল যে আমাদের সৈন্যরা বাঁধা দিতে পারলনা।'

ঃ 'ওরা চার পাঁচ শো সওয়ারের বেশী ছিলনা। রোমানদের সাহায্য যাবার পূর্বেই তারা সব কাজ শেষ করে চলে গেছে। একজন রোমান বলল, এ খবর সত্যি হলে বলতে হবে, মুসলমানরা বাতাসে ভর করে উড়ে গিয়েছিল।,

ঃ 'এখন কি হবে?'

ঃ 'কিছুইনা। রোমানরা ভেবেছিল সেনা তৎপরতা দেখিয়ে ওদের ভয় পাইয়ে দেবে। কিন্তু মুসলমানরা প্রমান করল, সিরিয়ার যে কোন শহরে ওরা হামলা করতে সক্ষম।'

ঃ 'কিন্তু এ তো কাইজারের অপমান। রোমানরা তা কোনদিন সইবেনা।'

ঃ 'এবার হয়তো মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে কাইজার নিজের মত পাল্টাবেন। তবে তিনি এ মুহূর্তে হয়তো তা নাও করতে পারেন।'

ঃ 'পোপ পাদ্রীদের পরামর্শ কাইজারকে মানতেই হবে। আরবরা শক্তিমান প্রতিবেশী হোক তাঁরা নিশ্চয়ই তা চাইবেননা। আমার বিশ্বাস, জওয়াবী হামলা করতে কাইজার আর গড়িমসি করবেন না। এবার বল তুমি কি চিন্তা করলে?'

ঃ 'সফরের কথা জিজ্ঞেস করলে বলবো, এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেইনি। রোম আরবের মধ্যে নিয়মিত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে ওখানে যেতেও পারবনা। ক্রেডিসও হয়তো আমায় যেতে বলবেনা।'

কিছুদিন পর সংবাদ এল মুসলিম বাহিনী তাবুক ছেড়ে চলে গেছে। এরপর আজ নয় কাল করে আসেমের জেরুজালেম যাওয়া মাসের পর মাস পিছিয়ে যেতে লাগল। ক্রেডিসও আর কোন চিঠি দেয়নি। এভাবে কেটে গেল প্রায় এক বছর। এরমধ্যে সিরিয়া সীমান্ত থেকে উল্লেখযোগ্য কোন খবর আসেনি। কি এক আশ্চর্য গতিময়তায় ইসলাম নিজের করে নিতে লাগল আরব উপদ্বীপের বিশাল বিস্তারকে। রোমানদের কাছে আরব ঐক্য ছিল ইতিহাসের অবিশ্বাস্য ঘটনা। ওরা আরবদের ব্যাপারে সচেতন ছিল।

এক সন্ধ্যা। বাইরে খানিক ঘোরাঘুরি করে আসেম বাসায় ফিরে এল। গেটে আসতেই চাকর বললঃ 'একজন মেহমান আপনার অপেক্ষা করছেন।'

ও দ্রুত পা বাড়াল। হলরুমে আলো জ্বলছে। দরজার কাছে আসতেই পরিচিত শব্দ ভেসে এল।ঃ 'ও ক্রেডিস!' বলে ছুটে গেল আসেম। ইউনুসকে কোল থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্রেডিস। বুকে বুক মিলালো দু'জন।

ঃ 'তুমি কখন এলে। আমায় সংবাদ দাওনি কেন? আন্তুনি, তোমার ছেলে কেমন আছে? ওদের সাথে আনোনি কেন?' এক নিঃশ্বাসে প্রশ্নগুলো করল আসেম।

ঃ 'ওরা সবাই ভাল। এখানে থাকার ইচ্ছে থাকলে ওদের নিয়ে আসতাম। আমি ভোরেই ইন্তাকিয়া চলে যাচ্ছি।'

ঃ 'কাইজারও নাকি ওখানে যাচ্ছেন?'

ঃ 'হ্যা। আরবের পরিস্থিতি তাকে পূবের এলাকাগুলো সফর করতে বাধ্য করেছে।'

ঃ 'তোমার দাওয়াতে জেরুজালেম যেতে পারিনি বলে দুঃখিত। কয়েক বারই যাবার ইচ্ছে করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আসলে বয়স বাড়লে সিদ্ধান্ত নেয়ার শক্তিও দুর্বল হতে থাকে। কি যেন বললে, আরবরা কাইজারকে ইন্তাকিয়া যেতে বাধ্য করেছে। আমার মনে হয়, তাবুক থেকে ফিরে গিয়ে মুসলমানরা মত পরিবর্তন করেছে। মুতার গভর্নর দূতকে হত্যা করার মত বোকামী না করলে ওরা সিরিয়ার সীমান্তের দিকেই তাকাতো না।'

ঃ 'মুসলমানদের পরিকল্পনার কথা কিছুই বলা যায়না। তবে এদ্দুর বলা যায়, ইসলাম আরবে যে বিপ্লব নিয়ে এসেছে তা ইতিহাসের এক অলৌকিক ঘটনা। মুতা অথবা তাবুকে ওদের আক্রমনে আমরা ততোটা উদ্বিগ্ন নই। কিন্তু ইতিমধ্যে আরবের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনে আমরা চিন্তিত। প্রথম যে বছর তোমায় জেরুজালেম যেতে বলেছিলাম, ভেবেছিলাম আরবের অবস্থা শুনলেই তুমি ওখানে চলে যাবে। রোমানদের গোয়েন্দা হিসেবে নয়, তোমায় পাঠাতে চেয়েছিলাম এমন বন্ধু হিসেবে, যার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি।

তাবুক এবং মুতায় মুসলমানরা আক্রমন করেছে। কিন্তু আমি হতবাক হয়েছি কিসে জান? ইসলাম মদ, জুয়া এবং সুদকে নিষিদ্ধ করার পরও আরবরা দলে দলে মুসলমান হচ্ছে। ইসলাম চুরি এবং ব্যভিচারের জন্য রেখেছে কঠিন শাস্তির বিধান। অথচ কি আশ্চর্য, যে অপকর্ম ছিল আরবদের জন্য গৌরবের তাই তারা ছেড়ে দিয়েছে। মক্কায় কোরেশরা পরাজিত হল। ভেংগে দেয়া হল কাবায় প্রতিষ্ঠিত দেব দেবীগুলো। আমি ভেবেছিলাম, এতে সমগ্র আরব মুসলমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে যাবে। যে দ্বীন বংশ, গোত্র আর কবিলার ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে চায়, আরবরা নিশ্চয় তার বিরোধিতা করবে। আমাদের আশা [illegible] মক্কা থেকে সামনের দিকে [illegible] বাড়ালে হাজারো কবিলা ওদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। তৃষ্ণার্ত বালুকার মত শুষে নেবে মুসলামদের গতির সয়লাব।

কিন্তু গত এক বছরে আরবদের তৎপরতার কিছুই আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। আমরা শুধু শুনেছি, আজ অমুক দল কাল তমুক দল ইসলাম কবুল করছে। কয়েক বছর আগে যারা ইসলাম প্রচারকদের হত্যা করত, তারাই দল বেঁধে মদিনা গিয়ে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে। হাজরামাওত এবং ইয়ামেন থেকে ইয়ামামা পর্যন্ত বেশীর ভাগ কবিলাই মুসলমান হয়ে গেছে। কয়েক বছর বিরোধিতার পর আত্মসমর্পন করেছিল কোরেশরা। অথচ ইসলামের শিক্ষার কাছে সমগ্র আরব আজ মাথা নুইয়ে দিয়েছে।

পূর্ব পুরুষের গড়া দেব দেবীর মূর্তি ওরা নিজের হাতে ভেংগে ফেলছে। সমগ্র আরব এই প্রথম এক পতাকার নীচে সমবেত হচ্ছে। আমি অনুভব করছি জীবনের রাজপথে এ নতুন কাফেলা যখন মনজিলের দিকে পা বাড়াবে, তাদের পথের ধুলার সাথে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে রোমইরানেরবিশালসালতানাত।'

থামল ক্লেডিস। আসেম ফৃস্তিনা অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। আসেম বললঃ "তুমি আবার আমায় দেশে যেতে বলছ। আমার আশংকা হচ্ছে এবার হয়ত 'না' করতে পারবনা।'

ঃ 'আসেম! আমি যদি আরব হতাম, দেশ ছাড়তাম তোমার মত হতাশ হয়ে, কেউ এসে বলত সে অজ্ঞতা আর জুলুমের আঁধার ভুবনে এখন জ্বলছে ন্যায় ইনসাফের অনির্বানদীপ শিখা, অবশ্যই আমি ছুটে যেতাম সে আলোর সন্ধানে। আসেম! তুমি আমার বন্ধু। জীবনে অনেক উপকার করেছ তুমি। তুলে এনেছ ভয়াল মৃত্যুকূপ থেকে। এ উপকারের প্রতিদান দেয়ার জন্যই তোমায় কন্তুনতুনিয়া নিয়ে গিয়েছিলাম।

এখন আমার মনে হচ্ছে, আরব সম্পর্কে যা শুনেছি তা যদি সত্যি হয়, তবে সেখানে তুমি এমন প্রশান্তি পাবে, কিসরা এবং কাইজারের রাজপ্রাসাদও যা তোমায় দিতে পারবেনা। রহমতের বারিধারায় সত্যিই যদি আরব প্লাবিত হয়ে থাকে, তোমায় আমি বলব, ওখানে গিয়ে আজলা ভরে সে পানি পান করো। আমার তো মনে হয়, তুমি একবার ওখানে গেলে ইউনূছ আর ফৃস্তিনাকেও নিয়ে নেবে। এরপর হয়তো কোনদিন তোমার সাথে দেখা হবেনা। কিন্তু যেখানেই থাকি, তুমি সুখে আছ ভেবে আনন্দিত হব।'

ঃ 'সত্যি করে বলতো ক্লেডিস, দামেশক আমার জন্য নিরাপদ নয় ভেবেই কি তুমি এতটা উতলা হওনি?'

ঃ 'বন্ধু! তুমি তো জান, তোমার নিরাপত্তার জন্য আমার জীবনও বিলিয়ে দিতে পারি।'

ঃ 'তা জানি। কিন্তু তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি।'

ক্লেডিস খানিক ভাবল। এরপর বললঃ 'একান্তই যদি প্রশ্নের জবাব শুনতে চাও তবে শোন, আরবরা রোমানদের সাথে যুদ্ধ করবে তা আমার মনে হয়না। শুনলাম, নাজরানের খৃষ্টান এবং অনেক গাসসানী রইস মুসলমান হয়েগেছে। এবার পাদ্রীরা কাইজারকে নীরব থাকতে দেবেনা। খৃষ্টবাদ রক্ষার নাম করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারী ধরতে কাইজারকে বাঁধ্য করবে। আরবের সাথে সিরিয়ার যুদ্ধ বাধলে তুমি চুপ করে করে বসে থাকতে পারবেনা। তুমি এ দেশের জন্য কি করেছ তা দেখবে না কেউ।

কোন পাদ্রী যদি বলে তুমি আরব, মুসলমানদের জন্য তোমার দরদ বেশী, ব্যাস, রোমানরা তোমার উপর ক্ষেপে উঠবে। তখন আরবদের বিরুদ্ধে তরবারী ধরতে বাধ্য হবে তুমি। আমি তোমাকে এ চরম পরীক্ষা থেকে বাঁচাতে চাই। আমি জানি, তুমি লড়বে শত্রুর বিরুদ্ধে নয়-

নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে। বিবেকের মৃত্যুর পর যারা বেঁচে থাকে তুমি তাদের মধ্যে নও। মনে নেই, এত কিছু করার পরও এ রোমানরাই ফুস্তিনার নানাকে ফাঁসীতে ঝুলিয়েছিল?'

ফুস্তিনা ক্লেডিসকে বলল : 'আমার স্বামীর বিবেক কোরবান করেও এ বাড়ীতে থাকব এমনটি ভেবে থাকলে ভুল করেছেন। ঈশ্বরের দোহাই! দামেশকবাসী যদি এতই অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে তবে এ মুহূর্তে আমি দামেশক ছাড়তে প্রস্তুত। এ রাজপ্রাসাদের চাইতে মরুর ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরেও আমি সুখে থাকব।'

: 'বোন। তুমি সীনের মেয়ে। যুদ্ধের সময় জাতির ভাগ্য এমন সব লোকদের হাতে থাকে যারা আপন পর চিনতে পারেনা। যুদ্ধ হয়তো হবেনা। এ দামেশকে তোমাদের সারা জীবন আনন্দেই কাটবে। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হলে যারা লড়াই করবেনা তাদের মনে করা হবে জাতির শত্রু। আমার কথায় মনে কিছু নিওনা। যা বলেছি বন্ধুর কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বলেছি।'

ক্লেডিস থামল। আসেম মাথা নুইয়ে কি ভাবল। অনেকক্ষণ। অবশেষে মাথা তুলল। তাকাল ফুস্তিনার দিকে। : 'ফুস্তিনা আমি ওখানে যাচ্ছি। যাচ্ছি আমরা তিনজন। তুমি তৈরী হতে থাক। তিন দিনের মধ্যেই আমরা এখান থেকে রওয়ানা করব।'

: 'আমরা আগামী কালই রওয়ানা করতে পারি।'

: 'না আসেম। আমি ইন্তাকিয়া থেকে আসি। এরপর আরব সীমান্ত পর্যন্ত তোমার সাথে যাব।'

: 'কবে নাগাদ ফিরবে?'

: 'দিন দশেকের বেশী লাগবেনা।'

: 'আমার আশংকা হচ্ছে, ও যদি যাবার ইচ্ছে বদলে ফেলে?' ফুস্তিনার কণ্ঠ। আসেম মৃদু হাসল। 'আমি আমার জন্য নয়, যাব ইউনুসের জন্য। এখন যদি সমস্ত রোমান ফৌজ এসে আমার পথ রোধ করে তবুও আমার ইচ্ছে পরিবর্তন হবেনা।'

একমাস পর। এক শান্ত বিকেলে আসেম ও ফুস্তিনা একটা টিলার পাশে ঘোড়া থামাল। সামনে ইয়াসরিবের পাহাড় শ্রেণী আর খর্জুর বীথির মনোরম দৃশ্য। মরুর তপ্ত বাতাসে ইউনুসের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। ও ছিল আসেমের কোলে।

: 'আব্বু! এটাইকি আপনার শহর?'

: 'হ্যাঁ আব্বু!'

: 'তাহলে থামলেন কেন? আমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছে।'

ঃ ' আমরা এক্ষুনি পৌঁছে যাব।' বলেই ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারল আসেম।

ঃ ' আববু! ওখানে পানি পাওয়া যায়?'

ঃ 'হ্যাঁ বেটা। ওখানে তোমার কিচ্ছুর অভাব হবেনা।'

নীরবে চলতে লাগল ওরা। আসেমের প্রাণের গভীর থেকে মাথা তুলতে লাগল হারানো অতীতের কত কথা। ইয়াসরিবকে এক ঝলক দেখার পর ভিজে উঠেছিল ওর চোখের পাতা। এবার তা ফোটা ফোটা হয়ে ঝরে পড়তে লাগল।

ওরা এক খেজুর বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। চোখ ঘুরিয়ে চাইল আসেম। ঘোড়া থামিয়ে বললঃ 'এই সে সামিরাদের বাড়ী। ওখানে আমাকে চেনার মত কেউ হয়তো বেঁচে নেই।'

ঃ 'আববু! এখানকার লোকেরা কাউকে না চিনলে পানি দেয়না?'

ঃ 'বেটা। এ বাড়ীর লোকেরা পানি চাইলে দুধ এনে দেয়।'

আনমনা হয়ে গেল আসেম। অতীতের বিশালতায় হারিয়ে গেল ও।

ঃ ' এ বাড়ীতে যাবে?' ফুস্তিনার প্রশ্ন।

ঃ ' নিজের বাড়ীর চে' এরা আমায় কম আদর করতনা। দেখা না করে-চলে যাই কি করে!'

ঃ ' নোমান কে আববু?'

ঃ ' আমার এক বন্ধু।'

ঃ 'তাহলে আপনি পানি নিচ্ছেননা কেন?'

বছর দশেকের একটা কিশোর বাগান থেকে বেরিয়ে এল। ইউনুসের কথা শুনে সে

ঃ 'আপনাদের পানি লাগবে?'

ঃ ' হ্যাঁ । এ বাড়ী তোমাদের?' আসেম বলল।

ঃ ' জ্বী।'

ঃ 'তোমার নাম কি?'

ঃ 'আবদুল্লা।'

ঃ ' নোমান তোমার কি হয়?'

ঃ ' তিনি আমার আববা। আসুন, ভেতরে আসুন।'

আবদুল্লা আসেমের ঘোড়ার বাগ হাতে নিল। আসেম ইউনুসকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে বলল

ঃ 'তুমি এ ছোট্ট মেহমানকে পানি খাইয়ে আন।'

ঃ ' আমাদের বাড়ীতে মেহমান হতে আপনাদের ভাল লাগবেনা?'

ঃ ' না তা নয়। আমরা তো আরো সামনে যাচ্ছি। তুমি একে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো।'

ঃ 'ঠিক আছে।' বলে আবদুল্লা ইউনুসের হাত ধরে বাগানের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। ফিরে এল খানিক পর। সাথে এক সুদর্শন যুবক। আসেমকে দেখে বললঃ 'আমার ছেলের অনুযোগ, দুজন মুসাফির তৃষ্ণার্ত হয়েও বাড়ী আসতে চাইছেননা। আপনারা কোত্থেকে এসেছেন?'

ঃ 'আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি।'

ঃ 'আমার ছেলে বলল আপনি নাকি আমার নামও জানেন। একথা সত্যি হলে আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন এ ঘরের দরোজা সব সময় মেহমানের জন্য উম্মুক্ত থাকে।'

ঃ 'আমি জানি এ বাড়ীর লোকেরা শত্রুকেও ঘৃণা করেনা।'

সাথে সাথ ওর চোখে উছলে এল অশ্রুর ধারা।

ঃ 'আববা, আমি পানি চেয়েছিলাম, আমায় জোর করে দুধ খাইয়ে দিয়েছে।' ইউনুসের কণ্ঠ।'

আসেমের ধৈর্যের বাঁধ টুটে গেল। ঃ' নোমান, তুমি আমায় চিনতে পারনি?'

নোমান অবাক বিস্ময়ে অনিমেষ চোখে আসেমের দিকে তাকিয়ে রইল। এরপর 'আসেম, আসেম' বলে জড়িয়ে ধরল তাকে।

ঃ 'বন্ধু আমার। আমার ভাই! এতকাল তুমি কোথায় ছিলে? সালেম আর আমি তোমায় হন্যে হয়ে কত খুঁজেজি। খুঁজেছি আরব ইয়াসরিবের প্রতিটি শহরে। আর এখন তুমি আমার ঘরের বাইরেদাঁড়িয়েআছ!'

নোমানের চোখে অশ্রু। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি। এক সময় ও আসেমকে ছেড়ে দিয়ে ফুস্তিনার দিকে ফিরল।ঃ 'ও আমার স্ত্রী।' আসেম বলল।

ঃ 'আসুন।' নোমান ফুস্তিনার আর আবদুল্লা আসেমের ঘোড়ার বলগা হাতে তুলে নিল। বাগানে প্রবেশ করল ওরা। একদিন এখানেই ঘটেছিল আসেমের প্রেমের সমাধি।

নোমান বললঃ 'আরেকটু আগে এলে সালেমের সাথে এখানেই দেখা হতো।'

ঃ 'সাঈদা কেমন আছে?' আসেম প্রশ্ন করল।

ঃ 'ভাল।'

ঃ 'ওবায়েদ বেঁচে আছে?'

ঃ 'না, তুমি যাওয়ার বছর দু'য়েক পরই সে মারা যায়। মৃত্যুর পূর্বে তার বড় সাফল্য ছিল শমুনকে হত্যা করা।'

বাগান পেরিয়ে বাড়ীর উঠানে পা দিল ওরা। বারান্দায় বসে বসে একজন মহিলা সুতা কাটছেন। এক শিশু খেলা করছে তার পাশে। নোমানের সাথে অপরিচিত লোক দেখে মহিলা তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল। একটা চাকর এসে আস্তাবলের দিকে নিয়ে গেল ওদের ঘোড়াগুলো।

উঠানের খোলা হাওয়ায় চাটাই বিছিয়ে বসে পড়ল ওরা। নোমান পানি আনল। এরপর ছেলেকে বলল : 'আবদুল্লা! সালেমকে ডেকে নিয়ে এসো।'

: 'সবার আগে আমি সাঈদাকে দেখতে চাই।

: এ বাড়ীতে কেউ তোমার অপরিচিত নয়। বসো। 'সাইদা নিজেই এখানে আসবে।'

নোমান অন্দর মহলে চলে গেল। ফিরে এল একজন মহিলাকে নিয়ে। খানিক পূর্বে এ মহিলাই সুতা কাটছিলেন। আসেম তাকাল ওর দিকে। এক ঝাঁক আনন্দ হৃদয় ছুঁয়ে গেল ওর। তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। মহিলা কেমন খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

নোমান বলল : 'সাঈদা, ওকে তুমি চিনতে পারনি?'

ও গভীর চোখে চাইল আসেমের দিকে। এগিয়ে এল কয়েক পা। থমকে দাঁড়াল আবার। এরপর 'ভাইয়া, ভাইয়া' বলে আসেমকে জড়িয়ে ধরল।

: 'আমার বিশ্বাস ছিল আপনি বেঁচে আছেন। একদিন অবশ্যই ফিরে আসবেন। প্রতিটি নামাজ শেষে আমি দোয়া করেছি আপনি ফিরে আসা পর্যন্ত আমি যেন বেঁচে থাকতে পারি।' ভারী হয়ে এল সাঈদার কণ্ঠ। ওর অনিরুদ্ধ কান্না শব্দ হয়ে বের হতে লাগল। ছোট্ট মেয়েটা কতক্ষণ মায়ের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

ফুস্তিনা কোলে তুলে নিল ওকে। সাঈদা চোখ মুছে ফুস্তিনার দিকে ফিরে বলল : 'ক্ষমা করো বোন। কিছুক্ষণের জন্য মেহমানদারীর শিষ্টতা ভুলে গিয়েছিলাম।'

: 'আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝি। আপনার ভাই প্রায়ই আপনার কথা বলতেন। তখন আপনাকে কল্পনা করে মনে হতো আপনাকে পেলে স্বজন ও দেশ ছাড়ার যন্ত্রণা ভুলে যাব।'

: 'এখানে আপনাকে কেউ না চিনলে দেশ ছেড়ে আসায় হয়ত কষ্ট পেতেন। আমরা মানবতার সম্পর্ককে রক্তের সম্পর্কেচে' বেশী দাম দিই। আফসোস, আপনারা এলেন এমন সময়, যখন আমাদের নেতা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তিনি এমন এক অনির্বান দ্বীপ শিখা জ্বেলে গেছেন, যে আলোয় আমরা মানবতার পথ খুঁজে পেয়েছি। এই সেই জমীন যেখানে বংশীয় কলহ, কবিলার দ্বন্দ্ব আর গোত্রীয় বিভেদের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছিল। সে জমীন আজ মানবতা আর ভ্রাতৃত্বের কেন্দ্র। এখানে কেউ কারো পর নয়। সবাই আপন-। এক সূত্রে গাঁথা।'

: 'নোমান, মহানবীর (সঃ) মৃত্যুর সংবাদ আমি গত কাল পেয়েছি। পথে কারো কারো কথা শুনে মনে হল ওরা ইসলাম ছেড়ে দেবে। শত বছরের পংকিল সমাজ ব্যবস্থায় অভ্যস্ত মানসিকতায় ইসলামকে ওরা বোঝা মনে করছে। আমার মনে হয়, আল্লার নবীর ওফাতের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। মদ, জুয়া, সুদ, ব্যভিচার, হত্যা, লুণ্ঠন এবং জুলুম অত্যাচার যে আরবদের অস্থির সাথে মিশে গিয়েছে, ওরা ইসলামের বিরুদ্ধে এখন সর্ব শক্তি নিয়োগ করবে।'

ঃ ' এ পরিস্থিতি আমাদের জন্য অযাচিত নয়। যারা অনিচ্ছা সত্ত্বে মুসলমান হয়েছে তাদের আমরা চিনি। ভন্ড নবীরা যে ওদের প্রতারিত করছে তাও জানি। ইসলাম খোদার দ্বীন। এ দ্বীনের পতাকাধারীরা যে কোন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত। শুধু আরবেই নয়, আরবের বাইরেও যাদের সাথে সংঘর্ষ হবে, উপড়ে ফেলা হবে সব বাঁধা। বানের তোড়ে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর মতোই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

ঃ ' মৃত্যুর পূর্বে মহানবী (সঃ) সিরিয়া আক্রমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন একথা কি সত্য!'

ঃ 'হ্যাঁ। আমি আর সালেম সে ফৌজে সামিল ছিলাম। কিন্তু রাসূলের (সঃ) অসুস্থতার কারণেই আমাদেরকে থামতে হয়েছে।'

ঃ ' বর্তমান পরিস্থিতির কারণে সম্ভবত আর কোনদিন সে পরিকল্পনা পূরণ হবেনা।'

ঃ ' কে বলল তোমায়। পরিস্থিতির কারণে সিরিয়ার অভিযান মূলতবী করার জন্য লোকেরা যাকে পরামর্শ দিলে তিনি কি বলেছেন জান? বলেছেন, আমি যদি নিশ্চিত হই যে, বনের হিংস্র পশুরা মদিনা ঢুকে আমায় নিয়ে যাবে, তবুও যে অভিযানের নির্দেশ স্বয়ং মহানবী (সঃ) দিয়েছেন, আমি তাকে রুখতে পারবনা।'

আসেমের চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠল। ঃ' বিদ্রোহী কবিলগুলো মদিনা আক্রমন করবে আর এখানকার ফৌজ যাবে সিরিয়া, এ পদক্ষেপ কি ভাল হবে?'

মৃদু হাসল নোমান। ঃ ' নবীর (সঃ) হুকুম পালনই আমাদের বড় সাফল্য।'

ঃ ' সিপাহসালার কে থাকবেন?'

ঃ 'মহানবীর চাকর যায়েদ বিন হারিসের ছেলে উসামা।'

ঃ ' কি! একটা চাকরের ছেলে রোম আক্রমনে আরবদের নেতৃত্ব দিচ্ছে?'

ঃ ' না। একজন রাসুল প্রেমিককে মুসলমানদের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে।'

ঃ ' ওকি খুব বেশী অভিজ্ঞ?'

ঃ ' ওর বয়েস বছর বিশেকের মত হবে হয়ত।'

ঃ 'আরবরা তার নেতৃত্ব মেনে নিলে একে এক অলৌকিক কাজ মনে করব।'

ঃ ' আরবরা যে মুসলমান হয়েছে এইতো বড় অলৌকিক কাজ!'

ঃ ' নোমান, ইসলাম সম্পর্কে আমাকে অনেক কিছুই জানতে হবে। এর আগে বল, আওস ও খাজরাজ সত্যিই কি পরস্পর মিলে গেছে?'

ঃ ' আমরা যে একে অপরের দুশমন ছিলাম এখনতো বিশ্বাসই হয়না। শেষ সংঘর্ষ হয়েছে তুমি চলে যাবার কদিন পর। ইয়াসরিবের তৃষিত বালি আমাদের শরীরের অবাঞ্ছিত রক্ত শুষে নিয়েছিল সে যুদ্ধে। এরপর তোমার মত সত্যসন্ধানী ক'জন লোক গিয়েছিল মক্কায়। আগামীর দিকবলয়ে দেখলাম নতুন আলোর হাতছানি। আল্লার রসূল (সঃ) মক্কা ছেড়ে মদিনা চলে এলেন।

এখানে ঝরতে লাগল খোদার রহমতের বৃষ্টি। ইয়াসরিবকে এখন আমরা মদিনাতুন নবী (নবীর শহর) বলি। সংক্ষেপে বলি মদিনা।

এ পবিত্র মাটিতে এখন কেবল কল্যাণ জন্ম নেয়। আসেম! যেদিন তুমি বেরিয়ে গেলে, কে বলতে পারতো আওস ও খাজরাজ এক হয়ে যাবে। তুমি যাবার তিনদিন পর একরাতে ওবায়েদ সালেমের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিল। আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ইয়াসরিবের পরিস্থিতি যাই হোক, আমরা পরস্পরের উপর তরবারী তুলবনা। কিন্তু পরদিন মনে হল, আওস ও খাজরাজের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী।

এখানে থাকলে এ প্রতিজ্ঞা আমরা রক্ষা করতে পারবনা। একরাতে পালিয়ে মাদায়েন চলে গেলাম। তিন বছর ছিলাম ওখানে। পরে এক ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে যেরুজালেম এবং দামেশক ভ্রমন করলাম। ধারণা ছিল, তোমায় হয়ত কোথাও পেয়ে যেতে পারি। যখন ফিরে এলাম, দেখলাম এ জমীন রহমতের পুষ্প হাতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

আসেম বিষন্ন কণ্ঠে বলল : 'কি বদনসীব আমি। আফসোস ! সে মহামানবকে এক নজর দেখার সৌভাগ্য ও হলোন আমার।'

: ' না আসেম, যদি তুমি সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে থাক, তবে তুমি বদনসীব নও। নবীজি মানবতার মুক্তির যে পথ দেখিয়েছেন তা মধ্য দিনের আলোর চাইতেও জ্যোতির্ময়। আসর নামাজের সময় চলে যাচ্ছে। নামাজ শেষে বলব আরবে কতবড় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে।'

আসেম ও ফুস্তিনা অবাক হয়ে শুনছিল নোমানের কথা। নোমান বলছিল মক্কাবাসীরা কি জুলুম করেছে মুসলমানদের উপর। বদর, ওহোদ আর খন্দকে কেমন করে যুদ্ধ হয়েছিল, কেমন করে মহানবীর ভবিষ্যতবাণী সত্য বলে প্রমাণিত হল সে সব কথা। বলছিল, নবী এবং সাহাবাদের হিজরতের কাহিনী। শুনতে শুনতে ভিজে উঠেছিল আসেমের চোখের পাতা। নোমানের কথা শেষ হল। আসেমের মনে হল মনের উপর চেপে থাকা অতীতের সকল বোঝা তার হালকা হয়ে গেছে।

: 'নোমান! কিসরার ফৌজ যখন সিরিয়ায়, তিনি নাকি তখন রোমানদের বিজয়ের ভবিষ্যত বাণীকরেছিলেন?'

: ' হ্যাঁ। কোরানশরীফেও এর উল্লেখ আছে।'

নোমান সূরা রোমের সে কটা আয়াত তাকে শুনিয়ে দিল।

: 'কন্তুনতুনিয়া গিয়ে যদি কেউ এমন কথা বলত, লোকেরা তাকে বলত পাগল।'

: ' তখন মক্কার লোকেরাও তাকে উপহাস করেছে। আসেম! আমি একজন সাধারণ মানুষ। নবী জীবনের কোন একটা দিক ভালভাবে বলার সাধ্যও আমার নেই। কিন্তু মদিনায় এমন অনেক লোক আছেন, যাদের প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে তাঁর সান্নিধ্যে । তাদের ভেতর দেখবে

রাসূলে খোদার রূপ। কিন্তু ওদের সাথে কথা বললে ওরাও বলবে, সাগরের সীমাহীন জলরাশি থেকে এক বিন্দু পরিমান নিয়েছি।'

: ' রোমের মত বিশাল সালতানাতের সাথে সংঘর্ষে যাবার মত মনের বল কি ওদের আছে?'

: ' হ্যাঁ । ওদের দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন ওদের পায়ের নীচে লুটুপুটি খাবে কাইজারের রাজমুকুট। এ বিশ্বাস না থাকলেও রোম আক্রমন করার জন্য মহানবীর (সঃ) নির্দেশই যথেষ্ঠ। আল্লার রাস্তায় শহীদ হওয়াকে মুসলমানরা বড় সৌভাগ্য মনে করে।'

: ' তার মানে মুসলমান বিজয়ের আশা না নিয়েই যুদ্ধ করে?'

: ' হ্যাঁ, শহীদ হওয়ার আকাংখায় ওরা জয় পরাজয়ের চিন্তা করেনা। ওই তো সালেম এসে গেছে।' আসেম পেছনে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। সালেম সালাম করে অবাক চোখে আসেমের দিকে তাকিয়ে রইল।

: 'ভাইয়া। আপনি আসেমকে চিন্‌তে পারেননি?' সাঈদা বলল।

সালেমকে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আসেম বলল :' সালেম, আমি আসেম।'

স্তম্ভিত হয়ে ও খানিক দাঁড়িয়ে রইল। এর পর ছুটে এসে জাপটে ধরল আসেমকে। সালেমের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে আসেম আবার নোমানের দিকে ফিরল।

: ' সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চল একটু ঘুরে আসি।' বলল আসেম।

: ' চল। মদিনার অলি গলিতে আজ আনন্দ নেই। নবীর বিচ্ছেদ ব্যথা মুসলামানরা এখনো ভুলতে পারেনি। আসেম। এখনো একটা কর্তব্য আমি শেষ করিনি। ইসলামের দাওয়াত দেইনি তোমায়। তোমার বন্ধুরা বেশী খুশী হবে যদি তুমি মুসলমান হও।

মহানবীর (সঃ) কথা বলার সময় তোমার চোখে পানি দেখে আমি বুঝেছি, তুমি বেশী দিন ইসলামের বাইরে থাকতে পারবেনা। আমার ইচ্ছে, তুমি একজন মুসলমান হিসেবে মদিনার অলি গলিতে ঘুরবে।'

: ' আমি তোমার দাওয়াত কবুল করলাম। খলিফা যদি আমায় মুসলমান করতে পারেন তবে আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।'

: ' মুসলমান হওয়ার জন্য কোন আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয়না। প্রয়োজন হয়না খলিফার কাছে যাবার। কয়েকটা শব্দ মুখে উচ্চারণ করলেই যথেষ্ঠ।

ফুস্তিনা গ্রীক ভাষায় আসেমকে কি যেন বলতেই ও নোমানকে বলল : 'নোমান! ফুস্তিনার অনুযোগ, তুমি ওকে ইসলামের দাওয়াত দাওনি।'

: 'দু'জনকে কালিমা পড়ানো তো আমার সৌভাগ্য।'

সূর্য ডোবার খানিক পর আসেম, নোমান এবং সালেম বাড়ী থেকে বের হল। মনের উপর চেপে থাকা দুঃসহ বোঝা নেমে গেছে আসেমের। মুক্তি পেয়েছে অতীতের শৃংখলিত আত্মা। নোমান এবং সালেম দরুদ পড়তে লাগল। আসেম ও কণ্ঠ মিলাল তাদের সাথে। ধীরে ধীরে

দরুদের শব্দগুলো কান্নার গমকে হারিয়ে যেতে লাগল। আসেম ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল : 'নোমান। আমাকে তাঁর রওজা পাকে নিয়ে চলো।'

: 'আমরা ওখানেই যাচ্ছি।'

পথে দেখা হল এক যুবকের সাথে।

: 'নোমান ভাই, আপনি খলিফার ঘোষনা শুনেছেন?'

: 'না তো?'

: খলিফা নির্দেশ দিয়েছেন, সিরিয়ার অভিযানে অংশ গ্রহণকারী সকল মুজাহিদ যেন মদিনা থেকে এক ক্রোশ দূরে 'জরফে' জামায়েত হয়। পরশু ভোরে ওখান থেকে রওয়ানা করা হবে।'

নোমান এবং সালেম কিছুক্ষণ যুবকের সাথে কথা বলে হাঁটা দিল। ওরা পৌছল মসজিদে নববীতে। এখানে মানুষের প্রচন্ড ভীড়। একজন একজন করে ভেতরে প্রবেশ করছে। একটু পর আসেমরাও ভেতরে ঢুকল। ভেতরে আলো জ্বলছে। রওজার পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া পড়ছে সবাই। অনেক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ও। চোখে অশ্রু। বুকে দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বেদনার আগ্নেয় লাভা। যেন বহুকাল পর জ্বালামুখের সন্ধান পেয়েছে সে লাভাস্রোত। অবিরল গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু রাশি।

সে বলছিলঃ 'মুনীব আমার। আপনার রওজায় ঝরুক খোদার অনন্ত রহমতের বৃষ্টিধারা। আমি অনেক দেরীতে এসেছি। হায়। জীবনে যদি আপনাকে এক নজর দেখতে পেতাম।' ভারী হয়ে এল আসেমের কণ্ঠ। 'এরপরও আমি আপনার প্রচুর রহমত চাই।'

এ কেবল আসেমেরই মনের কথা ছিলনা। বরং তার এ অশ্রু লাখো মানুষের মনের কথা বলছিল। এছিল সেই সব মানুষের বুকের গভীর থেকে উঠে আসে আবেগ নবীজি যাদের প্রকৃত সুখের পথ দেখিয়েছিলেন।

তৃতীয় দিন ধলপহরে 'জুরুফে' চলে গেল আসেম। একপাশে দাঁড়িয়ে ও দেখতে লাগল মুসলিম ফৌজের অভিযান প্রস্তুতি। আরবের সীমানা ছাড়িয়ে দূরে অনেক দূরে এরা নিয়ে যাচ্ছে তৌহিদের পতাকা। পিতা নোমান এবং মামা সালেমকে বিদায় দিতে আবদুল্লাও সাথে এসেছিল। আসেমের ঘোড়ার বাগ ধরে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল ও।

ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে যেসব রইসরা উঁচু নীচুর পার্থক্য ধরে রাখতেন প্রচন্ডভাবে তারাও ছিলেন এ বাহিনীতে। স্বীয় কবিলার প্রাধান্য বিস্তারে যারা বইয়ে দিতেন রক্তের নদী, এখানে ছিলেন, তারাও। ছিলেন সে সব মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবারা, যাঁদের সময় কেটেছে রাসূলের (সঃ) সান্নিধ্যে। এ বাহিনীতে ছিলেন অসংখ্য বীর যোদ্ধা। অথচ সেনা বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হল এমন এক যুবককে, রসূল প্রেমই যার সম্বল। নবীজীর গোলামী করে যে পেয়েছিল মনুষত্বের মর্যাদা। সেনাপতি যুবক ওসামা ছিলেন ঘোড়ার পিঠে। নীচে দাঁড়িয়ে তাকে পরামর্শ এবং নির্দেশ দিচ্ছিলেন খলিফা আবুবকর। কারো কোন উদ্বেগ নেই।

কেউ বলছেনা, এত বড় বড় সাহাবা, অভিজ্ঞ সালার এবং বিভিন্ন কবিলার প্রভাবশালী সর্দাররা থাকতে এই কচি যুবককে কেন সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হল। কতইবা হবে তার বয়েস। সতের কি বিশ। ইসলাম ঘুচিয়ে দিয়েছে গোলাম ভৃত্যের ভেদাভেদ। খোদায়ী জ্যোতির ঝলমলে আলো নিভিয়ে দিয়েছে জাহেলী অহমিকার অন্ধকার। যারা উসামার পরিবর্তে একজন অভিজ্ঞ সালারকে নেতৃত্ব দেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, খলিফা তাদের বলেছিলেনঃ 'উসামাকে নির্বাচন করেছেন আল্লার রাসূল (সঃ)। কোন অবস্থাতেই আমি তার সিদ্ধান্ত বদলাতে পারবনা।'

চলতে শুরু করেছে মুসলিম বাহিনী। ঘোড়ায় সওয়ার উসামা (রাঃ)। খলিফা আবুবকর (রাঃ) তার সাথে হেঁটে যাচ্ছেন। খলিফার মর্যাদা সম্পর্কে উসামা (রাঃ) বেখবর ছিলেননা। তার কণ্ঠ থেকে বিনয় ঝরে পড়লঃ 'খলিফাতুল মুসলিমীন। আমায় লজ্জা দিবেননা। আপনিও ঘোড়ায় চেপে বসুন, নয়তো আমি নেমে যাচ্ছি।'

ঃ 'না উসামা।' খলিফা বললেন 'এ পায়ে খোদার পথের ধুলো মাখতে দাও।'

ইসলামী লশকর এখনো দিগন্তে মিলিয়ে যায়নি। আসেম আবদুল্লার হাত থেকে বলগা তুলে নিয়ে বললঃ 'আবদুল্লা। আমি তোমার আববা এবং মামার সাথে যাচ্ছি।'

ঃ ' কিন্তু আপনি তো তাদেরকে শুধু বিদায় জানাতে এসেছিলেন।'

আসেম ঘোড়ায় চড়ে বলল ঃ 'তোমার আম্মাকে বলবে, আমার ফিরে আসা পর্যন্ত ইউনুসরা তোমাদের বাড়ীতেই থাকবে।'

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল আসেম। মরুর বাতাসে ঝড় তুলে ছুটে চলল তার ঘোড়া। একটু পর গিয়ে সামিল হলো কাফেলার সাথে। এই সেই কাফেলা, যাদের ঘোড়ার পায়ের খটাখট শব্দে কেঁপে উঠবে কাইজারও কিসরার রাজপ্রাসাদ। সাহসে সাহসে ভরা মুজাহিদদের অন্তর। ইয়ারমুক, কাদেসিয়া আর আজনাদাইনের প্রান্তরে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে 'বিজয়'।

মুসলিম বাহিনী চলে যাবার পর অল্প কজন মাত্র সাহাবী ছিলেন মদিনা। এরা রয়ে গেছেন মদিনাকে হেফাজত করার জন্য। প্রিয়জনদের বিদায় জানাতে যারা এসেছিলেন, খলিফা তাদের মাঝে দাঁড়ালেন। তাকালেন সবার মুখের দিকে। ধর্মত্যাগীদের পক্ষ থেকে মদিনায় কি বিপদ আসতে পারে এরা তা জানতেন। কিন্তু কারো চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন নেই। নেতার অভিন নির্দেশ পালন করতে পেরে ওরা আজ আনন্দিত। ওদের ঠোঁট নড়ছে। মুজাহিদদের জন্য বেরিয়ে আসছে হৃদয় থেকে প্রার্থনা।

এ দোয়া যে কবুল হবে তা খলিফার চাইতে কে বেশী জানত। এদের পথের ধুলায় হারিয়ে যাবে কাইজার ও কিসরার রাজপ্রাসাদ। মুসলিম শিশু কিশোরদের চোখে আশার ঝিলিক। অনারবের বর্বরতা আর অজ্ঞতার পতাকা ধুলায় লুটাবে যারা এ কাফেলা তো তাদেরই অগ্রবাহিনী। এরা যখন ফিরবে বিজয়ীর বেশে, আমরাইতো তাদের অভ্যর্থনা জানাব।

এ কিশোররাই হবে আগামী দিনের মুজাহিদ। এরাই ইসলামের পতাকা বয়ে নিয়ে যাবে আরবের সীমানা ছাড়িয়ে। যেখানে থেমে গিয়েছিল সাইরাস আর আলেকজান্ডারের গতি। কিন্তু যারা বৈষয়িক শক্তিতে বিশ্বাসী, কিসরার বিজয় মুহূর্তে যারা উপহাস করেছিল কোরানের ভবিষ্যত বাণীকে, যারা রাসুলের ওফাতের সংবাদ শুনে হেরার জ্যোতি ছেড়ে ডুব দিয়েছিল কুফরীর গহীনে- ইসলামী লশকর রোম পর্যন্ত যেতে পারবে এ বিশ্বাস তাদের ছিলনা। ওরা ভেবেছিল, সিরিয়ায় মুসলমানরা পরাজিত হলে মদিনা হবে তাদের করুণার পাত্র।

কিন্তু কদিন পর ওরা টের পেল মদিনা আক্রমনের চেষ্টা ব্যর্থ। বিজয়ীর বেশে ফিরে আসছেন হযরত উসামা (রাঃ)। রাসুলের মৃত্যুতে যারা ভেবেছিল নিভে যাবে সত্যের আলো, হারিয়ে যাবে ইসলামের নূর, থেমে যাবে মোজাহদদের কাফেলা, উৎকট পেরেশানী নিয়ে ওরা তাকিয়ে রইল বিজয়ী সে কাফেলার দিকে। তাদের অবাক করা চোখে একটাই প্রশ্ন, ইসলামের আলৌকিক শক্তিক যুগ এখনো কি শেষ হয়নি? এর আধিপত্য কি তবে শেষ হবার নয়। ইসলামের শক্তির উৎস কি রাসুল তথা নেতার সাথে সম্পর্কিত নয়? ইসলামের আলো কি তলে সত্যি চিরন্তন এবং শাশ্বত। কিন্তু সে চিরন্তনতা কতদিনের? এর কোন জবাব তাদর কছে ছিলনা। আজো এ প্রশ্ন বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনি তোলে। আল্লার দ্বীনকে যারা দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে মিটিয়ে দিতে চায় এ প্রশ্ন আজো তাদের বুকে জাগায় ভয়ের কাঁপন। মহাকালের যে প্রান্তরেই ওরা চোখ মেলে ধরে, দেখতে পায় বিজয়ীর শিরোপা নিয়ে ছুটে আসছে মর্দে মুমীন হয়ে আসছেন হযরত উসামা (রাঃ) বা তার পরবর্তী কোন সালার, নতুন কোন মুজাহিদ-যুগের জীবন্ত নকীব।